বৃহৎ
ভৈষজ্য রত্নাবলী

কবিরাজ

শ্রীবিপিন বিহারী গুপ্ত ভিষকরত্ন

প্রণীত।

কলিকাতা—৯৮ নং নিমুগোস্বামীঃ

শ্রীপঞ্চানন ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৩৩ সাল।

—:*:—

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

অথ চিকিৎসাধিকারঃ

জিহ্বা ও নেত্র পরীক্ষা

অথ জ্বরচিকিৎসা

সূচীপত্র।

অথজ্বরে—পাচন চিকিৎসা।

অথ বাতিকজ্বরে।

অথ পিত্তজ্বরে

অথ শ্লৈষ্মিকজ্বরে।

অথ অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ

অথ ক্রিমিরোগ চিকিৎসা।

অথ ক্রিমিরোগে ঔষধিকথনং।

অথ কৃমিরোগে পাচনচিকিৎসা।

অথ ক্রিমিরোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অথ পাণ্ডুকামলাকুম্ভকামলাহলীমক চিকিৎসা।

অথ পাণ্ডুরোগস্যৌষধিকথনং

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

অথ উন্মাদস্যৌষধিকথনং।

অথ উন্মাদরোগে পাচনচিকিৎসা।

অথ উন্মাদে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

অথ অপস্মারচিকিৎসা।

অথ অপস্মারস্যৌষধিকথনং।

অথ অপস্মারে পাচনচিকিৎসা।

অথ অপস্মারে পথ্যাপথ্যবিধিঃ

অথ বাতব্যাধিচিকিৎসা

সূচীপত্র।

অথ বাতব্যাধেরৌষধিকথনং।

সূচীপত্র।

অথ বাতব্যাধিরোগে পাচনচিকিৎসা

অথ বাতব্যাধিরোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ

অথ বাতরক্তচিকিৎসা

অথ বাতরক্তস্যৌষধিকথনং

অথ বাতরক্তে পাচনচিকিৎসা

অথ বাতরক্তে পথ্যাপথ্যবিধিঃ

অথ উরুস্তম্ভচিকিৎসা

বিষয় পৃষ্ঠা

গুল্মরোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ

অথ হৃদ্রোগ চিকিৎসা

অথ হৃদ্রোগস্যৌষধিকথনং

অথ হৃদ্রোগে পাচনচিকিৎসা

অথ হৃদ্রোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ

বিষয় পৃষ্ঠা

অথ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা

অথ মূত্রকৃচ্ছ্রস্যৌষধিকথনং

অথ মূত্রকৃচ্ছ্রে পাচনচিকিৎসা

অথ মূত্রকৃচ্ছ্রে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

বৃহৎ
ভৈষজ্য রত্নাবলী

সমাশ্রয়ে জগন্নাথং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং।
সনাতনং বিভুং শান্তং নিত্যমভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥
আরাধ্য পরয়া ভক্ত্যা ধন্বন্তরিং শুভপ্রদং।
অশ্বিনীতনয়ৌ নত্বা ভিষক্‌শাস্ত্রং প্রবক্ষ্যতে ॥

যিনি জগতের একমাত্র পতি, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি ও বিভু, আমি অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সেই শান্তাকৃতি সনাতন পরমেশ্বরকে আশ্রয় করি। আমি শুভবিধায়ী ধন্বন্তরিদেবকে ও অশ্বিনীকুমারযুগলকে নমস্কার পূর্ব্বক চিকিৎসাশাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি।

শ্রীহরিরুবাচ।

মারণং জারণং শুদ্ধিং নিরুত্থীকরণং তথা। পুটপাকাদিবিধীংশ্চ শৃণুষ্ব গিরিজাপতে ॥

শ্রীহরি মহাদেবের নিকট বলিতেছেন, হে গিরিজাপতে! দ্রব্যাদির মারণ, জারণ, শোধন, নিরুত্থীকরণ ও পুটপাক প্রভৃতি যাবতীয় বিধান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।*

অথ অভ্রশোধনং তল্লক্ষণঞ্চ।

অভ্রকং গিরিজাবীজমমলং গগনাহ্বয়ং। তত্র কৃষ্ণাভ্রকে বজ্রং পীতাত্মনি তু গ্রাহিকং। সিতাত্মকে তারকং স্যাল্লোহিতকং রক্তকং বরং ॥

প্রথমতঃ অভ্র যে প্রকারে শোধন করিতে হয় তাহা কথিত হইতেছে। অভ্র, গিরিজাবীজ, অমল এই সকল শব্দে অভ্র বুঝায় এবং আকাশবাচক শব্দে অভ্র বুঝাইবে। চিকিৎসাগ্রন্থে ঐ সকল শব্দ দ্বারাই অভ্র ব্যবহার হইয়াছে। ভৈষজ্যবিৎ সুধীগণ কৃষ্ণ, পীত, সিত ও লোহিত এই চতুর্ব্বিধ অভ্রের উল্লেখ করতঃ উহাদিগের নামেরও পার্থক্য করিয়াছেন। কৃষ্ণাভ্রকে বজ্র পীতকে গ্রাহিক, সিতকে তারক আর লোহিতকে ভীরুক কহে। চতুর্ব্বিধ অভ্রের মধ্যে লোহিতাভ্রই সর্ব্বপ্রধান।

সুপ্রশস্তং কঠোরাঙ্গং গুরু কজ্জলসন্নিভং। যন্ন শব্দায়তে বহ্নৌ নৈবচ্ছ্রূনং ভবেদপি। সদাকর সমুদ্ভূতং বজ্রেতি প্রথিতং ঘনং। পিনাকং দর্দ্দুরং নাগং বজ্রঞ্চেতি চতুর্ব্বিধং ধ্যাতমভ্রং দলচয়ং পিনাকং বিসৃজত্যলং। ফুৎকারং ভুজগঃ কুর্য্যাৎ দর্দ্দুরং ভেকশব্দবৎ। চতুর্থঞ্চ বরং জ্ঞেয়ং ন বহ্নৌ বিকৃতিং ব্রজেৎ। কুষ্ঠপ্রদং পিনাকং স্যাদ্দর্দ্দুরং মরণপ্রদং।

* শ্রীহরি মহাদেবের নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হইয়া সুশ্রুতাদিকেও শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীমন্মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট কথোপকথনচ্ছলেও চিকিৎসাশাস্ত্র বর্ণন করিয়াছিলেন। চিকিৎসার অগ্রে দ্রব্যাদির গুণ, জারণ, মারণ, ভস্মীকরণ ইত্যাদি এবং পাকাদি জানা আবশ্যক। বিশেষতঃ নাড়ীজ্ঞান, দ্রব্যাদির পরিমাণ, মাত্রা এই সমস্তও জ্ঞাত না থাকিলে সে চিকিৎসক কখনও সুচারুরূপে চিকিৎসা করিতে সমর্থ হন না, এই জন্য সর্ব্বাগ্রে ঐ সমস্ত বর্ণিত হইল।

রসে রসায়নে চৈব যোজ্যং বজ্রাভ্রকং প্রিয়ে। তস্মাদ্বজ্রাভ্রকং গ্রাহ্যং ব্যাধি-বার্দ্ধক্য-মৃত্যুজিৎ। অশুদ্ধাভ্রং নিহন্ত্যায়ুর্বর্দ্ধয়েন্মারুতং কফং। আহত্যাচ্ছাদয়েদ্গাত্রং মন্দাগ্নি-ক্রিমিবর্দ্ধনং। পাদাংশং শালিসংযুক্তমভ্রকং কম্বলোদরে। ত্রিরাত্রং স্থাপয়েন্নীরে তৎ ক্লিন্নং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ং। কম্বলাদ্গলিতং শ্লক্ষ্ণং বালুকারহিতঞ্চ যৎ। তদ্ধান্যাভ্রমিতি প্রোক্তমভ্রমারণসিদ্ধয়ে॥ মতান্তরং।—ত্রিফলাক্কাথ-গোমূত্র-ক্ষীর-কাঞ্জিকসেচিতং। ভস্ত্রাগ্নৌ সপ্তধা ব্যোম তপ্তং তপ্তং বিশুদ্ধ্যতি। অথবা বদরীক্কাথে ধ্মাতমভ্রং বিনিঃক্ষিপেৎ। মর্দ্দিতং পাণিনা শুষ্কং ধান্যাভ্রাদতিরিচ্যতে। অথবা—অগস্ত্যপুষ্পতোয়েন পিষ্টং শূরণকন্দগং। গোষ্ঠভূমিগতং মাসং জায়তে রসসন্নিভং॥

বজ্র নামক কৃষ্ণাভ্র সুপ্রশস্ত, কঠোর, গুরু ও কজ্জলতুল্য। ইহাকে বহ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিলে কোন প্রকার শব্দ হয় না এবং ইহা স্ফীতও হয় না। ইহা আকরজাত, দীপ্ত ও ঘন। কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, পীতাদি তিন প্রকার অভ্র শূলজনক, কিন্তু বজ্রাভ্র তাহা নহে। চারি প্রকার অভ্রের মধ্যে বজ্রাভ্রই অধিক গুণবিশিষ্ট ও সর্ব্বদোষনাশক। বজ্রাভ্র চতুর্ব্বিধ, পিনাক, দর্দ্দুর নাগ ও বজ্র। পিনাক নামক অভ্র অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তাহার দল সকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। নাগাভ্র দহন সময়ে সর্পের ন্যায় ফুৎকার শব্দ সমুত্থিত হয়, দর্দ্দুরাভ্র বহ্নিতে দগ্ধ করিবার সময় ভেকের ন্যায় শব্দ সমুত্থিত হইতে থাকে, কিন্তু বজ্রাভ্র দহন-সময়ে কোন প্রকার শব্দ অথবা কোনপ্রকার বিকৃতি দেখা যায় না॥ সুতরাং বজ্রাভ্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পিনাকাভ্র কুষ্ঠকর, দর্দ্দুরাভ্র মৃত্যুপ্রদ আর নাগাভ্র ভগন্দরাদি বিবিধ রোগের উৎপাদক। বজ্রাভ্র দ্বারা বার্দ্ধক্য, রোগ ও মৃত্যু বিনাশ পায়, এই জন্যই ভৈষজ্য-বিদ্যাবিৎ চিকিৎসক রসায়ন কর্ম্মে বজ্রাভ্রই ব্যবহার করেন। অশোধিত অভ্র পরমায়ুনাশক এবং বায়ু ও কফ বৃদ্ধিকর। যদি অশুদ্ধ অভ্র সেবন করা যায়, তাহা হইলে সেই অভ্র সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া দেহ ধ্বংস করে, উহাদ্বারা অগ্নিমান্দ্য হয় এবং ক্রিমি বৃদ্ধি পায়, সুতরাং অশোধিত অভ্র ব্যবহার করিবে না। বালুকাশূন্য অভ্রের সহিত তাহার চতুর্থাংশ পরিমিত শালিধান্য মিশাইয়া তাহা কম্বল মধ্যস্থ করত তিন দিবস সলিল মধ্যে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তদনন্তর সেই অভ্র কিঞ্চিৎ মৃদু হইলে মর্দ্দন করিতে হইবে। এই রূপ করিলে কম্বল হইতে যে সকল ক্ষুদ্র অংশ নির্গত হয় তাহাই লইবে। ইহার নাম ধান্যাভ্র। অভ্রের মারণ শোধনাদির জন্য ইহা আবশ্যক। ভস্ত্রাগ্নির মধ্যে অভ্র দগ্ধ করতঃ ত্রিফলার ক্বাথ, গোমূত্র দুগ্ধ ও কাঞ্জিতে ফেলিয়া দিবে। এই প্রকারে সপ্তবার দগ্ধ ও ক্বাথাদিতে ফেলিলেই অভ্র বিশুদ্ধ হয়। অথবা অভ্র দগ্ধ করত বদরীর ক্বাথে ফেলিতে হইবে। অনন্তর উহা শুষ্ক হইলে হস্তে দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিলেই অভ্র বিশুদ্ধ হয়। এই প্রকার অভ্র ধান্যাভ্র অপেক্ষাও বিশুদ্ধ। অথবা বকফুলের রসের সহিত অভ্র মর্দ্দন করত ওলের অভ্যন্তরে স্থাপন করত গোষ্ঠপ্রদেশে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। একমাস পরে উহা উঠাইতে হয়। এইরূপ করিলেই সেই অভ্র বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এই অভ্র রসসদৃশ কার্য্য করে।

অথ অভ্রমারণং।

বজ্রাভ্রকং সমাদায় নিঃক্ষিপ্য স্থালিকোদরে। রম্ভাদিক্ষারতোয়েন পচেদ্গোময়বহ্নিনা। যাবৎ সিন্দূরসঙ্কাশং ন ভবেৎ স্থালিকাবহিঃ। সেচনীয়ং ততঃ ক্ষীরৈস্ততঃ সূক্ষ্মং বিচূর্ণয়েৎ॥ অথবা—ধান্যাভ্রকং সমাদায় মুস্তকাথৈঃ পুটত্রয়ং। তদ্বৎ পুনর্নবানীরৈঃ কাসমর্দ্দরসৈস্তথা। নাগবল্লীরসৈঃ সূর্য্যক্ষীরৈর্দ্দেয়ং পৃথক্ পৃথক্। দিনং দিনং মর্দ্দয়িত্বা ক্বাথৈর্ব্বটজটোদ্ভবৈঃ। দত্ত্বা পুটত্রয়ং পশ্চাৎ ত্রিপুটেন্মুষলীজলৈঃ। ত্রির্গোক্ষুর-কষায়েণ ত্রিঃ পুটেদ্বানরীরসৈঃ। মোচকন্দরসৈঃ পাচ্যং ত্রিরাত্রং কোকিলাক্ষজৈঃ।

রসৈঃ পুটেল্লোথ্রকৈস্তু ক্ষীরোদেকপুটং পুনঃ। দধ্না ঘৃতেন মধুনা স্বচ্ছয়া সিতয়া তথা। একমেকং পুটং দদ্যাদভ্রস্যৈবং মতির্ভবেৎ॥ সর্ব্বরোগহরং ব্যোম জায়তে যোগবাহিকং কামিনীমদদর্পঘ্নং শস্তং পুংস্ত্বোপঘাতিনাং। বৃষ্যমায়ুষ্করং শুক্রবৃদ্ধিসন্তানকারকং॥ মতান্তরে।—রম্ভাদিনাভ্রং লবণেন পিষ্ট্বা চক্রীকৃতং তদ্দলমধ্যবর্ত্তি। দগ্ধেন্ধনেষু ব্যজনানিলেন স্নুহ্যর্কমূলাম্বুপুটেন সিদ্ধং॥ অথবা—ধান্যাভ্রকস্য ভাগৈকং ভাগৌ দ্বৌ টঙ্গণস্য চ। পিষ্টা তদন্ধ মূষায়াং রুদ্ধ্বা তীব্রাগ্নিনা পচেৎ। স্বভাবং শীতলং চূর্ণং সর্ব্বযোগেষু যোজয়েৎ॥ অথবা—ধান্যাভ্রকং দৃঢ়ং মর্দ্দ্যমর্কক্ষীরৈর্দ্দিনাবধি। বেষ্টয়েদর্কপত্রেণ চক্রাকারন্তু কারয়েৎ। কুঞ্জরাখ্যে পুটে দগ্ধ্বা সপ্তবারান্ পুনঃ পুনঃ। ততো বটজটাকাথৈস্তদ্বদ্দেয়ং পুটত্রয়ং ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহঃ সর্ব্বযোগেষু যোজয়েৎ॥ অথবা—দুগ্ধত্রয়ং কুমার্য্যাম্বু গঙ্গাপুত্রং নৃমূত্রকং। বটশুঙ্গমজারক্তমেভিরভ্রং বিমর্দ্দয়েৎ। শতধা পুটিতং ভস্ম জায়তে পদ্মরাগবৎ। নিশ্চন্দ্রকং ভবেদ্‌ব্যোম শুদ্ধদেহে রসায়নং। নিশ্চন্দ্রমারিতং ব্যোম রূপবীর্য্যং দৃঢ়ং তনুং। কুরুতে নাশয়েন্মৃত্যুং জরারোগকদম্বকং॥

যে প্রকারে অভ্র মারিত হয়, তাহা কথিত হইতেছে। বজ্রাভ্র গ্রহণ-পূর্ব্বক কদলী প্রভৃতির ক্ষার জলে মর্দ্দন করত হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিয়া করীষাগ্নিতে পাক করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত হাঁড়ির বহির্ভাগ সিন্দূরের ন্যায় লোহিতবর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত জাল দিবে। পরে সেই অভ্র দুগ্ধ দ্বারা সেচন করত চূর্ণ করিবে। এই প্রকার করিলেই অভ্র মারিত হয়। অথবা ধান্যাভ্র ও মুথার (১) কাথ এই দুই দ্রব্য একত্র করত এক অহোরাত্র মর্দ্দন করিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে। এই প্রকার তিনবার মুথার কাথে মর্দ্দন ও বারত্রয় পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে। তৎপরে ঐ প্রকারে পুনর্নবার (১) কাথে কালকাসন্দার রসে, পানের (২) রসে এবং আকন্দের (৩) ক্ষীরে প্রত্যেকে এক এক অহোরাত্র মর্দ্দন করতঃ প্রত্যেকে তিন তিন বার পুটপাক দিবে। তদনন্তর ঐ প্রকারে বটবৃক্ষের (৪) মূলের কাথে তিনবার মর্দ্দন ও তিনবার পুটপাক, গোক্ষুরের (৫) রসে তিনবার মর্দ্দন ও বারত্রয় পুটপাক আর শূকশিম্বীর (৬) রসে বারত্রয় মর্দ্দন ও বারত্রয় পুটপাক করত কদলীমূলের রসে দিবসত্রয় ও

(১) "মেঘাখ্যং মুস্তকং মুস্তা গাঙ্গেয়ং ভদ্রমুস্তকং।" মেঘাখ্য, মুস্তক, মুস্তা, গাঙ্গেয়, ভদ্রমুস্তক এই সকল শব্দে মুথা বুঝায়।

(১) "পুনর্নবা তু শোথঘ্নী বর্ষাভূঃ প্রাবৃষায়ণী। কঠিল্যা কারুণা শ্বেতা বৃশ্চীরঃ সা চিরাটিকা॥" পুনর্নবা, শোথঘ্নী বর্ষাভূ, প্রাবৃষায়ণী, কঠিল্যা, কারুণা, শ্বেতা, বৃশ্চীর, চিরাটিকা এই সকল শব্দে পুনর্নবা বুঝায়।

(২) "তাম্বূলী নাগবল্লিকা।" তাম্বূলী, নাগবল্লিকা এই দুইটী পানের নাম।

(৩) "বিশ্বোরোহক সদাপুষ্পী রূপিকাদিত্যপুষ্পিকা।" বিশ্বোর, অর্ক, (সূর্য্য) সদাপুষ্পী, রূপিকা, আদিত্য পুষ্পিকা এই কয়টি আকন্দের নাম।

(৪) "ন্যগ্রোধস্তু ধ্রুবঃ শৃঙ্গী বটো বৈশ্রবণোদয়ঃ।" ন্যগ্রোধ, ধ্রুব, শৃঙ্গী, বট, বৈশ্রবণোদয় এই কয়টী বটবৃক্ষের নাম।

(৫) "ত্রিকণ্টঃ স্থলশৃঙ্গাটো গোকণ্টোহথ ত্রিকণ্টকঃ। ত্রিপুটঃ কণ্টকফলঃ শ্বদংষ্ট্রা গোক্ষুর ক্ষুরঃ॥" ত্রিকণ্ট, স্থলশৃঙ্গাট, গোকণ্ট, ত্রিকণ্টক ত্রিপুট, কণ্টকফল, শ্বদংষ্ট্রা গোক্ষুর, ক্ষুর এই কয়টী গোক্ষুরের নাম।

(৬) "মর্কটী (বানরী) কণ্ডুরাধাগুপ্তা স্বগুপ্তা কচ্ছুরা জড়া। শূকশিম্বাত্মগুপ্তা স্যাৎ বৃষতী কপিকচ্ছুরা।" মর্কটি, বানরী, কণ্ডুরা, অধাগুপ্তা, স্বগুপ্তা, কচ্ছুরা, জড়া, শূকশিম্বী, আত্মগুপ্তা, বৃষতী কপিকচ্ছুরা এই কয়টী শূকশিম্বীর নাম।

কুলিয়াখাড়ার (৭) রসে দিবসত্রয় পাক করিবে। তৎপরে পুনরায় লোধ্রকাথে বারত্রয় পুটপাক করিয়া দুগ্ধে একবার, দধিতে একবার, ঘৃতে এক-বার, মধুতে একবার পুটপাক করিতে হইবে। এই প্রকার করিলেই অভ্র মারিত ও ভস্মীভূত হয়। যথাবিধি অভ্র সেবন দ্বারা যাবতীয় রোগ ধ্বংস হয়। উহা যোগবাহী এবং কামিনীমদদর্পনাশক। যে সকল ব্যক্তির পুরুষত্ব বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা সেবন দ্বারা তাহাদের বিশেষ ফল দর্শে। উল্লিখিত অভ্র বর্ণকর, পরমায়ু বৃদ্ধিকর, শুক্রবৃদ্ধি কারক এবং পুত্র-প্রদ। অন্যান্য প্রকারে অভ্রমারণ যথা—রম্ভাদি গণ ও লবণের সহিত অভ্র মিশাইয়া পেষণ-পূর্ব্বক চক্রাকৃতি করিতে হইবে। তদনন্তর সেই অভ্র রম্ভাদি পাতার অভ্যন্তরস্থ করিয়া তালবৃন্তের (পাখার) বায়ুতে প্রজ্বলিত কাষ্ঠাঙ্গারের অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে এবং মনসাসিজ (১) ও আকন্দের শিকড়ের রসের সহিত পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার করিলে সেই অভ্রই ঔষধে ব্যবহারের যোগ্য হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই প্রকারে মারিত অভ্রই ঔষধে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অথবা—এক ভাগ ধান্যাভ্র এবং দুই ভাগ সোহাগা (২) এক সঙ্গে পেষণপূর্ব্বক অন্ধমূষা যন্ত্রে অবরুদ্ধ করিয়া প্রখর বহ্নিতে পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে। পরে শীতল হইলে চূর্ণ করিতে হয়। ইহাই যাবতীয় ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অথবা—ধান্যাভ্রকে আকন্দের দুগ্ধের সহিত এক দিবস উত্তমরূপে মর্দ্দন করত চক্রাকৃতি করিবে। পরে উহা আকন্দ-পাতা দ্বারা পরিবেষ্টনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সপ্তবার গজপুটে পাক করিতে হইবে। পুনরায় তিনবার বটমূলের কাথে পুটপাকে দগ্ধ করিলেই অভ্র মারিত হয় সন্দেহ নাই। এই প্রকারে মারিত অভ্রই ঔষধে প্রয়োগ করিতে হয়। অথবা দুগ্ধত্রয়, ঘৃতকুমারী, গঙ্গাপত্র, নৃমূত্র, বটের ঝুরি এবং ছাগরক্ত এই সমস্ত বস্তুর সঙ্গে অভ্র মর্দ্দন করতঃ শতবার পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে অভ্র ভস্ম হইয়া পদ্মরাগ সদৃশ হইয়া থাকে। এই প্রকার অভ্রকে নিশ্চন্দ্র করত বিশুদ্ধ শরীরে সেবন করিলে [illegible] কার্য্য হইয়া থাকে। নিশ্চন্দ্রপ্রকারে মারিত অভ্র সেবন দ্বারা রূপ ও বীর্য্য সংবর্দ্ধিত হয়, শরীর দৃঢ় হইয়া থাকে এবং জরা মৃত্যু ও অপরাপর রোগ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

(৭) "কোকিলাক্ষে বীরতরুস্ত্বিক্ষুরশ্চ ক্ষুরস্তথা। শুক্রপুষ্পশ্ছত্রকঃ স্যাদতিচ্ছত্রোঽরুণশ্চ সঃ॥" কোকিলাক্ষ, বীরতরু, ইক্ষুর, ক্ষুর, শুক্রপুষ্প, ছত্রক, অতিচ্ছত্র, অরুণ এই সকল কুলিয়াখাড়ার নাম।

(১) "স্নুহী স্নুক্ চ মহাবৃক্ষো বজ্রবৃক্ষঃ সুধাগুড়া।" স্নুহী, স্নুক্, মহাবৃক্ষ, বজ্রবৃক্ষ, সুধাগুড়া এই কয়টী মনসাসিজের নাম।

(২) "টঙ্কণঃ (টঙ্গণঃ) স্বর্ণপাচকঃ।" টঙ্কণ, (টঙ্গণ) স্বর্ণপাচক। এই সকল সোহাগার নাম।

অথ হরিতালশোধনম্।

তালকং পটলং পিণ্ডং দ্বিধা তদাদ্যমুত্তমং। অশুদ্ধতালমায়ুর্ঘ্নং কফমারুতমেহকৃৎ। তাপস্ফোটাঙ্গসংকোচান্ কুরুতে তেন শোধয়েৎ। শুদ্ধং স্যাত্তালকং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডসলিলে ততঃ। চূর্ণোদকে পৃথক্ তৈলে তস্মিন্ পূতে ন দোষকৃৎ॥ অন্যচ্চ।—তালকং কণশঃ কৃত্বা দশাংশেন চ টঙ্কণং। জম্বীরোত্থৈর্দ্রবৈঃ ক্ষাল্যং কাঞ্জিকৈঃ ক্ষালয়েৎ পুনঃ। বস্ত্রে চতুর্গুণে বদ্ধা দোলাযন্ত্রে দিনং পচেৎ। সংচূর্ণ্য আরণালেন দিনং কুষ্মাণ্ডজৈ-রসৈঃ। স্বেদ্যং বা শাল্মলীতোয়ৈস্তালকং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥ অন্যচ্চ।—তালকং পোট্টলীং বদ্ধা সচূর্ণে কাঞ্জিকে পচেৎ। দোলাযন্ত্রেণ যামৈকং ততঃ কুষ্মাণ্ডজে রসে। তিলতৈলে পচেদ্যামং যামন্তৎ ত্রৈফলে জলে। দোলাযন্ত্রে চতুর্যামং পাচ্যং শুধ্যতি তালকং।

(হরিতাল) (১) দ্বিবিধ,—পটল ও পিণ্ড। পটল হরিতালই পত্রাখ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাকেই বংশপত্র হরিতাল কহে। দ্বিবিধ হরিতালের মধ্যে বংশপত্র হরিতালের বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, উহা গুরু, স্নিগ্ধ, অভ্রপত্রবৎ আকৃতিবিশিষ্ট এবং গুণযুক্ত। পিণ্ড হরিতাল পিণ্ডাকৃতি, পত্রশূন্য, অপেক্ষাকৃত অল্পবীর্য্য ও গুরু। পিণ্ড হরিতাল সেবন দ্বারা

নারীজাতির রজোবন্ধ হইয়া থাকে। ইহা স্বল্পগুণবিশিষ্ট। দ্বিবিধ হরিতালের মধ্যে বংশপত্র হরিতালই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সুতরাং উহাই ঔষধে ব্যবহার করিবে। অশুদ্ধ হরিতাল সেবন দ্বারা আয়ুঃ বিনাশ পায়, আর কফ, বায়ু, মেহ, তাপ, স্ফোটক ও অঙ্গসঙ্কোচ ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হয়; সুতরাং শোধনান্তে হরিতাল ঔষধে ব্যবহার করা বিধেয়। অশুদ্ধ হরিতাল ঔষধে ব্যবহার করিবে না। হরিতাল লইয়া কুষ্মাণ্ডের রসে চূর্ণের সলিলে আর তৈলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক প্রহর পর্য্যন্ত দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। এই প্রকার করিলেই হরিতাল শোধিত হয়। ঈদৃশ হরিতালে কোনরূপ দোষ থাকে না। এই প্রকার শোধিত হরিতালই ঔষধে ব্যবহার্য্য। প্রকারান্তরে শোধন যথা—ক্ষুদ্রাকৃতি খণ্ড খণ্ড হরিতালের সহিত তাহার দশভাগের এক ভাগ সোহাগা মিশাইয়া জম্বীরের রসে প্রক্ষালন করতঃ তৎপরে কাঞ্জিতে ধৌত করিবে। পরে চতুর্গুণ বস্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করত একদিবস দোলাযন্ত্রে পাক করিতে হইবে। তৎপরে সেই হরিতাল চূর্ণ করত কাঞ্জিতে, কুষ্মাণ্ডজলে কিম্বা শিমূলের কাথে এক দিবস সিদ্ধ করিবে। এই প্রকার করিলেই হরিতাল বিশুদ্ধ হয়। অথবা এক খণ্ড বস্ত্রের পুটলীতে হরিতাল বান্ধিয়া চূর্ণমিশ্রিত কাঞ্জিতে একপ্রহর যাবৎ দোলাযন্ত্রে পাক করিতে হইবে। তদনন্তর কুষ্মাণ্ড জলে আর তিল তৈলে পৃথক্ পৃথক্ রূপে এক এক প্রহর করিয়া যথাক্রমে দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। তৎপরে ঐ প্রকারে দোলাযন্ত্রে ত্রিফলার (১) কাথে এক দিবস পাক করিলেই হরিতাল শোধিত হয়।

---

(১) "হরিতালং তালমালং মালং শৈলূষভূষণং। পিঞ্জকং রোমহরণং তালকং পাতমিত্যপি॥ হরিতাল, তাল, আল, মাল, শৈলূষভূষণ, পিঞ্জক, রোমহরণ, তালক, পাত এই সকল শব্দে হরিতাল বুঝায়। অথবা—হরতালং মনস্তালং বর্ণকং নটভূষণং।" হরিতাল, মনস্তাল, বর্ণক, নটভূষণ এই সকল শব্দেও হরিতাল বুঝাইবে।

(১) ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, বহেড়া আমলকী।

অথ হরিতাল মারণং।

তালকং কণশঃ কৃত্বা সুশুদ্ধং হণ্ডিকান্তরে। চূর্ণোদকেন সংপিষ্টমপামার্গজটোদ্ভবৈঃ। ক্ষারোদ্ধকৈশ্চ সংপিষ্টমূর্দ্ধাধো যাবশূকজং। চূর্ণং দত্ত্বা নিরুধ্যাথ চতুর্যামং ক্রমাগ্নিনা। পচেদেবং হি তচ্চূর্ণং কুষ্ঠাদৌ পরিযোজয়েৎ। হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়ঞ্চ বিসর্পনুৎ। তালকং হরতে রোগান্ কুষ্ঠমৃত্যু-জ্বরাদিকান্। সংশুদ্ধং কান্তিবীর্য্যৌজঃ কুরুতে মৃত্যুনাশনং॥ অন্যচ্চ। অম্লরোলীজলৈর্ভাব্যং তালং দ্বাদশযামকং। তথৈব নিম্বুনীরেণ ততশ্চূর্ণোদকেন চ। প্রক্ষাল্য শাল্মলীক্ষারৈর্দ্বিগুণৈঃ খাতমধ্যগং। বিধায় কবচীযন্ত্রঃ বালুকাভিঃ প্রপূরয়েৎ। দ্বাদশ প্রহরং প্রক্ত্বা স্বাঙ্গশীতঞ্চ চূর্ণয়েৎ। খাদয়েদ্রক্তিকামেকাং কুষ্ঠশ্লীপদশান্তয়ে॥

যে প্রকারে হরিতাল মারিত হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে। শোধিত হরিতাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করত চূণের জলের সহিত মর্দ্দন করিতে হইবে। তদনন্তর অপামার্গ-শিকড়ের ক্ষার জলে মর্দ্দন করত সেই পেষিত হরিতালের ঊর্দ্ধে ও নিম্নে যবক্ষার চূর্ণ দিবে। তৎপরে তাহা একটী হণ্ডিকার মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক সেই হাঁড়িকে একখানি শরার দ্বারা আবৃত করিবে। পরে কুষ্মাণ্ড দ্বারা সেই হণ্ডিকাটী পরিপূরিত করত তাহার মুখ বন্ধ করিবে। তদনন্তর চারি প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিলে হরিতাল সমুত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধস্থ শরাতে লগ্ন হয় সেই হরিতালচূর্ণ গ্রহণ করত কুষ্ঠাদি রোগে ব্যবহার করিবে। শোধিত ও মারিত হরিতাল কটু, স্নিগ্ধ এবং কষায়-রসবিশিষ্ট। ইহা দ্বারা বীসর্প, কুষ্ঠ, জর ইত্যাদি রোগ বিদূরিত হয়। ইহা দ্বারা জরা ও মৃত্যু পরাভূত হয়, দেহ শোধিত হয় এবং দেহের কান্তি, বল ও বীর্য্য সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অন্যরূপেও হরিতাল মারিত হয় যথা—শোধিত হরিতালকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দ্বাদশ প্রহর করিয়া

যথাক্রমে আমলকীর রসে, কাগজীলেবুর রসে ও চূণের জলে ভাবনা দিয়া ধৌত করিবে। তৎপরে সেই হরিতালকে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ শিমুলক্ষারের মধ্যে রাখিয়া কবচীযন্ত্র নির্ম্মাণ করত সেই যন্ত্রকে বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া সেই বালুকার অভ্যন্তরে সেই হরিতাল স্থাপন করিবে এবং দ্বাদশ প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিতে হইবে। যখন উহা শীতল হইবে,তখন তাহাকে চূর্ণ করিবে। এই প্রকার করিলেই হরিতাল মারিত হইয়া থাকে। এই হরিতালের এক রতি চূর্ণ যদি কুষ্ঠ রোগে অথবা শ্লীপদ (গোদ) রোগে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে অবিলম্বে সেই রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

অথ বজ্রশোধনং।

পার্শ্বপীড়াং পাণ্ডুরোগং হৃল্লাসং দাহসন্ততিং। রোগানীকং গুরুত্বঞ্চ ধত্তে বজ্রমশোধিতং। ব্যাঘ্রীকন্দগতং বজ্রং দোলাযন্ত্রে বিপাচয়েৎ। সপ্তাহং কোদ্রবক্কাথে কৌলত্থে বিমলং ভবেৎ॥ মতান্তরং।—ব্যাঘ্রীকন্দগতং বজ্রং দোলাযন্ত্রে বিপাচয়েৎ। অহোরাত্রাৎ সমুদ্ধৃত্য হয় মূত্রেণ সেচয়েৎ। বজ্রীক্ষীরেণ বা সিঞ্চেৎ কুলিশং বিমলং ভবেৎ॥

অশোধিত বজ্র ঔষধে ব্যবহার করিতে নাই। অশোধিত হীরক ব্যবহার করিলে পার্শ্বব্যথা পাণ্ডু, হৃল্লাস ও দাহ ইত্যাদি রোগ জন্মে আর দেহের গুরুতা সংবর্দ্ধিত হয়, সুতরাং অশোধিত হীরক ঔষধে ব্যবহার করিবেনা। কণ্টকারির মূলমধ্যে (১) হীরক স্থাপনপূর্ব্বক সাত দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিতে হইবে। তৎপরে কোদ্রব (২) ও কুলত্থ কলাই এই উভয়ের ক্বাথে প্রক্ষালন করিলেই হীরক নির্ম্মল ও শুদ্ধ হয়। অন্যপ্রকারেও হীরক শোধিত হয় যথা;—কণ্টকারির মূলমধ্যে হীরক সংস্থাপনপূর্ব্বক এক অহোরাত্র দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া সেই হীরকে ঘোটকের মূত্র অথবা সিজদুগ্ধ সেচন করিবে। এই প্রকার করিলেই হীরক নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

অথ হীরকমারণং।

ত্রিবর্ষারূঢ়-কার্পাসমূলমাদায় পেষয়েৎ। ত্রিবর্ষনাগবল্ল্যাস্তু নিজদ্রাবৈঃ প্রপেষয়েৎ। তদ্‌গোলকে ক্ষিপেদ্‌বজ্রং রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ। এবং সপ্তপুটৈনৈব ম্রিয়তে কুলিশং ধ্রুবং॥ অথবা—কাংস্যপাত্রে তু ভেকস্য মূত্রে বজ্রস্তু নিঃক্ষিপেৎ। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃসন্তপ্তং বজ্রমেবং মৃতং ভবেৎ॥ অথান্যঃ।—ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ সন্তপ্তং খরমূত্রেণ সেচয়েৎ। মুদ্গরৈস্তালকং পিষ্ট্বা তদ্‌গোলে কুলিশং ক্ষিপেৎ॥ প্রধ্মাতং বাজিমূত্রেণ সিক্তং পূর্ব্বক্রমেণ তু। ভস্মীভবতি তদ্বজ্রং বজ্রবৎ কুরুতে তনুং॥ আয়ুষ্যং সৌখ্যজননং বলরূপপ্রদন্তথা। রোগঘ্নং মৃত্যুহরণং বজ্রভস্ম ভবত্যলং॥

অধুনা হীরক মারণ কথিত হইতেছে।—যে কার্পাসগাছ (১) তিন বৎসর জন্মিয়াছে, তাহার মূল ও তিন বৎসরজাত পানের রস এই উভয় দ্রব্য একত্র করিয়া পেষণ পূর্ব্বক পিণ্ডীকৃত, করিবে। তদনন্তর সেই পিণ্ডের অভ্যন্তরে হীরক স্থাপন করতঃ গজপুটে পাক করিতে হইবে। এই প্রকারে সপ্তবার গজপুটে পাক করিলেই হীরক মারিত হয়। অন্যবিধ যথা,—ভেকের মূত্র কাঁসার পাত্রে স্থাপন করত তাহার মধ্যে দগ্ধ হীরক ফেলিয়া দিবে। এই প্রকারে হীরক একবিংশতি বার পোড়াইয়া একবিংশতিবার এইরূপ মূত্রে

(১) "অনাক্রান্ত স্পৃহী ব্যাঘ্রী ভণ্টাকী চ নিদিগ্ধিকা। সিংহী ধামনীকা ক্ষুদ্রা বৃহতী কণ্টকারিকা॥" অনাক্রান্তা স্পৃহী, ব্যাঘ্রী ভণ্টাকী নিদিগ্ধিকা, সিংহী ধামনীকা, ক্ষুদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারিকা এই কয়টী কণ্টকারির নাম।

(২) কোদর—ধান্য বিশেষ।

(১) "কার্পাসঃ পটদোহম্বরং। কার্পাস, পটদ, অম্বর এই কয়টি কার্পাসের নাম।

ফেলিলেই মারিত হইয়া থাকে। মতান্তরে যথা—গর্দ্দভের মূত্র কাঁসার পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক হীরক দগ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে ফেলিবে। এই প্রকারে একবিংশতিবার দগ্ধ করত একবিংশতিবার ঐরূপ মূত্রে ফেলিয়া হরিতালের পিণ্ডের মধ্যে সেই হীরক রাখিয়া দগ্ধ করিবে। যৎকালে সেই পিণ্ড লোহিত বর্ণ হইবে, সেই সময় ঘোটকের মূত্রের মধ্যে ফেলিয়া দিবে। এই প্রকার করিলেই হীরক ভস্মীভূত হইয়া থাকে। ইহাকেই হীরকভস্ম কহে। হীরক সেবন দ্বারা দেহের দৃঢ়ত্ব সাধন হয় এবং আয়ু, সুখ, বল ও রূপ সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে আর যাবতীয় রোগ ধ্বংস হইয়া যায়। অধিক কি, যে ব্যক্তি হীরক সেবন করে, মৃত্যুও তাহার নিকট পরাজিত হয়।

অথ বৈক্রান্তশোধনং মারণঞ্চ।

বৈক্রান্তং বজ্রবৎশোধ্যং ধ্মাতং তদ্ধয়মূত্রকে। হয়মূত্রেণ তৎ সেব্যং তপ্তং তপ্তং ত্রিসপ্তধা। ততশ্চোত্তরবারুণ্যাঃ পঞ্চাঙ্গে গোলকে ক্ষিপেৎ। রুদ্ধা মূষাপুটে পাচ্যং উদ্ধৃতঃ গোলকে পুনঃ। ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধা পচেদেবং যাবত্তদ্ ভস্মতাং ব্রজেৎ। ভস্মীভূতঞ্চ বৈক্রান্তং বজ্রস্থানে নিযোজয়েৎ॥

যেরূপে বৈক্রান্ত শোধিত ও মারিত হয়, তাহা বলা যাইতেছে।—যে প্রণালীতে হীরক শোধন বলা গিয়াছে, সেই নিয়মেই বৈক্রান্ত শোধন করিতে হয়। বিশুদ্ধ বৈক্রান্ত বহ্নিতে দগ্ধ করত ঘোটকের মূত্রে ফেলিয়া দিবে। পরে উহা শীতল হইলেই ভস্মীভূত হয়। হীরকের পরিবর্ত্তে এই প্রকার বৈক্রান্ত ঔষধে ব্যবহার করিতে হয়। অন্য প্রকারে বৈক্রান্ত ভস্ম যথা,—কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, হীরক শোধনের ন্যায় বৈক্রান্ত শোধন করত হীরক ভস্মের প্রণালী অনুসারে বৈক্রান্ত ভস্ম করিবে। কিম্বা বৈক্রান্ত দগ্ধ করত ঘোটকের মূত্রে ফেলিয়া দিবে। এই প্রকারে একবিংশতিবার বহ্নিতে দগ্ধ করত একবিংশতি বার ঘোটকের মূত্রে ফেলিতে হইবে। তদনন্তর উত্তরবারুণীগাছের পাতা, মূল, টক, ফুল ও ফল এই সমস্ত পেষণ করত পিণ্ডীকৃত করিতে হইবে। পরে সেই পিণ্ডের মধ্যে বৈক্রান্ত পুরিয়া মূষামধ্যগত করত পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত বৈক্রান্ত ভস্মীভূত না হয়, সেই পর্য্যন্ত বারম্বার অগ্নিতে দগ্ধ, ঘোটকের মূত্রে নিক্ষেপ ও মূষামধ্যে পুটপাক করিতে হইবে। যৎকালে উৎকৃষ্টরূপে ভস্মীভূত হইবে, তৎকালে উহা ঔষধে ব্যবহার করিবে।

অথ মনঃশিলাশোধনং।

মনোহ্বা স্বোড্রপুষ্পাভা শস্যতে সর্ব্বকর্ম্মসু। মনঃশিলা মন্দবলঞ্চ নূনং করোতি জন্তোঃ শুভপাকহীনা। মলস্তু বন্ধং কুরুতে চ নূনং সশর্করং কৃচ্ছ্রগদং করোতি॥ মতান্তরং—অশ্মরীমূত্রহৃদ্রোগমশুদ্ধা কুরুতে শিলা। মন্দাগ্নিং মলদুষ্টিঞ্চ শুদ্ধা সর্ব্বরুজাপহা। জয়ন্তীভৃঙ্গরাজোত্থৈ রক্তাগস্ত্যরসৈঃ শিলা॥ দোলাযন্ত্রে দিনং পাচ্যা যামং ছাগস্য মূত্রকে। ক্ষালয়েদারণালেন সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥ মতান্তরং।—মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্ট্বা জয়ানীরৈর্ম্মনঃশিলা। শৃঙ্গবেররসৈর্ব্বাপি বিশুদ্ধ্যতি মনঃশিলা। কটুঃ স্নিগ্ধা শিলা তিক্তা কফঘ্নী লেখনী সরা। ভূতাবেশভয়ং হন্তি কাসশ্বাসহরা শুভা॥

যেরূপে মনঃশিলা শোধন করিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে। মনোহ্বা (১) নামক মনঃশিলা জবাফুলের ন্যায় লোহিতবর্ণ। এই প্রকার

(১) "মনঃশিলা চ নৈপালী, শিলাহ্বা নাগজিহ্বিকা। মনোহ্বা কুনটী গোণী করঞ্জা করবীরিকা॥" মনঃশিলা, নৈপালী শিলাবাচক শব্দ নাগজিহ্বা, মনোহ্বা, কুনটী, গোণী, করঞ্জা, করবীরিকা এই সকল শব্দে মনঃশিলা বুঝায়। অথবা—"মনঃশিলা মনোজ্ঞা চ নৈপালী কুনটি শিলা।" মনঃশিলা, মনোজ্ঞা, নৈপালী, কুনটী শিলা এই সকল মনঃশীলার নাম।

মনঃশিলাই যাবতীয় কার্য্যে প্রশস্ত। মনঃশিলা হরিতালের ভেদ মাত্র। এই মাত্র পার্থক্য যে, হরিতাল পীত, কিন্তু মনঃশিলা লোহিতবর্ণ। অশোধিত মনঃশিলা সেবন দ্বারা বলের হ্রাস ও মলরোধ এবং শর্করাদি নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়; সুতরাং মনঃশিলা শুদ্ধ না করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে না। মতান্তরে কথিত আছে যে অশোধিত মনঃশিলা। সেবন দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, মন্দাগ্নি এবং মলদোষ প্রভৃতি রোগ জন্মে। শোধিত মনঃশিলা দ্বারা সকল প্রকার রোগ ধ্বংস পায়। জয়ন্তী পাতার রসে (২) কিম্বা ভৃঙ্গরাজের (৩) রসে অথবা লোহিত বকফুলের (৪) রসের সহিত এক-দিবস দোলাযন্ত্রে পাক করত কাঞ্জিতে প্রক্ষালন করিবে। এই প্রকার করিলেই মনঃশিলা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা এক প্রহর কাল ছাগমূত্রে পাক করত কাঞ্জিতে ধৌত করিলেও শুদ্ধ হয়। এই প্রকার বিশুদ্ধ মনঃশিলাই যাবতীয় রোগে ব্যবহার করিবে। অন্যপ্রকারে মনঃশিলা শুদ্ধি যথা;—মনঃশিলাকে মাতুলুঙ্গ (১) লেবুর রসে মর্দ্দন করত জয়ন্তী পাতার রসে অথবা আদ্রার রসে পূর্ব্বকথিত নিয়মে দোলাযন্ত্রে এক দিন পাক করিবে। এই প্রকার করিলেই মনঃশিলা শোধিত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ মনঃশিলা কটু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, কফনাশক, লেখন ও বিরেচক। ইহা সেবন দ্বারা শ্বাস, কাস ও ভূতাবেশ ধ্বংস পায়।

---

(২) "বৈজয়ন্তী চ তর্কারী জয়ন্তী বিজয়া জয়া।" বৈজয়ন্তী, তর্কারী, জয়ন্তী, বিজয়া, জয়া এই কয়টী জয়ন্তীর নাম।

(৩) "ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কবং।" ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কব এই সকল ভৃঙ্গরাজের নাম।

(৪) "বকপুষ্প, কাকশীর্ষঃ স্থূলপুষ্পঃ শিবপ্রিয়ঃ। বসুকঃ কাকনামা চ বসুহট্টঃ স্বপূরকঃ॥" বক, কাকশীর্ষ, স্থূলপুষ্প, শিবপ্রিয়, বসুক, কাকনাম, বসুহট্ট, স্বপূরক এই সকল বকপুষ্পের নাম।

(১) "বীজপূরো মাতুলুঙ্গঃ সুফলঃ ফলপূরকঃ। লুঙ্গুষঃ পূরকঃ পূরো বীজপূর্ণোঽম্বুকেশরঃ॥" বীজপুর, মাতুলুঙ্গ, সুফল ফলপূরক, লুঙ্গুষ, পূরক, পুর, বীজপূর্ণ, অম্বুকেশর এই সকল মাতুলুঙ্গ অর্থাৎ টাবালেবুর নাম।

অথ বিমলশোধনং।

মূত্রারণালতৈলেষু গোদুগ্ধে কদলী-রসে। কৌলত্থে কোদ্রবাকাথে মাক্ষিকং বিমলন্তথা। মুহুঃ শূরণকন্দস্থং স্বেদয়েদ্ধরবর্ণনি। ক্ষারাম্লবর্গৈশ্চৈব তৈল-সর্পিঃসমন্বিতং। পুটত্রয়ং প্রদাতব্যং ততস্তু শোধিতং ভবেৎ॥ মতান্তরং।—জম্বীরস্য রসে স্বিন্নো মেষশৃঙ্গীরসৈস্তথা। রম্ভাতোয়েন বা পাচ্যং ঘস্রং বিমলশুদ্ধয়ে॥

যেরূপে বিমল (১) শোধিত হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—বিমল ও মাক্ষিককে ওলের (২) মধ্যে পুরিয়া গোমূত্র, কাঞ্জি, তৈল গোদুগ্ধ, কদলীরস, কুলথকাথ এবং কোদ্রবকাথ ইহাদের প্রত্যেকে দোলাযন্ত্রে যথানিয়মে স্বেদ দিতে হইবে। তদনন্তর ক্ষার বর্গ (১) অম্লগণ, (২) পঞ্চ-লবণ, (৩) তৈল এবং ঘৃত এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত তিনবার পুটপাক করিবে। এই প্রকার করিলেই বিমল ও মাক্ষিক বিশোধিত হয়। অন্যরূপেও শুদ্ধ হইয়া থাকে; যথা;—বিমল জাম্বীরের রসে স্বিন্ন করত মেষ শৃঙ্গীর

---

(১) বিমল অর্থাৎ রৌপ্যমাক্ষিক।

(২) "ওলকন্দঃ শূরণঞ্চ। ওলকন্দ, শূরণ;—ওলের নাম।

(১) স্বর্জিকা টঙ্কণঞ্চৈব যবক্ষার উদাহৃতঃ।" সাজিমাটি, সোহাগা ও যবক্ষার ইহাদের নাম ক্ষারবর্গ।

(২) "অম্লবেতস জম্বীর লুঙ্গাম্লচণকাম্লকাঃ। নাগরঙ্গং তিন্তিড়ী চ চিঞ্চাপত্রঞ্চ নিম্বুকং॥ জম্বিরী দাড়িমঞ্চৈব করমর্দ্দঃ তথৈব চ। এষ চাম্লগণঃ প্রোক্তো বেতসাম্লসমাযুতঃ॥" অম্লবেতস, জম্বীর, টাবালেবু, চণক, কাঞ্জি, নাগরঙ্গ, তেঁতুল, তিন্তিড়ী-পত্র, কাগজীলেবু, আমরুলী, ডালিম, করমর্দ্দ ও করঞ্জা এই সকল অম্লগণ।

(৩) "সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মোদ্ভিদমেব চ। সমুদ্রেণ সহৈতানি পঞ্চ স্যুর্লবণানি চ।" সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিটলবণ, উদ্ভিদলবণ, সামুদ্র-লবণ এই পাঁচটীর সংযোগের নাম পঞ্চলবণ।

(৩) রসে কিংবা কদলীর রসে একদিন পর্য্যন্ত দোলাযন্ত্রে পাক করিতে হইবে। এই প্রকার করিলেই যাবতীয় দোষ বিদূরিত হইয়া বিমল বিশুদ্ধ হয়।

অথ মাক্ষিকশোধনং ।

মাক্ষিকে ধাতু মাক্ষিকং তপ্তস্তাপী-সমুদ্ভবং। গরুড়ো মাক্ষিকঃ পক্ষী বৃহদ্বর্ণ ইতি স্মৃত। ভঙ্গে সুবর্ণসঙ্কাশো মনাক্ কৃষ্ণচ্ছবির্ব্বহিঃ। বৃহদ্বর্ণ ইতি খ্যাতো মাক্ষিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥ মন্দাগ্নিং বলহানিঞ্চ ব্রণং বিষ্টম্ভগাত্ররুক্। কুরুতে মাক্ষিকো মৃত্যুমশুদ্ধোনাত্র সংশয়ঃ ॥ স্বর্ণমাক্ষিকচুর্ণন্তু বস্ত্রে বদ্ধা বিপাচয়েৎ। কাল মারিষ শালিঞ্চ ক্বাথে দোলাবিধানতঃ। তদধঃ পতিতংশস্তমেবং শুধ্যতি মাক্ষিকং মতান্তরং।—মাক্ষিকস্য ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং সৈন্ধবস্য চ। মাতুলুঙ্গদ্রবৈর্ব্বাথ-জম্বীরোত্থদ্রবৈঃ পচেৎ। লৌহপাত্রে পচেত্তাব লৌহদর্ব্ব্যা চ চালয়েৎ। ভাসবর্ণময়ো যাবত্তাবচ্ছুধ্যতি মাক্ষিকং ॥ মতান্তরং।— মাক্ষিকস্য চতুর্থাংশং গন্ধকং দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ। উরুবুকস্য তৈলেন ততঃ কুর্য্যাচ্চ চক্রিকাং। শরাবসংপুটে কৃত্বা পুটেদ্গজপুটেন তু। সিন্দুরাভাং ভবেদ্ভস্ম মাক্ষিকস্য ন সংশয়ঃ মাক্ষিকং তিক্তমধুরং মেহার্শঃ-কৃমি-কুষ্ঠনুৎ। কফপিত্তহরং বল্যং যোগবাহি রসায়নং ॥

অধুনা মাক্ষিকশোধন প্রণালী (১) কথিত হইতেছে।—মাক্ষিক দুই প্রকার;—স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক। রৌপ্যমাক্ষিককে বিমল কহে, তাহার শোধনাদি ইতিপূর্ব্বে কথিত হইল, এক্ষণে স্বর্ণমাক্ষিকের নাম, শোধন ও গুণাগুণ বর্ণিত হইতেছে। মাক্ষিক, ধাতুমাক্ষিক, তপ্ত তাপীসমুদ্ভব, গরুড়, পক্ষী ও বৃহদ্বর্ণ এই সকল শব্দে স্বর্ণমাক্ষিক বুঝায়। ঔষধ গ্রন্থে এই সকল শব্দেই স্বর্ণমাক্ষিক ব্যবহৃত হয়। রৌপ্যমাক্ষিককে কেবল বিমল শব্দেই গ্রন্থকর্ত্তারা প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত দ্বিবিধ মাক্ষিকের বল, বর্ণ ও গুণাগুণ সমুদায়ই পৃথক্। যে মাক্ষিক ভাঙ্গিলে স্বর্ণের তুল্য আভা দৃষ্ট হয় এবং বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ, তাহাকে বৃহদ্বর্ণ কহে। এই মাক্ষিকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও ইহাই ঔষধে ব্যবহার করিবে। অশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক সেবন করিলে মন্দাগ্নি, বলহানি, ব্রণ, গাত্রবেদনা এই সকল রোগ জন্মে। এমন কি, অশুদ্ধ মাক্ষিক মনুষ্যের মৃত্যু ঘটনা পর্য্যন্ত জন্মাইয়া দেয়। স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ করত সূক্ষ্মবস্ত্রে পুটলী বান্ধিয়া শাচিশাক ও ক্ষুদে নটিয়ার ক্বাথে দোলাযন্ত্রে পাক করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে বস্ত্রছিদ্র দিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাক্ষিক অধোভাগে পড়ে, তাহাই বিশুদ্ধ মাক্ষিক বলিয়া কথিত। এই প্রকার মাক্ষিকই ঔষধে প্রয়োগ করিবে। অন্য প্রকারে মাক্ষিক শোধন বলা যাইতেছে।—তিন ভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও এক ভাগ সৈন্ধব একত্র করত টাবালেবু অথবা জাম্বীরের রসের সহিত লৌহপাত্রে পাক করিতে হইবে, পাক সমাপ্ত পর্য্যন্ত লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে। যখন সেই পাত্র রক্তবর্ণ হইবে, তখন নামাইবে। এই প্রকার স্বর্ণমাক্ষিক বিশুদ্ধ। মতান্তরে মাক্ষিক-শোধন।—স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত তাহার চতুর্থাংশ পরিমাণ গন্ধক মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে। পরে এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করত চক্রাকৃতি করিবে। অনন্তর উহা একটী শরার মধ্যে রাখিয়া অন্য একটী শরা দ্বারা আবৃত করত গজপুটে পাক করিবে। যখন ঐ মাক্ষিক সিন্দুরবর্ণ ও ভস্মীভূত হইবে, তখনই তাহা শুদ্ধ হইল জানিবে। ইহাই ঔষধে প্রয়োগ করিতে হয়। বিশুদ্ধ মাক্ষিক তিক্ত ও মধুররসযুক্ত এবং মেহ, অর্শ, কৃমি, ও কুষ্ঠবিনাশক, কফপিত্তহারক, বলপ্রদ, যোগবাহী ও রসায়ন। অন্যান্য প্রমাণে জানা যায় যে, মাক্ষিক উপধাতুর

---

(৪) "নন্দিবৃক্ষো মেষশৃঙ্গী তথা মেষবিষাণিকা। চক্ষুর্ব্বহণ চক্ষুশ্চ মেঢ্রশৃঙ্গী গ্রহক্রমা ॥" নন্দিবৃক্ষ, মেষশৃঙ্গী, মেষবিষাণিকা, চক্ষুর্ব্বহণ, চক্ষু, মেঢ্রশৃঙ্গী, গ্রহক্রমা এইগুলি মেষশৃঙ্গীর নাম।

(১) মাক্ষিকং ধাতুমাক্ষিকং তাপ্যং তাপ্যুত্থং সংজ্ঞকং। মাক্ষিক, ধাতুমাক্ষিক, তাপ্য তাপ্যুত্থ এই সকল মাক্ষিকের নাম।

মধ্যে স্ব স্বরূপ। স্বর্ণ হইতে ইহার গুণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে কম। সুবর্ণের পরিবর্ত্তে এই স্বর্ণমাক্ষিক ঔষধে প্রযোজ্য।

অথ শঙ্খশোধনং।

অন্ধমূষাগতং শঙ্খং পলমেকং বিচক্ষণঃ। মাষার্দ্ধং টঙ্কণৈর্ম্মিশ্রং দণ্ডযন্ত্রেণ মারয়েৎ। শঙ্খঃ সর্ব্বরুজাং হন্তি বিশেষাদুদরাময়ং। শূলাম্লপিত্তবিষ্টম্ভ-মেহহৃদ্‌-বহ্নিদীপনঃ॥

এক পল শঙ্খ অন্ধমূষাযন্ত্রে পাক করিয়া চারিরতি সোহাগার সহিত দণ্ডযন্ত্রে মর্দ্দন করিবে। এইরূপ করিলে শঙ্খ বিশুদ্ধ হইয়া ঔষধে ব্যবহারযোগ্য হয়। বিশুদ্ধ শঙ্খ সর্ব্বপ্রকার রোগ ধ্বংস করে, বিশেষতঃ ইহা অতিসারাদি উদরাময় রোগের মহৌষধ এবং শূল, অম্লপিত্ত, বিষ্টম্ভ ও প্রমেহ ধ্বংস করিয়া অগ্নিবৃদ্ধি করিয়া দেয়।

অথ স্বর্ণশোধনং।

হেমাদি লৌহকিট্টান্তং শোধনং মারণং শৃণু। তৈলে তক্রে গবাং মূত্রে কাঞ্জিকেহথ কুলথজে। তপ্ততপ্তানি সিঞ্চেত তত্তদ্দ্রাবে চ সপ্তধা। এবং স্বর্ণাদিলৌহানি শুদ্ধিরায়াস্ত্যসংশয়ঃ॥ শৌর্য্যং বীর্য্যং বলং হন্তি নানারোগং করোতি চ। অশুদ্ধমমৃতং স্বর্ণং তস্মাৎ শুদ্ধন্তু কারয়েৎ॥ মৃত্তিকামাতুলুঙ্গাম্লৈর্ভাবিতং পঞ্চবাসরং। মৃদ্‌ভস্ম লবণাদ্যেন শোধয়েৎ পুটয়েত্ততঃ॥ মতান্তরং।—বল্মীকমৃত্তিকা ধূমং গৈরিকং চেষ্টকা পটু। ইত্যেতা মৃত্তিকাঃ পঞ্চ জম্বীরৈরারণালকৈঃ। পিষ্ট্বা লেপ্যং স্বর্ণপত্রং পুটেন তু বিশুদ্ধ্যতি। ধারয়েৎ স্বর্ণপত্রী চ ত্রিদিনং পঞ্চমৃত্তিকাং॥

অধুনা স্বর্ণ, (১) রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর শোধন মারণাদি কথিত হইতেছে।—স্বর্ণপত্র বহ্নিতে প্রতপ্ত করত তৈল, ঘোল, গোমূত্র, কাঁজি ও কুলখ-কাথ ইহাদিগের প্রত্যেকে সাতবার করিয়া ফেলিবে। এই প্রকার করিলে স্বর্ণাদি লৌহ পর্য্যন্ত সমস্ত ধাতু শোধিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে সুবর্ণাদি ধাতু বিশুদ্ধ করতঃ ঔষধে ব্যবহার করিবে। অশোধিত স্বর্ণসেবন দ্বারা শৌর্য্য, বীর্য্য ও বল বিনাশ করে এবং নানাবিধ রোগ জন্মাইয়া দেয়। বিশুদ্ধ স্বর্ণ সাক্ষাৎ সুধাস্বরূপ, সুতরাং স্বর্ণ শোধন করা অবশ্য বিধেয়। স্বর্ণকে পঞ্চমৃত্তিকা ও টাবালেবুর রসে পাঁচদিবস ভাবনা দিবে। পরে মৃত্তিকা ও লবণ দ্বারা পুটপাকে দগ্ধ করিবে, তাহা হইলেই শোধিত হয়। অন্য প্রকারে স্বর্ণশোধন। বল্মীকমৃত্তিকা, কৃষ্ণমৃত্তিকা, গৈরিক, ইষ্টক ও পাংশুলবণ ইহাদিগের নাম পঞ্চমৃত্তিকা। জম্বীরের রসে ও কাঞ্জির সহিত এই মৃত্তিকাপঞ্চক মর্দ্দন করত তদ্দ্বারা স্বর্ণপত্র লেপন করিতে হইবে। তৎপরে লঘুপুটে দগ্ধ করিবে। তিন দিবস পর্য্যন্ত স্বর্ণপত্রকে মৃত্তিকাপঞ্চক দ্বারা লেপন করত তৎপরে পুট প্রদান করিবে।

অথ স্বর্ণমারণং।

মাক্ষিকং নাগচূর্ণঞ্চ পিষ্টমর্করসেন চ। হেমপত্রং পুটেনৈব ম্রিয়তে ক্ষণমাত্রতঃ॥ মতান্তরং।—সুশুদ্ধং পারদং দত্ত্বা কুর্য্যাৎ যত্নেন পীঠিকাং। দত্ত্বোর্দ্ধাধো নাগচূর্ণং পুটেন ম্রিয়তে ধ্রুবং॥ মতান্তরং।—গলিতস্য সুবর্ণস্য ষোড়শাংশেন সীসকং। যোজয়িত্বা সমুদ্ধৃত্য নিম্বুনীরেণ মর্দ্দয়েৎ। গোলং কৃত্বা গন্ধচূর্ণং সমং দদ্যাৎ তদুপরি। শরাবসংপুটে কৃত্বা পুটেত্রিংশদ্বনোপলৈঃ। এবং মুনিপুটৈর্হেম নোত্থনং লভতে পুনঃ॥ মতা-

(১) "সুবর্ণং কনকং স্বর্ণং তপনীয়ঞ্চ হাটকং। হেম চামীকরং রুক্মং শাতকুম্ভঞ্চ কাঞ্চনং॥" সুবর্ণ, কনক, স্বর্ণ, তপনীয় হাটক, হেম, চামীকর, রুক্ম, শাতকুম্ভ, কাঞ্চন এই সকল স্বর্ণের নাম।

সুরং।—শুদ্ধসূতসমং স্বর্ণং খল্বে কৃত্বা তু গোলকং। ঊর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা সর্ব্বতুল্যং নিরুধ্যচ। ত্রিংশদ্বনোপলৈর্দ্দদ্যাৎ পুটান্যেবং চতুর্দ্দশ। নিরুত্থং জায়তে ভস্ম গন্ধো দেয়ঃ পুনঃ পুনঃ॥ কষায়ং তিক্তমধুরং সুবর্ণং গুরু লেখনং। হৃদ্যং রসায়নং বল্যং চক্ষুষ্যং কান্তিদং শুচি। আয়ুর্মেধাবয়ঃস্থৈর্য্য-বাগ্বিশুদ্ধি-স্মৃতিপ্রদং। ক্ষয়োন্মাদগরাপাক কুষ্ঠানাং নাশনং পরং॥

এক্ষণে সুবর্ণমারণ বলা যাইতেছে। স্বর্ণমারণে-কণ্টকবেধোপযুক্ত বিশুদ্ধ সুবর্ণপত্র লইবে। আকন্দের দুধের সহিত স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ ও সীসকচূর্ণ মর্দ্দন করত তদ্দ্বারা স্বর্ণপত্র লেপন করিতে হইবে। পরে তাহাকে পুটপাকে দগ্ধ করিলে অবিলম্বে সেই সুবর্ণ ভস্মীভূত হয়। এই প্রকার বিশুদ্ধ ও মারিত স্বর্ণই ঔষধে প্রয়োজ্য। মতান্তরে সুবর্ণমারণ বলা যাইতেছে।—সুবর্ণের সহিত তাহার দ্বিগুণ বিশুদ্ধ পারদ লইয়া মর্দ্দন করত পীঠিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনন্তর মূষামধ্যে সেই স্বর্ণপীঠিকা স্থাপনপূর্ব্বক তাহার ঊর্দ্ধে ও অধোদিকে সুবর্ণের ষোড়শাংশ পরিমাণে সীসচূর্ণ দিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার করিলেই সুবর্ণ মারিত হইয়া থাকে। গলিত স্বর্ণের সহিত তাহার ষোড়শাংশ পরিমাণ সীসচূর্ণ মিশাইয়া নেবুর রসে মর্দ্দন করিবে এবং তাহার সহিত সমভাগ বিশুদ্ধ পারদ মিশাইয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। অনন্তর ঐ পিণ্ড একটী শরার মধ্যে স্থাপন করত সেই পিণ্ডের উপরি সমুদায়ের সমান গন্ধকচূর্ণ দিবে এবং অপর একটি শরাদ্বারা আবৃত করিয়া ত্রিশ খানি বনঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার সাতবার পুটপাকে দগ্ধ করিলেই সুবর্ণ ভস্মীভূত হয়। অন্যমতে সুবর্ণ মারণ।—কণ্টকবেধোচিত স্বর্ণপত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাহার সমান পারদের সহিত খলে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। অনন্তর সমুদায়ের সমান গন্ধকচূর্ণ লইয়া সেই গন্ধকচূর্ণের অর্দ্ধাংশ একটী শরাতে স্থাপন করিবে এবং এই গন্ধকচূর্ণের উপরি পূর্ব্বকৃত স্বর্ণপিণ্ড রাখিয়া তাহার উপরে অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ গন্ধকচূর্ণ দিবে। অনন্তর অন্য একটী শরাদ্বারা আবৃত করিয়া উভয় শরার সন্ধিরোধ পূর্ব্বক শরাবপুট প্রস্তুত করিবে। পরে ত্রিশ খানি বনঘুঁটের অগ্নিতে সেই শরাবপুট দগ্ধ করিবে। এই প্রকার সুবর্ণ শোধিত ও মারিত করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে। মারিত সুবর্ণ কষায়, তিক্ত ও মধুর রসান্বিত। ইহা গুরু, লেখন, হৃদ্য ও রসায়ন। এই প্রকার মারিত স্বর্ণ সেবন দ্বারা শারীরিক বল ও চক্ষুর জ্যোতিঃ বৰ্দ্ধিত হয় এবং দেহের কান্তি বৃদ্ধি পায়। ইহা অতি পবিত্র বস্তু। এই সুবর্ণ দ্বারা আয়ুঃ মেধা, বয়সের স্থৈর্য্য, বাক্‌পটুতা ও স্মরণশক্তি লাভ হয় এবং এই প্রকার সুবর্ণ সেবন দ্বারাই ক্ষয়রোগ, উন্মাদ, বিষদোষ ও কুষ্ঠ ধ্বংস হইয়া থাকে।

অথ রজতশোধনম্।

দগ্ধোত্তীর্ণং সুশীতং যন্নির্ম্মলং কুন্দসন্নিভং। গুরু স্নিগ্ধং কুমারঞ্চ তারমুত্তমমিষ্যতে॥ আয়ুঃ শুক্রং বলং হন্তি রোগসঙ্ঘং করোতি চ। অশুদ্ধঞ্চামৃতং তারং শুদ্ধমার্য্যমতো বুধৈঃ॥ নাগেন ক্ষাররাজেন দ্রাবিতং শুদ্ধিমিচ্ছতি। রজতং দোষনির্ম্মুক্তং কিম্বা ক্ষারাম্লপাচিতং।

অধুনা রজতশোধন-প্রণালী বলা যাইতেছে।—যে রজত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া শীতল করিলে নির্ম্মল, কুন্দপুষ্পবৎ শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ ও সুকোমল হয়, সেই রজতই উত্তম এবং ঔষধে ব্যবহার্য্য। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে গুরু, স্নিগ্ধ, মৃদু, শ্বেতবর্ণ এবং চন্দ্রবৎ উজ্জ্বল রৌপ্যই শুভ ফল প্রদান করে। আর কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, রক্ত, বা পীতবর্ণ এবং লঘু রৌপ্য দুষ্ট, সুতরাং তাহা ঔষধে ব্যবহার করিবে না। অশোধিত রৌপ্য আয়ুঃ, শুক্র ও বল বিনাশ এবং নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। বিশুদ্ধ রৌপ্য অমৃতবৎ অশেষ গুণশালী, সুতরাং সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রৌপ্য বিশুদ্ধ ও মারিত করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবেন। রৌপ্য গলাইয়া তাহাতে সোহাগা ও সীস প্রদান করত পাক করিতে হইবে কিম্বা সোহাগা

ও বঙ্গের সহিত মিশাইয়া পাক করিলেই রৌপ্যের দোষ বিনষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ হয়।

অথ রজতমারণম্।

মাক্ষিকং গন্ধকঞ্চৈবমর্কক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ। তেন লিপ্তং রূপ্যপত্রং পুটেন ম্রিয়তে ধ্রুবং॥ অন্যচ্চ। কণ্টবেধ্যং তারপত্রং দিহ্যাদ্দ্বিগুণহিঙ্গুলং। পাতযন্ত্রে রসো গ্রাহ্যো রজতং মৃতমুচ্যতে॥ মতান্তরং।—তালং গন্ধং রৌপ্যপত্রং মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ। ত্রিপুটৈশ্চ ভবেদ্ভস্ম যোজ্যমেতদ্রসাদিষু। তারপত্রং চতুর্ভাগং ভাগৈকং শুদ্ধতালকং। মর্দ্দ্যং জম্বীরজৈর্দ্রাবৈস্তারপত্রাণি লেপয়েৎ। রুদ্ধা ত্রিভিঃ পুটৈঃ পাচ্যং পঞ্চবিংশদ্বনোপলৈঃ। ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহো গন্ধো দেয়ঃ পুনঃপুনঃ। শীতং কষায়ং মধুরমম্লং বাত প্রকোপজিৎ। দীপনং বলকৃৎ স্নিগ্ধং গুল্মাজীর্ণবিনাশনং। আয়ুষ্যং দীর্ঘরোগঘ্নং রজতং লেখনং স্মৃতং।

এক্ষণে রজতমারণ বিবৃত হইতেছে।—রজতের সমভাগ স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক ও আকন্দের ক্ষীর লইয়া একত্র করত তদ্দ্বারা রৌপ্য লেপন করিয়া মূষামধ্যে পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে। এই প্রকার করিলেই রৌপ্য ভস্মীভূত হয়। মতান্তরে রজতমারণ বলা যাইতেছে।—কণ্টকবেধোচিত রৌপ্যপত্র তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে হিঙ্গুলদ্বারা লেপন করত ঊর্দ্ধপাতনযন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিলে রজত ভস্মীভূত হইয়া নিম্নে পড়ে। এই ভস্মই ঔষধে প্রযোজ্য। অন্যপ্রকারে রজতমারণ।—রৌপ্যপত্র, হরিতাল ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া কাগজিনেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে তিনবার পুটপাকে দগ্ধ করিলেই রজত ভস্মীভূত হইয়া মারিত হইয়া থাকে। চারিভাগ রৌপ্যপত্র এবং একভাগ হরিতাল লইয়া প্রথমে ঐ হরিতাল জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করত তদ্দ্বারা রৌপ্যপত্র লেপন করিবে। অনন্তর পুটমধ্যে রুদ্ধ করিয়া পঞ্চবিংশতি বনঘুঁটের অগ্নিতে বারত্রয় পুটপাক করিবে। প্রতিপুটে গন্ধক দিতে হয়। এই প্রকার করিলে রজত ভস্মীভূত হইয়া মারিত হয়। এই প্রকার মারিত রৌপ্য ঔষধে প্রয়োজ্য। শোধিত ও মারিত রৌপ্য শীতল, স্নিগ্ধ এবং কষায়, মধুর ও অম্লরসযুক্ত। ইহা সেবন দ্বারা বাতপ্রকোপ পরাভূত হয়। ইহা দীপন, বলকর এবং ইহা দ্বারা গুল্ম ও অজীর্ণরোগ ধ্বংস হয় ও পরমায়ুঃ বৃদ্ধি পায়।

অথ তাম্রশোধনম্।

ন বিষং বিষমিত্যাহুস্তাম্রঞ্চ বিষমুচ্যতে। একদোষো বিষে ত্বষ্টৌ দোষ-স্তাম্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ। ভ্রমো মূর্চ্ছা বিদাহশ্চ উৎক্লেদ-শোষবান্তয়ঃ। অরুচিশ্চিত্তসন্তাপ এতে দোষা বিশোপমাঃ॥ তস্মাদ্বিশুদ্ধং তাম্রং হি গ্রাহ্যং রোগোপশান্তয়ে। পটুনা রবিদুগ্ধেন তাম্রপত্রাণি লেপয়েৎ। অগ্নৌ সন্তাপ্য নির্গুণ্ডীরসে সিঞ্চেৎ পুনঃপুনঃ॥ মতান্তরং।—গোমূত্রেণ পচেদ্যামং তাম্রপত্রং দৃঢ়াগ্নিনা। শুধ্যতে নাত্র সন্দেহো মারণঞ্চাত্র কথ্যতে॥

এক্ষণে তাম্রশোধনাদি বিবৃত হইতেছে।—প্রকৃত বিষ বিষমধ্যে গণ্য নহে, তাম্রই প্রধান বিষ। কারণ বিষেতে একটীমাত্র দোষ, কিন্তু তাম্রে ভ্রম, মূর্চ্ছা, বিদাহ, উৎক্লেদ, শোষ, বমি, অরুচি এবং সন্তাপ এই অষ্টবিধ দোষ রহিয়াছে; সুতরাং রোগাদি বিনাশার্থ বিশুদ্ধ তাম্র গ্রহণ করিবে। অবিশুদ্ধ তাম্র ঔষধে অব্যবহার্য্য, তাহা বিষবৎ বর্জ্জন করিবে। যে তাম্র জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিত, স্নিগ্ধ, মৃদু, ঘন এবং লৌহসীসকাদিদোষশূন্য, তদ্রূপ তাম্রই মারণকার্য্যে গ্রহণ করিবে। কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, শ্বেত ও লৌহসীসকাদিমিশ্রিত তাম্র দুষ্ট, তাহা কদাচ ঔষধে ব্যবহার করিবে না। সৈন্ধব ও আকন্দের রসদ্বারা তাম্রপত্র লেপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং ঐ প্রতপ্ত তাম্রপত্র নিসিন্দা-

পত্রের রসে সিঞ্চন করিবে। বারম্বার এই প্রকার করিলে তাম্র নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ হয়। অন্য মতে তাম্রশোধন —লবণদ্বারা তাম্রপত্র প্রলিপ্ত করত তিনদিন রাখিয়া দিবে, পরে গোমূত্রের সহিত এক প্রহর দৃঢ় অগ্নিতে পাক করিলেই তাম্র শোধিত হয়। অনন্তর তাম্রের মারণবিধি বলা যাইবে।

অথ তাম্রমারণম্।

সূতমেকং দ্বিধা গন্ধং যামং মর্দ্দ্যাম্ল কন্যয়া। দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপত্রং লিপ্ত্বা স্থাল্যাং নিধাপয়েৎ। সম্যক্ শূরণকৈঃ সার্দ্ধং পার্শ্বে ভস্ম নিধাপয়েৎ। চতুর্যামং পচেচ্চুল্যাং পত্রপৃষ্ঠে সগোময়ে। জলং পুনঃ পুনর্দ্দেয়ং স্বাঙ্গশীতং বিমর্দ্দয়েৎ। ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহঃ সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥ মতান্তরং।—জম্ভাম্ভসা সৈন্ধবসংযুতেন সগন্ধকং স্থাপয় শুল্বপত্রং পক্কায়মানং পুটয়েৎ সুযুক্ত্যা বান্ত্যাদিকং যাবদুপৈতি শান্তিং॥ অন্যমতং।—শুদ্ধং তাম্রদলং বিমর্দ্দ্য পটুনা ক্ষারেণ জম্বীরজৈর্নীরৈর্ঘস্রমিদং সুহ্যর্কপয়সা লিপ্তং ধমেৎ সপ্তধা। নির্গুণ্ড্যম্বুহিমং রসেন্দ্রকলিতং দুগ্ধাজ্যপক্কেন তৎ তুল্যেনাথ মৃতং দ্রবেৎ সুপুটিতং পঞ্চামৃতেন ত্রিধা। বান্তিভ্রান্তিবিবর্জ্জিতং ক্ষয়রুজাকুষ্ঠানি পাণ্ডাময়ং শূলং মেহগুদাঙ্কুরানিলগদাক্কানুপানৈর্জ্জয়েৎ। গুঞ্জামাত্রমিদং ততো দ্বিগুণিতং তচ্ছুদ্ধকায়েন চেৎ ভুক্তঃ স্থৌল্যজরাপমৃত্যুশমনম্পথ্যাশিনা বৎসরাৎ॥ তাম্রমুক্তং গরহরং যকৃৎপ্লীহোদরাপহং। ক্রিমিশূলামবাতঘ্নং গ্রহণ্যর্শোহম্লপিত্তজিৎ॥

এক্ষণে তাম্রমারণ প্রণালী বিবৃত হইতেছে।—একভাগ পারদ এবং দুইভাগ গন্ধক একত্র ঘৃতকুমারীর রসে একপ্রহর মর্দ্দন করিবে। অনন্তর উভয়ের সমান তাম্রপত্র উক্ত মর্দ্দিত দ্রব্যদ্বারা লেপিত করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিবে, পরে তাঁহার পার্শ্বে ওল ও ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া চারি প্রহর পাক করিতে হইবে। পাক শেষ হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে। এই প্রকার করিলেই তাম্র মারিত হয়, এইরূপ মারিত তাম্র সর্ব্বপ্রকার ঔষধে প্রয়োজ্য। অন্যরূপে তাম্রমারণ।—তাম্রপত্রের সমভাগ সৈন্ধব ও গন্ধক গ্রহণপূর্ব্বক জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। অনন্তর ইহাদ্বারা তাম্রপত্র লেপন করত হাঁড়ির মধ্যে রাখিবে এবং শরাদ্বারা সেই হাঁড়িটী আবৃত করিয়া বালুকাদ্বারা তাহার উর্দ্ধভাগ পূর্ণ করিয়া দিবে। অনন্তর তাম্র ভস্ম হওয়া পর্য্যন্ত সেই হাঁড়ীতে জল দিবে। এই প্রকারে তাম্র মারিত হইলে পঞ্চগব্যদ্বারা পুনঃপুনঃ পুটপাক প্রদান করিবে। ইহাতে তাম্রে বান্তিকরত্বাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া তাম্র বিশুদ্ধ ও মারিত হইয়া থাকে। মতান্তরে তাম্রমারণ বলা যাইতেছে।—সৈন্ধব এবং ত্রিবিধ ক্ষার তাম্রের তুল্য-পরিমাণে লইয়া জম্বীরের রস, সিজের দুগ্ধ ও আকন্দের দুগ্ধের সহিত একদিন মর্দ্দন করিবে। অনন্তর এ মর্দ্দিত দ্রব্যদ্বারা তাম্রপত্র লেপন করত অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। দগ্ধ হইলে নিসিন্দাপত্রের রসে ফেলিবে। এই প্রকার সাতবার নিসিন্দাপাতার রসে ফেলিতে হইবে। এই প্রকার করিলে যে গৈরিকবৎ চূর্ণ অধঃপতিত হইবে, তাহা লইয়া প্রক্ষালন পূর্ব্বক সমভাগ গন্ধক ও পারদের সহিত মর্দ্দন করত দুগ্ধ ও ঘৃত সহযোগে পীঠিকা প্রস্তুত করিবে। অনন্তর যে পীঠিকা তিনবার পুটপাকে দগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চামৃতের সহিত তিনবার পুটপাক করিবে। এই প্রকার করিলেই তাম্র ভস্মীভূত হয়। উল্লিখিত প্রকারে তাম্র বিশোধিত ও মারিত করত বিশেষ বিশেষ অনুপান সহ সেবন করিলে বমন, ভ্রান্তি, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল প্রমেহ, অর্শঃ প্রভৃতি রোগ ধ্বংস হয় এবং শুদ্ধদেহ হইয়া ইহার এক রতি পরিমাণে সেবন করিলে স্থৌল্য, জরা ও অপমৃত্যু বিনষ্ট হইয়া থাকে। পথ্যাশী হইয়া এক বৎসর দুই রতি প্রমাণে সেবন করিলে ইহা রসায়নের কার্য্যকারী হয়। বিশুদ্ধ অথচ মারিত তাম্র বিষদোষ নাশক। ইহা দ্বারা যকৃৎ, প্লীহা, উদরাময়, ক্রিমি, শূল, আমবাত, গ্রহণী, অর্শ, ও অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

অথ পিত্তলকাংস্যশোধনম্‌।

পিত্তলঞ্চ তথা কাংস্যং তাম্রবন্মারয়েৎ পৃথক্‌। তাম্রবচ্ছোধনং তেষাং তাম্রবদ্‌ গুণকারকম্‌॥

এক্ষণে পিত্তল ও কাংস্যশোধন বলা যাইতেছে। যে নিয়মে তাম্রশোধন ও তাম্রমারণ বলা হইল, এই প্রকার নিয়মে পিত্তল ও কাংস্যের শোধন ও মারণ করিবে। শুদ্ধ পিত্তল ও কাংস্য সেবন দ্বারা তাম্র সেবনের ফল পাওয়া যায়।

অথ নাগবঙ্গয়োঃ শোধনম্‌।

নাগবঙ্গে চ গলিতে রবিদুগ্ধেন সেচিতে। ত্রিবারান্‌ শুদ্ধিমায়াতঃ সচ্ছিদ্রে হণ্ডিকান্তরে॥ মতান্তরং। বঙ্গং চূর্ণোদকেস্বিন্নং যামার্দ্ধেন বিশুদ্ধ্যতি॥

এক্ষণে সীস ও বঙ্গশোধন বলা যাইতেছে।—একটি পাত্রমধ্যে আকন্দের ক্ষীর স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি একটি সচ্ছিদ্র পাত্র রাখিবে, পরে সীস অথবা বঙ্গ গলাইয়া সেই সচ্ছিদ্র পাত্রে ঢালিয়া দিবে তাহা হইলে সেই ছিদ্রদ্বারা গলিত সীস কিম্বা বঙ্গ নিম্নস্থ আকন্দক্ষীরে পড়িলে। এই প্রকার তিনবার করিলেই সীস ও বঙ্গ বিশুদ্ধ হয়। অন্যমতে বঙ্গশোধন।—চূনের জলে অর্দ্ধ প্রহর দোলাযন্ত্রে সিদ্ধ করিলেই বঙ্গ বিশুদ্ধ হয়।

অথ সীসকমারণম্‌।

ভুজঙ্গমমগস্ত্যঞ্চ পিষ্ট্বা পত্রং প্রলেপয়েৎ। তত্র সংবিদ্রুতে নাগে বাসাপামার্গসম্ভবং। ক্ষারং বিমিশ্রয়েত্তত্র চতুর্থাংশং প্রকল্পিতং। প্রহরং পাচয়েৎ চুল্ল্যাং বাসাদর্ব্ব্যা চ চালয়েৎ। তত উদ্ধৃত্য তচ্চূর্ণং বাসানীরেণ মর্দ্দয়েৎ। এবং সপ্তপুটৈর্নাগং সিন্দূরং জায়তে ধ্রুবম্‌॥ অন্যমতং। ত্রিভিঃ কুম্ভিপুটৈর্নাগো বাসারসবিমর্দ্দিতঃ। সশিলো ভস্মতামেতি তদ্রজঃ সর্ব্বমেহজিৎ। দশনাগবলং ধত্তে বীর্য্যায়ুঃকান্তিবর্দ্ধনং। মেহান্‌ হন্তি হতং নাগং সেব্যং বঙ্গঞ্চ তদ্‌গুণং। তারস্য রঞ্জনো নাগো বাতপিত্তকফাপহঃ। গ্রহণীকুষ্ঠগুল্মার্শঃ শোথব্রণ বিষাপহঃ॥

এক্ষণে সীসমারণ বলা যাইতেছে।—বকপত্র ও পান একত্র মর্দ্দন করত তদ্দ্বারা সীসকপত্র লেপন করিবে। এই সীসক একটি হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিয়া জ্বাল দিবে। যখন সেই সীসক গলিত হইবে, তখন তাহাতে সীসের চতুর্থাংশ প্রমাণ বাসক ও অপমার্গের ক্ষার ফেলিয়া দিবে। এই প্রকার দুই প্রহর পাক করিয়া বাসকরসে মর্দ্দন এবং সাতবার বাসকরসে পুটপাকে দগ্ধ করিবে। ইহাতে সীস সিন্দূরের ন্যায় লোহিত ও ভস্মীভূত হয়। এই প্রকার মারিত সীস ঔষধে ব্যবহার করিতে হয়। মতান্তরে সীসকমারণ।—মনঃশিলার সহিত সীসক মিশাইয়া বাসকরসে গজপুটে পাক করিতে হইবে। এই প্রকার করিলেই সীসক ভস্মীভূত হয়। এই প্রকার সীসকভস্মের কিঞ্চিৎ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহরোগ বিনষ্ট হয়। সীসকসেবীর দেহে দশহস্তীর ন্যায় বল হয় এবং তাহার বীর্য্য, আয়ুঃ ও কান্তি বৃদ্ধি পায়। মারিত সীস সেবন দ্বারা প্রমেহাদি রোগ ধ্বংস হয়। সীসক সেবনে যে যে গুণ বলা গেল, বঙ্গ সেবনেও সেই সেই গুণ হয়। মারিত সীস রৌপ্যের রাগ বর্দ্ধন করে এবং ইহা দ্বারা বাত, পিত্ত, কফ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, শোথ, ব্রণ ও বিষদোষ বিনষ্ট হয়।

অথ বঙ্গমারণম্‌।

বঙ্গং সতালমর্কস্য পিষ্ট্বা দুগ্ধেন সংপুটে। শুষ্কাশ্বত্থভবৈর্ব্বল্কৈঃ সপ্তধা ভস্মতাং নয়েৎ॥ মতান্তরং। বিশুদ্ধবঙ্গপত্রাণি দ্রাবয়েদ্ধণ্ডিকান্তরে। অপামার্গোদ্ভব- চূর্ণং তত্তুল্যং তত্র মেলয়েৎ। স্থূলাগ্রয়া লৌহদর্ব্ব্যা শনৈস্তদভিমর্দ্দয়েৎ। যাবদ্‌ভস্মত্বমাপ্নোতি তাবন্মর্দ্দস্ত

পূর্ব্ববৎ। ততস্ত্বেকীকৃতং চূর্ণং কৃত্বা চাঙ্গারবর্জ্জিতং। নূতনেন শরাবেণ রোধয়েচ্চ ভিষগ্বরঃ। পশ্চাত্তীব্রাগ্নিনা পক্বং বঙ্গভস্ম ভবেদ্ধ্রুবং॥ মতান্তরং। বঙ্গং খর্পরকে কৃত্বা চুল্ল্যাং সংস্থাপয়েৎ সুধীঃ। দ্রবীভূতে পুনস্তস্মিন্ চূর্ণান্যেতানি দাপয়েৎ। প্রথমং রজনীচূর্ণং দ্বিতীয়ে চ যমানিকা। তৃতীয়ে জীরকঞ্চৈব ততশ্চিঞ্চাত্বগুদ্ভবং। অশ্বত্থবল্কলোত্থঞ্চ চূর্ণং তত্রং বিনিঃক্ষিপেৎ। এবং বিধানতো বঙ্গং ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ। বঙ্গং তিক্তাম্লকং রুক্ষং কিঞ্চিদ্বাতপ্রকোপনং। মেদঃশ্লেষ্মাময়ঘ্নঞ্চ ক্রিমিঘ্নমেহনাশনং॥

একক্ষণে বঙ্গমারণ বলা যাইতেছে।—হরিতাল ও বঙ্গ তুল্যপরিমাণে লইয়া অগ্রে আকন্দের দুগ্ধে হরিতাল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বঙ্গ লেপন করিতে হইবে। অনন্তর শুষ্ক অশ্বত্থবল্কলদ্বারা সাতবার বেষ্টন পূর্ব্বক পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার করিলে একেবারেই বঙ্গ ভস্মীভূত হয়। পুস্তকান্তরে কথিত আছে যে, যে বঙ্গ শুভ্রবর্ণ, মৃদু, লঘু, স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, উষ্ণসহ ও হিমবৎ শীতল, সেই বঙ্গই প্রধান। ভৈষজ্যবিৎ পণ্ডিতগণ বঙ্গকে দুই অংশে বিভক্ত করেন, ক্ষুরক ও মিশ্র। এই দুই প্রকার বঙ্গের মধ্যে ক্ষুরকাখ্য বঙ্গই শ্রেষ্ঠ এবং মিশ্রক বঙ্গ ক্ষতিকর। অন্যমতে বঙ্গমারণ।—বিশুদ্ধ বঙ্গপত্র একটী হাঁড়ির অভ্যন্তরে রাখিয়া অগ্নিতে পরিতপ্ত করিবে। বঙ্গ গলিয়া গেলে তাহাতে বঙ্গের সমভাগ অপামার্গক্ষার পুনঃপুনঃ দিবে এবং লৌহদর্বীদ্বারা মর্দ্দন করিবে। পরে জলে ধৌত করিয়া তাহার অঙ্গার সকল বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিবে। অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে ইহা একটী নূতন শরাতে স্থাপন পূর্ব্বক অন্য একটি নূতন শরাদ্বারা আবৃত করিবে এবং সেই উভয় শরার সন্ধিভাগ অবরুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্রদ্বারা ঐ উভয় শরা আবেষ্টন করিবে, পরে প্রখর অগ্নিতে পাক করিলেই বঙ্গ ভস্মীভূত হইবে। মতান্তরে বঙ্গমারণ।—একটী পাত্রমধ্যে বঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নিতে গলাইবে। যখন সেই বঙ্গ গলিয়া যাইবে, তখন উহাতে উহার সমভাগে হরিদ্রাচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর তাহাতে বঙ্গের তুল্যপরিমাণে যোয়ানচূর্ণ দিয়া ঐরূপ জীরকচূর্ণ দিতে হইবে। পরে তেঁতুলের ছাল ভস্ম করিয়া সমভাগে তাহাতে দিবে এবং অশ্বত্থবল্কলের ক্ষার ঐ পরিমাণে দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। এই প্রকার করিলেই বঙ্গ ভস্মীভূত হয়। মৃত বঙ্গ তিক্ত ও অম্লরসযুক্ত এবং রুক্ষ। ইহ সেবনদ্বারা বায়ুর প্রকোপ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয় এবং মেদরোগ, কফরোগ, ক্রিমি ও মেহ ধ্বংস হইয়া থাকে।

অথ লৌহশোধনং।

তপ্তানি সর্ব্বলৌহানি কদলীমূলাম্বুনি। সপ্তধা ত্বভিষিক্তানি শুদ্ধিমায়ান্ত্যনুত্তমাং॥ ত্রিফলাষ্টগুণে তোয়ে ত্রিফলাষোড়শং পলং। তৎকাথে পাদশেষে তু লৌহস্য পলপঞ্চকং। কৃত্বা চ সপ্তপত্রাণি সপ্তবারং নিষেচয়েৎ। এবং প্রলীয়তে দোষো গিরিজে লৌহসম্ভবঃ॥ ভানুপাকাত্তথা স্থালীপাকাচ্চ পুটপাকতঃ। নিরুত্থো জায়তে লৌহো যথোক্তফলদো ভবেৎ॥

অধুনা লৌহশোধন বলা যাইতেছে।—লৌহ অগ্নিতে প্রতপ্ত করত কদলীমূলরসে সিঞ্চন করিতে হইবে। এই প্রকার সাতবার প্রতপ্ত ও কদলীমূলরসে সিঞ্চন করিলে সর্ব্ববিধ লৌহ শোধিত হয়। এই যে লৌহশোধন বলা গেল, ইহা সামান্য শোধন মাত্র, বিশেষ শুদ্ধি পাতঞ্জলিতে কথিত আছে। পাতঞ্জলোক্ত শোধন ভিন্ন লৌহ উত্তমরূপ বিশুদ্ধ হয় না; অতএব ভৈষজ্য-বিদ্যাবিৎ চিকিৎসক লৌহশোধনকার্য্যে পাতঞ্জলোক্ত শোধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া লৌহশোধন করিবেন। পাতঞ্জলোক্ত লৌহশোধন যথা।—অগ্রে লৌহকে শাণাদিদ্বারা নির্ম্মল করিয়া পত্রাকৃতি করিবে, পরে আমরুলীর রসে, নেবুর রসে এবং অম্লবেতসরসে প্রত্যেকে সাতবার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কাঁজিতে দুই দিন কিম্বা তিন

দিন স্থাপন করিয়া রাখিবে। এই প্রকারে অম্ল ভাবনা দিয়া সেই লৌহ গোমূত্রপিষ্ট ত্রিফলাকল্ক-দ্বারা লেপন করত রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে মনঃশিলা, বল্মীকমৃত্তিকা, কুঠারিকামূল, আমরুলী, শ্বেতদূর্ব্বা ও সৈন্ধব এই সমস্ত বস্তু জলে পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ক্রমশঃ লেপন করত রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকারে লৌহ নির্ম্মল করিয়া অম্ল-মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, পুনরায় গোমূত্রপিষ্ট ত্রিফলা এবং জলপিষ্ট মনঃশিলা দ্বারা ভাবনা দিয়া ভস্ত্রা-যন্ত্র দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক লৌহ কিঞ্চিৎ তপ্ত করিয়া লৌহাপেক্ষা দ্বিগুণ গব্যদুগ্ধ, কাঁজি, গো-মূত্র ও ত্রিফলাক্কাথে প্রত্যেকে তিন তিন বার ফেলিবে। কিম্বা লৌহ তপ্ত করত দ্বিগুণ কদলী-মূলরসে সপ্তবার সিঞ্চন করিবে। এই প্রকার করিয়া একরাত্রি বিশ্রামান্তে পুনরায় কাঁজিতে সিঞ্চন করিবে। উক্ত প্রকারে লৌহ শুদ্ধ করিয়া মারণাদি কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বোক্তরূপে বিশুদ্ধ লৌহের অর্দ্ধাংশ কিম্বা ষোড়শাংশ স্বর্ণ-মাক্ষিকচূর্ণ ত্রিফলার ক্কাথে আলোড়ন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা উক্ত পঞ্চ পল লৌহ লেপন করিবে। পরে কুঠারচ্ছিন্ন, ত্রিফলা ও অপরাজিতার বীজ, হস্তি-কর্ণপলাশের মূল, শতমূলী, কেসুর্ত্তে ধান্যমূল, কুশিকামূল, পুনর্নবা ও ভৃঙ্গরাজ এই সমস্ত বস্তু লৌহের ষোড়শাংশ পরিমাণ লইয়া পেষণ পূর্ব্বক লৌহ লেপন করিবে। পরে ধমকা দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া সেই অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। যৎকালে সেই লৌহ গলিয়া যাইবে, তখন যথোক্ত ত্রিফলাক্কাথে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকার করিলেও যদি লৌহ মারিত না হয়, তবে পুনরায় দগ্ধ করিয়া ঐ প্রকার ত্রিফলার ক্কাথে ফেলিতে হইবে। সাতবার এই প্রকার প্রণালী করিলেও যদি লৌহ মারিত না হয়, তাহা হইলে সেই লৌহ ত্যাগ করিবে। যে লৌহ সাতবার দাহেও মৃত না হয়, তাহা লৌহই নহে, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য লৌহ আনয়ন করত পূর্ব্বের ন্যায় শোধন ও মারণ করিবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, লৌহ-শোধনসময়ে লৌহ দগ্ধ করত ত্রিফলার ক্কাথে ফেলিবে, অধুনা কিরূপে ত্রিফলার ক্কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাই বলা যাইতেছে।—হরী-তকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদিগের নাম ত্রিফলা। উক্ত ষোড়শপল তাহার আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া জলের চতুর্থাংশ বাকী থাকিতে তাহার মধ্যে পঞ্চপল লৌহ ফেলিয়া দিবে। ঐ পঞ্চপল লৌহকে সপ্তপত্র করিয়া দগ্ধ করিবে এবং উত্তমরূপ দগ্ধ হইলে ত্রিফলাক্কাথে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার সপ্তবার দগ্ধ ও সাতবার ত্রি-ফলার ক্কাথে নিক্ষেপ করিলে লৌহের দোষরাশি বিনষ্ট হইয়া লৌহ বিশুদ্ধ হয়। এইরূপে লৌহ বিশুদ্ধ করত অবশিষ্ট ক্কাথ ভানুপাকের নিমিত্ত স্থাপন করিবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে লৌহ শুদ্ধ করত ভানুপাকাদি দ্বারা তাহার নিরুত্থীকরণ করিবে। সুতরাং লৌহের নিরুত্থীকরণার্থ ভানুপাকাদি বিধেয়। কারণ ভানুপাক, স্থালীপাক ও পুটপাক, দ্বারা লৌহ মারিত হয় এবং মারিত লৌহই যথোক্ত ফল প্রদান করে।

অথ ভানুপাকবিধিঃ।

লৌহে দৃশদি লৌহঞ্চ মুদ্গরেণ হতং মুহুঃ। কৃত্বাম্বুগলিতং শুদ্ধং জলেন ত্রৈফ-লেন বা। ক্ষালয়েদ্বহুশঃ পশ্চাৎ কৃত্বা দ্রবান্তরং পৃথক্। শোধিতং ভানুভিতর্ভা-নোর্ভানুপাকে প্রয়োজয়েৎ॥ ক্ষালনে ভানুপাকে তু লৌহতুল্যং ফলত্রিকং। জলং দ্বিগুণিতং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষয়েৎ। এব মুক্তং ফলক্কাথজলং দত্ত্বা পুনঃপুনঃ। শোষয়েৎ সূর্য্যতেজোভির্নিরন্তর-মহ-স্ত্রয়ঃ। অথবা তত্র তৎক্কাথং দত্ত্বা দত্ত্বা ভিষগ্বরঃ। সপ্ত সপ্তবিধৈরেব সপ্তবারান্ বিশো-ধয়েৎ॥

এক্ষণে ভানুপাকবিধি বলা যাইতেছে।—বিশুদ্ধ লৌহ পাষাণ কিম্বা লৌহময় উদূখলে রাখিয়া লৌহমুদ্গর দ্বারা বারবার আহত করিবে, যখন সেই লৌহ মুদ্গের ন্যায় চূর্ণিত হইবে, তখন মুহু-র্মুহুঃ প্রক্ষালন করিয়া অঙ্গারশূন্য করিতে হইবে। অনন্তর অগ্নিতে বা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লৌহ খলে মর্দ্দন করিবে। পরে ত্রিফলার ক্কাথের সহিত রৌদ্রে রাখিবে। লৌহ ধৌতকালে ত্রিফলার ক্কাথে বারবার আলোড়ন করিয়া জলভাগ পৃথক্ করিয়া লৌহ গ্রহণ করিতে হইবে। ভানুপাকার্থ কিম্বা লৌহ প্রক্ষালনার্থ কি পরিমাণে ত্রিফলা ও

জল লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, তাহা বলা যাইতেছে। লৌহ ধৌত ও ভানুপাকের জন্য লৌহ তুল্য ত্রিফলা এবং দ্বিগুণ পরিমাণ জল লইয়া পাক করিতে হইবে। যখন সেই জলের চতুর্থাংশ অবশেষ থাকিবে, তখন সেই ক্বাথ লইয়া লৌহ ধৌত করত ভানুপাক করিবে। ঐ প্রকার ক্বাথ লৌহেতে দিয়া অনবরত তিন দিবস সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিবে কিম্বা সেই ক্বাথ সাত ভাগ করিয়া এক এক ভাগ পৃথক পৃথক প্রদান করিবে। এক ভাগ শুষ্ক হইলে অপর ভাগ ক্বাথ তাহাতে দিবে। এই প্রকারে ক্বাথ শুষ্ক হইলেই ভানুপাকক্রিয়া সমাধা হয়।

অথ স্থালীপাকবিধিঃ।

ইত্থমাদিত্যপাকান্তে স্থাল্যাং পাকমুপাচরেৎ। স্থালীপাকে ফলং গ্রাহ্যময়সস্ত্রিগুণীকৃতং। তস্য ষোড়শিকং তোয়মষ্টভাগাবশেষিতং। মৃদুমধ্যকঠোরাণামন্যেষাময়সা সমং। কথনীয়ং সমাদায় চতুরষ্টৌ চ ষোড়শঃ। গুণীনাং স্থাপ্যতে তোয়ং শেষয়েদয়সা সমং। স্বরসস্যাপি লৌহেন স্থালীপাকে সমানতা। স্থাল্যাং ক্বাথাদিকং দত্ত্বা যথাবিধি বিনির্ম্মিতং। পাকেন ক্ষীয়তে যস্মাৎ স্থালীপাক ইতি স্মৃতঃ॥ হস্তিকর্ণপলাশস্য মূলঞ্চ শতমূলিকা। ভৃঙ্গরাজাখ্যরাজানামেষাং নিজরসৈঃ সহ। মিলিত্বা বা বিধাতব্যং স্থালীপাকে ফলাদনু। যথা দোষৌধেনাপি স্থালীপাকো বিধীয়তে॥ স্থালীপাকে সুসংপক্কং প্রক্ষাল্য চ্ছবারিণা। পুটাদ্দোষবিনাশঃ স্যাৎ পুটাদেব গুণোদয়ঃ। ম্রিয়তে চ পুটাল্লোহস্তস্মাৎ পুটং সমাচরেৎ। যথা যথা প্রদীয়ন্তে পুটাঃ সুবহুশো যদি। তথা তথা প্রকুর্ব্বন্তি গুণানেব সহস্রশঃ। পুটপাকেন পকস্তু শস্যতে রসকর্ম্মসু॥ দশাদি শতপর্য্যন্তো গদে পুটবিধির্ম্মতঃ। শতাদিস্তু সহস্রান্তঃ পুটো দেয়ো রসায়নে। বাজীকর্ম্মণি বিজ্ঞেয়ো দশাদি শতপঞ্চকং। তাবদেব পুটেল্লৌহং যাবচ্চূর্ণী কৃতং জলে। নিস্তরঙ্গে লঘুত্বেন সমুত্তরতি হংসবৎ।

এক্ষণে স্থালীপাকবিধি বলা যাইতেছে।—পূর্ব্বকথিত নিয়মে ভানুপাক করিয়া স্থালীপাক করিবে। লৌহের দ্বিগুণ ত্রিফলা এবং ষোল গুণ জলে পাক করিয়া ক্বাথ করিতে হয়। যখন আট ভাগের একভাগ অবশেষ থাকিবে, তখন সেই ক্বাথ লইয়া স্থালীপাক করিবে। ক্বাথ দ্রব্য সমস্ত মৃদু হইলে চতুর্গুণ জলে, মধ্যবিধ হইলে আট গুণ জলে এবং কঠোর হইলে ষোল গুণ জলে পাক করিয়া লৌহক্বাথ গ্রহণ করিবে। আর যে সময়ে দ্রব্যের স্বরস দ্বারা স্থালীপাক করিতে হইবে, তখন লৌহের পরিমাণে স্বরস লইবে। ক্বাথ কিম্বা স্বরস স্থালীমধ্যে দিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত শোধিত লৌহচূর্ণের সহিত যথাবিধি পাক করিবে। শুষ্ক হইলেই স্থালীপাক সমাধা হয় স্থালীপাকসময়ে অগ্রে স্থালীমধ্যে শোধিত লৌহচূর্ণ দিয়া ত্রিফলার ক্বাথে আলোড়ন করত হস্তিকর্ণপলাশের মূল, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ ও কেসুর্ত্তে ইহাদিগের রস পৃথক্ পৃথক্ কিম্বা সকলের রস একত্র দিয়া পাক করিবে যখন সেই সকল ক্বাথ ও রস শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন রোগীর রোগ বিবেচনায় দোষনাশক ঔষধির স্বরস কিম্বা ক্বাথে পুনরায় পাক করিয়া নামাইবে। পূর্ব্বোক্তরূপে লৌহের ভানুপাক ও স্থালীপাক সমাধা করিয়া স্বচ্ছ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে এবং শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে বক্ষ্যমাণ নিয়মে পুটপাক করিবে, পুটপাক বিধানে লৌহ পাক করিলে তাহার দোষরাশি বিনষ্ট হয়, গুণের উদয় হয় এবং পুটপাক করিলেই লৌহ, মারিত হইয়া থাকে, সুতরাং অবশ্য সযত্নে লৌহের পুটপাক করিবে। যে যে বস্তুর সহিত লৌহের পুটপাক করা যায়, সেই সেই দ্রব্যের গুণ সহস্রপরিমাণে লৌহে পরিণত হয়, সুতরাং পুটপাকে লৌহ দগ্ধ করিয়া রসকার্য্যে প্রয়োজ্য। অধুনা কর্ম্মবিশেষে পুটপাকের সংখ্যা নিরূপিত হইতেছে।—যে লৌহদ্বারা রোগ দূরীকরণার্থ

ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই লৌহ দশ হইতে শতবার পুটপাক করিবে। রসায়ন কর্ম্মে সাত হইতে সহস্রবার এবং বাজিকর্ম্মে শত হইতে পঞ্চশতবার পুট প্রদান করিবে। যাবৎ লৌহ চূর্ণিত হইয়া তরঙ্গশূন্য জলে হংসের ন্যায় ভাসমান না হয়, তাবৎ মুহুর্ম্মুহুঃ পুটপাক করিবে। যদি পুটপাকের পর লৌহ কেতকীফুলের রেণুর ন্যায় হয়, এবং বস্ত্রে ছাঁকিলে সমুদায় লৌহ বস্ত্রচ্ছিদ্র দিয়া পড়ে, তাহা হইলে পুটপাকের সংখ্যার আবশ্যক নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত খলে পেষণ করিলে কেতকীফুলের পরাগবৎ চূর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত বারবার পুট প্রদান করিতে হইবে।

অথ গন্ধকোৎপত্তিঃ শোধনঞ্চাহ।

শ্বেতদ্বীপে পুরা দেব্যাঃ ক্রীড়ন্ত্যাঃ প্রসৃতং রজঃ। ক্ষীরার্ণবে তু স্নাতায়া দুকূলং রজসান্বিতং। ধৌতং তৎ সলিলে তস্মিন্ গন্ধকো গন্ধবৎ স্মৃতঃ॥ চতুর্দ্ধা গন্ধকঃ প্রোক্তো রক্তঃ পীতোঽসিতঃ সিতঃ॥ রক্তো হেমক্রিয়াসূক্তঃ পীতশ্চৈব রসায়নে। ব্রণাদিলেপনে শ্বেতঃ শ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণ সুদুর্ল্লভঃ॥ অশুদ্ধগন্ধঃ কুরুতে তু তাপং কুষ্ঠং ভ্রমং পিত্তরুজাং করোতি। রূপং বলং বীর্য্যসুখং নিহন্তি তস্মাৎ সুশুদ্ধো বিনিযোজনীয়ঃ॥ সাজ্যং ভাণ্ডে পয়ঃ ক্ষিপ্ত্বা মুখং বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ। তৎপৃষ্ঠে গন্ধকং ক্ষিপ্ত্বা শরাবেণ পিধাপয়েৎ॥ ভাণ্ডং নিঃক্ষিপ্য ভূম্যাধ উর্দ্ধে দেয়ং পুটং লঘু। ততঃ ক্ষীরে দ্রুতং গন্ধং শুদ্ধং যোগেষু যোজয়েৎ॥ মতান্তরং। লৌহপাত্রে বিনিঃক্ষিপ্য ঘৃতমগ্নৌ প্রতাপয়েৎ। তপ্তে তপ্তে তৎসমানং ক্ষিপেদ্ গন্ধকজং রজঃ॥ বিদ্রুতং গন্ধকং দৃষ্ট্বা দুগ্ধমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ। এবং গন্ধস্য শুদ্ধিঃস্যাৎ সর্ব্বযোগেষু যোজয়েৎ॥ শুদ্ধগন্ধো হরেদ্রোগান্ কুষ্ঠ-মৃত্যু-জ্বরাদিকান্। অগ্নিকারী মহানুষ্ণো বীর্য্যবৃদ্ধিং করোতি চ॥ অন্যচ্চ। গন্ধশ্চাতিরসায়নঃ সুমধুরঃ পাকে কটূষ্ণান্বিতঃ কণ্ডু-কুষ্ঠ-বিসর্প-দর্পদলনো দীপ্তানলঃ পাচনঃ। আমোন্মন্থনশোধনো বিষহরঃ সুতেন্দ্রবীর্য্যপ্রদঃ গৌরীপুষ্পভবস্তথা ক্রিমিহরঃ স্বর্ণাধিকং বীর্য্যকৃৎ॥

গন্ধকের উৎপত্তি ও তাহার শোধনপ্রণালী বলা যাইতেছে।—পুরাকালে কোনসময়ে দেবী ভগবতী শ্বেতদ্বীপে ক্রীড়া করিতেছিলেন, তথায় তদীয় রজঃ নিপতিত হয়। পরে তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রে স্নান পূর্ব্বক রজঃ সমন্বিত বসন সেই সাগর-জলে ধৌত করেন, তাহাতেই গন্ধযুক্ত গন্ধক (১) জন্মে। গন্ধক চারি প্রকার,—রক্ত, পীত, শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ। স্বর্ণপ্রক্রিয়াতে রক্তবর্ণ গন্ধক, রসায়ন কর্ম্মে পীতবর্ণ গন্ধক এবং ব্রণাদিতে শুভ্রবর্ণ গন্ধক ব্যবহার করিবে। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহা দুষ্প্রাপ্য। অধুনা অশোধিত গন্ধক সেবনের দোষ বলা যাইতেছে।—অশুদ্ধ গন্ধক সেবন করিলে দেহসন্তাপ, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও পিত্তবিকার জন্মে আর বল, বীর্য্য ও সুখ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং শোধন করত তৎপরে গন্ধক সেবন ও ঔষধে ব্যবহার করিবে। অধুনা গন্ধকের শোধন প্রণালী বিবৃত হইতেছে।—একটী ভাণ্ডে ঘৃতসমন্বিত (২) দুগ্ধ স্থাপন পূর্ব্বক সেই পাত্রের মুখ ঘৃতসিক্ত বস্ত্র দ্বারা আবৃত করত উভয়ের সন্ধিস্থল লেপন করিবে। তদনন্তর সেই পাত্র মৃত্তিকা-গর্ত্তের অভ্যন্তরে স্থাপন করতঃ তদুপরি মৃদু মৃদু অগ্নিতাপ দিবে। এই প্রকার করিলে সেই বসনোপরিস্থ গন্ধক গলিয়া অধঃস্থ দুগ্ধের মধ্যে পড়িয়া যায়॥ তদনন্তর সেই গন্ধক গ্রহণ পূর্ব্বক ঔষধে ব্যবহার করিবে। ঐ প্রকার গন্ধকেই বিশুদ্ধ গন্ধক কহে। অন্য প্রকারে গন্ধক শোধন কথিত

---

(১) "গন্ধকো পাষাণঃ পামাঘ্নশ্চ সুগন্ধকঃ।" গন্ধক, গন্ধপাষাণ, পামাঘ্ন, সুগন্ধক, চিকিৎসা-গ্রন্থে এই সমস্ত নামে গন্ধক বুঝায়।

(২) "সর্পিরাজ্যং ঘৃতং হবিঃ।"—সর্পি, আজ্য, ঘৃত, হবি এই সকল শব্দে ঘৃত বুঝাইবে।

হইতেছে।—কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, একটী লৌহভাণ্ডে ঘৃত স্থাপন পূর্ব্বক সেই পাত্র অগ্নির তাপে রাখিতে হইবে। তৎপরে সেই ঘৃত যখন সন্তপ্ত হইয়া উঠিবে, তখন তাহার মধ্যে গন্ধকের চূর্ণ ফেলিয়া দিবে। যখন দেখিবে যে, লৌহপাত্রস্থিত গন্ধক বিগলিত হইয়া জলের ন্যায় দ্রবীভূত হইয়াছে, সেই সময়ে একটী দুগ্ধপূরিত পাত্রের মুখ ঘৃতসিক্ত বসন দ্বারা আবৃত করত তাহার উপর সেই গলিত গন্ধক ঢালিয়া দিবে। এই প্রকার করিলে সেই বসনের ছিদ্র দিয়া বিগলিত গন্ধক দুগ্ধের মধ্যে পড়ে। শীতল হইলে উঠাইয়া লইবে। এই প্রকারে শোধিত গন্ধকই ঔষধে ব্যবহার করিবে। এক্ষণে গন্ধকের গুণ কথিত হইতেছে।—বিশুদ্ধ গন্ধক দ্বারা কুষ্ঠ, মৃত্যু ও জ্বর প্রভৃতি যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হয়। গন্ধক সেবন দ্বারা দেহ উষ্ণ থাকে এবং জঠরাগ্নি, বল ও বীর্য্য সংবর্দ্ধিত হয়। গন্ধকের অন্য প্রকার গুণ বর্ণিত হইতেছে।—গন্ধক অতীব রসায়ন, সুমধুর, পাকে কটু এবং উষ্ণগুণবিশিষ্ট। ইহাদ্বারা কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বীসর্প ইত্যাদি রোগ বিনষ্ট হয়, অগ্নি প্রদীপিত হয় এবং ইহা পাচক, আমশোধক, আমনাশক, বিষনাশক, পুত্রপ্রদ, ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধিকর, বলবীর্য্যপ্রদ ও ক্রিমিনাশক। বিশুদ্ধ গন্ধক স্বর্ণাপেক্ষাও বীর্য্যকর।

—

অথ খর্পরশোধনং।

পুষ্পাণাং রক্তপীতানাং রসৈঃ পিষ্ট্বা চ ভাবয়েৎ। নরমূত্রৈশ্চ গোমূত্রৈর্য্যবাম্লৈশ্চ সসৈন্ধবৈঃ। সপ্তাহং ত্রিদিনং বাপি পশ্চাৎ শুদ্ধঃতি খর্পরঃ॥ মতান্তরং। খর্পরঃ পরিসন্তপ্তঃ সপ্তবারান্ নিমজ্জিতঃ। নিম্ববীজরসে চান্তর্নির্ম্মলত্বমবাপ্নুয়াৎ॥

এক্ষণে খর্পর শোধন বলা যাইতেছে।—লোহিতবর্ণ ও পীতবর্ণ ফুলের রসে খর্পর মর্দ্দন করত গোমূত্রে, নরমূত্রে ও সৈন্ধব মিশ্রিত যবকাঞ্জিতে সাত দিন কিম্বা তিন দিন ভাবনা দিবে। এই প্রকার করিলেই খর্পর শোধিত হয়।

অন্যপ্রকারে খর্পরশুদ্ধি। খর্পর দগ্ধ করত কাগজী লেবুর রসে ফেলিয়া দিবে। এই প্রকারে সপ্তবার দগ্ধ ও সপ্তবার কাগজি লেবুর রসে ফেলিয়া দিবে। এই প্রকারে সপ্তবার দগ্ধ ও সপ্তবার কাগজী লেবুর রসে ফেলিলেই খর্পরমধ্যস্থ মল দূর হয় এবং খর্পর বিশুদ্ধ হয়।

—

অথ খর্পরমারণং।

খর্পরং পারদেনৈব বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ। চূর্ণয়িত্বা দিনং যাবৎ শোভনং ভস্মজায়তে। নেত্ররোগহরঃ ক্লেদী ক্ষয়হা খর্পরো গুরু॥

অধুনা খর্পরমারণ প্রণালী বিবৃত হইতেছে।—খর্পর চূর্ণ করত তাহার সমান পারদের সঙ্গে এক দিবস পর্য্যন্ত বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। এই প্রকার করিলেই খর্পর ভস্ম হইয়া থাকে। এই প্রকার মারিত খর্পর দ্বারা নেত্ররোগ বিনাশ পায় ও ক্ষয়রোগ ধ্বংস হয়। উহা গুরু ও ক্লেদজনক।

—

অথ তুত্থশোধনং মারণঞ্চ

বিষ্ঠয়া মর্দ্দয়েত্তুত্থং মার্জ্জারককপোতয়োঃ। দশাংশং টঙ্কণং দত্ত্বা পাচ্যং মৃদুপুটে ততঃ। পুটং দদ্যাৎ পটুক্ষৌদ্রৈঃ কিল তুত্থবিশুদ্ধয়ে॥ ওতোর্ব্বিষ্ঠাসমং তুত্থং সক্ষৌদ্রং টঙ্কাম্ব্রি যুক্। ত্রিধা সুপুটিতং শুদ্ধং বান্তিভ্রান্তিবিবর্জ্জিতং॥ অন্যচ্চ। গন্ধকেন সমং তুত্থং তুত্থার্দ্ধেনার্দ্ধযামকং। বান্তিভ্রান্তী যদা ন স্তদা সিদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ। তুত্থং সকটুকক্ষারং কষায়ং বিশদং লঘু। লেখনং ভেদি-চক্ষুষ্যং কণ্ডুক্রিমিবিষাপহম্॥

এক্ষণে তুঁতে শুদ্ধি ও মারণ প্রণালী বলা যাইতেছে।—মার্জ্জারের বিষ্ঠা ও পারাবতের বিষ্ঠার সহিত তুঁতিয়া (১) মর্দ্দন করত তাহার সহিত তাহার দশভাগের এক ভাগ সোহাগা মিশাইবে। তৎপরে উহা মৃদু অগ্নিতে পুটপাক করিতে হইবে। তদনন্তর চতুর্থাংশপরিমিত

সৈন্ধব ও মধুর (২) সহিত পুটপাক করিবে। এই প্রকার করিলেই তুঁতিয়া বিশুদ্ধ হয়। মতান্তরে তুঁতিয়া শোধন।—তুঁতিয়া বিড়ালবিষ্ঠা এই দুই দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া মর্দ্দন করত তাহার সহিত চতুর্থাংশ পরিমাণে মধু ও সোহাগা মিশাইবে। তৎপরে তিনবার পুটপাকে দগ্ধ করিতে হয়। এই প্রকার করিলেই তুঁতিয়া শোধিত হয় এবং স্বভাবসিদ্ধ বমনকারকত্ব ও ভ্রান্তিপ্রদত্বশক্তি বিদূরিত হয়। মতান্তরে তুঁতিয়া শোধন।—তুঁতিয়ার সহিত তাহার অর্দ্ধাংশ পরিমাণ গন্ধক মিশাইয়া চারিদণ্ড পর্য্যন্ত পাক করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত তুঁতিয়ার বমনজনকত্ব ও ভ্রান্তিকারকত্বশক্তি বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত পাক করিবে। এই প্রকারে মারিত তুঁতিয়াই ঔষধে ব্যবহার করিতে হয়। মারিত তুঁতিয়া কটু, ক্ষার, কষায় রস বিশিষ্ট, বিশদ, লেখন, বিরেচক, নেত্রের তেজোবৃদ্ধিকর এবং ইহাদ্বারা কণ্ডু, কৃমি ও বিষদোষ বিদূরিত হয়।

অথ কাশীশশোধনং।

সকৃদ্‌ভৃঙ্গাম্বুনা স্বিন্নং কাশীশং নির্ম্মলং ভবেৎ। কাশীশং নির্ম্মলং স্নিগ্ধং চিত্তনেত্ররুজাপহং। পিত্তাপস্মারশমনং রসবদ্‌গুণকারকং॥

এক্ষণে কাশীশ অর্থাৎ হীরাকস শোধন বলা যাইতেছে।—কাশীশ (১) দুই প্রকার, ধাতুকাশীশ ও পুষ্পকাশীশ। ধাতুকাশীশ হরিদ্বর্ণ ও রক্তবর্ণ এবং পুষ্পকাশীশ শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। হিরাকস ভৃঙ্গরাজরসে সিদ্ধ করিলেই শুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ হিরাকস নির্ম্মল, স্নিগ্ধ এবং চিত্তরোগ ও নেত্ররোগপহারী, অপস্মার রোগের নিবারক, পিত্তনাশক এবং পারদের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

অথ রাজপট্টশোধনং।

চূর্ণিতং কান্তপাষাণং মহিষীক্ষীরসংযুতং। বিপচেদায়সে পাত্রে গোঘৃতেন সমন্বিতং। লবণেচ তথা ক্ষারে শোভাঞ্জনরসে ক্ষিপেৎ। অম্লবর্গস্থ তোয়েন দিনং ঘর্ম্মে বিভাবয়েৎ। তথৈব দোলিকাযন্ত্রে দিবসং পাচয়েৎ সুধীঃ। কান্তপাষাণশুদ্ধৌ তু রসকর্ম্ম সমাচরেৎ॥

এক্ষণে রাজপট্টশোধন বিবৃত হইতেছে।—ইহা কান্তপাষাণের নামান্তর মাত্র। রাজপট্ট বা কান্তপাষাণ (১) চূর্ণ করত গব্যঘৃত ও মহিষদুগ্ধের সহিত লৌহপাত্রে পাক করিতে হইবে। পরে সৈন্ধব, যবক্ষার (২) ও সজিনারস (৩) একত্র করত তাহাতে ফেলিবে। পরে অম্লবর্গে ভাবনা দিয়া গব্যঘৃত ও মহিষীদুগ্ধের সহিত একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিতে হইবে। কান্তপাষাণ শোধনে রসকর্ম্ম করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে কান্তপাষাণ শুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা রসকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে।

---

(১) "খর্পরিতিথ্যং কাঞ্চনিভং তুখং স্যাৎ শিখিকণ্ঠবৎ।"—খর্পরিতিথ্য, কাঞ্চনিভ, তুখ, শিখিকণ্ঠবৎ এই সকল শব্দে তুঁতিয়া বুঝায়। অথবা—"তুখকং তু শিখিগ্রীবং হেমসারং ময়ূরকং।" তুখক, শিখিগ্রীব, হেমসার, ময়ূরক এই সকল শব্দে তুঁতিয়া বুঝাইবে।

(২) "মধু পুষ্পরসং ক্ষৌদ্রং মকরন্দশ্চ মাক্ষিকং।"—মধু, পুষ্পরস, ক্ষৌদ্র, মকরন্দ, মাক্ষিক এই সকল শব্দে মধু বুঝায়।

(১) "কাশীশং ধাতুকাশীশং হরিতঃ তচ্চ লোহিতং"—কাশীশ, ধাতুকাশীশং হরিতকাশীশ, লোহিতকাশীশ এই সকল শব্দে হীরাকস বুঝায়। অথবা—'কাশীশে ধাতুকাশীশং খেচর, দন্তরঞ্জনং।"—কাশীশ, ধাতুকাশীশ, খেচর, দন্তরঞ্জন, এই সকল শব্দে চিকিৎসাগ্রন্থে হীরাকস বুঝিবে।

(১) "রাজপট্টে মহাপট্টং শিখিগ্রীবং বিরাটকং"—রাজপট্ট, মহাপট্ট, শিখিগ্রীব, বিরাটক এই সকল শব্দে কান্তপাষাণ বুঝায়।

(২) "যাবশূকো যবক্ষারো যবশূকো যবাগ্রজঃ। ক্ষারস্তীক্ষ্ণরসো যবজো যবনানজঃ॥"—যাবশূক, যবক্ষার, যবশূক, যবাগ্রজ, ক্ষার, তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণরস, যবজ, যবনানজ এই সকল শব্দে যবক্ষার বুঝাইবে।

(৩) "শোভাঞ্জনঃ কৃষ্ণগন্ধা শীগ্র, মূলকপর্ণ্যপি"—শোভাঞ্জন, কৃষ্ণগন্ধা, শিগ্র, মূলকপর্ণী এই সকল শব্দে সজিনা বুঝায়।

অথ বরাটিকাশুদ্ধিঃ।

পীতাভা গ্রন্থিলা পৃষ্ঠে দীর্ঘবৃত্তা বরাটিকা। সার্দ্ধনিষ্কভাবা শ্রেষ্ঠা নিষ্কভাবা চ মধ্যমা। পাদোননিষ্কভাবা চ কনিষ্ঠা পরিকীর্ত্তিতা। রসবৈদ্যৈর্বিনির্দ্দিষ্টা সা বরাটকসংজ্ঞকা। বরাটী কাঞ্জিকে স্বিন্না যাবচ্ছুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। পরিণামাদিশূলঘ্নী ক্ষয়হা গ্রহণীহরা। কটূষ্ণা দীপনী বৃষ্যা তিক্তা বাতকফাপহা॥ মতান্তরং ভূগর্ত্তে চ সমে শুদ্ধে পত্তনং স্থাপয়েৎ সুধীঃ। তুষেণ পূরয়েত্তস্যাঃ কিঞ্চিন্মধ্যং ভিষগ্বরঃ। বরাটপূরিতাং মূষাং তন্মধ্যে বিনিবেশয়েৎ। করীষাগ্নিং ততো দদ্যাৎ পানিকাযন্ত্রমুত্তমং অনেন ম্রিয়তে নূনং বরাটং সর্ব্বরোগজিৎ॥

এক্ষণে কড়িশোধন বিবৃত হইতেছে।—পীতের আভাবিশিষ্ট, পৃষ্ঠে গ্রন্থিযুক্ত, দীর্ঘবৃত্ত ও সার্দ্ধনিষ্কপরিমিত বরাটিকা অর্থাৎ কড়ি সর্ব্বপ্রধান, একনিষ্কপরিমিত বরাটিকা মধ্যম এবং পাদোননিষ্কপরিমিত বরাটিকা অধম। রসবিদ্যাবিৎ বৈদ্যগণ এই প্রকারে বরাটিকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বরাটিকা কাঁজির দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলেই শুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ বরাটিকা সেবন দ্বারা পরিণামাদি শূলরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিশুদ্ধ বরাটিকা কটু, উষ্ণ, তিক্ত, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফবাতনিবারক। অন্যরূপে বরাটিকা শুদ্ধি বিবৃত হইতেছে।—মৃত্তিকামধ্যে গর্ত্ত করত সেই গর্ত্তের অভ্যন্তরে কিয়ৎপরিমিত স্থান তুষ (১) দ্বারা পূরিত করিবে। পরে মূষামধ্যে বরাটিকা রাখিয়া সেই মূষা ঐ তুষোপরি রাখিবে। অনন্তর সেই মূষার উপরি ঘুঁটে দিয়া গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিয়া অগ্নি দিবে। এই প্রকার করিলে বরাটিকা ভস্মীভূত হয়, এই বরাটিকাভস্ম সর্ব্বপ্রকার ঔষধে ব্যবহার করিলে রোগরাশি ধ্বংস হয়।

(১) "পুলাকস্তুষধান্তকং"—পুলাক, তুষ, ধান্তক এই কয় শব্দে তুষ বুঝাইবে।

অথ রসাঞ্জনশুদ্ধিঃ।

নীলাঞ্জনং চূর্ণয়িত্বা জম্বীরদ্রবভাবিতং। দিনৈকমাতপে শুদ্ধং ভবেৎ কার্য্যেষু যোজয়েৎ॥

এক্ষণে রসাঞ্জনশোধন বিবৃত হইতেছে।—রসাঞ্জন (১) চূর্ণ করত জম্বীরের রসে এক দিবস ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে রসাঞ্জন শুদ্ধ হইয়া থাকে, এই প্রকার রসাঞ্জন সর্ব্বপ্রকার ঔষধে প্রযোজ্য।

অথ হিঙ্গুলশোধনং।

অম্লবর্গদ্রবৈঃ পিষ্টা দরদো মহিষেণ চ। দুগ্ধেন সপ্তধা পিষ্টঃ শুষ্কীভূতো বিশুদ্ধ্যতি॥ অন্যচ্চ। মেষীদুগ্ধেন দরদমম্লবর্গৈর্বিভাবিতং। সপ্তবারং প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতং॥ অন্যমতং। দরদং দোলিকাযন্ত্রে পক্বং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ। সপ্তবারমজামূত্রৈর্ভাবিতং শুদ্ধিমেতি হি॥ অথান্যঃ। আর্দ্রকৈর্লকুচদ্রাবৈঃ সপ্তধা ভাবিতো যদি। হিঙ্গুলঃ শুদ্ধতাং যাতি নির্দ্দোষো জায়তে খলু॥ বিম্বাভং হিঙ্গুলং দিব্যং রসগন্ধকসম্ভবং। মেহকুষ্ঠহরং রুচ্যং বল্যং মেধাগ্নিবর্দ্ধনং॥

অধুনা হিঙ্গুলশোধন বলা যাইতেছে।—হিঙ্গুল (১) চূর্ণ করত পূর্ব্বোক্ত অম্লবর্গরসে পেষণ করিতে হইবে। পরে মহিষীদুগ্ধে পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকার সাতবার মহিষীদুগ্ধে পেষণ ও রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই হিঙ্গুল শোধিত হয়। অন্যমতে হিঙ্গুলশোধন। হিঙ্গুল মেষদুগ্ধে সাতবার ভাবনা দিলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যমতে হিঙ্গুশোধন।—জম্বীরের রসের সহিত দোলাযন্ত্রে হিঙ্গুল পাক করত ছাগমূত্রে সাতবার ভাবনা দিলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

(১) "তার্ক্ষ্যং শৈলং নীলবর্ণমঞ্জনঞ্চ রসাঞ্জনং"—তার্ক্ষ্য, শৈল, নীলবর্ণ, অঞ্জন, রসাঞ্জন এই সকল শব্দে রসাঞ্জন বুঝায়।

মতান্তরে হিঙ্গুলশোধন।—আদার (২) রসে সাতবার হিঙ্গুল ভাবনা দিয়া লকুচ (মাদার) (৩) রসে সাতবার ভাবনা দিবে। তাহা হইলেই হিঙ্গুলের যাবতীয় দোষ বিনষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ হয়। পারদ ও গন্ধক সহযোগে হিঙ্গুল জন্মিয়া থাকে। যে হিঙ্গুল বিম্বীফল অর্থাৎ তেলাকুঁচোর (৪) ন্যায় উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, সেই হিঙ্গুল প্রমেহ ও কুষ্ঠবিনাশক এবং রুচি, বল, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক।

অথ শিলাজতুশোধনং।

গোদুগ্ধে ত্রিফলাভৃঙ্গদ্রবৈঃ পিষ্টং শিলাজতু। দিনৈকং লৌহজে পাত্রে শুদ্ধিমায়াত্যসংশয়ঃ॥ শিলাজতু ভবেৎ তিক্তং কটুকঞ্চ রসায়নং। ক্ষয়শোথোদরার্শাংসি হন্তি বস্তিরুজাং জয়েৎ॥

অধুনা শিলাজতুশোধন ও মারণপ্রণালী বিবৃত হইতেছে।—শিলাজতু (২) লৌহপাত্রে স্থাপন করত গোদুগ্ধে, ত্রিফলার কাথে ও ভৃঙ্গরাজরসে এক এক দিন মর্দ্দন করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা শিলাজতুর সামান্য শুদ্ধি। হারীতমতে ইহার বিশেষ শুদ্ধি কথিত আছে। বিন্ধ্যগিরিতে লৌহের আধিক্য বশতঃ সেই পর্ব্বতেই অনেক পরিমাণে শিলাজতু জন্মিয়া থাকে। ঐ শিলাজতুতে নানা প্রকার ধাতুমল মিশ্রিত থাকে, সুতরাং শোধন ব্যতিরেকে ঔষধে ব্যবহার করিলে কোন ফল হয় না। হারীতগ্রন্থে লিখিত আছে যে, শিলাজতু আনিয়া তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিবে। অনন্তর অত্যুষ্ণ জলেতে এক প্রহর নিক্ষেপ করিয়া রাখিবে, পরে বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া মৃৎপাত্রে রাখিয়া রৌদ্রে রাখিবে। এই প্রকার করিলে শিলাজতুর উপরি যে গাঢ়বৎ একপ্রকার পদার্থ বাহির হইবে, তাহা পাত্রান্তরে স্থাপন করিবে। দুইমাস পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ এইপ্রকার করিয়া অগ্নিতে ফেলিলে, যদি সেই শিলাজতু হইতে ধূম বাহির না হয়, তাহা হইলেই শিলাজতু শুদ্ধ হইয়াছে জানা যায়। এই প্রকার শিলাজতুই ঔষধে প্রয়োজ্য। শোধিত শিলাজতু কটু ও তিক্ত রসযুক্ত, ইহা রসায়ন-কার্য্যসাধক এবং ক্ষয়, শোথ, উদরাময়, অর্শঃ ও বস্তিরোগ ধ্বংস করে।

---

(১) "রক্তং মর্কটশীর্ষঞ্চ হিঙ্গুলং দরদো রসঃ"—রক্ত, মর্কটশীর্ষ, হিঙ্গুল, দরদ রস এই সকল শব্দে হিঙ্গুল বুঝায়। অথবা—"হিঙ্গুলে হিঙ্গুলুর্গাতি দরদং শুকতুণ্ডকঃ। রসগন্ধকসম্ভূতো হিঙ্গুলো দৈত্যরক্তকঃ॥ দরদস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তশ্চর্ম্মারঃ শুকতুণ্ডকঃ। হংসপাদস্তৃতীয়ঃ স্যাৎ গুণবানুত্তরোত্তরঃ। চর্ম্মারঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ সপীতঃ শুকতুণ্ডকঃ। জবাকুসুমসঙ্কাশো হংসপাদো মহোত্তমঃ॥"—হিঙ্গুল, হিঙ্গুলু, দরদ, শুকতুণ্ডক, রসগন্ধকসম্ভূত, দৈত্যরক্তক এই সকল শব্দে হিঙ্গুল বুঝায়। হিঙ্গুল তিন প্রকার,—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। ত্রিবিধ হিঙ্গুল উত্তরোত্তর গুণবিশিষ্ট। চর্ম্মার শুভ্রবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ এবং হংসপাদ জবাকুসুমবৎবর্ণবিশিষ্ট।

(২) "আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরং স্যাৎ"—আর্দ্রক, শৃঙ্গবের এই দুই শব্দে আদা।

(৩) "লকুচে লিকুচো ডহুঃ"—লকুচ, লিকুচ, ডহু এই কয় শব্দে ডহুয়া অর্থাৎ মাদার বুঝায়।

(৪) "তুণ্ডি রক্তফলা বিম্বী তুণ্ডীকেরী চ বিম্বিকা"—তুণ্ডী, রক্তফলা, বিম্বী, তুণ্ডীকেরা, বিম্বিকা এই সকল শব্দে তেলাকুঁচা।

(২) "শিলাজত্বশ্মজং শৈলমশ্মজত্বথ চাদ্রিকং"—শিলাজতু, অশ্মজ, শৈল, অশ্মজতু, অদ্রিক এই সকল শব্দে শিলাজতু বুঝায়। অথবা—"শিলাজতুনি শৈলেয়মদ্রাং গিরিজমশ্মজং। ধাতুজং চাশ্মজতুকং শৈলজং চাশ্মসম্ভবং। হেমাদ্যা সূর্য্যসন্তপাঃ স্রবন্তি গিরিধাতবঃ। যত্তাভং মৃদু মৃৎস্নাভং যন্মলং তচ্ছিলাজতু। তচ্চ চতুর্ব্বিধং স্বর্ণাদীনাং মলভেদাৎ। পশ্চিমস্য বিশিষ্যতে।"—শিলাজতু, শৈলেয়, অদ্রা, গিরিজ অশ্মজ, অশ্মজতুক, শৈলজ অশ্মসম্ভব এই সকল শব্দেও শিলাজতু বুঝাইবে। পর্ব্বত হইতে সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত হইয়া যে ধাতু নিস্রব বিগলিত হয়, তাহার মলভাগেই শিলাজতু কহে। শিলাজতু চতুর্ব্বিধ,—সুবর্ণজ, রৌপ্যজ, তাম্রজ ও কৃষ্ণায়সজ। তন্মধ্যে কৃষ্ণায়সজ শিলাজতুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ঔষধে প্রয়োগের উপযুক্ত।

অথ সৌবীরাদীনাং সাধারণশুদ্ধিঃ।

সৌবীরং টঙ্গণং শঙ্খং কঙ্গুষ্ঠং গৈরিকন্তথা। এতে বরাটবচ্ছোধ্যা ভবেয়ুর্দ্দোষবর্জ্জিতাঃ॥ মতান্তরং। কঙ্গুষ্ঠঃ গৈরিকং শঙ্খং কাশীশং টঙ্কণন্তথা। নীলাঞ্জনং শুক্তিভেদাঃ খুল্লকাঃ সবরাটকাঃ। জম্বীরবারিণা স্বিন্নাঃ ক্ষালিতাঃ কোষ্ণবারিণা। শুদ্ধিমায়ান্ত্যমী যোজ্যা ভিষগ্‌ভির্যোগসিদ্ধয়ে॥

এক্ষণে সৌবীরাঞ্জনাদি শোধন বিবৃত হইতেছে।—সৌবীরাঞ্জন, সোহাগা, শঙ্খ, কঙ্কুষ্ঠ ও গৈরিক এই সকল দ্রব্য বরাটিকা শুদ্ধির প্রণালীতে শোধন করিলেই তাহাদিগের দোষরাশি দূরীভূত হইয়া শোধিত এবং ঔষধে প্রয়োগের উপযুক্ত হয়। কোন কোন ব্যক্তি বলেন, কঙ্কুষ্ঠ, গৈরিক, হিরাকস, সোহাগা, নীলাঞ্জন, শুক্তি, নাভিশঙ্খ ও বরাটক এই সকল দ্রব্য জম্বীরের রসে সিদ্ধ করিয়া উষ্ণজলে ধৌত করিলেই শোধিত হয়। এইরূপে শুদ্ধ কঙ্কুষ্ঠাদি ঔষধে প্রয়োজ্য।

অথ টঙ্কণশুদ্ধিঃ।

আদৌ টঙ্কণমাদায় কাঞ্জিকাম্লে বিনিঃক্ষিপেৎ। একরাত্রাৎ সমুদ্ধৃত্য রৌদ্রযন্ত্রে বিভাবয়েৎ। নরমূত্রগতং টঙ্কং গবাং মূত্রগতং তথা। দিনান্তে তৎসমুদ্ধৃত্য জম্বীরাম্বুগতং ততঃ। জম্বীরাম্লাৎ সমুদ্ধৃত্য নারিকেলস্য পাত্রকে। মরীচচূর্ণসংযুক্তং ক্ষালয়েচ্ছীতলাম্বুনা। এবং টঙ্কং সমাদায় সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ। টঙ্কণোঽগ্নিকরো রুক্ষঃ কফঘ্নো রেচনো লঘুঃ॥

অধুনা সোহাগার শোধনপ্রণালী বিবৃত হইতেছে।—সোহাগা (১) আনয়ন পূর্ব্বক প্রথমে এক দিবারাত্রি কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিয়া এক দিবস রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর এক দিবস নরমূত্রে রাখিয়া একদিবস গোমূত্রে ভিজাইয়া ফেলিয়া রাখিবে। পরে গোমূত্র হইতে উঠাইয়া একদিন জম্বীরের রসে ফেলিয়া রাখিবে। তদনন্তর জম্বীরের রস হইতে উঠাইয়া মরীচচূর্ণ সহ নারিকেলপাত্রে রাখিবে এবং শীতল জলে ধৌত করিয়া লইবে। এই প্রকার করিলে সোহাগা শোধিত হয় এবং ঐ প্রকার বিশুদ্ধ সোহাগাই সর্ব্বপ্রকার ঔষধে প্রয়োজ্য। বিশুদ্ধ সোহাগা অগ্নিকারক, রুক্ষ, কফঘ্ন, বিরেচন ও লঘু।

অথ রসশোধনং তত্র আদৌ রসলক্ষণং।

অন্তঃসুনীলো বহিরুজ্জ্বলো যো মধ্যাহ্নসূর্য্যপ্রতিমপ্রকাশঃ। শস্তোঽথ ধূম্রঃ পরিপাণ্ডুরশ্চ চিত্রো ন যোজ্যো রসকর্ম্মসিদ্ধ্যৈ॥ নাগো বঙ্গো মলো বহ্নিশ্চাঞ্চল্যঞ্চ বিষং গিরিঃ। অসহ্যাগ্নির্মহাদোষা নিসর্গাঃ পারদে স্থিতাঃ॥ ব্রণং কুষ্ঠং তথা জাড্যং দাহং বীর্য্যস্য নাশনং। মরণং জড়তাং স্ফোটং কুর্ব্বন্ত্যেতে ক্রমান্নৃণাং॥ তস্মাদ্রসস্য সংশুদ্ধিং বিদধ্যাদ্ভিষজাং বরঃ। শুদ্ধোঽয়মমৃতঃ সাক্ষাদ্দোষযুক্তো রসো বিষং॥ মতান্তরং। দোষহীনো যদা সূতস্তদা মৃত্যুজরাপহঃ। শুদ্ধোঽয়মমৃতঃ সাক্ষাৎ দোষযুক্তো রসো বিষঃ॥

অধুনা পারদের লক্ষণ বলা যাইতেছে।—যে পারদের অন্তর্ভাগ সুনীল এবং বহির্দ্দেশ সমুজ্জ্বল আর যাহা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃস-

---

(১) "টঙ্কণঃ স্বর্ণপাচকঃ"—টঙ্কণ, স্বর্ণপাচক এই দুই শব্দে সোহাগা বুঝায়। অথবা—"টঙ্কণং ক্রামণষ্টঙ্কঃ সমাক্‌ ক্ষারশ্চ পাচনঃ। শুভগো মালতীজাতো দ্রবী লোহবিশুদ্ধিদঃ॥"—টঙ্কণ, ক্রামণ টঙ্ক, সমাক্‌ ক্ষার, পাচন, দ্রবী ও লোহবিশুদ্ধিদ এই সকল শব্দে সোহাগা বুঝাইবে।

পন্ন, তাদৃশ পারদই প্রশস্ত। তাদৃশ পারদই রসায়নকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে পারদ ধূম্রবর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ এবং নানাবিধ বর্ণে বিচিত্রিত, তাদৃশ পারদ কদাচ রসায়নকর্ম্মে ব্যবহার করিবে না। এক্ষণে পারদের দোষ বর্ণিত হইতেছে।—স্বভাবতঃ পারদের দোষ অষ্টবিধ; সীস, বঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি ও অসহ্যাগ্নি। পারদের এই আট প্রকার দোষ নিরন্তরই বিদ্যমান থাকে। পারদ শোধন না করিয়া যদি উল্লিখিত অষ্টদোষাযুক্ত পারদ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে যথাক্রমে ব্রণ, কুষ্ঠ, জাড্য, দাহ, বীর্য্যনাশ, মৃত্যু, জড়তা ও স্ফোট এই অষ্টবিধ রোগের উৎপত্তি হয়। পারদের উল্লিখিত দোষনিবন্ধন ঐ সকল দোষ শোধনান্তে পারদ ঔষধে ব্যবহার করা বিধেয়। ভৈষজ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, বিশুদ্ধ পারদ সুধার ন্যায় হিতকারী কিন্তু অশোধিত পারদ বিষের ন্যায় অহিতকর। মতান্তরে এই প্রকার বর্ণিত আছে যে, দোষহীন পারদ মৃত্যু ও জরা বিনষ্ট করে এবং অমৃত সেবনের ফল লাভ হয় কিন্তু অশোধিত পারদ বিষতুল্য অহিতকর।

অথ রসসংশোধনং।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি পারদস্য বিশোধনং। রসো গ্রাহ্যঃ সুনক্ষত্রে পলানাং শতমাত্রকং॥ পঞ্চাশৎ পঞ্চবিংশদ্বা দশপঞ্চৈকমেব বা। পলার্দ্ধোনং ন কর্ত্তব্যং রসসংস্কার মুত্তমং॥ মতান্তরং। শতং পঞ্চশতং বাপি পঞ্চবিংশদ্দশৈব চ। পঞ্চৈকং বা পলঞ্চৈব পলার্দ্ধং কর্ষমেব বা॥ কর্ষান্ন্যূনং ন কর্ত্তব্যং রসসংস্কারমুত্তমং। প্রয়োগেষু চ সর্ব্বেষু যথালাভং প্রকল্পয়েৎ॥ শুভেঽহ্নি বিষ্ণুঃ পরিচিন্ত্য কুর্য্যাৎ সম্যক্ কুমারীবটুকার্চ্চনঞ্চ। সুলৌহ-পাষাণসমুদ্ভবেঽস্মিন্ দৃঢ়ে চ বেদাঙ্গুলি-গর্ত্তমাত্রে॥ সুতপ্তখল্লে নিজমন্ত্রযুক্তাং বিধায় রক্ষাং স্থিরসারবুদ্ধিঃ। অনন্যচিত্তঃ শিবভক্তিযুক্তঃ সমাচরেৎ কর্ম্ম রসস্য তজ্জ্ঞঃ॥ অজাশকৃৎ তুষাগ্নিঞ্চ ভূগর্ত্তে ত্রিতয়ং ক্ষিপেৎ। তস্যোপরি স্থিতং খল্লং তপ্তখল্লমিতি স্মৃতং॥

অধুনা পারদের শোধনপ্রণালী বলা যাইতেছে।—পারদ শোধনের জন্য একশত পল, পঞ্চাশ পল, পঞ্চদশ পল, পঁচিশ পল কিম্বা এক পল পারদ গ্রহণ করিবে। শুভ নক্ষত্রে পারদ গ্রহণ করিতে হয়। শোধনার্থ এক পলের ন্যূন পারদ গ্রহণ করিতে নাই। কোন কোন মতে এরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, পারদ শোধনার্থ একশত পল, পঞ্চাশ পল, পঁচিশ পল, দশপল, পাঁচপল, একপল, অর্দ্ধপল কিম্বা অর্দ্ধতোলক পরিমাণে গ্রহণ করিবে। শোধনের জন্য অর্দ্ধতোলার ন্যূন পারদ গ্রহণ করিবে না। যে ঔষধে যেরূপ পরিমাণ লিখিত আছে, সেই ঔষধ নির্ম্মাণকালে সেই প্রকার পরিমাণে পারদ প্রয়োগ করিতে হয়। অনন্যচিত্ত, শিবভক্তি পরায়ণ, স্থিরবুদ্ধি, রসতত্ত্ববিৎ চিকিৎসক শুভদিনে বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক কুমারী ও বটুকদেবের পূজা করিবে। অনন্তর লৌহ কিম্বা প্রস্তরময় চতুরঙ্গুলি পরিমাণ গভীর, দৃঢ় ও পরিতপ্ত খলে রক্ষামন্ত্র পাঠ করত পারদ স্থাপনা করিয়া শোধনাদি কার্য্য করিবে। মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ছাগমল, তুষ ও বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর খল রাখিবে। এইপ্রকার খলের নাম তপ্তখল। এই প্রকার খলই পারদশোধন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

অথ রক্ষামন্ত্রং।

অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিভ্যঃ॥

এক্ষণে পারদের রক্ষামন্ত্র কথিত হইতেছে।—মূলের লিখিত "অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্য" ইত্যাদি মন্ত্রই পারদের রক্ষামন্ত্র বলিয়া অভিহিত। এই মন্ত্র দ্বারা পারদের রক্ষা করত দোষ সংশোধন করিতে হয়।

অথ রসনিগড়ঃ।

স্নুহ্যর্কসম্ভবং ক্ষীরং ব্রহ্মবীজঞ্চ গুগ্‌গুলুঃ। সৈন্ধবং দ্বিগুণংমর্দ্দ্যং নিগড়োঽয়ং মহোত্তমঃ ॥

এক্ষণে পারদের রসনিগড় কথিত হইতেছে '—মনসাগাছের ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর, পলাশবীজ, গুগ্‌গুল এবং সৈন্ধব এই সকল বস্তু পারদের দ্বিগুণ মাত্রায় গ্রহণ. করত পারদের সহিত একত্র মর্দ্দন করিতে হয়। ইহারই নাম রসনিগড়।

অথ রসস্য সাধারণশুদ্ধিঃ।

ষোড়শাংশৈ-র্ভিষক্ চূর্ণৈরেকত্রম মর্দ্দয়েদ্রসং। প্রত্যেকং প্রত্যহং দত্ত্বা সপ্তবারং বিমর্দ্দয়েৎ ॥

এক্ষণে পারদের সাধারণ শোধন বলা যাইতেছে।—পারদের সহিত রসমারক বস্তুর চূর্ণ ষোড়শাংশ মাত্রাই মিশাইয়া মর্দ্দন করিতে হয়। এই প্রকারে প্রত্যহ প্রত্যেক বস্তু দিয়া সপ্তবার করিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। এইপ্রকার করিলেই তাহাকে পারদের সাধারণ শুদ্ধি কহে।

অথ রসস্য বিশেষ-শুদ্ধিমাহ।

সোর্ণৈর্নিশেষ্টকা-ধূম—জম্বীরাম্বুভিরাদিনং। মর্দ্দিতঃ কাঞ্জিকৈর্ধৌতো নাগ দোষং রসস্ত্যজেৎ ॥ বিশালাঙ্কোঠচূর্ণেন বঙ্গদোষং বিমুঞ্চতি। রাজবৃক্ষো মলং হন্তি চিত্রকো বহ্নিদূষণং ॥ চাঞ্চল্যং কৃষ্ণধুস্তূরং ত্রিফলা বিষনাশিনী। কটুত্রয়ং গিরিং হন্তি অসহ্যাগ্নিং ত্রিকণ্টকঃ ॥ প্রতিদোষং কলাংশেন তত্তচ্চূর্ণং সকন্যকং। উদ্ধৃত্যোষ্ণারণালেন মৃৎপাত্রে ক্ষালয়েৎ সুধাঃ। এবং সংশোধিতঃ সূতঃ সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতঃ ॥ মতান্তরং। শ্রীখণ্ডং দেবকাষ্ঠঞ্চ কাকজঙ্ঘা জয়াদ্রবৈঃ। কর্কটী-মুষলী-কন্যা-দ্রবং দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ। দিনৈকং পাতয়েৎ পশ্চাৎ তং শুদ্ধং বিনিযোজয়েৎ ॥ মতান্তরং। কুমার্য্যা চ নিশাচূর্ণৈর্দিনং সূতং বিমর্দ্দয়েৎ। পাতয়েৎ পাতনাযন্ত্রে সম্যক্ শুদ্ধো ভবেদ্রসঃ ॥ মতান্তরং। রসস্য দ্বাদশাংশেন গন্ধং দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ। জম্বীরোত্থৈর্দ্রবৈর্যামং পাচ্যং পাতনযন্ত্রকে। পুনর্ম্মর্দ্দ্যং পুনঃ পাচ্যং সপ্ত বারং বিধানতঃ ॥ মতান্তরং। জয়ন্ত্যা বর্দ্ধমানস্য চার্দ্রকস্য রসেন চ। বায়স্যা শ্চানুপূর্ব্বেবং মর্দ্দনং রসশোধনং। এষাং প্রত্যেকশস্তাবন্মর্দ্দয়েৎ স্বরসেন চ। যাবচ্ছ শুষ্কতাং যাতি সপ্তবারং ক্রমেণ চ। উদ্ধৃত্যোষ্ণারণালেন মৃদ্ভাণ্ডে ক্ষালয়েৎ সুধীঃ। সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তঃ সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতঃ। জায়তে শুদ্ধসূতোঽয়ং যুজ্যতে সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ মতান্তরং। নিশেষ্টকাধূমরজোম্লপিষ্টো বিকঞ্চুকঃ স্যাদ্ধিততশ্চ সোর্ণৈঃ। বরা-বলা-পাবক-কন্যকাভিঃ। সত্র্যূষণাভির্ম্মর্দিতস্তু সূতঃ ॥ মতান্তরং। দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ সূতং কুমারীসম্ভবৈর্দ্রবৈঃ। তথা চিত্রকজৈঃ কাথৈর্ম্মর্দ্দয়েদেকবাসরং। কাকমাচীরসৈঃ সার্দ্ধং দিনমেকন্তু মর্দ্দয়েৎ ॥ মতান্তরং। রসোনস্বরসৈঃ সূতো নাগবল্লীদলোত্থিতৈঃ। ত্রিফলায়াস্তথা কাথে রসো মর্দ্দ্যঃ প্রযত্নতঃ। ততস্তেভ্যঃ পৃথিক্ কৃত্বা সূতং প্রক্ষাল্য কাঞ্জিকৈঃ। সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং যোজয়েদ্রসকর্ম্মসু ॥

এক্ষণে পারদের বিশেষ শুদ্ধি বলা যাইতেছে।—পারদের সহিত এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত মেষের লোম, হলুদ, ইষ্টকচূর্ণ এবং গৃহের ঝুল

এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া একত্রে মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর কাঁজি দ্বারা ধৌত করিতে হয়। এইপ্রকার করিলেই পারদের সীসদোষ বিদূরিত হইয়া থাকে। গোরক্ষচাকুলিয়া ও আকোড় ফলের গুঁড়ার সহিত এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত পারদ মর্দ্দন করিবে, তাহা হইলেই পারদের বঙ্গদোষ বিনাশ পায়। পারদের মলদোষ নিবারণ করিতে হইলে পোণালু ফলের চূর্ণের সহিত এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত পারদ মর্দ্দন করিবে। ঐরূপ চিতাচূর্ণ সহ পারদ মর্দ্দন করিলে বহ্নিদোষ বিদূরিত হইয়া থাকে। পারদের সহিত কৃষ্ণধুস্তুরের চূর্ণ মিশাইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে মর্দ্দন করিলে চাঞ্চল্য দোষ বিনাশ পায়। ঐপ্রকার বিষদোষ বিনষ্ট করিতে হইলে ত্রিফলাচূর্ণের সহিত গিরিদোষ নষ্ট করিতে হইলে ত্রিকটুচূর্ণের সহিত এবং অসহ্যাগ্নি দোষ দূরীকৃত করিতে হইলে গোক্ষুর চূর্ণের সহিত মর্দ্দন করিবে পারদ শোধনার্থ যে সকল চূর্ণের উল্লেখ হইল, পারদের ষোড়শাংশ পরিমাণে সেই সমস্ত চূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক পারদের সহিত মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে। সকলপ্রকার দোষ সংশোধনেই ঘৃত-কুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করত মৃত্তিকাপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক উক্ত কাঁজি দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। এই প্রকার করিলেই পারদ সপ্ত প্রকার দোষ-বিবর্জ্জিত হইয়া শোধিত হয়। অন্যপ্রকারে পারদ শোধন।—শ্বেতচন্দন, দেবদারু, কাকজঙ্ঘা, জয়ন্তী, কাকরোল, তালমূলী ও ঘৃতকুমারীর রস এই সমস্ত বস্তুর প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত এক এক দিন পারদ মর্দ্দন করত পাতনাযন্ত্রে পাতন করিবে, এই প্রকার করিলেই পারদ বিশুদ্ধ হয়, এইরূপ পারদই ঔষধে ব্যবহার করিবে। মতান্তরে পারদ শোধন।—পারদের সহিত ঘৃতকুমারীর রস ও হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঊর্দ্ধপাতনযন্ত্রে পাতন করিতে হইবে। এই প্রকার করিলেই পারদ যথার্থ নির্ম্মল ও শোধিত হইয়া থাকে। অন্য-প্রকারে পারদশুদ্ধি। যে পরিমাণে পারদ শোধন করিতে হইবে তাহার দ্বাদশাংশ পরিমাণে গন্ধক লইয়া সেই পারদের সহিত মিশাইয়া এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে, তদনন্তর ঊর্দ্ধপাতনযন্ত্রে জম্বীরের রসে এক প্রহর পাক করিবে। এই প্রকারে গন্ধকের সহিত সপ্তবার মর্দ্দন করিলে এবং জম্বীরের রসে পাক করিলেই পারদ শোধিত হইয়া থাকে। মতান্তরে পারদ শোধন।—জয়ন্তী, এরণ্ড, আর্দ্রক ও কাকমাচী এই সমস্ত দ্রব্যের রসে যথাক্রমে পারদ মর্দ্দন করিলেই পারদ বিশুদ্ধ হয়। প্রতি দ্রব্যের রস সাতবার দিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত শুষ্ক না হইবে, তাবৎ মর্দ্দন করিবে। তদ-নন্তর মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক উষ্ণ কাঞ্জি দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। এই প্রকার করিলেই পারদ সীসকাদি সপ্তদোষবর্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। এই প্রকারে শোধিত পারদই ঔষধে ব্যবহার করিবে। অন্যপ্রকারে পারদ শোধন।—হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ, ঝুল ও কাঞ্জি এই সকল দ্রব্যের সহিত পারদ মিশাইয়া মর্দ্দন করত তৎপরে মেষের রোম, ত্রিফলা, বেড়েলা, ত্রিকটু, এই সমস্ত বস্তুর সহিত ভিন্নভিন্ন-রূপে মর্দ্দন করিবে। ইহাদ্বারা পারদ সপ্তবিধদোষ শূন্য হয়। মতান্তরে পারদশোধন।—পারদ এক দিবস ঘৃতকুমারীর রসে, এক দিবস চিতার কাথে ও এক দিবস কাকমাচীর রসে মর্দ্দন করিলেই বিশুদ্ধ হয়। রসুনের রসে পারদ মর্দ্দন করত ধৌত করিতে হইবে। তদনন্তর পানের রসে মর্দ্দন করত কাঁজিতে ধৌত করিতে হইবে, তৎপরে পুনরায় ত্রিফলার রসে মর্দ্দন করত আবার কাঞ্জিতে প্রক্ষালন করিবে। এই প্রকার করিলেই পারদ সপ্তদোষশূন্য হয়। এই প্রকার শোধিত পারদই ঔষধে ব্যবহার করিবে। মতান্তরে এই প্রকারে পারদ শুদ্ধি কথিত আছে।

অথোর্দ্ধপাতনং।

ভাগস্ত্রয়ো রসস্যার্কভাগমেকং বিম-র্দ্দয়েৎ। জম্বীরদ্রবযোগেন যাবদায়াতি পিণ্ডতাং। তৎপিণ্ডং তলভাণ্ডস্থমূর্দ্ধভাণ্ডে জলং ক্ষিপেৎ। কৃত্বালবালং কেনাপি ততঃ সূতং সমুদ্ধরেৎ। ঊর্দ্ধপাতন-মিত্যুক্তং ভিষগ্‌ভিঃ সূতশোধনে॥

এক্ষণ পারদের ঊর্দ্ধপাতনক্রিয়া বলা যাই-তেছে, পারদ তিনভাগ এবং তাম্রচূর্ণ এক ভাগ এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশাইয়া জম্বীরের রসে মর্দ্দন করত পিণ্ডবৎ করিতে হইবে, অনন্তর একটী হাঁড়ির মধ্যে সেই পিণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক সেই হাঁড়ির উপরে অন্য একটী হাঁড়ি ঊর্দ্ধমুখ করিয়া রাখিবে এবং ঐ দুইটী হাঁড়ির সন্ধিস্থান মৃত্তিকা

দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে আঁটিয়া দিবে। তদনন্তর উপরের হাঁড়িতে জল দিয়া নীচের হাঁড়ির নিম্নে অগ্নির তাপ দিতে হইবে, এই প্রকার করিলেই তাম্রসহ পারদের বঙ্গাদি দোষ নীচের পাত্রে পড়িয়া যায় এবং উপরের হাঁড়ির তলভাগে সপ্তদোষশূন্য পারদ বিদ্যমান থাকে। এই প্রকার করিলে পারদ সমস্তদোষশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ হয়। সুনিপুণ চিকিৎসক এই প্রকার পারদই ঔষধে ব্যবহার করিবেন। ইহাকেই পারদের ঊর্দ্ধপাতন কহে, কোন কোন মতে ইহারই নাম বিদ্যাধর যন্ত্র।

অথাধঃপাতনম্।

নবনীতাহ্বয়ং সূতং ঘৃষ্ট্বা জম্বাম্ভরদিনং। বানরী-শিগ্রু-শিখিভিঃ সৈন্ধবস্মুরি সংযুতৈঃ। নষ্ট পিষ্টং রসং কৃত্বা লেপয়েদূর্দ্ধভাণ্ডকে। ঊর্দ্ধভাণ্ডোদরং লিপ্ত্বাহধোভাণ্ডং জলসংযুতং। সন্ধিলেপং দ্বয়োঃ কৃত্বা তদযন্ত্রং ভুবি পূরয়েৎ। উপরিষ্টাৎ পুটে দত্তে জলে পততি পারদঃ অধঃপাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধাদৈঃ সূতকর্ম্মণি।

এক্ষণে পারদের অধঃপাতনক্রিয়া বলা যাইতেছে।—পারদের সহিত নবনীতগন্ধক (লাউয়া গন্ধক) ও জম্বীররস মিশাইয়া একদিবস মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডীভূত করিবে। তদনন্তর শূকশিম্বী, সজিনা, আপাং, লবণ ও শ্বেত সরিষা পেষণ করত সেই পিণ্ডের সহিত মিশাইবে। তৎপরে একটী হাঁড়ির মধ্যস্থলে সেই পিণ্ড দ্বারা লেপ দিয়া আর একটি হাঁড়ির উপরিভাগে সেই হাঁড়িটি স্থাপন করিবে, হাঁড়িটী অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিতে হয় এবং নিম্নস্থ হাঁড়িতে জল দিবে। পরে দুইটী হাঁড়ির সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে বদ্ধ করত একটী গর্ত্তের মধ্যে সেই যন্ত্রটী স্থাপন করিবে। তদনন্তর উহার উপরে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক পুটপাক করিতে হয়, এই প্রকার করিলে নিম্নস্থ হাঁড়ির জলে পারদ নিপতিত হইয়া থাকে। এই প্রণালী দ্বারা পারদ দোষহীন হয়। ইহাই পারদের অধঃপাতন।

অথ তির্য্যক্‌পাতনম্।

ঘটে রসং বিনিঃক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্যকং। তির্য্যঙ্মুখং দ্বয়োঃ কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ সুধীঃ। রসাধো জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ সূতো জলং বিশেৎ। তির্য্যক্‌পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ।

অনন্তর পারদের তির্য্যকপাতন-প্রণালী বলা যাইতেছে।—প্রথমতঃ দুইটী ঘট লইয়া একটী ঘটের অভ্যন্তরে পারদ ও অন্যটীতে জল স্থাপন করত ঘটদ্বয় তির্য্যক্‌ভাবে একত্র করিয়া সন্ধিস্থান উত্তমরূপে আবদ্ধ করিবে। তৎপরে যে ঘটে পারদ আছে, তাহার নিম্নে অগ্নিসন্তাপ দিবে, এইপ্রকার করিলেই পারদ তির্য্যক্‌ভাবে জলের মধ্যে নিপতিত হইয়া থাকে। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি সিদ্ধ ঋষিগণ ইহাকেই পারদের তির্য্যক্‌পাতন বলিয়া থাকেন।

অথ বোধনম্।

এবং কদর্থিতঃ সূতঃ ষণ্ডত্বমধিগচ্ছতি। তন্মুক্তয়েঽস্য ক্রিয়তে বোধনং কথ্যতে হি তৎ। বিশ্বামিত্রকপালে বা কাচকূপ্যামথাপি বা সূতে জলং বিনিঃক্ষিপ্য তত্র তন্মজ্জনাবধি। পূরয়েত্রিদিনং ভূম্যাং গজহস্তপ্রমাণতঃ। অনেন সূতরাজোঽয়ং ষণ্ডভাবং বিমুঞ্চতি॥

অধুনা পারদের বোধনক্রিয়া বলা যাইতেছে।—পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা পারদ সীসাদিদোষবর্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু উহাতে পারদের ষণ্ডত্বদোষ থাকে, সুতরাং ষণ্ডত্ব দোষ বিদূরণার্থ বোধনক্রিয়া কথিত হইতেছে। নারিকেলপাত্রে পারদ স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে জল দিয়া পারদকে সেই জলে নিমগ্ন করিতে হইবে। তদনন্তর গজহস্তপরিমিত গর্ত্তে সেই পাত্র প্রোথিত করিয়া তিনদিবস রাখিয়া দিবে। ইহা দ্বারা পারদের ষণ্ডত্ব দোষ বিদূরিত হইয়া থাকে।

অথ হিঙ্গুলাকৃষ্টো রসঃ।

অথবা হিঙ্গুলাৎ সূতং গ্রাহয়েত্তন্নিগদ্যতে। জম্বীরনিম্বুনীরেণ মর্দ্দিতো হিঙ্গলো দিনং। ঊর্দ্ধপাতনযন্ত্রেণ গ্রাহ্যঃ স্যান্নির্ম্মলো রসঃ। কঞ্চুকৈর্নাগবঙ্গাদ্যৈর্নির্ম্মুক্তো রসকর্ম্মণি। বিনা কর্ম্মাষ্টকেনৈব সূতোঽয়ং সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ॥

অনন্তর হিঙ্গুলাকৃষ্ট পারদ গ্রহণের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে।—ঔষধার্থ হিঙ্গুল হইতেও পারদ গ্রহণ করিবে, এই জন্য সেই প্রক্রিয়া বলা যাইতেছে। জম্বীররস ও কাগজিলেবুর রসের সহিত হিঙ্গুল একদিন মর্দ্দন করত ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিবে, তাহাতে পারদ বিশুদ্ধ ও নাগবঙ্গাদিদোষবর্জ্জিত হইয়া থাকে। রসকর্ম্মে এই প্রকার পারদই ব্যবহার করিবে। এই প্রকার পারদ অষ্ট কর্ম্ম ব্যতিরেকে রসকর্ম্মে ফলপ্রদ।

অষ্টকর্ম্ম যথা।

স্বেদনং মর্দ্দনঞ্চৈব মূর্চ্ছনেত্থোপনন্তথা। পাতনং বোধনঞ্চৈব নিয়ামনমতঃ পরং দীপনঞ্চেতি সংস্কারাঃ সূতস্যাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ মতান্তরং। দরদং তণ্ডুলস্থূলং কৃত্বা মৃৎপাত্রকে ত্রিদিনং। ভাব্যং জম্বীররসৈশ্চাঙ্গের্য্যা বা রসৈর্ব্বহুধা। ততশ্চ জম্বীরবারিণা চাঙ্গের্য্যা রসেন পরিপ্লুতং। কৃত্বা স্থালীমধ্যে নিধায় তদুপরি কঠিনীঘৃষ্টং। চারু শরাবং তত্র ত্রিংশদ্বারং জলং দেয়ং। উষ্ণে হেয়ং তথৈব তদূর্দ্ধপাতনেন নির্ম্মলং শিবজঃ॥ মতান্তরং। পারিভদ্ররসৈঃ পেষ্যং হিঙ্গুলং যামমাত্রকং। জম্বীরাণাং রসৈর্ব্বাথ পচেৎ পাতনযন্ত্রকে। তং সূতং যোজয়েদ্‌যোগে সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতং। সংশুদ্ধিমন্তরেণাপি শুদ্ধো হয়ং রসকর্ম্মণি॥

এক্ষণে পারদের অষ্টকর্ম্ম বিবৃত হইতেছে।—স্বেদন, মর্দ্দন, মূর্চ্ছন, উত্থাপন, পাতন, বোধন, নিয়ামন ও দীপন এই অষ্টবিধ সংস্কারকেই পারদের অষ্টকর্ম্ম কহে। অন্য প্রকারে হিঙ্গুলাকৃষ্ট রস গ্রহণের প্রক্রিয়া বলা যাইতেছে।—হিঙ্গুলকে তণ্ডুলের ন্যায় ক্ষুদ্র২ খণ্ড করত মৃত্তিকাপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক জম্বীরের রসে ভাবনা দিয়া তৎপরে আমরুলীর রসে সপ্তবার ভাবনা দিবে। তদনন্তর জম্বীররসে ও আমরুলীররসে মগ্ন করিয়া একটী হাঁড়ির অভ্যন্তরে স্থাপন পূর্ব্বক একটি নূতন শরা সেই হাঁড়ির মুখে উত্তানভাবে রাখিবে। শরাখানির নিম্নভাগ খড়ি দ্বারা লেপন করিয়া দিতে হয়। পরে সন্ধিস্থল উত্তমরূপে বদ্ধ করত শরার উপরে শীতল জল দিয়া হাঁড়ির নিম্নে অগ্নিসন্তাপ দিবে। শরাস্থিত জল উষ্ণ হইবামাত্র সেই জল ফেলিয়া দিয়া আবার শীতল জল দিতে হয়। এই প্রকারে ত্রিংশৎ বার জল পরিবর্ত্তন করিলেই পারদ সমুত্থিত হইয়া খড়িতে লগ্ন হইয়া থাকে। তদনন্তর কাপড়ে ছাঁকিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা পারদ নির্ম্মল হয়। অন্যপ্রকারে হিঙ্গুল হইতে পারদ গ্রহণের প্রণালী বলা যাইতেছে।—হিঙ্গুলের সহিত পালিতা মান্দারের রস মিশ্রিত করিয়া একপ্রহরকাল মর্দ্দন করত পুনরায় একপ্রহর কাল জম্বীররসে মর্দ্দন করিতে হইবে। তদনন্তর ঊর্দ্ধপাতনযন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা বিনা শোধনেও পারদ সপ্তদোষশূন্য ও নির্ম্মল হয় এবং সেই পারদ সকল প্রকার রসকর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অথ মূর্চ্ছনং।

গন্ধকেন রসং প্রাজ্ঞঃ সুদৃঢ়ং মর্দ্দয়েদ্‌ভিষক্। কজ্জলাভো যদা সূতো বিহায় ঘনচাপলং। দৃশ্যতেঽসৌ তদা জ্ঞেয়ো মূর্চ্ছিতো রসকোবিদৈঃ। অসৌ রোগচয়ং হন্যাদনুপানস্য যোগতঃ॥

এক্ষণে পারদের মূর্চ্ছনবিধি বলা যাইতেছে।—গন্ধকের সহিত পারদ মিশ্রিত করত মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলের তুল্য করিলে পারদের গাঢ়ত্ব ও চাঞ্চল্যাদি দোষ বিনাশ পায়, ইহারই নাম মূর্চ্ছিত

পারদ, অনুপানে এই প্রকার পারদ ব্যবহার দ্বারা নানারোগ দূরীভূত হয়।

অথ মারণং।

দ্বিপলং শুদ্ধসূতস্য সূতার্দ্ধং গন্ধকং তথা। কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্য দিনমেকং নিরন্তরং। রুদ্ধা তদ্ভূধরে যন্ত্রে দিনৈকং মারয়েৎ পুটে॥ মতান্তরং। ভুজঙ্গবল্লীনীরেণ মর্দ্দয়েৎ পারদং দৃঢ়ং। কর্কটীকন্দমূষায়াং সংপুটস্থং পুটেদ্গজে। ভস্ম তৎ যোগবাহি স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥ মতান্তরং। শ্বেতাঙ্কোঠজটানীরৈর্ম্মর্দ্দ্যঃ সূতো দিনত্রয়ং। পুটেত্তু চান্ধমূষায়াং সূতো ভস্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥ মতান্তরং। দেবদানী হংসপাদী যম.চঞ্চা পুনর্নবা। এভিঃ সূতো বিমৃষ্টব্যো পুটনাৎ ম্রিয়তে ধ্রুবং॥

এক্ষণে পারদের মারণবিধি কথিত হইতেছে।—দুই পল পারদ ও একপল গন্ধক একত্র মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর রসের সহিত তিন দিবস মর্দ্দন করত একদিবস ভূধর যন্ত্রে পুটপাক করিলেই পারদ মারিত হয়। (একটী গর্ত্তের অভ্যন্তরে কতকগুলি বালুকা পূরিয়া তন্মধ্যে মূষামধ্যগত পারদ স্থাপন পূর্ব্বক করীষাগ্নিতে (ঘুঁটের অগ্নিতে) পুটপাক দিবে, ইহারই নাম ভূধরযন্ত্র। প্রকারান্তরে পারদ মারণ বলা যাইতেছে।—পানের রসের সহিত মিশাইয়া, কর্কটীকন্দমূষাতে গজপুটে পাক করিলেই পারদ মারিত হয়। এইপ্রকারে মারিত পারদ যোগবাহী সকলপ্রকার কর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মতান্তরে পারদভস্মপ্রক্রিয়া বিবৃত হইতেছে।—তিন দিবস পর্য্যন্ত শ্বেত আকন্দের রসের সহিত পারদ মর্দ্দন করত অন্ধমূষাযন্ত্রে পুটপাকে দগ্ধ করিবে, তাহা হইলেই পারদ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। মতান্তরে পারদমারণ কথিত হইতেছে।—হস্তিঘোষা, থানকুনী, কাঁচা তেঁতুল ও পুনর্নবা এই সকল দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক দিলেই পারদ মারিত হয় সন্দেহ নাই।

অথ রসসিন্দূরং।

ভাগো রসস্য ত্রয়এব ভাগা গন্ধস্য মাষঃ পবানাশনস্য। সংমর্দ্দ্য গাঢ়ং সকলং সুভাণ্ডে তাং কজ্জলীং কাচঘটে নিদধ্যাৎ। সংরুধ্য মৃৎকর্পটকৈর্ঘটীন্তাং মুখে সচূর্ণাং খটিকাঞ্চ দত্ত্বা। ক্রমাগ্নিনা ত্রীণি দিনানি পক্ত্বা তাং বালুকাযন্ত্রগতাং ততঃ স্যাৎ। বন্ধুকপুষ্পারুণমীশজস্য ভস্ম প্রযোজ্যং সকলাময়েষু। নিজানুপানৈর্ম্মরণং জরাঞ্চ হন্ত্যসঃ বল্লঃ ক্রমসেবনেন॥ মতান্তরং। পলমাত্রং রসং শুদ্ধং তাবন্মাত্রস্তু গন্ধকং। বিধিবৎ কজ্জলীং কৃত্বা ন্যগ্রোধাঙ্কুরবারিভিঃ। ভাবনাত্রিতয়ং দত্ত্বা স্থালীমধ্যে নিধাপয়েৎ। দদ্যাত্তদনু মন্দাগ্নিং ভিষগ্যামচতুষ্টয়ং। জায়তে রসসিন্দূরং তরুণাদিত্যসন্নিভং। অনুপানবিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্॥ মতান্তরং। পৃথক্ সমং সমং কৃত্বা পারদং গন্ধকং তথা। নবসারং ধূমসারং স্ফটিকং যামমাত্রকং। নিম্বুরসেন সংমর্দ্দ্য কাচকূপ্যাং নিবেশয়েৎ। মুখে পাষাণখটিকাং দত্ত্বা মুদ্রাং প্রলেপয়েৎ। সপ্তভির্ম্মৃত্তিকাবস্ত্রৈঃ পৃথক্ সংশোধ্য বেষ্টয়েৎ। সচ্ছিদ্রায়াং মৃদঃ স্থাল্যাং কূপিকান্তাং নিবেশয়েৎ। পূরয়েৎ সিকতাপূরৈরাগলং মতিমান্ ভিষক্। নিবেশ্য চুল্ল্যাং দহনং মন্দং মধ্যং খরং ক্রমাৎ। প্রজ্বাল্য দ্বাদশং যামং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। স্ফোটয়িত্বা তু মুক্তাভমূর্দ্ধলগ্নং বলিং ত্যজেৎ। অধঃস্থং রসসিন্দূরং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

রসসিন্দূর প্রস্তুত করিবার প্রণালী কথিত হইতেছে।—একপল পারদ; তিন পল গন্ধক ও একমাষা সীস; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র

…াইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক একটী বোতলের মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে একখানি মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বোতলটী বেষ্টন করত চূর্ণ ও খড়ি দ্বারা বোতলের মুখ আবদ্ধ করিবে। তদনন্তর একটী হাঁড়ির অভ্যন্তরে সেই বোতলটী স্থাপন করত সেই হাঁড়িটী বালুকাদ্বারা পরিপূরিত করিবে। পরে সেই হাঁড়ির নিম্নে তিন দিবস পর্য্যন্ত অগ্নি-সন্তাপ দিবে। এই প্রকার করিলে পারদ বন্ধুক-কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হয়। এই প্রকার হইলেই পারদ ভস্মীভূত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা সকলপ্রকার ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রকার পারদভস্ম তিন রতি প্রমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক যদি অনুপানের সহিত সেবন করা যায়, তাহা হইলে জরামরণ বিনাশ পাইয়া থাকে। যাবতীয় রোগেই এই ঔষধ প্রযুক্ত করা যায়। ইহাকেই রসসিন্দূর কহে। মতান্তরে রসসিন্দূর প্রস্তুত প্রণালী কথিত হইতেছে।—এক পল গন্ধক ও এক পল পারদ একত্র মিশাইয়া যথানিয়মে কজ্জলী করত বটাঙ্কুরের কাথে বারত্রয় ভাবনা দিয়া সেই কজ্জলী একটী বোতলের মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র দ্বারা সেই বোতলটী বেষ্টন পূর্ব্বক একটী হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করত বালুকা-দ্বারা সেই হাঁড়িটী পরিপূরিত করিবে। অনন্তর চারিপ্রহর পর্য্যন্ত সেই হাঁড়ির নিম্নে অগ্নিসন্তাপ দিবে। এই প্রকার করিলেই নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ রসসিন্দূরের উৎপত্তি হয়। যে কোন রোগ হউক না কেন, অনুপান বিশেষের সহিত এই ঔষধ প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অন্য প্রকারে রসসিন্দূর প্রস্তুত প্রণালী বলা যাই-তেছে।—পারদ, গন্ধক, নিশাদল, ধুমসার ও স্ফটিক এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক লেবুর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করত বোতলের অভ্যন্তরে পুরিতে হইবে। পরে পাষাণখটিকা দ্বারা বোতলের মুখ আটকাইয়া সন্ধিস্থলে লেপ প্রদান পূর্ব্বক মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র দ্বারা বোতল পরি-বেষ্টন করিতে হইবে। তদনন্তর ছিদ্রযুক্ত মৃত্তিকা-পাত্রে সেই বোতলটী রাখিয়া বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত বালিদ্বারা পরিপূরিত করিবে। তৎপরে প্রথমতঃ মৃদু মৃদু সন্তাপে, তদনন্তর মধ্যবিধ সন্তাপে, তদনন্তর প্রবল সন্তাপে দ্বাদশ প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিতে হইবে। তৎপরে শীতল হইলে নামাইয়া বোতলের গললগ্ন স্ফটিকাভ গন্ধক পরিহার করত অধঃস্থিত রসসিন্দূর গ্রহণ করিতে হয়। (স্ফটিকাভ গন্ধকের অধোলগ্ন রসসিন্দূর লইবে, বোতলের অধঃস্থ রসসিন্দূর লইবে না।) এই রসসিন্দূর যাবতীয় রোগেই প্রযুক্ত হয়। ইহা দ্বারা সকল রোগেই সুফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অথ রসকর্পূরং।

টঙ্গনণং মধু লাক্ষা চ ঊর্ণা গুঞ্জাযুতো রসঃ। মর্দ্দিতো ভৃঙ্গজদ্রাবৈর্দ্দিনং সংপুট-মাগতঃ। ধ্মাতো ভস্মত্বমাপ্নোতি শুদ্ধ-কর্পূরসন্নিভং॥

এক্ষণে রসকর্পূর প্রস্তুত প্রণালী বলা হইই-তেছে।—সোহাগা, মধু, লাক্ষা, মেষরোম, শ্বেত-গুঞ্জা ও ভৃঙ্গরাজের রস; এই সমস্ত বস্তুর সহিত পারদ মিশ্রিত করত এক দিবস মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে পূর্ব্বকথিত রসসিন্দূর যে নিয়মে পাক করিতে হয় বলা হইয়াছে, সেই নিয়মে পাক করিবে। এই প্রকার করিলে সেই পারদ কর্পূরের তুল্য হয়। ইহাকেই রসকর্পূর কহে।

সুধানিধিরসঃ।

পিষ্টং পাংশুপটু প্রগাঢ়মমলং বজ্র্য-ম্বুনা নৈকশঃ সূতং ধাতুগতং খটীক-বলিতং তং সংপুটে রোধয়েৎ। অন্ত-স্তুল্লবণস্য তস্য চ তলে প্রজ্বাল্য বহ্নিং দৃঢ়ং ঘস্রং গ্রাহ্যমথেন্দুকুন্দধবলং ভস্মো-পরিস্থং শনৈঃ। তদ্বল্লদ্বিতয়ং লবঙ্গ-সহিতং প্রাতঃ প্রভুক্তং ভজেৎ ঊর্দ্ধং রেচয়তি দ্বিষামমসকৃৎ পেয়ং জলং শীতলং॥

এক্ষণে সুধানিধি রস কথিত হইতেছে।—পারদের সহিত সৈন্ধব ও ধূলি মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করত পারদকে নির্ম্মল করিবে। তদনন্তর সেই নির্ম্মলীকৃত পারদ সিজের রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করত তাহা লৌহপাত্রের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ খটিকা দ্বারা বদ্ধ করিবে। পরে সেই

পাত্র একটী লবণপূরিত পাত্রের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক প্রবল বহ্নিতাপে পাক করিতে হইবে। এইপ্রকার করিলে সেই লৌহপাত্রের উপরিস্থ পারদ কুন্দকুসুম কিম্বা শশাঙ্কের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও ভস্মীভূত হয়। এই ভস্মের ছয় রতি লইয়া প্রভাতে লবঙ্গের সহিত সেবন করিলে দুই প্রহর মধ্যে ঊর্দ্ধবিরেচন হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে পুনঃ পুনঃ শীতল জল পান করিতে হয়। যদি একবৎসর পর্য্যন্ত এই ঔষধ সেবন করা যায়, তাহা হইলে বিষদোষ বিনাশ পায় এবং ছয় মাস পর্য্যন্ত একমাত্রা পরিমাণে ব্যবহার করিলে শ্লৈষ্মিক বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকেই সুধানিধি রস কহে। রসমঞ্জরীকার ইহার নাম রসকর্পূর এবং চন্দ্রিকাকার শ্বেতভস্ম কহেন।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ।

মর্দ্দয়েদ্রসগন্ধৌ চ হস্তিশুণ্ডীদ্রবৈর্দৃঢ়ং। ভূধাত্রিকারসৈর্ব্বাপি পর্য্যন্তং দিনসপ্তকঃ। বিশুষ্য বালুকাযন্ত্রে মূষায়াং সন্নিবেশয়েৎ। দিনমেকং দদেদগ্নিং মন্দং মন্দং নিশাবধি। এবং নিষ্পদ্যতে পীতঃ শীতঃ সূতস্তু গৃহ্যতে। পর্ণখণ্ডেন তদ্‌গুঞ্জাং ভক্ষয়েৎ শ্রূয়তাং মম। ক্ষুদ্বোধং কুরুতে পূর্ব্বমুদরান্ বিনাশয়েৎ। জরাণাং নাশনং শ্রেষ্ঠস্তদ্বৎ শ্রীসুখকারকঃ। হৃদয়োৎসাহজননঃ সুরূপতনয়প্রদঃ। বলপ্রদঃ সদা দেহে জরানাশনতৎপরঃ। অঙ্গভঙ্গাদিকং দোষং সর্ব্বং নাশয়তি ক্ষণাৎ। এতস্মান্নাপরঃ সূতো রসাৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরাৎ॥

অধুনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস কথিত হইতেছে।—পারদ ও গন্ধক সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক হাতিশুঁড়ার রসে ও ভূম্যামলকীর রসে সাতদিন মর্দ্দন করত তাহা মূষামধ্যে স্থাপন করিবে। তদনন্তর একটী হণ্ডিকাভ্যন্তরে বালি পূরণ করত সেই মূষা উল্লিখিত বালুকার মধ্যে মগ্ন করিয়া মৃদু মৃদু অগ্নিতাপে এক অহোরাত্র পাক করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে সেই পারদ পীতবর্ণ ও ভস্মীভূত হয়। পানের রসের সহিত এই ভস্মের এক রতি সেবন করিবে। ইহা দ্বারা ক্ষুধার উদ্রেক হয়, দেহে বল হয়, চিত্ত প্রফুল্ল থাকে আর উদরাময় ও জ্বর ধ্বংস হইয়া যায়। ইহাকেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস কহে চন্দ্রিকাকার ইহাকেই পীতভস্ম বলেন। এই ঔষধ সেবন দ্বারা জরা ধ্বংস হয়, মুখের কান্তি বৃদ্ধি পায়, হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হয় এবং অল্পক্ষণমধ্যেই অঙ্গভঙ্গাদি দোষ ধ্বংস হইয়া থাকে। কোনপ্রকার ঔষধই ইহা অপেক্ষা প্রধান নহে।

অথ কৃষ্ণভস্ম।

ধান্যাভ্রকং রসং তুল্যং মারয়েন্মারকদ্রবৈঃ। দিনৈকং তেন কল্কেন বস্ত্রং লিপ্তা তু বর্ত্তিকাং। বিলিপ্য তৈলৈর্ব্বর্ত্তিং তামেরণ্ডোত্থৈঃ পুনঃ পুনঃ। প্রজ্বাল্য তদাজ্যভাণ্ডে গৃহ্নীয়াৎ পাতিতঞ্চ যৎ। কৃষ্ণভস্ম ভবেত্তচ্চ পুনর্ম্মর্দ্দ্যং নিয়ামকৈঃ। দিনৈকং পাতয়েদ্‌যন্ত্রে কন্দুকাখ্যে ন সংশয়ঃ। মৃত সূতো ভবেৎ সত্যং তত্তদ্রোগেষু যোজয়েৎ॥ শ্বেতং পীতং তথা রক্তং কৃষ্ণঞ্চেতি চতুর্ব্বিধং। লক্ষণং ভস্মসূতানাং শ্রেষ্ঠং স্যাদুত্তরোত্তরং॥

এক্ষণে কৃষ্ণভস্ম প্রস্তুত প্রণালী বলা যাইতেছে।—ধান্যাভ্র ও পারদ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক রসমারক দ্রব্যের রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিতে হইবে। অনন্তর রসমারক দ্রব্যের কল্ক তাহার সহিত মিশাইয়া একখানি বস্ত্রখণ্ডে লেপ দিবে। তৎপরে সেই বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাতী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এরণ্ডতৈলে ভিজাইয়া জ্বালাইতে হইবে এবং সেই বাতীর নিম্নে একটী ঘৃত পূরিত ভাণ্ড স্থাপন করিবে। এই প্রকার করিলে সেই ঘৃত পূরিত পাত্রে যে পারদ পড়িবে, তাহা গ্রহণপূর্ব্বক রসনিয়ামক দ্রব্যের রসে এক অহোরাত্র মর্দ্দন করত কন্দুকযন্ত্রে পাতন করিতে হইবে। ইহারই

নাম কৃষ্ণভস্ম, এই প্রকার মৃত পারদ ঔষধে ব্যবহার করিতে হয়। পারদভস্ম চতুর্ব্বিধ ;—শ্বেত, পীত, লোহিত ও কৃষ্ণ। উক্ত চারিপ্রকার ভস্ম গুণে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ শ্বেত হইতে পীত, পীত হইতে লোহিত এবং লোহিত হইতে কৃষ্ণভস্ম অধিক গুণশালী।

অথ মূষাকরণং।

দ্বৌ ভাগৌ তুষদগ্ধস্য চৈকা বল্মীকমৃত্তিকা। লৌহকিট্টস্য ভাগৈকং শ্বেতপাষাণভাগিকং। নরকেশং সমং পঞ্চ ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ। যামমাত্রং দৃঢ়ং পশ্চাত্তেন মূষাং প্রকল্পয়েৎ। শোষয়িত্বা তু সংলিপ্য তৎকল্কৈঃ সন্নিরোধয়েৎ। বজ্রমূষেয়মাখ্যাতা সম্যক্ পারদসাধিকা॥

এক্ষণে মূষাকরণ প্রণালী বলা যাইতেছে।—বল্মীকমৃত্তিকা, মণ্ডুর, শেতপাষাণ ও নরকেশ; এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং অর্দ্ধদগ্ধ তুষ, দুই ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করত ছাগদুগ্ধের সহিত একপ্রহর যাবৎ মর্দ্দন করিয়া মূষা নির্ম্মাণ করিতে হয়। ঐ মূষা শুষ্ক হইলে পুনরায় উল্লিখিত দ্রব্যের কল্ক দ্বারা লেপন করত বদ্ধ করিবে। ইহার নাম বজ্রমূষা। পারদের মারণাদি কর্ম্ম ঐ মূষা দ্বারা সাধিত হয়।

অথ নিয়ামকগণঃ।

সর্পাক্ষী বন্ধ্যকর্কোটী কঞ্চুকী যমচিঞ্চিকা। শতাবরী শঙ্খপুষ্পা শরপুঙ্খা পুনর্নবা। মণ্ডুকপর্ণী মৎস্যাক্ষী ব্রহ্মদণ্ডী শিখণ্ডিনী। অনন্তা কাকজঙ্ঘা চ কাকমাচী কপোতিকা। বিষ্ণুক্রান্তা সহচরা সহদেবা মহাবলা। বলা নাগবলা মূর্ব্বা চক্রমর্দ্দঃ করঞ্জকঃ পাঠা আমলকী নালা জালিনী পদ্মচারিণী। ঘণ্টা ত্রিকণ্টগোজিহ্বা কোকিলাক্ষঘনধ্বনিঃ। আখুপর্ণী ক্ষারিণী চ ত্রিপুষী মেষশৃঙ্গিকা। কৃষ্ণবর্ণা চ তুলসী সিংহিকা গিরিকর্ণিকা। এতা নিয়মাকৌষধ্যঃ পুষ্পমূলদলান্বিতাঃ॥

এক্ষণে নিয়ামকগণ কথিত হইতেছে।—গন্ধরাস্না, বন্য কাঁকুড়, ক্ষীরীশ গাছ, কাঁচা তেঁতুল, শতমূলী, ডানকুনী গাছ, শরপুঙ্খা, পুনর্নবা, থুলকুড়ি, ব্রাহ্মীশাক, ব্রহ্মদণ্ডী, যূথী ফুল, অনন্তমূল, কাউয়াঠেঙ্গা বৃক্ষ, গুড়কামাই, কপোতিকা অপরাজিতা, ঝিণ্টী, দণ্ডোৎপল, পীতবেড়েলা, বেড়েলা, গোরক চাউলা, মুরগলতা, বনএলাইচ, করঞ্জা, ডহরকরঞ্জা, আকনাদি, ভূঁইআমলকী, নীলীবৃক্ষ, ঘোষা, পদ্মচারিণীগাছ, ঘণ্টাপারুলী, গোক্ষুর, গোজিহ্বা লতা, তালমাখনা, পলাশ, মূষাকাণীলতা, শ্বেতবচ, কৃষ্ণ তেউড়ী, মেষশৃঙ্গী, কৃষ্ণতুলসী, কণ্টকারী ও শ্বেত অপরাজিতা; মূল, ফুল ও পত্রসহ এই সকল বস্তুই রসের নিয়ামক। ইহাদিগকেই নিয়ামকগণ কহে।

অথ মারকবর্গঃ।

ঘন—বচা—চিত্রক—গোক্ষুর—কুটুতুম্বী-দন্তিকাজাতিঃ সর্পাক্ষী শরপুঙ্খা কন্যা চাণ্ডালিনী কন্দং। বিষমুষ্টিবজ্রবল্ল্যৌ লজ্জা দেবদানী লাক্ষা। সহদেবা-নীপকণা নির্গুণ্ডী চক্রং লাঙ্গলিকা। মাণার্ক-চন্দ্ররেখা রবিভক্তা কাকমাচিকাচার্কঃ। বিষ্ণুক্রান্তা বায়সতুণ্ডী বজ্রা বলা শুণ্ঠি চৈব। কোষাতকী জয়ন্তী বারাহী হস্তিশুণ্ডিকা রম্ভা। মৎস্যাক্ষী যমচিঞ্চা হরিদ্রে দ্বে পুনর্নবাদ্বিতয়ং। ধুস্তুর-কাকজঙ্ঘা শতাবরী কঞ্চুকী চৈব সন্ধ্যা তিলভেকপর্ণিকে দূর্ব্বা মূর্ব্বা হরীতকী তুলসী। গোকণ্টকাখুপর্ণ্যৌ কর্কটীকন্দ-বর্গলতা চ মুষলী হিঙ্গু-গুড়ূচী শিগ্রু-গিরিকর্ণিকা মহারাষ্ট্রী। মার্কব-সৈন্ধব-সরণী- সোমলতা শ্বেতসর্ষপাসনঞ্চ। হংসপদী কিংশুক-ভল্লাতকেন্দ্রবারুণিকাঃ। সর্ব্বঞ্চার্দ্ধাংশং বা অষ্টাদশাধিকা বাপি দ্রব্যং। সমা-

রণমূর্চ্ছাদৌ চ যুক্তিজ্ঞৈর্ব্বিধিবদ্রূপ যোজ্যঃ ॥

অধুনা রসমারকবর্গ কথিত হইতেছে।—মুথা, বচ, চিতা, গোক্ষুর, কটুতুম্বী (তিতলাউ), দন্তী, জাতিফল, রাস্না, শরপুঙ্খা, ঘৃতকুমারী, চণ্ডালিনী, ওল, কুচিলা, হারমুচ, লজ্জালু, ঘোষা, লাক্ষা, দণ্ডোৎপল, বালা, পিপুল, নিশিন্দা, বনএলাচি, বিষলাঙ্গলিয়া, শাল, আকন্দ, সোমরাজি, পাটমাষাষ্ট, গুড়কামাই, শ্বেতআকন্দ, অপরাজিতা, কাউয়াঠেঙ্গা বৃক্ষ, মনসাসিজ, বেড়েলা, শুন্ঠঘোষা, জয়ন্তী, বরাহক্রান্তা, হাতিশুঁড়া, কদলী, রাস্না, কাঁচা তেঁতুল, হস্তুদ, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, শ্বেতপুনর্নবা, ধুতুরা, কাকজঙ্ঘা, শতমূলী, ক্ষীরীশ গাছ, পরগাছা, তিল, থুলকুড়ি, কাছলা, দূর্ব্বা, মুরগলতা, হরীতকী, তুলসী, গোক্ষুর, মুষাকাণী, কাঁকুড়, বনবর্গলতা, তালমূলী, হিং, গুড়ূচী, সজিনা, অপরাজিতা, জলপিপ্পলী, ভৃঙ্গরাজ, সৈন্ধব, গেন্ধাইল, সোমলতা, শ্বেত সরিষা, অর্জ্জুন গাছ, হংসপদী, বঁইচ গাছ, পলাশ, ভেলা, রাখালশসা এই সমস্ত বস্তুকে রসমারক কহে। এই সমস্ত দ্রব্য কিম্বা অর্দ্ধ অথবা ইহার মধ্যে অষ্টাদশের অধিক বস্তু রসের মারণ মূর্চ্ছনাদি কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অথ অম্লগণঃ ।

অম্লবেতস-জম্বীর-লুঙ্গাম্ল-চণকাম্লকাঃ ।
নাগরঙ্গং তিন্তিড়ী চ চিঞ্চাপত্রঞ্চ নিম্বুকং ।
চাঙ্গেরী দাড়িমশ্চৈব করমর্দ্দং তথৈব চ ।
এষ চাম্লগণঃ প্রোক্তো বেতসাম্লসমাযুতঃ ॥

অধুনা অম্লগণ বলা যাইতেছে।—অম্লবেতস জম্বীর, টাবালেবু, চণক কাঞ্জি, নাগরঙ্গ (নারাঙ্গা), তেঁতুল, তিন্তিড়ীপাতা, কাগজি লেবু, আমরুলী, ডালিম, করমর্দ্দ ও বরাঙ্গা এই সকলকে অম্লবর্গ কহে।

অথ লবণবর্গঃ ।

লবণানি চ কথ্যন্তে সামুদ্রং সৈন্ধবং বিড়ং। সৌবর্চ্চলং রোমকঞ্চ চুল্লিকা লবণন্তথা ॥

অধুনা লবণবর্গ বিবৃত হইতেছে।—করকচ, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চল, পাঙ্গালবণ, চুল্লিকা লবণ এই সকল বস্তুকে লবণবর্গ কহে।

অথ মূত্রবর্গঃ ।

মূত্রাণি হস্তি-করভ-মহিষী-খর-বাজিনাং। গোজাবীনাঃ স্ত্রিয়াং পুংসাং মূত্রবর্গ উদাহৃতঃ ॥

এক্ষণে মূত্রবর্গ বলা যাইতেছে।—গজ, উষ্ট্র, গাধা, অশ্ব, গো, ছাগ ও মেষ, এই সকল প্রাণীর মূত্রের নাম মূত্রবর্গ।

অথ দ্রাবকবর্গঃ ।

গুঞ্জা-টঙ্গণ-মধ্বাজ্য-গুড়া দ্রাবকপঞ্চকাঃ ॥

অধুনা দ্রাবকবর্গ বলা যাইতেছে।—কুঁচ, সোহাগা, মধু, ঘৃত এবং গুড়, ইহাদিগের নাম দ্রাবকবর্গ।

অথ পিত্তবর্গঃ ।

পিত্তং পঞ্চবিধং মৎস্য-গবাশ্ব-রুরু-বর্হিজং ॥

অধুনা পিত্তবর্গ বিবৃত হইতেছে।—মাছ, গো, ঘোটক, হরিণ ও ময়ূর এই সমস্ত প্রাণীর পিত্তের নাম পিত্তবর্গ।

অথ ক্ষারবর্গঃ ।

স্বর্জ্জিকা টঙ্গণশ্চৈব যবক্ষার উদাহৃতঃ ॥

এক্ষণে ক্ষারবর্গ বলা যাইতেছে।—সাজিমাটী, সোহাগা ও যবক্ষার ইহাদিগের নাম ক্ষারবর্গ।

অথ রসসেবাক্রমফলে ।

প্রাতঃরেব পুরতো বিরেচনং। তদ্দিনোপবসনং। বিধায় চ। তৎপরেঽহনি চ পথ্যসেবনং। তৎপরেঽহনি রসেন্দ্রসেবনং। বুদ্ধি-স্মৃতি-প্রভা-কান্তি-বলশ্চৈব

রসস্তথা। বর্দ্ধন্তে সর্ব্ব এবৈতে রস-সেবাবিধৌ নৃণাং ॥

এক্ষণে রসসেবনের প্রণালী ও ফল বিবৃত হইতেছে।—প্রথম দিন প্রভাতে বিরেচন গ্রহণপূর্ব্বক সেই দিন অনাহারে অবস্থিতি করিবে। তৎপর দিন সুপথ্য সেবন করত তৃতীয় দিনে পারদ সেবন করিতে হয়। এই প্রকার করিলে বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, তেজঃ, কান্তি, বীর্য্য, রস ইত্যাদি সংবর্দ্ধিত হয়। একমাত্র রসায়ন কার্য্যেই এইপ্রকারে পারদ সেবন করিতে হইবে। রোগ বিনাশের জন্য পারদ সেবন করিতে হইলে প্রথম বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহের শুদ্ধি বিধান করত পরে পারদ সেবন করিবে। যে ব্যক্তির দেহে বিরেচন ও বমন সহ্য না হয়, তাহাকে বিনা বমনে ও বিরেচনে পারদ সেবন করিতে দিবে।

অথ পথ্যকথনং।

হিতং মুদগাম্বু দুগ্ধাজ্যং শাল্যন্নঞ্চ বিশেষতঃ। শাকং পৌনর্নবং বাস্তু মেঘনাদঞ্চ যুথিকাং। লবণং মাগধীং মুস্তং পদ্মমূলাদি ভক্ষয়েৎ। অনুপানন্তু দাতব্যাং জ্ঞাত্বা রোগাদিকং ভিষক্ ॥

এক্ষণে পারদ সেবনের পথ্য বলা যাইতেছে। মুগের যূষ, দুগ্ধ, ঘৃত, শালি অন্ন, পুনর্নবা, নটে শাক, বেতো শাক, যুথিকা, লবণ, পিপুল, মুথা এবং পদ্মমৃণাল এই সমস্ত পথ্য। পারদ সেবনে কোনপ্রকার নিয়ম নাই, রোগাদি বিবেচনা করিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিতে হয়।

অথ অপথ্যকথনং।

কুষ্মাণ্ডং কর্কটীঞ্চৈব কলিঙ্গং কারবেল্লকং। কুসুম্ভিকা চ কর্কোটী কলম্বী কাকমাচিকা। ককারাষ্টকমেতদ্ধি বর্জ্জয়েদ্রসভক্ষকঃ ॥

পারদ সেবনে যাহা যাহা অপথ্য, তাহা কথিত হইতেছে;—পারদসেবী ব্যক্তি কুষ্মাণ্ড, কাঁকুড়, কুরচি, করলা, কুসুম্ভ, কাঁকরোল, কলমী ও কাকমাচী, এই সমস্ত দ্রব্য ত্যাগ করিবে।

অথ ত্রিফলাদিগণঃ।

ত্রিফলা ত্রিবৃতা দন্তী কটুকী তালমূলিকা। বৃদ্ধদারশ্চ বৃশ্চীর-বৃষপত্রক-চিত্রকাঃ। শৃঙ্গবের-বিড়ঙ্গৌ চ ভৃঙ্গভল্লাতকৌষধং। দাড়িমস্য চ পত্রাণি শতপুত্রী পুনর্নবা। কুঠার-ক্রামকৌ কন্দ-স্তন্ত্রী ভেকস্য পর্ণিকা। হস্তিকর্ণপলাশশ্চ কুলিশঃ কেশরাজকঃ। মাণঃ খণ্ডিতকর্ণশ্চ গোজিহ্বা লৌহমারকঃ। গিরিশাস্তনকঃ প্রোক্তস্ত্রিফলাদিরয়ং গণঃ। সামান্যপুটপাকার্থমেতানীচ্ছন্তি সূরয়ঃ ॥

সাধারণতঃ লৌহের পুটপাকের জন্য ত্রিফলাদিগণ বলা যাইতেছে।—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্ত তেউড়ী, দন্তী, কটুকী, তালমূলী, বৃদ্ধদারক, শ্বেতপুনর্নবা, বাসকপত্র, চিতামূল, আদা, বিড়ঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, ভেলা, শুঁঠ, দাড়িম্বপত্র, শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়াড়িয়া, ক্রামক, ওল, গুড়ুচী, ভেকপর্ণী, হস্তিকর্ণপলাশ, কাউজ, কেসুর্ত্তে মাণকচু, খারকোণ ও গোজিয়ালতা এই সমস্ত বস্তু লৌহমারক। লৌহমারণ সময়ে ঐ ত্রিফলাদিগণ দ্বারা লৌহের মারণ হইয়া থাকে। লৌহের সাধারণ পুটপাকে এই ত্রিফলাদিগণ ব্যবহৃত হয়।

অথ এরণ্ডাদিগণঃ।

বিশেষ-পুটপাকায় গণানন্যান্ শৃণু দিতান্। এরণ্ড শারিবা দ্রাক্ষা শিরীষশ্চ প্রসারণী। মাষমুদ্গাখ্যপর্ণিন্যৌ বিদারী-কন্দ-কেতকী। এরণ্ডাদিগণো হ্যেষঃ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ ॥

লৌহের বিশেষ পাকের জন্য এরণ্ডাদিগণ বিবৃত হইতেছে।—এরণ্ড, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শিরীষবৃক্ষ, গেন্ধাইল, মাষপর্ণী, মুদ্গপর্ণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও কেতকী এই সমস্ত বস্তুর নাম এরণ্ডাদিগণ। এরণ্ডাদিগণ যাবতীয় বাতবিকার ধ্বংস করে, সুতরাং এই সমস্ত বস্তুর সহিত যে লৌহের পুটপাক করা যায়, সেই লৌহেও বাতরোগনাশকত্ব শক্তি জন্মিয়া থাকে।

অথ কিরাতাদিগণঃ।

কিরাতমমৃতানিম্ব-কুস্তম্বরু শতাবরী। পটোলং চন্দনং পদ্মং শাল্মল্যুড়ুম্বরীজটা। পৈত্তিকাময়হন্তারং কিরাতাদিগণো মতং॥

এক্ষণে কিরাতাদিগণ বিবৃত হইতেছে।—চিরতা, গুড়ূচী, নিম্ব, ধনিয়া, শতমূলী, পটোল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শিমুল ও যজ্ঞডুমুরের মূল, এই সমস্ত বস্তুকে কিরাতাদিগণ বলে। কিরাতাদিগণ পিত্তহর সুতরাং ইহাদিগের সহিত লৌহের পুটপাক করিলে সেই লৌহেও পিত্তবিনাশিত্ব গুণ জন্মে।

অথ শৃঙ্গবেরাদিগণঃ।

শৃঙ্গবেরস্য মূলানি নির্গুণ্ডীকৌটজং ফলং। করঞ্জদ্বিতয়ং মূর্ব্বা শোভাঞ্জনশিরীষকৌ। বরুণশ্চার্কপর্ণঞ্চ পটোলং কণ্টকারিকা। শৃঙ্গবেরাদিকো হ্যেষ গণঃ শ্লেষ্মগদাপহঃ॥

অধুনা শৃঙ্গবেরাদিগণ বলা যাইতেছে।-শুণ্ঠী, নিসিন্দামূল, ইন্দ্রযব, নাটাকরঞ্জা, ডহরকরঞ্জা, মূর্ব্বা, সজিনা, শিরীষবৃক্ষ· বরুণবৃক্ষ, আকন্দপত্র, পারুলী ও কণ্টকারী, ইহাদিগের নাম শৃঙ্গবেরাদিগণ। এই সমস্ত বস্তু কফনাশক, সুতরাং ইহাদিগের সহিত লৌহের পুটপাক করিলে সেই লৌহেও শ্লেষ্মবিনাশিত্ব গুণ জন্মে।

অথ গোক্ষুরাদিগণঃ।

গোক্ষুর-ক্ষুরকৌ ব্যাঘ্রী সিংহপুচ্ছীদ্বয়ং স্থিরা। গোক্ষুরাদিরিতি প্রোক্তো বাতশ্লেষ্মহরো গণঃ॥

এক্ষণে গোক্ষুরাদিগণ বিবৃত হইতেছে।—গোক্ষুর, তালমাখনা, বৃহতী, পৃশ্নিপর্ণী, মাষপর্ণী ও শালপাণী এই সমস্ত বস্তুর নাম গোক্ষুরাদিগণ। গোক্ষুরাদিগণ দ্বারা বাতশ্লেষ্মবিকার বিনাশ পায়, সুতরাং ইহাদিগের সহিত লৌহের পুটপাক করিলে সেই লৌহেও বাতশ্লেষ্মবিকারবিনাশিত্ব গুণ জন্মে।

অথ পটোলাদিগণঃ।

পটোল-পত্রকোশীর-কাসমর্দ্দাপরাজিতাঃ। লোধ্রেন্দীবরকহ্লার-বারাহীকান্তয়া সহ। পটোলাদিরিতি জ্ঞেয়ঃ পিত্তশ্লেষ্মগদাপহঃ॥

অধুনা পটোলাদিগণ বিবৃত হইতেছে।—পটোলপত্র, বেণার মূল, কালকাসন্দা, অপরাজিতা লোধ, নীলোৎপল, সাপলা, বরাহক্রান্তা ও নাগরমূথা এই সমস্ত বস্তুর নাম পটোলাদিগণ। এই পটোলাদিগণ পিত্তশ্লেষ্মবিকারনাশক, সুতরাং ইহাদিগের সহিত পুটপাক করিলে সেই লৌহেও পিত্তশ্লেষ্মবিনাশিত্ব গুণ জন্মে।

অথ কিংশুকাদিগণঃ।

কিংশুকঃ কাশ্মরী বিশ্বমগ্নি মন্থস্ত্রিকণ্টকঃ। স্যোনাকঃ শালপর্ণী সিংহপুচ্ছীদ্বয়ং স্থিরা। পাটলা কণ্টকারী চ বৃহতী বিল্বমেব চ। কিংশুকাদিগণো হ্যেষ দোষত্রয়হরো মতঃ॥ শতাবরী বলা ধাত্রী গুড়ূচী বৃদ্ধদারকং। বানরী ভৃঙ্গরাজাখ্য-বিদারীগোক্ষুরক্ষুরৈঃ। বাজিগন্ধা কণাযুক্তৈর্ব্বাজীকর্ম্মসু শস্যতে॥ বিদারীকন্দ-পিণ্ডাহ্ব-ভৃঙ্গরাজ-শতাবরী। ক্ষীরকঞ্চুকভল্লা শাম্বকা চিত্রকৈস্তথা। করিকর্ণপলাশৈশ্চ মুষলীমধুকৈরপি। মুণ্ডিরীকেশবাজৈশ্চ পুটো দেয়ো রসায়নে॥ সামান্যে চ বিশেষে চ পুটে যদ্‌যৎ প্রকীর্ত্তিতং। মিলিতৈরেকশো বা তৈর্যথেষ্টং পুটায়স্ততঃ। পুটপাকে ফলাদীনাময়সা গ্রহণং সমং॥

অধুনা কিংশুকাদিগণ বিবৃত হইতেছে।-- পলাশ, গাম্ভারী, গণিয়ারি, গোক্ষুর, শোনা, শালপাণী, পৃশ্নিপর্ণী, মাষপর্ণী, শাল্মলীবৃক্ষ, (অন্যমতে গুড়ূচী) পারুলী, কণ্টকারী, বৃহতী ও বিল্ব এই সমস্ত বস্তুর নাম কিংশুকাদিগণ। কিংশুকাদিগণ ত্রিদোষ নষ্ট করে। ইহাদিগের সহিত লৌহের

পুটপাক করিলে সেই লৌহ দ্বারাও ত্রিদোষ বিনষ্ট হয়। বাজীকার্য্যে যে সমস্ত বস্তুর সহিত লৌহের পুটপাক করিবে, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে। শতমূলী, বেড়েলা, আমলকী গুড়ূচী, বৃদ্ধদারক, শুকশিম্বী, ভৃঙ্গরাজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, তালমাখনা, অশ্বগন্ধা ও পিপ্পলী বাজীকর্ম্মের জন্য লৌহমারণে এই সমস্ত বস্তুর সহিত লৌহের পুটপাক করিতে হয়। যে সমস্ত সাধারণ ও বিশেষ পুটকগণ বলা হইল, ইহাদিগের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কিম্বা সমস্ত একত্র করিয়া লৌহের পুটপাক করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত লৌহ নির্ম্মল না হয়, সেই পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ পুটপাকে দগ্ধ করিবে। শাস্ত্রবিদ্গণ দশ হইতে সহস্র পর্য্যন্ত পুটপাকের বিধি দিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত লৌহ অত্যন্ত লঘু হইয়া সলিলোপরি হংসবৎ ভাসমান না হয়, সেই পর্য্যন্ত বারবার পুটপ্রদান করিবে। পুটপাকের সময় লৌহের সমভাগে পুটকদ্রব্যের স্বরস লইবে। স্বরস না পাইলে লৌহতুল্য পুটনদ্রব্য লইয়া তাহার কাথ করিবে এবং সেই কাথের সহিত লৌহচূর্ণ মর্দ্দন করিয়া কর্দ্দমের ন্যায় করিবে। অনন্তর তাহা লৌহনির্ম্মিত মৃণ্ময়পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক তদূর্দ্ধে অপর পাত্রদ্বারা আবৃত করত পাত্রদ্বয়ের সন্ধিরোধপূর্ব্বক যথোক্ত নিয়মে পাক করিবে।

অথ পুটপাকপ্রকারমাহ।

হস্তমাত্রমিতে গর্ত্তে করীষেণার্দ্ধপূরিতে। অথবা তুষকাষ্ঠাভ্যাং পূরিতেऽর্দ্ধে নিধাপয়েৎ। লৌহমগ্নিং ততো দত্ত্বা তথৈবোর্দ্ধং প্রপূরয়েৎ। দিবা বা নিশি বা রাত্রৌ বিধিমানেন পাচয়েৎ। চতুর্ভিঃ প্রহরৈরেবং পুটপাকেন মারয়েৎ॥ পুটপাকে ক্ষমাহূর্দ্ধং স্থিতো ভবতি ভস্মসাৎ। অসম্যক্‌পক্ব মন্দো ভবতি বীর্য্যতঃ কুণ্ডস্থো ভস্মনাচ্ছন্ন আকৃষ্টব্যঃ সুশীতলঃ। সমাকৃষ্টস্য তপ্তস্য গুণহানিঃ প্রজায়তে॥ মতান্তরং।—শুদ্ধস্য সূতরাজস্য ভাগৌ ভাগদ্বয়ং বলেঃ। দ্বয়োঃ সমং লৌহচূর্ণং মর্দ্দয়েৎ কন্যাকাদ্রবৈঃ। যামদ্বয়ং ততো গোলং স্থাপয়েত্তাম্রভাজনে। আচ্ছাদ্যৈরণ্ডজৈঃ পত্রৈরুষ্ণো যামদ্বয়াদ্ভবেৎ। ত্রিরাত্রং ধান্যরাশিস্থং ততো মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ং। রজস্তদ্বস্ত্রগলিতং নীরে তরতি হংসবৎ। তীক্ষ্ণং মুণ্ডং কাণ্ডলৌহং নিরুত্থং জায়তে মৃতং। মতান্তরং।—ক্ষিপেদ্দ্বাদশমাংশেন দরদং তীক্ষ্ণচূর্ণতঃ। কন্যানীরেন সংমর্দ্দ্য যামযুগ্মঞ্চ সংপুটেৎ। এবং সপ্তপুটে মৃত্যুং লৌহচূর্ণমবাপ্নুয়াৎ॥

এক্ষণে লৌহের পুটপাকপ্রণালী বিবৃত হইতেছে।—ভূমিতে চারিদিকে একহস্ত প্রমাণ খনন করিয়া কটাহবৎ গর্ত্ত করিবে এবং সেই গর্ত্তের অর্দ্ধভাগ বনঘুঁটে তুষ কিম্বা কাষ্ঠ দ্বারা পরিপূরিত করত তাহাতে অগ্নি দিয়া তদুপরি লৌহপুট স্থাপন করিবে। পরে বনঘুঁটে, তুষ অথবা কাষ্ঠদ্বারা গর্ত্তের অপর অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিবে। এই প্রকারে দিবা কিম্বা রাত্রিতে চারিপ্রহর পুটপাক করিয়া লৌহভস্ম করিবে। এক এক বার পুটপাকের পর উৎকৃষ্ট প্রস্তরে সেই লৌহ চূর্ণ করিয়া কেতকী ফুলের পরাগের সদৃশ করিবে। যে পর্য্যন্ত লৌহ উৎকৃষ্টরূপে মারিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পুটপাক ও বারবার প্রস্তরে পেষণ করিবে। লৌহমারণের বিশেষ প্রধান লৌহপ্রদীপে বিদিত হওয়া যায়। অধুনা পুটপাকের গুণ ও দোষ বলা যাইতেছে। পুটপাকে গর্ত্তের উর্দ্ধে পুটস্থাপন করিলে অল্পকাল মধ্যে লৌহ ভস্মীভূত হয়, তাহাতে লৌহের পুটপাকজনিত গুণ জন্মে না। নিম্নভাগে রাখিলে লৌহ অল্পবীর্য্য হয়, অতএব তাহা নিতান্ত অধম, সুতরাং কুণ্ডের মধ্যস্থানে শরাবপুট স্থাপন করিবে এবং তুষাদি ভস্মীভূত হইয়া শীতল হইলে সেই ভস্মাচ্ছন্ন লৌহ লইবে। তপ্ত থাকিতে লৌহ গ্রহণ করিলে তাহার গুণের হীনতা জন্মে। অন্যরূপে লৌহের পুটপাকপ্রণালী বিবৃত হইতেছে। একভাগ বিশুদ্ধ পারদ, দুইভাগ গন্ধক এবং তিনভাগ লৌহ একত্র করত ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত ইহা কজ্জলবৎ না হয়, সেই পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। পরে ঐ লৌহপিণ্ড তাম্রপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক এরণ্ড-

পত্র দ্বারা আবৃত করত দুই প্রহর পুটপাকে দগ্ধ করিবে এবং পুনরায় এরণ্ডপত্রদ্বারা উহা বেষ্টন করত তিন দিবস ধান্যরাশি মধ্যে স্থাপন করিবে। অনন্তর উহা ধান্যরাশি হইতে আনিয়া মর্দ্দন করিবে। যে পর্য্যন্ত লৌহ লঘু হইয়া সলিলোপরি হংসবৎ ভাসমান না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ এই প্রকার নিয়মে পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার করিলে তীক্ষ্ণ, মুণ্ড ও কান্তলৌহ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। মতান্তরে লৌহমারণ।—লৌহ ও তাহার দ্বাদশাংশ হিঙ্গুল একত্র মিশাইয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। পরে লৌহচূর্ণ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া দুই প্রহর পর্য্যন্ত পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার সাতবার পুটপ্রদান করিলে লৌহ ভস্মীভূত হয়।

অথ লৌহস্য নিরুত্থী-করণম্।

সর্ব্বমেতন্মৃতং লৌহং পক্তব্যং মিত্রপঞ্চকৈঃ। যদ্যেবং স্যান্নিরুত্থঞ্চেত্তু সেব্যং রতিচতুষ্টয়ং ॥ মধু সর্পিস্তথা গুঞ্জা টঙ্কণং গুগ্‌গুলুস্তথা। মিত্রপঞ্চকমেতত্তু গলিতং ধাতু মেলনে ॥ মতান্তরং।—গোঘৃতং গন্ধকং লৌহং তপ্তখল্লে বিমর্দ্দয়েৎ। দিনৈকং কন্যকাদ্রবৈ রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ। ইত্যেবং সর্ব্বলৌহানাং কর্ত্তব্যং স্যান্নিরুত্থিতং ॥

অধুনা লৌহের নিরুত্থীকরণ বিবৃত হইতেছে।—লৌহের সহিত বক্ষ্যমাণ মিত্রপঞ্চক মিশ্রিত করিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এইপ্রকার করিলে যদি লৌহ উত্তমরূপ ভস্ম হয়, তাহা হইলে উক্ত লৌহের চারি রতি পরিমাণ সেবন করিবে।—মধু, ঘৃত, গুঞ্জা, (কুঁচ) সোহাগা ও গুগ্‌গুল এই পঞ্চ দ্রব্যের নাম মিত্রপঞ্চক। ধাতুমেলনে এই মিত্রপঞ্চক বিশেষ আবশ্যক। অন্যমতে লৌহমারণ।—গোঘৃত, গন্ধক ও লৌহ এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে লইয়া তপ্তখল্লে ঘৃতকুমারীর রসের সহিত এক দিবস মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে উহা পুটমধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে যাবতীয় লৌহ ভস্মীভূত হয়।

রসায়নে বিশেষো যথা।

ঘৃত-মধু-টঙ্কণৈঃ সমং লৌহভস্ম মর্দ্দয়েচ্চ বিচক্ষণঃ। ধমেদ্বহ্নৌ পুনর্লৌহং তথা যোগ্যং রসায়নে ॥ কৃষ্ণাস্যং শোথ-শূলার্শঃ-ক্রিমি-পাণ্ডুত্ব-শোষনুৎ। বয়স্যং গুরু চক্ষুষ্যং সর্ব্বমেদোঽনিলাপহং। আয়ুঃপ্রদাতা বলবীর্য্যকর্ত্তা রোগাপহর্ত্তা মদনস্য কর্ত্তা। অয়ঃসমানং নহি কিঞ্চিদস্তি রসায়নং শ্রেষ্ঠতমং নরাণাং ॥ কুষ্মাণ্ডং তিলতৈলঞ্চ রসোনং রাজিকস্তথা। মদ্যমম্লরসঞ্চৈব ত্যজেল্লৌহস্য সেবকঃ ॥ সামান্যাদ্দ্বিগুণং ক্রৌঞ্চং কালিঙ্গোঽষ্টগুণস্ততঃ। কলেঃ শতগুণং ভদ্রং ভদ্রাদ্বজ্রং সহস্রধা বজ্রাৎ শতগুণং পাণ্ডি নিরঙ্গং দশভির্গুণৈঃ। ততঃ কোটিসহস্রৈবা কান্তলৌহং মহাগুণং ॥

রসায়নার্থ স্বতন্ত্র নিয়মে লৌহ ভস্ম করিতে হয়, যথা—ঘৃত, মধু, গুঞ্জা, সোহাগা ও লৌহচূর্ণ এই সমস্ত সমভাগে লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ঐ সকল দ্রব্য উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে সেই লৌহ রসায়নকার্য্যে প্রযোজ্য, নচেৎ নহে। বিশুদ্ধ মারিত লৌহদ্বারা শোথ, শূল, অর্শ, ক্রিমি, পাণ্ডু, শোষ, মেদ ও বায়ুরোগ বিনষ্ট হয়। লৌহসেবন দ্বারা চিরযৌবন ও চক্ষুর শক্তিলাভ হয়। ইহা অতি গুরুপদার্থ। বিশুদ্ধ মারিত লৌহ দীর্ঘায়ুষ্কর, বলবীর্য্য বৃদ্ধিকর, সমস্ত রোগনাশক এবং কামবৃদ্ধিকর। লৌহের ন্যায় প্রধান রসায়ন আর নাই। লৌহ সেবনকালে কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি ককারাদি নামক অষ্টদ্রব্য, তিলতৈল, রসুন, সর্ষপ, সুরা এবং সর্ব্বপ্রকার অম্লদ্রব্য বর্জ্জন করিতে হইবে। লৌহ বহুবিধ, তাহাদিগের মধ্যে সামান্য লৌহ হইতে ক্রৌঞ্চলৌহ দ্বিগুণ, কালিঙ্গ ক্রৌঞ্চ হইতে অষ্টগুণ, ভদ্রলৌহ কালিঙ্গ হইতে শতগুণ, বজ্রলৌহ ভদ্রলৌহ হইতে সহস্রগুণ, পাণ্ডিলৌহ বজ্র হইতে

শতগুণ, নিরঙ্গ পাণ্ডি হইতে দশগুণ, কান্তলৌহ নিরঙ্গ হইতে সহস্রকোটিগুণ গুণশালী. সুতরাং কান্তলৌহ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহাগুণশালী।

অথ মণ্ডুরশোধনাদিকং।

যে গুণা মারিতে মুণ্ডে তে গুণা মুণ্ডকিট্টকে। তস্মাৎ সর্ব্বত্র মণ্ডুরং রোগশান্ত্যৈ প্রযোজয়েৎ॥ শতোর্দ্ধমুত্তমং কিট্টং মধ্যঞ্চাশীতি বার্ষিকং। অধমং ষষ্টিবর্ষীয়ং ততো হীনং বিষোপমং॥ দগ্ধাক্ষকাষ্ঠৈর্ম্মলমায়সন্তু গোমূত্রনির্ব্বাপিতমষ্টবারান্। বিচূর্ণ্য লীঢ়ং মধুনা চিরেণ কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥ কিট্টাদ্দশগুণং মুণ্ডং মুণ্ডাত্তীক্ষ্ণং শতাধিকং। তীক্ষ্ণাল্লক্ষগুণং কান্তং ভক্ষণাৎ কুরুতে গুণং॥

এক্ষণে মণ্ডুরশোধনাদি বিবৃত হইতেছে। মণ্ডুরেও মারিত লৌহের গুণ রহিয়াছে, অতএব রোগশান্তির জন্য মণ্ডুরপ্রয়োগ করিবে। প্রমাণান্তরে জানা যায় যে, যে প্রকার লৌহের যে যে গুণ আছে সেই সেই লৌহোৎপন্ন মণ্ডুরেও সেই সেই গুণ বিদ্যমান। যেরূপ লৌহসেবনদ্বারা নানাবিধ রোগ ধ্বংস হইয়া বহুবিধ উপকার দর্শে, সেইপ্রকার মণ্ডুর সেবনেও বহুবিধ রোগ ধ্বংস হয়, বলবীর্য্য বৃদ্ধি পায় এবং নানাবিধ উপকার হইয়া থাকে অধুনা মণ্ডুরের উত্তমমধ্যমাদি নিরূপিত হইতেছে।—শতবর্ষোত্তীর্ণ মণ্ডুর শ্রেষ্ঠ, অশীতিবার্ষিক মধ্যম, ষষ্টিবর্ষীয় মণ্ডুর অধম, আর ষষ্টিবর্ষের ন্যূনবর্ষীয় মণ্ডুর বিষবৎ, সুতরাং তাহা সেবন করিবে না। বহেড়া কাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে ফেলিবে। এই প্রকার অষ্টবার গোমূত্রে নির্ব্বাপন করিলে মণ্ডুর বিশুদ্ধ হয়। অনন্তর ইহা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে অল্পসময় মধ্যে কুম্ভকামলা ও পাণ্ডুরোগ ধ্বংস হয়। মুণ্ডলৌহ ভক্ষণে মণ্ডুর হইতে দশগুণ, মুণ্ডলৌহ হইতে তীক্ষ্ণলৌহ শতগুণ এবং তীক্ষ্ণলৌহ হইতে কান্তলৌহ লক্ষগুণ ফলদায়ী।

অথ স্বর্ণাদীনাং মারকদ্রব্যকথনং।

নাগেঃ সুবর্ণং রজতঞ্চ তাপ্যৈর্গন্ধেন তাম্রং শিলয়া চ নাগং। তালেন বঙ্গং ত্রিবিধঞ্চ লৌহং নারীপয়ো হন্তি চ হিঙ্গুলেন॥

অধুনা সংক্ষেপে স্বর্ণাদিধাতুর সাধারণ মারকদ্রব্য বলা যাইতেছে। সীসক, সুবর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, রজত, গন্ধক, তাম্র, মনঃশিলা, হরিতাল, বঙ্গ, পারদ, লৌহ এবং স্ত্রীদুগ্ধ, এই সমস্ত বস্তু হিঙ্গুলভস্ম করিতে পারে। সাধারণতঃ সীসকাদি স্বর্ণ প্রভৃতি মারিত করে।

অথ মণিমুক্তাদিশোধনং।

স্বেদয়েদ্বালুকাযন্ত্রে জয়ন্ত্যাঃ স্বরসেন চ। মণিমুক্তাপ্রবালানি যামৈকেন চ শোধয়েৎ॥ মুক্তাফলানি শুদ্ধানি খল্লে পিষ্ট্বা পুটেল্লঘু। এবং ভস্মত্বমাপ্নোতি বজ্রকং কাঞ্চিযোগতঃ॥ মতান্তরং।—কুমার্য্যা তণ্ডুলীয়েন তুল্যেন চ নিষেচয়েৎ। প্রত্যেকং সপ্তবারাংশ্চ তপ্ত তপ্তানি কৃৎস্নশঃ। মৌক্তিকানি প্রবালানি তথা রত্নান্যশেষতঃ ক্ষণাদ্বিবিধবর্ণানি ম্রিয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ স্ত্রীদুগ্ধেন প্রবালঞ্চ ভাবয়িত্বা তু হণ্ডিকে। মধ্যেঽপি তক্রসহিতং স্থাপয়েৎ তাং নিরোধয়েৎ। চুল্ল্যামগ্নিপ্রতাপেন ম্রিয়তে প্রহরদ্বয়ে॥ কুলত্থস্য পলশতং বারিদ্রোণেন পাচয়েৎ। তস্মিন্ পাদাবশেষে চ ক্বাথেষ্টৌ মণয়ঃশিলাঃ। আতপে ত্রিদিনং শোধ্যাঃ ক্বাথসিক্তাঃ পুনঃ পুনঃ। শুধ্যন্তে সর্ব্বরত্নানি মণয়শ্চ ন সংশয়ঃ॥

অতঃপর মণিমুক্তাদি শোধন বলা যাইতেছে। জয়ন্তীপত্রের স্বরসে একপ্রহর দোলাযন্ত্রে স্বেদপ্রদান করিলেই মণিমুক্তাদি বিশুদ্ধ হয়। উল্লিখিত নিয়মে

মুক্তাশোধন করিয়া খলে পেষণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে, পরে লঘুপুটে দগ্ধ করিলেই মুক্ত ভস্ম হয়। কাঁজির সহিত পুটপাকে দগ্ধ করিলে হীরক ভস্মীভূত হইয়া মারিত হইয়া থাকে। অন্যমতে মৌক্তিকাদি-শোধন বিবৃত হইতেছে।—মুক্তা, প্রবাল ও অন্যান্য রত্ন সমস্ত উত্তপ্ত করত ঘৃতকুমারী ও ক্ষুদেনটের রসে ফেলিবে। মুক্তাদির সমভাগ ঘৃতকুমারী ও ক্ষুদেনটের রস লইয়া প্রত্যেক সপ্তবার সেচন করিবে। এইপ্রকার করিলে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। অধুনা প্রবালমারণ বলা যাইতেছে। প্রবাল স্ত্রীদুগ্ধে ভাবনা দিয়া তক্রের সহিত হণ্ডিকাভ্যন্তরে স্থাপন করিবে। অনন্তর ঐ হাঁড়ির মুখ বদ্ধ করত চুল্লীতে দুই প্রহর যাবৎ অগ্নি দ্বারা জ্বাল দিবে। ইহা দ্বারা প্রবাল মারিত হইয়া থাকে। অন্যমতে মুক্তাদিশোধন।—একশত পল কুলত্থ কলাই ও জল বত্রিশ সের একত্র পাক করিয়া আট সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এই কাথে মুক্তাদি অষ্টপ্রকার মণি ও মনঃশিলা ফেলিয়া তিন দিবস রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। এই প্রকার বারবার কাথে সিক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিলে মুক্তা, মণি ও মনঃশিলা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

অথ বিষশুদ্ধিঃ।

কৃত্বা চণকসংস্থানং গোমূত্রৈর্ভাবয়েত্র্যহং। সমং টঙ্কণসংপিষ্টং মৃতমিত্যুচ্যতে বিষং॥ অথবা ত্রৈফলে কাথে বিষং শুধ্যতি পাচিতং। দোলায়াং ত্রিফলাকাথে ছাগীক্ষীরে চ পাচিতং॥ গোমূত্রপূর্ণপাত্রে চ দোলাযন্ত্রে বিষং পচেৎ। দশতোলক মানেন চাদৌ বৈদ্যো দিবানিশং॥ মতান্তরং।—বিষভাগাংশ্চণকবৎ স্থূলান্ কৃত্বা তু ভাজনে। তত্র গোমূত্রকং দত্ত্বা প্রত্যহং নিত্যনূতনং। শোষয়েত্ত্রিদিনাদূর্দ্ধং ধৃত্বা তীব্রাতপে ততঃ। প্রয়োগেষু প্রযুঞ্জীত ভাগমানেন তদ্বিধং॥

অধুনা বিষ ও উপবিষশোধন বলা যাইতেছে।—বিষ দুই প্রকার,—স্থাবর জঙ্গম। স্থাবরবিষ মূলাত্মক, এই বিষ দশ প্রকার। সর্পাদি-সম্ভূত বিষের নাম জঙ্গমবিষ। এই বিষ ষোড়শবিধ। মূল, পত্র, ফল, ফুল, ত্বক্, ক্ষীর, সার, নির্য্যাস, ধাতু ও কন্দ এই দশ প্রকার বস্তুতে স্থাবরবিষ আছে। দৃষ্টি, নিশ্বাস, দন্ত, নখ, মূত্র, মল, শুক্র, লালা, মুখ, স্পর্শ, দংশ, অবমর্দ্দন, গুহ্যদেশ, অস্থি, পিত্ত ও শূক এই ষোড়শবস্তু জঙ্গমবিষের আধার। দিব্যসর্পের দৃষ্টি ও নিশ্বাসে, ভৌমসর্পের দশনে, ব্যাঘ্র প্রভৃতির নখে, টিকটিকীর মূত্র ও বিষ্ঠায়, মূষিকের রেতে, ঝিঁঝিঁপোকার লালা প্রভৃতিতে জঙ্গমবিষ বিদ্যমান। ঐ সমস্ত বিষই বিশুদ্ধ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে; বিনা শোধনে ঔষধে প্রয়োগ করিবে না। বিষ চণকাকার করত তিন দিবস গোমূত্রে ভাবনা দিয়া তুল্যপরিমাণে সোহাগার সহিত পেষণ করিলে বিষ বিশুদ্ধ হয়। মতান্তরে বিষশোধন।—ত্রিফলার কাথে তিনদিবস দোলাযন্ত্রে অথবা ছাগীদুগ্ধে দিবসত্রয় পাক করিলেও বিষ বিশুদ্ধ হয়। মতান্তরে বিষশুদ্ধি—গোমূত্রপূর্ণ পাত্রে দোলাযন্ত্রে বিষ পাক করিবে। এই প্রকার করিলে বিষ বিশুদ্ধ হয়। পাকক্রিয়াকুশল বৈদ্য দশতোলকপ্রমাণ বিষ লইয়া এক দিবারাত্র পাক করিবে। অন্যমতে বিষশোধন।—বিষ চণকাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া একটী পাত্রমধ্যে রাখিবে এবং তাহাতে প্রত্যহ নূতন গোমূত্র দিয়া প্রবল রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। এইপ্রকার তিন দিনের ঊর্দ্ধ রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বিষ বিশুদ্ধ হয়। ঔষধতত্ত্ববেত্তা বৈদ্য এই প্রকারে বিষ শোধিত করিয়া যথোক্তপরিমাণে ঔষধে ব্যবহার করিবে।

অথ উপবিষশুদ্ধিঃ।

অর্কসেহুণ্ডধুস্তূরলাঙ্গুলাকরবীরকাঃ। গুঞ্জাহিফেণাবিত্যেতাঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ। ধুস্তূরস্য চ যদ্বীজমন্যচ্চোপবিষঞ্চ যৎ। তচ্ছোধ্যং দোলিকাযন্ত্রে ক্ষীরপূর্ণেথ পাত্রকে॥

এক্ষণে উপবিষশোধন বলা যাইতেছে।—আকন্দ, সিজ, ধুস্তূর, লাঙ্গুলা, করবী, কুঁচ ও অহিফেণ উপবিষ এই সপ্তবিধ। ধুস্তূরের বীজ ও অন্যপ্রকার উপবিষ বলিয়া পরিগণিত। দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে দোলাযন্ত্রে পাক করিলেই উপবিষ বিশুদ্ধ হয়।

অথ জৈপালশুদ্ধিঃ।

নিস্তুষং জয়পালঞ্চ দ্বিধা কৃত্বা বিচক্ষণঃ। এতদ্বীজস্য মধ্যস্থ পত্রবৎ পরিবর্জ্জয়েৎ। অষ্টমাংশেন চূর্ণেন টঙ্গণস্য চ মেলয়েৎ। কেশযন্ত্রে ১ তদ্ভাব্যং পাচ্যং দুগ্ধেন সংপ্লুতং ত্রিরাত্রং শুদ্ধিমায়াতি জৈপালমমৃতোপমং॥

এক্ষণ ফলবিষশোধন বিবৃত হইবে। তন্মধ্যে জয়পালশুদ্ধি বলা যাইতেছে।—জয়পাল বীজের খোসা ফেলিয়া তাহা দুইখণ্ড করিবে এবং তাহার মধ্যগত পত্রবৎ অংশ ফেলিয়া দিয়া দুগ্ধমধ্যে নিমগ্ন করত তিন দিবস পাক করিতে হইবে। এইপ্রকার করিলে জয়পাল বিশুদ্ধ হইয়া সুধাবৎ হয়। এইপ্রকার বিশোধিত জয়পালবীজ ঔষধে প্রয়োজ্য। জয়পালশোধন সময়ে তুষশূন্য জয়পালবীজ নূতন শরায় ঘষিয়া তাহার স্নেহভাগ বিলুপ্ত করিবে।,

---

অথ স্নুহিক্ষীরশুদ্ধিঃ।

স্নুহীক্ষীরং রৌদ্রযন্ত্রে ভাবয়েদ্‌যত্নতঃ সুধীঃ। দ্রবে শুষ্কে সমুত্তার্য্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

ক্ষীরবিষ বহুবিধ, তন্মধ্যে এইক্ষণ সিজক্ষীর শোধন বলা যাইতেছে।—দুই তোলা তেঁতুলপাতার রসে দুইপল সিজের ক্ষীর মিশাইয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে। যে পর্য্যন্ত সেই তেঁতুলপাতার রস শুষ্ক না হয়, তাবৎ রৌদ্রে রাখিবে। রসভাগ শুষ্ক হইলে সেই ক্ষীর লইয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে।

অথ জলৌকাশোধনং।

চিরন্তনং জলৌকাস্তু তাম্রপাত্রেষু রক্ষয়েৎ। চতুর্মাষং নিশাচূর্ণং জলাষ্টকপলে ক্ষিপেৎ। তস্মিন্ ক্ষিপেৎ জলৌকাস্তাং স্বয়ং লালাং পরিত্যজেৎ। ত্যক্তলালা জলৌকা চ সা যোজ্যা রক্তমোক্ষণে। রোমপৃষ্ঠা চ কাপিলা রক্তরেখা চ দুর্ব্বলা। বর্জ্জনীয়া বিশেষেণ ভিষজা কীর্ত্তিমিচ্ছতা।

এক্ষণে জলৌকা (জোঁক) শোধন বিবৃত হইতেছে —প্রাচীন জলৌকা আনিয়া তাহা তাম্রপাত্রে রাখিবে। অনন্তর অষ্টপল জলে অর্দ্ধতোলা হরিদ্রাচূর্ণ মিশাইয়া এই জল সেই তাম্রপাত্রে দিবে। এই প্রকার করিলে জলৌকা স্বয়ং লালা পরিত্যাগ করিতে থাকে। জলৌকা লালাশূন্য হইলে তাহাকে রক্তমোক্ষণকার্য্যে নিয়োজিত করিবে। যে জলৌকার পৃষ্ঠে রোম এবং কপিলবর্ণ কিম্বা লোহিত রেখা আছে আর যে জলৌকা দুর্ব্বল, যশোলিপ্সু চিকিৎসক তাহা পরিত্যাগ করিবে। তাদৃশ জলৌকা কখনও রক্তমোক্ষণকার্য্যে ব্যবহার করিবে না।

অথ বৃদ্ধদারকাদিশোধনং।

বীজমাদৌ সমাদায় রৌদ্রযন্ত্রে বিশোষয়েৎ। ঈষৎসৈন্ধবযুক্তেন দ্রবেন যত্নতঃ সুধীঃ। অপামার্গস্য বা তোয়ৈর্ব্বার্দ্ধক্যবীজশোধনং॥ অপামার্গকষায়েণ নিম্ববীজং বিশোধয়েৎ। শিগ্রুকাপাসবীজানি অপামার্গস্য বীজকং। ঘর্ম্মেণ ধেনস্তেষাং ন দদ্যাৎ সৈন্ধবস্তথা। তিক্তা কোষাতকা দন্তী পটোলা চেন্দ্রবারুণী। কটুতুম্বী দেবদালী কাকতুণ্ডী চ শুষ্যতে। ধাত্রীফলরসেনৈব মহাকালস্য শোধনং। করঞ্জযুগ্ময়োর্বীজং ভৃঙ্গরাজেন শোধয়েৎ। গুঞ্জাদিসর্ব্ববীজানাং নরমূত্রৈঃ পুটংবিনা। নারিকেলাম্বুনা শোধ্যং বিল্বং ভল্লাতকোদ্ভবং। গুড়ূচীত্রিফলাকাথে ক্ষীরে চৈব বিশেষতঃ। পক্বা চ খণ্ডশঃ শুদ্ধং গৃহ্ণীয়াদ্‌গুগ্‌গুলং॥

অধুনা বৃদ্ধদারকাদিশোধন বলা যাইতেছে।—বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বৃদ্ধদারকবীজ কিঞ্চিৎ সৈন্ধবযুক্ত জলে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। পরে অপামার্গের রসে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিতে হইবে। এইপ্রকার করিলে বৃদ্ধদারক শোধিত

হয়। অপামার্গের ক্বাথে নিক্ষেপ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে লেবুর বীজ আর রৌদ্রে শুষ্ক করিলে সজিনাবীজ, কার্পাস বীজ এবং অপমার্গের বীজ বিশুদ্ধ হয়। ইহাতে সৈন্ধবপ্রদান করিবে না। কটুকী, কোষাতকী, দন্তী, পটোলী, রাখাল শশা, কটুতুম্বী, (তিতলাউ) ঘোষা, কাকতুণ্ডী এই সকল বস্তু আতপে শুষ্ক করিলেই এবং মাখালফল আমলকীরসে নিক্ষেপ করিয়া শুষ্ক করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। করঞ্জা ও ডহরকরঞ্জার বীজ ভৃঙ্গরাজরসে সিক্ত করিয়া শুকাইলে শুদ্ধ হয়। গুঞ্জাদি সর্ব্বপ্রকার বীজ সৈন্ধববাতীত নরমূত্রে সিক্ত করিয়া শুষ্ক করিলে, বিষ ও ভেলা নারিকেলের জলে ভিজাইয়া শুষ্ক করিলে এবং গুগ্‌গুলু গুড়ূচীর ক্বাথে, ত্রিফলার ক্বাথে ও দুগ্ধেতে যথাক্রমে পাক করিলে শোধিত হয়। এই প্রকারে দ্রব্যসমূহ শোধন করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে।

—

অথ ঔষধানাং মাত্রা-নিরূপণম্।

নাল্পং হন্ত্যোষধং ব্যাধিং যথাল্পাম্বু মহানলং। দোষবচ্চাতিমাত্রং স্যাচ্ছস্য-মত্যুদকং যথা ॥ ১ ॥

স্বল্পপরিমিত জল যে প্রকার রাশিকৃত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয় না তদ্রূপ অল্পমাত্র ঔষধেও বৃহৎ ব্যাধি বিনাশের সম্ভাবনা নাই। আর অধিক জল দ্বারা যেরূপ শস্য বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অধিক ঔষধ হইলেই তাহা দোষের কারণ হইয়া উঠে ॥ ১ ॥

মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ। ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রযোজয়েৎ ॥ ২ ॥

ঔষধের পরিমাণের কোন প্রকার স্থিরতা নাই; তবে অগ্নি, বল, বয়ঃক্রম, পীড়া, ঔষধ ও কোষ্ঠ এই সমস্ত বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধের মাত্রা নিরূপণ করিতে হয় ॥ ২ ॥

উত্তমস্য পলং মাত্রা ত্রিভিশ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে। জঘনস্য পলার্দ্ধেন স্নেহক্বাথৌ-ষধেষু চ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বকথিত দোষাদির প্রাবল্য থাকিলে সেই ব্যক্তিকে আটতোলা, মধ্যমকে ছয় এবং দোষাদির স্বল্পতা দর্শন করিলে চারিতোলা মাত্রায় ঘৃত ও পাচন প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে ॥ ৩ ॥

মোদকং বটং লেহং কর্ষমাত্রং প্রয়োজয়েৎ। কর্ষদ্বয়ং পলঞ্চৈব দেয়ং কোষ্ঠা-দপেক্ষয়া। সার্দ্ধপলং পলঞ্চার্দ্ধং বিদধ্যাদ্‌-গুড়খণ্ডয়োঃ। শ্রেষ্ঠ-মধ্যম-হীনেষু দ্বাদ-শাষ্টচতুষ্টয়োঃ। মাষৈকং গুগ্‌গুলো-র্মাত্রাং কোষ্ঠং বীক্ষ্য প্রযোজয়েৎ ॥৪॥

মোদক, বটক ও অবলেহ এই তিনটী প্রয়োগ করিতে হইলে দুইতোলা প্রমাণে, সামান্য রোগীর কোষ্ঠ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া চারিতোলা অথবা তাহার দ্বিগুণও প্রদান করা যায়। গুড় ও মিছরি এই দুই দ্রব্য বারতোলা ও আটতোলা পরিমাণে প্রদান করিবে। শ্রেষ্ঠ রোগীকে গুগ্‌গুল বারমাষা, মধ্যমকে আটমাষা এবং হীনকে চারিমাষা পরিমাণে দিবে; কিন্তু কোষ্ঠাদি বিবেচনা করিয়া প্রদান করিতে হয় ॥ ৪ ॥

কর্ষশ্চূর্ণস্য কল্কস্য গুড়াকানাঞ্চ সর্ব্বশঃ। দ্রবশুক্ত্যাসলেঢ়ব্যঃ পাতব্য-শ্চতুর্দ্রবঃ ॥ ৫ ॥

যখন অবলেহ ঔষধ প্রস্তুত করিবে, তখন সকল ঔষধের চূর্ণ দুই তোলা পরিমাণে এবং জলীয় তরল দ্রব্য চারিতোলা প্রমাণে দিয়া লেহন করা বিধেয়। পানীয় ঔষধের দ্রব্যপদার্থ, চারিগুণ প্রদানপূর্ব্বক পান করিতে হয় ॥ ৫ ॥

স্বোরসঃ স্বরসঃ প্রোক্তঃ কল্কো দৃশদি পেষিতঃ। কথিতস্তু শৃতঃ শীতঃ সর্ব্বরী মুষিতে মতঃ ॥ ৬ ॥

স্বীয় রসকেই স্বরস কহে অর্থাৎ বিনা জলে রস বাহির করিলেই তাহার নাম স্বরস; প্রস্তরে পেষিত করিলে তাহাকে কল্ক বলা যায় এবং যাহা কুট্টিত করত জলমধ্যে সিক্ত করিয়া পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসী করা যায়, তাহার নাম ক্বাথ ॥ ৬ ॥

—

অথ ভাবনাবিধিঃ।

দিবা দিবাতপে শুষ্কং রাত্রৌ রাত্রৌ নিবাসয়েৎ। শুষ্কং চূর্ণীকৃতং দ্রব্যং সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ। ভাব্যদ্রব্যসমং কাথ্যং কাথ্যাদষ্টগুণং জলং। অষ্টাংশ-শোষিতং কাথো ভাব্যানাং তেন ভাবনা। দ্রবেণ যাবতা দ্রব্যমেকীভূয়ার্দ্রতাং ব্রজেৎ। দ্রবপ্রমাণনির্দ্দিষ্টং ভিষগ্ ভি-র্ভাবনাবিধৌ ॥ ১ ॥

দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করতঃ নিশাকালে একস্থানে রাখিয়া দিবে। শুষ্ক অথচ যাহা চূর্ণিত সাত দিবস সেই সকল দ্রব্যের ভাবনা দিতে হয়। ভাব্য দ্রব্য যে পরিমাণে হইবে, কাথ দ্রব্য তাহার তুল্য পরিমাণ এবং কাথ্যের আটগুণ জল লইয়া সিদ্ধ করতঃ অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে উত্তোলন করিয়া তদ্দ্বারা ভাবনা প্রদান করিবে। যে পরিমিত দ্রবপদার্থের দ্বারা ঔষধ একত্র করতঃ আর্দ্রত্ব করার নিয়ম আছে, চিকিৎসক ভাবনাকার্য্যে দ্রবপদার্থের সেই পরিমাণ নিরূপণ করিবেন ॥ ১ ॥

অথ পানক্কাথাদি ব্যবস্থা।

দশরক্তিকমানেন গৃহীত্বা দ্রব্যকার্ষিকং। দত্ত্বাম্বঃ ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতং ॥ ১ ॥

এক্ষণে পাচনাদি দ্রব্যের পরিমাণ নিরূপিত হইতেছে। দশ রতিতে একমাষা এবং আটমাষায় একতোলা হইয়া থাকে। এই নিয়মে দুইতোলা ঔষধ লইয়া বত্রিশতোলা পরিমিত জলের সহিত সিদ্ধ করত আটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে উত্তোলন করিয়া শীতল করিবে। শীতল হইলেই উহা পান করিতে হয় ॥ ১ ॥

কর্ষাদৌ তু পলং যাবদ্ দদ্যাৎ ষোড়-শিকং জলং। ততস্তু কুড়বং যাবৎ তোয়মষ্টগুণং ভবেৎ। চতুর্গুণমতশ্চোর্দ্ধং যাবৎ প্রস্থাথিকং জলং। ২ ॥

কাথ্য দ্রব্য দুইতোলা হইতে আটতোলা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত ষোড়শগুণ জল প্রদান করিবে এবং নয়তোলা হইতে অর্দ্ধসের পর্য্যন্ত কাথ্যদ্রব্য হইলে অষ্টগুণ জল দিতে হয়। অতঃপর দুইসেরের অধিক পর্য্যন্ত হইলে চতুর্গুণ জল প্রদান করিবে ॥ ২ ॥

অনুক্তে কাথ্যমানে তু পাত্রমেকং প্রশস্যতে। কাথ্যাচ্চতুর্গুণং বারি পাদস্থং স্যাচ্চতুর্গুণাৎ। স্নেহাৎ স্নেহসমং ক্ষীরং কল্কস্তু স্নেহপাদিকঃ ॥ ৩ ॥

যে স্থানে কাথদ্রব্যের পরিমাণের কোন উল্লেখ নাই, তথায় অষ্টসের পরিমিত দ্রব্যের ব্যবস্থা করিবে। আর তাহাতে চতুর্গুণ জল দিতে হয়। জলের সহিত সিদ্ধ হইয়া যখন একচতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন তৈলাদি স্নেহদ্রব্যের চতুর্গুণ থাকিবে। দুগ্ধ তৈলের তুল্য এবং কল্ক স্নেহের এক চতুর্থাংশ প্রদান করিবে ॥ ৩ ॥

শুষ্কদ্রব্যেষু যা মাত্রা আর্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা শুষ্কস্য গুরু-তীক্ষ্ণত্বাত্তস্মার্দ্ধং সংপ্রযোজয়েৎ ॥ ৪ ॥

শুষ্ক দ্রব্য যে পরিমাণে লইবে, দ্রবপদার্থ তাহার দ্বিগুণ প্রমাণে লইতে হয়। শুষ্ক পদার্থের গুরুত্ব ও তীক্ষ্ণত্ব বশতঃ আর্দ্রপদার্থের অর্দ্ধমাত্রা প্রয়োগ করিবে ॥ ৪ ॥

রক্তিকাদিষু মানেষু যাবন্ন কুড়বো ভবেৎ। শুষ্কদ্রবার্দ্রয়োশ্চাপি তুল্যমানং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৫ ॥

এক রতি হইতে অর্দ্ধসের পর্য্যন্ত শুষ্ক ও আর্দ্র পদার্থের তুল্য পরিমাণ প্রদান করিতে হয় ॥ ৫ ॥

অথ গুড়াদিপাককথনং।

সুখমর্দ্দঃ সুখস্পর্শো গন্ধবর্ণ-রসান্বিতঃ। পীড়িতো ভজতে মুদ্রাং গুড়-পাকমুপাগতঃ। তোয়পূর্ণে যদা পাত্রে ক্ষিপ্তো ন প্লবতে গুড়ঃ। ক্ষিপ্তস্তু নিশ্চলস্তিষ্ঠেৎ পতিতস্তু ন শীর্য্যতি। যদা দার্ব্বী প্রলেপঃ স্যাদ্‌যদা বা তন্তুলির্ভবেৎ।

এষ পাকো গুড়াদীনাং সর্ব্বেষাং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

যে প্রকারে গুড়াদির পাক করিতে হয়, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে। যখন দেখিবে যে মর্দ্দন করিতে কোনরূপ কষ্টবোধ হইতেছে না, সুখে মর্দ্দিত হইতেছে, আর স্পর্শ করিলে সুখস্পর্শ বোধ হয়,যখন গন্ধ-বর্ণ রসসমন্বিত হয়,যখন পীড়ন করিলে মোদকবৎ অনুভূত হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে যে গুড়াদির পাক সম্পূর্ণ হইয়াছে। আর যৎকালে জলপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দিলে তাহা মগ্ন না হয়, জলগর্ভে নিক্ষেপ করিলে বিস্তৃত না হইয়া স্থিরভাবে থাকে এবং দর্ব্বীতে প্রলেপ লগ্ন হয় ও সূত্রবৎ নাল দেখা যায়, তখনই জানিবে যে গুড়াদির পাক সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইয়াছে।

অথ স্নেহাদিপাককথনং ।

স্নেহঃ কল্কো যদাঙ্গুল্যা বর্ত্তিতো বর্ত্তিবদ্ভবেৎ। বহ্নৌ ক্ষিপ্তৌ চ নো শব্দস্তদা সিদ্ধং বিনির্দ্দিশেৎ ॥

যে প্রকারে স্নেহাদি পাক করিতে হয়, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে।—স্নেহের কল্ক সকল অঙ্গুলীদ্বারা মর্দ্দিত করিলে যখন বর্ত্তিবৎ বোধ হইবে আর অগ্নিতে ফেলিয়া দিলে কোন প্রকার শব্দ সমুত্থিত হইবে না তখনই জানিবে যে তৈল-ঘৃতাদি স্নেহের পাক সম্যকরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।

অথ গুগ্গুলুপাককথনং ।

গুড়বদ্‌গুগ্‌গুলোঃ পাকঃ সুগন্ধস্তু বিশোধিতঃ ॥

যে প্রকারে গুগ্‌গুলু পাক করিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা বলা যাইতেছে।—যেরূপে গুড়পাক করিতে হয়, গুগ্‌গুলুও সেই নিয়মে পাক করিবে ; কেবলমাত্র বিশেষ এই যে, গুগ্‌গুলু অধিকতর সুগন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অথ চিকিৎসাধিকারঃ ।

তত্র রেচকৌষধকথনং ।

প্রয়াশো বপুষঃ শুদ্ধিং কৃত্বা দেয়ং তদৌষধং। অতঃ পূর্ব্বচিকিৎসানাং রেচকৌষধমুচ্যতে ॥

প্রায় যাবতীয় চিকিৎসাতেই প্রথমে দেহশোধন করত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, সুতরাং অগ্রে বিরেচন ঔষধ বিবৃত হইতেছে।

ইচ্ছাভেদীরসঃ ।

তুল্যং টঙ্গণপারদং সমরিচং তুল্যাংশকং গন্ধকং বিশ্বা চ দ্বিগুণাততো নবগুণং জৈপালচূর্ণং ক্ষিপেৎ। গুঞ্জৈকপ্রমিতো রসো হিমজলৈঃ সংসেবিতো রেচয়েৎ যাবন্নোষ্ণজলং পিবেদপি বরং পথ্যঞ্চ দধ্যোদনং ॥ প্রকারান্তরং। জৈপালাষ্টৌ দ্বিকো গন্ধস্ত্রি শুণ্ঠি মরিচঃ দ্বিকং। একং সূতঃ সোহগৈকা গুঞ্জামাত্রা বটীকৃতা। শূলব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ কুষ্ঠৈকাদশপিত্তজাঃ। ভগন্দরাদিহৃদ্রোগাঃ সর্ব্বে নশ্যন্তি ভক্ষণাৎ ॥

সোহাগা, পারদ, মরিচ, গন্ধক এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে এক এক ভাগ, দুইভাগ শুণ্ঠী এবং নয়ভাগ জয়পালবীজ এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া এক রতি প্রমাণে হিমজলের সহিত সেবন করিবে। ইহাকে ইচ্ছাভেদীরস কহে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা ইচ্ছানুসারে বিরেচন হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে যাবৎ উষ্ণজল পান না করিবে তাবৎ বিরেচন হইতে থাকে। এই ঔষধসেবন করিয়া বিরেচন হইলে দধিমিশ্রিত অন্ন পথ্য করিবে।

অন্যমতে ইচ্ছাভেদী রস।—আটভাগ জয়পাল বীজ, দুইভাগ গন্ধক, তিনভাগ শুণ্ঠী, দুইভাগ মরিচ, একভাগ পারদ, একভাগ সোহাগা এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া একরতি প্রমাণে বড়ী করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা বিরেচন হইয়া

দেহ বিশুদ্ধ হয় এবং শূলাদি ব্যাধি, কুষ্ঠাদি একাদশবিধ পিত্তরোগ, ভগন্দর ও হৃদ্রোগাদি যাবতীয় রোগ দূরীভূত হয়।

গদমুরারির ইচ্ছাভেদী।

রসবলিগগনার্কং শুদ্ধতালং বিষঞ্চ। ত্রিফলাত্রিকটুমেতৎ টঙ্গণং ভৃঙ্গমেভিঃ। সমমিহ জয়পালোদ্ভূতচূর্ণং বিমর্দ্দ্য। দ্বিনিশমনিশমেতদ্ ভৃঙ্গরাজোত্থবারা। ভবতি গদমুরারিঃ স্বেচ্ছয়া ভেদকোঽয়ং। হরতি সকলরোগান্ সন্নিপাতানশেষান্ ইহ হি ভবতি পথ্যং মৎস্যমাংসাদি সর্ব্বং। ঘৃতবিলুলিতমস্মিন্ ভোজনং ভূরি দেয়ং॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র হরিতাল, বিষ, ত্রিফলা, ত্রিকটু এই সমস্ত প্রত্যেকে এক একভাগ এবং সকল বস্তুর তুল্য পরিমাণে জয়পালবীজ লইয়া দুই দিন পর্য্যন্ত অনবরত ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন করিতে হইবে। ইহাকে গদমুরারি ইচ্ছাভেদীরস কহে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা ইচ্ছানুসারে বিরেচন হয় এবং সন্নিপাতাদি যাবতীয় রোগ ধ্বংস হয়। ইহা সেবন করিয়া বিরেচন হইলে মৎস্যমাংসাদি যাবতীয় দ্রব্য ঘৃত পরিপ্লুত করিয়া বহু পরিমাণে পথ্য করিতে হইবে।

রুক্মিশো রসঃ।

অভয়াচূর্ণমাদায় নূতনৈর্জ্জয়পালকৈঃ। পঞ্চমাংশেন মিলিতৈঃ স্নূহী দুগ্ধেন মর্দ্দিতাঃ। গুড়িকাস্তস্যা কর্ত্তব্যা বর্ত্তুলাশ্চণকপ্রভাঃ। একৈকাস্যাস্য টঙ্কস্য রেচনৈশ্চ রসৈস্তদা। রুক্মিশো ন চ দাহঃ স্যান্ন চ মূর্চ্ছা ভ্রমঃ ক্লমঃ। বেগতঃ সারয়েদেষা বিশেষাদামনাশিনী। নিরূহেণ তথা নৈব তথা বিন্দু-ঘৃতেন চ। ত্রিবৃত্যা ন তথা রেচ্যা যথা স্যাদ্ গুড়িকোত্তমা। অতি শুদ্ধং ভবেদ্দেহমতিপ্রবলমুত্তমং। বিষ্টম্ভে গুড়িকা দেয়া চোদরে দারুণাময়ে। অধোদেশেষু সর্ব্বেষু গুদেষু চ মহৌষধিঃ। দীয়তে ক্ষীয়তে সামঃ কামকায়বিবর্দ্ধনঃ।

উৎকৃষ্টরূপে হরীতকী চূর্ণ করিয়া ঐ হরীতকীচূর্ণের পঞ্চমাংশপরিমাণ নূতন জয়পালবীজের চূর্ণ তাহাতে মিশাইয়া সিজের দুগ্ধের সহিত উৎকৃষ্ট রূপে মর্দ্দন করিবে। পরে চণকতুল্য গোলাকার বড়ী প্রস্তুত করিয়া উহার এক একটী বড়ী সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা দাহ মূর্চ্ছাপ্রভৃতি কোনরূপ উপদ্রব না হইয়া বেগে বিরেচন হয়। ইহা দ্বারা আমদোষ সমূলে ধ্বংস হয়। এই ঔষধসেবনে যেরূপ সুখবিরেচন হয়, নিরূহণ, বিন্দুঘৃত ও তেউড়ী ইহাদিগের কিছুতেই সেরূপ হইবার সম্ভব নাই। ইহাকে রুক্মিশরস কহে। এই ঔষধ সেবনে বিরেচন হইয়া দেহ শুদ্ধ, অতুলবলবান্, অতিসুন্দর ও দৃঢ় হয় এবং রোগীর আয়ুবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিষ্টম্ভ, উদরাময়, অধোদেশগত যাবতীয় রোগ ও গুহ্যরোগাদিতে ইহা অতি মহৌষধ। এই ঔষধ প্রদান করিলে আমদোষ বিনষ্ট এবং কাম ও শরীরের কান্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ইচ্ছাভেদীগুড়িকা।

পারদং গন্ধকং কুর্য্যাৎ সৌভাগ্যং পিপ্পলীসমং। সমানি জয়পালানি ক্রিয়ন্তে রেচনায় চ। শীতেন রেচয়েৎ সম্যগুষ্ণেনৈব প্রশাম্যতি।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা ও পিপ্পলী এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ করিয়া যাবতীয় দ্রব্যের তুল্য জয়পালবীজ লইবে। সমুদয় একত্র মিশ্রিত ও চূর্ণিত করত যথাবিধি অনুপানের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতলজলপানাদি শৈত্যক্রিয়া করিবে, কিন্তু উষ্ণ আচরণ করিলে বিরেচন নিবৃত্ত হয়। ইহাকে ইচ্ছাভেদী গুড়িকা কহে॥

ইচ্ছাভেদীরসঃ।

শুণ্ঠীমরিচ সংযুক্তং রসগন্ধকটঙ্কণং। জৈপালাস্ত্রিগুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বম্বেকত্র চূর্ণয়েৎ। ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জ স্যাৎ সিতয়া সহ দাপয়েৎ। যাবন্তশ্চ ুলুকাঃ পীতাস্তাবদ্বারান্ বিরেচয়েৎ তক্রোদনং খাদিতব্যমিচ্ছাভেদী যথেচ্ছয়া॥

এক একভাগ শুণ্ঠী, মরিচ, পারদ, গন্ধক ও সোহাগা, এবং তিনভাগ জয়পালবীজ একত্র করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের দুইরতি পরিমাণে শর্করার সহিত সেবন করিলে ইচ্ছানুযায়ী বিরেচন হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া যত গণ্ডূষ জল পান করিবে, ততবার বিরেচন হয়। ইহাকে ইচ্ছাভেদীরস কহে। ইহা সেবনের পর বিরেচন হইলে ইচ্ছানুসারে ঘোলমিশ্রিত অন্ন পথ্য করিবে।

পুষ্পরেচনী গুড়িকা।

দেবদালীস্বর্ণপুষ্পং গুড়েন বটকীকৃতং। গুদমধ্যে প্রদেয়ৈষা পাতয়েচ্চ মহাগদং। অধশ্চ সামমায়াতি পুনঃ সা দীয়তে গুদে। প্রক্ষাল্য বারিণা চৈষা বারং বারং প্রযচ্ছতি। অনেন ক্রমযোগেন ম মাসং বিরেচনং। জায়তে সকলং দেহং শুদ্ধবর্ণং নিরাময়ং॥

ঘোষাফল ও সোণালু ফলের মজ্জা তুল্য পরিমাণে লইয়া দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মর্দ্দন করত দীর্ঘাকার বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটিকা গুহ্যমধ্যে প্রবেশিত করিলে উত্তমরূপ বিরেচন হইয়া নানাপ্রকার অসাধ্যরোগ দূরীভূত হয়। যদি উদরমধ্যে কোন বিরুদ্ধ ঔষধ বিন্যস্ত থাকে,তাহাও এই ঔষধ সেবন দ্বারা আমের সহিত বিরেচন হইয়া বিনিক্রান্ত হয়। ইহাতে একবার বিরেচন হইলে গুহ্যদেশ ধৌত করিয়া পুনরায় একটী বড়ী গুহ্যদেশে দিবে। এইপ্রকার পুনঃপুনঃ গুহ্যদেশ ধৌত করত বটী প্রদান করিলে আম ও মলবিরেচন হইয়া দেহ বিশুদ্ধ হয়। ইহাকে পুষ্পরেচনী গুড়িকা কহে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ।

শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধঞ্চ বিষঞ্চ জয়পালকং। কটুত্রয়ঞ্চ ত্রিফলা টঙ্গণঞ্চ সমাংশকং। অস্য মাত্রা প্রযোক্তব্যা গুঞ্জাত্রয়সমা ততঃ। সর্ব্বেষু জ্বররোগেষু সামবাতে বিশেষতঃ। ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং রসঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥ বালবৃদ্ধকৃশক্ষীণপীনসার্ত্ত-ভয়ার্দ্দিতাঃ। রুক্ষশোষতৃষাযুক্তা গর্ভিণী চ নবজ্বরী। অধো গচ্ছতি যস্যাসৃক-সূতিকাতঙ্কপীড়িতা। নৈতে বিরেকযোগ্যাঃ স্যুরন্যেষাঞ্চ বলাবলং। নবজ্বরে চ যে রোগা ভেদকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। তে তথৈব প্রযোক্তব্যা বীক্ষ্য দেহমলাদিকং॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, জয়পাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও সোহাগা এই সমস্ত বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া উৎকৃষ্টরূপে চূর্ণ করিবে। ইহার তিনরতি সেবন করিলে বিরেচন হইয়া দেহ শোধিত হয়। যাবতীয় জ্বররোগ ও আমবাতে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। ইহা দ্বারা শ্বাস কাস ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস কহে। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা স্বয়ং এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নির্ম্মাণ করিয়াছেন॥

বালক, বৃদ্ধ, কৃশ, ক্ষীণ পীনসরোগার্ত্ত, ভীত, রুক্ষ, শোষপীড়িত, তৃষ্ণাযুক্ত, গর্ভিণী ও নব জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে এবং অধোগামী রক্তপিত্ত ও সূতিকা রোগে বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিতে নাই; এতদ্ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থলেও রোগীর বলাবল পরীক্ষা করিয়া বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। নবজ্বরে দোষের পরিপাক না হইতে বিরেচন প্রদান করিতে রোগী আরোগ্য লাভ করা দূরে থাকুক, বরং মৃত্যুমুখে পড়িবার সম্ভব। অতএব সর্ব্বত্রই বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিতে হইবে॥

অথ নাড়ীবিজ্ঞানং।

সার্দ্ধত্রিকোটিনাড্যো হি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ দেহিনাং। নাভিকন্দনিবদ্ধাস্তা-

তির্য্যগূর্দ্ধমধঃস্থিতাঃ। দ্বাসপ্ততিসহস্রস্তু তাসাং স্থূলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

নাড়ীজ্ঞানই চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ সন্দেহ নাই। কারণ নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিতে না পারিলে সে ব্যক্তি কখনই চিকিৎসাবিদ্যায় যশোলাভ করিতে পারে না সুতরাং নাড়ীজ্ঞান এই স্থানেই বর্ণিত হইল।

মানবশরীরে সার্দ্ধত্রিকোটি নাড়ী বিদ্যমান আছে, উহার কতকগুলি সূক্ষ্ম ও কতকগুলি স্থূল। উহারা নাভিকন্দে নিবদ্ধ এবং ঊর্দ্ধ তির্য্যক্ ও অধো ভাবে প্রসৃত। ইহাদিগের মধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী স্থূল বলিয়া কীর্ত্তিত। ইহাদিগের মধ্যে আবার সপ্তশত নাড়ীর মধ্যস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্রদ্বারা অন্নাদিরস সর্ব্বাঙ্গে ব্যপিত হয়, তাহাতেই দেহের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে আবার চতুর্ব্বিংশতি নাড়ী স্পন্দনবিশিষ্টা, তন্মধ্যে দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ চরণস্থিত নাড়ীই পরীক্ষা করিতে হয়।

মানবগণের নাভিদেশে বক্রভাবে একটী কূর্ম্ম অবস্থান করিতেছে, তাহার মুখে পুচ্ছদেশে দুই দুইটী নাড়ী অবস্থিত, সেই নাড়ীই পরীক্ষণীয়। সেই কূর্ম্মের অবস্থিতি ভেদেই পুরুষের দক্ষিণ হস্ত এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। যাহারা নপুংসক, তাহাদিগের স্ত্রীপুরুষ বিবেচনা করিয়া সেই হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিবে। আর যাহারা কৃত্রিম নপুংসক, তাহাদিগের প্রকৃতি দর্শনে পরীক্ষা করিতে হয়।

পূর্ব্বে যে দ্বিসপ্ততিসহস্র নাড়ীর উল্লেখ করা গিয়াছে, উহাদিগকেই ধমনী কহে। ঐ সকল ধমনী দেহের অতি গভীর স্থানে সন্নিবেশিত, কেবল চতুর্ব্বিংশতিটীমাত্র চর্ম্মের নিম্নদেশেই অবস্থিত, সুতরাং সেই সেই স্থানে অঙ্গুলী প্রদান করিলেই অনায়াসে উহাদিগের স্পন্দন উপলব্ধি হয়।

হৃৎপিণ্ড হইতে শোণিতসমূহ বায়ুযোগে ধমনীর অভ্যন্তরে প্রসৃত হইলে ধমনীতে যে বেগ উপস্থিত হয়, তাহাকেই নাড়ীর গতি বলা যায়। নদীর স্রোতঃ যেমন কখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কখন বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহিগণের অন্তরঃস্থ রোগ সকলদ্বারা পিত্তাদি বিকৃত হইয়া ধমনীমধ্যগত শোণিতপ্রবাহের ন্যূনাধিক্য জন্মাইয়া থাকে।

সুস্থ অবস্থায় নাড়ীর গতি কিরূপ থাকে তাহা বুঝিতে না পারিলে এবং অগ্রে সেই বিষয়ে বিজ্ঞ না হইলে কখনও রুগ্নাবস্থায় নাড়ীর গতি অনুমান করা কঠিন, সুতরাং সুস্থাবস্থায় নাড়ী যেরূপ থাকে, অগ্রে তাহাই জানা উচিত। শাস্ত্রেও লিখিত আছে যে,—

স্পর্শনাদিভিরভ্যাসাৎ নাড়ীজ্ঞো জায়তে ভিষক্। তস্মাৎ পরামৃশেন্নাড়ীং সুস্থানামপি দেহিনাং ॥

সুস্থ অবস্থায় নাড়ী ভুলতার (কেঁচোর) গতির ন্যায় বোধ হয় এবং জড়তাহীন থাকে শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"ভুলতাগমনা প্রায়ং স্বচ্ছা স্বাস্থ্যময়ী শিরা সুস্থিতস্য স্থিরা জ্ঞেয়া তথা বলবতী মতা" ॥

প্রাতঃস্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে চোষ্ণতা ভবেৎ। সায়াহ্নে ধাবমানা চ চিরস্থা রোগবর্জ্জিতা

সুস্থ ব্যক্তির নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধময়ী মৃদুগতি, মধ্যাহ্নে উষ্ণ এবং সায়াহ্নে তীব্রগতি বোধ হইয়া থাকে। বয়সানুসারে নাড়ীর গতিরও তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতি পলে বালকের নাড়ী যে কয় বার স্পন্দিত হয়, যৌবনাবস্থায় ততবার স্পন্দিত হয় না এবং যৌবনাবস্থায় যতবার স্পন্দিত হয়, বার্দ্ধক্যে ততবারও স্পন্দিত হইতে দেখা যায় না।

নাড়ীপরীক্ষা-সমন্ধ নিরূপণং।

তৈলাভ্যঙ্গে প্রসুপ্তে চ ভোজনান্তে তথৈব চ। তদা ন জ্ঞায়তে নাড়ী যথা দুর্গতমা নদী ॥

তৈলাদি মর্দ্দন করিলে, নিদ্রিতাবস্থায় ও নিদ্রা ভঙ্গের অব্যবহিত পরে, ভোজনকালে অথবা ভোজন পরক্ষণেই নাড়ী পরীক্ষা করিবে না। ঐ সময়ে নাড়ীর গতি দুস্তর নদীর ন্যায় দুর্জ্ঞেয় হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, তৈলাদি

মর্দ্দন করিলে হস্তঘর্ষণ দ্বারা শিরাস্থিত রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠে, সুতরাং নাড়ী চপলগতিবিশিষ্ট হয়, নিদ্রিতাবস্থায় দেহে কফের আধিক্য জন্মিয়া থাকে আর কোন কোন শিরার কার্য্যও বন্ধ হয়, সুতরাং সে সময় নাড়ীর গতি কখনই সমভাবাপন্ন থাকিবার সম্ভব নাই; শয়নাবস্থায় নাড়ীর গতি যেরূপ থাকে, নিদ্রাভঙ্গে তদপেক্ষা চঞ্চল হয়, সুতরাং তৎকালেই বা কিরূপে নাড়ী পরীক্ষা হইতে পারে। যাবৎ ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক না হয়, তাবৎ দেহে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি দেখা যায়, সুতরাং তৎকালেও নাড়ী পরীক্ষা সম্ভবে না। এতদ্ব্যতীত স্নানান্তে ও পরিশ্রমের পরক্ষণেই নাড়ীপরীক্ষা করা উচিত নহে; কারণ ঐ সময়ে শোণিত উষ্ণ হওয়াতে নাড়ীর গতিও চঞ্চল হইয়া থাকে। আর চিন্তা, ভয়, হর্ষ প্রভৃতি কারণেও নাড়ীর গতি চঞ্চল হয়, এই জন্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা প্রথমতঃ রোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া নানাবিধ প্রিয়বাক্যে তাহার প্রীতি সম্পাদনপূর্ব্বক পরে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

নাড়ীপরীক্ষায়াঃ স্থানং নিয়মশ্চ।

আদৌ সর্ব্বেষু রোগেষু নাড়ীজিহ্বাগ্রসম্ভবাং। পরীক্ষাং কারয়েৎ বৈদ্যঃ পশ্চাদ্রোগং চিকিৎসয়েৎ॥ করস্যাঙ্গুষ্ঠমূলে যা ধমনী জীবসাক্ষিণী। তচ্চেষ্টয়া সুখং দুঃখং জ্ঞেয়ং কায়স্য পণ্ডিতৈঃ॥ সব্যেন সা বিধৃতকূর্পরভাগভাজাপীড্যাথ দক্ষিণকরাঙ্গুলিত্রয়েণ। অঙ্গুষ্ঠমূলমণিপশ্চিমভাগমধ্যে নাড়ী প্রভঞ্জনগতিং সততং পরীক্ষ্য॥

যে কোন রোগ হউক না কেন, চিকিৎসক অগ্রে নাড়ী ও জিহ্বাদি পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলে যে ধমনী অবস্থিত, উহা জীবসাক্ষিণী বলিয়া কথিত, উহার গতিদ্বারাই স্বাস্থ্য পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। কেবল অঙ্গুষ্ঠমূলের ধমনী দ্বারাই নাড়ী পরীক্ষিত হয়, এমত নহে, দেহের যে যে স্থানের ধমনী গভীর স্থানে সন্নিবিষ্ট নহে, সেই সেই স্থানের নাড়ী দ্বারাও স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। পাদগ্রন্থির নীচে ও গলদেশাদি ধমনীর গতিদ্বারাও দেহের অবস্থা জানা যায়।

চিকিৎসক নাড়ী দেখিবার সময় স্বীয় বামহস্তদ্বারা রোগীর যে হস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইবে, সেই হস্তের কনুয়ের নাড়ী পীড়ন পূর্ব্বক স্বীয় বামহস্তের সহিত রোগীর কনুই রাখিয়া আপনার দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলীত্রয়দ্বারা রোগীর মণিবন্ধের নাড়ীর গতি স্থির করিবেন।

বাতপিত্তাদিদোষতো নাড়ীগতিঃ।

নাড়ী ধত্তে মরুৎকোপে জলৌকাসর্পয়োর্গতিং। কুলিঙ্গকাকমণ্ডূকগতিং পিত্ত প্রকোপতঃ॥ হংস পারাবতগতিং ধত্তে শ্লেষ্মাপ্রকোপতঃ। লাবতিত্তিরিতুল্যঞ্চ গমনং সন্নিপাততঃ॥ কদাচিন্মন্দগমনা কদাচিৎ বেগগামিনী। ত্রিদোষকোপতো নাড়ী বিজ্ঞেয়া সা ভিষগ্বরৈঃ॥

বায়ুপ্রকোপে নাড়ীর গতি জলৌকা (জোঁক) ও সর্পের ন্যায় বক্র হয়, অর্থাৎ একবার এদিক্ একবার ওদিক্ এইরূপ বক্রভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে, বিশেষতঃ বাতরোগে নাড়ীর গতি অতীব বিচিত্র দেখা যায়, কখন বীর্য্যবান্ পুরুষের ন্যায় চঞ্চল, কখন বা হীনবলের ন্যায় মন্দগতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিত্তপ্রকোপে নাড়ীর গতি কুলিঙ্গ, কাক, মণ্ডূক, (ভেক) প্রভৃতির ন্যায় হইয়া থাকে। অর্থাৎ পিত্তপ্রকোপে নাড়ী বেগে স্পন্দিত হইয়া থাকে। কফপ্রকোপে নাড়ীর গতি হংস ও পারাবত পক্ষীর ন্যায় এবং সন্নিপাতে লাব ও তিত্তিরিপ্রভৃতি পক্ষীর ন্যায় হয়। ত্রিদোষপ্রকোপে নাড়ী কখন মন্দগতি, কখন বা বেগগামিনী হইয়া থাকে।

রোগবিশেষে চ দ্রব্যাদি সেবনে নাড়ীনাং গতি নির্ণয়ং।

জ্বরপ্রকোপে ধমনী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ। জ্বরে চ বক্রং ধাবন্তী তথা চ মারুতপ্লবে। সৌম্যা সূক্ষ্মা স্থিরা মন্দা নাড়ীসহজবাতজা। স্থূলা চ কঠিনা শীঘ্রা স্পন্দতে তীব্রমারুতে। দ্রুতা চ সরলা দীর্ঘা শীঘ্রা পিত্তজ্বরে ভবেৎ। নাড়ী তন্তুসমা মন্দা শীতলা শ্লেষ্মকোপতঃ। চঞ্চলা তরলা স্থূলা কঠিনা বাতপিত্তজা। ঈষচ্চ দৃশ্যতে তৃষ্ণা মন্দা স্যাৎ শ্লেষ্মবাতজা। নিরন্তরং খরং রুক্ষং মন্দশ্লেষ্মা তু বাতলং রুক্ষবাতে ভবেত্তস্য নাড়ীচ পিত্ত সন্নিভা। সূক্ষ্মা শীতা স্থিরা নাড়ী পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবা॥

জরপ্রকোপে ধমনী উষ্ণ ও বেগবতী হয়। বায়ুজন্য জ্বরে নাড়ী বক্রগতি, সহজবাতলা নাড়ী সৌম্য, সূক্ষ্ম, স্থির, মন্দগতি ও তীব্রবাতলা নাড়ী স্থূল, কঠিন ও দ্রুতগতি হইয়া থাকে। পিত্তজ্বরে নাড়ী দ্রুতগতিবিশিষ্ট; সরল গতিযুক্ত ও বেগবতী হয়। শ্লেষ্মপ্রকোপজন্য জ্বরে তন্তু সমান সূক্ষ্মরূপা, মৃদুগতি ও শীতল হইয়া থাকে। বাতপিত্তজনিত জ্বরে নাড়ী চঞ্চল, দোলায়মান, স্থূল ও কঠিন হয়। বাতশ্লেষ্ম জ্বরে বাতের অধিক প্রকোপ থাকিলে বেগবাহী ও কর্কশস্পর্শা হয়, শ্লেষ্মরহিত বাতে মহারুক্ষা ও পিত্তসন্নিভা হইয়া থাকে এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে নাড়ী সূক্ষ্ম শীতল ও স্থির অর্থাৎ বেগবতী অথচ শিথিলস্পন্দ হইয়া থাকে।

জ্বরে চ রমণে নাড়ী ক্ষীণাঙ্গা মন্দগামিনী। জ্বরে কামার্ত্তরূপেণ ভবান্তি বিকলাঃ শিরাঃ॥

জরাবস্থায় স্ত্রীসহবাস করিলে নাড়ী ক্ষীণ ও মৃদুগতি হয় এবং যে ব্যক্তি জ্বরাবস্থায় কামশরে জর্জ্জরিত হয়, তাহার নাড়ী বিকল ও চঞ্চল হইয়া থাকে।

উদ্বেগক্রোধকামেষু ভয়চিন্তাশ্রমেষু চ। ভাবক্ষীণগতির্নাড়ী জ্ঞাতব্যা চ ভিষগ্বরৈঃ॥

সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উদ্বেগ, ক্রোধ, কাম, ভয়, চিন্তা, শ্রম এই সকল কারণে জ্বর হইলে, নাড়ী প্রকৃত অবস্থা হইতে ক্ষীণগতি হইয়া থাকে।

অম্লাদনাদসুস্থত্বে ভবন্তি তাপিতাঃ শিরাঃ। কাঞ্জিকয়া জ্বরাক্রান্তে জায়তে মন্তরা গতিঃ। উষ্ণা বিষমবেগা চ জ্বরে চ দধিভোজিনাং॥

অম্লভোজন হইতে জ্বর উৎপন্ন হইলে শিরাসমূহ সন্তাপিত হয় কাঞ্জিক (আমানি) ভক্ষণ করিয়া জ্বর হইলে নাড়ীর গতি মন্থরা হইয়া থাকে এবং জ্বরাবস্থায় দধি ভোজন করিলে নাড়ী উষ্ণ ও বেগবতী হইয়া থাকে।

বিসূচিকাভিভূতে চ ভবন্তি ভেকবৎ ক্রমাঃ। বিসূচ্যাং দৃশ্যতে নৈব নৈব স্থানং বিমুঞ্চতি॥

বিসূচী রোগে অভিভূত হইলে নাড়ী ভেকের ন্যায় গতিবিশিষ্ট হয়। এই রোগে কখন বা নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়, কখন বা অনুভূত হয় না।

অজীর্ণে তু ভবেৎ নাড়ী কঠিনা পরিতোজড়া। প্রসন্না চ দ্রুতা শুদ্ধা ত্বরিতা চ প্রবর্ত্ততে॥

অজীর্ণরোগ হইলে নাড়ীর কোমলত্ব থাকে না, জড়প্রায় হয় এবং কোন কোন সময় উহার গতি স্থির, কখন কখন বা দ্রুতগতি ও কোন কোন সময় দোষরহিতও দৃষ্ট হয়।

পাদে চ হংসসদৃশী করে মণ্ডূকসংপ্লবা। তস্যাগ্নের্মন্দতা দেহে উদরে গ্রহণী যদা॥

গ্রহণীরোগ জন্মিলে পাদস্থিত নাড়ীর গতি হংসের ন্যায় মন্দ মন্দ এবং করস্থ নাড়ীর গতি ভেকগতির ন্যায় হয়। ঐ রোগীর অগ্নিমান্দ্য জন্মে।

আনাহে মূত্রকৃচ্ছে চ ভবেন্নাড়ী গরীয়সী। প্রমেহে গ্রন্থিরূপা স সূতপ্তা ত্বামদূষণে ॥

আনাহরোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মিলে নাড়ীর গতি গুরু এবং প্রমেহ রোগ হইলে গ্রন্থিবিশিষ্টার ন্যায় বোধ হয়, ঐ প্রমেহরোগে আমদোষ- সংমিশ্রিত থাকিলে নাড়ী কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া থাকে।

বাতেন শূলেন মরুৎপ্লবেন সদাতিবক্রা হি শিরা বহন্তী। জ্বালাময়ী পিত্তবিচেষ্টিতেন সাধ্মানশূলেন চ পুষ্টিরূপা ॥

বাতজনিত শূলরোগে বায়ুগতির প্রবলতা থাকাতে নাড়ীর গতি সর্ব্বদা বক্রগামিনী হয়, পিত্তজনিত শূলে নাড়ী জ্বালাময়ী এবং আধ্মানবান্ শূলে নাড়ীর গতিতে পুষ্টি অনুভূত হইয়া থাকে।

গুল্মরোগে নাড়ীর গতি চঞ্চল হয়, অপক্ক ব্রণরোগে লাবুকাদি পক্ষীর ন্যায় গতি হয় এবং পক্কাবস্থায় নাড়ীর গতি সর্পগতির ন্যায় হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগে নাড়ী সূক্ষ্ম ও দ্রুতগতি হয় অর্শরোগে নাড়ী তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম, বক্র ও দ্রুতগামী হয়; যাবতীয় মূর্চ্ছারোগে নাড়ী সূক্ষ্ম হয় এবং বায়ুর প্রাধান্য বশত তদনুরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কাসরোগে নাড়ী চঞ্চল ও ক্ষীণ, হিক্কারোগে দ্রুতগতি ও কম্পনশীল, অতীসারে অত্যন্ত মৃদু ও শীতল, ক্রিমিরোগে ক্ষীণ ও জড়তাপন্ন, রক্তপিত্তে দ্রুতগতি ও কঠিন, ক্ষয় বা যক্ষ্মারোগে তন্তুবৎ সূক্ষ্ম ও মৃদু, স্বরভঙ্গে অতি মৃদু ও নিম্নগত, কামলায় তীব্রগতি এবং বিলম্বিকারোগে ক্ষীণ ও স্তব্ধ হইয়া থাকে। হলীমক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষা করিলে বোধ হয় যেন, উহা প্রকৃতস্থান হইতে সরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, ঐরূপ উরক্ষতে নাড়ীর ঊর্দ্ধদেশে স্পন্দন অনুভূত হয়।

মূলবিষ ভক্ষণ করিলে নাড়ী ক্ষীণ, মন্দগতি ও বিষম ভাবাপন্ন হয় এবং সময়ে সময়ে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। অহিফেন প্রভৃতি সেবন করিলে নাড়ী স্থূল, মৃদুগতি ও কোমল হয়; অতিরিক্ত সেঁকোবিষ সেবন করিলে নাড়ী দ্রুতগতি, ক্ষীণ এবং কখন বা বিলুপ্ত প্রায় হয়, কখন বা পুনরদ্ভূত হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে কুঁচিলা ভক্ষণ করিলে নাড়ীর গতি ও মন্দ হইয়া থাকে। অতিরিক্ত মদ্যপান করিলেও অহিফেনসেবীর ন্যায় নাড়ীর গতি হয়, কিন্তু উহার কোমলত্ব থাকে না।

বিষাদি ভক্ষণ করিলে নাড়ীর গতি যেরূপ হয়, কোন কোন রোগেও ঐরূপ হইয়া থাকে, সুতরাং কেবল নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা বিষভোজীদিগের রোগ নির্ণয় করা কঠিন, অতএব তাহাদিগের বাহ্যিক লক্ষণদ্বারা অনুভব করিতে হয়।

নাড়ী পরীক্ষায় যে যে রোগের নামোল্লেখ নাই, বৈদ্যগণ বায়ুপিত্তাদি দোষের প্রাবল্য দেখিয়া নাড়ীতেও সেই সেই দোষের লক্ষণ অনুভব করিবেন।

মলমূত্রাদির বেগরোধ করিলে, তৎপরে, ছর্দ্দি (বমি) করিবার পর এবং শল্যাদি দ্বারা অভিহত হইলে নাড়ী হস্তী ও হংসগতির ন্যায় মন্দগতিবিশিষ্টা হইয়া থাকে।

কামাচ্চ ক্রোধাৎ বেগবতী ক্ষীণা চিন্তাভয়াপ্লুতা। মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণধাতোশ্চ নাড়ী মন্দবহা ভবেৎ ॥

কাম, ক্রোধ, চিন্তা ও ভয় উপস্থিত হইলে নাড়ী ক্ষীণ অথচ বেগবতী হইয়া থাকে। ক্ষীণ ধাতু ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির নাড়ী মন্দ মন্দ গতি বিধান করে।

লঘ্বী বহতি দীপ্তাগ্নেস্তথা বলবতী মতা। চপলা ক্ষুধিতস্যাসৌ তৃপ্তস্য বহতি স্থিরা। সুস্থিতস্য স্থিরা জ্ঞেয়া তথা বলবতী মতা ॥

দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির নাড়ী পরিপুষ্টা হয় না, উহা নির্ম্মল ও বেগবতী থাকে। ক্ষুধিত ব্যক্তির নাড়ী, এবং ভোজনতৃপ্ত ও স্থিরচিত্ত ব্যক্তির নাড়ী স্থির ও বলবতী হয়।

উপবাসাৎ ভবেৎ ক্ষীণা নাড়ী চ দ্রুতবাহিনী। সম্ভোগাচ্চ ভবেৎ ক্ষীণা জ্ঞেয়া দ্রুতগতিস্তথা ॥

উপবাস করিলে এবং স্ত্রীসম্ভোগ করিলে নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুতবাহিনী হইয়া থাকে।

অম্লৈশ্চ মধুরৈশ্চৈব নাড়ী মন্দতরা ভবেৎ। চিপিটকৈঃ ভৃষ্টৈঃ স্থিরা মন্দবহা ভবেৎ। কুষ্মাণ্ডৈর্মূলজৈশ্চৈব নাড়ী মন্দগতির্ভবেৎ। শাকৈঃ কদলকৈশ্চাপি গুরুঃ স্নিগ্ধা চ নাড়িকা ॥

শাক ও কদলী ভক্ষণ করিলে নাড়ীর গতি গুরু ও স্নিগ্ধ, কুষ্মাণ্ড, মূলজ দ্রব্য, অম্ল ও মধুর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে মন্দা এবং চিপিটক ও ভৃষ্ট-দ্রব্য (ভাজাদ্রব্য) ভক্ষণ করিলে নাড়ীর গতি স্থির ও মৃদু হইয়া থাকে।

মাংসৈঃ স্থিরবহা নাড়ী দুঃখৈঃ শীতা বলীয়সী। গুড়ৈঃ ক্ষীরৈশ্চ পীতৈশ্চ স্থিরা মন্দবহা ভবেৎ ॥

মাংসভোজন করিলে নাড়ী স্থির, গুড় ও ক্ষীরভোজন করিলে স্থির ও মন্দবাহী এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে শীতল ও বলবতী হইয়া থাকে।

সাধ্য অসাধ্য কথন।

যদা যৎ ধাতুমাপ্নোতি তদা নাড়ী তথাগতিঃ। তদা হি সুখসাধ্যত্বং নাড়ীজ্ঞানেন বুধ্যতে ॥

যে সময়ে নাড়ী যে ধাতুগত হয়, সেই সময়ে নাড়ী সেই গতি ধারণ করিয়া থাকে; অতএব উহা সুখসাধ্য, ইহার অন্যথা হইলেই অসাধ্য জানিবে।

ভারপ্রবাহমূর্চ্ছাভয়শোকপ্রমুখ কারণান্নাড়ী। সংমূর্চ্ছিতাপি গাঢ়ং পুনরপি সা জীবিতং ধত্তে ॥

ভয়, শোক, ভারবহন, আত্মীয়াদির মরণ অথবা বিষভক্ষণ জনিত মূর্চ্ছাতে নাড়ী স্পন্দন-রহিত হইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে মরণের আশঙ্কা থাকে না, ঐ নাড়ী কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় স্পন্দিতা হয়।

অজীর্ণে বাতরোগে চ ব্যায়ামে মৈথুনশ্রমে। তপ্তাঙ্গে চাপমাক্রান্তে নাড়ীব্যক্তা মৃত্যুকৃৎ ॥

অজীর্ণরোগে, বায়ুরোগে, ব্যায়ামান্তে, স্ত্রী-সম্ভোগের পর, রৌদ্র বা অগ্নিতাপে সন্তপ্ত হইলে ও জলমধ্য হইতে উত্থিত হইলে নাড়ী অব্যক্ত থাকে, কিন্তু তাহাতে প্রাণহানির আশঙ্কা নাই।

তথা ভূতাভিষঙ্গে চ ত্রিদোষবদুপস্থিতা। সমং যা বহতে নাড়ী তথা চ ন ক্রমং গতা ॥

ভূতাভিষঙ্গে (অর্থাৎ ভূতে বা পিশাচাদি দ্বারা আক্রান্ত হইলে) নাড়ী ত্রিদোষজনিতের ন্যায় হয়, কিন্তু ত্রিদোষে যেরূপ বায়ুপিত্তাদি স্বভাবাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বিপদগামী হয়, ইহাতে তাহা হয় না সুতরাং ইহাও সুসাধ্য।

পতিতঃ সন্ধিতো ভেদী নষ্টশুক্রশ্চ যঃ পুমান্। শামাতি বিস্ময়স্তস্য ন কিঞ্চিৎ মৃত্যুকারণং ॥

উচ্চস্থান হইতে পতন, ভগ্ন অস্থিসন্ধান, অতীসার, শুক্রক্ষয়, বিস্ময় ইত্যাদি কারণে নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও মৃত্যুর কারণ বলা যায় না।

বালানামপি মূঢ়ানাং মূঢ়ানামপি দেহিনাং। উন্মত্তানামভিন্যাসবিমূঢ়মনসামপি। ব্যস্তং সমস্তং দ্বন্দ্বঞ্চ দোষরূপবিশেষতঃ ॥

বালক, উন্মত্ত ও শাপাদি দ্বারা বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের নাড়ীর গতি দর্শনে মৃত্যুলক্ষণ বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক উহা মারাত্মক নহে।

স্থিত্বা স্থিত্বা চলতি যা বা স্মৃতা প্রাণনাশিনী। অতি ক্ষীতা শীতলা চ জীবিতং হন্ত্যসংশতঃ। ক্রমেণ ত্যজতি স্থানং যা নাড়ী সাপি মৃত্যবে ॥

যে নাড়ী অতি স্ফীত ও শীতল এবং যে নাড়ী থামিয়া থামিয়া স্পন্দিত হয়, অর্থাৎ একবার লোপ পায়, আবার অনুভূত হয়, আর যে নাড়ী ক্রমে স্থানত্যাগ করে, অর্থাৎ একবার লোপ পাইয়া পুনরায় অঙ্গুলিস্পর্শ করে, ক্ষণপরে উহা অঙ্গুলিমূলে অনুভূত হয়, তাদৃশ নাড়ী মৃত্যুর কারণ।

অঙ্গুষ্ঠমূলতো বাহে হ্যঙ্গুলে যদি নাড়িকা। প্রহরৈকাৎ বহির্মৃত্যুর্জ্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

যদি নাড়ী অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে এক অঙ্গুল বাহিরে সরিয়া যায়, তাহা হইলে সেই রোগী এক প্রহরের মধ্যে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

দ্ব্যঙ্গুলাৎ বাহ্যতো বাপি মধ্যে রেখা-বহির্যদা। সার্দ্ধপ্রহরতো মৃত্যুরবস্থং জায়তে নৃণাং ॥

যাহার নাড়ী দ্বি অঙ্গুল বাহিরে সরিয়া যায়, সে দেড় প্রহরের মধ্যে কবলগ্রাসে পতিত হয়।

সর্ব্বাঙ্গুলিব্যাপিকা তু যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা। চতুর্ভিঃ প্রহরৈর্মৃত্যুর্নাস্তি তস্য তু সংশয়ঃ ॥

যদি নাড়ী সর্ব্বাঙ্গুলী ব্যাপিয়া নিস্পন্দ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চারি প্রহরেরর মধ্যে মৃত্যু হইবে।

সদা চাঙ্গুলতো নাড়ী যদি তিষ্ঠত নিশ্চলা। প্রহরৈঃ পঞ্চভিশ্চৈব মরণং তস্য নির্দ্দিশেৎ ॥

যদি নাড়ী এক অঙ্গুলি নিম্নগত হইয়া নিস্পন্দ-ভাবে থাকে, তাহা হইলে পঞ্চ প্রহর অন্তে রোগীর মৃত্যু হয়।

সপাদাঙ্গুলতো নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা। প্রহরৈঃ প্রহরৈর্মৃত্যুর্জ্ঞেয়-স্তস্য বিচক্ষণৈঃ ॥

যাহার নাড়ী সপাদাঙ্গুলি (সওয়া অঙ্গুলি) নিম্নগত হইয়া নিস্পন্দ থাকে, বিচক্ষণ চিকিৎসক-গণ ছয় প্রহরান্তে তাহার মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্ব্যঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী বক্রতা যদি বা ভবেৎ। মরণং তস্য জানীয়াৎ দপ্তভিঃ প্রহরৈর্বুধঃ ॥

নাড়ী দুই অঙ্গুল অভ্যন্তরগত হইয়া বক্রভাবা-পন্ন হইলে সাত প্রহর অন্তে সেই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

অঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী মন্দা মন্দা যদা ভবেৎ। অষ্টভিঃ প্রহরৈর্মৃত্যুর্নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥

নাড়ী এক অঙ্গুলি অভ্যন্তরে মন্দ মন্দ গতি হইলে সেই রোগী অষ্ট প্রহরান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী যদি তিষ্ঠতি শীতলা। প্রহরৈর্নবভিস্তস্য মরণং নিশ্চিতং ভবেৎ ॥

নাড়ী একাঙ্গুলি অভ্যন্তরগত হইয়া শীতল হইলে নিশ্চয়ই নবম প্রহরান্তে মৃত্যু হয়।

পাদেনাঙ্গুলীমধ্যে তু নাড়ী তিষ্ঠতি চঞ্চলা। প্রহরৈর্দশভির্জ্জ্ঞেয়ো মৃত্যুস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥

সওয়া অঙ্গুলি মধ্যে নাড়ী নিম্ন হইয়া চঞ্চল গতি হইলে দশ প্রহর মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

পাদেনাঙ্গুলীমধ্যে তু নাড়ী সোষ্ণাভি-জায়তে। প্রহরৈ রুদ্রসংখ্যৈশ্চ মৃত্যুস্তস্য বিনির্দ্দেশেৎ ॥

নাড়ী সওয়া অঙ্গুলী মধ্যগত হইয়া উষ্ণভাবা-পন্ন হইলে একাদশ প্রহরান্তে সেই রোগীর মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট আছে।

পাদোনাঙ্গুলীমধ্যে তু নাড়ী শীততরা ভবেৎ। দ্বাদশপ্রহরৈর্মৃত্যুস্তস্য জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ ॥

সপাদ একাঙ্গুলি মধ্যে নিম্নগা নাড়ী শীততরা হইলে ত্রয়োদশ প্রহরের মধ্যে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়।

অর্দ্ধাঙ্গুলীগতা নাড়ী শীতলা যদি তিষ্ঠতি। ত্রিপূর্ব্বদশভির্যামৈর্ম্মরণং জায়তে ধ্রুবম্ ॥

যদি নাড়ী অর্দ্ধাঙ্গুলী অভ্যন্তরগতা হইয়া শীতল হয়, তাহা হইলে ত্রয়োদশ প্রহরের মধ্যে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে।

অর্দ্ধাঙ্গুলীগতা নাড়ী সোষ্ণা বেগবতী

ভবেৎ। প্রহরৈর্ব্বেদচন্দ্রৈশ্চ মৃত্যুর্জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ॥

যাহার নাড়ী অর্দ্ধাঙ্গুলী অভ্যন্তরগত হইয়া উষ্ণ ও বেগবতী থাকে, সে চতুর্দ্দশ প্রহর মধ্যে কালভবনে গমন করে।

অর্দ্ধাঙ্গুলীগতা নাড়ী চঞ্চলা যদি তিষ্ঠতি। প্রহরৈস্তিথিসংখ্যৈশ্চ মরণং নির্দ্দিশেৎ বুধঃ॥

যাহার নাড়ী অর্দ্ধাঙ্গুলী অভ্যন্তরগত হইয়া চঞ্চলগতি হয়, পঞ্চদশ প্রহরের মধ্যে তাহার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট আছে।

পাদাঙ্গুলীগতা নাড়ী সহসা যদি তিষ্ঠতি ষোড়শপ্রহরৈস্তস্য পঞ্চত্বং নির্দ্দিশেৎ বুধঃ॥

যদি সহসা নাড়ী সপদাঙ্গুলী মধ্যগতা হইয়া নিশ্চল হয়, তাহা হইলে সেই রোগী ষোড়শ প্রহর মধ্যে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।

স্থিরা নাড়ী মুখে যস্য স্ফুরদ্বিদ্যুদিবেক্ষতে। দিনৈকং জীবিতং তস্য দ্বিতীয়ে ম্রিয়তে ধ্রুবং॥

অগ্রভাগে যাহার নাড়ী বিদ্যুতের ন্যায় থামিয়া থামিয়া অনুভূত হয়, একদিন মাত্র তাহার পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে, দ্বিতীয় দিবসে নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হইবে।

জহাতি যস্য স্বস্থানং যবার্দ্ধমপি নাড়িকা। ন স জীবিত মাপ্নোতি ত্রিদিনাভ্যন্তরে মৃতিং॥

যাহার হস্তস্থিত নাড়ী যবার্দ্ধ পরিমাণেও স্বস্থান ভ্রষ্ট হয়, সে তিনদিন মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

পাদাঙ্গুলীগতা নাড়ী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ। চতুর্ভির্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়॥

যাহার নাড়ী সপাদ একাঙ্গুলী পরিমাণে অভ্যন্তরগত হইয়া উষ্ণ ও বেগবতী হয়, সে নিঃসন্দেহ চারি দিবসে প্রাণত্যাগ করে।

তির্য্যগ্ যবপ্রমাণেন যা মুঞ্চতি নিজাস্পদঃ। পঞ্চাহাভ্যন্তবিনং মৃত্যুং পাদনাড়ী বিনির্দ্দিশেৎ॥

যাহার পাদস্থিতা নাড়ী যব পরিমাণেও বক্রভাবে নিজস্থান পরিত্যাগ করে, সে পঞ্চ দিবসের পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মন্দং মন্দং কুটিলকুটিলং স্পন্দতে যস্য নাড়ী। তস্যাবশ্যং ভবতি মরণং পঞ্চ সপ্তাহতো বা॥

যাহার নাড়ী মন্দ মন্দ ও অতি কুটিলভাবে স্পন্দিত হয়, সে পাঁচ বা সাতদিন পরে প্রাণত্যাগ করে।

ক্ষণাদ্গচ্ছতি বেগেন শান্ততাং লভতে ক্ষণাৎ। সপ্তাহাৎ মরণং তস্য যদ্যঙ্গো শোথবর্জ্জিতং॥

যাহার নাড়ী ক্ষণকাল বেগে গমন করে, আবার ক্ষণকাল শান্তগতি আশ্রয় করে, যদি সেই রোগীর অঙ্গে শোথ না থাকে, তাহা হইলে সে সপ্তাহ পরে অষ্টম দিবসে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

ভূলতাভুজগাকারা নাড়ী দেহস্য সংক্রমাৎ। বিশীর্ণে ক্ষীণতাং যাতি মাসান্তে মরণং ধ্রুবং॥

রোগীর ক্ষীণাবস্থায় নাড়ী সূক্ষ্ম এবং ভূলতা (কেঁচো) ও ভুজঙ্গের ন্যায় বক্রগতি হইয়া শরীরের সঙ্গে ক্ষীণ হইলে সেই ব্যক্তি মাসান্তে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে।

এবং সূক্ষ্মাদিভেদেন নাড়ী জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ। স্বর্গেপি দুর্লভা বিদ্যা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ॥

বিচক্ষণ বৈদ্যগণ এইরূপে সূক্ষ্মাদিভেদে নাড়ীর গতি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবেন। এই বিদ্যা স্বর্গেও সুদুর্লভ, সুতরাং ইহা সর্ব্বপ্রযত্নে গোপনীয়।

জিহ্বা ও নেত্র পরীক্ষা।

বায়ুজনিত রোগজন্মিলে রোগীর জিহ্বা শোণিত বর্ণ ও কণ্টকাবৃত, পিত্তজনিত রোগে পীতবর্ণ, কফজনিত রোগে শুক্লবর্ণ ও জড়িত এবং ত্রিদোষজনিত রোগে জিহ্বা নীলবর্ণ ও গোরসনার ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ হয়, কোন কোন রোগীর জিহ্বা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেও দেখা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পিত্তপ্রকোপিত রোগে জিহ্বায় ক্ষত হইতেও দেখা যায়।

সাধারণতঃ পিত্তজনিত রোগে নেত্র পীতবর্ণ, বায়ুজনিত রোগে অরুণবর্ণ অথবা শ্বেতমিশ্রিত অরুণবর্ণ, কফজনিত রোগে শুক্লবর্ণ এবং ত্রিদোষজনিত রোগে নীলাভাযুক্ত শ্বেত অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক রোগে নয়ন ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও নিমেষরহিতপ্রায়ও দেখা যায়।

অথ জ্বরচিকিৎসা।

তত্র জ্বরস্য প্রাধান্যকথনং।

রোগাণানখিলানাঞ্চ জ্বরো হি প্রথমো মতঃ। প্রাধান্যন্তু জ্বরস্যৈব তস্মাদাদৌ হি কথ্যতে ॥

যাবতীয় রোগের মধ্যে জ্বরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই হেতু সর্ব্বাগ্রে জ্বরচিকিৎসা কথিত হইতেছে।

অথ জ্বরস্য প্রাগুৎপত্তিঃ।

দক্ষাপমানসংক্রুদ্ধ-রুদ্রনিশ্বাসসম্ভবঃ। জ্বরোঽষ্টধা পৃথগ্দ্বন্দ্ব-সংঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ ॥

পূর্ব্বকালে দক্ষ প্রজাপতি দেবদেব মহাদেবের অপমান করিয়াছিলেন। মহাদেব সেই অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। সেই নিশ্বাসের উত্তাপেই প্রথমে জ্বরের জন্ম হয়। তদনন্তর ঐ জ্বর মানব দেহে দোষ সহকারে মিলিত হইয়া অষ্টবিধ রূপে বিভক্ত হইয়াছে; যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুক।

অথ জ্বরস্য সম্প্রাপ্তিঃ।

মিথ্যাহারবিহারস্য দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ। বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যুরসানুগাঃ ॥

যে কারণে দেহে জ্বরের আবির্ভাব হয়, তাহা কথিত হইতেছে।—অন্যায় আহার ও অন্যায়রূপে বিহার করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী আমাশয়কে আশ্রয় পূর্ব্বক দেহস্থ রসের সহিত একত্রিত হইয়া জঠরানলকে বহির্ভাগে নিক্ষেপ করত জ্বরের উৎপত্তি করিয়া দেয়।

অথ জ্বরস্য সামান্যলক্ষণং।

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণং তথা। যুগপদ্যত্র রোগে চ স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে ॥

যে রোগে স্বেদরোধ, মন্দাগ্নি, গাত্রতাপ এবং সর্ব্বাঙ্গে বেদনা এই সকল লক্ষণ যুগপৎ সমুপস্থিত হয়, তাহাকে জ্বর কহে।

অথ জ্বরস্য সামান্যরূপঃ।

শ্রমোঽরতির্বিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ। ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপাদিষু জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দো গুরুতা রোমহর্ষোঽরুচিস্তমং। অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবত্যুৎপৎস্যতি জ্বরে ॥

পরিশ্রম না করিয়াও পরিশ্রম বোধ, সকল কর্ম্মেই অনিচ্ছা, দেহের বিবর্ণত্ব, মুখের বিরস, নেত্রে জলপূর্ণতা, শীত বায়ু ও সূর্য্যকিরণাদিতে অভিলাষ ও দ্বেষ অর্থাৎ কোন সময়ে শীত, কোন সময়ে বায়ু সেবন ও কোন সময়ে বা সূর্য্যকিরণাদি সেবনে অভিলাষ জন্মে; কিন্তু কিছুতেই সন্তোষ বোধ হয় না। জৃম্ভণ, গাত্রবেদনা, দেহের গুরুত্ব, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার দর্শন, বিমর্ষত্ব, শীত, জ্বরের পূর্ব্বে এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়।

অথ জ্বরস্য বিশিষ্টপূর্ব্বাবস্থা

সামান্যতো বিশেষেণ জৃম্ভাত্যর্থং

সমীরণাৎ। পিত্তান্নয়নয়োর্দ্দাহঃ কফান্নারুচির্ভবেৎ। রূপৈরন্যতরাভ্যাস্তু সংসৃষ্টৈর্দ্বন্দ্বজং বিদুঃ। সর্ব্বেষাং সমলিঙ্গঞ্চ সর্ব্বদোষ প্রকোপজে॥

বাতিক জ্বর হইবার অগ্রে অত্যন্ত হাই উঠিতে থাকে, পিত্তজ্বর হইবার অগ্রে নেত্র জ্বালা হয়, শ্লৈষ্মিক জ্বর হইবার পূর্ব্বে আহারে অরুচি জন্মে, বাতপৈত্তিক জ্বর হইবার পূর্ব্বে জৃম্ভণ ও চক্ষুজ্বালা হয়, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর হইবার পূর্ব্বে হাই উঠে ও অরুচি জন্মে, পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর হইবার পূর্ব্বে নেত্রদাহ ও অরুচি হয় এবং সান্নিপাতিক জ্বর হইবার পূর্ব্বে জৃম্ভণ, নেত্রজ্বালা ও অরুচি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অথ বাতজ্বরলক্ষণং।

বেপথুর্ব্বিষমো বেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠপরিশোষণং। নিদ্রানাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষমেব চ। শিরোহৃদ্গাত্ররুগ্ বক্ত্রবৈরস্যং গাঢ়বিট্‌কতা। শূলাধ্মানে জৃম্ভণঞ্চ ভবত্যনিলজে জ্বরে॥

গাত্রকম্প, জ্বরবেগের বৈষম্য, কণ্ঠশোষ ওষ্ঠশোষ, নিদ্রা নাশ, হাঁচি না হওয়া, শরীরের রৌক্ষভাব, শিরোবেদনা, কর্ণবেদনা, শরীরবেদনা মুখের বৈরস্য, মলের কাঠিন্য, উদরদেশে শূলবৎ বেদনা ও আধ্মান, হাই, বাতজ্বরে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

অথ পিত্তজ্বরস্য লক্ষণং।

বেগস্তীক্ষ্ণোঽতীসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ। কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে। প্রলাপো বক্ত্রকটুতা মূর্চ্ছাদাহো মদস্তৃষা। পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রম এব চ॥

অত্যন্ত জ্বরবেগ, তরল মলত্যাগ, নিদ্রার অল্পতা, বমন, কণ্ঠপাক, ওষ্ঠপাক, মুখপাক, নাসাপাক, ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখের কটুত্ব, মূর্চ্ছা, দাহ মত্ততা, তৃষ্ণা, মলমূত্র ও চক্ষুর পীতবর্ণতা, ভ্রম, এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

অথ শ্লৈষ্মিকজ্বরলক্ষণং।

স্তৈমিত্যং স্তিমিতো বেগ আলস্যং মধুরাস্যতা। শুক্লমূত্রপুরীষত্বং স্তম্ভস্তৃপ্তিরথাপি বা। গৌরবং শীতমুৎক্লেদো রোমহর্ষোঽতিনিদ্রতা। প্রতিশ্যায়োঽরুচিকাসঃ কফজেঽক্ষ্ণোশ্চ শুক্লতা॥

স্তৈমিত্য, জ্বরের বেগের মন্দতা, অলসতা, মুখের মধুরত্ব, মলের শুভ্রতা, দেহের স্তব্ধতা, ভুক্তবৎ তৃপ্তিজ্ঞান, দেহের গুরুত্ব, শীত, বমনেচ্ছা, রোমাঞ্চ, অত্যন্ত নিদ্রা, নাসাস্রাব, অত্যন্ত কাস, নেত্রের শুক্লতা, কফজ্বরে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অথ বাতপিত্তজ-জ্বরলক্ষণং

তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমো দাহঃ স্বপ্ননাশঃ শিরোরুজা কণ্ঠাস্য শোষো বমথুরোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ। পর্ব্বভেদশ্চ জৃম্ভা চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতি॥

তৃষ্ণা, ইন্দ্রিয়মোহ, ভ্রম, দাহ, নিদ্রার হ্রাস, শিরোবেদনা, কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, বমন, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার দর্শন, সন্ধিস্থানে ভঙ্গবৎ ব্যথা, হাই, বাতপিত্তজ জ্বরে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অথ বাতশ্লৈষ্মিকজ্বরলক্ষণং

স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাম্ভেদো নিদ্রা-গৌরবমেব চ। শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদাপ্রবর্ত্তনং। সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥

স্তৈমিত্য, সন্ধিস্থানে ব্যথা, শিরোবেদনা নাসিকাস্রাব, কাস, স্বেদোদ্গম, দেহসন্তাপ, জ্বরের মধ্যম বেগ, এই সকল বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ।

অথ পিত্তশ্লৈষ্মিকজ্বর লক্ষণং।

লিপ্তিতিক্তাস্যতা তন্দ্রা মোহঃ কাসোঽরুচিস্তৃষা। মুহুর্দ্দাহো মুহুঃ শীতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাকৃতি ॥

মুখের লিপ্ততা, মুখের তিক্ততা, নিদ্রাবৎ ক্লান্তি, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, পুনঃপুনঃ দেহজ্বালা, এই সমস্তই পিত্তশ্লেষ্মজরের লক্ষণ।

অথ সান্নিপাতজ্বরস্য লক্ষণং।

ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থিসন্ধিশিরোরুজা। সাস্রাবে কলুষে রক্তে নির্ভুগ্নে চাপি লোচনে। সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ। তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোঽরুচির্ভ্রমঃ। পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বা স্রস্তাঙ্গতা-পরং ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোন্মিশ্রিতস্য চ। শিরসো লোঠনং তৃষ্ণা নিদ্রানাশো হৃদি ব্যথা। স্বেদমূত্রপুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ। কৃশত্বং নাতিগাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনং। কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনং। মূকত্বং স্রোতসাং পাকো গুরুত্বমুদরস্য চ। চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ ॥

কখন শীত, কখন দাহ, অস্থিবেদনা, সন্ধিবেদনা, শিরোবেদনা, চক্ষুর আবিলতা বা রক্ততা অথবা কোঠরে বসিয়া যাওয়া, চক্ষু হইতে জলপতন, কর্ণে শব্দ ও বেদনাবোধ, ধান্যের সোঁয়া দ্বারা কণ্ঠদেশ আবৃতবোধ হওয়া, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বার কৃষ্ণতা ও গোজিহ্বাবৎ খরস্পর্শত্ব অঙ্গের শিথিলতা, মুখ হইতে কফ সহ রক্ত বা পিত্ত উদ্গীরণ, চতুর্দ্দিকে মস্তক চালন, তৃষ্ণা, অনিদ্রা, বক্ষবেদনা, কখন ঘর্ম্মোদ্গম, মূত্রত্যাগ মলত্যাগ, শরীরের কৃশতাধিক্যের নাশ, কণ্ঠে সর্ব্বদা অস্ফুট শব্দ, দেহে বোলতাদংশনবৎ শ্যাব ও লোহিতবর্ণ কোঠ ও মণ্ডলোদ্গম, বাক্‌শক্তির নাশ, স্রোতোপাক, উদরের গুরুত্ব, বহুদিনে দোষের পাক, এই সমস্তই সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।

অথ সান্নিপাতিকজ্বরস্য সাধ্যাসাধ্যঃ কথনং।

দোষে বিবদ্ধে নষ্টেঽগ্নৌ সর্ব্বসংপূর্ণলক্ষণং। সন্নিপাতজ্বরোঽসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যস্ততোঽন্যথা ॥

যদি কোষ্ঠ বদ্ধ ও বাতাদি দোষের বিবদ্ধতা ঘটে, অগ্নি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ পায় এবং এই জ্বরের যাবতীয় লক্ষণই দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে সে জ্বর অসাধ্য জানিবে। ইহার অন্যথা হইলেই উহা কৃচ্ছ্রসাধ্য বুঝিবে।

অথ সন্নিপাত জ্বরস্য উপদ্রব কথনং।

সন্নিপাকজ্বরস্যাতে কর্ণমূলে সুদারুণঃ শোথঃ সংজায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে ॥

সান্নিপাতিক জ্বর হইবার অগ্রে কিম্বা জ্বর হইবার পরে কর্ণমূলে অত্যন্ত শোথ জন্মিলে রোগীর আরোগ্য লাভ করা কঠিন।

অথ সান্নিপাতিকজ্বরস্য সীমানির্ণয়ঃ।

সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেঽপি বা। পুনর্ঘোরতরো ভূত্বা প্রশমং যাতি হন্তি বা। সপ্তমী দ্বিগুণা চৈব নব চৈকাদশী তথা। এষা ত্রিদোষমর্য্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ ॥

সান্নিপাতজ্বর ঘটিলে সচরাচর সপ্তম দিবসে, দশম দিবসে অথবা দ্বাদশ দিবসে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া

তৎপরে আরোগ্য হইয়া থাকে কিম্বা রোগী মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়। এই জ্বরে চতুর্দ্দশ, অষ্টাদশ ও দ্বাবিংশ দিবস যাবৎ রোগমুক্তির বা মৃত্যুর দিন নিরূপিত আছে।

অথ অভিন্যাসজ্বরস্য লক্ষণং ।

ত্রয়ঃ প্রকুপিতা দোষা উরঃস্রোতোঽনুগামিনঃ। অমাভিবৃদ্ধা গ্রথিতা বুদ্ধীন্দ্রিয়মনোগতাঃ। জনয়ন্তি মহাঘোরমভিন্যাসজ্বরং দৃঢ়ং। শ্রুতৌ নেত্রে প্রসুপ্তিঃ স্যান্ন চেষ্টাং কাঞ্চিদীহতে। ন চ দৃষ্টির্ভবেত্তস্য সমর্থা রূপদর্শনে। ন ঘ্রাণং ন চ সংস্পর্শং শব্দং বা নৈব বুদ্ধ্যতে। শিরো লোঠয়তেঽভীক্ষ্মমাহারং নাভিনন্দতি। কূজতি তুদ্যতে চৈব পরিবর্ত্তনমীহতে। অল্পং প্রভাষতে কিঞ্চিদভিন্যাসঃ স উচ্যতে। প্রত্যাখ্যাতঃ স ভূয়িষ্ঠঃ কশ্চিদেবাত্র সিদ্ধতি। অভিঘাতাভিচারাভ্যামভিষঙ্গাভিশাপতঃ। আগন্তুর্জ্জায়তে দোষৈর্যথাস্বং তং বিভাবয়েৎ ॥

একপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর আছে, তাহার নাম অভিন্যাসজ্বর। এই জ্বরে কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় হৃদয়স্থিত রসবাহী স্রোত-সমূহে গমন করিয়া আমরসের সহিত মিলিত হয় এবং অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৎপরে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করত অত্যন্ত ঘোরতর জ্বর সমুৎপাদন করে। এই জ্বর উপস্থিত হইলে নেত্র, কর্ণ, নাসা প্রভৃতির কার্য্য বিলুপ্ত হইয়া যায় আর রোগী শয়ান হইয়া নিরন্তর পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে থাকে, হঠাৎ একটী দুইটী বাক্য প্রয়োগ করে এবং কণ্ঠপ্রদেশ হইতে অস্ফুট শব্দ বহির্গত হয়। এতদ্ব্যতিরেকে রোগীর শরীরে সূচিবিদ্ধবৎ ব্যথা, ভোজনে অনিচ্ছা ও মস্তক চালন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জ্বরে অল্পমাত্র রোগীই জীবন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অধিকাংশই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে।

অথ জ্বরৌষধপ্রক্রিয়াপ্রারম্ভঃ ।

সর্ব্বজ্বরেষু প্রথমং কার্য্যং শঙ্কর লঙ্ঘনং। ক্বাথিতোদক পাবঞ্চ তথা নির্ব্বাত মোচনং। অগ্নিস্বেদো জ্বরাস্ত্বেবং নাশমায়ান্তি হীশ্বর। বাতজ্বরহরং ক্বাথো গুড়ূচ্যা মুস্তকেন চ। দুরালভা-যবকৃতং পিত্তজ্বরহরং শৃণু।

যাবতীয় জ্বরের প্রথমেই লঙ্ঘন, তদনন্তর পাচন, নির্ব্বাতস্থানে অবস্থিতি ও অগ্নিস্বেদ দ্বারা ঘর্ম্ম বাহির করা সমুচিত। এই প্রকার করিলে যাবতীয় জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়, গুলঞ্চ ও মুথার কাথ পান করিলে সত্বরে জ্বর ধ্বংস হইয়া থাকে এবং দুরালভা ও যবকৃত ক্বাথবারি পান দ্বারা পৈত্তিক জ্বর ধ্বংস হয়।

মহাজ্বরাঙ্কুশঃ ।

সূতং গন্ধং বিষং তুল্যং ধূর্ত্তবীজং ত্রিভিঃ সমং। চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষচূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতং। জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরার্দ্রকস্য রসৈর্যুতং। মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম জ্বরাষ্টকনিসূদনঃ। ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং বা ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকং। বিষমঞ্চ ত্রিদোষোত্থং হন্তি সর্ব্বং ন সংশয়ঃ।

পারদ, গন্ধক ও বিষ ইহাদিগের প্রত্যেকে একতোলা, তিনতোলা ধুস্তূরবীজ, বারতোলা ত্রিকটুচূর্ণ এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া জম্বীরের মজ্জার সহিত আদার রসে পেষণ করিবে। ইহা দ্বারা ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক, বিষম, সান্নিপাতিক সকল প্রকার জ্বর ধ্বংস হয়। ইহাকে মহাজ্বরাঙ্কুশ কহে।

জ্বরকেশরিকা ।

শুদ্ধসূতং বিষং ব্যোষং গন্ধং ত্রিফলমেব চ। জয়পালং সমং কুর্য্যাদ্ভৃঙ্গতোয়েন মর্দ্দয়েৎ। বটিকাং গুঞ্জমাত্রান্তু কৃত্বা

বেদ্যঃ প্রযত্নতঃ। প্রমাণং সর্ষপাকারাং বলানাঞ্চ প্রশস্যতে। নারিকেলাম্বুনা বাপি সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী। নারিকেলজলং শস্তং ত্রিকর্ষঞ্চ পিবেদনু। সিতয়া চ সমং পীত্বা পিত্তজ্বরবিনাশিনী। মরিচেন চ পীত্বা সা সন্নিপাতজ্বরং জয়েৎ। পিপ্পলী-জীরকাভ্যাস্তু দাহজ্বরবিনাশিনী। বিষম-জ্বরভূতোত্থং জ্বরং প্লীহানমেব চ। অগ্নি-মান্দ্যমজীর্ণঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ সুদারুণং। শূলা-জীর্ণং তথা গুল্মং কুষ্ঠাষ্টাদশ পিত্তজান্। জ্বরকেশরিকা খ্যাতা তরুণজ্বরনাশিনী।

পারদ, বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, ত্রিফলা, জয়পাল এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে পেষণ করত বড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে। বালকের পক্ষে সর্ষপবৎ বড়ী ব্যবস্থেয়। এই ঔষধ নারিকেলজলের সহিত সেবন করিয়া ছয়তোলা পরিমাণে নারিকেলের জল পান করিবে। ইহাতে যাবতীয় জ্বর ধ্বংস হয়। শর্করার সহিত পান করিলে পিত্তজ্বর, মরিচের সহিত পান করিলে সান্নিপাতিকজ্বর, পিপ্পলী ও জীরকের সহিত পান করিলে দাহজ্বর, বিষমজ্বর ভূতোত্থজ্বর, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ, সুদারুণ শোথ, গুল্ম, শূল, অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ ও পিত্তজন্য রোগ সমূহ ধ্বংস হয়। এই ঔষধকে জ্বরকেশরী কহে।

নবজ্বরেভসিংহঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং লৌহং তাম্রঞ্চ সীসকং। মরিচং পিপ্পলী বিশ্বং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ। অর্দ্ধভাগং বিষং দত্ত্বাদ্ মর্দ্দয়েৎ বাসরদ্বয়ং। শৃঙ্গবেরানুপানেন দত্ত্বাৎ গুঞ্জাদ্বয়ং ভিষক্। নবজ্বরে মহাঘোরে বাতসংগ্রণীগদে। নবজ্বরেভসিংহোঽয়ং সর্ব্বরোগে প্রযোজয়েৎ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীস, মরিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমণে উৎকৃষ্টরূপে চূর্ণ করিবে। ঐ সকল চূর্ণের সহিত অর্দ্ধভাগ বিষ মিশাইয়া দুইদিবস পর্য্যন্ত উত্তমরূপে পেষণ করিবে। সুনিপুণ চিকিৎসক দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ লইয়া দারুণ নবজ্বর, বাতরোগ, গ্রহণী, প্রভৃতি সর্ব্ববিধরোগে আদার রসের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাকে নবজ্বরেভসিংহ কহে।

ভস্মেশ্বরচূর্ণং।

ভস্মষোড়শনিষ্কং স্যাদারণ্যোপলকোদ্ভবং। নিষ্কত্রয়ঞ্চ মরিচং বিষনিষ্কঞ্চ চূর্ণয়েৎ। অয়ং ভস্মেশ্বরো নাম সন্নিপাতনিকৃন্তনঃ। পঞ্চগুঞ্জামিতং খাদেদার্দ্রকস্য রসেন তু।

আটতোলা শুষ্ক গোময়ভস্ম, দেড়তোলা মরিচ-চূর্ণ, অর্দ্ধতোলা বিষ একত্র চূর্ণ করিয়া পঞ্চরতি পরিমাণে আদার রসের সহিত সেবন করিলে সান্নিপাতিকজ্বর ধ্বংস হয়। ইহাকে ভস্মেশ্বর চূর্ণ কহে।

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ।

তাম্রভস্ম বিষং হেম্নঃ শতধা ভাবিতং রসৈঃ। গুঞ্জার্দ্ধঃ সন্নিপাতাদিনবজ্বরহরং পরং। আর্দ্রাম্বুশর্করাসিন্ধুযুতঃ স্বচ্ছন্দ-ভৈরবঃ। ইক্ষুদ্রাক্ষাসিতাঞ্চাপি দধিপথ্যং রুচৌ দদেৎ।

তাম্রভস্ম ও বিষ একত্র ধুস্তুরের রসে শতবার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধরতি পরিমাণে আদার রস, শর্করা ও সৈন্ধব অনুপানে সেবন করিলে তরুণজ্বর ধ্বংস হয়। ঔষধসেবনান্তে ইক্ষু, দ্রাক্ষা, মিছরি ও দধি পথ্য করিবে। ইহাকে স্বচ্ছন্দভৈরবরস কহে।

জ্বরমুরারিরসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্গণং নাগরাভয়া। জয়পালসমাযুক্তং সদ্যোজ্বরবিনাশনং।

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু সোহাগা, শুণ্ঠী ও হরীতকী এই সমস্ত প্রত্যেকে সমান এবং সর্ব্বচূর্ণসম জয়-

পালবীজ এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করত কলায় প্রমাণ বড়ী করিয়া রোগীর অবস্থানুসারে অনুপান বিবেচনায় সেবন করিবে; ইহা দ্বারা আশু জ্বর ধ্বংস হয়। ইহাকে জ্বরমুরারি রস কহে।

পালবীজ এবং চারিভাগ সোহাগা একত্র মিশাইয়া রোগীর অবস্থাবিবেচনায় অনুপান সহযোগে সেবন করিলে সদ্যোজ্বর বিদূরিত হয়। ইহাকে প্রতাপ মার্ত্তণ্ড রস কহে।

নবজ্বরেভাঙ্কুশঃ।

সগন্ধটঙ্কং রসতালকঞ্চ বিমর্দ্দয়েদ্দ্বাবয়েন্মীনপিত্তৈঃ দিনদ্বয়ং বল্লমিতং প্রদদ্যাৎ বৃন্তাকতক্রৌদনমেব পথ্যং। নবজ্বরেভাঙ্কুশনামধেয়ঃ ক্ষণেন ঘর্ম্মোদ্গমমাতনোতি।

গন্ধক, সোহাগা, পারদ, হরিতাল এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া দুইদিন পর্য্যন্ত রোহিত মৎস্যের পিত্তের সহিত পেষণ করিয়া তিনরতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে নবজ্বরেভাঙ্কুশ কহে। ইহার এক একটী বড়ী সেবন করিলে অল্পকাল মধ্যেই ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া জ্বরের শান্তি হয়। এই ঔষধ সেবনের পর বার্ত্তাকী এবং ঘোলের সহিত সুপক্ক অন্ন পথ্য দিবে।

ত্রৈলোক্যডুম্বররসঃ।

সূতার্কগন্ধচপলাজয়পালতিক্তা পথ্যা ত্রিবৃচ্চ বিষতিন্দুকজং সমাংশং। সংমর্দ্দ্য বহ্নিপয়সা মধুনা দ্বিগুঞ্জং ত্রৈলোক্যডুম্বররসোভিনবজ্বরঘ্নঃ।

পারদ, তামা, গন্ধক, পিপ্পলী, জয়পালবীজ, কটুকী, হরীতকী, তেউড়ী গাব এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করিবে এবং দুইরতি প্রমাণ বড়ী করিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহাকে ত্রৈলোক্য ডুম্বররস কহে। এই ঔষধ দ্বারা আশু নবজ্বর ধ্বংস হয়।

প্রতাপমার্ত্তণ্ডরসঃ।

বিষহিঙ্গুলজৈপালটঙ্গণং ক্রমবর্দ্ধিতঃ।
রসঃ প্রতাপমার্ত্তণ্ডঃ সদ্যোজ্বর বিনাশনঃ।

এক ভাগ বিষ, দুইভাগ হিঙ্গুল, তিনভাগ জয়-

তরুণজ্বরারিরসঃ।

জৈপালগন্ধং বিষপারদঞ্চ তুল্যং কুমারস্বরসেন পিষ্টং। অস্য দ্বিগুঞ্জা হি সিতোদকেন খ্যাতো রসোঽয়ং তরুণজ্বরারিঃ দাতব্য এষোঽহনি পঞ্চমে বা ষষ্ঠেঽথবা সপ্তম এব বাপি। জাতে বিরেকে বিজিতো জ্বরঃ স্যাৎ পটোল-মুদ্গাম্বুনিষেবনেন।

জয়পালবীজ, গন্ধক, বিষ, পারদ এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। দুইরতি পরিমাণে ইহা লইয়া শর্করা ও জলের সহিত সেবন করিলে তরুণজ্বর দূর হয়, ইহাকে তরুণজ্বরারি রস কহে। এই ঔষধ জ্বরের পঞ্চম, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম দিবসে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া জ্বর বিনাশ পায়। এই ঔষধ সেবনান্তে পটোল ও মুগের যূষ পথ্য দিবে।

গদমুরারিঃ।

রসবলিশিললৌহব্যোষতাম্রাণি তুল্যান্যথ সদরানাগং ভাগমেতৎ প্রদিষ্টং ভবতি গদমুরারিশ্চাস্য গুঞ্জাদ্বয়ং বৈ ক্ষপয়তি দিবসেন প্রৌঢ়মামজ্বরাখ্যং।

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, লৌহ, ত্রিকটু, তাম্র হিঙ্গুল ও সীস এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া দুইরতি প্রমাণ বড়ী করিবে। ইহাকে গদমুরারি রস কহে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা একদিবসের মধ্যেই তরুণজ্বর দূরীভূত হয়।

বিদ্যাধররসঃ।

রসো গন্ধস্তাম্রঃ ত্রিকটুকটুকীটঙ্গণ-

বরাঃ। ত্রিবৃদ্দন্তী হেমহ্যমার্ণবিবষমেতৎ সমমিদং। সমস্তৈস্তুল্যং স্যাদ্বিমলজয়পালোদ্ভবরজঃ। ততঃ স্রুক্‌কৃক্ষীরেণ প্রচুরমৃদিতং দন্তিসলিলৈঃ। দ্বিগুঞ্জাস্য প্রৌঢ়ং জয়তিবটীকা সামমতুলং। জ্বরং পাণ্ডুং গুল্মং গ্রহণীগুদকীলোদ্ভবরুজঃ। মরুচ্ছূলাজীর্ণং প্রবলমথ সামং ক্রিমিঃপদং। বিবদ্ধং প্লীহানাং প্রবলমপি বিদ্যাধররসঃ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, ত্রিকটু, কটুকী, সোহাগা, ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তী, ধুস্তূর আকন্দ, বিষ এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে তুল্য পরিমাণ এবং বিশুদ্ধ জয়পালবীজচূর্ণ সর্ব্বদ্রব্য সমান, এই সমস্ত ঔষধ মিশাইয়া সিজের দুগ্ধে উৎকৃষ্টরূপে পেষণ করিয়া দন্তীর ক্বাথে ভাবনা দিয়া দুইরতি পরিমাণে বড়ী করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে তরুণজ্বর দূর হয় এবং পাণ্ডু, গুল্ম, গ্রহণী, অর্শ, বায়ুশূল, অজীর্ণ ক্রিমিরোগ, বিবদ্ধ প্লীহা প্রভৃতি প্রবলরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে। ইহাকে বিদ্যাধররস কহে।

অমৃতমঞ্জরী।

হিঙ্গুলং মরিচং টঙ্গং পিপ্‌পলী বিষঞ্চ। জাতীকোষং সমং সর্ব্বং জম্বীরাদ্ভির্বিমর্দ্দিতং। গুঞ্জাদ্বয়ং ত্রয়ং বারি দেয়ঞ্চ সান্নিপাতিকে। কাসশ্বাসৌ জয়ত্যাশু সর্ব্বজ্বর বিনাশনঃ।

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগা পিপ্পলী, বিষ, জয়িত্রী এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া জম্বীরের রসে পেষণ করিবে। দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ সান্নিপাতিক রোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস ও সকল প্রকার জ্বর ধ্বংস হয়। ইহাকে অমৃতমঞ্জরী কহে।

নবজ্বরাঙ্কুশ।

ক্রমেণ বৃদ্ধান্ রসগন্ধহিঙ্গুলান্ নৈকুম্ভবীজান্যথদন্তিবারিণা। পিষ্টাস্য গুঞ্জাত্রিনবজ্বরাপহা জলেন চার্দ্রাশিতয়া প্রযোজিতা।

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, তিনভাগ হিঙ্গুল, চারিভাগ দন্তিবীজ এই সকল বস্তু একত্র করিয়া দন্তীর ক্বাথে পেষণ করত তিনরতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে নবজ্বরাঙ্কুশ কহে। জ্বরের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ দিতে হয়।

হিঙ্গুলেশ্বরো রসঃ।

তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পিপ্‌পলী হিঙ্গুলং বিষং। দ্বিগুঞ্জা মধুনা দেয়া বাতজ্বরনিবৃত্তয়ে

পিপ্পলী, হিঙ্গুল ও বিষ এই সমস্ত বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া খলেতে উৎকৃষ্টরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। ইহার দুইরতি মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা যাবতীয় বাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে হিঙ্গুলেশ্বর রস কহে।

জ্বরধূমকেতুঃ।

ভবেৎ সমং সূতসমুদ্রফেণহিঙ্গুলগন্ধং পরিমর্দ্দ্য যত্নাৎ। নবজ্বরে বল্লমিতং ত্রিঘস্রমার্দ্রাম্বুনায়ং জ্বরধূমকেতুঃ।

পারদ, সমুদ্রফেণা, হিঙ্গুল ও গন্ধক এই দ্রব্যচতুষ্টয় তুল্যপরিমাণে লইয়া তিন দিবস আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিতে হইবে। ইহার একবল্ল সেবন করিলে নূতনজ্বর দূরীভূত হয়। ইহাকে জ্বরধূমকেতু কহে

মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

বিষস্যৈকং তথা ভাগং মরিচং পিপ্‌পলী কণা। গন্ধকস্য তথা ভাগং ভাগং স্যাট্টঙ্গণস্য চ। সর্ব্বত্র সমভাগং স্যাদ্ধিঙ্গুলস্ত দ্বিভাগিকং। চূর্ণয়েৎ খল্লমধ্যে তু মুদগমানাং বটীঞ্চরেৎ। জম্বীরস্য রসেনাত্র

কার্য্যং হিঙ্গুলশোধনং। রসশ্চেৎ সমভাগং স্যাদ্ধিঙ্গুলং নেষ্যতে তদা। গোমূত্রশোধিতঞ্চাত্র বিষং সৌরবিশোধিতং। মৃত্যুরূপং জ্বরং হন্তি মৃত্যুঞ্জয়রসঃ স্মৃতঃ। মৃত্যুর্ব্বিনির্জ্জিতো যস্মাত্তেন মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ। অব্যক্তঃ সিদ্ধিদঃ শুদ্ধো রোগঘ্নঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ। যশঃপ্রদঃ শিবঃ সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয়রসঃ স্মৃতঃ। মধুনা লেহনং প্রোক্তং সর্ব্বজ্বরনিবৃত্তয়ে। দধ্যোদকানুপানেন বাতজ্বরনিবর্হণঃ। আর্দ্রকস্য রসৈঃ পানং দারুণে সান্নিপাতিকে। জম্বীরদ্রবযোগেন অজীর্ণজ্বরনাশনঃ। অজাজীগুড়সংযুক্তো বিষমজ্বরনাশনঃ। তীব্রজ্বরে মহাঘোর পুরুষে যৌবনান্বিতে। পূর্ণমাত্রা প্রদাতব্যা পূর্ণং বটীচতুষ্টয়ং। স্ত্রীবালবৃদ্ধক্ষীণেষু অর্দ্ধমাত্রা প্রকীর্ত্তিতা। অতিবৃদ্ধে চ ক্ষীণে শিশৌ চাল্পবয়স্যপি। তূর্য্যমাত্রা প্রদাতব্যা ব্যবস্থা সারনিশ্চিতা। নবজ্বরে মহাঘোরে যাবৈকান্নাশয়েদ্ধ্রুবং। বধ্যজ্বরে তথাজীর্ণে ত্রিরাত্রান্নাশয়েদ্ধ্রুবং সপ্তাহাৎ সন্নিপাতোত্থাং জ্বরাজীর্ণকসংজ্ঞকং।

এক একভাগ বিষ, মরিচ, পিপ্পলী, গন্ধক ও সোহাগা এবং দুই ভাগ হিঙ্গুল একত্র খলে পেষণ করিয়া মুগের ন্যায় বড়ী করিবে। এই ঔষধে জম্বীরের রসে হিঙ্গুল শোধন করিতে হয়। ইহাতে একভাগ পারদ প্রদান করিলে হিঙ্গুল দিতে হয় না এবং গোমূত্র দ্বারা বিষ সংশোধন করিয়া লইবে। মৃত্যুস্বরূপ জ্বরকে বিনাশ করে বলিয়া ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয়রস। মৃত্যুঞ্জয়রস সর্ব্বরোগে অনির্ব্বচনীয় সিদ্ধিপ্রদ। ইহাতে চিকিৎসকের কীর্ত্তি ও যশোলাভ হয়। এই মৃত্যুঞ্জয়রস সাক্ষাৎ মহাদেবস্বরূপ। ইহা মধুর সহিত লেহন করিলে যাবতীয় জ্বর বিনষ্ট হয়। দধির মাতের সহিত সেবন করিবে বাতজ্বর এবং আদার রসের সহিত সেবন করিলে দারুণ সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশ পায়। জম্বীরের রসের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণজ্বর এবং কৃষ্ণজীরা, গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে বিষমজ্বর দূরীভূত হয়। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও ক্ষীণদেহ ব্যক্তির পক্ষে দুইটী বড়ী ব্যবস্থেয়। অতিবৃদ্ধ, অতিক্ষীণ ও অতি শিশুর পক্ষে একটী বড়ী সেবন করাই উচিত। দারুণ নবজ্বরে এই ঔষধ সেবন করিলে একপ্রহরের মধ্যে জ্বর দূরীভূত হয়। মধ্যবিধজ্বর তিনরাত্রের মধ্যে এবং সান্নিপাতজ্বর সাতদিনের মধ্যে ধ্বংস হয়।

জয়াবটী।

বিষং ত্রিকটুকং মুস্তং হরিদ্রা নিম্বপত্রকং। বিড়ঙ্গমষ্টমং চূর্ণং ছাগমূত্রৈঃ সমং সমং। চণকাভা বটী কার্য্যা স্যাজ্জয়া যোগবাহিকা।

বিষ, ত্রিকটু, মুথা, হরিদ্রা, বেলপাতা, বিড়ঙ্গ ও জয়ন্তীমূল এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া ছাগমূত্রে মর্দ্দন করত বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে জয়াবটিকা কহে। এই জয়াবটী দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর ধ্বংস হয়।

জয়ন্তীবটিকা।

বিষং পাঠাশ্বগন্ধা চ বচা তালীশপত্রকং। মরিচং পিপ্পলী নিম্বমজামূত্রেণ তুল্যকং। বটিকা পূর্ব্ববৎ কার্য্যা জয়ন্তী যোগবাহিকা।

বিষ, আকনাদি, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপ্পলী, নিম্ব এই সমস্ত সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে মর্দ্দন করত বটিকা করিবে। ইহাকে [illegible]ন্তী কহে।

জয়াজয়ন্তীবটী।

জয়ন্তী চ জয়া বাথ ক্ষীরৈঃ পিত্তজ্বরাপহা মুদ্গামলকযূষেণ পথ্যং দেয়ং ঘৃতং বিনা। জয়ন্তী বা জয়া বাথ সক্ষৌদ্রমরিচান্বিতা। সান্নিপাতজ্বরং হন্তি রসশ্চানন্দভৈরবঃ। জয়ন্তী বা জয়া বাথ বিষম-

জ্বরমুৎ ঘৃতৈঃ। সর্ব্বজ্বরং মধুব্যোষৈঃ গবাং মূত্রেণ শীতকং। চন্দনস্য কষায়েন রক্তপিত্তজ্বরাপহা। জয়ন্তী বা জয়া বাথ মাক্ষিকেন চ কাসজিৎ। জয়ন্তী বা জয়া ক্ষীরৈঃ পাণ্ডুশোথবিনাশিনী। জয়ন্তী বা জয়া বাথ তণ্ডুলোদকপানতঃ। অশ্মরীং হন্তি নো চিত্রং মূত্রকৃচ্ছ্রস্তু দারুণং। জয়ন্তীম্বা জয়াম্বাথ গোমূত্রেণ যুতাং পিবেৎ। হন্ত্যাশু কারুণং কুষ্ঠং সুলেপন চ তৎদ্রুতং। দ্বিনিষ্কং কেতকীমূলং পিষ্ট্বা তোয়েন পায়য়েৎ। জয়ন্তী বা জয়া বাথ মেহং হন্তি সুরাহ্বয়ং। জয়ন্তী বা জয়া বাথ মধুনা মেহজিদ্ভবেৎ। লোধমুস্তাভয়াতুল্যং কট্‌ফলঞ্চ জলৈং সহ। কাথয়িত্বা পিবেচ্চানু মধুনা সর্ব্বমেহজিৎ। জয়ন্তী বা জয়া বাথ গুড়ৈঃ কোষ্ণজলৈঃ পিবেৎ। ত্রিদোষাত্থং হরেদ্ গুল্মং রসো চানন্দভৈরবঃ। জয়ন্তী বা জয়া হন্তি শুণ্ঠ্যা সর্ব্বং ভগন্দরং। জয়ন্তী বা জয়া বাথ তক্রেণ গ্রহণীপ্রণুৎ। জয়ন্তী বা জয়া বাথ রসশ্চানন্দভৈরবঃ। রক্তপিত্তে ত্রিদোষোত্থে শীততোয়েন পায়য়েৎ। জয়ন্তী বা জয়া বাথ ভৃঙ্গদ্রাবৈর্নিশান্ধ্যমুৎ। জয়ন্তী বা জয়া বাথ ঘৃষ্ট্বা স্তন্যেন চাঞ্জয়েৎ। শ্রাবণং সর্ব্বদোষোত্থং মাংসবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ।

পৈত্তিকজ্বরে জয়ন্তীবটী দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে মুগ ও আমলকের যুষ পথ্য করিতে হয়; কিন্তু ঘৃত সেবন নিষিদ্ধ। সান্নিপাতিক জ্বরে উক্ত উভয়বিধ বটী মধু ও মরিচের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহার নাম আনন্দভৈরব রস। জয়ন্তী ও জয়াবটী ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর, মধু ও ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলে যাবতীয় জ্বর, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শীতকজ্বর, চন্দনের কাথের সহিত সেবন করিলে পিত্তজ্বর, মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, জয়ন্তীর রসের সহিত সেবন দ্বারা পাণ্ডু ও শোথরোগ, তণ্ডুলজলের সহিত সেবন দ্বারা অশ্মরী ও সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ আশু ধ্বংস হয়। ঐ বটিকাদ্বয় চারিমাষা কেয়ার মূলের সহিত মর্দ্দন করত জলের সহিত সেবন করিলে সুরামেহ এবং মধুর সহিত পান করিলে যাবতীয় মেহরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে। লোধ, মুথা, হরিতকী ও কটফল এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করতঃ সেই কাথের সহিত মধুপ্রক্ষেপ দিয়া উক্ত দ্বিবিধবটী সেবন করিলেও যাবতীয় মেহরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে। উক্ত দ্বিবিধ বটী উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে সান্নিপাতিক গুল্মরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম আনন্দভৈরব রস। শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত উক্ত জয়ন্তী বা জয়াবটী সেবন করিলে সর্ব্ববিধ ভগন্দর এবং ঘোলের সহিত সেবন করিলে গ্রহণীরোগ ধ্বংস হয়। ত্রিদোষজন্য রক্তপিত্তরোগে উক্ত উভয়বিধ বটী শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত উক্ত দ্বিবিধ বটিকা পান করিয়া স্তন্যদুগ্ধের সহিত বটী ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে রাত্র্যন্ধরোগ দূর হয়। অধিক কি, এই ঔষধ সর্ব্বদোষজন্য যাবতীয় রোগ ও মাংসবৃদ্ধি দূর করিয়া দেয়।

অথ নিরামজ্বরে।

চিন্তামণিরসঃ।

রসবিষগন্ধকটঙ্গণতাম্রযবক্ষারকং ব্যোষং তালকফলত্রয়ঞ্চ ক্ষৌদ্রৈঃ শতবারান্। সংমর্দ্দ্য রক্তিমিতবটিকা কার্য্যা ভিষগ্‌ভিঃ প্রাজ্ঞৈঃ। শুণ্ঠিপিষ্টেন সমমেকাং দ্বে বাথবা তিস্রঃ সংপ্রাশ্য। নারিকেলজলমনুপেয়ং সেবয়েৎ সৈন্ধবং জীরং তক্রপথ্যং প্রযোক্তব্যং। প্রশময়তি সন্নিপাতজ্বরং তথা জীর্ণজ্বরং বিবিধঞ্চ। প্লীহানং চাধ্মানকং কাসং শ্বাসং বহ্নিমান্দ্যঞ্চ। চিন্তামণিরসোহয়ংকিল স্বয়ং ভৈরবেণ নির্দ্দিষ্টঃ।

পারদ, বিষ, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, যবক্ষার, ত্রিকটু, হরিতাল ও ত্রিফলা এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া মধুর সহিত শতবার মর্দ্দন করিবে এবং চারিরতি পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিয়া রোগীর জ্বর বিবেচনায় শুণ্ঠচূর্ণ ও নারিকেল জলের সহিত এক, দুই বা তিনটী বটী সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনান্তে নারিকেলজল পান করিবে এবং সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা ও ঘোল পথ্য। ইহা দ্বারা সন্নিপাতজ্বর, অজীর্ণ, বিবিধ প্লীহা, আধ্মান, শ্বাস, কাস ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়। ইহাকে চিন্তামণিরস কহে। স্বয়ং ভৈরবদেব এই ঔষধের নির্ম্মাতা।

প্রকারান্তরে চিন্তা-মণিরসঃ।

রসং গন্ধং বিষং লৌহং ধূর্ত্তবীজন্তু তৎসমং। দ্বৌ ভাগৌ তাম্রবহ্নিঞ্চ ব্যোষচূর্ণঞ্চ তৎসমং। জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরার্দ্রকস্য রসৈর্যুতং। অস্যানুপানেন বটীং জ্বরে দেয়ং প্রযত্নতঃ। গুঞ্জাদ্বয়ং বটীঃ খাদেৎ সদ্যোজ্বরং ব্যপোহতি। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং। ঐকাহিকং দ্ব্যাহকঞ্চ চাতুর্থকবিপর্য্যয়ং। অসাধ্যঞ্চাপি সাধ্যঞ্চ জ্বরঞ্চৈবাতি দুস্তরং। অগ্নিমান্দ্যেঽপ্যজীর্ণে চ আধ্মানেঽনিলসম্ভবে। অতিসারে ছর্দ্দিতে চ অরোচকনিপীড়িতে জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা। চিন্তামণিরসো নাম সর্ব্বজ্বরং ব্যপোহতি।

এক এক ভাগ পারদ, গন্ধক, বিষ, লৌহ ও ধুস্তুরবীজ, দুই দুই ভাগ তাম্র, চিতা ও ত্রিকটুচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জাম্বীরের মজ্জা ও আদার রসের সহিত মর্দ্দন করত দুইগুঞ্জা প্রমান বড়ী করিবে। এই বটি সেবন করিলে সদ্যোজ্বর দূরীভূত হয়। বাত্তিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, চাতুর্থক বিপর্য্যয় প্রভৃতি সাধ্যাসাধ্য সর্ব্বপ্রকার অতিদুস্তর জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ আধ্মান, অতিসার, ছর্দ্দি, অরুচি এই সমস্ত পীড়ার এই ঔষধ প্রযোজ্য। যেমন সূর্য্য উদিত হইয়া অন্ধকাররাশি বিনাশ করেন, তদ্রূপ এই চিন্তামণিরস যাবতীয় জ্বর দূরীভূত করিয়া দেয়।

উদকমঞ্জরীরসঃ।

সূতো গন্ধষ্টঙ্গণঃ সোষণঃ স্যাদেতৈস্তুল্যা শর্করা মৎস্যপিত্তৈঃ। ভূয়োভূয়ো ভাবয়েত্তু ত্রিরাত্রং বল্লো দেয়ঃ শৃঙ্গবেররস্য বারা। সম্যক্ তাপে বারিভক্তং সতক্রং বৃন্তাকাঢ্যং পথ্যমেব প্রদিষ্টং। আশ্বং রোগং হন্তি সামং প্রভাবাৎ পিত্তাধিক্যে মূর্দ্ধ্নি বারিপ্রয়োগঃ।

এক একতোলা পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ এবং চারিতোলা বিষ এই সমস্ত বস্তু একত্র উৎকৃষ্টরূপে মর্দ্দন করিয়া তিনদিবস মৎস্যপিত্তে ভাবনা দিবে। ইহার তিনরতি সেবনদ্বারা নূতনজ্বর বিনাশ পায়। শরীরে অধিক উত্তাপ থাকিলে ঘোলের সহিত পর্য্যুষিত অন্ন পথ্য দিবে। যদি পিত্তের প্রবলতা থাকে, তবে রোগীর মস্তকে জলসেক করিবে। ইহাকে উদকমঞ্জরীরস কহে।

চন্দ্রশেখরো রসঃ।

অত্র শর্করাস্থানে মনঃশিলায়াং চন্দ্রশেখরো ভবতি।

উল্লিখিত উদকমঞ্জরীরসে বিষের পরিবর্ত্তে মনঃশিলা দিলেই তাহাকে চন্দ্রশেখর রস বলা যায় [illegible] ঔষধের পরিমাণ ও অনুপানাদি সকলই পূর্ব্ববৎ।

বাতপিত্তান্তকো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রমুস্তার্কতীক্ষ্ণমাক্ষিকতালকং। গন্ধকং মর্দ্দয়েৎ তুল্যং যষ্টিদ্রাক্ষামৃতারসৈঃ। ধাত্রীশতাবরীদ্রাবৈঃ দ্রবৈঃক্ষীরবিদারিজৈঃ। দিনং দিনং বিভাব্যাথ সিত-

ক্ষৌদ্রযুতা বটী। মাষমাত্রং নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তজ্বরং ক্ষয়ং। দাহং তৃষাং ভ্রমং শোথং বাতপিত্তান্তকো রসঃ। সিতাক্ষীরং পিবেচ্চানু যষ্টিকাথসিতাযুতং।

এক এক তোলা করিয়া পারদভস্ম, অভ্র, মুথা, তাম্র, লৌহ স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, গন্ধক লইয়া যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, গুড়ূচী, আমলকী, শতমূলী, শুষ্ক ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে একদিবস ভাবনা দিবে। শর্করা মধুর সহিত এই ঔষধের একরতি সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম ও শোথ প্রভৃতি ধ্বংস হয়। ইহাকে বাতপিত্তান্তক রস কহে। এই ঔষধসেবন করিয়া শর্করাসমন্বিত যষ্টিমধুর কাথ পান করা বিধেয়।

পঞ্চবক্ত্ররসঃ।

রসো গন্ধষ্টঙ্গণঃ সোষণোয়ং ফণী পিপ্‌পলীত্যেব ধূস্তূর পিষ্টঃ। জয়েৎ সন্নিপাতং দ্বিগুঞ্জানুপানঃ ভবেদর্কমূলাম্বু সব্যোষচূর্ণং।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ, সীস ও পিপ্পলী এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া ধুস্তূরের রসে মর্দ্দন করিবে। আকন্দমূলের কাথ ও ত্রিকটুচূর্ণের সহিত এই ঔষধের দুইরতি সেবন করিলে সান্নিপাতিকজ্বর ধ্বংস হয়। ইহাকে পঞ্চবক্ত্র রস কহে।

পর্পটীরসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মর্দ্দং ভৃঙ্গরসেন চ। মৃতং তাম্রং লৌহভস্ম পাদাংশেন তয়োঃক্ষিপেৎ। লৌহপাত্রে চ বিপচেৎ চালয়েৎ লৌহচাটুনা। তৎ ক্ষিপেৎ কদলীপত্রে গোময়োপরিসংস্থিতে। পশ্চাৎ সংচূর্ণয়েৎ খল্লে নির্গুণ্ড্যা ভাবয়েদ্দিনং। জয়ন্তীত্রিফলাকন্যাবাসাভার্গীকটুত্রিকৈঃ। ভৃঙ্গাগ্নিমূলমুণ্ডীভির্ভাবয়েদ্দিনসপ্তকং। অঙ্গারৈঃ স্বেদয়েৎ কিঞ্চিৎ পর্পটাখ্যো মহারসঃ। চতুর্গুঞ্জামিতং ভক্ষ্যং সম্যক্ শ্লেষ্মজ্বরং জয়েৎ। পথ্যাশুণ্ঠ্যমৃতাকাথমনুপানং প্রযোজয়েৎ।

একভাগ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ করিবে। অনন্তর পারদ ও গন্ধক উভয়ের চতুর্থাংশ পরিমাণে তাম্র ও লৌহভস্ম একত্র করত লৌহপাত্রে পাক করিতে হইবে। পাকসময়ে লৌহচাটুদ্বারা পরিচালনা করিতে হয়। পাক সমাপ্তি হইলে গোময়োপরি কদলীপাতা রাখিয়া সেই কদলী পাতার উপর ঐ ঔষধ ঢালিয়া দিবে। এইপ্রকার করিলে পর্পটীবৎ হইবে; তদনন্তর ঐ পর্পটী খলে চূর্ণ করিয়া নিসিন্দার রসে একদিন এবং জয়ন্তী ত্রিফলা, ঘৃতকুমারী, বাসক, বামনহাটী, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূল ও মুণ্ডিরী ইহাদিগের রসে সাতদিন ভাবনা দিয়া জলন্ত অঙ্গারে স্বেদ প্রদান করিবে। ইহাকে পর্পটীরস কহে। এই ঔষধের চারিরতি সেবন করিলে শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়। হরীতকী, শুণ্ঠী ও গুড়ূচী ইহাদিগের কাথ অনুপানে সেবন করিবে।

অথ বিশ্বেশ্বররসঃ।

মৃতসূতার্কতীক্ষ্ণঞ্চ তালং গন্ধঞ্চ কট্‌ফলং। মেষশৃঙ্গী বচা শুণ্ঠি ভার্গী পথ্যা চ বালকং। ধন্যাকং মর্দ্দয়েত্তুল্যং পর্পটোত্থদ্রবৈর্দ্দিনং। মর্দ্দ্যং মাষং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ কফপিত্তমদাত্যয়ে। রসো বিশ্বেশ্বরো নাম প্রোক্তো নাগার্জ্জুনেন চ। কাকমাচীরসং চানু সৈন্ধবেন যুতং পিবেৎ।

পারদভস্ম, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কট্‌ফল, মেষশৃঙ্গী, বচ, শুণ্ঠী, বামনহাটী, হরীতকী, বালা, ধনিয়া, এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একদিবস ক্ষেতপাপড়ার রসে ভাবনা দিবে। মধুর সহিত এই ঔষধের এক মাষা মিশাইয়া লেহন [illegible] মর্দ্দন [illegible] রস ও সৈন্ধ[illegible] র ক্ষীরের সহিত এই ঔষধ ঘষিয়া প্রভৃতি; যাবৎ করিলে সান্নিপাতিকজ্বর ধ্বংস হয়। [illegible] ভৈরব কহে।

ইহাকে বিশ্বেশ্বর রস কহে। প্রসিদ্ধনামা নাগার্জ্জুন নামক ঋষি ইহার আবিষ্কর্ত্তা।

অথ শীতারিরসঃ।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং টঙ্গণঞ্চ সমং সমং। পারদাদ্দ্বিগুণং দেয়ং জৈপালং তুষবর্জ্জিতং ॥ সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চা ত্বগ্‌-ভস্ম শর্করাপি চ। প্রত্যেকং সূতকং তুল্যং জম্বীরৈর্ম্মর্দ্দয়েদ্দিনং। দ্বিগুঞ্জাস্তপ্ত-তোয়েন বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ। রসঃ শীতারিনামায়ং শীতজ্বরহরঃ পরঃ।

পারদ, গন্ধক ও সোহাগা এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে সমভাগ, পারদের দ্বিগুণ তুষবর্জ্জিত বিশুদ্ধ জয়পালবীজ এবং সৈন্ধব, মরিচ, তিন্তিড়ী-বল্কলভস্ম, বিষ এই সকল বস্তু পারদের সমভাগ লইয়া সকল একত্র জম্বীরের রসে এক দিবস মর্দ্দন করিবে। উষ্ণজলের সহিত এই ঔষধের দুইরতি সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজ্বর ধ্বংস হইয়া থাকে। ইহাকে শীতারিরস কহে। এই ঔষধ দ্বারা দারুণ শীতজ্বর ধ্বংস হইয়া থাকে।

অথ সান্নিপাতজ্বরে।

স্বেদঃ।

ন স্বেদব্যতিরেকেণ সন্নিপাতঃ প্রশাম্যতি। তস্মান্মুহুর্ম্মুহুঃ কার্য্যং স্বেদনং সন্নিপাতিনাং। সন্নিপাতে জলময়ো নরানাং বিগ্রহো ভবেৎ। বিনা বহ্ন্যুপচারেণ কষ্টং শোষয়িতুং ক্ষমঃ। প্রয়োগা বহবঃ সন্তি সবিষা অবিষা অপি। বহ্ন্যাগং বিনা প্রায়ো ন বীর্য্যং দর্শয়ন্তি তে প্রতিক্রিয়াবিধাবেবং যস্য সংজ্ঞাং ন জায়তে পাদতলে ললাটে বা দহেল্লৌহ-শলাকয়া ॥

করিবে। এই বটি সেবন ক... দূর হওয়া কঠিন।
হয়। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, স... স্বেদ প্রদান
ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, চাতুর্থক বিপর্য্যয় প্র... জলময় হয়,

অগ্নিক্রিয়া ব্যতীত কে তাহাকে শোষণ করিতে সক্ষম হয়। সবিষ ও অবিষ নানাবিধ প্রয়োগ আছে সত্য, কিন্তু অগ্নিতাপ ব্যতীত তাহাদের বল বিফল হয়। নানারূপ প্রতিক্রিয়াতেও যাহার জ্ঞান-সঞ্চার না হয়, তাহার চরণতলে অথবা ললাটে সন্তপ্ত লৌহময় শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে।

অথ নস্যং।

লশুনং মরিচং পিষ্টং নস্যং স্যাৎ শ্লেষ্মনাশনং। সিতকুক্কুটিকাণ্ডজলং পানান্নস্যাদপ্যঞ্জনাচ্চ। দুঃসাধনসন্নিপাতঃ প্রবলোপ্যাশ্বেব সমমেতি।

লশুন ও গোলমরিচ তুল্য পরিমাণে মর্দ্দন পূর্ব্বক কাপড়ের পুঁটুলী করিয়া নস্য লইলে শ্লেষ্মা বিদূরিত হয়। শ্বেতবর্ণ কুক্কুটের ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ পান, নস্য ও অঞ্জন করিলে ঘোরতর দুঃসাধ্য সান্নিপাতিক জ্বর বিদূরিত হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরে নস্যং।

ষড়্‌গ্রন্থি-সৈন্ধবকণাঃ সমধুকসারাঃ পিষ্টাঃ সমেন মরীচেন জলৈঃ কদুষ্ণৈঃ। নস্যং নিবারয়তি শীঘ্রমচেতনত্বং তন্দ্রা-প্রলাপসহিতং শিরসো গুরুত্বং।

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, সৈন্ধব, মৌলসার, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত সর্ব্বচূর্ণের সমান মরিচচূর্ণ একত্র করিবে। পরে ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত নস্য লইলে রোগী অবিলম্বে চৈতন্য লাভ করে এবং তন্দ্রা, প্রলাপ ও শিরোভার বিদূরিত হয়।

অথ অঞ্জনং।

শিরীষবীজ-গোমূত্র-কৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ। অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসো ন শিলাবটৈঃ। অসুরাহ্বপতঙ্গস্য বিট্‌চূর্ণং মধু-সংযুতং। অঞ্জনাদ্বোধয়েন্মুগ্ধং তন্দ্রিতং সন্নিপাতিনং ॥

শিরীষবীজ, পিপ্পলী, মরিচ, সৈন্ধব, লশুন,

মনঃশিলা ও রচ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে রোগী চেতনা প্রাপ্ত হয়।

অথ কারব্যাদিক্কাথঃ।

কারবী পুষ্করৈরণ্ড ত্রায়ন্তী নাগরা-মৃতা। দশমূলী শটী শৃঙ্গী বাসা ভার্গী পুনর্নবা। তুল্যা মূত্রেণ নিঃকাথ্য পীতাঃ স্রোতোবিশোধনঃ। অভিন্যাসজ্বরং ঘোর-মাশু হন্তি সমুদ্ধতং॥

কৃষ্ণজীরক, কুড়, এরণ্ডমূল, বলাডুম্বুর, শুণ্ঠি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামনহাটী ও পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। পরে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে উত্তোলন পূর্ব্বক পান করিবে। এই প্রকার করিলে স্রোতঃসমূহ শোধন হয় এবং দারুণ অভিন্যাস জ্বর বিদূরিত হইয়া থাকে।

অথ চতুর্দ্দশাঙ্গক্কাথঃ।

চিরজ্বরে বাতকফোল্বণে বা ত্রিদোষে বা দশমূলমিশ্রঃ। কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্যঃ শুদ্ধ্যর্থিনে বা ত্রিবৃতা বিমিশ্র॥

দশমূল ও কিরাততিক্তাদিগণ, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মোট দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে পান করিবে। ইহা দ্বারা চির জ্বর ও বাতকফোল্বণ সন্নিপাত বিদূরিত হয়, কিন্তু মল শোধন করিবার প্রয়োজন হইলে তেউড়ীমূলচূর্ণ মিশাইয়া লইবে।

কুলবধূঃ।

শুদ্ধসূতং মৃতং তাম্রং মৃতং নাগং মনঃশিলা। তুত্থকং তস্য তুল্যাংশং দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ। দ্রবৈশ্চাত্তর-বারুণ্যাশ্চণমাত্রা বটী কৃতা। সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু নস্যমাত্রেণ দারুণং। এষা কুলবধূর্নাম জলে ঘৃষ্টা প্রযোজয়েৎ।

বিশুদ্ধ পারদ, মারিত তাম্র, সীস, মনঃশিলা, তুঁতে এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে এক একতোলা গ্রহণ করত গোরক্ষচাকুলের রসে একদিবস মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা জলে ঘষিয়া নস্যগ্রহণ করিলে দারুণ সান্নিপাতিক জ্বর দূরীভূত হয়, ইহাকে কুলবধূ কহে।

জয়মঙ্গলঃ।

ভস্মসূতাভ্রকং তারং মুণ্ডতীক্ষ্ণার-মাক্ষিকং। বহ্নিটঙ্গণসব্যোষং সমং সংমর্দ্দ-য়েদ্দিনং। পাঠানির্গুণ্ডিকাযষ্টি বিল্বমূল-কষায়কৈঃ। ততো মূষাগতং রুদ্ধা বিপচেদ্ভূধরে পুটে। মাষৈকং দশমূলস্য কষায়েণ প্রযোজয়েৎ। অঞ্জনেনাথবা নস্যে সন্নিপাতং জয়েদ্ধ্রুবং।

রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, মুণ্ডলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতা, সোহাগা, ও ত্রিকটু এই সমস্ত বস্তু তুল্য-পরিমাণে লইয়া আকৃাদি, নিসিন্দা, যষ্টিমধু ও বিল্ব-মূলের কাথে এক দিবস মর্দ্দন করত মূষামধ্যে অব-রুদ্ধ করিয়া ভূধরযন্ত্রে পুটপাক করিবে। দশমূলের কাথের সহিত ইহার একমাষা মিশাইয়া অঞ্জন বা নস্যগ্রহণ করিলে নিঃসন্দেহ সান্নিপাতিকজ্বর ধ্বংস হয়। ইহাকে জয়মঙ্গলরস কহে।

নস্যভৈরবঃ।

মৃতসূতার্কতীক্ষ্ণাগ্নিং টঙ্গণং খর্পরং সমং। সব্যোষমর্কদুগ্ধেন দিনঞ্চ মর্দ্দয়ে-দ্দিনং। অর্কক্ষীরযুতং নস্যং সন্নিপাতহরং পরং।

রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, চিতা, সোহাগা, খর্পর ও ত্রিকটু এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া আকন্দের দুগ্ধে একদিবস মর্দ্দন করিতে হইবে। আকন্দের ক্ষীরের সহিত এই ঔষধ ঘষিয়া নস্যগ্রহণ করিলে সান্নিপাতিকজ্বর ধ্বংস হয়। ইহাকে নস্যভৈরব কহে।

অঞ্জনভৈরবঃ।

সূততীক্ষ্ণকণাগন্ধমেকাংশং জয়পালকং। সর্ব্বৈস্ত্রিগুণিতং জম্বুবারিণা চ সুপেষিতং। নেত্রাঞ্জনেন হন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবমুদ্ধতং।

এক একভাগ করিয়া পারদ, লৌহ, পিপ্পলী ও গন্ধক এবং সর্ব্ববস্তুর ত্রিগুণ জয়পালবীজ লইয়া একত্র করত দ্বিগুণপরিমিত জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা নেত্রে অঞ্জনপ্রদান করিবে। এই প্রকার করিলে যাবতীয় সান্নিপাতিক জ্বর ও তৎসহ উপদ্রব বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাকে অঞ্জনভৈরব কহে।

অঞ্জনো রসঃ।

গন্ধেশং লশুনাম্ভোভির্ম্মর্দ্দয়েদ্‌যামমাত্রকং। তস্যোদকেন সংযুক্তং নস্যং তৎপ্রতিবোধকৃৎ। মরিচেন সমাযুক্তং হন্তি তন্দ্রাপ্রলাপকান্‌।

গন্ধক ও পারদ সমভাগে লইয়া রসুনের রসে একপ্রহর মর্দ্দন করত রসুনের রসের সহিত নস্যগ্রহণ করিবে। ইহাদ্বারা জ্বররোগে অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞানলাভ হয়। এই ঔষধ মরিচের সহিত প্রয়োগ করিলে তন্দ্রাপ্রলাপাদি দূর হইয়া থাকে। ইহাকে অঞ্জনরস কহে।

সন্নিপাতভৈরবঃ।

তাম্রং গন্ধং রসং শ্বেতগুঞ্জামরিচপূতনাঃ। সমীনপিত্তজৈপালান্‌ তুল্যানেকত্র মর্দ্দয়েৎ। গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য নবজ্বরহরং পরং। জ্বরাঙ্কুশঃ সন্নিপাতভৈরবোঽয়ং প্রকাশিতঃ।

তামা, গন্ধক, পারদ, শ্বেতগুঞ্জা, মরিচ, হরীতকী, মৎস্যপিত্ত ও জয়পালবীজ এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিতে হইবে। ইহার চারিরতি পরিমাণে সেবন করিলে নবজ্বর ধ্বংস হয়। এই ঔষধ জ্বররূপ হস্তীর অঙ্কুশ তুল্য। স্বয়ং ভৈরব ইহার আবিষ্কর্ত্তা। ইহাকে সন্নিপাতভৈরব কহে।

শীতভঞ্জীরসঃ।

রসো হিঙ্গুলগন্ধঞ্চ জৈপালং সম্মিতং ত্রিভিঃ। দন্তীক্বাথেন সংমর্দ্দ্য রসো জ্বরহরঃ পরঃ। আর্দ্রকস্য রসে নৈব দাপয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ং। নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েদযামমাত্রতঃ। শর্করাদধিভক্তঞ্চ পথ্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ। শীতৃতোয়ং পিবেচ্ছানু ইক্ষুমুদ্গরসো হিতঃ। শীতভঞ্জীরসো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকঃ।

এক একভাগ পারদ, হিঙ্গুল, গন্ধক এবং তিনভাগ জয়পালবীজ এই সকল বস্তু একত্র করিয়া দন্তীর ক্বাথে মর্দ্দন করিতে হইবে। আদার রসের সহিত এই ঔষধের দুই রতি সেবন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর ধ্বংস হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে এক প্রহরের মধ্যে দারুণ নবজ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধে দধি ও শর্করার সহিত অন্ন পথ্য দিবে। ঔষধ সেবনান্তে আপন ইচ্ছানুসারে শীতল জলপান করিবে। ইহাতে ইক্ষু ও মুগের যূষ উপকারী। ইহাকে শীতভঞ্জীরস কহে। এই ঔষধ যাবতীয় জ্বরের যম স্বরূপ।

উন্মত্তরসঃ।

রসং গন্ধঞ্চ তুল্যাংশং ধুস্তূরফলজৈর্দ্রবৈঃ। মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু তুল্যং ত্রিকটুকং ক্ষিপেৎ। উন্মত্তাখ্যো রসো নাম নস্যঃ স্যাৎ সন্নিপাতজিৎ। সন্নিপাতার্ণবে মগ্নং যোঽভ্যুপৈতি চ রোগিণং। কস্তেন ন কৃতো ধর্ম্মঃ কাঞ্চ পূজাং ন সোঽর্হতি।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ধুস্তূরফলের রসে এক দিবস মর্দ্দন করিতে হইবে। অনন্তর পারদের সমভাগে মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ ইহাদিগের চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে ইহাকে উন্মত্তরস কহে। এই ঔষধের নস্য গ্রহণ

করিলে সান্নিপাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়। যে বৈদ্য সন্নিপাতগ্রস্ত রোগীকে রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করেন তিনি এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে ধর্ম্ম ও যশোভাগী হন।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ।

ম্লেচ্ছস্য ভাগাশ্চত্বারো জৈপালস্য ত্রয়ো মতাঃ। তৎসর্ব্বং মর্দ্দয়েৎ শ্লক্ষ্ণং শুষ্কং যামং ভিষগ্বরঃ। শৃঙ্গবেরাম্বুনা দেয়ং ব্যোষচিত্রকসৈন্ধবৈঃ। মাষদ্বয়মিতস্তা হরত্যেব বিনিশ্চয়ঃ। ঘনসারেণ সারেণ চন্দনেন বিলেপনং। বিদধ্যাৎ কাংস্যপাত্রে চ সেচয়েদ্রোগিণং ভিষক্। শাল্যন্নং তক্রসহিতং ভোজয়েদিক্ষুসংযুতং। সন্নিপাতে মহাঘোরে ত্রিদোষে বিষমজ্বরে। আমবাতে বাতশূলে গুল্মে প্লীহি জলোদরে। শীতপূর্ব্বে দাহপূর্ব্বে বিষমে সততজ্বরে। অগ্নিমান্দ্যেচ বাতে চ প্রযোজ্যোঽয়ং রসেশ্বরঃ। মৃতসঞ্জীবনো নাম বিখ্যাতোঽয়ং রসায়নে॥

চারিভাগ তাম্র, তিনভাগ জয়পালবীজ, দুই ভাগ সোহাগা ও এক ভাগ বিষ এই সকল বস্তু শুণ্ঠির কাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। ত্রিকটু, চিতা ও সৈন্ধবের সহিত এই ঔষধের দুই মাষা সেবন করিলে জ্বরের সন্তাপ ধ্বংস হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া কাংস্যপাত্রস্থিত কর্পূর ও চন্দন সেচন দ্বারা রোগীর চেতনা সম্পাদন করিবে এবং উত্তম শালীধান্যের অন্ন, ঘোল ও ইক্ষুরসের সহিত পথ্য দিবে। দারুণ সন্নিপাত, ত্রিদোষজনিত বিষম জ্বর, শীতপূর্ব্ব ও দাহপূর্ব্বক বিষমজ্বর, সততজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগে এই ঔষধ প্রয়োজ্য। ইহাকে মৃতসঞ্জীবনরস কহে। রসায়নে এই ঔষধ প্রশংসনীয়।

স্বল্পবড়বানলরসঃ।

শুদ্ধতাম্রস্য ভাগৈকং মরিচস্য তথৈব চ। বিষং তত্তুল্যকং দদ্যাৎ তৎসর্ব্বং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতং। লাঙ্গলীরসসংযুক্তং তৎসর্ব্বং পুটকে পচেৎ। রক্তিকাদ্বিতয়ং ব্যাপি ত্রিতয়ং বা প্রকল্পয়েৎ। দোষে ব্যোষসমাযুক্তস্ত্রিদোষশমনো ভবেৎ। ভক্ষয়েৎ পবনে চোগ্রে বড়বানলসংজ্ঞিতং॥

একভাগ শুদ্ধতাম্র, একভাগ মরিচ, একভাগ বিষ এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে অনন্তর বিষলাঙ্গলীয়ার রসে মর্দ্দন করত পুটপাকে পাক করিবে। এই ঔষধ রোগীর অবস্থা বিবেচনায় দুই কিম্বা তিনরতি প্রয়োগ করিবে। ত্রিকটুর সহিত এই ঔষধ সেবন দ্বারা ত্রিদোষবিকার ধ্বংস হয়। ইহাকে স্বল্পবড়াবনলরস কহে।

বৃহদ্বড়বানলো রসঃ।

সূতং গন্ধকঞ্চৈব হরিতালং মনঃশিলা। অভ্রকং বৎসনাভঞ্চ দারুজঙ্গমজং বিষং। জৈপালং সার্দ্ধশতকং সর্ব্বং সংচূর্ণ্য মর্দ্দয়েৎ। মাৎস্যমাহিষমায়ুরছাগপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ। বটিকাং শীততোয়েন কুর্য্যাৎ গুঞ্জাপ্রমাণতঃ। বড়বানলনামায়াং নারিকেলজলেন বৈ। ভক্ষয়েৎ সন্নিপাতার্ত্তো মৃত্যুস্তস্যামুখো ভবেৎ॥

দুইতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, বৎসনাভ নামক মূলবিষ, দারুমুষ, জঙ্গমবিষ, (কালসর্পবিষ) এই সমস্ত বস্তু এবং দেড়পল জয়পালবীজ, সকল বস্তু একত্র চূর্ণ করিয়া মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগল ইহাদিগের পিত্তে ভিন্ন ভিন্নরূপে ভাবনা দিয়া একগুঞ্জা পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। সন্নিপাতগ্রস্ত রোগী শীতল জল কিম্বা নারিকেলজলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে তাহার মৃত্যু বিমুখ হইয়া পলায়ন করে। ইহাকে বৃহদ্বড়বানলরস কহে।

প্রকারান্তরে অঞ্জনরসঃ।

বাহ্লিকং রসকং তুত্থং কর্পূরং মৃতশুল্বকং। কাসমর্দ্দরসৈর্মর্দ্দ্যং দিনার্দ্ধং

বটকীকৃতং। অঞ্জনং জ্বরদাহঘ্নং সর্ব্বদোষসমুদ্ভবং ॥

হিঙ্গুল, ফটকারি, তুঁতে, কর্পূর তাম্র এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া কালকাসন্দার রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করত বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিলে সর্ব্বদোষজনিত দাহজ্বর ধ্বংস হয়। ইহার নামও অঞ্জনরস।

ত্রৈলোক্যসুন্দররসঃ।

রসগন্ধকয়োর্ম্মাষৌ প্রত্যেকং কজ্জলীকৃতৌ শক্রঞ্চ সুষবীঞ্চৈব ধুস্তূরকেশরাজকং। দেবদানী জয়ন্তী চ তথা মণ্ডূকপর্ণিকা। এষাং পত্ররসৈঃ শাণৈঃ শিলায়াং খল্লয়েৎ পুনঃ। শোষয়িত্বা বটী কার্য্যা ত্বনেকা রাজিকোপমা। ত্রিদোষজং জ্বরং হন্তি তথা প্রবলকোষ্ঠকং। তপ্তে তু নারিকেলস্য জলং দেয়ং প্রযত্নতঃ। তদা বটী ন কার্য্যা তু তদা খাদ্যা তু রক্তিকা। ত্রৈলোক্যসুন্দরো নাম সন্নিপাতহরো রসঃ ॥

দুইমাষা পারদ ও দুইমাষা গন্ধক একত্র মর্দ্দন করত কজ্জলী করিবে। পরে কুটজ, তালমূলী ধুস্তূর, কেসুর্ত্তে, ঘোষাফল, জয়ন্তী, থুলকুড়ি, ইহাদিগের প্রত্যেকের পত্রের রস অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া তাহার সহিত ঐ কজ্জলী মর্দ্দন করত শুষ্ক করিয়া সর্ষপবৎ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে দারুণ সান্নিপাতিকজ্বর ধ্বংস হয়। রোগীর দেহে অধিক উত্তাপ থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইয়া নারিকেলজল পান করাইবে। এইকালে সর্ষপবৎ বটী না করিয়া একরতি প্রমাণ ঔষধ সেবন করিবে ইহাকে ত্রৈলোক্যসুন্দর কহে। এই ঔষধ সন্নিপাতজ্বরবিনাশক।

স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।

রসগন্ধকয়োঃ শাণং প্রত্যেকং কজ্জলীকৃতং। সুবর্ণমাক্ষিকং শাণং শুদ্ধঞ্চৈকত্র কারয়েৎ। রুদ্রজটা নিশুন্দা চ নাগদামলকী তথা। বিষকণ্টালিকা চৈষাং স্বরসং শাণমাত্রকং। দত্ত্বা সংশোধ্য সংমর্দ্দ্য কার্য্যা মুদ্গসমা বটী। আর্দ্রকস্য রসৈঃ পেয়া জীরকঞ্চানু ভক্ষয়েৎ। স্বচ্ছন্দো ভৈরবাখ্যোয়ং সন্নিপাতোগ্রহৃন্মতঃ। গ্রহণীসূতিকাতঙ্কং নাশয়েদ্বিচারতঃ ॥

অর্দ্ধতোলা পারদ ও অর্দ্ধতোলা গন্ধক একত্র মর্দ্দন করত কজ্জলী করিবে। এই কজ্জলীর সহিত অর্দ্ধতোলা স্বর্ণমাক্ষিক মিশাইয়া তাহাতে শিব জটা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলকী, বিষকাটালী ইহাদিগের প্রত্যেকের রস অর্দ্ধতোলা দিবে এবং উৎকৃষ্টরূপে মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় এক একটী বটিকা করিবে। আদার রসের সহিত এই বটী সেবন করিয়া পশ্চাৎ জীরক ভক্ষণ করিতে হয়। ইহাকে স্বচ্ছন্দভৈরব রস কহে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা উগ্র সান্নিপাতিকজ্বর, গ্রহণীরোগ ও সূতিকা রোগ ধ্বংস হইয়া থাকে।

অথ শীতাঙ্গসন্নিপাতলক্ষণং।

শীতং শরীরং শীতাঙ্গে ছর্দ্দ্যতিসারকম্পনং। ক্ষুদ্বিঘাতোঙ্গমর্দ্দশ্চ হিক্কা শ্বাস শ্রমো রতিঃ। সর্ব্বাঙ্গশিথিলত্বঞ্চ সন্নিপাতে প্রজায়তে ॥

শীতাঙ্গ সন্নিপাতে রোগীর সর্ব্বশরীর শীতল হয় এবং ছর্দ্দি, অতিসার, কম্পন, ক্ষুদ্বিঘাত, অঙ্গমর্দ্দন, হিক্কা, শ্বাস, পরিশ্রম, এবং সর্ব্বাঙ্গের শিথিলতা এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়।

আনন্দভৈরবঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং মরিচং টঙ্কণং কণা। জাতীকোষসমং চূর্ণং জম্বীরদ্রবমর্দ্দিতং। রক্তিমানাং বটীং কুর্য্যাৎ খাদেদার্দ্রকসংযুতাং। বটিদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি সন্নিপাতে সুদারুণে। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি তথাতিসারনাশনঃ। জীর্ণজ্বরহরশ্চৈব তথা

সর্ব্বাঙ্গভেদকঃ। আমবাতাদিরোগঞ্চ নাশ-য়েদবিকল্পতঃ ॥

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, মরিচ, সোহাগা, পিপ্পলী ও জয়িত্রী; এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ জম্বীরের রসে উত্তমরূপ পেষণ করত একরতি পরিমাণ বড়ী প্রস্তত করিবে। আদার রসের সহিত এই বটিকা সেবন করিবে। ইহার দুইটী তিনটি বটি সেবন করিলেই ঘোরতর সান্নিপাতিকজ্বর, অষ্টবিধ জ্বর, অতিসার, জীর্ণজ্বর এবং আমাবাতাদিরোগ নিশ্চয় ধ্বংস হয়। ইহাকে আনন্দভৈরব কহে।

সূচিকাভরণো রসঃ।

রসগন্ধকনাগঞ্চ বিষং স্থাবরজঙ্গমং।
মাৎস্যবারাহময়ূরছাগপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ ।
সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সূচিকাগ্রেণ দাতব্যঃ সন্নিপাতনিবর্হণঃ ॥

পারদ, গন্ধক, সীস, স্থাবরবিষ, জঙ্গমবিষ, এই সকল বস্তু একত্র মিশাইয়া মৎস্য, বরাহ, ময়ূর ও ছাগল ইহাদিগের পিত্তে ভিন্ন ভিন্নরূপে ভাবনা দিবে। ইহাকে সূচিকাভরণ কহে। স্বয়ং ভৈরব এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা। সূচিকার অগ্রদ্বারা এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা দ্বারা যাবতীয় সান্নিপাতিক রোগ ধ্বংস হইয়া থাকে।

পঞ্চাননরসঃ।

শম্ভোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং দৈত্যেন্দ্ররক্তং রবিঃ। পক্ষৌ সাগরলোচনং শশিযুতং ভাগার্কসঙ্খ্যান্বিতং। খল্লে তৎপরিমর্দ্দিতং রবিজলৈর্গুঞ্জৈকমাত্রং দদেৎ। সিংহোঽয়ং জ্বরদন্তিদর্পদলনঃ পঞ্চাননাখ্যো রসঃ ॥

দুইভাগ বিষ, চারিভাগ মরিচ, দুইভাগ গন্ধক, এক ভাগ হিঙ্গুল; এই সকল বস্তু একত্র মিশাইয়া আকন্দমূলের রসে খলেতে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ একরতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহাকে পঞ্চাননরস কহে। এই পঞ্চাননরস জ্বররূপ হস্তীর গর্ব্বনাশে সিংহতুল্য।

আনন্দভৈরবী।

বিষং ত্রিকটুকং গন্ধং টঙ্কণঞ্চ মৃতশুল্বকং। ধুস্তূরস্য চ বীজানি হিঙ্গুলং নবমং স্মৃতং। এতানি সমভাগানি দিনৈকং বিজয়াদ্রবৈঃ। মর্দ্দয়েৎ চণকাভাস্তু বটীশ্চানন্দভৈরবীং। ভক্ষয়েচ্চ পিবেচ্চানু রবিমূলকষায়কং। সব্যোষং হন্তি নো চিত্রং সন্নিপাতং সুদারুণং। শীতাঙ্গে সন্নিপাতে বা সামান্যে বা ত্রিদোষজে ধন্যাকং পিপ্পলী শুণ্ঠি কটুকী কণ্টকারিকা। কাথং পিপ্পলীসংযুক্তং চতুর্গুণা চ পর্প টী। সন্নিপাতজ্বরং হন্তি বটিকানন্দভৈরবী। মূলঞ্চ কটুরোহিণ্যাঃ সমং বিল্বং সজীরকং। দধ্না পিষ্টং পিবেচ্চানু বটিকানন্দভৈরবী। সন্নিপাতাতিসারঘ্নী পথ্যং শাকবিবর্জ্জিতং। আনন্দভৈরবীং পীত্বা কাথং বরুণসম্ভবং। পায়য়েদশ্মরীং হন্তি সপ্তরাত্রান্ন সংশয়ং। বাগুঞ্জীসম্ভবৈস্তৈলৈর্ব্বটীশ্চানন্দভৈরবীং। লেহয়েন্নিষ্কমাত্রাস্তু গলৎকুষ্ঠঞ্চ নাশয়েৎ। দধিমস্তুসিতাক্ষৌদ্রৈঃ বটীশ্চানন্দভৈরবীং। ভক্ষয়েন্মূত্রকৃচ্ছ্রার্ত্তো যবক্ষারং সিতান্বিতং। গোদুগ্ধং কথিতঞ্চানু শীতলং মধুনা পিবেৎ। গুঞ্জামূলং পিবেৎ ক্ষীরৈরনুপানং প্রশস্যতে। অনেন চানুপানেন বটিকানন্দভৈরবী। দেয়া রুদ্রজটা ক্ষৌদ্রৈঃ সর্ব্বমেহপ্রশান্তয়ে ॥

এক এক তোলা হিসাবে বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক সোহাগা, তাম্র, ধুস্তূরবীজ ও হিঙ্গুল লইয়া এক দিবস জয়ন্তীপত্রের রসে উৎকৃষ্টরূপে মর্দ্দন করত চণকবৎ বড়ী প্রস্তত করিবে। ইহার অনুপান আকন্দমূলের কাথ। ত্রিকটু অনুপানে এই ঔষধ

সেবন করিলে ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বর ধ্বংস হয়। ধনিয়া, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, কটুকী ও কণ্টকারীর কাথ করিয়া পিপ্পলীচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করত এই ঔষধ সেবন করিলে শীতাঙ্গ, সন্নিপাত ও সামান্য ত্রিদোষজনিত জ্বর বিনাশ পায়। ইহাতে চারিরত্তি পরিমাণে ক্ষেৎপাপড়ার রস দিয়া সেবন করিলে সান্নিপাতিকজ্বর দূর হয়। ইহাকে আনন্দভৈরবী কহে। এই আনন্দভৈরবী সান্নিপাতিক জ্বরবিনাশক। এই ঔষধ সেবনান্তে কটুকীর মূল বিল্ব, শুণ্ঠী ও জীরা তুল্য পরিমাণে লইয়া দধির সহিত পেষণ করত পান করিবে। ইহাতে সান্নিপাতিকজ্বর দূর হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনে পথ্যকালে শাক বর্জ্জন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া বরুণমূলের কাথ পান করিলে সপ্তরাত্র মধ্যে অশ্মরীরোগ দূর হয়। সোমরাজির তৈলের সহিত একনিষ্কপরিমাণে এই ঔষধ লেহন করিলে গলৎকুষ্ঠ; দধির মাত, শর্করা ও মধুর সহিত সেবন করিলে অথবা যবক্ষার, শর্করা ও গব্য দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া শীতল হইলে মধুর সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশ পায়। অথবা গুঞ্জামূল দুগ্ধের সহিত পান করিবে। রুদ্রজটার কাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে যাবতীয় মেহরোগ বিনষ্ট হয়।

প্রাণেশ্বরো রসঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং সূতার্দ্ধং বিষসংযুতং। সমস্তং মর্দ্দয়েত্তালমূলীনীরৈস্ত্র্যহং বুধঃ। পূরয়েৎ কূপিকান্তে চ সন্নিরোধ্য বিশোষয়েৎ। সপ্তভির্মৃত্তিকাবস্ত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা তু শোষয়েৎ। পুটেৎ কুম্ভীপ্রমাণেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। গৃহীত্বা কূপিকায়াশ্চ মর্দ্দয়েচ্চ দিনত্রয়ঃ। অজাজী জীরকং হিঙ্গুসর্জ্জিকাটঙ্গণৈর্যুতং। গুগ্গুলুঃ পঞ্চলবণং যবক্ষারো যমানিকা। মরিচং পিপ্পলী চৈব প্রত্যেকং প্রমাংশতঃ। এষাং কষায়েণ পুনর্ভাবয়েৎ সপ্তধাতপে। নাগবল্লীদলযুতং পঞ্চগুঞ্জং রসেশ্বরং। দগ্ধাবজ্বরে তীব্রে কোষ্ণং বারি পিবেদনু। প্রাণেশ্বররসো নাম্না সন্নিপাতপ্রকোপজিৎ। শীতজ্বরে দাহপূর্ব্বে গুল্মে শূলে ত্রিদোষজে। বাঞ্ছিতং ভোজনং দদ্যাৎ কুর্য্যাচ্চন্দনলেপনং। তাবদেব প্রশমনো নানাতিসারনাশনঃ। ভবেচ্চ নাত্র সন্দেহঃ স্বাস্থ্যঞ্চ লভতে নরঃ॥

একভাগ পারদ, একভাগ গন্ধক ও অর্দ্ধভাগ বিষ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া তালমূলীর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে কাচকূপীর মধ্যে রুদ্ধ করত মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্রদ্বারা ঐ কূপী সাতবার বেষ্টন করিয়া কুম্ভীপাকে পুটপ্রদান করিবে। পরে শীতল হইলে তাহা লইবে। অনন্তর জীরা, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গ, সর্জ্জিকাক্ষার, সোহাগা, গুগ্‌গুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপ্পলীর কাথে এক দিবস মর্দ্দন করিবে। জীরাদির কাথ করিতে সকল বস্তুই সমভাগে লইয়া উক্ত জীরাদির কাথে সপ্তবার ভাবনা ও সপ্তবার আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। পানের রসের সহিত এই ঔষধের পাঁচরত্তি সেবন করিতে হয়। নূতন তীব্রজ্বরে এই ঔষধ সেবন করিয়া গরম জলপান করিবে। ইহাকে প্রাণেশ্বররস কহে। এই প্রাণেশ্বর সন্নিপাতপ্রকোপনাশক। শীতজ্বর, দাহজ্বর, শূল ও ত্রিদোষবিকারে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। এই ঔষধ সেবনান্তে রোগীকে ইচ্ছানুযায়ী পথ্য দিবে এবং তাহার অঙ্গে চন্দনলেপ দিবে। ইহাতে নানাপ্রকার অতীসার বিনাশ পায় এবং রোগী আরোগ্য লাভ করে সন্দেহ নাই।

ত্রিদোষনীহাররসঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং কৃশানুরসৈর্বিমর্দ্দ্যাষ্টদিনানি ঘর্ম্মে। রসাষ্টভাগত্বমৃতঞ্চ দদ্যাৎ বিমর্দ্দয়েৎ বহ্নিরসেন কিঞ্চিৎ। পিত্তে তু সম্ভাবিত এষ দেয়ঃ ত্রিদোষনীহারবিনাশসূর্য্যঃ।

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, একত্র চিতার রসে পেষণ করিয়া অষ্টদিবস রৌদ্রে ভাবনা দিবে এবং পারদের অষ্টমাংশ বিষ মিশাইয়া পুনরায় চিতার রসে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ পৈত্তিক-

জ্বরে প্রযোজ্য। ইহাকে ত্রিদোষনীহাররস কহে। যেমন সূর্য্য, নীহার ধ্বংস করেন, তদ্রূপ এই ত্রিদোষনীহাররস পৈত্তিকজ্বর দূর করিয়া দেয়।

রসরাজেন্দ্রঃ।

পলং শুদ্ধস্য সূতস্য পলং তাম্রময়স্তথা। অভ্রং নাগং পলং বঙ্গং পলং গন্ধং কতালকং। পলং শুদ্ধবিষং চূর্ণং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। মর্দ্দয়েৎ কাকমাচ্যাশ্চ আর্দ্রকস্য রসেন চ। মাৎস্যবারাহমায়ূরছাগমাহিষপিত্তকৈঃ। মর্দ্দয়েদ্ভিন্নভিন্নঞ্চ ত্রিকটোরম্ভোভিস্তথা। সিদ্ধোঽয়ং রসরাজেন্দ্রো ধন্বন্তরিসুসংস্কৃতঃ। গুঞ্জামাত্রং রসং দদ্যাৎ সুরসারসসংযুতং। মেত্থবারিপ্রবাহেণ ধারিতং বারি মস্তকে। অনিবারো যদা দাহস্তদা দেয়া চ শর্করা। ভোজনং দধিসংযুক্তং বারমেকন্তু দাপয়েৎ। ঈশ্বরেণ যথা কামঃ কেশবেন চ দানবঃ। পাবকেন যথা শীতমনেন চ তথা জ্বরঃ॥

আটাতালা করিয়া বিশুদ্ধ পারদ, তাম্র, লৌহ অভ্র, সীস, বঙ্গ, গন্ধক, হরিতাল ও বিষ; এই সকল দ্রব্য লইয়া চূর্ণ করত একত্র কাকমাচীর রসে ও আদার রসে মর্দ্দন করিবে এবং মৎস্য শূকর, ছাগল ও মহিষ ইহাদিগের পিত্তে ভিন্ন ভিন্নরূপে ভাবনা দিয়া পুনরায় ত্রিকটুর কাথে ভাবনা দিবে। ইহাকে রসরাজেন্দ্র কহে। ধন্বন্তরি এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা। এই ঔষধের একরত্তি পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তুলসীপত্রের রস ও পানের রসসহ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে রোগীর মস্তকে বারি দিবে। যদি জ্বরে অত্যন্ত দাহ থাকে, তাহা হইলে রোগীকে চিনির পানা এবং একবারমাত্র দধিমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। যেমন শিব কন্দর্পকে, বিষ্ণু দানবকুল এবং অগ্নি শীত ধ্বংস করেন, তদ্রূপ এই রসরাজেন্দ্র জ্বরকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং খল্লে তৎ কজ্জলীকৃতং। অভ্রলৌহকয়োর্ভস্ম তাম্রভস্মসমং সমং। বিষং তালং বরাটঞ্চ শিলাহিঙ্গুলচিত্রকান্। হস্তিশুণ্ডী চাতিবিষা ত্র্যূষণং হেমমাক্ষিকং। চূর্ণং বিমর্দ্দয়েদ্দ্রাবৈরার্দ্রকস্য দিনত্রয়ং। নির্গুণ্ডীবিজয়াদ্রাবৈস্ত্রিদিনং মর্দ্দয়েৎ পুনঃ। কাচকূপ্যাং নিবেশ্যাথ বালুকাযন্ত্রগে পচেৎ। দ্বিযামান্তে সমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েদার্দ্রকৈর্দ্রবৈঃ। মৃতসঞ্জীবনো নাম রসোঽয়ং শঙ্করোদিতঃ। মৃতোঽপি সন্নিপাতার্ত্তো জীবত্যেব ন সংশয়ঃ॥

একভাগ বিশুদ্ধ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক লইয়া একত্র খলে পেষণপূর্ব্বক কজ্জলী করিবে। অনন্তর অভ্র, লৌহ, তাম্র, বিষ, হরিতাল, কড়ি, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, চিতা, হাঁতিশুড়া, আতিষ, ত্রিকটু ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে এক এক ভাগ উত্তমরূপে চূর্ণ করত ঐ কজ্জলীর সহিত মিশাইবে এবং আদার রসে তিন দিবস পেষণ করত পুনরায় নিসিন্দার রসে তিন দিবস এবং জয়ন্তীপত্রের রসে তিন দিবস পেষণ করিবে। অনন্তর কাচকূপীর মধ্যে রুদ্ধ করত বালুকা যন্ত্রে দুইপ্রহর পাক করিতে হইবে। পাক সমাপ্ত হইলে ঐ ঔষধ লইয়া আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। ইহাকে মৃতসঞ্জীবনরস কহে। স্বয়ং মহাদেব এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা। ইহা দ্বারা সন্নিপাতরোগে মৃতব্যক্তিও জীবন লাভ করে

।

কণ্টকারী সিন্ধুবারস্তথা নাটকরঞ্জকং। অমীষাং রসমাদায় কৃত্বা খর্পরখণ্ডকে। প্রক্ষিপ্য গন্ধকং তত্র জ্বালাং মৃদ্বগ্নিনা দদেৎ। গন্ধকে স্নেহতাপন্নে পারদং তৎসমং ক্ষিপেৎ। মিশ্রীকৃত্য ততো দ্বাভ্যাং দ্রবং তমবতারয়েৎ। আমর্দ্দয়ে-

তথা তত্ত যথা স্যাৎ কজ্জলপ্রভং। ততস্তু রক্তিকামস্য জীরকস্য চ মাষকং। মাষৈকং লবণস্যাপি পর্ণে কৃত্বা প্রদাপয়েৎ। জ্বরে ত্রিদোষজে ঘোরে জলমুষ্ণং পিবেদনু। ছর্দ্দ্যাং শর্করয়া দদ্যাৎ সামে দদ্যাত্তথা গুড়ং। ক্ষয়ে চ ছাগদুগ্ধং স্যাদনুপানং প্রযোজিতং। রক্তাতিসারে কুটজমূলবল্কলজং রসং। রক্তবান্তৌ তথা দদ্যাদুডুম্বরভবং রসং। সর্ব্বব্যাধিহরশ্চায়ং গন্ধকঃ কজ্জলীকৃতঃ। আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকরশ্চায়ং মৃতঞ্চাপি প্রবোধয়েৎ। যে রসাঃ পিত্তসংযুক্তাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বত্র শম্ভুনা। জলসেকাবগাহৈশ্চ বলিনস্তে তু নান্যথা। যথালাভেন পিত্তেন রসাঃ সর্ব্বে ভবন্তি হি ॥

গন্ধকের সহিত কণ্টকারি, নিসিন্দা ও নাটাকরঞ্জার রস মিশাইয়া মৃদু অগ্নিতাপে গলাইবে। গন্ধক গলিয়া গেলে তাহাতে গন্ধকের সমভাগে পারদ দিবে। উক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে অগ্নি হইতে উত্তোলন করিবে। অনন্তর উহা উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। এই ঔষধের একরতি লইয়া একমাষা জীরা, একমাষা লবণ ও পানের সহিত সেবন করিবে। ত্রিদোষজনিত দারুণ জ্বরে এই ঔষধ সেবন করিয়া গরম জলপান করিবে। ছর্দ্দিরোগে চিনির সহিত, আমরোগে গুড়ের সহিত, ক্ষয়রোগে ছাগদুগ্ধের সহিত রক্তাতীসারে কুরচির মূল ও বল্কলের রসের সহিত, রক্তবমনে যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই গন্ধককজ্জলী যাবতীয় রোগনাশক ও আয়ুর্বৃদ্ধিকর। ইহা মৃতব্যক্তিকেও সজ্ঞান করিয়া দেয়। স্বয়ং শিব যে সকল পিত্তসংযুক্ত ঔষধ বলিয়াছেন, সেই সকল ঔষধ বলিষ্ঠ রোগীকে সেবন করাইবে, দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পিত্তসংযুক্ত ঔষধ দিবে না। ঐ সকল ঔষধ সেবন করাইয়া জলসেক ও অবগাহন স্নান করাইলে রোগী সুস্থ হয়। রোগীর অবস্থাবিবেচনায় যথাযোগ্য দ্রব্যদ্বারা ঐ সকল ঔষধ প্রস্তুত করিবে।

সিংহনাদরসঃ ।

লৌহপাত্রগতে গন্ধে দ্রাবিতে তত্র নিঃক্ষিপেৎ। শুদ্ধসূতং সমং চাভ্রং ভার্গীদ্রাবং তয়োঃ সমং। নির্গুণ্ড্যাঃ পল্লবোত্থঞ্চ তুল্যং তুল্যং প্রদাপয়েৎ। পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তাবদযাবৎ শুষ্কং দ্রবং দ্বয়ং। বিষপাদযুতঃ সোঽয়ং সিংহনাদরসোত্তমঃ। গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যঃ সন্নিপাতজ্বরান্তকঃ। অনুপানং পিবেদ্ব্যাঘ্রীকাথং পুষ্করচুর্ণিতং ॥

লৌহপাত্রে গন্ধক স্থাপন পূর্ব্বক মৃদু অগ্নিসন্তাপে দ্রবীভূত করিবে। পরে উহাতে সমভাগে পারদ ও অভ্র ফেলিয়া দিবে এবং পারদ ও অভ্রের সমভাগে নিসিন্দাপত্রের রস দিয়া যাবৎ জলভাগ শুষ্ক না হয়, তাবৎ মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। অনন্তর গন্ধকের চতুর্থাংশ পরিমাণে বিষ মিশাইয়া একগুঞ্জা পরিমাণে বড়ী করিবে। ইহাকে সিংহনাদ রস কহে। বৃহতীর কাথ ও কুড়চূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহা সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশক।

সন্নিপাতসূর্য্যঃ ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং বিমর্দ্দ্য তৎপাদভাগং রবিতারহেম। ভস্মীকৃতং যোজয়েন্মর্দ্দয়িত্বা দিনত্রয়ং বাহ্নরসেন ঘর্ম্মে। বিষঞ্চ দত্ত্বার্দ্ধকলাপ্রমাণং মৎস্যাদিপিত্তৈঃ পরিভাবয়েচ্চ। বল্লদ্বয়ঞ্চাস্য দদীত বহ্নিকটুত্রয়াদ্র্দ্রবসংপ্রযুক্তং। তৈলেন চাভ্যঞ্জনমেব কুর্য্যাৎ স্নানং জলেনাপি চ শীতলেন। যাবত্ত্ববেদ্দুঃসহশীতমস্য মূত্রঞ্চ পুরীষঞ্চ শরীরকম্পঃ। পথ্যং যদীহা পারিজায়তেঽস্য মরিচখণ্ডং দধিভক্তকঞ্চ। স্বল্পং দদীতার্দ্রকমৎস্যশাকং দিনান্তরং স্নানবিধিঞ্চ কুর্য্যাৎ ॥

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া উহাতে পারদ ও গন্ধক এই

উভয়ের চতুর্থাংশ পরিমাণে তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ ভস্ম মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করত তিন দিন চিতার রসের সহিত রৌদ্রে ভাবনা দিতে হইবে। অনন্তর উহাতে অর্দ্ধাংশ পরিমাণ বিষ মিশাইয়া পুনরায় মৎস্যাদির পিত্তে ভাবনা দিবে। এই ঔষধ চারিরতি লইয়া চিতার কাথ ও ত্রিকটূচূর্ণ সহ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া রোগীর সর্ব্বশরীরে তৈল মর্দ্দন করত শীতলজলে স্নান করাইবে। যাবৎ রোগীর দারুণ শীত, মল মূত্রনির্গম ও দেহে কম্প না জন্মে, তাবৎ, রোগীকে শীতল জলে রাখিবে। রোগীর ক্ষুধা হইলে মরিচ, শর্করা, দধি, অন্ন, আদা, মৎস্য ও শাক অল্প পরিমাণে ভক্ষণ করাইবে। তৎপর একদিবস অন্তর স্নান করাইতে হয়।

বেতালো রসঃ।

রসং গন্ধঃ বিষঞ্চৈব মরিচালং সমাংশিকং। শিলায়াং মর্দ্দয়েত্তাবদযাবদ্‌জায়েত কজ্জলং। গুঞ্জামাত্রং প্রয়োক্তব্যং হরেদ্দ্বাদশসংজ্ঞকং। সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণং। দন্তপঙ্‌ক্তির্দৃঢ়া যস্য লোচনে ভ্রান্ততারকে। চলিতে চেন্দ্রিয়গ্রামে বেতালং বিনিযোজয়েৎ। ম্লানেষু লিপ্তদেহেষু মোহগ্রস্তেষু দেহিষু দাতুমর্হতি বেতালো যমদূত নিবারকঃ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিতাল এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া শিলাতে পেষণ করিবে, যখন তাহা কজ্জলীবৎ হইবে, তখন ঐ ঔষধ একরতি পরিমাণে রোগীকে সেবন করাইবে। ইহাতে সাধ্য ও অসাধ্য দ্বাদশবিধ ঘোরতর সান্নিপাতিকজ্বর ধ্বংস হয়। যাহার দন্তপংক্তি অতিদৃঢ়, এই ঔষধ তাহাকেই দিবে। চক্ষুর তারকা ভ্রান্ত হইলে, ইন্দ্রিয় বিকল হইলে এই বেতালরস প্রয়োগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি ম্লান, লিপ্তদেহ ও মোহাভিভূত, তাহাকে এই ঔষধ খাওয়াইলে উপকার দর্শে। এমন কি, এই বেতাল রস যমদূত নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয়।

চন্দ্রশেখরঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্গণস্তথা চতুস্তুল্যা শিলা যোজ্যা মৎস্যপিত্তেন ভাবয়েৎ। ত্রিদিনং মর্দ্দয়েত্তেন রসোহয়ং চন্দ্রশেখরঃ। দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈর্দেয়ং শীতোদকং পুনঃ। তক্রভক্তঞ্চ বৃন্তাকং ভিষক্‌ তত্র প্রযোজয়েৎ। ত্রিদিনাৎ শ্লেষ্মপিত্তোত্থমত্যুষ্ণং নাশয়েজ্জ্বরং॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, মরিচ ও সোহাগা এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে শিলাতে মর্দ্দন করত মৎস্যপিত্তে ভাবনা দিয়া তিনদিন মর্দ্দন করিতে হইবে। ইহাকে চন্দ্রশেখর কহে। আদার রসের সহিত এই ঔষধ দুইরতি সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া পুনর্ব্বার শীতল জল পান করিবে। ইহাতে ঘোলমিশ্রিত অন্ন ও বার্ত্তাকু পথ্য। উক্ত ঔষধ তিন দিবস সেবন দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মজ্বর দূরীভূত হয়।

কস্তূরীভৈরবঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং টঙ্গং জাতীকোষফলস্তথা মরিচং পিপ্‌পলী চৈব কস্তূরী চ সমং সমং। রক্তিদ্বয়ং ততঃ খাদেৎ সন্নিপাতে সুদারুণে॥

হিঙ্গুল বিষ, সোহাগা, জৈত্রী, জাতিফল, মরিচ, পিপ্পলী ও কস্তূরী এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। ঘোরতর সান্নিপাতিকজ্বরে এই ঔষধ দুইরতি সেবন করিবে ইহাকে কস্তূরীভৈরব কহে।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরবঃ।

মৃতং বঙ্গং খর্পরঞ্চ স্বর্ণং কস্তূরী তারকঃ। এতেষাং সমভাগেন কর্ষমেকং পৃথক্‌ পৃথক্‌। মৃতং কান্তং পলং দেয়ং হেমসারং দ্বিকার্ষিকং। রসভস্ম লবঙ্গঞ্চ জাতিকাফলমেব চ। বক্ষ্যমাণৈৗষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিনসপ্তকং। দ্রোণপুষ্পারসৈর্ব্বাপি নাগ-

বল্ল্যা রসেন চ। দ্বিচন্দ্রৌ ত্রিকটুর্দ্দেয়ো যত্নতো বটিকাঙ্করেৎ। বাতাত্মকে সন্নিপাতেমহাশ্লেষ্মগদেষু চ। ত্রিদোষজনিতে ঘোরে সন্নিপাতে সুদারুণে। নষ্টগর্ভে নষ্টশুক্রে প্রমেহে বিষমজ্বরে। কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে গুল্মে মহাশোথে মহাগদে। স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতী চ ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ। এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

দুইতোলা করিয়া বঙ্গ, খর্পর, স্বর্ণ, কস্তুরী ও রৌপ্য এই সকল দ্রব্য, একপল কান্তলৌহ এবং চারিতোলা করিয়া স্বর্ণমাক্ষিক, রসসিন্দুর, লবঙ্গ, জাতিফল, ঐ সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া দ্রোণপুষ্পরসে ও পানের রসে সাতদিন ভাবনা দিতে হইবে। অনন্তর ইহার সহিত চারি তোলা কর্পূর এবং ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেকে চারি তোলা কর্পূর এবং ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেকে চারি তোলা মিশাইবে। সমস্ত ঔষধ উত্তমরূপে মর্দ্দন করত দুইরতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব কহে। বাতিক, সান্নিপাতিক ও শ্লৈষ্মিকরোগে ত্রিদোষজনিত সুদারুণ সান্নিপাতিকজ্বরে, নষ্টগর্ভে, নষ্টশুক্রে, প্রমেহরোগে, বিষমজ্বরে, কাসে শ্বাসে, ক্ষয়রোগে, গুল্মে মহাশোথে এই ঔষধ সেবন করাইতে হয়। যেমন সূর্য্য অন্ধকাররাশি বিনাশ করেন, তদ্রূপ এই বৃহৎ কস্তুরিভৈরব রোগরাশি আশু বিনাশ করিয়া দেয়। এই ঔষধ সেবনান্তে শত শত নারীসহবাস করিলেও তাহার শুক্র নষ্ট হয় না।

মতান্তরে বৃহৎকস্তূরী ভৈরবঃ।

মৃগমদশশীসূর্য্যা ধাতকী-শূকশিম্বীকনক-রজত-মুক্তা-বিদ্রুম-লৌহপাঠাঃ। ক্রিমিরিপুঘনবিশ্বাতোয়তালাভ্রধাত্রীরবিদলরসপিষ্টঃ কস্তূরীভৈরবোঽয়ং। কস্তূরীভৈরবঃ খ্যাতঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ। আর্দ্রকস্য রসৈঃ পেয়ো বিষমজ্বরনাশনঃ। দ্বন্দ্বজং ভৌতিকান্ বাপি জ্বরান্ কামাদিসম্ভবান্। অভিচারকৃতাংশ্চৈব তথা শুক্রকৃতান্ পুনঃ। নিহন্যাদ্ভক্ষণাদেবডাকিন্যাদিযুতাংস্তথা ॥

কস্তূরী, কর্পূর, তাম্র, ধাইফুল, শূকশিম্বী, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মুথা, শুঁঠ, বালা, হরিতাল অভ্র ও আমলকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আকন্দপত্রের রসে পেষণ করত দুইরতি প্রমাণ বড়ী করিয়া আদার রসের সহিত পান করিবে। ইহাকে বৃহৎ কস্তূরীভৈরব কহে। এই ঔষধ যাবতীয় জ্বর বিষম জ্বর দ্বন্দ্বজজ্বর, ভৌতিকজ্বর, কামাদিসম্ভবজ্বর, অভিচারকৃতজ্বর, শুক্রকৃতজ্বর ধ্বংস করে। এই ঔষধ সেবনমাত্র ডাকিন্যাদির আবেশজনিত জ্বর দূরীভূত হইয়া যায়।

সৌভাগ্যবটী।

সৌভাগ্যামৃতজীরপঞ্চলবণব্যোষাভয়াক্ষামলানিশ্চন্দ্রাভ্রকশুদ্ধগন্ধকরসানেকীকৃতান্ ভাবয়েৎ। নির্গুণ্ডীযুগভৃঙ্গরাজকবৃষাপামার্গপত্রোল্লসৎ--প্রত্যেক---স্বরসেন সিদ্ধগুড়িকা হন্তি ত্রিদোষোদ্ভবং। যেষাং শীতমতীব দেহমখিলং স্বেদদ্রবার্দ্রীকৃতং। নিদ্রা ঘোরতরা সমস্তকরণব্যামোহমুগ্ধং মনঃ। শূলশ্বাসবলাসকাসসহিতং মূর্চ্ছারুচিতৃট্জ্বরং। তেষাং বৈ পরিহৃত্য মৃত্যুবদনাৎ প্রত্যানয়েজ্জীবনং ॥

সোহাগা, বিষ, জীরা, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, অভ্র, গন্ধক ও পারদ এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া নিসিন্দা, শেফালিকা ভৃঙ্গরাজ, বাসক ও অপামার্গ ইহাদিগের পত্রের রসে ভিন্ন ভিন্নরূপে ভাবনা দিয়া দুইগুঞ্জা প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ত্রিদোষজনিত রোগ ধ্বংস করে। যাহাদিগের সমস্ত দেহ শীতল ও ঘর্ম্মযুক্ত, যাহারা দারুণ নিদ্রায় অভিভূত, যে সকল রোগীর ইন্দ্রিয়সমূহ বিকল এবং যাহাদিগের মন মুগ্ধ হয়, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইলে শূল, শ্বাস, বলাস, কাস, মূর্চ্ছা, অরুচি ও জ্বর

ধ্বংস করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে জীবিত করিয়া দেয়। ইহাকে সৌভাগ্যবটি কহে।

সন্নিপাতহর।

পারদং গন্ধকং টঙ্গং সোষণং গজপিপ্‌পলী। ব্যোষঞ্চ ধুস্তূরজলৈঃ পিষ্টং গুঞ্জাদ্বয়ং ক্রুতং। সন্নিপাতং নিহন্ত্যর্ক-কষায়ৈর্ব্ব্যোষচূর্ণিতৈঃ ॥

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ, গজপিপ্পলী ও ত্রিকটু এই সমস্ত বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া ধুস্তূর পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া দুইরতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। আকন্দপত্রের কাথ ও ত্রিকটুচূর্ণ অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিলে সন্নিপাত দূরীভূত হয়। ইহাকে সন্নিপাতহর কহে।

সন্নিপাতবড়বানলো রসঃ।

রসাষ্টকোঽমৃতং সপ্ত স্যাৎ ষষ্ঠো গন্ধকতালয়োঃ। দন্তীবীজানি ষট্‌ভাগাঃ পঞ্চভাগস্তু টঙ্গণং। চত্বারি ধূর্ত্তবীজস্য বোষস্য ত্রিতয়ো ভবেৎ এতানি বহ্নি-মূলস্য ক্বাথেন পরিমর্দ্দয়েৎ। আর্দ্রকস্য রসেনাথ দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতং। বড়বা-নলসংজ্ঞেয়ং সন্নিপাতহরঃ পরঃ ॥

আটভাগ পারদ, সাতভাগ বিষ, ছয় ভাগ গন্ধক, ছয়ভাগ হরিতাল, ছয়ভাগ দন্তীবীজ পাঁচভাগ সোহাগা, চারিভাগ ধুস্তূরবীজ, তিনভাগ ত্রিকটু এই সমস্ত বস্তু চিতামূলের কাথে মর্দ্দন করিবে। দুই গুঞ্জা পরিমিত এই ঔষধ আদার রসের সহ সেবন করিবে। ইহার নাম সন্নিপাত বড়বানল। ইহা দ্বারা সন্নিপাতরোগ ধ্বংস হয়।

অথ ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গঃ।

ভূনিম্বদারুদশমূলমহৌষধাব্দ-তিক্তেন্দ্রবীজধনিকেভকণাঃ কষায়ঃ। তন্দ্রাপ্রলাপরসনা-রুচিদাহমোহ-শ্বাসাদিযুক্তমখিলং জ্বরমাশু হন্তি ॥

চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুণ্ঠ, মুথা, কটুকী, ইন্দ্রযব, ধনিয়া ও গজপিপুল এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুইতোলা করত অর্দ্ধসের জলে পাক করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে পান করিবে। ইহা দ্বারা তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি উপদ্রব সহ বিবিধ জ্বর নষ্ট হইয়া যায়।

অথ পঞ্চমূলদশমূলে।

বিল্বশ্যোনাকগাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা। দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ। শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরঃ। বাতপিত্তাপহরং বৃষ্যং কনীয়ং পঞ্চমূলকং। উভয়ং দশমূলং হি সন্নিপাতজ্বরাপহং। কাসে শ্বাসে চ চন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে। পিপ্‌পলীচূর্ণসংযুক্তং কণ্ঠহৃদ্‌গ্রহনাশনং ॥

বিল্ব, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী এই পাঁচটীকে বৃহৎ পঞ্চমূল বলা যায়। ইহার কাথ পান দ্বারা কফপিত্ত বিনষ্ট ও বলবীর্য্য সংবর্দ্ধিত হয়। শালপাণি, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারি ও গোক্ষুর এই পাঁচটীকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে। ইহার কাথ পান দ্বারা বাতপিত্ত বিদূরিত হয়। উক্ত দুইপ্রকার পঞ্চমূল একত্র করিলেই তাহাকে দশমূল কহে। দশমূলের কাথ করিয়া তাহার সহিত পিপ্পলীচূর্ণ অর্দ্ধতোলা দিয়া পান করিলে সন্নিপাতজ্বর, কাস শ্বাস, পার্শ্ববেদনা ও অন্যান্য রোগ বিনাশ পায়।

অভিন্যাসে।

স্বচ্ছন্দনায়কঃ।

সূতগন্ধকলৌহানি রৌপ্যং সংমর্দ্দয়েত্র্যহং। সূর্য্যাবর্ত্তশ্চ নিগুণ্ডী তুলসী গিরিকর্ণিকা। অগ্নিবল্ল্যার্দ্রকং বহ্নি বিজয়ার্থ জয়াসহ। কাকমাচীরসৈরেষাং পঞ্চপিত্তৈশ্চ ভাবয়েৎ। অন্ধমূষাগতং পশ্চাৎ বালুকাযন্ত্রগং দিনং। বিপচে-

চূর্ণিতং খাদেন্মাষৈকং চার্দ্রকদ্রবৈঃ। নির্গুণ্ডীদশমূলানাং কষায়ং শোষণং পিবেৎ। অভিন্যাসং নিহন্ত্যাশু রসঃ স্বচ্ছন্দনায়কঃ। ছাগীদুগ্ধেন মুদ্গং বা পথ্যমত্র প্রযোজয়েৎ। মায়ূরমাৎস্যবারাহ-ছাগমহিষমেব চ। পঞ্চপিত্তমিদং দেয়ং ভাবনাসু চ সর্ব্বদা॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, এই সকল বস্তু সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া সুটা; নিসিন্দা, তুলসী, অপরাজিতা, অগ্নিবল্লী, আদা, চিতা, জয়ন্তী, ভাঙ্গ, কাকমাচী, ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে দিবসত্রয় ভাবনা দিয়া পঞ্চপিত্তে তিনদিন ভাবনা দিবে। অনন্তর ঐ সকল দ্রব্য অন্ধমূষা মধ্যে অবরুদ্ধ করত একদিবস বালুকাযন্ত্রে পাক করিতে হইবে। পাক সমাধা হইলে ঐ ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধের একমাষা লইয়া আদার রসের সহিত পান করত নিসিন্দা ও দশমূলের ক্বাথে মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া পান করিবে। এই ঔষধ অভিন্যাসজ্বর বিনাশক। ইহাকে স্বচ্ছন্দনায়ক কহে। এই ঔষধ সেবনান্তে ছাগদুগ্ধ ও মুগের যুষ পথ্য দিবে। ময়ূর, মৎস্য, বরাহ, ছাগ ও মহিষ এই পঞ্চজীবের পিত্তের নাম পঞ্চপিত্ত। যাবতীয় ভাবনাকর্ম্মে এই পঞ্চপিত্ত ব্যবহার্য্য।

সন্নিপাতান্তকো রসঃ।

শুদ্ধসূতঃ সমো গন্ধঃ দরদং শুদ্ধখর্পরং। রসস্য দ্বিগুণৌ দেয়ৌ মৃততাম্রাভ্রবেতসৌ। ভৃঙ্গরাজদ্রবৈর্ভাব্যং প্রত্যহং ভাবনা পৃথক্। দাতব্যং যচ্চতুর্গুঞ্জমার্দ্রকস্য রসৈঃ সহ। সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতান্তকো রসঃ॥

এক একভাগ করিয়া পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও খর্পর এবং পারদের দ্বিগুণ মৃততাম্র ও বৈকল এই সকল বস্তু একত্র মিশাইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে সাতদিবস ভাবনা দিবে। এই ঔষধের চারিরতি লইয়া আদার রসের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাকে সন্নিপাতান্তক রস কহে।

অথ জীর্ণ বিষম-জ্বরে।

তত্র বিষমজ্বরলক্ষণং।

যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাচ্ছীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ। বেগতশ্চাপি বিষমঃ স জ্বরো বিষমঃ স্মৃতঃ। ত্রিসপ্তাহব্যতীতস্তু জ্বরো যস্তনুতাং গতঃ। প্লীহাগ্নিসাদং কুরুতে স জীর্ণজ্বর উচ্যতে॥

যে জ্বরে শীত, তাপ ইত্যাদির নিয়ম থাকে না, কখন বা প্রবলবেগে কখন বা গ্রীষ্ম জন্মে এবং জ্বরের বেগের ও তারতম্য হয়, কখন বা প্রবল বেগে কখন বা মন্দবেগে জ্বরভোগ করে, তাহারই নাম বিষমজ্বর। আর তিনসপ্তাহ অতীত হইলেও জ্বরের শক্তির হ্রাস হয় এবং প্লীহা মন্দাগ্নি ইত্যাদি দেখা যায়, তাহার নাম জীর্ণজ্বর।

জ্বরারিরসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং বিষঞ্চৈব কটুত্রয়ং। নাগভস্ম শিলা চৈব প্রত্যেকং কর্ষমানকং। শুদ্ধতালার্দ্ধকর্ষঞ্চ শুল্বমেকত্র কারয়েৎ। ধুস্তূরস্য চ বীজানি কাষিকানি প্রকল্পয়েৎ। রোহিতমৎস্যপিত্তেন অর্কক্ষীরাদ্র কাম্বুনা। মর্দ্দয়েদ্দ্বয়াস্তঞ্চ চণকাভাবটী কৃতা। আর্দ্রকস্য রসৈঃ কর্ষৈর্মধুমাষসমাযুতং। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায়জ্বরারিরসসংজ্ঞিতং। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব কফজং নাশয়েদ্ধ্রুবং। বাতপিত্তসমুদ্ভূতং বাতশ্লৈষ্মিকমেব চ। ভয়াদুৎপৈত্তিকং বাপি শোকোৎপন্নমথাপি বা। অভিচারাভিশাপোত্থং ভূতোত্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ। সন্ততং মেদঃপ্রাপ্তঞ্চ রসস্থে তু জ্বরে তথা। সন্নিপাতজ্বরে দেয়ো মধুব্যোষসমাযুতঃ। ঘর্ম্মং পিত্তং

তথা কম্পং দাহং হন্তি ন সংশয়ঃ। ইন্দ্রবজ্রং যথা বৃক্ষং তথা জ্বরবিনাশনঃ। বর্জ্জয়েৎ ক্ষীরমাংসঞ্চ দধিতক্রসুরাঘৃতং জ্বরে মাংসাস্থিগে চৈব রক্তস্থে তু জ্বরে নৃণাং। শৈত্যে দাহে তথা ঘর্ম্মে প্রলাপে চতুরাহিকে। মহাবেগে জ্বরে চৈব জীর্ণজ্বরে প্রদাপয়েৎ॥

দুইভাগ করিয়া পারদ, বিষ, ত্রিকটু, সীস, মনঃশিলা একভাগ হরিতাল, একভাগ তাম্র, দুইভাগ ধুস্তূরবীজ এবং চারিভাগ গন্ধক এই সমস্ত বস্তু ভিন্ন ভিন্নরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র রোহিতমৎস্যের পিত্ত ও আকন্দের দুগ্ধে এক এক দিবস মর্দ্দন করত চণকাকার বড়ী করিবে। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দুইতোলা আদার রস ও এক মাষা মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাকে জ্বরারিরস কহে। এই ঔষধ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মজ, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, ভয়োৎপন্ন, শোকোৎপন্ন, অভিচার জন্য, শাপ সমুদ্ভূত, ভূতোত্থ সন্তত ও মেদোগত জ্বরবিনাশক। মধু ও ত্রিকটুচূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে রসস্থ ও সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়। বজ্র যেরূপ বৃক্ষ নিপতিত করে, তদ্রূপ এই জ্বরারিরস গ্রীষ্ম, দাহ, কম্প, পিত্ত ও জ্বর ধ্বংস করিয়া দেয়। এই ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ, মাংস, দধি, ঘোল, সুরা ও ঘৃত পরিত্যাগ করিবে। মাংসগত, অস্থিগত ও রক্তগত জ্বরে, শীতে, দাহে ঘর্ম্মে, প্রলাপে, চাতুর্থক মহাবেগজ্বরে ও জীর্ণজ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহং।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকন্তথা। শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলমুশীরং দেবদারু চ। কিরাত-তিক্তকং পাঠা কটুকা কণ্টকারিকা। শোভাঞ্জনস্য বিজানি মধুকং বৎসকং সমং। লৌহতুল্যং গৃহীত্বা তু বটিকাং কারয়েদ্বিষক্। সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং সর্ব্বরোগহরন্তথা। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং। দ্বন্দ্বজং বিষমাখ্যঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ। শীতং কম্পং তৃষাং দাহং ঘর্ম্মপ্রভৃতিবমিভ্রমীন্। রক্তপিত্তমতীসারং মন্দাগ্নিং কাসমেব চ। প্লীহানং যকৃতং গুল্মং সামবাতং সুদারুণং। অর্শাংসি ঘোরমুদরং মূর্চ্ছাং পাণ্ডুং হলীমকং। অজীর্ণং গ্রহণীঞ্চৈব যক্ষ্মাণং শোথমেব চ। বল্যং বৃষ্যং পুষ্টিকরং সর্ব্বরোগনিসূদনং। সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং চন্দ্রনাথেন ভাষিতং॥

চিতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুথা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, বেণার মূল, দেবদারু, চিরতা, আকনাদি, কটুকী, কণ্টকারি, সজিনাবীজ, যষ্টিমধু, কুটজ এই সকল বস্তু সমভাগে এবং সর্ব্বদ্রব্যতুল্য লৌহ লইয়া বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে সর্ব্বজ্বরহরলৌহ কহে। এই ঔষধ সর্ব্বরোগনাশক। ইহা দ্বারা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ, বিষম ও ধাতুস্থ জ্বর বিনষ্ট হয়। স্বয়ং চন্দ্রনাথ কহিয়াছেন, এই ঔষধ সেবন দ্বারা শীত, কম্প, পিপাসা, গাত্রসন্তাপ, ঘর্ম্মস্রাব, বমি, ভ্রম, রক্তপিত্ত, অতিসার মন্দাগ্নি, কাস, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, ঘোরতর আমবাত, অর্শ, দারুণ উদররোগ, মূর্চ্ছা, পাণ্ডু, হলীমক, অজীর্ণ, গ্রহণী, যক্ষ্মা, শোথ প্রভৃতি যাবতীয় রোগ ধ্বংস হয় এবং দেহে বলাধান তুষ্টি হইয়া থাকে।

বৃহৎ-সর্ব্বজ্বরহরলৌহং।

পারদ- গন্ধকঞ্চৈব তাম্রমভ্রঞ্চ মাক্ষিকং। হিরণ্যং তারতালঞ্চ কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্। কান্তলৌহং পলং দেয়ং সর্ব্বমেকাকৃতং শুভং। বক্ষ্যমাণৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিনসপ্তকং। কারবেল্লরসৈর্ব্বাপি দশমূলরসেন চ। পর্পট্যাশ্চ কষায়েণ ত্রিফলাক্কাথকেন বা। গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনৈব নাগবল্লীরসেন চ। কাকমাচীরসে-

নৈব নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসৈস্তথা। পুনর্নবার্দ্র-কাস্তোভির্ভাবনা পরিকীর্ত্তিতা। রক্তিকাদিক্রমেণৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। গুড়পিপ্পলীসংযুক্তা বটিকা জ্বরনাশিনী। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি জীর্ণজ্বরহরস্তথা। বারিদোষোদ্ভবং চৈব নানাদোষোদ্ভবস্তথা। সততাদি জ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা। ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোক ভবং তথা। ভূতাবেশভবঞ্চৈব ত্রিদোষজনিতস্তথা। অভিঘাতজ্বরঞ্চৈব তথাভিচার সম্ভবং। অভিন্যাসং মহাঘোরং বিষমং ত্র্যাহিকস্তথা। শীতপূর্ব্বং দাহপূর্ব্বং ত্রিদোষং বিষমজ্বরং। প্রলেপকজ্বরং ঘোরমর্দ্ধনারীশ্বরস্তথা। প্লীহজ্বরং তথা কাসং চাতুর্থকবিপর্য্যয়ং। পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ অগ্নিমান্দ্যং মহাগদং। এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু পক্ষার্দ্ধেন সংশয়ঃ। শাল্যন্নং তক্রসহিতং ভোজয়েদ্বিড়সংযুতং। ককারপূর্ব্বকং সর্ব্বং বর্জ্জনীয়ং ন সংশয়ঃ। মৈথুনং বর্জ্জয়েত্তাবদযাবন্ন বলবান্ ভবেৎ। সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং দুর্ল্লভং পরিকীর্ত্তিতং॥

দুই তোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও হরিতাল, আটতোলা, কান্তলৌহ, সকল বস্তু একত্র মিশাইয়া করলা, দশমূলী, ক্ষেতপাপড়া, ত্রিফলা, গুড়ূচী, পান, কাকমাচী, নিসিন্দা, পুনর্নবা ও আদা ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে উত্তমরূপে মর্দ্দন করত একগুঞ্জা প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই বড়ী গুড় ও পিপ্পলীচূর্ণের সহিত সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর ধ্বংস হয়। এই ঔষধ জীর্ণজ্বরনাশক এবং জলদোষ ও অন্যান্য দোষজাত সাধ্যাসাধ্য সততাদিজ্বর, ক্ষয়োদ্ভবজ্বর, ধাতুস্থ, কামশোকভব জ্বর, ভূতাবেশ ও ত্রিদোষজ জ্বর, অভিঘাত ও অভিচারজাত জ্বর, অভিন্যাসাখ্য মহাদারুণ বিষম ত্র্যাহিকজ্বর, শীতপূর্ব্ব দাহপূর্ব্ব ত্রিদোষজ বিষমজ্বর, দারুণ প্রলেপকজ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বরজ্বর, চাতুর্থকজ্বর, প্লীহা, কাস, পাণ্ডুরোগ, কামলা, মন্দাগ্নি প্রভৃতি ঘোরতর রোগসকল অর্দ্ধপক্ষমধ্যে নিঃসন্দেহ ধ্বংস করিয়া দেয়। এই ঔষধ সেবনান্তে উত্তম শালিতণ্ডুলের অন্ন, বিট্‌লবণ ও তক্রসংযুক্ত করিয়া ভোজন করিবে। যে দ্রব্যের নামের প্রথমে ককার আছে, সেই সমস্ত দ্রব্য বর্জ্জন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া যাবৎ রোগীর দেহে বলাধান না হয়, তাবৎ স্ত্রীসঙ্গ করিবে না। ইহাকে বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ কহে। এই ঔষধ অতীব দুর্ল্লভ।

মহারাজবটী।

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতং। বৃদ্ধাদারকবঙ্গঞ্চ লৌহং কর্ষার্দ্ধকং ক্ষিপেৎ। স্বর্ণং তাম্রং কর্পূরঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষপাদিকং শক্রাশনং বরী চৈব শ্বেতসর্জ্জলবঙ্গকং। কোকিলাক্ষং বিদারী চ মূষলী শূকশিম্বিকং। জাতীফলং তথাকোষং বলা নাগবলা তথা। মাষদ্বয়মিতং ভাগং তালমূল্যা রসেন চ। পিষ্ট্বা চ বটিকা কার্য্যা চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ। মধুনা ভক্ষয়েৎ প্রাতর্বিষমজ্বরশান্তয়ে। ধাতুস্থাংশ্চ জ্বরান্ সর্ব্বান্ হন্যাদেব ন সশয়ঃ। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং। জ্বরং নানাবিধং হন্তি কাসং শ্বাসং ক্ষয়ন্তথা। বলপুষ্টিকরং নিত্যং কামিনীং রময়েৎ সদা। ন চ শুক্রক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ। ঊর্দ্ধগং শ্লেষ্মজং হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণং। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহং রক্তপিত্তকং। মহারাজবটী খ্যাতা রাজযোগ্যা চ সর্ব্বদা॥

দুইতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক ও অভ্র একতোলা করিয়া বৃদ্ধদারকবীজ, বঙ্গ ও লৌহ, অর্দ্ধতোলা করিয়া স্বর্ণ, তাম্র, কর্পূর দুইমাষা করিয়া গাঁজা শতমূলী, শ্বেতধুপ, লবঙ্গ, তালমাখনা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, শূকশিম্বী, জাতিফল,

জয়িত্রী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া তালমূলীর রসে মর্দ্দন করত চারি-রতি প্রমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনাশ পায়। ইহা দ্বারা ধাতুস্থ সর্ব্ববিধ জ্বর, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক নানবিধ জ্বর, শ্বাস, কাস, ও ক্ষয়রোগ ধ্বংস হয়। ইহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যহ নারীসম্ভোগের শক্তি বৃদ্ধি হয়। কদাচ শুক্র বিনষ্ট হয় না, বলের হ্রাস হয় না, ইহা দ্বারা ঊর্দ্ধসান্নিপাত এবং শ্লেষ্মজন্য ঘোরতর রোগ, কামলা, পাণ্ডু, প্রমেহ, রক্তপিত্ত ধ্বংস হয়। ইহাকে মহারাজবটী কহে। এই ঔষধ রাজার সেবনের যোগ্য।

চিন্তামণিরসঃ।

হাটকং রজতং তালং মুক্তা গন্ধক-পারদৌ। ত্রিকটু কুনটী চৈব কস্তূরী চ পৃথক্ সমং। জলেন বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। চিন্তামণিরসো হ্যেষ জ্বরাষ্টানাং নিকৃন্তনঃ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল, মুক্তা, গন্ধক, পারদ, ত্রিকটু, মনঃশিলা ও কস্তূরী এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করত দুইরতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে চিন্তামণি রস কহে। এই ঔষধ অষ্টবিধ জ্বরের উচ্ছেদ-কারক।

জ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং গন্ধতুল্যঞ্চ টঙ্গণং। রসতুল্যং বিষং যোজ্যং মরিচং পঞ্চধা বিষাৎ। কট্‌ফলং দন্তীবীজঞ্চ প্রত্যেকং মরিচোম্মিতং। জ্বরাঙ্কুশো রসো নাম মর্দ্দয়েদযামমাত্রকং। মাষৈকেন নিহন্ত্যাশু জ্বরং জীর্ণং ত্রিদোষজং॥

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, দুইভাগ সোহাগা, একভাগ বিষ এবং পাঁচভাগ করিয়া মরিচ, কট্‌ফল ও দন্তীবীজ এই সকল বস্তু একত্র করিয়া এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে ত্রিদোষজন্য জীর্ণজ্বর দূরীভূত হয়। ইহাকে জ্বরাঙ্কুশ রস কহে।

জ্বরারি অভ্রং।

অভ্রং তাম্রং রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব সমং সমং। দ্বিগুণং ধূর্ত্তবীজঞ্চ ব্যোষং পঞ্চগুণং মতং। আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জিকা। অনুপানং প্রয়োক্তব্যং যথা দোষানুসারতঃ। অভ্রং জ্বরারি নামেদং সর্ব্বজ্বরবিনাশনং। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং। বিষমাখ্যান্ জ্বরান সর্ব্বান্ ধাতুস্থান্ বিষমজ্বরান্। প্লীহানং যকৃতং গুল্মমগ্রমাংসং সশোথকং। হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ মন্দনানলমরোচকং। নাশয়েন্মাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

এক এক ভাগ করিয়া অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক ও বিষ দুইভাগ ধুস্তুরবীজ, পাঁচভাগ ত্রিকটু এই সকল বস্তু একত্র মিশাইয়া আদার রসে পেষণ করত দুইরতি পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। রোগীর দোষ বিবেচনায় অনুপানের স্থির করিয়া এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহাকে জ্বরারি অভ্র কহে। এই ঔষধ বাতিক, পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক, বিষম ও ধাতুস্থ প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ধ্বংস করে। বজ্র যেরূপ বৃক্ষ নিপতিত করে, তদ্রূপ এই ঔষধ প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্রমাংস, শোথ, হিক্কা, শ্বাস কাস, মন্দাগ্নি ও অরুচি ধ্বংস করিয়া দেয়।

জ্বরাশনিরসঃ।

রসং গন্ধং সৈন্ধবঞ্চ বিষং তাম্রং সমাংশিকং। সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং তৎসমং শুদ্ধং মভ্রকং। লৌহে চ লৌহদণ্ডে চ নিগুণ্ডী-স্বরসেন চ। মর্দ্দয়েৎ যত্নতঃ পশ্চান্মরিচং সূততুল্যকং নাগবল্ল্যা দলেনৈব দাতব্যো রক্তিসম্মিতং। সর্ব্বজ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো জ্বরান্

হন্তি সুদারুণান্। কাসং শ্বাসং মহাঘোরং বিষমাখ্যং জ্বরং বমিং। ধাতুস্থং পরমং দাহং পরং দোষত্রয়োদ্ভবং॥

পারদ প্রভৃতি এক এক ভাগ করিয়া পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব, বিষ ও তাম্র পাঁচভাগ করিয়া লৌহ ও অভ্র এই সকল বস্তু একত্র লৌহখলে রাখিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা নিসিন্দার রসের সহিত পেষণ করিবে। অনন্তর একভাগ মরিচচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া এক-রতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই বড়ী পানের রসের সহিত রোগীকে সেবন করাইতে হয়। ইহাকে জ্বরাশনি রস কহে। এই ঔষধ যাবতীয় দারুণজ্বর, শ্বাস, কাস, দারুণ বিষমজ্বর, বমি, ধাতুস্থ জ্বর, দাহ ও ত্রিদোষজন্য জ্বর দূরীভূত করে।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরসঃ।

লৌহাৎ পঞ্চ প্রবালঞ্চ মৌক্তিকন্ত্রয়-সম্মিতং। ভস্মসূতং সপ্তকঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্যন্তু কন্যয়া। ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ। ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং গুল্মঞ্চাপি প্রমেহমুৎ। জীর্ণজ্বর-হরশ্চায়ং উন্মাদস্তু নিকৃন্তনঃ। সর্ব্বরোগ-হরশ্চাপি বারিদোষনিবারণঃ॥

তিনভাগ স্বর্ণভস্ম, দুইভাগ রৌপ্য, দুইভাগ অভ্র, পাঁচভাগ লৌহ, পাঁচভাগ প্রবাল, তিনভাগ মুক্তা, সাতভাগ রসসিন্দুর এই সকল বস্তু একত্র মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করত ছায়াতে শুষ্ক করিয়া দুই গুঞ্জাপ্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ছাগীদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়-কাস গুল্ম, প্রমেহ, জীর্ণজ্বর, উন্মাদ ইত্যাদি রোগ ধ্বংস হয় এবং জলদোষও শান্তি হইয়া থাকে। ইহাকে ত্রৈলোক্য-চিন্তামণিরস কহে।

বৃহচ্চিন্তামণিরসঃ।

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব ত্রিকটু ত্রৈফল-ন্তথা। শিলাহ্বা রৌপ্যকং স্বর্ণং মৌক্তিকং তালকং সমং। মৃগকস্তুরিকায়াশ্চ গ্রাহ্যং ষণ্মাষিকং ভিষক্। ভৃঙ্গরাজরসেনৈব তুলস্যাঃ স্বরসেন বা। আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটীং কুর্য্যাৎ দ্বিগুঞ্জিকাং। চিন্তামণি-রসো হ্যেষঃ সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ। সন্নি-পাতজ্বরহরঃ কফরোগং বিনাশয়েৎ। একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব বিবিধং বিষমজ্বরং। অগ্নিমান্দ্যং শিরঃশূলং বিদ্রধিং সভগ-ন্দরং। এতান্যেব নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তি-মিরং যথা॥

এক তোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মনঃশিলা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা ও হরিতাল, ছয় মাষা কস্তূরী সকল বস্তু একত্র মিশাইয়া ভৃঙ্গরাজ, তুলসী ও আদা ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া দুই গুঞ্জা পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে বৃহচ্চিন্তামণিরস কহে। এই ঔষধ সর্ব্বরোগের যমস্বরূপ। যেমন সূর্য্য উদিত হইলে তিমিররাশি ধ্বংস হয়, তদ্রূপ এই ঔষধ সেবন দ্বারা সন্নিপাত জ্বর, কফরোগ, একজ, দ্বন্দ্বজ, বিষম প্রভৃতি বিবিধ জ্বর, মন্দাগ্নি, শিরঃশূল, বিদ্রধি, ভগন্দর প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া থাকে

বিষমজ্বরান্তকলৌহং।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকেন সুক-জ্জলং। রসপর্পটীবৎ পাচ্যং সূতাঙ্ঘ্রি হেমভস্মকং। লৌহং তাম্রমভ্রকঞ্চ রসস্য দ্বিগুণং ক্ষিপেৎ। বঙ্গঞ্চৈব প্রবালঞ্চ রসা-র্দ্ধনঞ্চ বিনিঃক্ষিপেৎ। মুক্তা শঙ্খং শুক্তি-ভস্ম রসপাদিকমেব চ। মুক্তাগৃহে চ সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। অনুপানং প্রযোক্তব্যং কণা হিঙ্গু সসৈন্ধবং। জ্বর-মষ্টবিধং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবং। প্লীহানাং যকৃতং গুল্মং সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা। সন্ততং সততাখ্যঞ্চত্র্যাহিকং চতুরা-হিকং। গ্রহণীমামদোষঞ্চ কাসং শ্বাসঞ্চ

দারুণং। মূত্রকৃচ্ছ্রাতি সারঞ্চ নাশয়েদ্বিকল্পতঃ ॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও গন্ধক একত্র মিশাইয়া কজ্জলী করিতে হইবে, অনন্তর উহা রসপর্পটীর ন্যায় পাক করিবে। একভাগ এই পর্পটী, স্বর্ণ পর্পটীর চতুর্থাংশ লৌহ পারদের দ্বিগুণ তাম্র ও অভ্র, পারদের অর্দ্ধাংশ বঙ্গ ও প্রবাল, পারদের চতুর্থাংশ মুক্তা, শঙ্খ, শুক্তিভস্ম, এই সমস্ত বস্তু একত্র ঝিনুকের মধ্যে রাখিয়া পুটপাক করিবে। পরে ঘৃতকুমারীর রসের সহিত পেষণ করত দুই রতি প্রমাণে বড়ি করিতে হইবে। এই ঔষধ পিপ্পলীচূর্ণ, হিঙ্গ ও সৈন্ধব সহ প্রভাতে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অষ্টবিধ জ্বর, বাতকাদি জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, সাধ্যাসাধ্য, সন্তত, সতত, ত্র্যাহিক, চাতুর্থিক জ্বর, কামলা, পাণ্ডু,শোথ, মেহ, অরুচি, গ্রহণী, আমদোষ, সুদারুণ কাস, শ্বাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, অতীসার ধ্বংস হয়। ইহাকে বিষম জ্বরান্তকলৌহ কহে।

বৃহদ্বিষমজ্বরান্তকলৌহং ৷

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং কারয়েৎ কজ্জলীং শুভাং। মৃতসূতং হেমতারং লৌহমভ্রঞ্চ তাম্রকং। তালসত্ত্বং বঙ্গভস্ম মৌক্তিকং সপ্রবালকং। স্ববর্ণমাক্ষিকঞ্চাপি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ। নির্গুণ্ডী নাগবল্লীচ কাকমাচী সপর্পটী। ত্রিফলা কারবেল্লঞ্চ দশমূলী পুনর্নবা। গুড়ুচী বৃষকশ্চাপি সভৃঙ্গকেশরাজকঃ। এতেষাঞ্চ রসেনৈব ভাবয়েৎ ত্রিদিনং পৃথক্। গুঞ্জামানাং বটীং কুর্য্যাৎ শাস্ত্রবিৎ কুশলো ভিষক্। পিপ্‌লীগুড়কেনৈব লিহেচ্চ বটিকাং শুভাং জ্বরমষ্টবিধং হন্তি নিরামং সামমেব বা। সপ্তধাতুগতঞ্চাপি নানাদোষোদ্ভবন্তথা। সততাদি জ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা। অভিঘাতাভিচারোত্থং জীর্ণজ্বরং বিশেষতঃ ॥

শোধিত পারদ ও গন্ধক একত্র পেষণ করিয়া কজ্জলী করিতে হইবে। এই কজ্জলী এবং রসসিন্দুর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতালভস্ম, বঙ্গভস্ম, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া নিসিন্দা, পান, কাকমাচী, ক্ষেতপাপড়া, ত্রিফলা, করলা, দশমূলী, পুনর্নবা, গুড়ুচী বাসক, ভৃঙ্গরাজ ও কেশুরতে, ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে তিনদিন পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্নরূপে ভাবনা দিয়া একগুঞ্জাপ্রমাণ এক একটী বড়ী করিবে। পিপ্পলীচূর্ণ ও গুড়ের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে অষ্টবিধ সামজ্বর, নিরামজ্বর, সপ্ত ধাতুগত, নানাদোষপ্রভব, সততাদি সাধ্যাসাধ্য জ্বর ও অভিঘাত এবং অভিচার জন্য জ্বর ধ্বংস হইয়া থাকে। ইহাকে বৃহদ্বিষমজ্বরান্তকলৌ কহে।

শীতভঞ্জীরসঃ ৷

তালকং দরদোদ্ভূতঃ পারদো গন্ধকঃ শিলা। ক্রমবৃদ্ধ্যা তাম্রপাত্রীং দ্রবৈরেতৈর্বিলেপয়েৎ। অধোমুখীং দৃঢ়ে ভাণ্ডে তাং নিরুধ্যাথ পূরয়েৎ। চুল্ল্যাং বালুকয়া ঘস্রমগ্নিং প্রজ্বালয়েদ্দৃঢ়ং। শীতে সংচূর্ণ্যমাষোস্য নাগবল্লীদলে স্থিতঃ। ভক্ষিতো মরিচৈঃ সার্দ্ধং সমস্তান্ বিষমজ্বরান্। শীতদাহাদিকং হন্যাৎ পথ্যং শাল্যোদনং পয়ঃ ॥

একভাগ হরিতাল, দুইভাগ হিঙ্গুলোদ্ভূত পারদ, তিনভাগ গন্ধক, চারিভাগ মনঃশিলা, এই সকল বস্তু উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ তাম্রপাত্রে লেপন প্রদান করিবে। পরে একটি হাঁড়ির অভ্যন্তরে ঐ তাম্রপাত্র অধোমুখে স্থাপন করত ঐ হাঁড়ি বালুকাদ্বারা পরিপূরিত করিবে। তৎপরে নিয়মানুসারে পাক করিয়া শীতল হইলে তাম্রপাত্রের নিম্নস্থ চূর্ণ সকল লইবে। অনন্তর ঐ চূর্ণ এক মাষা, একটী পান ও মরিচচূর্ণ একত্র সেবন করিতে হইবে। ইহা দ্বারা যাবতীয় বিষমজ্বর, দাহ, শীত ইত্যাদি উপদ্রব ধ্বংস পায়। এই ঔষধ সেবনান্তে শালিধান্যের অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য করিবে, ইহাকে শীতভঞ্জীরস কহে।

চিন্তামণিঃ।

তালকং শুল্বকং চূর্ণং শিখিগ্রীবং সমাংশিকং। সংপিষ্য কারয়েৎ সর্ব্বং চক্রিকাসন্নিভং শুভং। শরাবপিহিতং রাত্রৌ পচেদ্গজপুটেন তু। স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য ভক্ষয়েন্মাষমাত্রকং। শর্করাসহিতং সেব্যং সর্ব্বজ্বরহরং পরং॥

হরিতাল, তাম্র ও তূঁতে তুল্য পরিমাণে লইয়া মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ মর্দ্দিতদ্রব্য একটী শরার মধ্যে চক্রাকার স্থাপন পূর্ব্বক অন্য একটী শরা-দ্বারা আবৃতকরত রজনীযোগে গজপুটে পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে ঐ ঔষধ লইয়া একমাষা পরিমাণে শর্করার সহিত সেবন করিবে। ইহাকে চিন্তামণি কহে। এই চিন্তামণি সকলপ্রকার জ্বর বিনাশ করে।

অর্দ্ধনারীশ্বরো রসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ শুদ্ধৌ বিষং গ্রাহ্যঞ্চ তৎসমং। জৈপালং তৎসমং গ্রাহ্যং মরিচঞ্চ চতুর্গুণং। ত্রিফলায়া রসৈর্ম্মর্দ্দ্যং ভাবনা পঞ্চধা তথা। জম্বীরাণাং দ্রবৈর্ন্নস্যমেকস্মিন্নাসিকাপুটে। শরীরার্দ্ধগতং ঘোরং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ। অর্দ্ধনারীশ্বরো নাম রসঃ শম্ভুপ্রকীর্ত্তিতঃ॥

একভাগ পারদ, একভাগ গন্ধক, দুই ভাগ বিষ, দুইভাগ জৈপাল, চারিভাগ মরিচ এই সকল বস্তু একত্র ত্রিফলার রসে মর্দ্দন করিয়া পাঁচবার ভাবনা দিবে, এই ঔষধ জামীরের রসের সহিত মিশাইয়া এক নাসিকাতে নস্য লইলে অর্দ্ধশরীর-দারুণ জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহাতে অর্দ্ধনারীশ্বর রস কহে। স্বয়ং মহাদেব এই ঔষধ প্রকাশ করিয়াছেন।

চন্দনাদিলৌহং।

রক্তচন্দনহ্রীবেরপাঠোশীরকণা শিবা। নাগরোৎপলধাত্রীভিস্ত্রিমদেন সমন্বিতং। লৌহং নিহন্তি বিবিধান সমস্তান্ বিষমজ্বরান॥

এক একভাগ করিয়া রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণারমূল, পিপ্পলী, হরীতকী, শুণ্ঠি, কুড়, আমলকী, বিড়ঙ্গ, চিতা, মুথা এবং বারভাগ লৌহ এই সকল বস্তু একত্র মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে। রোগীর অবস্থানুসারে পরিমাণ ও অনুপানের ব্যবস্থা করিয়া সেবন করাইতে হয়। এই ঔষধ যাবতীয় বিষমজ্বর দূর করিয়া দেয়। ইহাকে চন্দনাদি লৌহ কহে।

জ্বরাঙ্কুশঃ।

তাম্রতো দ্বিগুণং তালং মর্দ্দয়েৎ সুষবীদ্রবৈঃ। প্রপুটেৎ ভূধরে শীতে বজ্রীক্ষীরৈর্বিমর্দ্দয়েৎ। প্রপুটেৎ ভূধরে পশ্চাৎ পঞ্চগুঞ্জামিতং শুভং। আর্দ্রকস্য রসেনৈব সর্ব্বজ্বরনিকৃন্তনঃ। ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চাতুরাহিকং। বিষমঞ্চাপি শীতাঢ্যং জ্বরং হন্তি জ্বরাঙ্কুশঃ॥

একভাগ তাম্র ও দুইভাগ হরিতাল, একত্র মিশাইয়া করল্লার রসে পেষণ করিতে হইবে। অনন্তর ভূধরযন্ত্রে পাক করত শীতল হইলে সুহীর দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া পুনরায় পুটপাক করিবে। এই ঔষধের পাঁচরতি লইয়া আদার রসের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে ঐকাহিক, দ্বাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক, বিষম, শীতাঢ্য প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর ধ্বংস হয়। ইহাকে জ্বরাঙ্কুশ কহে।

মেঘনাদো রসঃ।

অভ্রং কাংস্যং মৃতং তাম্রং ত্রিভিস্তুল্যঞ্চ গন্ধকং। রসেন মেঘনাদস্য পিষ্ট্বা বদ্ধ্বা পুটে পচেৎ। ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন বিষমজ্বরনাশনং। অস্য মাত্রা দ্বিগুঞ্জা স্যাৎ পথ্যং দুগ্ধৌদনং হিতং॥

একভাগ অভ্র, কাংস্য ও তাম্র এবং তিনভাগ গন্ধক এই সকল বস্তু একত্র করিরা নটেশাকের রসে পেষণ করত পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে।

অনন্তর ঐ ঔষধ চূর্ণ করিয়া দুইরতি পরিমাণে পানের সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা বিষমজ্বর দূরীভূত হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধের সহিত অন্ন পথ্য করিবে। ইহাকে মেঘনাদরস কহে।

—

শীতজ্বরহরঃ।

সূতমাক্ষিকগন্ধানাং ভাগশ্চারুষ্করস্য চ। তথাষ্টৌ তালকাচ্চূর্ণাদ্রবিদুগ্ধস্য ষোড়শ। স্নূহীক্ষীরস্য চৈবাষ্টৌ সর্ব্বং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য ততঃ খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ। শীতজ্বরহরো নাম্না রসোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ॥

এক একভাগ করিয়া পারদ, স্বর্ণমাক্ষিক, ভেলা ও গন্ধক, অষ্টভাগ হরিতাল, ষোলভাগ আকন্দের দুগ্ধ, আটভাগ সিজের দুগ্ধ, সকল বস্তু একত্র মিশাইয়া মৃদু অগ্নিতাপে পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে উহা চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহাকে শীতজ্বরহর কহে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা সর্ব্ববিধ শীতজ্বরহর ধ্বংস হয়।

—

শীতভঞ্জীরসঃ।

পারদং রসকং তালকং তুত্থং টঙ্কণগন্ধকং। সর্ব্বমেতৎ সমং শুদ্ধং কারবেল্লরসৈর্দ্দিনং। মর্দ্দয়েত্তেন কল্কেন তাম্রপাত্রোদরং লিপেৎ। অঙ্গুলার্দ্ধার্দ্ধমানেন তৎ পচেৎ সিকতাহ্বয়ে। যন্ত্রে যাবৎ স্ফুটন্ত্যেব ব্রীহয়স্তস্য পৃষ্ঠতঃ। ততস্তৎ শীতলং গ্রাহ্যং তাম্রপাত্রোদরাদ্ভিষক্। মাষৈকং পর্ণখণ্ডেন ভক্ষয়েন্মরিচৈঃ সমং। শীতভঞ্জীরসো নাম ত্রিদিনান্নাশয়েজ্জ্বরং॥

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তুঁতে সোহাগা, খর্পর, (অন্যমতে ফটকারী) এই সকল বস্তু একত্র মিশাইয়া করল্লার রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ঐ মর্দ্দিতদ্রব্যদ্বারা তাম্রপাত্রের মধ্যদেশ দেড় অঙ্গুলী পূর্ণ করিয়া লেপন করিবে। পরে বালুকাযন্ত্রে পাক করিতে হইবে। পাকসময়ে ঐ বালুকার চারিধারে ধান্যাদি শস্য রাখিবে। যখন ঐ শস্যসকল ফুটিতে থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া তাম্রপাত্রের মধ্যগত ঔষধ লইবে। এই ঔষধ একমাষা পান ও মরিচের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাকে শীতভঞ্জীরস কহে। এই ঔষধ সেবনদ্বারা তিনদিবসের মধ্যে বিষমজ্বর দূরীভূত হয়।

পঞ্চাননরসঃ।

রসকং তালকং তুত্থং টঙ্কণং রসগন্ধকং। তুল্যাংশং সুষবীতোয়ৈর্মর্দয়েদযামযুগ্মকং। কৃত্বা গোলং তাম্রপাত্রেণাধোবক্ত্রেণ রোধয়েৎ। স্থালীং মৃৎকর্পটে লিপ্তা পচেৎ চুল্ল্যাং দিনং ততঃ। তচ্ছীতং তাম্রভস্মাপি গৃহ্ণীয়াৎ সুরসাজলৈঃ। যামং মর্দ্দ্যং ততো বল্লং তুলসীমরিচৈর্য্যুতং। হন্তি সর্ব্বং জ্বরং ঘোরং বিষমঞ্চ ত্রিদোষজং। ধাত্রীকল্কেন বা যুক্তং দাহাখ্যং বিষমং জয়েৎ। পথ্যং দুগ্ধৌদনং দদ্যাৎ মুদ্গযূষং সশর্করং। জ্বরে ধাতুগতে দদ্যাৎ পিপ্‌পলীক্ষৌদ্রসংযুতং। অয়ং পঞ্চাননো নাম বিষমজ্বরনাশনঃ

খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগা, পারদ, গন্ধক, এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া দুইপ্রহর পর্য্যন্ত করল্লার রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। ঐ সমস্ত ঔষধ পিণ্ডাকৃতি করিয়া একটী হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিবে এবং একটী তাম্রপাত্রদ্বারা আবৃত করিয়া সেই হাঁড়িটী বালুকাদ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। পরে হাঁড়ি চুল্লীকোপরি রাখিয়া একদিন পর্য্যন্ত বিধিমতে পাক করিবে। অনন্তর উহা শীতল হইলে ঐ ঔষধের তিনরতি লইয়া তুলসী ও মরিচের সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার দারুণ বিষমজ্বর ধ্বংস হয়। আমলকীকল্কের সহিত সেবন করিলে দাহজ্বর বিনাশ পায়। এই ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধান্ন কিম্বা শর্করার সহিত মুগের যুষ পথ্য করিবে। জ্বর ধাতুস্থ হইলে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন

করিবে। ইহাকে পঞ্চানন রস কহে। এই ঔষধ বিষমজ্বরনাশক।

বমনযোগঃ।

কুমারীমূলকর্ষৈকং পিবেৎ কোষ্ণ-জলেন তু। বিষবন্তু জ্বরং হন্তি বমনেন চিরন্তনং॥

কিঞ্চিদুষ্ণ জলের সহিত ঘৃতকুমারীর মূল দুই তোলা সেবন করিলে বমন হইয়া বহুকালীন বিষম জ্বর ধ্বংস হয়।

বিশ্বেশ্বরো রসঃ।

দরদং গন্ধকং সূতং তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্দ্রবৈঃ। অশ্বত্থজৈস্ত্র্যহং পশ্চাৎ রসৈঃ কানকমূলজৈঃ। নিদিগ্ধিকারসৈঃ কাকমাচীকায়া রসৈঃ পুনঃ। দ্বিগুঞ্জাং বা ত্রিগুঞ্জাং বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ। রাত্রিজ্বরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসঃ।

হিঙ্গুল, গন্ধক ও পারদ, এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া অশ্বত্থ, বদরীমূল, বৃহতী ও কাকমাচী ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে তিনদিবস পেষণ করিতে হইবে। রোগীর অবস্থা বিবেচনায় দুই কিম্বা তিনরতি পরিমাণে গব্য দুগ্ধের সহিত এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহাকে বিশ্বেশ্বররস কহে। এই বিশ্বেশ্বর রাত্রিগতজ্বরবিনাশক।

ত্র্যাহিকারিরসঃ।

রসেন গন্ধকং শঙ্খঞ্চ শিখিগ্রীবঞ্চ পাদিকং। গোজিহ্বয়া জয়ন্ত্যা চ তণ্ডুলীয়ৈশ্চ ভাবয়েৎ। প্রত্যেকং সপ্তসপ্তাথ শুষ্কং গুঞ্জাচতুষ্টয়ং। জরণেন ঘৃতোনাগাৎ ত্র্যাহিকজ্বরশান্তয়ে॥

চারিভাগ করিয়া পারদ, গন্ধক, শঙ্খ, একভাগ তুঁতে এই সকল বস্তু একত্র করিয়া গোজিয়ালতা, জয়ন্তীপত্র ও নটেশাক ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। এই ঔষধ চারিরতি পরিমাণে জীরা ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে ত্র্যাহিকজ্বর বিনষ্ট হয়। ইহাকে ত্র্যাহিকারিরস কহে।

চাতুর্থকারিঃ।

হরিতালং শিলা তুত্থং শঙ্খচূর্ণঞ্চ গন্ধকং। সমাংশং মর্দ্দয়েৎ প্রাজ্ঞঃ কুমারীরসভাবিতং। সরাবসংপুটে কৃত্বা পশ্চাদগজপুটে পচেৎ। কুমারিকারসেনৈব বল্লমাত্রা বটীকৃতা। দত্ত্বা শীতজ্বরং হন্তি চাতুর্থকং বিশেষতঃ। মরিচঘৃতযোগেন তক্রং পীত্বা চরেদ্বটীং। এতয়া রমণং ভুত্বা জ্বরস্তস্মাদ্বিনশ্যতি॥

হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতে শঙ্খভস্ম ও গন্ধক, এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিতে হইবে। পরে উহা শরাবসংপুটে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। তৎপরে ঐ ঔষধ সমস্ত ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া তিনরতি প্রমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা চাতুর্থক শীতজ্বর দূর হয়। অগ্রে ঘোল পান করিয়া মরিচ ও ঘৃতের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে বমন হইয়া আশু জ্বর ধ্বংস হয়। ইহাকে চাতুর্থাকারিরস কহে।

চিন্তামণিরসঃ।

রসং গন্ধং বিষং শুল্বং মৃতমভ্রং ফলত্রিকং। ত্র্যূষণং দন্তিবীজঞ্চ সমং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ। দ্রোণপুষ্পরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং তদ্বস্ত্রগালিতং। চিন্তামণিরসো হ্যেষ অজীর্ণে শস্যতে সদা। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সর্ব্বশূলহরঃ পরঃ। গুঞ্জৈকম্বা দ্বিগুঞ্জ বা দেয়মার্দ্রকবারিণা॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, তাম্র, অভ্র, ত্রিফলা, ত্রিকটু, দন্তীবীজ এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া দ্রোণপুষ্পের রসে উৎকৃষ্টরূপে খলে পেষণ করিবে।

শুষ্ক হইলে সূক্ষ্মবস্ত্রে ছাঁকিতে হয়। ইহাকে চিন্তামণিরস কহে। অজীর্ণরোগে এই ঔষধ প্রশস্ত। এক কিম্বা তিনরতি পরিমাণে আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেব্য। ইহাদ্বারা অষ্টবিধজ্বর ও সর্ব্ববিধ শূলরোগ নাশ হয়।

বৃহচ্চিন্তামণিরসঃ।

রসগন্ধকলৌহানি তাম্রং তারং হিরণ্যকং। হরিতালং খর্পরঞ্চ কাংস্যং বঙ্গঞ্চ বিদ্রুমং। মুক্তা মাক্ষিককাশীশং শিলা চ টঙ্গণং সমং। কর্পূরঞ্চ সমং দত্ত্বা ভাবনা সপ্তসপ্তকং। ভার্গী বাসা চ নির্গুণ্ডী নাগবল্লী জয়ন্তিকা। কারবেল্লং পটোলঞ্চ শক্রাশনং পুনর্নবা। আর্দ্রকঞ্চ ততো দদ্যাৎ প্রত্যেকং বারসপ্তকং। চিন্তামণিরসো নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং। দ্বন্দ্বজং বিষমাখ্যঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ। কাসং শ্বাসং তথা শোথং পাণ্ডুরোগংহলীমকং। প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, হরিতাল, খর্পর, কাংস্য,বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, ধাতুকাশীশ (হীরাকসবিশেষ) মনঃশিলা, সোহাগা ও কর্পূর এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া বামনহাটী, বাসক, নিসিন্দা, পান, জয়ন্তী, করলা, পটোল, ভাঙ্গ, পুনর্নবা ও আদা ইহাদিগের রসে ভিন্ন ভিন্নরূপে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। এই ঔষধের দুইরতি সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ত্রিদোষজন্য, ধাতুস্থ প্রভৃতি যাবতীয় বিষমজ্বর, শ্বাস, শোথ, পাণ্ডু, হলীমক, প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ প্রভৃতি রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে বৃহচ্চিন্তামণি কহে।

মহাজ্বরাঙ্কুশঃ।

পারদং গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেব চ। বঙ্গং লৌহং মাক্ষিকঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা। মৃতাভ্রকং গৈরিকঞ্চ টঙ্গণং দন্তিবীজকং। সর্ব্বাণ্যেতানি দ্রব্যাণি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ। জম্বীরবিজয়াচিত্রতুলসী তিন্তিড়ীরসৈঃ। এভির্দ্দিনত্রয়ং ভাব্যং নির্জ্জনে রৌদ্রসঙ্কুলে। চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়াশুষ্কাঞ্চ কারয়েৎ। মন্দাগ্নিদীপনী চৈব সর্ব্বজ্বর বিনাশিনী। দ্বন্দ্বজং সর্ব্বজঞ্চৈব চিরকালসমুদ্ভবং। ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ জ্বরস্তু সান্নিপাতিকং। চাতুর্থকং তথাত্যুগ্রং জলদোষসমুদ্ভবং। সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা। মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম রসোঽয়ং মুনিভাষিতঃ॥

পারদ, গন্ধক তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, বঙ্গ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা অভ্র, গৈরিক, সোহাগা ও দন্তিবীজ এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিতে হইবে। পরে জামীর, ভাঙ্গ, চিতা, তুলসী, তেঁতুল এই সমস্ত দ্রব্যের রসে তিনদিবস ভাবনা দিয়া আতপে শুষ্ক করিবে। তৎপরে চণকাকার বড়ী করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ মন্দাগ্নিসন্দীপন ও সর্ব্বজ্বরহারক। ইহাদ্বারা চিরকালোৎপন্ন দ্বন্দ্বজ, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, সান্নিপাতিক, চাতুর্থক প্রভৃতি অত্যুগ্র জ্বর ধ্বংস হয়। এই ঔষধ যাবতীয় জ্বর ধ্বংস করিয়া থাকে ইহাকে মহাজ্বরাঙ্কুশ বলিয়া থাকে।

তন্ত্রান্তরোক্তমহাজ্বরাঙ্কুশঃ

পারদং হিঙ্গুলং তাম্রং মাক্ষিকং তুত্থমেব চ। বঙ্গং মৃতঞ্চ গন্ধঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা। তালকং ঘনপাষাণং গৈরিকং টঙ্গণস্তথা। দন্তিবীজানি সর্ব্বাণি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ। ভাবনা পূর্ব্ববৎ দেয়া বটীং কুর্য্যাচ্চ পূর্ব্ববৎ॥

পারদ, হিঙ্গুল, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, বঙ্গ, গন্ধক, খর্পর, মনঃশিলা, হরিতাল, ঘনপাষাণ,

গৈরিক, সোহাগা, দন্তীবীজ এই সমস্ত বস্তু চূর্ণ করত পূর্ব্ববৎ ভাবনা দিবে। ইহার পরিমাণ অনুপানবিধি ও উপকারিতাদি সকলই পূর্ব্ববৎ ইহার নামও মহাজ্বরাঙ্কুশ।

সর্ব্বতোভদ্ররসঃ।

বিশুদ্ধং গগনং গ্রাহ্যং দ্বিকর্ষং শুদ্ধ-গন্ধকং। তোলকং তোলকার্দ্ধঞ্চ হিঙ্গু-লোত্থরসন্তথা। কর্পূরং কেশরং মাংসী তেজপত্রং লবঙ্গকং। জাতীকোষফলঞ্চৈব সূক্ষ্মৈলা করিপিপ্পলী। কুষ্ঠং তালীশপত্রঞ্চ ধাতকীচোচমুস্তকং। হরীতকী মরিচঞ্চ শৃঙ্গবের বিভীতকং। পিপ্-ল্যামলকঞ্চৈব শাণভাগং বিচূর্ণিতং। সর্ব্বমেকীকৃতং পিষ্ট্বা বটীং কুর্য্যাদ্দ্বিগুঞ্জিকাং। ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন মধুনা সিতয়াপি বা। রোগং জ্ঞাত্বানুপানঞ্চ প্রাতঃ কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। হন্তি মন্দানলান্ সর্ব্বান্ আমদোষং বিসূচিকাং। পিত্তশ্লেষ্মভবং। রোগং বাতশ্লেষ্মভবন্তথা আনাহং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ সংগ্রহ গ্রহণীং বমিং। অম্লপিত্তং শীতপিত্তং রক্তপিত্তং বিশেষতঃ। চিরজ্বরং পিত্তভবং ধাতুস্থং বিষমজ্বরং। কাসং পঞ্চবিধং হন্তি কামলাং পাণ্ডুমেব চ। সর্ব্বলোক হিতার্থায় শিবেন ভাষিতঃ পুরা। সর্ব্বতোভদ্রনামায়ং রসঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ॥

চারিতোলা অভ্র, একতোলা গন্ধক, একতোলা হিঙ্গুলোত্থরস, অর্দ্ধতোলা করিয়া কর্পূর, নাগেশ্বর, জটামাংসী তেজপত্র, ধাইফুল, দারুচিনি, মুথা, হরীতকী, মরিচ, শুণ্ঠি, বহেড়া, পিপ্পলী ও আমলকী এই সমস্ত বস্তুর চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করত দুই-রতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ পান, মধু ও শর্করার সহিত সেবন করিবে। রোগ-বিশেষে অনুপান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। প্রাতঃ-কালেই ইহা সেবন করা উচিত। ইহা দ্বারা মন্দাগ্নি, আমদোষ, বিসূচিকা, পিত্তশ্লেষ্মজন্য রোগ আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গ্রহণী, বমি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, চিরকালোৎপন্ন পৈত্তিক ও ধাতুস্থ বিষমজ্বর, পঞ্চবিধ কাস, কামলা পাণ্ডু ইত্যাদি ধ্বংস হয়। ইহাকে সর্ব্বতোভদ্ররস কহে। স্বয়ং মহাদেব লোকহিতার্থ এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন।

বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহং।

রসং গন্ধং তোলকঞ্চ জাতীকোষফলে তথা। হেমভস্ম তু পাদৈকং তোলার্দ্ধং রূপ্যলৌহকং। অভ্রং শিলাজতু চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ মুস্তকং। কেশরাজমপামার্গং লবঙ্গঞ্চ ফলত্রিকং। বরাঙ্গবল্কলঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ। সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব গুড়ূচীচূর্ণমেব চ। কণ্টকারীরসোনঞ্চ ধান্যকং জীরকদ্বয়ং। চন্দনং দেবকাষ্ঠঞ্চ দার্ব্বীন্দ্রযবমেব চ। কিরাততিক্তকং বালঃ তোলকঞ্চ সমাহরেৎ। দ্বিতোলং মরিচং দেয়ং ভাবয়েদার্দ্রকৈরসৈঃ। মাষার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্মধুনা মধুরীকৃতং। জ্বরং নানাবিধং হন্তি শুক্রস্থং চিরকালজং। সাধ্যাসাধ্যবিচারোঽত্র নৈব কার্য্যো ভিষগ্বরৈঃ। অন্তর্ধাতুগতঞ্চৈব নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। ভূতোত্থং শ্রমজঞ্চাপি সন্নিপাতজ্বরন্তথা। অসাধ্যঞ্চ জ্বরং হন্তি যথা সূর্য্যোদয়স্তমঃ। গরুড়ঞ্চ সমালোক্য যথা সর্পাঃ পলায়তে। তথৈবাস্য প্রসাদেন জ্বরঃ শীঘ্রং পলায়তে। বলদং পুষ্টিদঞ্চৈব মন্দাগ্নিনাশনং পরং। বীর্য্যস্তম্ভকরঞ্চৈব কামলাপাণ্ডুরোগনুৎ। সদা তু রমতে নারীং ন বীর্য্যং ক্ষয়তাং ব্রজেৎ। প্রমেহং বিবিধঞ্চৈব বিবিধং গ্রহণীং তথা। অনুপানবিশেষেণ সর্ব্বব্যাধিং বিনাশয়েৎ॥

চারিতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, জাতিফল, জয়িত্রী, রৌপ্য, লৌহ অভ্র, শিলাজতু ভৃঙ্গরাজ, মুথা, কেশুরতে, অপামার্গ লবঙ্গ, ত্রিফলা, দারুচিনি পিপ্পলীমূল, সৈন্ধব, বিটলবণ, গুড়ূচী, কণ্টকারি, রশুন, ধনিয়া, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরতা ও বালা, একতোলা স্বর্ণ, আটতোলা মরিচ এই সমস্ত বস্তু চূর্ণ করিয়া আদার রসে সাতবার ভাবনা দিতে হইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধমাষা পরিমাণে মধুর সহিত প্রাতে সেবন করিতে হয়। ইহা নানাবিধ জ্বর ও শুক্রস্থ চিরকালীন জ্বর বিনাশক। এই ঔষধ প্রয়োগ সময়ে রোগের সাধ্যাসাধ্য বিবেচনা করিবে না অতি গুরুতর রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন তদ্রূপ এই ঔষধ অন্তর্গত, ধাতুগত, ভূতোত্থ, শ্রমজ, সান্নিপাতিক প্রভৃতি অসাধ্য জ্বর সকল বিনাশ করে। গরুড় দর্শনে সর্পগণ যেরূপ পলায়ন করে, তদ্রূপ এই ঔষধের প্রসাদে জ্বরসমূহ আশু বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা রোগীর শরীরে বলাধান ও পুষ্টিসাধন হয়, অগ্নিমান্দ্য, কামলা ও পাণ্ডুরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা, বীর্য্যস্তম্ভন হয়। বিবিধ প্রমেহ ও নানাবিধ গ্রহণী বিনাশ পায়। অনুপানবিশেষে এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে। ইহাকে বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহ কহে।

চূড়ামণিরসঃ।

মৃতং সূতং প্রবালঞ্চ স্বর্ণং তারঞ্চ বঙ্গকং। শুল্বং মুক্তা তীক্ষ্ণমভ্রং সর্ব্বমেকত্র যোজয়েৎ। জলেন পিষ্ট্বা বটিকা কার্য্যা বল্লপ্রমাণতঃ। ধাতুস্থং সন্নিপাতোত্থং জ্বরং বিষমসম্ভবং। কামশোকসমুদ্ভূতং ত্রিদোষজনিতন্তথা। কাসং শ্বাসঞ্চ বিবিধং শূলং সর্ব্বাঙ্গসম্ভবং। শিরোরোগং কর্ণশূলং দন্তশূলংগলগ্রহং। বাতপিত্তসমুদ্ভূতং গ্রহণীং সর্ব্বসম্ভবাং। আমবাতং কটীশূলমগ্নিমান্দ্যং বিসূচিকাং। অর্শাংসি কামলাং মেহং মূত্রকৃচ্ছ্রাদিকঞ্চ যৎ। তৎসর্ব্বং নাশয়ত্যাশু বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্। চূড়ামণিরসো হ্যেষ শিবেন পরিকীর্ত্তিতঃ॥

রসসিন্দুর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র মুক্তা, লৌহ, অভ্র, এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করত দুইরতি প্রমাণে বড়ী করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা ধাতুস্থ, সান্নিপাতিক, বিষমজ্বর, কামজ ও শোকসম্ভূত জ্বর, ত্রিদোষজ্বর, কাস, শ্বাস, নানাবিধ শূল, অঙ্গবেদনা, শিরোরোগ, কর্ণশূল, দন্তশূল, মন্দাগ্নি, বিসূচিকা, অর্শ, কামলা, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, এই সমস্ত ধ্বংস হয়। বিষ্ণু যেরূপ চক্রদ্বারা দানবকুল বিনাশ করিয়াছেন, সেইরূপ এই চূড়ামণিরস যাবতীয় রোগ ধ্বংস করে। মহাদেব এই ঔষধ বলিয়াছেন।

অথজ্বরে—পাচনচিকিৎসা।

তত্রাদৌ নবজ্বরে।

নাগরাদিঃ।

নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধ্যামকং বৃহতীদ্বয়ং। দেয়ং পাচনকং পূর্ব্বং জ্বরিতেভ্যো জ্বরাপহং॥

শুঁঠ দেবদারু, গন্ধতৃণ, ব্যাকুড়, কণ্টকারি, এই সকল বস্তু তুল্যপরিমাণে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। জ্বরিত ব্যক্তিকে ইহা সেবন করাইলে নবজ্বর বিদূরিত হয়।

কিরাততিক্তকাদিঃ।

কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্। পাঠামুশীরং সোদীচ্যং পিবেদ্ বা জ্বরশান্তয়ে॥

চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, বেণামূল, বালা, এই সকল বস্তুর কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে জ্বর দূরীভূত হয়।

বৃশ্চীরাদিঃ।

বৃশ্চীর-বৃষ--বর্ষাভু-পয়ঃ--সোদক-মেব চ। পচেৎ ক্ষীরাবশেষন্তৎ পেয়ং সর্ব্ব-জ্বরাপহং॥

শ্বেত পুনর্নবা, বেণারমূলের ত্বক্‌, রক্তপুনর্নবা এই তিন দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক উহার চতুর্থাংশ দুগ্ধ মিশাইয়া অর্দ্ধসের জলে পাক করিবে। যখন জল শুষ্ক হইয়া দুগ্ধমাত্র অবশেষ থাকিবে, তখন নামাইয়া রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বজ্বর বিনাশ পায়।

মুস্তপর্পটকং নাগরাদি চ।

পক্ত্বা জলে কষায়ন্বা মুস্তপর্পটকং পিবেৎ। সনাগরং পর্পটকং পিবেদ্বা সদুরালভং॥

মুথা ও ক্ষেতপাপড়া, কিম্বা শুণ্ঠী, দুরালভা ও ক্ষেতপাপড়া তুল্যপরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে পাক করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশেষ থাকিতে নামাইয়া রোগীকে সেবন করাইলে জ্বর দূরীভূত হইয়া যায়।

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী ধান্যকারিষ্টং পদ্মকং রক্ত-চন্দনং। এষাং ক্বাথঃ সুপ্রসিদ্ধঃ সর্ব্বজ্বর-হরঃ স্মৃতঃ॥

গুড়ূচী, ধনিয়া, নিমের ত্বক্‌, পদ্মকাষ্ঠ, রক্ত-চন্দন, এই সমস্ত বস্তু দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে পাক করিবে। যখন অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া সেবন করাইলে সকল প্রকার জ্বর বিনাশ পায়।

ধান্যপটোলম্।

দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিত্তানুলো-মনং। জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদি শৃতং ধান্য-পটোলয়োঃ॥

একতোলা ধনিয়া, একতোলা পল্‌তা, এই দুই দ্রব্য বত্রিশ তোলা জলে পাক করিয়া আট-তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রোগীকে পান করাইবে। ইহা দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি পায়, কফ বিনষ্ট হয়, বায়ু পিত্তের অধোঃনিসরণ হইয়া থাকে, আম পরিপাক পায় এবং জ্বর দূরীভূত হয়।

শিংশপাদিঃ।

উদকাদ্দ্বিগুণং ক্ষীরং শিংশপোশীর-মেব চ। তৎক্ষীরশেষং ক্বথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহং॥

যে পরিমাণ জল লইবে, তাহার দ্বিগুণ দুগ্ধ তাহার সহিত মিশাইয়া তন্মধ্যে শিশুকাষ্ঠ ও বেণা-মূল সিদ্ধ করিবে। জল শুষ্ক হইয়া যখন দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া পান করাইতে হয়, ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ জ্বর বিনাশ পায়।

ষড়ঙ্গপানীয়ম্।

মুস্তপর্পটকোশীরচন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ। শৃতং শীতং জলং দদ্যাৎ পিপাসাজ্বর শান্তয়ে॥

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বেণামূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুণ্ঠী, এই সকল বস্তু সমভাগে মিলিত দুই তোলা লইয়া চারিসের জলে পাক করিবে। যখন অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া শীতল করত রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা তৃষ্ণা ও জ্বর বিনাশ পায়।

আরগ্বধাদিঃ।

আরগ্বধ-গ্রন্থিক-মুস্ত-তিক্তা-হরীতকীভিঃ ক্বথিতঃ কষায়ঃ। সামে সশূলে কফ-বাতপিত্তে জ্বরে হিতোদ্দীপনঃ পাচনশ্চ॥

সোঁদালুর আঠা পিপ্পলীর মূল, মুথা, কটুকী, হরীতকী, এই সমস্ত বস্তু দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। উহা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ববিধ

চারিতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, জাতিফল, জয়িত্রী, রৌপ্য, লৌহ অভ্র, শিলাজতু ভৃঙ্গরাজ, মুথা, কেশুরতে, অপামার্গ লবঙ্গ, ত্রিফলা, দারু-চিনি পিপ্পলীমূল, সৈন্ধব, বিটলবণ, গুড়ূচী, কণ্ট-কারি, রশুন, ধনিয়া, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরতা ও বালা, একতোলা স্বর্ণ, আটতোলা মরিচ এই সমস্ত বস্তু চূর্ণ করিয়া আদার রসে সাতবার ভাবনা দিতে হইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধমাষা পরিমাণে মধুর সহিত প্রাতে সেবন করিতে হয়। ইহা নানা-বিধ জ্বর ও শুক্রস্থ চিরকালীন জ্বর বিনাশক। এই ঔষধ প্রয়োগ সময়ে রোগের সাধ্যাসাধ্য বিবেচনা করিবে না অতি গুরুতর রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন তদ্রূপ এই ঔষধ অন্তর্গত, ধাতু-গত, ভূতোত্থ, শ্রমজ, সান্নিপাতিক প্রভৃতি অসাধ্য জ্বর সকল বিনাশ করে। গরুড় দর্শনে সর্পগণ যেরূপ পলায়ন করে, তদ্রূপ এই ঔষধের প্রসাদে জ্বরসমূহ আশু বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা রোগীর শরীরে বলাধান ও পুষ্টিসাধন হয়, অগ্নিমান্দ্য, কামলা ও পাণ্ডুরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা বীর্য্যস্তম্ভন হয়। বিবিধ প্রমেহ ও নানাবিধ গ্রহণী বিনাশ পায়। অনুপানবিশেষে এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে। ইহাকে বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহ কহে।

চূড়ামণিরসঃ।

মৃতং সূতং প্রবালঞ্চ স্বর্ণং তারঞ্চ বঙ্গকং। শুল্বং মুক্তা তীক্ষ্ণমভ্রং সর্ব্ব-মেকত্র যোজয়েৎ। জলেন পিষ্ট্বা বটিকা কার্য্যা বল্লপ্রমাণতঃ। ধাতুস্থং সন্নিপাতোত্থং জ্বরং বিষমসম্ভবং। কাম-শোকসমুদ্ভূতং ত্রিদোষজনিতন্তথা। কাসং শ্বাসঞ্চ বিবিধং শূলং সর্ব্বাঙ্গসম্ভবং। শিরোরোগং কর্ণশূলং দন্তশূলংগলগ্রহং। বাতপিত্তসমুদ্ভূতং গ্রহণীং সর্ব্বসম্ভবাং। আমবাতং কটীশূলমগ্নিমান্দ্যং বিসূ-চিকাং। অর্শাংসি কামলাং মেহং মূত্র-কৃচ্ছ্রাদিকঞ্চ যৎ। তৎসর্ব্বং নাশয়ত্যাশু বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্। চূড়ামণিরসো হ্যেষ শিবেন পরিকীর্ত্তিতঃ॥

রসসিন্দুর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র মুক্তা, লৌহ, অভ্র, এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করত দুইরতি প্রমাণে বড়ী করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা ধাতুস্থ, সান্নি-পাতিক, বিষমজ্বর, কামজ ও শোকসম্ভূত জ্বর, ত্রিদোষজ্বর, কাস, শ্বাস, নানাবিধ শূল, অঙ্গবেদনা, শিরোরোগ, কর্ণশূল, দন্তশূল, মন্দাগ্নি, বিসূচিকা, অর্শ, কামলা, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, এই সমস্ত ধ্বংস হয়। বিষ্ণু যেরূপ চক্রদ্বারা দানবকুল বিনাশ করিয়া-ছেন, সেইরূপ এই চূড়ামণিরস যাবতীয় রোগ ধ্বংস করে। মহাদেব এই ঔষধ বলিয়াছেন।

অথজ্বরে—পাচনচিকিৎসা।

তত্রাদৌ নবজ্বরে।

নাগরাদিঃ।

নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধ্যামকং বৃহতী-দ্বয়ং। দেয়ং পাচনকং পূর্ব্বং জ্বরিতেভ্যো জ্বরাপহং॥

শুঁঠ দেবদারু, গন্ধতৃণ, ব্যাকুড়, কণ্টকারি, এই সকল বস্তু তুল্যপরিমাণে দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অব-শিষ্ট থাকিতে নামাইবে। জ্বরিত ব্যক্তিকে ইহা সেবন করাইলে নবজ্বর বিদূরিত হয়।

কিরাততিক্তকাদিঃ।

কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্ব-ভেষজম্। পাঠামুশীরং সোদীচ্যং পিবেদ্ বা জ্বরশান্তয়ে॥

চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, বেণা-মূল, বালা, এই সকল বস্তুর কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে জ্বর দূরীভূত হয়।

বৃশ্চীরাদিঃ।

বৃশ্চীর-বৃষ--বর্ষাভূ-পয়ঃ--সোদক-মেব চ। পচেৎ ক্ষীরাবশেষন্তৎ পেয়ং সর্ব্ব-জ্বরাপহং ॥

শ্বেত পুনর্নবা, বেণারমূলের ত্বক্, রক্তপুনর্নবা এই তিন দ্রব্য সমভাগে মোট দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক উহার চতুর্থাংশ দুগ্ধ মিশাইয়া অর্দ্ধসের জলে পাক করিবে। যখন জল শুষ্ক হইয়া দুগ্ধমাত্র অবশেষ থাকিবে, তখন নামাইয়া রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বজ্বর বিনাশ পায়।

মুস্তপর্পটকং নাগরাদি চ।

পক্ত্বা জলে কষায়ন্বা মুস্তপর্পটকং পিবেৎ। সনাগরং পর্পটকং পিবেদ্বা সদুরালভং ॥

মুথা ও ক্ষেতপাপড়া, কিম্বা শুণ্ঠি, দুরালভা ও ক্ষেতপাপড়া তুল্যপরিমাণে মোট দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে পাক করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশেষ থাকিতে নামাইয়া রোগীকে সেবন করাইলে জ্বর দূরীভূত হইয়া যায়।

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী ধান্যকারিষ্টং পদ্মকং রক্ত-চন্দনং। এষাং কাথঃ সুপ্রসিদ্ধঃ সর্ব্বজ্বর-হরঃ স্মৃতঃ ॥

গুড়ূচী, ধনিয়া, নিমের ত্বক্, পদ্মকাষ্ঠ, রক্ত-চন্দন, এই সমস্ত বস্তু দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে পাক করিবে। যখন অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া সেবন করাইলে সকল প্রকার জ্বর বিনাশ পায়।

ধান্যপটোলম্।

দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিত্তানুলো-মনং। জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদি শৃতং ধান্য-পটোলয়োঃ ॥

একতোলা ধনিয়া, একতোলা পল্‌তা, এই দুই দ্রব্য বত্রিশ তোলা জলে পাক করিয়া আট-তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রোগীকে পান করাইবে। ইহা দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি পায়, কফ বিনষ্ট হয়, বায়ু পিত্তের অধোঃনিসরণ হইয়া থাকে, আম পরিপাক পায় এবং জ্বর দূরীভূত হয়।

শিংশপাদিঃ।

উদকাদ্দ্বিগুণং ক্ষীরং শিংশপোশীর-মেব চ। তৎক্ষীরশেষং কথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহং ॥

যে পরিমাণ জল লইবে, তাহার দ্বিগুণ দুগ্ধ তাহার সহিত মিশাইয়া তন্মধ্যে শিশুকাষ্ঠ ও বেণা-মূল সিদ্ধ করিবে। জল শুষ্ক হইয়া যখন দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া পান করাইতে হয়, ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ জ্বর বিনাশ পায়।

ষড়ঙ্গপানীয়ম্।

মুস্তপর্পটকোশীরচন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ। শৃতং শীতং জলং দদ্যাৎ পিপাসাজ্বর শান্তয়ে ॥

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বেণামূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুণ্ঠি, এই সকল বস্তু সমভাগে মিলিত দুই তোলা লইয়া চারিসের জলে পাক করিবে। যখন অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া শীতল করত রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা তৃষ্ণা ও জ্বর বিনাশ পায়।

আরগ্বধাদিঃ।

আরগ্বধ-গ্রন্থিক-মুস্ত-তিক্তা-হরীতকীভিঃ কথিতঃ কষায়ঃ। সামে সশূলে কফ-বাতপিত্তে জ্বরে হিতোদ্দীপনঃ পাচনশ্চ ॥

সোঁদালুর আঠা পিপ্পলীর মূল, মুথা, কটুকী, হরীতকী, এই সমস্ত বস্তু দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। উহা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ববিধ

বেদনাসম্বলিত অথচ সামাবস্থ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জর দূর হয়। এই পাচন পরিপাচক ও ইহা দ্বারা অগ্নির প্রদীপন হইয়া থাকে।

মুস্তাদিঃ।

মুস্ত-পর্প টকোদীচ্য-চ্ছত্রাখ্যোশীর-চন্দনৈঃ। শৃতং শীতং জলং দদ্যাত্তৃড্-দাহজ্বরশান্তয়ে॥

মুথা ক্ষেতপাপড়া, বালা ধনিয়া, বেণারমূল, রক্তচন্দন, এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মোট দুইতোলা করিবে। অর্দ্ধসের জলের সহিত উহা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। জ্বররোগীকে ইহা পান করাইলে পিপাসা, গাত্রজ্বালা ও জ্বর বিনাশ হয়।

অথ বাতিকজ্বরে।

শালপর্ণ্যাদিঃ।

শালপর্ণী বলা রাস্না গুড়ূচী সারিবা তথা। আসাং ক্বাথং পিবেৎ কোষ্ণং তীব্রবাতজ্বরচ্ছিদম্॥

শালপানী, বেড়েলা, রাস্না, গুড়ূচী ও অনন্ত মূল, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে পান করিবে। ইহা দ্বারা ঘোরতর বাতিক জ্বর বিনাশ পায়।

বচাদ্যকষায়ঃ।

বচা যমানী ধনিকা সবিশ্ব পিবেৎ কষায়ং নিশি সোষ্ণমেব। সবাতিকে বাতগদে জ্বরাণাং সম্পাচকে স্যান্মনুজে সুখায়॥

বচ, যমানী, ধনিয়া, শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া রাত্রিকালে উষ্ণ থাকিতে পান করিবে। ইহা দ্বারা জ্বরসম্বন্ধীয় অপক্ক রসের পরিপাক হয় আর বাতিক জ্বর ও বাত রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

বিল্বাদিপঞ্চমূল-পিপ্পলী মূলাদ্যে।

বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য ক্বাথঃ স্যাদ্বাতিকে জ্বরে। পাচনং পিপ্পলীমূল-গুড়ূচী-বিশ্ব-জোঽথবা॥

বিল্বাদি পঞ্চমূল,* কিম্বা পিপ্পলীমূল, শুঁঠ ও গুড়ূচী ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাতিক জ্বর বিদূরিত হয়।

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী সারিবা দ্রাক্ষা শতপুষ্পা পুনর্নবা। সগুড়োঽয়ং কষায়ঃ স্যাদ্ বাতজ্বর-বিনাশনঃ॥

গুড়ূচী, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুল্‌ফা, পুনর্নবা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ইক্ষুগুড়ের সহিত পান করাইলে বাতিকজ্বর বিদূরিত হয়।

কিরাতাদিঃ।

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্যবৃহতীদ্বয়-গো-ক্ষুরৈঃ। সস্থিরা কলসী বিশ্বৈঃ ক্বাথো বাতজ্বরাপহঃ॥

চিরতা, মুথা, গুড়ূচী, বালা, ব্যাকুড়, কণ্ট-কারি, গোক্ষুর, শালপর্ণী, চাকুলিয়া, শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করত সেবন করাইলে অচিরে বাতজ্বর বিনাশ পায়।

কণাদিক্বাথঃ।

কণারসোনামৃতবল্লিবিশ্বানিদিগ্ধিকা-সিন্ধুকভূমিনিম্বৈঃ। সমুস্তকৈরাচরিতং কষায়ো হিতাশিনাং হন্তি গদানিমাংস্তু। জ্বরং মরুদ্দুষ্টিসমুদ্ভবং তথা বলাসজঙ্ঘা-

---

* বিল্বাদি পঞ্চমূল—বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি।

নলমন্দতাঞ্চ। কণ্ঠাবরোধং হৃদয়াবরোধ স্বেদঞ্চ রোমাঞ্চ হিমত্বমোহান্ ॥

পিপুল, লশুন, গুড়ূচী, শুঁঠ, কণ্টকারী, সৈন্ধব, চিরতা, মুথা এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করত সেবন করিলে বাতিকজ্বর, কফজ্বর, মন্দাগ্নি কণ্ঠাবরোধ, হৃদয়রোধ, ঘর্ম্ম, রোমাঞ্চ, হিমত্ব ও মোহ বিনাশ পায়।

গুড়ূচীক্বাথ-বলাদ্যক্বাথৌ

শৃতশীতং কষায়ং বা গুড়ূচ্যাঃ পেয়মেব তু। বলাদর্ভশ্বদংষ্ট্রাণাং কষায়ং পাদশেষিতং ॥

গুলঞ্চের কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল করত সেবন করিলে বাতিকজ্বর বিনাশ পায়; অথবা গোক্ষুরের কাথ প্রস্তুত করিয়া সিকি তোলা ইক্ষুচিনি ও সিকি তোলা গব্যঘৃতের সহিত পান করিলেও বাতিকজ্বর দূর হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাদ্যম্ ।

দ্রাক্ষা গুড়ূচী কাশ্মর্য্য ত্রায়মাণা সশারিবাঃ। নিষ্কাথ্য সগুড়ং ক্বাথং পিবেদ্বাতজ্বরাপহম্ ॥

দ্রাক্ষা, গুড়ূচী, গাম্ভারীফল, বলালতা, অনন্তমূল এই সকল দ্রব্যের কাথ অর্দ্ধ তোলা গুড়ের সহিত সেবন করিলে বাতিকজ্বর বিনাশ পায়।

রাস্নাদিঃ ।

রাস্না বৃক্ষাদনী দারু-সরলং সৈলবালুকং। কষায়ঃ শর্করাক্ষৌদ্রযুক্তো বাতজ্বরাপহঃ ॥

রাস্না, পরগাছা দেবদারু সরলকাষ্ঠ, এলবালুকা এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সিকিতোলা ইক্ষুচিনি ও সিকি তোলা মধুর সহিত পান করিলে বাতিকজ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

লঘু-পঞ্চমূলাদিঃ ।

পঞ্চমূলা বলা রাস্না কুলত্থৈশ্চ সপৌষ্করৈঃ। ক্বাথো হন্ত্যাচ্ছিরঃকম্পং পর্ব্বভেদং মরুজ্জ্বরং ॥

পঞ্চমূল, বেড়েলা, রাস্না, কুলত্থ কলায়, পুষ্কর মূল, এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শিরঃকম্প ও পর্ব্বভেদ সমন্বিত বাতিকজ্বর বিনাশ পায়।

গুড়ূচ্যাদিক্বাথ-কালিঙ্গক্বাথৌ ।

গুড়ূচী পিপ্পলীমূলনাগরৈঃ পাচনং শৃতং। বাতজ্বরে তথা পেয়ং কালিঙ্গং সপ্তমেঽহনি ॥

গুড়ূচী, পিপ্পলীমূল, শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া অথবা ইন্দ্রযবের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে এক সপ্তাহের মধ্যে বাতিকজ্বর নষ্ট হয়

পুষ্পাদিঃ ।

শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দেবদারু হরেণুকা। কুস্তুম্বুরূণি নলদং মুস্তং চৈবাশু সাধয়েৎ ॥

শুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, রেণুকা, ধনিয়া, বেণামূল, মুথা এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া চারি আনা মধু ও চারি আনা চিনি সহযোগে সেবন করিলে বাতিকজ্বর বিনাশ পায়।

বিশ্বাদিক্বাথঃ-কুস্তুম্বুর্ব্বাদিক্বাথশ্চ ।

বিশ্বামৃতা-গ্রন্থিক-সিদ্ধতোয়ং মরুজ্জ্বরঃ স্যাৎ পিবতো কুতোঽয়ং। ক্বাথোঽথ কুস্তুম্বুরু দেবদারু ক্ষুদ্রৌষধৈঃ পাচনমত্র চারু।

শুঁঠ, গুড়ূচী, পিপ্পলীমূল; কিম্বা ধনিয়া দেবদারু, কণ্টকারী এই দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাতজজ্বর বিদূরিত হয়

দশমূলাদিক্বাথঃ।

বিল্বঃ সর্ব্বতোভদ্রা কামদূতী চ শ্যোণকঃ। তর্কারী গোক্ষুরঃ ক্ষুদ্রা বৃহতী কলশী স্থিরা। রাস্না কণা কণা-মূলং কুষ্ঠং শুণ্ঠি কিরাতকঃ। মুস্তা বলা-মৃতা বালদ্রাক্ষা যাসঃ শতাহ্বিকা। এষাং ক্বাথো নিহন্ত্যেব প্রভঞ্জনকৃতং জ্বরং। সোপদ্রবঞ্চ যোগোঽয়ং সর্ব্বযোগবরঃ স্মৃতঃ॥

বিল্বত্বক্, গাম্ভারী, পারুল, শোণা, গণিয়ারি, গোক্ষুর, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, চাকুলিয়া, শালপাণী, রাস্না, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, কুড়, শুঁঠ, চিরতা, মুথা, বেড়েলা গুলঞ্চ, বালা, দ্রাক্ষা, দুরালভা, শতমূলী এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে উপদ্রব সহ বাতিকজ্বর বিনাশ পায়।

পিপ্পল্যাদিঃ।

পিপ্পলী সারিবা দ্রাক্ষা শতপুষ্পা-হরেণুভিঃ। কৃতঃ কষায়ঃ সগুড়ো হন্যাৎ শ্বসনজং জ্বরং॥

পিপ্পলী, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুল্ফা, রেণুকা এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বাতিকজ্বর বিদূরিত হয়।

কিরাতাদিক্বাথঃ।

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্যবৃহতীদ্বয়—গো-ক্ষুরৈঃ। ত্রিপর্ণী কলসী বিল্বঃ ক্বাথো বাতজ্বরাপহঃ॥

চিরতা, মুথা, গুড়ূচী, বালা ব্যাকুড়, কণ্ট-কারী, গোক্ষুর, শালপাণী, চাকুলিয়া, বিল্বশুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করত পান করিলে বাতিকজ্বর বিনাশ পায়।

অথ পিত্তজ্বরে।

মৃদ্বীকাদিঃ।

মৃদ্বীকা মধুকং নিম্বং কটুকা রোহিণী সমং। অবশ্যায়ে স্থিতং পাক্যমেতৎ পিত্তজ্বরাপহং॥

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, নিম্বত্বক্ এবং কটকী ইহা-দিগের ক্বাথ শিশিরে স্থাপন পূর্ব্বক পান করিলে পৈত্তিকজ্বর বিদূরিত হয়।

লোধ্রাদ্যপাচনং।

লোধ্রোৎপলামৃত লতা কমলং সিতাঢ্য তৎ সারিবাসহিতমেব হি পাচনেষু। নিষ্কাথ্য পানমতিচাশু নিহন্তি পিত্তং পিত্তজ্বরং প্রশমনং প্রকোরোতি পুংসাং॥

লোধ নীলোৎপল, গুড়ূচী পদ্মকাষ্ঠ, অনন্ত মূল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া আট আনা ইক্ষু চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্ত ও পিত্তজ্বর সত্বর আরোগ্য হয়।

তিক্তাদিক্বাথঃ।

তিক্তা মুস্তা যবৈ পঠা কট্ফলাভ্যাং সহোদকং। পকং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে॥

কটকী মুথা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কটফল, বালা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বরে দোষের পরিপাক হইয়া থাকে।

দুরালভাদ্যঃ।

দুরালভা-বাসক-পর্পটানাং প্রিয়ঙ্গু-নিম্ব-কটুরোহিণীনাং। কিরাততিক্তকং

ক্বথিতং কষায়ং সশর্করাঢ্যক্বথিতঞ্চ পাচনং। সদাহপিত্তজ্বরমাশু হন্তি তৃষ্ণা-ভ্রমং শোষবিকারযুক্তম্ ॥

দুরালভা, বাসক, ক্ষেতপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, নিম্ব, কটকী, চিরতা এই সকল দ্রব্যের স্বরস কিম্বা কাথ করিয়া চিনির সহিত সেবন করিলে দাহ সমন্বিত পৈত্তিকজ্বর ও তজ্জন্য পিপাসা, ভ্রম ও শোষ বিনাশ পাইয়া থাকে।

বিদারিকাদ্যং।

বিদারিকালোধ্রদধিত্থকানাং স্যাম্মাতুলুঙ্গস্য চ দাড়িমানাং। যথানুভাবেন চ মূলপত্রং বিনিহন্তি তৃড়্‌দাহমূর্চ্ছনানি।

বিদারিকা, (ভূমিকুষ্মাণ্ড) লোধ্র, কদ্‌বেল, মাতুলুঙ্গ, দাড়িম্ব এই সমস্ত দ্রব্যের প্রাপ্তি অনুসারে মূল বা পত্র লইয়া তাহার কাথ প্রস্তুত করত পান করিলে পৈত্তিকজ্বরে পিপাসা দাহ ও মূর্চ্ছা বিনাশ পায়।

পর্পটকাদ্যং।

একোপি বৈ পর্পটকো বরিষ্ঠঃ পিত্তজ্বরাণাং শমনায় যোগ্যঃ। তস্মাৎ পুনর্নাগমরালকাঢ্যঃ চন্দনযুক্তস্তু পিত্তজ্বরেষু ॥

কেবলমাত্র ক্ষেতপাপড়ার কাথ পান করিলেই পৈত্তিকজ্বর দূর হইয়া থাকে। উহার সহিত রক্ত চন্দন, বালা, শুঁঠ মিশাইলে পৈত্তিকজ্বর প্রশমনে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

শক্রাহ্বাদিক্বাথ-যষ্টিমধু-ক্বাথৌ।

ক্বথিতং তণ্ডুলপয়সা শক্রাহ্বকটুরোহিণীসহিতং। ক্বাথং যষ্টিমধুনা বিনাশনং পিত্তজ্বরাণান্তু ॥

ইন্দ্রযব, কটকী ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন দ্বারা পৈত্তিকজ্বর আশু বিনষ্ট হয়।

অমৃতাদিপাচনানি।

অমৃতা পর্পটো ধাত্রী ক্বাথঃ পিত্তজ্বরং হরেৎ। সিতারগ্বধয়োর্ব্বাপি কাশ্মর্য্যস্যাথবা পুনঃ। দ্রাক্ষা পর্পটকং তিক্তা পথ্যারগ্বধমুস্তকৈঃ। ক্বাথস্তৃষ্ণাভ্রমদাহযুক্ত পিত্তজ্বরাপহঃ ॥

(১) গুড়ূচী, ক্ষেত্রপর্পটী, আমলকী। (২) শোণালু. ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ। (৩) গাম্ভারী। (৪) দ্রাক্ষা, ক্ষেতপাপড়া, কটকী, হরীতকী, শোণালু, মুথা এই চারিটী যোগের যে কোন একটীর কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিপাসাযুক্ত পৈত্তিক জ্বর বিনাশ পায়।

নাগরাদিঃ।

নাগরোশীরমুস্তা চ চন্দনং কটুরোহিণী। ধান্যকানাং ক্বাথ এব পিত্তজ্বর বিনাশকঃ ॥

শুণ্ঠী, বেণামূল, মুথা, রক্তচন্দন, কটকী, ধনিয়া এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ্বর বিনাশ পায়।

বিশ্বাদিঃ।

বিশ্বাম্বুপর্পটোশীরঘনচন্দনসাধিতং। দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃট্‌ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ ॥

শুণ্ঠী, বালা, ক্ষেতপাপড়া, বেণামূল, মুথা, রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করত শীতল করিয়া সেবন করিলে পৈত্তিকজ্বর, তৃষ্ণা বমি ও দাহ নিবারিত হয়।

ত্রায়মাণাদিঃ।

ত্রায়মাণা চ মধুকং পিপ্‌পলীমূলমেব চ। কিরাততিক্তকং মুস্তং মধুকং সবিভীতকং সশর্করং পীতমেতৎ পিত্তজ্বরবিনাশনং ॥

বলাতা, যষ্টিমধু, পিপ্পলীমূল, চিরতা, মুথা, মধুকফুল, বহেড়া এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া অর্দ্ধতোলাপরিমিত ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে পৈত্তিকজ্বর দূর হয়।

দ্রাক্ষাদিঃ।

দ্রাক্ষা হরীতকী মুস্তা কটুকা কৃত্য মালকঃ। পর্পটককৃতঃ কাথ এষাং পিত্তজ্বরাপহঃ। মুখশোষপ্রলাপান্তর্দ্দাহ-মূর্চ্ছা-ভ্রমপ্রণুৎ। পিপাসা রক্তপিত্তানাং শমনো ভেদনো মতঃ ॥

দ্রাক্ষা, হরীতকী, মুথা, কটকী, শোণালু, ক্ষেত্রপর্পটি এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করত পান করিলে পৈত্তিকজ্বর, মুখশোষ, প্রলাপ, অন্তর্দ্দাহ মূর্চ্ছা, ভ্রম, তৃষ্ণা ও রক্তপিত্ত বিনাশ পায়।

মহাদ্রাক্ষাদিক্কাথঃ।

দ্রাক্ষা চন্দনপদ্মানি মুস্ততিক্তামৃতাপি চ। ধাত্রী বালমুশীরঞ্চ লোধ্রেন্দ্রযব-পর্পটাঃ। পরূষকং প্রিয়ঙ্গুশ্চ যবাসো বাসকস্তথা। মধুকং কুলকঞ্চাপি কিরাতো ধান্যকং তথা। এষাং কাথো নিহন্ত্যেব-জ্বরং পিত্তসমুদ্ভূতং। তৃষ্ণাং দাহং প্রলাপঞ্চ রক্তপিত্তং ভ্রমাদি চ

দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মুথা, কটকী; গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণামূল, ইন্দ্রযব, লোধ, ক্ষেত্রপর্পটী, পরূষকফল, প্রিয়ঙ্গু, দুরালভা, বাসক, যষ্টিমধু, পটোলপত্র, চিরতা, ধনিয়া এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করত সেবন বরিলে পিত্তজ্বর পিপাসা, গাত্রদাহ, প্রলাপ, রক্তপিত্ত ও ভ্রম প্রভৃতি নিবারিত হয়।

তিক্তাদিপটোলাদ্যো।

সক্ষৌদ্রং পাচনং পৈত্তে তিক্তান্দ্রেং যবৈঃ কৃতং। পটোলযবনিঃ কাথো মধুনা মধুরীকৃতঃ। তীব্রপিত্তজ্বরামর্দ্দী পানাতৃড়্‌দাহনাশনং ॥

কটকী, মুথা, ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া শর্করা প্রক্ষেপ পূর্ব্বক সেবন করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। পলতা ও যবের কাথ প্রস্তুত করত মধুসহযোগে সেবন করিলে পিত্তজ্বর, গাত্রদাহ ও তৃষ্ণা নিবারিত হইয়া থাকে।

ভূনিম্বাদিক্কাথঃ।

ভূনিম্বাতিবিষা-লোধ্র-মুস্তকেন্দ্রযবামৃতা। বালকং ধান্যকং বিল্বং কষায়ো মাক্ষিকান্বিতঃ। বিড়্‌ভেদশ্বাসকাসাংশ্চ রক্তপিত্তজ্বরং হরেৎ ॥

চিরতা, আতিষ, লোধ্র, মুথা, ইন্দ্রযব, গুড়ূচী, বালা, ধনে, বিল্বত্বক্ এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করত মধুসহযোগে পান করিলে মলভেদ, শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্তজ্বর বিনাশ পায়।

পর্পটাদিক্কাথঃ।

পর্পটো বাসকস্তিক্তা কৈরাতো ধন্বয়াসকঃ। প্রিয়ঙ্গুশ্চ কৃতঃ কাথ এষাং শর্করয়া যুতঃ। পিপাসা দাহপিত্তাস্র-যুক্তং পিত্তজ্বরং হরেৎ

ক্ষেত্রপর্পটি, বাসক, কটকী, চিরতা, দুরালভা, প্রিয়ঙ্গু এই সকল বস্তুর কাথ করিয়া ইক্ষুচিনি সহযোগে পান করিলে তৃষ্ণা, দাহ এবং রক্তপিত্ত-সমন্বিত পৈত্তিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদিক্কাথঃ।

গুড়ূচ্যামলকৈর্যুক্তঃ কাথঃ শর্করয়ান্বিতঃ। পিত্তজ্বরং হরেত্তূর্ণং দাহশোষ-ভ্রমন্বিতং ॥

গুড়ূচী ও আমলকী এই উভয়ের কাথ প্রস্তুত করিয়া চারি আনা চিনি সহ সেবন করিলে দাহ, শোষ ও ভ্রম সমন্বিত পৈত্তিকজ্বর প্রশমিত হয়।

পটোলাদিঃ।

পটোলযবধন্যাকমধুকং মধুসংযুতং। হন্তি পিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণাঞ্চাতিপ্রমাথিনীং॥

পটোলপত্র, ইন্দ্রযব, ধনিয়া, যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিলে পৈত্তিকজ্বর, দাহ ও দারুণ পিপাসা প্রশমিত হয়।

হ্রীবেরাদিক্কাথঃ।

হ্রীবেরচন্দনোশীরঘনপর্পটসাধিতং। দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃট্‌ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ।

বালা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, মুথা ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদিগের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে পান করিবে। ইহা দ্বারা তৃষ্ণা, বমি ও পৈত্তিকজ্বর দূর হয়।

সারিবাদ্যৌ কষায়ৌ।

পীতং পিত্তজ্বরং হন্যাৎ সারিবায়াঃ সশর্করং। সযষ্টিমধুকং হন্যাৎ তথৈবোৎপলপূর্ব্বকং। শৃতশীতকষায়ন্বা সোৎপলং শর্করাযুতং॥

ইক্ষুচিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া অনন্তমূলের ক্বাথ পান করিলে পৈত্তিকজ্বর দূর হয়, অথবা যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদিগের ক্বাথ প্রস্তুত করত শীতল হইলে ইক্ষুচিনি সহযোগে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অচিরে পৈত্তিকজ্বর বিদূরিত হয়।

ধন্যাকক্কাথঃ।

সসিতো নিশি পর্য্যুষিতঃ প্রাতর্ধন্যাকস্য ক্বাথঃ। পীতঃ শময়ত্যচিরাদন্তর্দ্দাহং জ্বরং পৈত্তং॥

ধনিয়ার ক্বাথ পর্য্যুষিত করিয়া প্রভাতে ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে পিত্তজ্বর ও অন্তর্দ্দাহ দূর হয়।

শ্রীপর্ণ্যাদিঃ।

শ্রীপর্ণী চন্দনোশীর পরূষক মধুকজঃ। শর্করা-মধুরো হন্তি কষায়ঃ পৈত্তিকং জ্বরং॥

গাম্ভারী, রক্তচন্দন, বেণার মূল, পরূষক ফল, মৌয়া ফুল এই সকলের ক্বাথ করিয়া চিনি সহযোগে সেবন করিলে পিত্তজ্বর বিনাশ পায়।

গুড়ূচ্যাদিকষায়ঃ।

গুড়ূচী ভূমিনিম্বশ্চ বালং বীরণমূলকং। লঘু মুস্তং ত্রিবৃদ্ধাত্রী দ্রাক্ষা বাসা চ পর্পটঃ। এষাং ক্বাথো হরত্যেব জ্বরং পিত্তকৃতং দ্রুতং। সোপদ্রবমপি প্রাতর্নিপীতো মধুনা সহ॥

গুড়ূচী, চিরতা, বালা, বেণামূল, অগুরুকাষ্ঠ, মুথা, তেউড়ী, আমলকী, দ্রাক্ষা, বাসক ক্ষেতপাপড়া এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া প্রভাতে মধু সহযোগে পান করিলে পৈত্তিকজ্বর তৎসম্বন্ধীয় উপদ্রব বিনাশ পায়।

অথ শ্লৈষ্মিকজ্বরে।

নিম্বাদিঃ।

নিম্ববিশ্বামৃতা দারুশটী ভূনিম্বপৌষ্করং। পিপ্পল্যৌ বৃহতী চেতি ক্বাথো হন্তি কফজ্বরং।

নিম্বত্বক্, শুণ্ঠী, গুড়ূচী, দেবদারু, শঠী, চিরতা, কুড়, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে শ্লৈষ্মিকজ্বর দূরীভূত হয়।

মুস্তাদ্যপাচনম্।

মুস্তং বৎসকবীজানি ত্রিফলা কটুরোহিণী। পরূষকানি চ ক্বাথঃ কফজ্বরবিনাশনঃ॥

মুথা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটকী, পরূষক ফল এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক জ্বর বিনাশ পায়।

ত্রিফলাদি।

ত্রিফলা-পটোল-বাসা-চ্ছিন্নরুহাতিক্ত-রোহিণী-ষড়্‌গ্রন্থাঃ। মধুনা শ্লেষ্মসমুত্থে দশমূলী-বাসকস্য বা ক্বাথঃ।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র, বাসক, গুলঞ্চ, কটকী ও বচ, কিম্বা দশমূল ও বাসক ইহাদিগের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে শ্লেষ্মাজন্য রোগ দূরীভূত হয়।

কটুত্রিকাদ্য।

কটুত্রিকং নাগপুষ্পং হরিদ্রা কটুরোহিণী। কৌটজঞ্চ ফলং হন্যাৎ সেব্যমানং কফজ্বরং॥

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, নাগকেশর হরিদ্রা, কটকী ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে শ্লেষ্মাজন্য জ্বর বিনাশ পায়।

বাসাদিক্বাথঃ।

বাসাক্ষুদ্রামৃতা ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসকৃৎ॥

বাসকত্বক্, কণ্টকারী ও গুলঞ্চ এই তিন দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে শ্লেষ্মাজন্য জ্বর ও কাস বিনষ্ট হয়।

ভূনিম্বাদিঃ।

ভূনিম্বনিম্বপিপ্পল্যঃ শটী শুণ্ঠি শতাবরী। গুড়ূচী বৃহতী চেতি ক্বাথো হন্যাৎ কফজ্বরং॥

চিরতা, নিম্বত্বক্, পিপ্পলী, শটী, শুণ্ঠি, শতমূলী, গুড়ূচী, ব্যাকুড় এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

মরিচাদিক্বাথ।

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং কাবরী কণা। চিত্রকং কট্‌ফলং কুষ্ঠং সসুগন্ধিবচা শিবা। কণ্টকারী জটাশৃঙ্গী যমানী পিচুমর্দ্দকঃ। এষাং ক্বাথো হরত্যেব জ্বরং সোপদ্রবং কফাৎ॥

মরিচ, পিপ্পলীমূল, শুণ্ঠি, কৃষ্ণজীরক, পিপ্পলী, চিতা, কট্‌ফল, কুড়, মহাবরী বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, নিম্বত্বক্, এই সমস্ত বস্তুর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে কম্পজ্বর ও তৎসহ উপদ্রব নিবারিত হয়।

পিপ্পল্যাদিঃ।

পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ ষড়্‌গ্রন্থা বৎসক ফলং। ক্বাথো মধুপ্রগাঢ়ঃ স্যাৎ শ্লেষ্মজ্বরবিনাশনঃ॥

পিপ্পলী, শুণ্ঠী, বচ, ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ চারি আনা মধু সহযোগে পান করিলে কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

মাতুলুঙ্গশিফাদ্যং কণাদিকঞ্চ।

মাতুলুঙ্গশিফাব্রাহ্মী বিশ্বগ্রন্থিকসম্ভবং। কফজ্বরেষু সক্ষারং পাচনং বা কণাদিকং॥

মাতুলুঙ্গ লেবুর মূল, ব্রহ্মীশাক, শুণ্ঠি, পিপ্পলী মূলের ক্বাথ; কিম্বা কণাদিগণের ক্বাথ * পান

---

* কণাদিগণ যথা—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা, শুণ্ঠি, মরিচ, ছোট এলাইচ, যমানী, ইন্দ্র-

করিলে শ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায় এবং আমরসের পরিপাক হয়।

—

সপ্তচ্ছদাদ্যঃ।

সপ্তচ্ছদং গুড়ূচীঞ্চ নিম্বস্ফূর্জ্জকমেব চ। ক্বাথয়িত্বা পিবেৎ ক্বাথং সক্ষৌদ্রং কফজে জ্বরে॥

ছাতিমের ত্বক্, রাজলোধ্র, গুড়ূচী ও নিম্বত্বক্ এই চারিদ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে শ্লেষ্মাজন্য জ্বর দূর হয়।

—

কটুকাদিঃ কুষ্ঠাদিশ্চ।

কটুকং চিত্রকং নিম্বং হরিদ্রাতিবিষে বচা। কুষ্ঠমিন্দ্রযবং মূর্ব্বাং পটোলঞ্চাপি সাধিতং॥

কটুকী, চিতা, নিম্বত্বক্, কাঁচা হরিদ্রা, আতিষ ও বচ; কিম্বা কুড় ইন্দ্রযব, মূর্ব্বা, পটোল পত্র; এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মরিচ চূর্ণের সহিত সেবন করিলে কফজ্বর নিবারিত হয়।

সিন্ধুবারদলক্বাথঃ।

সিন্ধুবারদলক্বাথঃ সোষণঃ কফজে জ্বরে। জঙ্ঘয়োশ্চ বলে ক্ষীণে কর্ণে বা পিহিতে পিবেৎ॥

কফজ্বরে জঙ্ঘাদ্বয় দুর্ব্বল হইলে এবং শ্রুতি, শক্তির হ্রাস হইলে নিসিন্দাপাতার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে চারি আনা পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত করিয়া সেবন করিবে।

হরিদ্রাদিঃ।

হরিদ্রাং চিত্রকং নিম্বমুশীরাতিবিষে বচা। কুষ্ঠমিন্দ্রযবান্ মূর্ব্বাং পটোলঞ্চাপি সাধিতং। পিবেন্মরিচমিলিতং সক্ষৌদ্রং কফজে জ্বরে॥

কাঁচা হরিদ্রা, রক্তচিতার মূল, নিম্বত্বক্, বেণামূল, আতিস, কুড় কাষ্ঠ, ইন্দ্রযব, সূচীমুখী, বচ, পটোলপত্র এই সকল বস্তুর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মরিচ ও মধু সহযোগে পান করিলে শ্লেষ্মজ্বর দূর হয়।

—

আমলক্যাদিঃ।

আমলক্যভয়া কৃষ্ণা চিত্রকশ্চেত্যয়ং গণঃ। সর্ব্বজ্বরকফাতঙ্কভেদী দীপনঃ পাচনঃ॥

আমলকী হরীতকী, পিপ্পলী, রক্তচিতার শিকড়, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে কফজ্বর, কফরোগ ও সকল প্রকার জ্বর দূর হয়, বিরেচন হয়, অগ্নিবৃদ্ধি পায় এবং আমদোষের পরিপাক হইয়া থাকে।

—

সারিবাদিঃ।

সারিবাতিবিষা কুষ্ঠ-পুরাখ্যৈঃ সদুরালভৈঃ। মুস্তেন চ কৃতঃ ক্বাথঃ পীতো হন্যাৎ কফজ্বরং॥

অনন্তমূল, আতিষ, কুড়, গুগ্গুলু, দুরালভা, মুথা এই সমস্ত পদার্থের ক্বাথ পান দ্বারা শ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায়।

—

ব্যাঘ্র্যাদিঃ।

ব্যাঘ্রী চৈব সিংহী চৈব রোধ্রং কুষ্ঠ-পটোলকং। জ্বরে কফাত্মজে চৈতৎ পাচনং স্যাত্তদুত্তমম্॥

কণ্টকারী, বৃহতী, লোধ্র, কুড়, পটোল পত্র এই সমস্ত বস্তুর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে শ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায়।

যব, আক্নাদি, রেণুকা, জীরক, বামনহাটীর মূল, মহানিম্ব ফল, হিং, কটকী, রাইসর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতিষ সূচীমুখী।

বীজপূরশিফাদিঃ।

বীজপূর শিফাপথ্যা নাগরগ্রন্থিকৈঃ শৃতং। সক্ষারং পাচনং শ্লেষ্মজ্বরে দ্বাদশ বাসরে॥

ছোলঙ্গ লেবুর মূল, হরীতকী, শুণ্ঠি, পিপ্পলী মূল, এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া যবক্ষার সহযোগে দশম দিবসে কফজ্বর রোগী সেবন করিলে আরোগ্য লাভ করে।

পটোলাদ্যঃ।

পটোল ত্রিফলা তিক্তা শঠী বাসামৃতাভবঃ। ক্বাথো মধুযুতঃ পীতো হন্যাৎ কফকৃতং জ্বরং॥

পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটকী শঠী, বাসক, গুড়ূচী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে শ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায়।

অভয়াদিঃ।

অভয়ামলকী কৃষ্ণা গ্রন্থি চিত্রকৈস্তথা। মলভেদি-কফাতঙ্ক-জ্বরনাশন-দীপনঃ॥

হরীতকী, আমলকী, পিপ্পলী, বচ, রক্তচিতা-মূল এই সকল বস্তুর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে মলভেদ হইয়া কফজ্বর বিনাশ পায় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

অথ বাতপৈত্তিকজ্বরে।

পঞ্চভদ্রম্।

গুড়ূচী পর্পটিং মুস্তং কিরাতং বিশ্বভেষজং। বাতপিত্তজ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভং॥

গুড়ূচী, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, চিরতা, শুণ্ঠি এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বাতপিত্তজনিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিশ্বাদি ক্বাথঃ।

বিশ্বামৃতাব্দভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলীসমন্বিতৈঃ। কৃতঃ কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভূতং জ্বরং॥

শুঁঠ, গুড়ূচী, মুথা, চিরতা, স্বল্পপঞ্চমূলী, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মোট দুইতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে বাতপিত্তজনিত জ্বর বিনাশ পায়।

নিদিগ্ধিকাদিঃ।

নিদিগ্ধিকা বলা রাস্না ত্রায়মাণামৃতাযুতৈঃ। মসূরবিদলৈঃ ক্বাথো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ॥

কণ্টকারী, বেড়েলা, রাস্না, বলালতা, গুড়ূচী ও শ্যামালতা এই সকল দ্রব্যের ক্বাক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাতপিত্তজন্য জ্বর বিনাশ পায়।

ত্রৈফলাদ্যকষায়ঃ।

ত্রিফলা শাল্মলী রাস্না রাজবৃক্ষাটরূষকৈঃ। শৃতমম্বু হরেত্তূর্ণং বাতপিত্তোদ্ভূতং জ্বরং॥

ত্রিফলা, শাল্মলীমূল, রাস্না, শোণালুফলের আঠা, বাসক এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অতি সত্বর বাতপৈত্তিক জ্বর বিনাশ পায়।

কিরাতাদিঃ।

কিরাততিক্তামলকী শঠীনাং দ্রাক্ষোষণানাগরকামৃতানাং। ক্বাথঃ সুশীতো গুড়সংযুতঃ স্যাৎ সপিত্তবাতজ্বরনাশহেতুঃ॥

চিরতা, আমলকী, শঠী, দ্রাক্ষা, পিপুল, শুঁঠ, গুড়ূচী এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া

শীতল হইলে গুড়সহ সেবন করিবে। উহা দ্বারা সত্বর বাতপৈত্তিক জ্বর বিনাশ পায়।

ঘনচন্দনাদিঃ।

ঘনচন্দনপর্পটকং কটুকং ত্বমৃণাল-পটোলদলানি জলম্। শৃতশীতং সিতা-যুতং পিত্তহরং জ্বরছর্দ্দিতৃষ্ণারুচিদাহ-হরং॥

মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কটকী, বেণা-মূল, পলতা, পাথরকুচি, এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা বাতপৈত্তিক জ্বর, বমি, পিত্ত, পিপাসা, অরুচি ও দাহ বিনাশ পায়।

কিরাততিক্তাদিঃ।

কিরাততিক্তামমৃতা দ্রাক্ষা সামলকী শঠীম্। নিষ্কাথ্য পিত্তানিলজে ক্বাথন্তং সগুড়ং পিবেৎ॥

চিরতা, গুড়ূচী দ্রাক্ষা, আমলকী, শঠী, এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া বাতপিত্তজনিত জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবন করাইলে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

মধুকাদ্যপাচনম্।

মধুকসারিবে দ্রাক্ষা মধুকচন্দনোৎ-পলং। কাশ্মরী পদ্মকং লোধ্রং ত্রিফলাং পদ্মকেশরং। পরূষকং মৃণালঞ্চ পচে-দুত্তমবারিণি। মধুলাজসিতাযুক্তং তৎ-পীতমুষিতং নিশি। বাতপিত্তজ্বরং দাহ-তৃষ্ণা-মূর্চ্ছা-বমি-ভ্রমান্। শময়েদ্রক্ত-পিত্তঞ্চ জীমূতানিব মারুতঃ॥

যষ্টিমধু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, মৌয়া-পুষ্প, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, গাম্ভারী, পদ্মকাঠ, লোধ, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, পরূষফল, মৃণাল এই সমস্ত দ্রব্য নিশিযোগে পাক করিয়া পরদিন প্রভাতে ইক্ষুচিনি ও লাজমিশ্রিত করত সেবন করিবে। বায়ুবলে যেরূপ মেঘপংক্তি বিদূরিত হয়, সেইরূপ এই পাচন দ্বারা বাতপিত্ত জন্য জ্বর, গাত্রজ্বালা, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমি, ভ্রম ও রক্তপিত্ত-রোগ বিনাশ পায়।

অমৃতাদিঃ।

অমৃতা মুস্তক বাসা পর্পট বিশ্বা জলেন ক্বাথঃ। পানং পিত্তমরুৎসুজ্বরং নিহন্যাচ্চ ভদ্রমুঞ্জঃ॥

গুড়ূচী, মুথা, বাসকের ত্বক্, ক্ষেত্রপর্পটী, শুণ্ঠি, বালা এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাতপিত্তজনিত জ্বর বিনাশ পায়।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথঃ।

গুড়ূচী নিম্বধন্যাক পদ্মকং রক্ত-চন্দনং। কফং সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যা-দিস্ত দীপনঃ। হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিপিপা-সাদাহনাশনঃ॥

গুড়ূচী, নিম্বত্বক্, ধনিয়া, পদ্মকাঠ, রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অগ্নি বৃদ্ধি পায়, কফ বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্ববিধ জ্বর, বিবমিষা, অরুচি, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা ও দাহ বিনাশ পায়।

বৃহদ্গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী চন্দনং পদ্ম নাগরেন্দ্রযবা-সকং। অভয়ারগ্বধোদীচ্য পাঠা ধান্যাব্দ রোহিণী। কষায়ং পায়য়েদেতং পিপ্পলী-চূর্ণসংযুতং। কাসশ্বাসকফজ্বরান্ হন্তি তৃষ্ণাদাহাবপি। বিণ্মূত্রানিলবিষ্টম্ভে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি চ॥

গুড়ূচী, রক্তচন্দন, পদ্মকাঠ, শুণ্ঠি, ইন্দ্রযব, দুরালভা, হরীতকী, সোঁদাল, বালা, আকনাদি, ধনিয়া, মুথা, কটকী, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ

প্রস্তুত করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে কাস শ্বাস, কফজ্বর, পিপাসা, দাহ এবং ত্রিদোষজন্য মল মূত্র ও বায়ুকৃত বিষ্টম্ভ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মুস্তাদিঃ।

মুস্তপর্পটকোৎপলকিরাতোশীরচন্দনাৎ কর্ষঃ। শর্করয়া চ দীয়তে বাতপিত্ত জ্বরে বহুধা দৃষ্টফলঃ॥

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, নীলসুদি, চিরতা, বেণামূল, রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের কষায় চিনি সহযোগে সেবন করিলে বাতপিত্তজনিত জ্বর বিনাশ পায়। এই ঔষধের ফল বহুধা পরীক্ষিত হইয়াছে।

অথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে।

কণ্টকার্য্যাদিঃ।

কণ্টকার্য্যমৃতা ভার্গী নাগরেন্দ্রযবাসকং। ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী। কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহং। দাহতৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দিকাসকৃৎ পার্শ্বশূলনুৎ॥

কণ্টকারী, গুড়ূচী, ব্রহ্মযষ্টি, শুণ্ঠি, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুথা পটোলপত্র, কটকী এই সকল বস্তুর কষায় পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, ছর্দ্দি, কাস ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি বিনাশ পায়।

ধান্যপটোলম্।

দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনং। জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদি শৃতং ধান্যপটোলয়োঃ॥

ধনিয়া, পলতা এই দুই দ্রব্যের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং বায়ুপিত্তকে সরল, আমরসের পরিপাক ও মলনির্গম পরিষ্কার করিয়া জ্বর দূর করিয়া দেয়।

পটোলাদিঃ।

পটোলং চন্দনং মূর্ব্বা তিক্তা পাঠা মৃতাগণঃ। পিত্তশ্লেষ্মারুচিচ্ছর্দ্দিজ্বর-কণ্ডূবিষাপহঃ॥

পটোলপত্র, রক্তচন্দন, সুচিমুখী, কটকী, আকনাদি, গুড়ূচী এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া পিত্তকফজন্য জ্বর, অরুচি, বমি ইত্যাদি বিনাশ পাইয়া থাকে।

পঞ্চতিক্তং।

ক্ষুদ্রামৃতাভ্যাং সহ নাগরেণ সপৌষ্করৈশ্চৈব কিরাততিক্তম্। পিবেৎ কষায়ন্ত্বিহ পঞ্চতিক্তং জ্বরং নিহন্ত্যশ্চবিধং সমগ্রম্॥

কণ্টকারী, গুড়ূচী, শুণ্ঠি, পুষ্করমূল, চিরতা, এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর বিনাশ পায়।

চাতুর্ভদ্রক—পাঠাসপ্তকৌ।

কিরাতং নাগরং মুস্তং গুড়ূচীঞ্চ কফাধিকে। পাঠোদীচ্য মৃণালৈস্তু সহ পিত্তাধিকে পিবেৎ॥

চিরতা, শুঁঠ, মুথা, গুড়ূচী এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে কফপ্রধান পিত্তজ্বর বিনাশ পায়; ইহাকে চাতুর্ভদ্রক পাচন কহে। চিরতা, শুণ্ঠি, মুথা, গুলঞ্চ, আকনাদি, বালা ও মৃণাল এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পিত্তপ্রধান কফজ্বর বিনাশ পায়। ইহার নাম পাঠাসপ্তক।

পটোলাদ্যঃ।

পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ ত্রিফলা মধুকং

বলা। সানিতোঽয়ং কষায়ঃ স্যাৎ পিত্ত-শ্লেষ্মোদ্ভবে জ্বরে॥

পল্‌তা, নিম্বত্বক্‌, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, যষ্টিমধু, বেড়েলা এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বর বিনাশ পায়।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথঃ।

গুড়ূচী নিম্বধন্যাকং চন্দনং কটুরোহিণী। গুড়ূচ্যাদিরয়ং কাথো পাচনো দীপনঃ স্মৃতঃ। তৃষ্ণাদাহারুচিচ্ছর্দ্দিপিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ॥

গুড়ূচী, নিম্বপত্র, ধনে, রক্তচন্দন, কটকী, ইন্দ্রযব এই সমস্ত বস্তুর কাথ প্রস্তুত করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বর, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, দাহ ইত্যাদি বিনাশ পায়, আমদোষের পরিপাক হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি পায়।

ভদ্রমুস্তাদিঃ।

ভদ্রমুস্তা নাগরম্বা গুড়ূচ্যামলকাহ্বয়ং। পাঠামৃণালোদীচ্যাশ্চ কাথঃ পিত্তজ্বরে কফে॥

মুথা, শুণ্ঠ, গুড়ূচী, আমলকী, আকনাদি, বেণামূল, বালা এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায়।

অমৃতাষ্টকঃ।

গুড়ূচীন্দ্র-যবারিষ্ট-পটোলং কটুরোহিণী। নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্‌পলীচূর্ণসংযুতং। অমৃতাষ্টক ইত্যেষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ। হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাদাহনিবারণঃ॥

গুড়ূচী, ইন্দ্রযব, নিম্বত্বক্‌, পটোলপত্র, কটকী, শুণ্ঠ, রক্তচন্দন, মুথা এই সকল দ্রব্যের কাথ অর্দ্ধতোলক পরিমাণ পিপ্পলীচূর্ণ সহযোগে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মজন্য জ্বর, বমনেচ্ছা, অরুচি, বমি, পিপাসা ও গাত্রদাহ দূর হয়।

এলাপটোলাদিঃ।

এলা-পটোল—ত্রিফলা—যষ্ট্যাহ্বানাং বৃষস্য চ। ক্বাথো মধুযুতঃ পীতো হন্তি পিত্তকফজ্বরং॥

এলাইচি, পলতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, বাসক এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বর দূর হয়।

পটোলযবাদিঃ।

পটোলযবধন্যাকং মুদ্গামলকচন্দনং। পৈত্তিকে শ্লেষ্মপিত্তোত্থে জ্বরে তৃট্‌ছর্দ্দিদাহনুৎ॥

পল্‌তা, যব, ধনে, মুগ আমলকী ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, তৃষ্ণা, দাহ ও বমি দূর হয়

ভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গী বচা পর্পটক ধান্যহিঙ্গু ভয়া ঘনৈঃ। কাশ্মর্য্য নাগরৈঃ কাথঃ সক্ষৌদ্রঃ শ্লেষ্মপিত্তজে॥

বামনহাটী, বচ, ক্ষেতপাপড়া, ধনিয়া, হিঙ্গু-হরীতকী, মুথা, গাম্ভারী, শুণ্ঠি, এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে পিত্তকফজন্য জ্বর দূর হয়।

নাগরাদি কাথ।

নাগরোশীরবিল্বাব্দ ধান্যমোচরসাম্বুভিঃ। কৃত কাথো ভবেদ্‌গ্রাহী পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ॥

শুণ্ঠী, বেণামূল, বিল্বত্বক্, মুথা, ধনে, মোচরস, বাল' এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজন্য জ্বর বিনাশ পায়। ইহা ধারক

অথ বাতশ্লৈষ্মিকজ্বরে।

পঞ্চকোলঃ।

পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-চব্য-চিত্রক-নাগরং। দীপনীয়ং স্মৃতো বর্গঃ কফানিলগদাপহঃ ॥

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, রক্তচিতার মূল, শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং কফ ও বায়ুরোগ বিনাশ পায়।

ক্ষুদ্রাদিঃ।

ক্ষুদ্রামৃতানাগরপুষ্করাহ্বয়ৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ কফমারুতোদ্রেকে। সশ্বাসকাসারুচিপার্শ্বরুককরে জ্বরে ত্রিদোষপ্রভবে চ জ্বরে ॥

কণ্টকারী, গুড়ূচী, শুণ্ঠি, কুড় এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত জ্বর, শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্বব্যথা সমন্বিত ত্রিদোষজন্য জ্বর ধ্বংস হয়।

মুস্তাত্রয়ং।

মুস্তানাগরভূনিম্বং ত্রয়মেতৎ ত্রিকার্ষিকং কফবাতপ্রশমনং পাচনং জ্বরনাশনং ॥

মুথা, শুণ্ঠি, চিরতা এই তিন-দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কফ, বাত ও আম বিনষ্ট হয়, দোষের পরিপাক হয় এবং জ্বর বিনাশ পায়।

দশমূলীকষায়ঃ।

দশমূলীরসঃ পেয়ঃ কণাযুক্তঃ কফানিলে। অবিপাকেঽতিনিদ্রায়াং পার্শ্বরুক্‌শ্বাসকাসকে ॥

দশমূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া অর্দ্ধতোলা পিপ্পলীচূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজন্য জ্বর, অতিনিদ্রা, পার্শ্বব্যথা, শ্বাস ও কাস বিনাশ পায় এবং দোষের পরিপাক হয়।

আরগ্বধাদিঃ।

আরগ্বধগ্রন্থিকমুস্তিতিক্তাহরীতকীভিঃ কথিতঃ কষায়ঃ। সামে সশূলে কফবাতযুক্তে জ্বরে হিতো দীপন পাচনশ্চ ॥

সোণালুফল, পিপ্পলীমূল, মুথা, কটকী, হরীতকী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শূলবৎ বেদনাসমন্বিত বাতশ্লেষ্মজন্য জ্বর বিনাশ পায় ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

দার্ব্ব্যাদিপাচনম্।

দারুপর্প টভার্গ্যব্দ বচা ধান্যককট্‌ফলৈঃ। সাভয়া বিশ্বপূতিকৈঃ ক্বাথো হিঙ্গু মধুৎকটঃ। কফবাতজ্বরে পীতো হিক্কাশোষাদিকাসাংশ্চ ॥

দেবদারু, ক্ষেৎপাপড়া, বামনহাটী, মুথা, বচ, ধনিয়া, কট্‌ফল, হরীতকী শুণ্ঠি, নাটাকরঞ্জ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া হিং ও মধু সহযোগে পান করিলে বাতশ্লেষ্মজন্য জ্বর, হিক্কা, শোষ ও কাস প্রভৃতি বিনাশ পায়।

পিপ্পলীক্বাথঃ।

পিপ্পলীভিঃ শৃতং তোয়মনভিষ্যন্দি দীপনং। বাতশ্লেষ্মবিকারঘ্নং প্লীহজ্বরবিনাশনং ॥

পিপ্পলীর ক্বাথ সেবন করিলে দেহস্থ ক্লেদ

রাশি, বাতশ্লেষ্মজ্বর ও প্লীহজ্বর বিনাশ পায় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মুস্তাদ্যপাচনং।

মুস্তং পর্পটকঃ শুণ্ঠি গুড়ূচী সদুরালভা। কফবাতারুচিচ্ছর্দ্দিদাহশোষজ্বরাপহঃ॥

মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, শুঁঠ, গুড়ূচী, দুরালভা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্ম, অরুচি, বমন, জ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

ত্রিফলাদ্যকষায়ঃ।

ত্রিফলাং ত্রায়মাণাঞ্চ মৃদ্বীকাং কটুরোহিণীং। পিত্তশ্লেষ্মহরস্ত্বেষঃ কষায়ো হ্যনুলোমিকঃ॥

ত্রিফলা, বললতা, কিস্‌মিস্‌, কট্‌কী এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিত্ত শ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায় এবং দোষের অনুলোমন হয়।

প্রকারান্তরে মুস্তাদ্যপাচনং

মুস্তা গুড়ূচী সহ নাগরেণ বাসাজলং পর্পটকঞ্চ পথ্যা। ক্ষুদ্রা চ দুস্পর্শযুতঃ কষায়ঃপানো হিতো বাতকফজ্বরস্য॥

মুথা, গুড়ূচী, শুঁঠ, বাসক, বালা ক্ষেৎপাপড়া, হরীতকী, কণ্টকারী, দুরালভা এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায়।

অথ সান্নিপাতিকজ্বরে।

দশমূলং।

বিল্বশ্যোণাকগাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা। দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ। শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরং। বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকং। উভয়ং দশমূলস্তু সন্নিপাতজ্বরাপহং। শ্বাসে কাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে। পিপ্‌পলীচূর্ণসংযুক্তং কণ্ঠহৃদ্‌গ্রহনাশনং॥

বিল্ব, শোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, এই পাঁচটী মহৎ পঞ্চমূল বলিয়া অভিহিত। শালপানী, চাকুলিয়া, ব্যাকুড় কণ্টকারী, গোক্ষুর এই পাঁচটীকে স্বল্প পঞ্চমূল বলা যায়। মহৎ পঞ্চমূল দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি পায় এবং বায়ু ও কফ বিনষ্ট হয়। স্বল্প পঞ্চমূল বাতপিত্ত দূর ও শুক্র বৃদ্ধি করে। মহৎ পঞ্চমূল ও স্বল্প পঞ্চমূল একত্র হইলেই দশমূল বলা যায়। দশমূল দ্বারা সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশ পায় এবং শ্বাস, কাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল এই সকল রোগেও প্রযোজ্য। পিপ্পলীচূর্ণের সহিত দশমূলের ক্বাথ সেবন করিলে কণ্ঠ ও হৃদয়ব্যথা দূর হয়।

পঞ্চমুষ্টিঃ।

যবকোলকুলত্থানাং মুদ্গামলকশুণ্ঠয়োঃ একৈকমুষ্টিমাহৃত্য পচেদষ্টগুণে জলে। পঞ্চমুষ্টিক ইত্যেষ বাতপিত্ত কফাপহঃ॥

যব, কুল, কুলত্থকলায়, মুগ, শুষ্ক আমলকী এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকের এক এক মুষ্টি গ্রহণ করিয়া তাহার অষ্টগুণ জলে পাক করিবে। যেরূপে যূষ করিতে হয়, সেই নিয়মে পাক করিতে হয়। ইহা সেবন করিলে বাত, পিত্ত, কফ এই সমস্ত বিনাশ পায়।

শট্যাদিক্বাথঃ।

শঠী পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী দুরালভা। গুড়ূচী নাগরং পাঠা কিরাতং কটুরোহিণী। এষ শট্যাদিকঃ ক্বাথঃ

সন্নিপাতজ্বরাপহঃ। কাসহৃদ্‌গ্রহপার্শ্বার্ত্তি শ্বাসে তন্দ্র্যাঞ্চ শস্যতে॥

শঠী, পুষ্করমূল, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা গুড়ূচী, শুণ্ঠী, আকন্দীলতা, চিরতা, কটকী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্বাস, কাস, তন্দ্রা, হৃদয়বেদনা ও পার্শ্বব্যথা বিদূরিত হয়।

চতুর্দ্দশাঙ্গঃ।

চিরজ্বরে বাতকফোল্বণে বা ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ। কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্যঃ শুদ্ধ্যর্থিনে বা ত্রিবৃতাবিমিশ্রঃ॥

দশমূল, চিরতা, শুণ্ঠী, মুথা, গুড়ূচী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন দ্বারা বাতকফোল্বণ বহুকালীন জ্বর ও ত্রিদোষ জ্বর আরোগ্য হয়। যদি রোগীর উদরে মল বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে দুই আনা বা চারি আনা তেউড়ীচূর্ণ সহযোগে ইহা সেবন করিবে।

বৃহত্যাদিক্বাথঃ।

বৃহত্যৌ পুষ্করং ভার্গী শঠী শৃঙ্গী দুরালভা। বৎসকস্য চ বীজানি পটোলং কটুরোহিণী। এষ বৃহত্যাদিঃ ক্বাথঃ সন্নিপাতজ্বরান্তকৃৎ। কাসাদিষু চ সর্ব্বেষু দেয়ঃ সোপদ্রবেষু চ॥

ব্যাকুড, কণ্টকারী, পুষ্করমূল, বামনহাটী, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পলতা, কটকী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কাস প্রভৃতি উপদ্রব সহ সান্নিপাতিক জ্বর দূর হয়।

পঞ্চমূলীকিরাতাদিঃ।

পঞ্চমূলী কিরাতাদির্গণো যোজ্যস্ত্রিদোষজে। পিত্তোৎকটে চ মধুনা কণয়া চ কফোৎকটে॥

স্বল্পপঞ্চমূল, চিরতা, শুঁঠ, মুথা, গুড়ূচী এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তোল্বণ সান্নিপাতিক জ্বর বিদূরিত হয় এবং পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কফোল্বণ সান্নিপাতিকজ্বর বিনাশ পায়।

অষ্টাদশাঙ্গক্বাথঃ।

ভূনিম্বদারুদশমূলমহৌষধাব্দতিক্তেন্দ্রবীজধনীকেভকণাকষায়ঃ। তন্দ্রীপ্রলাপকসনারুচি দাহমোহশ্বাসাদিযুক্তমখিলং জ্বরমাশু হন্তি॥

চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুণ্ঠী, মুথা, কটকী, ইন্দ্রযব, ধনিয়া, গজপিপ্পলী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর, তন্দ্রা; প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ এবং শ্বাসাদিসমন্বিত যাবতীয় জ্বর দূর হয়।

বিল্বাদিক্বাথঃ।

বিল্বং ভার্গীং যমানিকাং রাস্নাং পুষ্করমূলঞ্চ। পিপ্‌পলীং দশমূলঞ্চ নাগরঞ্চাপ্‌সু সাধয়েৎ। সন্নিপাতজ্বরে দেয়ং হৃৎপার্শ্বানাহশূলিনাং। শ্বাসকাসাগ্নিমান্দ্যঞ্চ তন্দ্রীঞ্চ বিনিবর্ত্তয়েৎ॥

বিল্বমূল, বামনহাটি, যমানী, রাস্না, পুষ্করমূল, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, দশমূল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বর ও তৎসম্বন্ধীয় হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল, উদরবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব বিনাশ পায়।

অষ্টাদশাঙ্গ।

দশমূলী শটী শৃঙ্গী পৌষ্করং সদুরালভং। ভার্গী কুটজবীজঞ্চ পটোলং কটরোহিণী। অষ্টাদশাঙ্গ-ইত্যেষঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ। কাসহৃদ্‌গ্রহ পার্শ্বার্ত্তিকাসহিক্কাবমিহরঃ॥

দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা,

বামনহাটী, ইন্দ্রযব, পলতা, কটকী এই সকল বস্তুর কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বায়ু ও শ্লেষ্মপ্রধান সান্নিপাতিক জ্বর, হৃদয়ব্যথা, পার্শ্ব-ব্যথা, হিক্কা, কাস, বমি বিনাশ পায়।

সুবহাদিঃ।

সুবহা শুণ্ঠ্যমৃতা শৃতা জলে সপূরাঃ। শময়ন্তি সেবিতাঃ সততং সন্ধিগতং সদাগতিং॥

রাস্না, শুঁঠ, গুড়ূচী এই তিন দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সন্ধিগত বাতবেদনা বিনাশ পাইয়া থাকে।

মুস্তাদ্যম্।

মুস্তৈরণ্ডপ্রাণদাবাণদারুচ্ছিন্নারাস্না-ভরুকপূর্বং তিক্তা। বাসা বিশ্বা পঞ্চ-মূলাশ্বগন্ধা হন্যান্মন্যাস্তম্ভ-সন্ধিপ্রহার্ত্তীঃ॥

মুথা, এরণ্ডমূল, হরীতকী, নীলঝিণ্টী, দেবদারু, গুড়ূচী, রাস্না, শতমূলী, শঠী, কটকী, বাসক, শুঁঠ, স্বল্পপঞ্চমূল, অশ্বগন্ধা এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে মন্যাস্তম্ভ ও সন্ধিগ্রহ বিনাশ পায়।

অথ অভিন্যাসজ্বরে।

ত্রিবৃদাদ্যপাচনং।

ত্রিবৃদ্বিশালা ত্রিফলা কটুকারগ্বধৈ কৃতঃ। সক্ষারো ভেদনঃ কাথঃ পেয়ঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ॥

তেউড়ী রাখালশসা, ত্রিফলা, কটকী, শোণালু এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া দুই আনা বা চারি আনা পরিমাণে সোরা সহযোগে সেবন করিলে মলনির্গম পরিস্কার হইয়া যাবতীয় জ্বর দূর হয়।

মাতুলুঙ্গাদিঃ।

মাতুলুঙ্গাশ্মভিদ্বিল্ব ব্যাঘ্রী পাঠো-রুবুকজঃ। কাথো লবণমূত্রাঢ্যোঽভিন্যাসা-নাহশূলমুৎ॥

মাতুলুঙ্গলেবু, পাষাণভেদী, বিল্ব, কণ্টকারী, আকনাদি, ভেরেণ্ডামূল এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সৈন্ধব ও চোনা সহযোগে সেবন করিলে অভিন্যাসজ্বর ও আনাহ শূল বিনাশ পায়।

কারব্যাদিঃ।

কাবরীপুষ্করৈরণ্ডত্রায়ন্তী নাগরা-মৃতাঃ। দশমূলী শঠী শৃঙ্গী যাসভার্গী-পুনর্নবাঃ। তুল্যামূত্রেণ নিষ্কাথ্য পীতাঃ স্রোতোবিশোধনাঃ। অভিন্যাসজ্বরং ঘোর-মাশুঘ্নন্তি সমুদ্ধতং॥

মৌরী, পুষ্করমূল, এরণ্ডমূল, বলালতা, শুণ্ঠী, গুড়ূচী, দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামনহাটী, পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট দুইতোলা লইয়া বত্রিশতোলা গোমূত্রে সিদ্ধ করিবে। আটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথ সেবন করিলে স্রোতঃসমূহ পরিষ্কার হয় এবং ঘোরতর অভিন্যাসজ্বর সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

ব্যোষাদ্যম্।

ব্যোষাব্দত্রিফলা তিক্তা পটোলারিষ্ট-বাসকৈঃ। সভূনিম্বামৃতায়াসৈস্ত্রিদোষ জ্বরনুজ্জলম্॥

ত্রিকটু, মুথা, ত্রিফলা, কটকী পটোলপত্র, নিম্বত্বক্‌, বাসক, চিরতা, গুড়ূচী, দুরালভা এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে ত্রিদোষজনিত জ্বর বিদূরিত হয়।

সরলকাঠ, কুড়, অনন্তমূল, কুশমূল, কট্‌কী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে পরে বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া আটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধতোলা মধু সহযোগে সেবন করিলে ঐকাহিকজ্বর, দ্ব্যাহিক জ্বর, কামজ্বর, ধাতুস্থজ্বর, বিষমজ্বর, সন্ততজ্বর, সততজ্বর প্রভৃতি বিনাশ পাইয়া থাকে।

একতোলা পটোলের পাতা ও একতোলা যবের তণ্ডুল একত্র করিয়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিবে। একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। চল্লিশরতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

দুইতোলা ক্ষেতপাপড়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিয়া একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে চারি রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তজ্বর দূরীভূত হয়।

ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, বালা ও শুণ্ঠী এই সকল বস্তু প্রত্যেকে চল্লিশরতি প্রমাণ লইয়া একত্র করত চারিপল জলে সিদ্ধ করিবে। একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পৈত্তিকজ্বর বিনাশ পায়।

দুইতোলা ধনিয়ার চাউল চারিপল জলে সিদ্ধ করিয়া একপল শেষ থাকিতে নামাইবে। রাত্রিকালে সিদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে প্রভাতে চল্লিশরতি শর্করা মিশ্রিত করত সেবন করিলে পিত্তজ্বর ও তজ্জনিত অন্তর্দ্দাহ দূরীভূত হয়।

মুথা রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কট্‌কী, বেণার শিকড়, পটোলের পাতা, বালা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২৩ রতি প্রমাণ গ্রহণ করত একত্র করিয়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিবে। একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহা শীতল হইলে চল্লিশরতি চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা পিত্তজ্বর বিনাশ পায়।

ডালিমের ছাল, লোধ্রকাঠ ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে চল্লিশরতি এবং চল্লিশরতি পিপ্পলীচূর্ণ গ্রহণ করত একত্র করিয়া মধুসহ লেহন করিবে অর্থাৎ চাটিবে। ইহা দ্বারা পৈত্তিকজ্বরে উপকার দর্শে এবং হিক্কা ও প্লীহা প্রশমিত হয়।

মুথা, কট্‌কী, কিস্‌মিস্ ক্ষেতপাপড়া ও সিদ্ধি এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত মোট দুই তোলা করিবে। পরে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। জ্বর আসিবার অগ্রে অর্দ্ধছটাক প্রমাণে প্রতি ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে জ্বর প্রশমিত হয়।

দুইতোলা যষ্টিমধু ও দুইতোলা মুঁদিফুল একত্র করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধেক শুষ্ক হইলে উত্তোলন করত কিঞ্চিৎ শর্করা মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধটাক পরিমাণে প্রতিদিন তিনঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে জ্বর দূরীভূত হয়।

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, তাম্র একভাগ, হরিতাল একভাগ, বিষ একভাগ, ত্রিফলা একভাগ, ত্রিকটু একভাগ এবং এই সমস্ত দ্রব্য একত্র হইলে যত হয়, তত পরিমাণে জয়পালবীজ, সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দুই দিন অনবরত ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিবে অনন্তর ইহার একরতি প্রমাণ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া দেহ বিশুদ্ধ হয়। বিরেচনান্তে ঘৃত মিশ্রিত মৎস্য-মাংসাদি সেবন করিতে পারে। সান্নিপাতিক জ্বরেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, দুরালভা, মরিচ, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কৃষ্ণজীরক, কটফল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করত মধুর সহিত লেহন করিলে সান্নিপাতিকজ্বর, হিক্কা, শ্বাস ও কণ্ঠরোধ প্রভৃতি বিনাশ পায়।

তিলতৈল সহযোগে দগ্ধ লশুন প্রতিদিন সেবন করিলে বাতব্যাধি ও বিষমজ্বর বিনাশ পায়।

শুঁঠ হরীতকী, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, দুরালভা, রক্তচন্দন, ইন্দ্রযব, কটকী বালা, ধনিয়া সোদাল আটা, আকনাদি ও মুথা এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করত মোট দুইতোলা করিবে। বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া আটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। অর্দ্ধতোলা মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, শ্বাস কাস বিনাশ পায়।

নিম্বের কচিপাতা অথবা কুলের কচিপাতা বাটিয়া কাঁজির সহিত মন্থন করত সেই ফেণা গাত্রে মর্দ্দন করিলে জ্বররোগীর দাহ নিবারণ হয়।

সজিনার বীজ, সৈন্ধব, কুড় ও শ্বেতসরিষা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ করত ছাগী দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে সান্নিপাতিক জ্বরে ইহার নস্য গ্রহণ করিলে তন্দ্রা বিনাশ পায়।

কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুটের ডিমের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ দ্বারা অঞ্জন দিলে, নস্য গ্রহণ করিলে অথবা তাহা পান করিলে সান্নিপাতিকজ্বর দূরীভূত হয়।

যে জ্বর দিবাভাগে থাকে না, কিন্তু রাত্রি-কালে হয়, সেই জ্বর বিনাশার্থ কর্ণে কাকমাচীর শিকড় বন্ধন করিবে।

ত্রিফলা, পটোলপত্র, বাসকের শিকড়, গুলঞ্চ, কটকী ও বচ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে আঠার রতি পরিমাণে লইয়া একত্র করত চল্লিশপল জলে সিদ্ধ করিবে। একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া আটমাষা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কফজ্বর বিনাশ পায়।

শুঁঠ, মরিচ, যমানী, দূর্ব্বামূল, কটকী, বচ, চিতামূল, শ্বেতসর্ষপ ও বামনহাটীর শিকড় এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে উনিশ রতি পরিমাণে লইয়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিবে। একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া আটমাষা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কফজ্বর বিনাশ পায়।

বৃহতী দেবদারু, পিপ্পলী, নিম্বছাল, কুড়, গন্ধশঠী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও চিতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক আঠার রতি পরিমাণে গ্রহণ করত চারি পল জলে সিদ্ধ করিয়া একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। বিংশতি রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কফজ্বর বিনাশ পায়।

কাকড়াশৃঙ্গী, পিপ্পলী, কটফল ও কুড় এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত চূর্ণ করিয়া চারি, মাষা মধুর সহিত সেবন করিলে কফজ্বর দূরীভূত হয়।

দুইতোলা পিপ্পলী চারিপল জলে সিদ্ধ করিয়া একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। বিশ রতি মধু অথবা চারিমাষা পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উহা সেবন করিলে কফজ্বর দূরীভূত হয়।

বাসকের পাতা ও ফুল পেষণ করত দুইতোলা রস প্রস্তুত করিবে, কিন্তু জল দিয়া পেষণ করিবে না। চল্লিশরতি মধুর সহিত ঐ রস সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায়।

গুলঞ্চ, বামনহাটী, চিরতা, কটকী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, মুথা, শুঁঠ ও পটোলপাতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে চল্লিশরতি পরিমাণে লইয়া চারিপল জলে সিদ্ধ করতঃ একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। চল্লিশরতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, পিপাসা, দাহ, অরুচি, বেদনা ছর্দ্দি প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

একতোলা ধনিয়ার চাউল ও একতোলা পটোলপাতা একত্রে চারিপল জলে সিদ্ধ করিয়া একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। প্রভাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায়।

ইন্দ্রযব, মুথা, পটোলপাতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, নিম্ব-ছাল, কটকী ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে কুড়ি রতি লইয়া একত্র করত চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া এক রতি মধু ও চল্লিশ রতি পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর ও তজ্জনিত তৃষ্ণা, অরুচি প্রভৃতি বিনাশ পাইয়া থাকে।

শুঁঠ, রক্তচন্দন, বালা, ধনিয়া, সালুকফল, কটকী, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, দুরালভা, ইন্দ্রযব, আকনাদি ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে তের রতি পরিমাণে লইয়া চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া এক রতি মধু ও চল্লিশরতি পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায়।

কম্পজ্বর চিকিৎসা,—যে গৃহে কম্পজ্বরী রোগী থাকে, সেই গৃহের মধ্যে মার্জ্জারের বিষ্ঠার ধূপ প্রদান করিলে কম্প দূরীভূত হয়।

বেণার মূল, ধনিয়া, শুণ্ঠ, রক্তচন্দন, গুলঞ্চের ডাটা, এই কয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই-তোলা করিবে। পরে উহা শিলাতে কুটিয়া অর্দ্ধ-সের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল করত মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কম্পজ্বর দূর হয়।

হাপরমালি নামক বৃক্ষের পাতার রস করিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে ঐকাহিক জ্বর বিনাশ পায়।

বাসকের শিকড়ের রস, আদা, শুণ্ঠি, পিপ্পলী, মধু ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত মোট ছয় তোলা করিবে। ইহা প্রত্যহ সেবন করিলে তিন দিনের মধ্যে ঐকাহিক জ্বর প্রশমিত হয়।

কাকড়াশৃঙ্গী, পিপ্পলী ও আতাইস চূর্ণ করত মধু সহযোগে মর্দ্দন পূর্ব্বক তিনবার বা চারিবার জিহ্বাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া লেহন করিলে জ্বর ও তৎসহ কাস ও বমি বিনাশ পায়।

যষ্টিমধু, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, মৌলফল, রক্তচন্দন নীলোৎপল, গাম্ভারীফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ্রছাল, ত্রিফলা, পদ্মবীজ, নাগেশ্বর, বেণামূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একমাষা পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে তণ্ডুলোদক চারি মাষার সহিত উহা উষ্ণ করিয়া সেবন করত সেবনান্তে মধু, খৈ ও চিনি ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা বাতপিত্ত জ্বর ও তৎসহ পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি, ভ্রমি প্রভৃতি বিনাশ পায়।

শুঁঠ গুলঞ্চ, চিরতা, মুথা, শালপাণী, চাকুলিয়া, কণ্টকারী, গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে আটাইশ রতি পরিমাণে লইয়া চারিপল জলে সিদ্ধ করত এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ৪০ রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বাতপৈত্তিক জ্বর ও তৎসহ তৃষ্ণা দাহ অরুচি প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক জ্বরে,—সান্নিপাতিক জ্বরে উপবাস, বালুকাস্বেদ, নস্য নিষ্ঠিবন, অবলেহ ও অঞ্জন এই ছয় প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ইহার কারণ এই যে, এই রোগে শ্লেষ্মা প্রধান, সুতরাং অগ্রে কফ বিনাশ করিয়া পরে পিত্ত ও বাতিকের চিকিৎসা করা বিধেয়। টাবানেবুর রস, আদার রস, বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য উষ্ণ জলে পেষণ করিয়া নস্য দিতে হয়, তাহা হইলেই শিরস্থিত জল বহির্গত হইয়া শরীর লঘু ও বেদনাশূন্য হয়।

শুঁঠ, পিপ্পলী মরিচ, কটফল, কুড়, দুরালভা, কাকড়াশৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরক এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করত মধু বা আদার রস যোগে লেহন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর এবং তৎসহ শ্বাস, কাস, হিক্কা, উদ্গার প্রভৃতি বিনাশ পায় আর শরীর উষ্ণ হয়।

বচ, মরিচ, মনঃশিলা, শিরীষবীজ, লশুন, সৈন্ধব, পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক অঞ্জন দিলে সান্নিপাতিক জ্বর প্রশমিত হয়।

প্লীহাশ্রিত জীর্ণ জ্বরে—চিতামূল, সৈন্ধব, ত্রিকটু, হিঙ্গ, জীরা, মুসব্বর, যবক্ষার, বনযমানী, চিরতা, বিটলবণ, কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া জম্বীরের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক জম্বীরের রস অনুপানে দুই মাষা ভক্ষণ করিলে প্লীহাশ্রিত জীর্ণজ্বর বিদূরিত হয়।

মূল সহিত আলকুশির গাছ চারি সের লইয়া ষোলসের কাঁজি সহিত পাক করিবে। যখন চারি সের মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন ছাঁকিয়া সেই জলের সহিত শুঁঠ, যবক্ষার, হিঙ্গ, সৈন্ধব, বিটলবণ, করকচ লবণ, সচল লবণ, সাম্ভার লবণ, সমুদ্রফেনা, মরিচ, যমানী, জীরা, কালজীরা, সোহাগা, চিতামূল, চই, অপাঙ্গক্ষার, তালসাড়ার ক্ষার, বিড়ঙ্গ, পিপুল, এলাইচ, গুড়ত্বক, তেজপাতা এই সকলের প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা মিশ্রিত করিয়া এবং ষোল তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া ষোল মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। আলকুশির রস ইহার অনুপান। ইহা দ্বারা প্লীহাজ্বর গুল্ম প্রভৃতি বিনাশ পায়।

অভিঘাত এবং অভিচার জনিত জ্বরে স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি ও সদ্গন্ধ দ্রব্য দিবে, স্নান করাইবে না।

ক্রোধজনিত জ্বরে রোগীকে মধুর বাক্য বলিবে, কঠোরবচন প্রয়োগ করিবে না, রোগীর ক্রোধ পরিত্যাগ করা উচিত আর শোকজ জ্বরে ও ভয়জ জ্বরে যাহাতে রোগীর মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তাহাই করিতে হয়।

সন্ততজ্বরে,—ইন্দ্রযব পটলপত্র, কটকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৫৭ রতি পরিমাণে লইয়া চারিপল জলে পাক করিবে এক পল অবশিষ্ট

থাকিতে নামাইয়া চল্লিশ রতি মধু ও পিপ্পলীচূর্ণ মিশাইয়া সেবন করাইলে সন্তত জ্বর বিদূরিত হয়।

পটলপত্র, অনন্তমূল, মুথা কটকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ছাব্বিশ রতি পরিমাণে লইয়া চারি পল জলে পাক করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু ও চল্লিশ রতি পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সন্তত জ্বর, বিদূরিত হয়।

গুগ্‌গুল, নিমছাল, বচ, কুড়, হরীতকী, সরিষা, যব এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রোগীর শরীরে ধূম দিলে সন্তত জ্বর পলায়ন করে।

আগন্তুক জ্বরে,—বাত পিত্ত কফ হঠাৎ কুপিত হইয়া ঘোরতর জ্বর উৎপাদন করিলে তাহাকে দ্ব্যাহিক আগন্তুক জ্বর কহে। চিরতা, জীরা, চিনি এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে চারিমাষা পরিমাণে লইয়া জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক মধুর সহিত সেবন করিলে উক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

জীর্ণ দ্ব্যাহিক জ্বরে,—কফ-পিত্তযুক্ত বা কফ-কাস জ্বর হইলে উদরে যে প্লীহা পাণ্ডু ও শোথ হয়, তাহাকে জীর্ণ দ্ব্যাহিক জ্বর বলে। কৃষ্ণজীরা, কুড়, পাবমূল, তেউড়ীমূল শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, দশমূল, গন্ধশঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামনহাটীর মূল, শ্বেতপুনর্নবা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একমাষা পরিমাণে লইয়া এক সের গোমূত্রে সিদ্ধ করিবে। এক ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে উক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

ত্র্যাহিক আগন্তুক জ্বরে,—জ্বরাবস্থায় শোথ, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, অরুচি ও বলের হ্রাস হইলে তাহাকে ত্র্যাহিক আগন্তুক জ্বর কহে। দশমূল প্রত্যেকে দুই মাষা পরিমাণে লইয়া এক সের গোমূত্রে সিদ্ধ করিবে। এক ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চারি মাষা আদার রস ও চারি মাষা সজিনার রস প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে উক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

চাতুর্থক আগন্তুক জ্বরে,—এই জ্বরে জ্বরাতীসার, অরুচি, শোথ, ভ্রম, প্লীহা ও মন্দাগ্নি হয়। শোধিত, পারদ, শোধিত গন্ধক, চিরতা, ত্রিকটু, জীরা, ত্রিফলা, ত্রিজাত, ত্রিমদ, অভ্রভস্ম, লৌহভস্ম এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া পর্পটীর রসে মর্দ্দন করত এক মাষা পরিমাণ বটি করিবে। শ্বেত কুলিরাখাড়ার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে চাতুর্থক আগন্তুক জ্বর ও তৎসহ তন্দ্রা, অরুচি ইত্যাদি বিদূরিত হয়।

বিষম জ্বরে,—মুথা, আমলকী গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে বত্রিশ রতি পরিমাণে লইয়া চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চল্লিশ রতি পিপুলচূর্ণ ও কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বিষম জ্বর দূরীভূত হয়।

দুই তোলা ক্ষেতপাপড়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিয়া একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চল্লিশ রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া সূর্য্যোদয়ের অগ্রে বাসক পাতার রস দুই তোলার সহিত সেবন করিলে বিষম জ্বর পলায়িত হয়।

অল্পভঞ্জন কৃষ্ণজীরক চূর্ণ ও পুরাতন গুড় একত্র লড্ডুক করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে বিষম জ্বর দূরীভূত হয়, আর ঐ লাড্ডুতে শ্বেত জীরা ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ঐকাহিক জ্বর বিদূরিত হইয়া থাকে।

গুলঞ্চ ও সেফালিকা পাতার রস প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে লইয়া চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দুই তোলা মধুর সহিত সেবন করিলে বিষম জ্বর বিনাশ পায়।

অথ জ্বরে পথ্যবিধিঃ।

নবজ্বরে পথ্যবিধানং।

বমনং লঙ্ঘনং কালো যবাগূঃ স্বেদনামি চ। কটুতিক্তৌ রসৌ চেতি পাচনঃ তরুণজ্বরে॥

× বমন, লঙ্ঘন, যবাগূ, স্বেদ কটু ও তিক্ত দ্রব্য এই সকল নবজ্বরে আমপাচক বলিয়া কথিত।

সন্নিপাতে ত্বিদং সর্ব্বং প্রাক্ চৈবামকফাপহং। অবলেহোঽঞ্জনং নস্যং গণ্ডূষশ্চায়সঃ ক্রিয়া॥ পাদয়োর্হস্তয়োর্মূলে

কণ্ঠকূপে চ শঙ্খয়োঃ। স্বেদেষু চ কুলত্থানাং কণানাং চূর্ণঘর্ষণং ॥

প্রথমে যে বমনাদির বিষয় কথিত হইল, সান্নিপাতিক জ্বরে সর্ব্ব প্রথমে ঐ সমস্ত প্রয়োগ করিবে এবং আমনাশক ও শ্লেষ্ম বিনাশক ব্যবস্থা বিধান করাই উচিত। এতদ্ব্যতীত সান্নিপাতিক জ্বরে অবলেহ অঞ্জন, নস্য ও গণ্ডূষ ধারণও বিশেষ রূপ ফলদায়ী। ইহা ভিন্ন মণিবন্ধ, পাদমূল, কণ্ঠকূপ শঙ্খদেশ এই সমস্ত স্থল উত্তপ্ত লৌহময় শলাকা দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। যদি ঐ জ্বরে স্বেদোদ্গম হয়, তাহা হইলে পিপ্পল ও কুলত্থ কলায় চূর্ণীকৃত করত সেই চূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিয়া দিবে।

পুরাতনজ্বরে পথ্যবিধানং।

বিরেচনং ছর্দ্দনমঞ্জনঞ্চ নস্যঞ্চ ধূমোঽপ্যনুবাসনঞ্চ। শিরাব্যধঃ সংশমনং প্রদেহোঽভ্যঙ্গোঽবগাহঃ শিশিরোপচারঃ। এণঃ কুলিঙ্গো হরিণো ময়ূরো লাবং শশস্তিত্তিরিকুক্কুটৌ চ। ক্রৌঞ্চঃ কুরঙ্গঃ পৃষতশ্চকোরঃ কপিঞ্জলো বর্ত্তককালপুচ্ছৌ। গবামজ্যয়াশ্চ পয়োঃ ঘৃতঞ্চ হরীতকী পর্ব্বতনির্ঝরাম্বুঃ। এরণ্ডতৈলং সিতচন্দনঞ্চ দ্রব্যাণি সর্ব্বাণি পুরেরিতানি। জ্যোৎস্নাপ্রিয়ালিঙ্গনমপ্যয়ং স্যাদ্গণঃ পুরাণজ্বরিণাং হিতায় ॥

বিরেচন, বমি, অঞ্জন, নস্য, ধূম, অনুবাসন, শিরা বিদ্ধ করিয়া শোণিতমোক্ষণ, সংশমন, প্রলেপ, তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন, শৈত্যক্রিয়া এণমাংস, ময়ূরমাংস, লাবমাংস, শশকমাংস, তিত্তিরিমাংস, কুক্কুটমাংস, বকমাংস, কুরঙ্গমাংস, পৃষতমাংস কুলিঙ্গমাংস, চকোরমাংস চাতকমাংস, বর্ত্তকমাংস, কালপুচ্ছকমাংস, গব্য দুগ্ধ, গব্য ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, হরীতকী ঝরণার জল, এরণ্ডতৈল, শ্বেত চন্দন, চন্দ্ররশ্মি সেবন, বন্ধুবান্ধব সহ একত্র বাস এবং পূর্ব্বে যে সকল পথ্যের উল্লেখ হইয়াছে, এই সকল পুরাতন জ্বরে পথ্য বলিয়া নির্ণীত।

মধ্যজ্বরে পথ্যবিধানং।

পুরাতনাঃ যষ্টিকশালয়শ্চ বার্ত্তাকুযোভাঞ্জনকারবেল্লং। বেত্রাগ্রমাষাঢ়ফলং পটোলং কর্কোটকং মূলকপোতিকঞ্চ। মুদ্গৈর্মসূরৈশ্চণকৈঃ কুলত্থৈর্মুকুষ্টকৈর্ব্বা বিহিতশ্চ যূষঃ। পথ্যামৃতবাস্তুকতণ্ডুলীয় জীবন্তী শাকানি চ দর্ব্বিকানি। দ্রাক্ষা কপিত্থানি চ দাড়িমানি বৈকঙ্কতান্যেব পচেলিমানি। লঘূনি সাত্ম্যানি চ ভেষজানি পথ্যানি মধ্যজ্বরিণামমূনি ॥

পুরাতন ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, বেগুণ, সজিনা, করোল্লা, বেত্রের অগ্র, আষাঢ়ফল, পটোল, কাঁকরোল, কচি মূলা, মুগের যূষ, মসূরের যূষ, ছোলার যূষ, কুলত্থ কলায়ের যূষ বনমুগের যূষ, হরীতকী, গুড়ূচী, বেতো শাক, চাঁপা নটেশাক, স্বয়ং পক কিসমিস,

---

* রুক্ষসর্ব্বাস্বপথ্যানি যথাস্বঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ। তাহপথ্যৈর্ব্বিবর্দ্ধন্তে দোষদৈরিব বীরুধঃ। বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে। নতু পথ্যবিহীনস্য ভেষজানাং শতৈরপি। পথ্যানি যোজয়েন্নিত্যং যথা স্বং সর্ব্বরোগিষু।

যথাযোগ্য অপথ্য বিসর্জ্জন করা সকল রোগেই বিধেয়। বৃক্ষ যদ্রূপ গোময় প্রভৃতি দ্বারা সংবর্দ্ধিত হয়, রোগ সমূহও অপথ্য দ্বারা সেইরূপ বৃদ্ধি পায়। ঔষধ ব্যতীত পথ্য দ্বারাও রোগের শান্তি হইয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি উপযুক্ত পথ্য লঙ্ঘন করে শত শত ঔষধেও তাহার রোগ দূর হয় না। যে কোন রোগীই হউক না, প্রত্যহ যথোপযুক্ত পথ্য ব্যবহার করা উচিত।

× আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্ম্মনীষিণঃ। মধ্যং দ্বাদশরাত্রঞ্চ পুরাণমত উত্তরং ॥

জ্বরের উৎপত্তি দিন হইতে সাত দিন যাবৎ নবজ্বর, তৎপর অষ্টম হইতে দ্বাদশ দিন যাবৎ মধ্যমজ্বর এবং তৎপরে পুরাতনজ্বর বলিয়া অভিহিত হয়।

কদ্বেল, ডালিম, বঁইচ, লঘুদ্রব্য সাত্ম্যদ্রব্য, এই সমস্ত মধ্যজ্বরে পথ্য।

আগন্তুজ্বরে পথ্যবিধানং।

ওষধিগন্ধবিষজে বিষপিত্তপ্রসাধনং॥

যে সমস্ত ঔষধ দ্বারা পিত্ত ও বিষ বিনষ্ট হয়, বিষজনিত জ্বরে সেই সমস্ত প্রযোজ্য এবং ঔষধগন্ধজ জ্বরেও ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিবে।

অভিঘাতসমুত্থানে পানাভ্যঙ্গৌ চ সর্পিষঃ॥

অভিঘাতজ্বরে ঘৃতসেবন ও ঘৃতাভ্যঙ্গ ব্যবস্থেয়।

অভিচারাভিশাপোত্থে জপহোমাদিভেষজং॥

মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি জন্য ও অভিশাপ জন্য জ্বরে জপহোম প্রভৃতি দ্বারা আরোগ্য করিবে।

ক্ষতজে ব্রণজে চাপি ক্ষতব্রণচিকিৎসিতং॥

ব্রণজনিত জ্বর উপস্থিত হইলে ব্রণ রোগের চিকিৎসা করিবে এবং ক্ষতজনিত জ্বর উপস্থিত হইলে ক্ষতরোগবৎ চিকিৎসাই ব্যবস্থেয়।

উৎপাতগ্রহপীড়োত্থে ধ্যানস্বস্ত্যয়নাদয়ঃ॥

ভূমিকম্প প্রভৃতি উৎপাত জন্য জ্বর উপস্থিত হইলে এবং দৈবজ্বর ঘটিলে ঈশ্বরের ধ্যান ও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করিতে হয়।

বিষ্ণোর্নামসহস্রস্য পঠনং শ্রবণং শ্রুতেঃ। দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ গুরুনামাপি পূজনং। ব্রহ্মচর্য্যং তপো হোমঃ প্রদানং নিয়মো জপঃ। সাধূনাং দর্শনং সত্যং রত্নৌষধিবিধারণং। মঙ্গলাচরণঞ্চেতি বর্গঃ সর্ব্বান্ জ্বরান্ জয়েৎ॥

নারায়ণের সহস্র নাম অধ্যয়ন বা শ্রবণ, বেদ অধ্যয়ন বা শ্রবণ, দেবসেবা, গুরুশুশ্রূষা, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত, যজ্ঞ, দান, ব্রত, উপবাসাদির নিয়ম ধারণ, জপ, সাধুসহ মিলন, সত্যপরায়ণতা, রত্নৌষধিধারণ, মঙ্গলাচরণ এই সমস্ত দ্বারা সকল প্রকার জ্বর আরোগ্য হয়।

ভূতাভিসঙ্গজে ভূতবন্ধাবেশনতাড়নং॥

ভূত বিদূরীকরণ মন্ত্র দ্বারা সংযমন, মন্ত্র দ্বার আকর্ষণ পূর্ব্বক শিরোদেশে নিবেশন, এবং মন্ত্র প্রয়োগ কিম্বা সর্ষপাদি প্রয়োগ করিয়া অভিহনন এই সমস্ত দ্বারা ভূতাভিসঙ্গোত্থিত জ্বর উপশমিত করিবে।

কামশোকভয়োদ্ভূতে সর্ব্ববাতহরী ক্রিয়া॥

কাম জন্য জ্বরে, শোকজনিত জ্বরে ও ভয়ে জনিত জ্বরে বায়ুবিনাশক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

মনঃক্ষোভসমুৎপন্নে মনসঃ সান্ত্বনানি চ॥

মনঃক্ষোভ জন্য জ্বর উপস্থিত হইলে যাহাতে মনের প্রীতিবিধান হয়, সেইরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

আশ্বাসনং চৈব চেতো হর্ষদায়ীনি যানি চ। বিশেষতঃ পুনশ্চাত্র কামক্রোধসমুত্থিতে। ভয়শোকসমুদ্ভূতে কামক্রোধাবুভাবপি। ইত্যাগন্তুজ্বরে পূর্ব্বৈভিষগ্‌ভিঃ পথ্যমিষ্যতে॥

কাম ও রোষজনিত জ্বরে আশ্বাসবাক্য ও সুখকর বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। ভয় ও শোক জনিত জ্বরেও ঐরূপ আচরণ করিবে। পূর্ব্বতন চিকিৎসকগণ এইরূপেই আগন্তুক জ্বরের পথ্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অথ জ্বরে অপথ্যবিধিঃ।

স্নানং বিরেকং সুরতং কষায়ং ব্যায়ামমভ্যঞ্জনমহ্নি নিদ্রাং। দুগ্ধং ঘৃতং বৈদলমামিষঞ্চ তক্রং সুরাং স্বাদু গুরুদ্রবঞ্চ।

অম্লং প্রবাতং ভ্রমণঞ্চ রোষং ত্যজেৎ প্রযত্নাৎ তরুণজ্বরার্ত্তঃ ॥

স্নান, বিরেচন, স্ত্রীসহবাস, কষায়, ব্যায়াম, তৈলমর্দ্দন, দিবানিদ্রা, দুগ্ধ, ঘৃত, বিদলকৃত ভক্ষ্য মাংস, তক্র, সুরা, মিষ্টদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, তরলদ্রব্য, অম্ল, প্রবাত, গমনাগমন ও ক্রোধ নবজ্বরে এই সকল পরিত্যাজ্য।

নলদম্বু চ তাম্বুলং কালিন্দং লকুচং ফলং। উড়ী মৎস্যঞ্চ পিন্যাকং ছত্রকং পিষ্টবৈকৃতং। বিরুদ্ধান্যন্নপানানি বিদাহীনি গুরূণি চ। দুষ্টাম্বুক্ষারমল্লানি পত্রশাকং বিরূঢ়কং। অধিবাসনকর্ম্মাণি রক্তস্রগ্বস্ত্রধারণং। বমিবেগং দন্তকাষ্ঠমসাত্ম্যমতিভোজনং। অভীষ্যন্দীনি চৈতানি জ্বরিতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

নিম পান, তরমুজ, মাদার, উড়ীধান্য, মৎস্য খৈল, কোঁড়ক, পিষ্টক, বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, বিদাহী-দ্রব্য গুরুবস্তু, দূষিত জল, ক্ষার, অম্ল, পত্রশাক, অঙ্কুরিতশস্য, গন্ধমাল্য ইত্যাদি দ্বারা সংস্করণ করা, চন্দন ধারণ, রক্তবস্ত্র ধারণ, বমনবেগ ধারণ, কঠিন বস্তু দ্বারা দশন ঘর্ষণ, অনুপকারী দ্রব্য সেবন অধিক ভোজন, ও অভিষ্যন্দী দ্রব্য এই সমস্ত জ্বর-রোগে অপথ্য।

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চংক্রমণানি চ। জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ॥

জ্বর আরোগ্য হইবার পর যদবধি প্রকৃত বলাধান না হয়, তাবৎকাল ব্যায়াম, মৈথুন স্নান ও ভ্রমণ ত্যাগ করিবে।

অথ জ্বরাতিসারচিকিৎসা।

জ্বরাতিসারয়োরুক্তং নিদানং যৎ পৃথক্ পৃথক্। তৎস্যাজ্জ্বরাতীসারস্য তেন নাত্রোদিতং পুনঃ ॥

জ্বর ও অতীসার এই দুই রোগের নিদান যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ কথিত আছে, তাহাই জ্বরাতিসারের নিদান; এই জন্যই ইহার পৃথক্ নিদান কথিত হইল না।

জ্বরাতিসারয়োরুক্তমন্যোন্যং ভেষজং পৃথক্। ন তম্মিলিতয়োঃ কার্য্যমন্যোন্যং বর্দ্ধয়েৎ যতঃ ॥ প্রায়ো জ্বরহরং ভেদি স্তম্ভনন্ত্বতিসারনুৎ। অতোঽন্যন্যবিরুদ্ধত্বাৎ বর্দ্ধনং তৎ পরস্পরং ॥

জ্বর ও অতীসাররোগে যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা আছে, জ্বরাতীসারে সেই সকল ঔষধ একত্র মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে না। কেন না, উল্লিখিত দ্বিবিধ ঔষধ উভয়ের বৃদ্ধিকারী; অর্থাৎ জ্বরহারী ঔষধের অধিকাংশই ভেদক এবং অতীসার নাশক ঔষধ ধারক। এই কারণে জ্বরহার ঔষধ প্রযুক্ত হইলে অতীসার বর্দ্ধিত হয় এবং অতীসারহারী ঔষধ প্রযুক্ত হইলে জ্বর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

জ্বরাতিসারিণামাদৌ কুর্য্যাল্লঙ্ঘনপাচনে। প্রায়স্তাবামসম্বন্ধং বিনা ন ভবতো যতঃ ॥

জ্বরাতীসারে প্রথমতঃ লঙ্ঘন ও পাচনই ব্যবস্থেয়। কেন না, রসসম্বন্ধ ব্যতীত জ্বর অথবা অতীসার জন্মে না। সুতরাং লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা রসের পরিপাক হইলেই রোগের বলের ক্ষীণতা হইয়া থাকে।

মৃতসঞ্জীবনী বটী।

মাগধী বৎসনাভঞ্চ তয়োস্তুল্যঞ্চ হিঙ্গুলং। মৃতসঞ্জীবনী খ্যাতা জম্বীররসমর্দ্দিতা। মূলকস্য চ বীজানাং বটিকা তুল্যরূপিণী। পানীয়া শীততোয়েন জ্বরাতিসারনাশিনী। বিসূচ্যাং সন্নিপাতে চ জ্বরে চৈবাতিদুস্তরে ॥

একভাগ পিপ্পলী, একভাগ বিষ, দুইভাগ হিঙ্গুল এই সমস্ত জামীরের রসে পেষণ করিয়া মূলবীজের ন্যায় বড়ী প্রস্তুত করিবে। শীতল জলের

সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাকে মৃত-সঞ্জীবনী কহে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা জরাতিসার ধ্বংস হয়। বিসূচিকা ও সান্নিপাতিক দুস্তর বিষম-জ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

আনন্দভৈরবো রসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্গণং গন্ধকং সমং। জম্বীররসসংযুক্তং মর্দ্দয়েদ্যামিক-দ্বয়ং। কাসশ্বাসাতিসারেষু গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে। অপস্মারেঽনিলে মেহে-ঽপ্যজীর্ণে বহ্নিমান্দ্যকে। গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যো রস আনন্দভৈরবঃ॥

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগা, গন্ধক এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া জামীরের রসের সহিত দুই প্রহর পেষণ করিবে। অনন্তর একগুঞ্জাপ্রমাণে বড়া করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা কাস, শ্বাস, অতিসার গ্রহণী, সান্নিপাতিকরোগ, অপস্মার, বায়ুরোগ, মেহ, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, প্রভৃতি যাবতীয় রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে ভৈরব রস কহে।

অমৃতার্ণবঃ।

হিঙ্গুলোত্থো রসো লৌহং টঙ্গণং গন্ধকং শটী। ধান্যকং বালকং মুস্তং পাঠা জীরং ঘুণপ্রিয়া। প্র.ত্যকং তোলকং চূর্ণং ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ। মাষৈকা বটিকা কার্য্যা রসোঽয়মমৃতার্ণবঃ। বটিকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্গহনানন্দ-ভাষিতাং। ধান্যজীরকষ.যেণ বিজয়াশণ-বীজতঃ। মধুনা ছাগদুগ্ধেন মণ্ডেন শীত-বারিণা। কদলীমোচকরসৈঃ কঞ্চটদ্রব-কেন চ। অতিসারং জয়েদুগ্রমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা। দোষত্রয়সমুদ্ভূতমুপসর্গ-সমন্বিতং। শূলঘ্নো বহ্নিজননো গ্রহ-ণ্যর্শোবিকারনুৎ। অম্লপিত্তপ্রশমনঃ কাসঘ্নো গুল্মনাশনঃ॥

এক তোলা করিয়া হিঙ্গুলোত্থ পারদ, লৌহ, সোহাগা, গন্ধক, শঠী, ধনিয়া, বালা, মুথা, আক-নাদি, জীরা, ও আতিস লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। অনন্তর: ঐ সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে একমাষা পরিমাণে বড়ী করিয়া ধনিয়া ও জীরার যুষ, সিদ্ধি ও শণবীজ, মধু ও ছাগদুগ্ধ, মণ্ড, শীতলজল, মোচার রস অথবা কাঁচড়ার রস অনুপানে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা একজ, দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ সমস্ত উপ-সর্গ সহিত অতিসার ধ্বংস হয়। এই ঔষধ শূল বিনাশক, অগ্নিউদ্দীপক গ্রহণী ও অর্শবিকারনাশক অম্লপিত্তশান্তিকারক, কাসনাশক ও গুল্মাপহারক ইহাকে অমৃতার্ণব কহে।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বরো রসঃ।

গন্ধেশাভ্রং পৃথগ্বেদ ভাগমন্যচ্চ ভাগিকং সর্জ্জিটঙ্গযবক্ষারাঃ পঞ্চৈব লবণানি চ। বরাব্যোষেন্দ্রবীজানি দ্বিজা-রাগ্নি যমানিকা। সহিঙ্গু বীজসারঞ্চ শত-পুষ্পা সুচূর্ণিতা। সিদ্ধপ্রাণেশ্বরঃ সূতঃ প্রাণিনাং প্রাণদায়কঃ। মাষৈকং ভক্ষয়ে-দস্য নাগবল্লীদলৈর্যুতং। উষ্ণোদকানু-পানঞ্চ দদ্যাত্তত্র পলত্রয়ং। জ্বরাতী-সারেঽতিস্রুতৌ কেবলে বা জ্বরেঽপি বা। জ্বরে ত্রিদোষজে ঘোরে গ্রহণ্যা-দিগদেঽপি চ। বাতরোগে তথা শূলে শূলে চ পরিণামজে॥

চারিভাগ গন্ধক, চারিভাগ পারদ এবং এক এক ভাগ করিয়া সাজিমাটী, সোহাগা, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা, চিতা, যমানী, হিঙ্গুল, বিড়ঙ্গ, শূল্ফা সমস্ত বস্তু পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশা-ইবে। ইহাকে সিদ্ধ প্রাণেশ্বর কহে। ইহা প্রাণী-গণের জীবনদায়ক। এই ঔষধ একমাষা পরিমাণে পানের সহিত সেবন করিয়া পরে তিনপল উষ্ণ-জল পান করিবে। ইহা দ্বারা জ্বর, জ্বরাতিসার, আতস্রুতি, ত্রিদোষজন্য জ্বর, গ্রহণী, বাতরোগ ও পরিণামশূলাদি শূল ধ্বংস হয়।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ গ্রাহ্যৌ সূতপাদং বিষং ক্ষিপেৎ। সর্ব্বতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং মর্দ্দ্যং ধুস্তূরজৈর্দ্রবৈঃ। সর্পাক্ষ্যাশ্চ দ্রবৈর্যামং কষায়েনাথ ভাবয়েৎ। ধাতক্যতিবিষা মুস্তং শুণ্ঠী-জীরক-বালকং যমানী ধান্যকং বিল্বং বিল্বং পাঠা পথ্যাকণান্বিতং। কুটজস্য ত্বচং বীজং কপিত্থং বলদাড়িমং। প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং স্যাৎ কুট্টিতং ক্বাথয়েজ্জলৈঃ। চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা যাবৎ পানাবশেষিতং। অনেন ত্রিদিনং ভাব্যং পূর্ব্বোক্তং মর্দ্দিতং রসং। রুদ্ধ্বা তদ্বালুকাযন্ত্রে ক্ষণং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। মৃতসঞ্জীবনো নাম চাস্য গুঞ্জাচতুষ্টয়ং। দাতব্যমনুপানেন চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ। ষট্‌প্রকারমতীসারং সাধ্যাসাধ্যং জয়েদ্ধ্রুবং॥

চারিতোলা পারদ, চারিতোলা গন্ধক, একতোলা বিষ, নয়তোলা অভ্র এই সকল বস্তু ধুতুরার রসে মর্দ্দন করত রাস্নার রসে এক প্রহর পেষণ করিবে। এই প্রকারে সাতবার ভাবনা দিতে হয়। অনন্তর ধাইফুল, আতিস, মুথা, শুঠ, জীরা, বালা, যমানী, ধনিয়া, বেলশুঁঠ, আকনাদি, হরীতকী, পিপ্পলী, কুর্চচির ছাল, ইন্দ্রযব, কদবেল, দাড়িম বালা এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চারিগুণ জলের সহিত পাক করিবে। ঐ জলের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে সেই ক্বাথের সহিত পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল তিন দিবস ভাবনা দিয়া বালুকাযন্ত্রে মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে হইবে। ইহাকে মৃতসঞ্জীবনরস কহে। এই ঔষধ চারিরতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। রোগীর অবস্থা বিবেচনায় অনুপান দিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা সাধ্য, অসাধ্য, সর্ব্বপ্রকার অতীসার ধ্বংস হইয়া থাকে।

নাগরাতিবিষা মুস্তং দেবদারু কণা বচা। যমানী বালকং ধান্যং কুটজত্বক্ হরীতকী। ধাতকীন্দ্রযবৌ বিল্বং পাঠা মোচরসং সমং। চূর্ণিতং মধুনা লেহ্যমনুপানং সুখাবহং॥

শুঁঠ আতিস, মুথা, দেবদারু পিপ্পলী, বচ, যমানী, বালা, ধনিয়া, কুরচির ছাল, হরীতকী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ আকনাদি, মোচরস, এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে। এই চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে জ্বরাতীসার ধ্বংস হয়।

প্রাণেশ্বরো রসঃ।

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ টঙ্কণং শতপুষ্পকং। যমানী জীরকাখ্যঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষযুগ্মকং। কর্ষমেকং যবক্ষারঃ হিঙ্গুপটুকপঞ্চকং। বিড়ঙ্গেন্দ্রযবং সর্জ্জরসকঞ্চাগ্নিসংজ্ঞিতং। ঘৃষ্টা চ বটিকা কার্য্যা নাম্না প্রাণেশ্বরো রসঃ।

চারিতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগা, শুলফা, যমানী ও জীরা দুইতোলা করিয়া যবক্ষার, হিঙ্গ, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধুনা ও চিতা এই সমস্ত বস্তু পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে চূর্ণ করত একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক বড়ী করিবে। এই বড়ী সেবন দ্বারা জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে প্রাণেশ্বর রস কহে।

কনকপ্রভা।

স্বর্ণবীজং মরিচং মরালপাদং কণা টঙ্কণকং বিষঞ্চ। গন্ধং জয়াম্ভির্দ্দিবসং বিমর্দ্দ্য গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং বিদধ্যাৎ। এবাতিসারগ্রহণীং জ্বরাগ্নিমান্দ্যং নিহন্যাৎ কনকপ্রভেয়ং। দধ্যোদনং ভোজ্যমম্বুঞ্চবারি মাংসং ভজেত্তিত্তিরিলাবকানাং॥

ধুস্তূরবীজ, মরিচ, থুলকুড়ি, পিপ্পলী, সোহাগা, বিষ, গন্ধক এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক

সিদ্ধিপত্রের রসে একদিবস পেষণ করত একগুঞ্জা পরিমাণে এক একটী বড়ী করিবে। এই বটিকা সেবন দ্বারা অতিসার, গ্রহণী, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয়। ইহাকে কনকপ্রভা কহে। এই ঔষধ সেবনান্তে দধিমিশ্রিত অন্নভোজন করিতে হয় এবং তিত্তিরি, লাবক প্রভৃতি পক্ষীর মাংস ও অনুষ্ণজল পথ্য করিবে।

কারুণ্যসাগরঃ।

ভস্মসূতাদ্দ্বিধা গন্ধং যথা দ্বিত্বং মৃতাভ্রকং। দিনং সার্ষপতৈলেন পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ। রসৈর্মার্কবমূলোত্থৈঃ পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ। ত্রিক্ষারপঞ্চলবণবিষব্যোষাগ্নিজীরকৈঃ। সবিড়ঙ্গৈস্তুল্যভাগৈরয়ং কারুণ্যসাগরঃ। মাষমাত্রং দদীতাস্য ভিষক্ সর্ব্বাতিসারকে। সজ্বরে বিজ্বরে বাপি সশূলে শোণিতোদ্ভবে। নিরামে শোথযুক্তে বা গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে অনুপানং বিনাপ্যেষ কার্য্যসিদ্ধিং করিষ্যতি।

একভাগ রসসিন্দুর, দুইভাগ গন্ধক, চারিভাগ অভ্র এই সমস্ত বস্তু একত্র মিশাইয়া একদিবস সর্ষপতৈলের সহিত পেষণ করিবে। অনন্তর বালুকাযন্ত্রে কিম্বা মৃৎপাত্রে একপ্রহর পাক করিয়া পুনরায় ভৃঙ্গরাজের রসে একদিবস পেষণ করিয়া পুনরায় একপ্রহর পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পাক করিতে হইবে। পরে এক এক ভাগ করিয়া ক্ষারত্রয়, পঞ্চলবণ, বিষ, ত্রিকটু, চিতা, জীরা, বিড়ঙ্গ মিশাইবে। সমস্ত ঔষধ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া একমাষাপরিমাণে বড়ী করিতে হয়। ইহাকে কারুণ্যসাগর কহে। এই ঔষধ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতীসার জ্বর, শূল, শোথ, গ্রহণী ও সান্নিপাতিকরোগ বিনষ্ট হয়। বিনা অনুপানেও এই ঔষধ ফলপ্রদ।

বৃহৎকনকসুন্দরঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্গণন্তথা। স্বর্ণবীজং সমং মর্দ্দ্যং ভার্গীদ্রাবৈ দিনার্দ্ধকং। সূততুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং রসঃ কনকসুন্দরঃ। চাস্য গুঞ্জাদ্বয়ং হন্তি পিত্তাতিসারমুগ্রকং॥

পারদ, গন্ধক, মরিচ, সোহাগা, ধুস্তূরবীজ এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া ব্রহ্মযষ্টির রসে দুই প্রহর পেষণ করিবে। অনন্তর তাহার সহিত পারদের সমভাগ অভ্র মিশাইয়া দুইগুঞ্জা পরিমাণে এক একটি বড়ী করিবে। ইহাকে বৃহৎ কনকসুন্দর কহে। এই ঔষধ পৈত্তিক ও উগ্রতর অতীসাররোগ বিনাশক সন্দেহ নাই।

অভ্রবটিকা।

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ। প্রত্যেকং কর্ষমানন্তু গ্রাহ্যং রসগুণৈষিণা। ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ব্যোষচূর্ণং প্রদাপয়েৎ। কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাশ্চিত্রকস্য চ। গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাথ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসং তথা। মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসং তথা শক্রাশনস্য চ। শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবং। দাপয়েদ্রসতুল্যঞ্চ বিধিজ্ঞঃ কুশলো ভিষক্। রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণং মরিচসম্ভবং। দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং টঙ্গণসম্ভবং। শুভে শিলাময়ে পাত্রে ঘর্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ। শুষ্কমাতপসংযোগাদ্বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। কলায়পরিমাণাস্তু খাদেত্তাস্ত প্রযত্নতঃ। দৃষ্ট্বা বয়শ্চাগ্নিবলং যথা ব্যাধ্যনুপানতঃ। হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং রুজং। পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধকঃ। জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধ এষঃ প্রয়োগরাট্। নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যতেঽভ্ররসায়নাৎ। ভোজনে শয়নে পানে নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ। দধি চাবশ্যকং ভক্ষ্যং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥

দুইতোলা পারদ, দুইতোলা গন্ধক ও দুই-তোলা অভ্র লইবে। পরে পারদ ও গন্ধক একত্র পেষণ করিয়া কজ্জলী করিবে। এই কজ্জলীর সহিত উক্ত অভ্র ও ত্রিকটুচূর্ণ দুইতোলা মিশাইতে হইবে। অনন্তর কেশুরতে, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, শ্বেত অপরাজিতা, জয়ন্তী, থুলকুড়ি, সিদ্ধি, গিমা ও পান ইহাদিগের প্রত্যেকের স্বরস দুইতোলা, দুইতোলা মরিচচূর্ণ এবং একতোলা সোহাগা এই সকল বস্তু একত্র করিয়া উত্তম শিলাতে সযত্নে মর্দ্দন করিবে। পরে আতপে শুষ্ক করিয়া কলায়প্রমাণ বড়ী করিবে, রোগীর বয়স, অগ্নি, বল, ব্যাধি বিবেচনা করিয়া এই ঔষধের পরিমাণ ও অনুপানাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন দ্বারা ক্ষয়কাস, শ্বাস, বাতশ্লেষ্মজন্য রোগ ধ্বংস হয় এবং শরীরে বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি পায়। জ্বর এবং অতিসারেও এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। এই ঔষধ হইতে শ্রেষ্ঠতর রসায়ন আর দ্বিতীয় নাই। এই ঔষধ সেবন করিলে কি ভোজন, কি শয়ন, কি পানাদি কিছুতেই কোনরূপ নিয়ম করিতে হয় না। ইহাতে দধিভোজন কর্ত্তব্য। নাগার্জ্জুন ঋষি এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা। ইহাকে অভ্রবটিকা কহে।

কনকসুন্দররসঃ।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং টঙ্গণং পিপ্পলী বিষং। কনকস্য চ বীজানি সমাংশ-বিজয়াদ্রবৈঃ। মর্দ্দয়েদযামমাত্রন্তু চণমাত্রাং বটিং কৃত্বা। ভক্ষণাদ্ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ। অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্র-মতিসারঞ্চ নাশয়েৎ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগা, পিপ্পলী, বিষ, ধুস্তূরবীজ এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্রের রসে একপ্রহর পেষণ করত চণকাকার বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা গ্রহণী অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, ও অতিসার ধ্বংস হয়। ইহাকে কনকসুন্দররস কহে।

জ্বরাতিসারে পাচনচিকিৎসা।

উশীরাদিঃ।

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্ব-ভেষজং। সমাঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিল্বং দীপনপাচনং। হন্ত্যরোচকপিচ্ছামং বিবন্ধং সাতিবেদনং। সশোণিতমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্॥

বেণামূল, বালা, মূথা, ধনিয়া, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, ধাইপুষ্প, লোধ্র, বেলশুঁঠ এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, আমদোষের পাক হয় এবং অরুচি, মলের বিবদ্ধতা ও পৈচ্ছিলতা, জ্বরযুক্ত ও জ্বরশূন্য রক্তাতীসার বিনাশ পায়।

পাঠাদিঃ।

পাঠেন্দ্রযবভূনিম্বমুস্তপর্প টকামৃতাঃ। জয়ন্ত্যামমতীসারং সজ্বরং সমহৌষধাঃ॥

আকনাদি. ইন্দ্রযব, চিরতা, মূথা, ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে জ্বর সমন্বিত আমাতীসার বিনাশ পায়।

কলিঙ্গাদিঃ।

কলিঙ্গাতিবিষা শুণ্ঠী কিরাতাম্বু যবা-সকং। জ্বরাতিসারসন্তাপং নাশয়েদবি-কল্পতঃ॥

ইন্দ্রযব, আতিস, শুণ্ঠী, চিরতা, বালা, দুরালভা এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে জ্বরাতীসার ও সন্তাপ বিদূরিত হয়।

নাগরাদিপাচনং।

নাগরাতিবিষা মুস্ত-ভূনিম্বামৃতবৎ-সকৈঃ। সর্ব্বজ্বরহরঃ কাথঃ সর্ব্বাতিসার-নাশনঃ॥

শুঁঠ, আতিস, মুথা, চিরতা, গুড়ূচী, কুরচি এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে জ্বর অতিসার দূর হয়।

ছিন্নাদ্যম্ ॥

ছিন্নানাগরভূনিম্ববালকবিল্ববৎসকৈঃ।
সমুস্তাতিবিষোশীরৈর্জ্বরাতিসারহৃজ্জলং ॥

গুড়ূচী, শুঁঠ, চিরতা, বালা, বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুথা, আতিস, বেণামূল এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে জ্বরাতীসার নিবারিত হয়।

কুটজাদিঃ ॥

কুটজো নাগরং মুস্তমমৃতাতিবিষা তথা। এভিঃ কৃতং পিবেৎ কাথং জ্বরাতিসারনাশনং।

কুরচির ছাল, শুণ্ঠী, মুথা, গুড়ূচী, আতিস, এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে জ্বরাতীসার ধ্বংস হয়।

বিড়ঙ্গাদিঃ ॥

বিড়ঙ্গাতিবিষা মুস্তং পাঠাদারু কলিঙ্গকং। মরিচেন সমাযুক্তং শোথাতিসারনাশকং ॥

বিড়ঙ্গ, আতিস, মুথা, পাঠা, দেবদারু, ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া মরিচচূর্ণের সহিত সেবন করিলে শোথ ও অতীসার ধ্বংস হইয়া থাকে।

বিল্বাদিঃ ॥

বিল্বমুস্তকাতিবিষা পাঠা ভূনিম্ববৎসকৈঃ কাথঃ। মকরন্দগর্ভযুক্তো জ্বরাতিসারৌ জয়েদ্ঘোরৌ ॥

বিল্বশুণ্ঠ, আতিস, মুথা, আক্‌নাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া চারিআনা মধু মিশাইয়া পান করিলে জ্বর ও অতীসার বিনষ্ট হয়।

কিরাতাদ্যম্ ॥

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্য-মুস্তচন্দন-ধান্যকৈঃ। শোথাতিসারতৃড়্দাহশমনো জ্বরনাশকঃ ॥

চিরতা, মুথা, গুড়ূচী, বালা, রক্তচন্দন, ধনিয়া, এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শোথসমন্বিত অতীসার ও তৃষ্ণাদি বিদূরিত হয়।

ঘনজলাদিঃ ॥

ঘনজলপাঠাতিবিষা পথ্যোৎপলধান্যরোহিণীবিশ্বৈঃ। সেন্দ্রযবৈঃ কৃতমস্তুঃ সাতিসারং জ্বরং জয়তি ॥

মুথা, বালা, আকনাদি, আতিস, হরীতকী, নীলোৎপল, ধনিয়া, কটকী, শুণ্ঠি, ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে জ্বর সংযুক্ত অতিসার নিবারিত হয়।

কিরাতাদিঃ ॥

কিরাতাব্দামৃতাবিশ্বচন্দনোদীচ্যবৎসকৈঃ। শোথাতিসারশমনং বিশেষাজ্জ্বরনাশনং ॥

চিরতা, মুথা, গুড়ূচী, শুণ্ঠি, রক্তচন্দন, বালা, ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া সেবন করিলে শোথ সমন্বিত অতীসার ও জ্বর ধ্বংস হয়।

ধান্যনাগরাদ্যম্ ॥

ধান্যনগরবিল্বাব্দ-বালকৈঃ সাধিতং জলং। আমশূলহরং গ্রাহ্যং দীপনং পাচনং পরং ॥

ধনিয়া, শুণ্ঠি, বিল্বশুণ্ঠি, মুথা, বালা এই সমস্ত

দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আম-শূল বিনাশ পায়, মল রুদ্ধ করে এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেরাতিবিষামুস্তবিল্বধান্যকনাগরৈঃ। পিবেৎ পিচ্ছাবিবন্ধঘ্নংশূলদোষামপাচনং। সরক্তংহন্ত্যতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরং॥

বালা, আতিস, মুথা, বেল, ধনিয়া শুণ্ঠি এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে মলের বিবদ্ধতা, পিচ্ছিলতা ও শূল ধ্বংস হয়, আম পরিপাক পায় এবং জ্বর সমন্বিত বা জ্বরশূন্য রক্তাতীসার বিনাশ পায়।

উশীরাদ্যক্বাথঃ।

উশীরং ধান্যকং মুস্তং সবিল্বং বালকং বলা। তথা চ ধাতকীপুষ্পং কষায়স্ত প্রশস্যতে। জ্বরাতীসারশমনং সশোণিতকপৈত্তিকম্॥

বেণামূল, ধনিয়া, মুথা বিল্বশুণ্ঠি, বালা, বেড়েলা, ধাইপুষ্প এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া পান করিলে সকল প্রকার জ্বরাতীসার বিনাশ পায়।

ধান্যনাগরমেরণ্ডমূলঞ্চ।

সধান্যনাগরঃ ক্বাথঃ পাচনো দীপনং স্তথা। এরণ্ডমূলযুক্তশ্চ জয়েদামানিল-ব্যথাঃ॥

ধনিয়া ও শুণ্ঠি ও উভয়ের ক্বাথ কিম্বা ধনিয়া, শুণ্ঠি ও এরণ্ডমুল ইহার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আম, বায়ু ও ব্যথা দূর হয়।

পাঠাদিক্বাথঃ।

পাঠা বালকমুস্তং বিল্বং শুণ্ঠী বিষা চ ধান্যানি পাচনমরুচিচ্ছর্দ্দিজ্বরাতিসারঃ বিনাশয়ন্তি॥

আকনাদি, বালা, মুথা, বিল্বশুণ্ঠি, শুঁঠ, আতিস, ধনিয়া এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমন ও জ্বরাতীসার ধ্বংস হয়।

উৎপলষট্কং।

পৃশ্নিপর্ণী-বলা-বিল্ব-ধনিকা-নাগরোৎ-পলৈঃ। জ্বরাতিসারয়োর্ব্বাপি পিবেৎ সাম্লং শৃতং নরং॥

চাকুলিয়া, বেড়েলা, বিল্বশুণ্ঠি, ধনিয়া, শুণ্ঠি, নীলোৎপল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত দাড়িম্বের রস মিশাইয়া সেবন করিলে জ্বর অতীসার বিনাশ পায়।

পথ্যাদিঃ।

পথ্যাদারুবচামুস্তনাগরাতিবিষাযুতৈঃ। আমাতিসারনাশার্থং ক্বাথমেতৎ পিবে-ন্নরঃ॥

হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুথা, শুঁঠ আতিস, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া পান করিলে আমা-তীসার দূর হয়।

বিল্বপঞ্চকম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্বং সদাড়িমং। বিল্বপঞ্চকমিত্যেতৎ ক্বাথং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ। অতীসারে জ্বরে ছর্দ্দ্যাং শস্যতে বিল্বপঞ্চকম্॥

শালপর্ণী, চাকুলিয়া, বেড়েলা, বিল্বশুণ্ঠি, ডালিমের ছাল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে জ্বরাতীসার ও ছর্দ্দি ধ্বংস হয়।

বৎসকাদিঃ।

বৎসক-মুস্ত-গুড়ূচী-নাগরাতিবিষা-

বিল্বৈঃ। কষায়ঃ পাচনঃ শোকজ্বরাতি-সারনাশকঃ ॥

ইন্দ্রযব, মুথা, গুড়ূচী, শুণ্ঠী, আতিস, বিল্ব-শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আম পরিপাক পায় এবং শোথ ও জ্বরা-তীসার ধ্বংস হয়।

প্রকারান্তরেণ বৎসকাদিঃ।

বৎসকশ্চ সুরদারু রোহিণী ধান্যবিল্ব-মগধাত্রিকণ্টকম্। নিম্ববীজগজপিপ্পলী-বৃকীকাথ এবমতীসারস্যৌষধম্ ॥

ইন্দ্রযব, দেবদারু, কটকী, ধনে, বিল্বশুঁঠ, পিপ্পলী, গোক্ষুর, ক্ষীরিণী, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে জ্বরাতীসার বিনাশ পায়

ভূনিম্বাদিঃ।

ভূনিম্ববিল্ববালকগুড়ূচীমুস্তবৎসকৈঃ কষায়ঃ পাচনঃ শোথজ্বরাতিসার নাশনঃ

চিরতা, বিল্বশুণ্ঠী, বালা, গুড়ূচী, মুথা, ইন্দ্রযব, এই সকলের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে আম পরিপাক পায় এবং শোথ ও জ্বরাতীসার নষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদিপাচনম্।

গুড়ূচ্যাতিবিষা ধান্য শুণ্ঠী বিল্বাব্দ-বালকৈঃ। পাঠা ভূনিম্বকুটজচন্দনোশীর-পদ্মকৈঃ। কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ো জ্বরা-তীসার সান্তয়ে। হৃল্লাসরোচকচ্ছর্দ্দিপি-পাসাদাহনাশনঃ ॥

গুড়ূচী, আতিস, ধনিয়া, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুথা, বালা আকনাদি, চিরতা, কুরচি, রক্তচন্দন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল করত সেবন করিলে জ্বরাতীসার ও বমনেচ্ছা প্রভৃতি ধ্বংস হয়।

অথ জ্বরাতিসারেমুষ্টীযোগঃ।

সিদ্ধি ও ধনিয়া এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করত লাজ অর্থাৎ খইয়ের মণ্ডের সহিত সেবন করিলে জ্বরা-তীসার বিদূরিত হয়।

হিঙ্গুল, কর্পূর, মুথা, ইন্দ্রযব এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক আফিঙের জলে ভাবনা দিয়া লইবে উহা দ্বারা জ্বরাতীসার দূর হয়।

অথ গ্রহণীচিকিৎসা।

তত্র গ্রহণীনিদানং।

অতীসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নেরহি-তাশিনঃ। ভূয়ঃ সংদূষিতো বহ্নির্গ্রহণী-মভিদূষয়েৎ

যে ব্যক্তির অতীসার রোগ নিবৃত্ত হইয়াছে, অথচ অগ্নিবল সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয় নাই, কিম্বা য ব্যক্তির কেবলমাত্র মন্দাগ্নি জন্মিয়াছে, এই উভয় অবস্থাপন্ন লোকের অহিতকর ভোজ-নের দোষে অধিকতর মন্দাগ্নি জন্মে, সেই মন্দাগ্নি গ্রহণীনাম্নী নাড়ীকে দূষিত করে। ইহার নাম গ্রহণীরোগ।

গ্রহণ্যাঃ সামান্যলক্ষণং।

একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যর্থ-মূর্চ্ছিতৈঃ। সা দুষ্টা বহুশো ভুক্তমাম-মেব বিমুঞ্চতি। পক্বং বা সরুজং পূতি মুহুর্ব্বদ্ধং মুহুর্দ্রবং। গ্রহণীরোগমাহুস্ত-মায়ুর্ব্বেদবিদো জনাঃ ॥

অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বায়ু, পিত্ত, কফ আর মিলিত ত্রিদোষ গ্রহণী নাড়ীকে অতিশয় দূষিত করে বলিয়া গ্রহণীরোগ জন্মে। এই রোগে ভূরি-পরিমাণে পক্ব বা অপক্ব ভুক্ত বস্তু গুহ্য দিয়া মুহুর্মুহুঃ বহির্গত হইয়া থাকে। ঐ মল দুর্গন্ধপূর্ণ, তরল বা গাঢ় হয় আর নির্গমকালে উদরে বেদনা হইয়া থাকে।

গ্রহণ্যাঃ পূর্ব্বলক্ষণং।

পূর্ব্বরূপন্তু তস্যেদং তৃষ্ণালস্যং বলক্ষয়ঃ। বিদাহোঽন্নস্য পাকশ্চ চিরাৎ কায়স্য গৌরবং॥

গ্রহণীরোগ হইবার অগ্রে তৃষ্ণা, অলসতা, বিদগ্ধাজীর্ণ, দেহের দৌর্ব্বল্য ও রুক্ষতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইলেও বহুবিলম্বে পাক প্রাপ্ত হয়।

বাতিকগ্রহণ্যা নিদানপূর্ব্বক লক্ষণং।

কটুতিক্ত-কষায়াতিরুক্ষ-সংদুষ্টভোজনৈঃ। প্রমিতানশনাত্যধ্ববেগনিগ্রহমৈথুনৈঃ। মারুতঃ কুপিতো বহ্নিং সংছাদ্য কুরুতে গদান্। তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং শুক্তপাকং খরাঙ্গতা। কণ্ঠাস্যশোষক্ষুত্তৃষ্ণা তিমিরং কর্ণয়োঃ স্বনঃ। পার্শ্বোরুবঙ্ক্ষণগ্রীবারুগভীক্ষ্ণং বিসূচিকা হৃৎপীড়াকার্শ্যদৌর্ব্বল্যং বৈরস্যং পরিকর্ত্তিকা। গৃদ্ধি সর্ব্বরসানাঞ্চ মনসঃ সদনন্তথা। জীর্ণে জীর্য্যতি চাধ্মানং ভুক্তে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ। সবাত গুল্মহৃদ্রোগপ্লীহাশঙ্কী চ মানবঃ। চিরাদ্দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তন্বামং শব্দফেনবৎ। পুনঃ পুনঃ সৃজেদ্বর্চ্চঃ কাসশ্বাসার্দ্দিতোঽনিলাৎ॥

যে কটু, তিক্ত, কষায়, অত্যন্ত রুক্ষ ও সংযোগবিরুদ্ধ বস্তু ভোজন করে আর অল্প আহার কিম্বা উপবাস, অত্যন্ত মূত্রপুরীষাদির বেগ ধারণ ও অত্যন্ত নারীসঙ্গ করে, তাহার প্রকুপিত বায়ু কোষ্ঠাগ্নিকে দূষিত করত গ্রহণী জন্মাইয়া দেয়। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অতি কষ্টে অন্ন পরিপাক পায় বা অম্ল পাক হয়। ভুক্ত দ্রব্যের জীর্ণাবস্থায় উদরাধ্মান হয় আর শরীরের কার্কশ্য, কণ্ঠশোষ, মুখশোষ, অন্নে ইচ্ছা, তৃষ্ণা, দৃষ্টি শক্তির হ্রাস, অন্ধকার দর্শন, কর্ণে নানাবিধ শব্দ, সর্ব্বদা, পার্শ্ব, উরু, বঙ্ক্ষণ ও গ্রীবাতে ব্যথা হয়। ঊর্দ্ধ ও অধো দিকে তরল মলের গতি হওয়াতে অনুভূত হয়। যেন একটি কুম্ভ হইতে অন্যকুম্ভে জল ঢালা হইতেছে এতদ্ব্যতিরেকে হৃদয় বেদনা, দেহের কার্শ্য, দৌর্ব্বল্য, মুখবৈরস্য, গুহ্যে কর্ত্তনবৎ পীড়া, সমস্ত রসযুক্ত দ্রব্য আহারে ইচ্ছা, চিত্তের অবসাদ, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় আর এই অবস্থায় ভোজন করিলে রোগী স্বাস্থ্য অনুভব করে। এই অবস্থায় বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহা জন্মিবার সম্ভব। বহুদিনে কখন তরল, কখন শুষ্ক ও ফেনবিশিষ্ট পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মলনির্গম হয়। এই রোগে শ্বাস ও কাসও জন্মিয়া থাকে।

পৈত্তিকগ্রহণ্যা নিদান পূর্ব্বকলক্ষণং।

কট্বজীর্ণাবিদাহ্যম্লক্ষারাদৈঃ পিত্তমুল্বণং। আপ্লাবয়দ্ধন্ত্যনলং জ্বলন্তপ্তমিবানলং। সোঽজীর্ণং নীলপীতাভং পীতাভঃ সার্য্যতে দ্রবং। পূত্যম্লোদ্গারহৃৎকণ্ঠদাহারুচিতৃড়র্দ্দিতঃ॥

কটু বস্তু, অজীর্ণ করবস্তু, বিদাহী বস্তু, অম্লবস্তু, অপমার্গকৃত ক্ষারজল দ্বারা সাধিত ব্যঞ্জনাদি, ও যবক্ষার ইত্যাদি সেবন করিলে কুপিত পিত্ত উষ্ণ জলবৎ কোষ্ঠাগ্নিকে ধ্বংস করে, এই গ্রহণীতে আক্রান্ত হইলে রোগীর শরীর পীত আভাবিশিষ্ট হয় আর যে মল ত্যাগ করে, তাহা নীল আভা পীত আভাবিশিষ্ট অজীর্ণ মল জানিবে। সেই রোগী দুর্গন্ধপূর্ণ অম্ল উদ্গার করে আর তাহার হৃদয় ও কোষ্ঠদেশে দাহ, অরুচি তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

কফজগ্রহণ্যা নিদানপূর্ব্বকলক্ষণং।

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধশীতাদিভোজনাদতিভোজনাৎ। ভুক্তমাত্রস্য চ স্বপ্নাদ্ধন্ত্যগ্নিং কুপিতঃ কফঃ। তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং হৃল্লাসচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ। আস্যোপদেহ-

মাধুর্য্যং কাসষ্ঠীবনপীনসাঃ। হৃদয়ং মন্যতে স্ত্যানমুদরং স্তিমিতং গুরু। দুষ্টো মধুর উদ্গারঃ সদনং স্ত্রীষ্বহর্ষণং। ভিন্নামশ্লেষ্ম-সংসৃষ্টগুরুবর্চ্চঃ প্রবর্ত্তনং। অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্যমালস্যঞ্চ কফাত্মকে॥

গুরুপাক বস্তু, অত্যন্ত স্নিগ্ধ বস্তু, শীতল দ্রব্য, পৈচ্ছিল দ্রব্য ও মধুরাদি দ্রব্য আহার, অধিক ভোজন, দিবাভাগে আহারমাত্র শয়ন এই সমস্ত হেতুতে কুপিত কফ কোষ্ঠাগ্নিকে বিনাশ করে। তাহার ভুক্ত বস্তু অতিকষ্টে পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং বমনেচ্ছা, বমন, অরুচি, মুখের লিপ্ততা ও মাধুর্য্য, কাস মুখ হইতে ঈষৎ দোষের উদ্গীরণ ও নাসিকাস্রাব হয়। হৃদয় ভার বোধ হয় এবং উদর বিবদ্ধ ও গুরু বোধ হইয়া থাকে। দূষিত কিম্বা মধুর উদ্গার উঠে, দেহ অবসন্ন হয়, আর মৈথুনে ইচ্ছা থাকে না, অপক্ব ও কফমিশ্রিত তরল দাস্ত হয়। এই রোগী অলস ও দুর্ব্বল হয়, কিন্তু কৃশ হয় না। এই সমস্তই কফজনিত গ্রহণীর লক্ষণ।

ত্রিদোষজগ্রহণ্যা লক্ষণং।

পৃথগ্বাতাদিনির্দ্দিষ্টহেতুলিঙ্গসমাগমে। ত্রিদোষং নির্দ্দিশেদেবং তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজম্॥

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক গ্রহণীর কারণ একসঙ্গে ঘটিলেই ত্রিদোষজ গ্রহণী বলে। এই গ্রহণীতে উক্ত ত্রিবিধ গ্রহণীর লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

সংগ্রহগ্রহণীলক্ষণং।

অন্ত্রকূজনমালস্যং দৌর্ব্বল্যং সদনং তথা। দ্রবং ঘনং সিতং স্নিগ্ধং সকটী-বেদনং সকৃৎ। আমং বহু সপৈচ্ছিল্যং সশব্দং মন্দবেদনং। পক্ষান্মাসাদ্দশাহাদ্বা নিত্যং বাপ্যথ মুঞ্চতি। দিবা প্রকোপো ভবতি রাত্রৌ শান্তিং ব্রজেচ্চসা। দুর্ব্বিজ্ঞেয়া দুশ্চিকিৎস্যা চিরকালানুবন্ধিনী। সা ভবেদামবাতেন সংগ্রহগ্রহণী মতা॥

সংগ্রহগ্রহণী জন্মিলে রোগী অলস, হীনবল ও অবসাদগ্রস্ত হয়; উদরে ও কটিতে বেদনা; পেটে গুড়্‌গুড় শব্দ; স্নিগ্ধ পিচ্ছিল শুভ্রবর্ণ ঘন বা তরল দাস্ত; কখন কখন সেই দাস্ত একমাসান্তে, কখন পক্ষান্তে, কখন দ্বাদশ দিন অন্তর এবং কখন বা দশদিন অন্তর, কখন উপর্য্যুপরি প্রতিদিনই হইয়া থাকে। আম ও বায়ু কর্ত্তৃক এই রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগ দিবাভাগে বৃদ্ধি পায় এবং রাত্রিকালে নিবারিত হয়। এই রোগ অতীব দুর্ব্বোধ্য ও দুশ্চিকিৎস্য; অতএব অধিকদিন ব্যাপিয়া থাকে।

অথ গ্রহণ্যা ঔষধিকথনং।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরসঃ।

একাংশো রসরাজস্য গ্রাহ্যৌ দ্বৌ হাটকস্য চ। মুক্তাফলস্য চত্বারো ভাগ্যঃ ষড়্দীর্ঘানঃস্বনাৎ। ত্র্যংশং বলের্ব্বরা-ট্যাশ্চ টঙ্গণো রসপাদিকঃ। পক্বনিম্বু-কতোয়েন সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ। মূষা-মধ্যে ন্যসেৎ কল্কং তস্য বক্তং নিরো-ধয়েৎ। গর্ত্তেঽরত্নিপ্রমাণে তু পুটেৎ ত্রিংশদ্বনোপলৈঃ। স্বাঙ্গশীতলতাং জ্ঞাত্বা রসং মূষোদরান্নয়েৎ। ততঃ খল্লোদরে মর্দ্দ্যং সুধারূপং সমুদ্ধরেৎ। এতস্যাম্ব-তরূপস্য দদ্যাদ্গুঞ্জাচতুষ্টয়ং। ঘৃতমাধ্বী-কসংযুক্তমেকোনত্রিংশদূষণৈঃ মন্দাগ্নৌ রোগসংঘে চ গ্রহণ্যাং বিষমজ্বরে। গুদা-ঙ্কুরে মহাশূলে পীনসে শ্বাসকাসয়োঃ। অতীসারে গ্রহণ্যাঞ্চ শ্বয়থৌ পাণ্ডুকে গদে। সর্ব্বেষু কুষ্ঠরোগেষু যকৃৎপ্লীহো-দরেষু। বাতপিত্তকফোত্থেষু ত্রিদোষ জনিতেষু চ। দদ্যাৎ সর্ব্বেষু রোগেষু শ্রেষ্ঠমেতদ্রসায়নং॥

একভাগ পারদ, দুইভাগ স্বর্ণ, চারিভাগ মুক্তা,

ছয়ভাগ কাংস্য, তিনভাগ গন্ধক, পারদের চতুর্থাংশ কপর্দ্দক ও সোহাগা এই সকল বস্তু একত্র করিয়া পাকা কাগজী লেবুর রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে ঐ ঔষধ মূষামধ্যে রাখিয়া সেই মূষা বদ্ধ করত অরত্নিপ্রমাণ গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে সেই মূষা স্থাপন করিবে এবং ত্রিশখানি বনঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে। শীতল হইলে মূষা হইতে সেই ঔষধ লইয়া পুনরায় খলে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। এই ঔষধ অমৃতবৎ। ইহার চারিরতি পরিমাণে লইয়া ঘৃত মধু এবং উনত্রিশটী মরিচের সহিত সেবন করিতে হয়। মন্দাগ্নি, গ্রহণী, বিষমজ্বর, অর্শ মহাশূল, পীনস, শ্বাস, কাস, অতীসার, শোথ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, যকৃৎ, প্লীহা, উদরাময় প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শে; ইহাকে হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস কহে।

রসাভ্রবটী।

শুদ্ধসূতস্য কর্ষৈকং কর্ষৈকং গন্ধকস্য চ। দ্বয়োঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা তুল্যং ব্যোমং প্রদাপয়েৎ। কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাশ্চিত্রকস্য চ। গ্রীষ্মসুন্দর-মণ্ডূকীজয়ন্তীন্দ্রাশনস্য চ। শ্বেতপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবং। রস তুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণঞ্চ মরিচোদ্ভবং। দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং টঙ্গণসম্ভবং। সংমর্দ্দ্য বটিকাং কুর্য্যাৎ কলায় সদৃশাং বুধঃ। হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং রুজং। জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্। চাতুর্থকে জ্বরে শ্রেষ্ঠো গ্রহণ্যাতঙ্কনাশনঃ। দধি চাবশ্যকং দেয়ং প্রাহ নাগার্জ্জুনোঃ মুনিঃ॥

দুই তোলা বিশুদ্ধ পারদ, দুই তোলা গন্ধক, একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিতে হইবে। অনন্তর এই কজ্জলীর সহিত চারিতোলা অভ্র মিশাইয়া কেশুরতে, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গিমা, থুলকুড়ি, জয়ন্তী, ভাঙ্গ, শ্বেত অপরাজিতা ও পান ইহাদিগের প্রত্যেকের রস দুই তোলা, দুই তোলা মরিচ চূর্ণ এবং এক তোলা সোহাগা সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া মাষকলায়বৎ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে ক্ষয়কাস, শ্বাস ও বাতশ্লেষ্ম জন্য রোগ ধ্বংস হয়। জ্বর এবং অতীসারেও এই ঔষধ প্রয়োজ্য। বিশেষতঃ চাতুর্থক জ্বরে এই ঔষধ সর্ব্বপ্রধান। ইহা সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগ বিনাশক এই ঔষধ সেবন করিয়া অবশ্য দধি পথ্য করিবে। ইহাকে রসাভ্রবটী কহে। নাগার্জ্জুন ঋষি এই বটির আবিষ্কর্ত্তা।

অগ্নিকুমারঃ।

রসঃ গন্ধং বিষং ব্যোষং টঙ্গণং লৌহভস্মকং। অজমোদাহিফেনঞ্চ সর্ব্বতুল্যং মৃতাভ্রকং। চিত্রকস্য কষায়েণ মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকং। মরিচাভাং বটীং খাদেদজীর্ণং গ্রহণীন্তথা। নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো গুহ্যমেতচ্চিকিৎসিতং॥

এক এক ভাগ করিয়া পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, সোহগা, লৌহ, যমানী, অহিফেন এবং সকলের তুল্য অভ্র, সমস্ত দ্রব্য মিশাইয়া চিতার রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে মরিচের ন্যায় বড়ী করিয়া ভক্ষণ করিলে নিশ্চয় অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগ ধ্বংস হয়। ইহা অতি গুহ্যচিকিৎসা। ইহাকে অগ্নিকুমার রস কহে।

নৃপতিবল্লভঃ।

জাতীফল-লবঙ্গাব্দ—ত্বগেলা—টঙ্গরামঠং। জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানীবিশ্বসৈন্ধবাঃ। লৌহকাভ্রং রসো গন্ধস্তাম্রং প্রত্যেকশঃ পলম্। মরিচং দ্বিপলং দত্ত্বা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ। ধাত্রীরসেন বা পেষ্যং বটিকাং কুরুযত্নতঃ। শ্রীমদ্গহননাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতঃ। সূর্য্যবতেজসা চায়ং রসো নৃপতিবল্লভঃ। অষ্টাদশবটীং খাদেৎ পবিত্রঃ সূর্য্যদর্শকঃ। হন্তি মন্দানলং সর্ব্বমামদোষং বিসূ-

চিকাম্। প্লীহা-গুল্মোদরাষ্ঠীলা-যকৃৎ-পাণ্ডুত্ব-কামলাম্। সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি চণ্ডাংশুরিব পাপহাঃ। বলবর্ণকরোহৃদ্য-আয়ুষ্যো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ। পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠঃ পটুদো মন্ত্রসিদ্ধিদঃ। অরোগী দীর্ঘজীবী স্যাদ্রোগী রোগাদ্বিমুচ্যতে রসস্যাসঃ প্রসাদেন বুদ্ধিমান্ জায়তে নরঃ। বদরাস্থিপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েৎ ভিষক্॥

আটতোলা করিয়া জাতিফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাচী, সোহাগা, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুণ্ঠী, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, তাম্র এবং ষোলতোলা মরিচচূর্ণ সকল বস্তু একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধ অথবা আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। শ্রীমান্ গহননাথ অনেক চিন্তা করিয়া এই ঔষধ বলিয়াছেন। এই ঔষধ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্কর। ইহাকে নৃপতিবল্লভ কহে। ইহার অষ্টাদশটী বটী ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তি পবিত্র হইয়া সূর্য্যালোক দর্শন করিতে পারে, এই নৃপবল্লভ পাপনাশন সূর্য্যের ন্যায় মন্দাগ্নি, বিসূচিকা, প্লীহা, গুল্ম, উদরাময়, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি রোগ ধ্বংস করে। ইহা সেবন দ্বারা বল, বর্ণ, আয়ু ও বীর্য্যবৃদ্ধি হয়। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাজীকর ঔষধ। এই ঔষধ সেবন দ্বারা সর্ব্বরোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া মানব দীর্ঘজীবী হইতে পারে। এই ঔষধের প্রভাবে মনুষ্য বুদ্ধিমান্ হইতে পারে। বদরীফলের আঁঠির ন্যায় এক একটী বটী করিয়া সেবন করিবে।

রাজবল্লভো রসঃ।

জাতীফল-লবঙ্গাব্দ-ত্বগেলা--টঙ্গরা—মঠং। জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্ব-সৈন্ধবং। লৌহমভ্রং সতাম্রঞ্চ রসগন্ধক-মেব চ। মরিচং ত্রিবৃতং রূপং প্রত্যেকং দ্বিপলোন্মিতং। ধাত্রীরসে বটীং কুর্য্যাৎ দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। হন্তি শূলং তথা। গুল্মমামবাতং সুদারুণং হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ চক্ষুশূলং হলীমকং। শিরঃশূলং কটীশূলমানাহমষ্টশূলং। ক্রিমি-কুষ্ঠানি দদ্রূনি বাতরক্তং ভগন্দরং। নৃপবল্লভ-রাজোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ॥

জাতীফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাচী, সোহাগা, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র যমানী, শুণ্ঠী, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ী, রৌপ্য এই সমস্ত দ্রব্য আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া দুইরতি প্রমাণ বড়ী করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা শূল, গুল্ম, সুদারুণ আমবাত, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, চক্ষুশূল, হলীমক, শিরঃশূল, কটিশূল, আনাহ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, দদ্রু, বাতরক্ত, ভগন্দর, উপদংশ, অতীসার, গ্রহণী, অর্শ প্রভৃতি রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে রাজবল্লভরস কহে। স্বয়ং মহাদেব এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা।

বৃহন্নৃপবল্লভঃ।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং নাগং চিত্রং ত্রিবৃৎসমং। টঙ্গং জাতীফলং হিঙ্গুত্বগে-লাব্দলবঙ্গকং। তেজপত্রমজাজী চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবং। প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং মরিচতারয়োস্তথা। নিরুত্থকং মৃতং হেম তথা দ্বাদশরক্তিকং। আর্দ্রকস্য রসেনৈব ধাত্র্যাশ্চ স্বরসেন চ। ভাবয়িত্বা প্রদাতব্যো মাষদ্বয়প্রমাণতঃ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় পথ্যং ভক্ষেৎ যথেপ্সিতং। অগ্নিমান্দ্যলজীর্ণঞ্চ দুর্নামং গ্রহণীং জয়েৎ। আমাজীর্ণপ্রশমনঃ সর্ব্বরোগ নিসূদনঃ। নাশয়েদুদরান্ রোগান্ বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্॥

এক তোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীস, চিতা, তেউড়ী, সোহাগা, জাতীফল, হিঙ্গু, দারুচিনি, এলাচী, মুথা লবঙ্গ, তেজপত্র, জীরা, জমানী, শুণ্ঠী, সৈন্ধব ও রৌপা, দ্বাদশরতি স্বর্ণভস্ম, সকল বস্তু একত্র করিয়া আদা ও আমলকীর রসে ভিন্ন ভিন্নরূপে ভাবনা দিবে। পরে দুই মাষা

প্রমাণে বড়ী করিয়া প্রভাতে সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া যথেচ্ছ পথ্য করিতে পারে। ইহাদ্বারা মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, দুর্নাম। প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। যেমন বিষ্ণু চক্রদ্বারা দানবদিগকে ধ্বংস করেন, তদ্রূপ এই ঔষধ আমাজীর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় উদররোগ ধ্বংস করিয়া দেয়।

সংগ্রহ গ্রহণীকপাটঃ।

মুক্তা সুবর্ণং রসগন্ধটঙ্গমভ্রং কপর্দ্দো রসতুল্যভাগঃ। সর্ব্বৈঃ সমং শঙ্খকচুর্ণমিষ্টং খল্লে চ ভাব্যোঽহতি বিষাদ্রবেণ। কৃত্বা মৃদুকর্পটস্থং সংপাচ্য ভাণ্ডে দিবসার্দ্ধকঞ্চ। সর্ব্বাঙ্গশীতে রস এষ ভাব্যো ধুস্তূর-বহ্নি-মুষলী-দ্রবৈশ্চ। লৌহস্য পাত্রে পরিভাবিতশ্চ সিদ্ধো ভবেৎ সংগ্রহণীকপাটঃ। বাতোত্তরায়াং মরিচাজ্য যুক্তঃ পিত্তোত্তরায়াং মধুপিপপলীভিঃ। কফোত্তরায়াং বিজয়ারসেন কটুত্রয়েণাজ্যযুতো গ্রহণ্যাং। ক্ষয়ে জ্বরে চার্শশি ষট্‌প্রকারে ভগন্দরে চারুচি পীনসে চ। মেহে চ কৃচ্ছ্রে গত ধাতুবর্দ্ধনে গুঞ্জাদ্বয়ঞ্চাস্য মহাময়ঘ্নং॥

একতোলা করিয়া মুক্তা, সুবর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র ও কপর্দ্দক, সাততোলা শঙ্খভস্ম সকল বস্তু একত্র করিয়া আতিসের কাথে ভাবনা দিতে হইবে। পরে ঐ ঔষধ পিণ্ডাকৃতি করিয়া সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক মৃষামধ্যে রাখিয়া দুই প্রহর পর্য্যন্ত পুটপাক করিবে। তৎপরে শীতল হইলে ঐ ঔষধ গ্রহণ করিয়া ধুতুরা, চিতা ও তালমূলী ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিবে। ভাবনা সময়ে ঔষধ লৌহপাত্রে স্থাপন করত মৃদু অগ্নিসন্তাপে শুষ্ক করিতে হইবে। এই প্রসিদ্ধ ঔষধকে সংগ্রহগ্রহণীকপাট কহে। বাতিক গ্রহণীরোগে মরিচ ও ঘৃতের সহিত, পৈত্তিক গ্রহণীতে মধু ও পিপ্পলীচূর্ণের সহিত এবং কফপ্রধান গ্রহণীতে সিদ্ধিপত্রের রসের সহিত এবং সাধারণ গ্রহণীতে ত্রিকটুচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। দুইরতি পরিমাণে ইহা সেবন করিবে। ক্ষয়রোগ, জ্বর, ষটপ্রকার অর্শ, ভগন্দর, অরুচি, পীনস, প্রমেহ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ প্রযোজ্য।

মহারাজনৃপতিবল্লভরসঃ।

কর্ষত্রয়ং মৃতং কান্তং মৃতাভ্রং মৃততাম্রকং। মৃতং তারং মাক্ষিকঞ্চ কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ। মৃতং স্বর্ণং মৃতং তারং টঙ্গণং শৃঙ্গমেব চ। বসিরং দন্তিমূলঞ্চ মরিচং তেজপত্রকং। যমানী বালকং মুস্তং শুণ্ঠকঞ্চ সধান্যকং। সিন্ধুত্থবং সকর্পূরং বিড়ঙ্গং চিত্রকং বিষং। পারদং গন্ধকঞ্চৈব তোলমানং প্রদাপয়েৎ। তোলদ্বয়ং ত্রিবৃচ্চূর্ণংলবঙ্গং তচ্চতুর্গুণং। জাতীকোষফলঞ্চৈব বরাঙ্গকস্তু তৎসমং। সর্ব্বেষামর্দ্ধভাগস্তু বিড়ঙ্গং তত্র মিশ্রয়েৎ। সর্ব্বমেকীকৃতং যদ্‌যৎ ত্রুটিচূর্ণঞ্চ তৎসমং। ভাবনা চ প্রদাতব্যা ছাগীদুগ্ধেন সপ্তধা। মাতুলুঙ্গরসৈঃ পশ্চাৎ ভাবয়েৎ সপ্তবারকং। ছায়াশুষ্কাং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদ্দশরক্তিকাং। মন্দানলং সংগ্রহণীং প্রবৃদ্ধামামানুবন্ধীং ক্রিমিপাণ্ডুরোগং। ছর্দ্দ্যম্লপিত্তং হৃদয়াময়ঞ্চ গুল্মোদরানাহভগন্দরঞ্চ। অর্শাংসি বৈ পিত্তকৃতান্ শেষান্ সামং সশূলাষ্টকমেব হন্তি। সাজীর্ণবিষ্টম্ভ-বিসর্পদাহং বিলম্বিকাঞ্চাপ্যলসং প্রমেহং। কুষ্ঠান্যশেষাণি চ কাসশোষং হন্যাৎ সশোথং জ্বরমূত্রকৃচ্ছ্রং। মতান্তরে সর্ব্বতোভদ্রনামমহেশ্বরেণৈব বিভাষিতোঽয়ং॥

ছয়তোলা কান্তলৌহ, দুইতোলা করিয়া অভ্র, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, একতোলা করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য, সোহাগা, কাকড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী, দন্তীমূল, মরিচ, তেজপত্র, যমানী, বালা, শুণ্ঠী,

ধনিয়া, সৈন্ধব, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, চিতা, বিষ, পারদ, ও গন্ধক দুইতোলা তেউড়ীচূর্ণ, চারিতোলা করিয়া লবঙ্গ, জাতীফল, জয়িত্রী ও দারুচিনি, সকল বস্তুর অর্দ্ধ বিট্‌লবণ এবং সমুদায় দ্রব্যের সমান এলাচীচূর্ণ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করত ছাগীদুগ্ধে সাতবার এবং টাবালেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে ছায়াতে শুষ্ক করত দশরতি পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ দ্বারা মন্দাগ্নি, গ্রহণী, ক্রিমি, পাণ্ডু, ছর্দ্দি, অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ, গুল্ম, উদরী, আনাহ, ভগন্দর, অর্শঃ, অশেষ পিত্তবিকার, অষ্টবিধ শূল, অজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, বিসর্প, দাহ, বিলম্বিকা, অলসক, প্রমেহ, কুষ্ঠ, কাস, শোথ, শোষ, জ্বর ও মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ইহাকে সর্ব্বতোভদ্র রসও বলে।

গ্রহণীকপাটঃ।

রসাভ্রগন্ধান্ ক্রমবৃদ্ধিযুক্তান্ জজ্ঘারসেন ত্রিদিনং বিমর্দ্দ্য। জয়ন্তিকাভৃঙ্গকলম্বীনীরৈর্দ্দিনং যবক্ষারং সটঙ্গণঞ্চ। ক্ষিপ্ত্বা তু গন্ধস্য চ তুল্যভাগং বাতারিতৈলেন যুতং পুটিত্বা। গুড়ূচিকাশাল্মলিকারসেন জয়ারসেনাপি বিমর্দ্দ্য শাণং। মরিচসার্দ্ধং মধুনা সমেতং দদীত পথ্যং দধি ভক্তকঞ্চ॥

একভাগ পারদ, দুইভাগ অভ্র ও তিনভাগ গন্ধক, সকল বস্তু একত্র করিয়া কাকজঙ্ঘার রসে তিন দিবস মর্দ্দন করিবে। পরে জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও কলমী ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে এক এক দিবস মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত গন্ধকের সমভাগ যবক্ষার ও সোহাগা মিশাইবে। তৎপরে এরণ্ডতৈল মিশাইয়া পুটপাক করিবে, অনন্তর গুড়ূচী, শিমুল ও ভাঙ্গ এই সকলের রসে পুনরায় মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিয়া দধিযুক্ত অন্ন পথ্য করিতে হয়। ইহাকেও গ্রহণীকপাট কহে।

গ্রহণীবজ্রকপাটঃ।

সূতং গন্ধং যবক্ষারং জয়ন্ত্যগ্রাভ্রটঙ্গণং। জয়ন্তী-ভৃঙ্গ-জম্বীরদ্রবৈঃ পিষ্ট্বা দিনত্রয়ং। যামার্দ্ধং গোলকং স্বেদ্যং মন্দেন পাবকেন চ। শীতে জয়ারসসমং শাল্মলী-বিজয়াদ্রবৈঃ। ভাবয়েৎ সপ্তধা বজ্র কপাটঃ স্যাদ্র সোত্তমঃ। মাষদ্বয়ং ত্রয়ং বাস্য মধুনা গ্রহণীং জয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, ভাঙ্গ, বচ, অভ্র ও সোহাগা এই সকল বস্তু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জয়ন্তীপত্র, ভৃঙ্গরাজ ও জামীরের রসে তিন দিবস পেষণ করিবে। অনন্তর উহা পিণ্ডাকৃতি করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে চারিদণ্ড স্বেদ দিবে। তৎপরে উহা শীতল হইলে ভাঙ্গ, শিমূল ও জয়ন্তীর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া দুইমাষা অথবা তিনমাষা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিবে ইহাতে গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয়. ইহাকে গ্রহণীবজ্রকপাট কহে।

প্রকারান্তরেগ্রহণীবজ্রকপাটঃ।

তারমৌক্তিকহেমানি সারশ্চৈকৈকভাগিকং। দ্বিভাগো গন্ধকঃ সূতস্ত্রিভাগো মর্দ্দয়েদিমান্। কপিত্থস্বরসৈর্গাঢ়ঃ মৃগশৃঙ্গে ততঃ ক্ষিপেৎ। পুটেন্মধ্যপুটেনৈব তত উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েৎ। বলারসৈঃ সপ্তধৈবমপামার্গরসৈস্ত্রিধা। লোধ্রপ্রতিবিষামুস্তা-ধাতকীন্দ্রযবামৃতাঃ। প্রত্যেকমেতৎ স্বরসৈর্ভাবনা স্যাত্ত্রিধা ত্রিধা। মাষমাত্রো রসো দেয়ো মধুনা মরিচৈস্তথা। হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বজামাপি। কপাটো গ্রহণীরোগে রসোহয়ং বহ্নিদীপনঃ॥

এক একভাগ রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ ও লৌহ, দুই ভাগ গন্ধক, তিনভাগ পারদ এই সকল বস্তু একত্র করিয়া কদ্‌বেলের রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে সমুদায় ঔষধ মৃগশৃঙ্গের মধ্যে প্রবেশিত করিয়া মধ্যপুটে পাক করিতে হইবে। তদনন্তর বেড়েলার রসে সাতবার এবং অপামার্গ, লোধ, আতিচ,

মুথা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও গুড়ূচী ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে। এই ঔষধ একমাষা পরিমাণে মরিচচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা যাবতীয় অতীসার ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ গ্রহণীরোগের কপাট-স্বরূপ। ইহা সেবন দ্বারা অগ্নির উদ্দীপন হয়। ইহাকেও গ্রহণীবজ্রকপাট কহে।

পানীয়ভক্তবটী।

কৃষ্ণাভ্রলোহমলশুদ্ধবিড়ঙ্গচূর্ণং প্রত্যেকমেব পলিকং বিবিধং বিধায়। চব্যং কটুত্রয়ফলত্রয়-কেশরাজ-দন্তী-চপলানলঘণ্টকর্ণাঃ। মাণো লকুচ-বৃহতী-ত্রিবৃতাঃ সসূর্য্যাবর্ত্তাঃ পুনর্নবিকয়া সহিতাস্ত্বমীষাং। মূলং প্রতি প্রতিবিশোধিতমক্ষমেকং চূর্ণং তদর্দ্ধরসগন্ধকমেকসংস্থং। কৃত্বাদ্রকীয়-রস-সম্বলিতঞ্চ ভূয়ঃ সংপিষ্য তস্য বটিকা বিধিবৎ বিধেয়া। হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং গ্রহণীমসাধ্যাং দুর্নামকামলভগন্দরশোথগুল্মান্। শূলঞ্চ পাকজনিতং সততাগ্নিমান্দ্যং সদ্যঃ করোত্যপচিতিং চিরনষ্টবহ্নেঃ। কুষ্ঠং নিহন্তি পলিতঞ্চ বলিং প্রবৃদ্ধাং শ্বাসঞ্চ কাসমপি পাণ্ডুগদং নিহন্তি। বার্য্যান্নমাংস-দধি-কাঞ্জিক-তক্রমৎস্য--বৃক্ষাম্লতৈল—পরিপক্ক—ভুজো যথেষ্টং। শৃঙ্গাট-বিল্ব-গুড়-কঞ্চট-নারিকেল-দুগ্ধানি সর্ব্ববিদলানি বিবর্জ্জয়েত্তু।

আটতোলা করিয়া অভ্র, মণ্ডূর ও বিড়ঙ্গ, দুইতোলা করিয়া চৈ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কেশুর্ত্তে, দন্তী, মুথা, পিপ্পলী, চিতা, পারকোন, মানকচু, স্বহুয়া (মাঁদার) বৃহতী, তেউড়ী, শুণ্টা ও পুনর্নবা এই সকল বস্তুর প্রত্যেকের মূলের চূর্ণ, একতোলা পারদ ও একতোলা গন্ধক এই সকল বস্তু পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপে পেষণ হইলে বড়ী করিতে হয়। এই বটিকা অম্লপিত্ত, অরুচি অসাধ্য গ্রহণীদুর্নামা, কামলা, ভগন্দর, শোথ, গুল্ম, শূল ও মন্দাগ্নি ধ্বংস করে, চিরকালীন মন্দাগ্নির উদ্দীপন করিয়া থাকে এবং কুষ্ঠ, বলীপলিতাদি, কাস শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ ধ্বংস করিয়া দেয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া সজল অন্ন, মাংস, দধি, কাঁজি, ঘোল, মৎস্য, আদা ও তৈলপক্ক দ্রব্য আপনার ইচ্ছানুসারে ভোজন করিতে পারে; কিন্তু পাণিফল, বিল্ব, গুড়, কাঁচড়া, নারিকেল দুগ্ধ ও সর্ব্বপ্রকার ডাইল ত্যাগ করিবে। ইহাকে পানীয়ভক্তবটী কহে।

শম্বূকাদিবটী।

দগ্ধশম্বূকসিন্ধূত্থং তুল্যং ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ। নিষ্কেকেণ নিহন্ত্যাশু বাতসংগ্রহণীগদং॥

দগ্ধশম্বূক ও সৈন্ধব সমভাগে মধুর সহিত পেষণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে বাতজন্য গ্রহণীরোগ ধ্বংস হয়, ইহাকে শম্বূকাদিবটী কহে

জাতিফলাদি গ্রহণী-কপাটরসঃ।

জাতিফলং টঙ্গণমভ্রকঞ্চ ধুস্তূরবীজং সমভাগচূর্ণং। ভাগদ্বয়ং স্যাদহিফেনকস্য গন্ধালিকাপত্ররসেন মর্দ্দ্যং। চণপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া যত্নাদ্বিদধ্যাদ্ গ্রহণীগদেষু। সামেষু রক্তেষু সশূলকেষু পক্কেষু পক্কেষু গুদাময়েষু। রোগেষু দদ্যাদনুপানভেদৈর্ম্মধুপ্রযুক্তা গ্রহণীগদেষু। পথ্যং সদধ্যোদনমত্র দেয়ং রসোত্তমোঽয়ং গ্রহণীকপাটঃ॥

এক একভাগ করিয়া জাতীফল, সোহাগা, অভ্র, ধুস্তূরবীজ ও দুইভাগ অহিফেন এই সকল বস্তু গেন্ধাইলের রসে উত্তমরূপে পেষণ করত চণকাকার বড়ী করিবে। এই বটিকা গ্রহণীরোগ, আমশূল, রক্তদোষ ও পক্কাপক্ক অর্শরোগে সেবন করিতে হয়। রোগবিবেচনায় অনুপানের ব্যবস্থা

দিবে। গ্রহণীরোগে মধুর সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে দধিমিশ্রিত অন্ন পথ্য করিতে হয়। ইহাকে জাতীফলাদিগ্রহণীকপাটরস কহে।

অপরগ্রহণীকপাটরসঃ।

টঙ্গণক্ষারগন্ধাশ্মরসং জাতীফলস্তথা। বিল্বং খদিরসারঞ্চ জীরকঞ্চ মধূলিকা। কপিহস্তকবীজঞ্চ তথা চোরকপুষ্পকং। এষাং শাণং সমাদায় শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ কারয়েৎ। বিল্বপত্রককার্পাসফলং শালিঞ্চ ছুঞ্চিকা। শালিঞ্চ মূলং কুটজং তথা কঞ্চটপত্রকং। সর্ব্বেষাং স্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। রক্তিকৈকপ্রমাণেন খাদয়েদ্দিবসত্রয়ং। দধিমস্তু ততঃ পেয়ং পলমাত্র প্রমাণতঃ। অপি যোগশতাক্রান্তাং গ্রহণীমুদ্ধতাং জয়েৎ। আমশূলং জ্বরং কাসং শ্বাসঞ্চৈব প্রবাহিকাং। রক্তস্রাবকরং দ্রব্যং কার্য্যং নৈবাত্র যুক্তিতঃ। কৃষ্ণবার্ত্তাকুমৎস্যঞ্চ দধি তক্রঞ্চ শস্যতে। জ্ঞাত্বা বায়োঃ কৃতিং তত্র তৈলং বারি প্রদাপয়েৎ॥

অর্দ্ধতোলা করিয়া সোহাগা, অশ্বগন্ধা, জাতীফল, বেলশুঁঠ, খদিরসার, জীরা মূর্ব্বামূল, শূকশিম্বীবীজ এবং চোরপুষ্পী গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বিল্বপত্র, কার্পাসফল, সাঞ্চাশাক, ক্ষিরাই, সাঞ্চাশাকের মূল, কুরচির ছাল, কাঁচড়া ইহাদিগের রসে ভিন্ন ভিন্নরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। তদনন্তর একগুঞ্জাপ্রমাণ এক একটী বড়ী করিয়া তিনদিবস সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া একপল পরিমাণে দধির মাত পান করিতে হয়। শত শত ঔষধে যে গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় নাই, তাহাও এই ঔষধসেবনে নিবৃত্ত হয়। ইহা দ্বারা আমশূল, জ্বর, কাস, শ্বাস, প্রবাহিকা প্রভৃতি রোগ ধ্বংস হয়। যে সমস্ত বস্তু রক্তস্রাবকর, এই ঔষধ সেবনান্তে সেই সমস্ত বস্তু সেবন করিবে না। কৃষ্ণ বার্ত্তাকু, মৎস্য, দধি ও ঘোল এই সকল দ্রব্য পথ্য। গ্রহণীরোগে বায়ুর প্রাবল্য বিবেচনায় তৈলসেবন ও স্নানের ব্যবস্থা দিবে। ইহাকেও অপর গ্রহণীকপাটরস কহে।

জাতীফলাদ্যবটী।

অভ্রস্য সূতস্য চ গন্ধকস্য প্রত্যেকশো মাষচতুষ্টয়ঞ্চ। বিধায় শুদ্ধোপল পাত্রমধ্যে সুকজ্জলীং বৈদ্যবরঃ প্রযত্নাৎ। জাতীফলং শাল্মলীবেষ্টমুস্তং সটঙ্গণং সাতিবিষং সজীরং। প্রত্যেকমেষাংমরিচস্য শাণপ্রমাণমেকং বিষমাষকঞ্চ। বিচূর্ণ্য সর্ব্বাণ্যবলোড্য পশ্চাৎ বিভাবয়েৎ পত্ররসৈরমীষাং। ইন্দ্রাণিকেন্দ্রাশনকঞ্চ জম্বু জয়ন্তিকা দাড়িমকেশরাজৌ। অবিদ্ধকর্ণাপি চ ভৃঙ্গরাজৌ বিভাব্য সম্যক্ বটিকা বিধেয়া। কোলাস্থিমানাথ বহু প্রকারং সামং নিহন্যাদনিলান্ গদাংশ্চ। কুর্য্যাদ্বিশেষাদমলপ্রবৃদ্ধিং কাসঞ্চ পঞ্চাত্মকমম্লপিত্তং। ইয়ং নিহন্যাদ্‌গ্রহণীমসাধ্যাং মর্ত্ত্যস্য জীর্ণগ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং। অসারকত্বং ত্বতি সারমুগ্রং শ্বাসং তথা পাণ্ডুমরোচকঞ্চ। চিরোদ্ভবাং সংগ্রহকোষ্ঠদুষ্টিং জয়েদ্‌ভৃশং যোগশতৈরসাধ্যাং। অনেকসম্ভাবিতমর্ত্ত্যলোকা নানাবিধব্যাধিপয়োধিনৌকা॥

চারিমাষা করিয়া অভ্র, পারদ ও গন্ধক পরিষ্কৃত পাষাণপাত্রে বাটিয়া উত্তমরূপ মর্দ্দন করত কজ্জলী করিবে; অনন্তর ইহার সহিত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে জাতীফল, মোচরস, মুথা, সোহাগা, আতিস, জীরা ও মরিচ এই সমুদায় দ্রব্য মিশাইবে। পরে বিষ একমাষা মিশাইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে নিসিন্দা, বিজয়া, জাম, জয়ন্তী, দাড়িম, কেশুর্ত্তে, আকনাদি, ভৃঙ্গরাজ এই সকলের পত্রের রসে ভাবনা দিয়া বদরিকাফলের আঁঠির মত বড়ী করিবে। এই বটিকা সেবন দ্বারা আমগ্রহণী ও বায়ুরোগ ধ্বংস ও অগ্নির উদ্দীপন

হয়; পঞ্চবিধ কাস, অম্লপিত্ত, অসাধ্য ও জীর্ণ গ্রহণী, অসারকতা, অতিসার, শ্বাস, পাণ্ডুরোগ, অরুচি ও কোষ্ঠদোষ বিনষ্ট হয় এবং শত শত ঔষধ প্রয়োগে যে রোগ প্রশান্ত হয় না, তাহাও এই ঔষধসেবনে ধ্বংস হইয়া যায়। পৃথিবীতে এই ঔষধ রোগসমুদ্রের নৌকাস্বরূপ। ইহাকে জাতীফলাদ্যবটিকা কহে।

পর্ণকলাবটী।

রসং গন্ধং ঘনং লৌহং ধাতকীপুষ্পবিল্বকং। বিষং কুটজবীজঞ্চ পাঠা জীরকধান্যকং। রসাঞ্জনং টঙ্গণঞ্চ শিলাজতু ফলস্তথা। অভ্রাংশঞ্চ ফলং গ্রাহ্যং প্রত্যেকং তোলকত্রয়ং। ভেকপর্ণী পঞ্চমূলী বলাকঞ্চটদাড়িমং। শৃঙ্গাটং কেশরং জম্বু দধিমস্তু জয়ন্তিকা। কেশরাজং ভৃঙ্গরাজং প্রত্যেকং তোলকদ্বয়ং। দ্বিমাষা বটিকা কার্য্যা তক্রেণ পরিসেবিতা। ইয়ং পূর্ণকলা নাম গ্রহণীগদনাশিনী। শূলঘ্নী দাহশমনী বহ্নিদা জ্বরনাশিনী। ভ্রমছর্দ্দিচ্ছেদকরী সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥

তিনতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বিষ, ইন্দ্রযব আকনাদি জীরা, ধনিয়া- রসাঞ্জন, সোহাগা, শিলাজতু, ত্রিফলা ও অভ্র দুইতোলা করিয়া থুলকুড়ি, স্বল্পপঞ্চমূলী, বেড়েলা, কাঁচড়া, দাড়িম পাণিফল, নাগকেশর, জাম, দধির মাত, জয়ন্তী, কেশুর্ত্তে, ভৃঙ্গরাজ এই সকল বস্তু একত্র মর্দ্দন করিয়া দুইমাষা পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই বটী ঘোলের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাকে পর্ণকলাবটী কহে। এই বটী গ্রহণী, শূল, দাহ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, ভ্রম, ছর্দ্দি প্রভৃতি রোগ বিনাশক।

বজ্রকপাটো রসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব অহিফেনং সমোচকং। ত্রিকটু ত্রৈফলঞ্চৈব সমমেকত্র কারয়েৎ। ভঙ্গভৃঙ্গদ্রবৈশ্চৈতদ্ ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ। রক্তিত্রয়ং ততশ্চাস্য মধুনা সহ ভক্ষয়েৎ। অসাধ্যাং গ্রহণীং হন্তি রসো বজ্রকপাটকঃ॥

পারদ, গন্ধক, অহিফেন, মোচরস, ত্রিকটু ত্রিফলা এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে এবং সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজের রসে সাতবার ভাবনা দিতে হইবে। এই ঔষধ তিনরতি পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহাকে বজ্রকপাটরস কহে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা অসাধ্য গ্রহণীরোগ ধ্বংস হয়।

জাতীফলরসঃ।

পারদাভ্রকসিন্দূরং গন্ধং জাতিফলং সমং। কুঠজস্য ফলঞ্চৈব ধূর্ত্তবীজানি টঙ্গণং। ব্যোষং মুস্তাভয়া চৈব চূতবীজং তথৈবচ চ। বিল্বকং সর্জ্জবীজঞ্চ দাড়িমীফলবল্কলং। এতানি সমভাগানি নিঃক্ষিপেৎ খল্লমধ্যতঃ। বিজয়াস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতং। গুঞ্জাফলপ্রমাণাস্তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। একাং কূটজমূলত্বক্কষায়েণ প্রযোজয়েৎ। আমাতিসারং হরতে কুরুতে বহ্নিদীপনং। মধুনা বিল্ব শুণ্ঠেন রক্তগ্রহণিকাং জয়েৎ। শুণ্ঠীধান্যকযোগেন চাতিসারং নিহন্ত্যসৌ। জাতিফলরসো হ্যেষ গ্রহণীগদনাশনঃ॥

পারদ, অভ্র, রসসিন্দুর, গন্ধক, জাতীফল, ইন্দ্রযব, ধুস্তুরবীজ, সোহাগা, ত্রিকটু, মুথা, হরীতকী, আমের আঁঠির মজ্জা, বেলশুঁঠ, ধূনা, বীজপুর, দাড়িম্বের বল্কল এই সমস্ত বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া সিদ্ধিপত্রের রসে খলে পেষণ করত একরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া কুরচির মূলের ছালের রসের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ আমাতিসারনাশক ও অগ্নি উদ্দীপক। মধু

ও বিল্বশুণ্ঠী অনুপানে সেবন করিলে রক্তগ্রহণী, শুণ্ঠি ও ধনিয়ার কাথের সহিত সেবন করিলে অতিসার এবং জাতীফলের অনুপানে সেবনে গ্রহণীরোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে জাতীফলরস কহে।

—

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা।

রসগন্ধকলৌহানি শঙ্খটঙ্গণরামঠং। শঠীতালীশমুস্তানি ধান্যজীবকসৈন্ধবং। ধাতক্যতিবিষা শুণ্ঠী গৃহধূমো হরীতকী। ভল্লাতকং তেজপত্রং জাতীফললবঙ্গকং। ত্বগেলা বালকং বিল্বং মেথী শক্রাসনং সমং। ছাগীদুগ্ধেনবটিকা রসবৈদ্যেন কারিতা। গহনানন্দনাথেন ভাষিতেয়ং রসায়নে। বটী গজেন্দ্রসংজ্ঞেয়ং শ্রীমতা লোকরক্ষণে। গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি জ্বরাতিসারনাশিনী। শূলগুল্মাম্লপিত্তানি কামলাঞ্চ হলীমকং। বলবর্ণাগ্নিজননী সেবিতা চ চিরায়ুষী। কণ্ডুং কুষ্ঠং বীসর্পঞ্চ গুদভ্রংশং ক্রিমিং জয়েৎ। মাষদ্বয়াং বটীং খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ। বয়োঽগ্নিবলমাবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা ক্রটিবর্দ্ধনং॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খ, সোহাগা, হিঙ্গুল, শঠী, তালীশপত্র, মুথা, ধনিয়া, জীরা, সৈন্ধব ধাইফুল, আতিস, শুণ্ঠি, গৃহধূম, হরীতকী, ভেলা, তেজপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচী, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী, ভাঙ্গ এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করত দুই-মাষা পরিমাণে বড়ী করিবে। শ্রীমান্ গহনানন্দনাথ রসায়ন কর্ম্মে লোকরক্ষার্থ এই ঔষধ বলিয়াছেন, ইহাকে গ্রহণীগজেন্দ্র কহে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা বিবিধ গ্রহণী, জ্বর, শূল, গুল্ম, অম্লপিত্ত, কামলা ও হলীমক বিনষ্ট হয়; বল, বর্ণ ও আয়ু বৃদ্ধি পায় এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, বীসর্প, গুহ্যভ্রংশ ও ক্রিমিরোগ ধ্বংস হইয়া থকে।

—

পীযুষবল্লীরসঃ।

সূতমভ্রং গন্ধকঞ্চ তারং লৌহং সটঙ্গণং। রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ শাণমেকং পৃথক্ পৃথক্। লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরক ধান্যকং। সমঙ্গাতিবিষা লোধ্রং কূটজেন্দ্রযবং ত্বচং। জাতীফলং বিশ্ববিল্বং বালকং দাড়িমীচ্ছদং। সমঙ্গা ধাতকী কুষ্ঠং প্রত্যেকং রসসম্মিতং। ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র কেশরাজরসৈঃ পুনঃ। চণকাভা বটী কার্য্যা ছাগীদুগ্ধেন পেষিতা। অনুপানং প্রদাতব্যং দগ্ধবিল্বং সমং গুড়ৈঃ। হন্তি সর্ব্বানতিসারান্ গ্রহণীং চিরজামপি। আমসং পাচনো সম্যগ্বহ্নিবৃদ্ধিকরস্তথা। পীযুষবল্লীনামায়ং গ্রহণীরোগনাশনঃ॥

অর্দ্ধতোলা করিয়া পারদ, অভ্র, গন্ধক, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, একতোলা করিয়া লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুথা, আকনাদি, জীরা, ধনিয়া, বরাহক্রান্তা, আতিস, লোধ, কুরচিরছাল, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, জাতীফল, শুণ্ঠী, বেলশুঁঠ, বালা দাড়িমছাল, ধাইফুল, কুড় এই সকল বস্তু একত্র কেশুর্ত্তের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া অজাদুগ্ধে মর্দ্দন করত চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ দগ্ধবিল্ব ও গুড়ের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও চিরকালীন গ্রহণী ধ্বংস হয়, উদরাময় ও আমদোষের পরিপাক হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাকে পীযুষবল্লারস কহে।

—

গ্রহণীশার্দ্দূলরসঃ।

রসগন্ধকয়োশ্চাপি কর্ষমেকং সুশোধিতং। দ্বয়োঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা হাটকং ষোড়শাংশতঃ। লবঙ্গং নিম্বপত্রঞ্চ জাতীকোষফলে তথা। এতেষাং কর্ষচূর্ণেন সূক্ষ্মেলাং সহ মেলয়েৎ। মুক্তা-

গৃহেন সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ। গুঞ্জাপঞ্চপ্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ। সূতিকাং গ্রহণীরোগং হরত্যেষঃ সুনিশ্চিতং। অর্শঘ্নো দীপনশ্চৈব বলপুষ্টিপ্রসাদনঃ। কাসশ্বাসাতি সারঘ্নো বলবীর্য্যকরঃ পরঃ। দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগক্ষামশূলঞ্চনাশয়েৎ। সংসারলোকরক্ষার্থং পুরা রুদ্রেণ ভাষিতং॥

দুইতোলা পারদ ও দুইতোলা গন্ধক একত্র পেষণ করত কজ্জলী করিবে। পরে পারদের ষোড়শাংশ স্বর্ণভস্ম এবং দুইতোলা করিয়া লবঙ্গ, নিম্বপত্র,জাতিফল, জয়িত্রী ও ছোটএলাচ সমুদয় দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া একটী ঝিণুকের মধ্যে পূরিবে। তৎপরে পুটপাকবিধানে পাক করিয়া শীতল হইলে উহা লইতে হয়। এই ঔষধ পাঁচরতি প্রমাণে প্রত্যহ সেবন করিতে হইবে। ইহা দ্বারা স্থতিকারোগ, গ্রহণীরোগ, ও অর্শ নিশ্চয় ধ্বংস হয় এবং অগ্নির উদ্দীপন হইয়া শরীরের বল ও পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা কাস শ্বাস, অতীসার, দুর্ব্বার গ্রহণীরোগ ও আমশূল বিনাশ করে। ইহাকে গ্রহণীশার্দ্দূলরস কহে। স্বয়ং রুদ্র লোকরক্ষার্থে পুরাকালে এই ঔষধ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বৈদ্যনাথবটী।

রসস্য শাণং সংগৃহ্য কাঞ্জিকেন তু শোধয়েৎ। চিত্রকস্য রসেনাপি ত্রিফলায়াশ্চ বুদ্ধিমান্। রসার্দ্ধং গন্ধকং শুদ্ধং ভৃঙ্গরাজরসেন বা। দ্বাভ্যাং সংমূর্চ্ছনং কৃত্বা স্বরসৈঃ শাণসম্মিতৈঃ। খল্লয়েত্তু শিলাখণ্ডে ক্রমশো বক্ষ্যমাণজৈঃ নির্গুণ্ডী-মধুকশ্বেতাকুঠের-গ্রীষ্মসুন্দরৈঃ। ভৃঙ্গাব্দকেশরাজৈশ্চ তথা চেন্দ্রাশনোৎকটৈঃ। সর্ষপাভাং বটীং কৃত্বা দদ্যাত্তাং গ্রহণীগদে। সামবাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরে প্লীহোদরেষু চ। বাতশ্লেষ্মবিকারেষু তথা শ্লেষ্মগদেষু চ। অম্লতক্রাদিসেবাঞ্চ কুর্ব্বীত স্বেচ্ছয়া বহু। শ্রীমতা বৈদ্যনাথেন লোকানুগ্রহকারিণা। স্বপ্নান্তে ব্রাহ্মণস্যেয়ং ভাষিতা লিখিতেন তু॥

অর্দ্ধতোলা পারদ লইয়া প্রথমতঃ কাঁজিদ্বারা, পরে চিতার রসদ্বারা, তৎপরে ত্রিফলার রসের দ্বারা শোধন করিয়া তৎপরে উহার অর্দ্ধ পরিমাণে গন্ধক মিশাইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে দুইবার ভাবনা দিবে। অনন্তর নিসিন্দা, যষ্টিমধু, অপরাজিতা, শ্বেততুলসী, গিমা, ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ত্তে, সিদ্ধিপত্র ইহাদিগের রসে ভিন্ন ভিন্নরূপে ভাবনা দিয়া সর্ষপদ্বয় পরিমাণে এক একটী বড়ী প্রস্তুত করিবে। গ্রহণীরোগ, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, প্লীহা, উদরাময়, বাতশ্লেষ্মবিকার ও শ্লেষ্মরোগে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে আপন ইচ্ছামত অম্লতক্র পান করিবে। বৈদ্যনাথ কোন বিপ্রের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার স্বপ্নাবস্থায় এই ঔষধ বলিয়াছেন। ইহাকে বৈদ্যনাথ বটী কহে।

রসপর্পটীকা।

যাম্লপিত্তে বিধাতব্যা গুড়িকা চ ক্ষুধাবতী। তত্র প্রোক্তবিধা শুদ্ধৌ সমানৌ রসগন্ধকৌ। সংমর্দ্দ্য কজ্জলাভস্ত কুর্য্যাৎ পাত্রে দৃঢ়াশ্রয়ে। ততো বাদরবহ্নিস্থলৌহপাত্রে দ্রবীকৃতং। গোময়োপরিবিন্যস্তকদলীপত্রপাতনাৎ। কুর্য্যাৎ পর্পটীকাকারমস্য রক্তিদ্বয়ং ক্রমাৎ। দ্বাদশরক্তিকাং যাবৎ প্রয়োগং প্রহরার্দ্ধতঃ। তদূর্দ্ধং বহুপূগস্য ভক্ষণং দিবসে পুনঃ। তৃতীয় এব মাংসাজ্যদুগ্ধাদ্যত্র বিধীয়তে। বর্জ্জ্যং বিদাহি স্ত্রীরম্ভামূলং তৈলঞ্চ সার্ষপং। কৃষ্ণমৎস্যাম্বুজখগাংস্ত্যক্তনিদ্রঃ পরঃ পিবেৎ। গ্রহণী-ক্ষয়কুষ্ঠার্শঃশোথাজীর্ণবিনাশিনী। রসপর্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা॥

অম্লপিত্ত চিকিৎসাতে ক্ষুধাবতী: গুড়িকায় যে প্রকার রসগন্ধকশোধনের প্রণালী কথিত আছে, সেই নিয়মানুসারে সমভাগ পারদ ও গন্ধক শোধন করিয়া কজ্জলী করিতে হইবে। পরে লৌহনির্ম্মিত দৃঢ়পাত্র বদরীকাষ্ঠের জলন্ত অঙ্গারোপরি রাখিয়া তাহাতে ঐ কজ্জলী দিবে। যৎকালে উহা গলিয়া যাইবে, তৎকালে গোময়োপরি বিন্যস্ত কদলীপত্রে ঢালিয়া অন্য কদলীপত্রদ্বারা আবৃত করত পর্পটাকার করিবে। প্রথম দিবস দুইরতি পরিমাণে সেবন করিবে। অনন্তর প্রত্যহ এক একরতি বৃদ্ধি করিয়া দ্বাদশ দিবসের পর আবার ক্রমে ক্রমে এক একরতি হ্রাস করিয়া সেবন করিতে হয়। বেলা চারিদণ্ডকালে এই ঔষধ সেবন করিয়া পরে ভূরি পরিমাণে সুপারি ভক্ষণ করিবে। তৃতীয় দিবস হইতে মাংস, ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া বিদাহীদ্রব্য, স্ত্রীসম্ভোগ, রম্ভাম্ল, সর্ষপতৈল এই সকল ভক্ষণ করিবে না, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য ও জলজপক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিবে আর নিদ্রা হইতে উঠিয়া দুগ্ধপান করিতে হয়। ইহা দ্বারা গ্রহণী, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ ও অজীর্ণ ধ্বংস হয়। ইহাকে রসপর্পটী কহে। স্বয়ং চক্রপাণি এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা।

বিজয়পর্পটী।

হাটকং রজতং তাম্রং যত্নত্র পরিদীয়তে। বিজয়াখ্যা তু সা জ্ঞেয়া সর্ব্বরোগনিসূদন॥

পূর্ব্বোক্ত রসপর্পটিতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মিশাইলেই বিজয়পর্পটী হইয়া থাকে। ইহার পাকক্রিয়া, ঔষধ সেবনের নিয়ম প্রভৃতি সকলই পূর্ব্ববৎ: রসপর্পটীতে কেবল কজ্জলীদ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, এই বিজয়পর্পটীতে সেই কজ্জলীর সহিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পর্পটী প্রস্তুত করিতে হইবে।

স্বর্ণপর্পটী।

রসোত্তমং পলং শুদ্ধং হেমতোলকসংযুতং। শিলায়াং মর্দ্দয়েত্তাবদ্ যাবদেকত্বমাগতং। গন্ধকস্য পলঞ্চৈকময়ঃপাত্রে ততো দৃঢ়ে। মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়পাণিভ্যাং যাবৎ কজ্জলতাং ব্রজেৎ। ততঃ পাকবিধানজ্ঞঃ পর্পটীং কারয়েৎ সুধীঃ। রক্তিকাদিক্রমেনৈব যোজয়েদনুপানতঃ। গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি বৃষ্যা সর্ব্বজ্বরাপহা॥

আটতোলা হিঙ্গুলোত্থ পারদ, একতোলা স্বর্ণ এই দুই দ্রব্য শিলাতে পেষণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে তাহার সহিত আটতোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া দৃঢ় লৌহপাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। উহা যখন কজ্জলীবৎ হইবে, তখন রসপর্পটীর ন্যায় পাক করিয়া পর্পটী করিতে হইবে। এই ঔষধ প্রথম দিবস একরতি, তৎপরে প্রত্যহ একরতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া রসপর্পটীর বিধানে সেবন করিবে। দোষের তারতম্য বিবেচনায় অনুপানের ব্যবস্থা দিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা বিবিধ গ্রহণী বিনষ্ট হয়। ইহাকে স্বর্ণপর্পটী কহে। এই পর্পটী বলবীর্য্যবৃদ্ধিকর এবং ইহা জ্বর বিনাশ করিয়া দেয়।

পঞ্চামৃতপর্পটী।

অষ্টৌ গন্ধকমাষকা রসদলং লৌহং তদর্দ্ধং শুভং লৌহার্দ্ধঞ্চ বরাভ্রকং সুবিমলং তাম্রঃ তথাভ্রাৰ্দ্ধিকং। পাত্রে লৌহময়ে চ মর্দ্দনবিধৌ চূর্ণীকৃতঞ্চৈকতো দর্ব্ব্যাবাদরবহ্নিনা মৃদুনা পাকং বিদিত্বা দলে। রম্ভায়া লঘু চালয়েৎ পটুবিষং পঞ্চামৃতা পর্পটী খ্যাতা ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতা প্রতিদিনং গুঞ্জাদ্বয়ং বৃদ্ধিতঃ। লৌহে মর্দ্দনযোগতঃ সুবিমলং ভক্ষক্রিয়া লৌহবৎ গুঞ্জাষ্টাবথবা ত্রিকং ত্রিগুণিতং সপ্তাহমেবং ভজেৎ। নানাবর্ণগ্রহণ্যামরুচিসমুদয়ে দুষ্টদুর্নামকাদৌ

ছর্দ্দ্যাং দীর্ঘাতিসারে জ্বরভবকলিতে রক্তপিত্তে ক্ষয়েপি। বৃষ্যাণাং বৃষ্যরাজ্ঞী বলিপলিতহরা নেত্ররোগৈকহন্ত্রী তৎস্থং দীপ্তস্থিরাগ্নিং পুনরপি নবকং রোগিদেহং করোতি

আটমাষা গন্ধক, চারিমাষা পারদ, দুইমাষা লৌহ, একমাষা অভ্র, এই সকল বস্তু লৌহপাত্রে একত্র মর্দ্দন করিয়া রসপর্পটীবিধানে পাক করিবে। ইহার প্রথম দিবস দুইরতি সেবন করিবে। পরে প্রত্যহ একরতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া আটরতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হয়। অনন্তর একরতি পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা নানাপ্রকার গ্রহণী, দুষ্ট দুর্নামা, অরুচি, ছর্দ্দি, ঘোরতর অতীসার রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগ ধ্বংস হয়। এই ঔষধ দেহের বলকর ও পুষ্টিসাধক। ইহা রোগীর বলীপালিতাদি ধ্বংস করিয়া অগ্নির উদ্দীপনপূর্ব্বক নবদেহ প্রদান করে। ইহাকে পঞ্চামৃতপর্পটী কহে। পর্পটীপাকে মৃদু ও মধ্যপাকের পর্পটী ভঙ্গ হইলে পারদের ন্যায় দেখা যায় এবং খরপাকের পর্পটীতে ঐরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। খরপাকের পর্পটী লঘু, ভঙ্গুর, রুক্ষ, সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ। মৃদু ও মধ্যপাকের পর্পটী ঔষধে ব্যবহার্য্য। কিন্তু খরপর্পটী সেবন করিবে না। ইহা বিষবৎ পরিত্যজ্য।

অগ্নিকুমারো রসঃ ।

শুদ্ধসূতং সমঃ গন্ধং ত্রিকটু পটুপঞ্চকং। দশকং তুল্যতুল্যঞ্চ বিজয়া সর্ব্বসম্মিতা। ভাবয়েচ্চিত্রভৃঙ্গোত্থৈস্ত্রিধা চ বিজয়াদ্রবৈঃ। দীপ্তাগ্নিনা তু যামৈকং বালুকাযন্ত্রগে পচেৎ। সংচুর্ণ্য চার্দ্রকদ্রাবৈর্ভাবয়িত্বা চ ভক্ষয়েৎ। মধুনা শাণমানস্তু রসো হ্যগ্নিকুমারকঃ। দীপ্তাগ্নিকারকঃ সামগ্রহণীদোষনাশনঃ ॥

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, পটুপঞ্চক এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া তাহার সহিত সমুদায়ের সমভাগে ভাঙ্গ মিশাইবে। পরে চিতা, ভাঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে তিন বার ভাবনা দিবে এবং একপ্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া পুনরায় আদার ভাবনা দিতে হইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা মাণে মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহাকে অগ্নিকুমার রস কহে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা উদরাগ্নির বৃদ্ধি করিয়া আমদোষ ও গ্রহণীরোগ ধ্বংস হয়।

বড়বামুখরসঃ ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রটঙ্গণং। সামুদ্রঞ্চ যবক্ষারং স্বর্জিসৈন্ধবনাগরং। অপামার্গস্য চ ক্ষারং পলাশবরুণস্য চ। প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাদম্লযোগেন মর্দ্দয়েৎ। হস্তিশুণ্ডীদ্রবৈশ্চাগ্নৌ মর্দ্দয়িত্বা পুটেল্লঘু। মাষমাত্রং প্রদাতব্যো রসোঽয়ং বড়বামুখঃ। গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি সংগ্রহগ্রহণীং জ্বরং ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সোহাগা, করকচ, যবক্ষার, স্বর্জিকাক্ষার, সৈন্ধব শুণ্ঠি, অপামার্গভস্ম, পলাশবল্কলভস্ম, বরুণবল্কলভস্ম এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া পূর্ব্বোক্ত অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিবে। পরে হাতিশুঁড়া ও চিতার রসে পুনরায় পেষণ করিয়া লঘুপাকে পুটপ্রদান করিবে, এই ঔষধ একমাষা পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহাকে বড়বামুখরস কহে। এই ঔষধ নানাপ্রকার গ্রহণী ও জ্বর ধ্বংস করিয়া দেয়।

গ্রহণীকপাটো রসঃ ।

রসগন্ধকয়োশ্চাপি জাতীফললবঙ্গয়োঃ। প্রত্যেকং শাণমানঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং শুভং। সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব বিল্বপত্ররসেন চ। শৃঙ্গাটকসমুদ্ভূতস্বরসেন চ মর্দ্দয়েৎ। চণ্ডাতপেন সংশোষ্য বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। বিল্বপত্ররসেনৈব দাপয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ং। মধুনা চ ভোজনীয়ঞ্চ গ্রহণী

রোগনাশনঃ। পাণ্ডুরোগমতীসারং শোথং হন্তি তথা জ্বরং। অয়ঞ্চ গ্রহণীরোগে কপাটো রস উত্তমঃ ॥

অর্দ্ধতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, জাতীফল, লবঙ্গ এই সকল বস্তু উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া শুণ্ঠী, বেল ও পাণিফল ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পেষণ করিতে হইবে। অনন্তর প্রখর আতপে শুষ্ক করিয়া দুইরতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই বড়ী বিল্বপত্রের রসের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে দধির সহিত অন্ন পথ্য করিতে হয়। ইহা দ্বারা গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ, অতীসার, শোথ ও জ্বর ধ্বংস হয়। এই ঔষধ গ্রহণীরোগের কপাটস্বরূপ; সুতরাং আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ গ্রহণীকপাটরস বলিয়া থাকেন।

বৃহদ্‌গ্রহণীকপাটঃ।

মুক্তা সুবর্ণং রসগন্ধটঙ্গমভ্রং কপর্দ্দো-ঽমৃততুল্যভাগঃ। সর্ব্বৈঃ সমং শঙ্খকচূর্ণ-মত্র ভাব্যঞ্চ খল্লেঽতিবিষাদ্রবেণ। গোলঞ্চ কৃত্বা মৃদুকর্পটিস্থং সংপাচ্য ভাণ্ডে দিবসার্দ্ধকঞ্চ। সর্ব্বাঙ্গশীতো রস এষ ভাব্যো ধুস্তূরবহ্ন্যোর্ম্মুষলীদ্রবৈশ্চ। লৌহস্য পাত্রে পরিভাবিতশ্চ সিদ্ধো ভবেৎ সংগ্রহণীকপাটঃ। বাতোত্তরায়াং মরিচাজ্যযুক্তঃ পিত্তোত্তরায়াং মধু-পিপ্‌পলীভিঃ। কফোত্তরায়াং বিজয়া-রসেন কটুত্রয়েনাজ্যযুতো গ্রহণ্যাং। ক্ষয়ে জ্বরে চার্শসি ষট্‌প্রকারে সামাতি-সারেঽরুচিপীনসে চ। মেহে চ কৃচ্ছে গতধাতুবর্দ্ধনে গুঞ্জাদ্বয়ঞ্চাপি মহাময়ঘ্নং ॥

একতোলা করিয়া মুক্তা, স্বর্ণ পারদ, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র কপর্দ্দক ও বিষ, আটতোলা শঙ্খ-ভস্ম সকল বস্তু একত্র করিয়া আতিসের কাথে দুই প্রহর মর্দ্দন করিবে। পরে উহা পিণ্ডাকৃতি করত সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া মৃদু অগ্নিতে দুই প্রহর পাক করিবে। অনন্তর শীতল হইলে ঐ ঔষধ লৌহপাত্রে রাখিয়া ধুস্তূর ও তালমূলীর রসে ভাবনা দিবে। ইহাকে বৃহৎগ্রহণীকপাট কহে। বাতিক গ্রহণীরোগে মরিচ ও ঘৃতের সহিত পৈত্তিক গ্রহণীতে মধু ও পিপ্পলীর সহিত এবং শ্লেষ্মজ গ্রহণীতে সিদ্ধিপত্রের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। সাধারণ ক্ষয়রোগ, জ্বর, ষট্‌-প্রকার অর্শ, আমাতীসার, অরুচি, পীনস, প্রমেহ, ধাতুক্ষয় এই সকল রোগে দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিবে।

প্রকারান্তরে গ্রহণী-কপাটো রসঃ।

গিরিজাভববীজকজ্জলী পরিমৃদ্যার্দ্র-রসেন শোধিতা কূটজস্য তু ভস্মনা পুনর্দ্বিগুণেনাথ বিমৃদ্য মিশ্রিতা। মর্দ্দ-য়িত্বা প্রদাতব্যমস্য গুঞ্জাচতুষ্টয়ং। অজাক্ষীরেণ দাতব্যং কাথেন কূটজস্য বা। যূষং দেয়ং মসূরস্য বারিভক্তঞ্চ শীতলং। দধ্না সহ পুনর্দ্দেয়ং গ্রাসাদৌ রক্তিকাদ্বয়ং। বর্দ্ধয়েদ্দশপর্য্যন্তং হ্রাসয়েৎ ক্রমশস্তথা। নিহন্তি গ্রহণীং সর্ব্বাং বিশেষাৎ কুক্ষিমার্দ্দবং ॥

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করত আদার রসে ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত দ্বিগুণ পরিমাণে কূটজবল্কলভস্ম মিশাইবে। সমস্ত বস্তু উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া চারিরতি পরিমাণে ছাগদুগ্ধ কিম্বা কুরচির ছালের কাথের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে মসুরের যূষ পথ্য করিতে হয়। পরে দধির সহিত পর্য্যুষিত অন্ন ভক্ষণ করিবে। প্রথমদিন দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ এক-রতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দশরতি পর্য্যন্ত সেবন করিবে। আবার ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ এক একরতি পরিমাণে হ্রাস করিতে হয়। ইহাদ্বারা যাবতীয় গ্রহণীরোগ ও মন্দাগ্নি ধ্বংস হইয়া থাকে।

বিজয়বটিকা।

বিজয়াখ্যা তু সা জ্ঞেয়া সর্ব্বরোগ-নিসূদনী ॥

কথিত ঔষধ সমূহে সহিত স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, মিশাইয়া বড়ী করিলে তাহাকে বিজয়বটিকা কহে। এই ঔষধের পরিমাণে সেবনবিধি ও রোগ-বিনাশিনী শক্তি সকলই পূর্ব্ববৎ।

গ্রহণীকপর্দ্দপোট্টলী।

কপর্দ্দতুল্যং রসকস্তু গন্ধকং লৌহং মৃতং টঙ্গণকঞ্চ তুল্যং। জয়ারসেনৈক-দিনং বিমর্দ্দ্য চুর্ণেন সংবেষ্ট্য পুটেচ্চ ভাণ্ডে। দদীত তৎ পোট্টলিকাভিধানং বাতপ্রধানং গ্রহণীং নিহন্তি ॥

কপর্দ্দকভস্ম, পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা এই সকল বস্তু ভাঙ্গের রসে একদিবস পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। অনন্তর ঐ ঔষধপিণ্ড চুণে বেষ্টন করিয়া পুটপাকে পাক করিবে। ইহাকে গ্রহণীকপর্দ্দপোট্টালী কহে। এই ঔষধ বাত-প্রধান গ্রহণীরোগ বিনাশ করিয়া দেয়।

হংসপোট্টলী।

দগ্ধকপর্দ্দকান্ পিষ্ট্বা ত্র্যূষণং টঙ্গণং বিষং। গন্ধকং শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যং জম্বী-রজৈর্দ্রবৈঃ। মর্দ্দয়েদ্ ভক্ষয়েন্মাষং মরি-চার্দ্রং লিহেদনু। নিহন্তি গ্রহণীরোগং পথ্যং তক্রৌদনং হিতং ॥

দগ্ধকপর্দ্দক মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত ত্রিকটু, সোহাগা, বিষ, গন্ধক ও পারদ এই সকল বস্তু সমভাগে মিশাইবে। পরে জামীরের রসে পেষণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা পোট্টলীবদ্ধ করত পুটপাক করিবে, এই ঔষধ সেবন করিয়া আদার রসের সহিত মরিচচূর্ণ লেহন করিবে এবং ঘোলযুক্ত অন্ন পথ্য করিবে। এই ঔষধ গ্রহণীরোগ বিনাশক। ইহাকে হংসপট্টোলী কহে।

গ্রহণীকপাটঃ।

তুল্যং কান্তং রসং তালং মাক্ষিকং টঙ্গণস্তথা। সপাদনিষ্কং প্রত্যেকং পঞ্চ-নিষ্কং বরাটকং। দ্বিনিষ্কং সর্ব্বং গন্ধকং পিষ্ট্বা জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ। অর্দ্ধভাগকরীষেণ পুটিতং ভস্ম শোভনং। প্রদদ্যাৎ গ্রহণী-গুল্ম-ক্ষয়-কুষ্ঠ-প্রমেহকে ॥

দশতোলা করিয়া লৌহ পারদ, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক ও সোহাগা, পঞ্চপল কপর্দ্দকভস্ম, দুইপল গন্ধক সকল বস্তু একত্র করিয়া জাম্বীরের রসে মর্দ্দন করিবে, পরে গজপুটের ন্যায় গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তের অর্দ্ধভাগ ঘুঁটে দ্বারা পরি-পূরিত করত ঐ ঔষধ সকলের পুটপাক করিতে হইবে। শীতল হইলে উহা লইবে। এই ঔষধ গ্রহণী, গুল্ম, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগে সেবন করিবে। ইহাকে গ্রহণীকপাট কহে।

অথ গ্রহণ্যাং পাচনচিকিৎসা।

ধান্যকাদিঃ।

ধান্যকাতি বিষোদীচ্যো যমানী মুস্ত-নাগরং। বলা দ্বিপর্ণী বিল্বঞ্চ দদ্যাদ্দীপন-পাচনং ॥

ধনিয়া, আতিস, বালা, যমানী, মুথা, শুণ্ঠ, বেড়েলা, মুগানী, মাষাণী ও বিল্বশুঁঠ এই সকল দ্রব্য মোট দুই তোলা লইয়া বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করত আটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামা-ইয়া সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং আম পরিপাক পাইয়া থাকে।

শালপর্ণ্যাদিঃ।

শালপর্ণী বলাবিল্ব ধান্যশুণ্ঠীকৃতঃ শৃতঃ। আধ্মানশূলসহিতাং বাতজাং গ্রহণীং জয়েৎ ॥

শালপর্ণী, বেড়েলা, বিল্বশুণ্ঠি, ধনে, শুঁঠ এই সকলের কাথ আধ্মান ও শূল সম্বলিত বাতিক গ্রহণী দূর হয়।

নাগরাদিকষায়ঃ।

নাগরঞ্চাতিবিষা চ মুস্তকঞ্চ সমং সমং। ক্বাথং কৃত্বা পিবেন্নরঃ পরং স্যাদামপাচনং॥

শুঁঠ, আতিস, মুথা, ইহাদের ক্বাথ দ্বারা আম পরিপাক পায়।

গ্রহণীরোগে মুষ্টীযোগ।

অগস্ত্য পুষ্পের রসের সহিত মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে গ্রহণীরোগ বিনাশ পায়।

একতোলা মরিচচূর্ণ দুইতোলা শুঁঠ, চারিতোলা কুরচির ছাল, একতোলা পুরাতন গুড় এই সকল দ্রব্য একত্রিত করত সেবন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ তক্রপান করিবে। ইহাতে গ্রহণী বিদূরিত হয়।

অর্দ্ধতোলা, মিছরি ও একতোলা ইসবগুল একত্র করত সেবন করিবে।

নাগকেশর, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, জায়ফল, তগরপাদুকা, মরিচ, বংশলোচন, গুড়ত্বক, পিপ্পলী, চিতামূল, তালীশপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেজপত্র, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, আমলা ও কর্পূর এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা, সাতপল সিদ্ধিচূর্ণ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যত হইবে, তত পরিমাণ চিনি উহার সহিত একত্রিত করত সেবন করিলে গ্রহণী বিনাশ পায়। অগ্নিমান্দ্য ও অতীসার রোগেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

শুঁঠ, আতিস, মুথা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৫৩ রতি প্রমাণে লইয়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিবে, একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে গ্রহণী বিদূরিত হয়।

পরিষ্কৃত পাত্রে কিঞ্চিৎ গুড়, গুড়ের দ্বিগুণ মধু, চারিগুণ কাঁজি এবং আটগুণ দধির মাত একত্রিত করত স্থাপন পূর্ব্বক ধান্যের মধ্যে রাখিবে। পরে উহা বিকৃত হইলে উত্তোলন করত ছাঁকিয়া সেই জল পান করিলে গ্রহণীরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শুণ্ঠী, যবক্ষার, লবঙ্গ, জীরা, আতিস, বেলশুঁঠ, ধাইপুষ্প, ধনিয়া, বরাহক্রান্তা, রসাঞ্জন, আকনাদি, মুথা, কাঁকড়া শৃঙ্গী, সৈন্ধব, শ্বেত ধূনা, বালা ও ইন্দ্রযব এই সকল বস্তু একত্রিত করত সেবন করিবে। দশ অবধি কুড়ি রতি পর্য্যন্ত ইহার মাত্রা। মধু, অজাদুগ্ধ বা চালুনির জল ইহার অনুপান। ইহা দ্বারা গ্রহণীরোগ বিনাশ পায়, অগ্নিমান্দ্য রোগেও বিশেষ উপকার দর্শে।

একশত পল কুরচির ছাল চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া যখন দেখিবে যে ষোল সের মাত্র অবশিষ্ট আছে তখন তাহার মধ্যে কুড়ি পল চিনি দিবে। গুড়ের ন্যায় পাক হইলে তন্মধ্যে আকনাদি, বরাহক্রান্তা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, ধাইফুল, মুথা, দাড়িম্বছাল, আতিস, মোচরস, লোধ্র, রসাঞ্জন, ধনিয়া, বেণামূল, বালা এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ একপল দিবে এবং ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে একপল মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। শুষ্ক হইয়া না যায়, এরূপ পাত্রে রাখিতে হয়। বাসি জলের সহিত প্রতিদিন ইহার একতোলা অবলেহ করিলে অর্থাৎ চাটিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী বিনাশ পায়।

ভৃঙ্গরাজ, বরাহক্রান্তা বেলশুঁঠ, শ্বেত ধূনা, মোচরস, আকনাদি, সিদ্ধিপাতা, আতিস, পানিফলের পাতা, বালা, দাড়িম্বপত্র, ইন্দ্রযব, মুথা, ধাইপুষ্প, দারু হরিদ্রা, মরিচ, নিম্বছাল, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, চিরতা ও জামের ছাল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে হইয়া সমস্ত দ্রব্যের সমান কুরচির ছালের চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। মধু, অন্নের মণ্ড অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত এক মাষা পরিমাণে এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিলে যাবতীয় গ্রহণী ধ্বংস হইয়া থাকে।

বিল্বপত্রচূর্ণ সিদ্ধিচূর্ণ, নিসিন্দার পত্রচূর্ণ ও নিম্বপত্রচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চারি আনা মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে গ্রহণী বিনাশ পাইয়া থাকে। শীতল জল ইহার অনুপান।

একতোলা পুরাতন আম্রের কেশী, একতোলা

শ্বেত ধূনা, একতোলা; বেলশুঁঠ, একতোলা শিমূল আঠা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করত আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত বাটীয়া সেবন করিলে গ্রহণী বিনাশ পায়।

অথ গ্রহণ্যাং পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

তত্র পথ্যবিধিঃ।

নিদ্রাছর্দ্দনলঙ্ঘনং চিরভবা যে শালয়ঃ যষ্টিকাঃ মণ্ডো লাজকৃতো মসূর তুবরী মুদ্গ প্রসূতা রসাঃ। নিঃশেষোদ্ধৃতসারমেব দধি যদেগাক্ষীরজাতং গবাং। ছাগ্যা বা নবনীতমেব দধিজং তদ্বৎ পয়ঃ সম্ভবং॥

নিদ্রা, বমন, লঙ্ঘন, পুরাতন শালিধান্যের অন্ন, পুরাতন যষ্টিধান্যের অন্ন, খৈমণ্ড, মসুরের যূষ, অড়হরের যূষ, মুদ্গ যূষ, নিঃশেষে মাখনোদ্ধৃত গব্যদধি, গব্যদুগ্ধ, গব্যদধিজ মাখন, ছাগীদুগ্ধ ও ছাগদধিজাত মাখন, এই সমস্ত গ্রহণীরোগে পথ্য।

নাভের্দ্ব্যঙ্গুলকাদধোহর্দ্ধ—শাশিবদ্‌বংশাস্থিমূলে তথা। দাহঃ প্রজ্বলিতায়সা চ কথিতং পথ্যং গ্রহণ্যাতুরে॥

এই রোগে নাভির অঙ্গুলীদ্বয় নিম্নে এবং পৃষ্ঠাবংশাস্থির মূলে বহ্নিসন্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন করিবে ইহা গ্রহণীরোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

তক্রং কাঞ্চট-যৌনিষন্ন দলকং জাতীফলং জাম্বকং ধন্যাকানি চ তিন্দুকানি চ মহানিম্বোঽহিফেনকং। ক্রব্যাল্লাবশশৈণতিত্তিরিরসাঃ ক্ষুদ্রা ঝষাঃ সর্ব্বশঃ খুডডীপো মধুরালিকা চ খলিশঃ সর্ব্বঃ কষায়ো রসঃ॥

তক্র, কাঁচড়া, শুষণীশাক, জায়ফল, জম্বু, ধনে, ঘোড়ানিম, গাব, আফিম, অহিফেন, ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী জীবের মাংসযূষ; লাব, তিত্তিরি, খরগোস, হরিণ ইহাদের মাংসের যূষ, ক্ষুদ্র মৎস্য, খুড্ডীশ মৎস্য, মউরোলা মৎস্য, খলিসা মৎস্য ও যাবতীয় কষায় দ্রব্য পথ্য বলিয়া পরিগণিত।

ছাগান্যাজ্যপয়োদধীনি তিলজং তৈলং সুরা মাক্ষিকং শালূকং বকুলঞ্চ দাড়িম্বযুগং নব্যানি ভব্যানি চ। রম্ভায়াঃ কুসুমং ফলঞ্চ তরুণং বিল্বঞ্চ শৃঙ্গাটকং চাঙ্গেরী বিজয়া কপিত্থ-কুটজাজাজিকসেরুণি চ॥

ছাগীঘৃত, ছাগীদুগ্ধ, ছাগীদুগ্ধজাত দধি, তিলতৈল, সুরা, মধু, বকুল, শালুক, মিষ্ট ডালিম, অম্ল ডালিম, নূতন কামরাঙ্গা, মোচা, ঠটেকলা, কচিবেল, পাণিফল, আমরুল, কদবেল, সিদ্ধি, কুঠজ, কেলেজীরা, কেশুর এই সমস্ত গ্রহণীরোগে পথ্য

গ্রহণ্যাং অপথ্যবিধিঃ।

দ্রাক্ষামথাম্লং লবণং সরঞ্চ গুর্ব্বন্নপানং সকলঞ্চ পূপং বৈদ্যশ্চিকিৎসন্ গ্রহণীবিকারং বিবর্জ্জয়েৎ সন্ততমপ্রমত্তঃ॥

কিস্‌মিস্, অম্ল, লবণাক্ত বস্তু, সারক দ্রব্য গুরু অন্নপানীয়, সকলপ্রকার পিষ্টক এই সমস্ত গ্রহণীতে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং বৈদ্য সতর্কতা সহ এই সকল ত্যাগ করিবেন।

রক্তস্রুতিং জাগরমম্বুপানং স্নানং স্ত্রিয়ং বেগবিনিগ্রহঞ্চ। নস্যাঞ্জনস্বেদনধূমপানং শ্রমং বিরুদ্ধাশনমাতপঞ্চ॥

শোণিত মোক্ষণ, অবগাহন, জাগরণ, সলিল পান, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, নস্যঅঞ্জন, স্বেদ, ধূমপান, শ্রম, বিরুদ্ধ বস্তু সেবন, রৌদ্রসেবন এই সমস্ত গ্রহণীরোগে অপথ্য।

তাম্বূলমিক্ষুং বদরং রসালমের্ব্বারুকং পূগফলং রশোনং। ধান্যাম্লং

তুষোদকানি দুগ্ধং গুড়ং মস্তু চ নারিকেলং ॥

তাম্বুল, ইক্ষু, বদরী, কাঁঠাল, কাঁকুড়, সুপারী, লশুন, ধান্যাম্ল, সৌবীর, তুষজল, দুগ্ধ, গুড়, দধির মাত, নারিকেল গ্রহণীতে এই সকল অপথ্য।

গোধূম নিষ্পাবকলায় মাষবার্দ্রক-ছত্রক রাজমাষান্। উপোদিকা বাস্তুক কাকমাচী-কুষ্মাণ্ড-তুম্বী-মধুশিগ্রকুন্দান্।

গোধূম, রাজশিম্বী, কলায়, মাষকলায়, যব, আদা, কোঁড়ক, রাজমাষ, পুতিকা, বেতোশাক, কাকমাচী, কুমড়া, লাউ, লাল সজিনা, শস্যমূল এই সমস্ত গ্রহণীরোগে অপথ্য

অথ অতিসারচিকিৎসা।

তত্র নিদানং।

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধরুক্ষোষ্ণদ্রবস্থূলাতিশীতলৈঃ। বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণে বিষমৈশ্চাপি ভোজনৈঃ। স্নেহাদ্যৈরতিযুক্তৈশ্চ মিথ্যাযুক্তৈর্ব্বিষৈর্ভয়ৈঃ। শোকাদ্দুষ্টাম্বুমদ্যাতি পানৈঃ সাত্মর্ত্তুপর্য্যয়ৈঃ। জলাভিরমণৈর্ব্বেগবিঘাতৈঃ ক্রিমিদোষতঃ। নৃণাং ভবত্যতীসারো লক্ষণং তস্য বক্ষ্যতে ॥

গুরু, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, অত্যন্ত রুক্ষ, অত্যন্ত উষ্ণ, অতি স্থূল, অত্যন্ত শীতল ও বিরুদ্ধ বস্তু ভোজন, অধ্যয়ন, অজীর্ণ, বিষম ভোজন এই সকল হেতুতে আর স্নেহ, বমি ও বিরেচন প্রভৃতির অতিযোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ, বিষসেবন ভয় শোক, দুষ্ট সলিলপান, অধিক সুরাপান, স্বভাববিপরীত ও ঋতুবিপরীত দ্রব্য সেবন, জলবিহার, মূত্রপুরীষাদির বেগধারণ, এবং ক্রিমিদোষ এই সমস্ত হেতুতে অতীসার রোগের উৎপত্তি হয়।

অতীসারস্য রূপবর্ণনং।

সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধঃ শকৃন্মিশ্রো বায়ুনাধঃ প্রণুন্নঃ। সরত্যতীবাতিসারং তমাহুর্ব্যাধিং ঘোরং ষড়্বিধং তং বদন্তি ॥

অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেহস্থ জলীয় ধাতু বহ্নিবীর্য্য হ্রাস করিলে আর এই ধাতু অনিলবেগে অধোভাগে নীত হইলে মল সহ একত্র হইয়া ভূরি পরিমাণে বহির্গত হয় বলিয়া ইহাকে অতীসার বলা যায়

অতিসারস্য ভেদকথনং।

একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চাপি দোষৈঃ শোকেন্যান্যঃ ষষ্ঠ আমেন চোক্তঃ ॥

অতীসার ষড়্বিধ ;—বাতিক, পৈত্তিক, কফজ, সান্নিপাতিক, শোকজ ও অপক্ক অন্নজ।

অতিসারস্য পূর্ব্বলক্ষণং।

হৃন্নাভি-পায়ূদর-কুক্ষিতোদ-গাত্রাবসাদানলসন্নিরোধাঃ। বিট্সঙ্গ আধ্মান-মথাবিপাকো ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি ॥

হৃদয়, নাভিদেশ, গুহ্যদ্বার, উদর, কুক্ষি এই সমস্ত স্থলে সূচীবেধতুল্য ব্যথা জন্মে আর দেহের অবসাদ, বাতরোধ, মলসংকোচ, উদরাধ্মান ও অপরিপাক, অতীসার জন্মিবার অগ্রে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

বাতজাতিসারস্য লক্ষণং।

অরুণং ফেনিলং রুক্ষমল্পমল্পং মুহুর্ম্মুহুঃ। শকৃদামং সরুক্ শব্দং মারুতে নাতিসার্য্যতে ॥

অরুণবর্ণ, ফেনাসমন্বিত, রুক্ষ, অপক্ক মল অল্পমাত্রায় মুহুর্ম্মুহুঃ নির্গম এবং গুহ্যদ্বারে বেদনা, ইহাই বাতিক অতীসারের লক্ষণ।

পিত্তজাতিসারস্য লক্ষণং।

পিত্তাৎ পীতং হরিতং লোহিতং বা তৃষ্ণামূর্চ্ছা-দাহপাকোপপন্নং ॥

পিত্ত জন্য অতীসার হইলে মল হরিদ্বর্ণ বা রক্তবর্ণ হয় আর গুহ্যে জ্বালা জন্মে ও তৎস্থান পাকে এবং রোগী তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছায় অভিভূত হয়।

কফজাতীসারস্য লক্ষণং।

শুক্লং সান্দ্রং সকফং শ্লেষ্মণা তু বিস্রং শীতং হৃষ্টরোমা মনুষ্যঃ॥

শ্লেষ্মা প্রকোপে অতীসার হইলে মল শুভ্রবর্ণ, ঘন, শ্লেষ্মাসমন্বিত, আমগন্ধবিশিষ্ট আর শীতল হয় এবং দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে

ত্রিদোষজাতিসারস্য লক্ষণং।

বরাহস্নেহমাংসাম্বুসদৃশং সর্ব্ব-রূপিণং। কৃচ্ছ্রসাধ্যমতীসারং বিদ্যাদ্দোষত্রয়োদ্ভবং

ত্রিদোষজনিত অতীসার জন্মিলে মল বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মজ অতীসারের তুল্য লক্ষণবিশিষ্ট হয়; অধিকন্তু শূকরের চর্ব্বি বা মাংসধৌত সলিলবৎ বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা কষ্টসাধ্য।

শোকজাতীসারলক্ষণং।

তৈস্তৈর্ভাবৈঃ শোচতোঽল্পাশনস্য বাষ্পোষ্মা বৈ বহ্নিমাবিশ্য জন্তোঃ। কোষ্ঠং গত্বা ক্ষোভয়েত্তস্য রক্তং তচ্চাধস্তাৎ কাকণন্তী প্রকাশং। নির্গচ্ছেদ্ বৈ বিড়্ হ্যবিড়্ বা বিমিশ্রং নির্গন্ধং বা গন্ধবদ্বাতিসারঃ। শোকোৎপন্নো দুশ্চিকিৎস্যোঽতিমাত্রং রোগো বৈদ্যৈঃ কষ্ট এষ প্রদিষ্টঃ।

অর্থ বা আত্মীয়াদির বিনাশ হেতু অত্যন্ত শোক ও অল্প ভোজন করিলে তাহার বাষ্পোষ্মা বায়ুবশে কোষ্ঠে নীত হইয়া অগ্নিসহ একত্র হয় এবং শোণিতকে দূষিত করিয়া ফেলে। শোণিত দূষিত হইলে কুঁচের বর্ণযুক্ত রক্ত গুহ্য দিয়া মল সহ নির্গত হয় অথবা কেবলমাত্র রক্তই পড়ে ঐ রক্ত গন্ধহীন বা গন্ধযুক্ত হয়, এই রোগ দুশ্চিকিৎস্য।

আমজাতীসারলক্ষণং।

অন্নাজীর্ণাৎ প্রদ্রুতাঃ ক্ষোভয়ন্তঃ কোষ্ঠং দোষা ধাতুসংঘাম্মলাংশ্চ। নানাবর্ণং নৈকশঃ সারয়ন্তি শূলোপেতং ষষ্ঠমেনং বদন্তি॥

অন্নাজীর্ণ হেতু ক্রুদ্ধ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা কুপথগামী হইয়া কোষ্ঠ, রসাদিধাতু ও মলসকলকে দুষ্ট করত মুহুর্মুহুঃ যে বিবিধবর্ণের বিষ্ঠা নিঃসারণ করে, তাহারই নাম আমজাতীসার। এই রোগে উদরে অত্যন্ত বেদনা হয়।

অতিসারস্য পক্কাপক্ক লক্ষণং।

সংসৃষ্টমেভিদোষৈস্তু ন্যস্তমপ্স্ববসীদতি। পুরীষং ভৃশদুর্গন্ধি পিচ্ছিলঞ্চামসংজ্ঞিতং। এতান্যেব তু লিঙ্গানি বিপরীতানি যস্য বৈ। লাঘবঞ্চ বিশেষেণ তস্য পক্কং বিনির্দ্দিশেৎ॥

যে মল পূর্ব্বকথিত দোষলিঙ্গাদি সমন্বিত হয় আর সলিলে নিক্ষেপ করিলে মগ্ন হয় এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও পিচ্ছিল হয়, তাহারই নাম আম বা অপক্ক মল। যে মল ইহার বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট ও অতি লঘু, তাহাই পক্ক বলিয়া কথিত।

অতিসারস্য সাধ্যাসাধ্য-লক্ষণং।

পক্কজাম্ববসংকাশং যকৃৎপিণ্ডনিভং তনু। ঘৃততৈলবসামজ্জ-বেশবার-পয়োদধি। মাংসধাবনতোয়াভং কৃষ্ণনীলারুণপ্রভং। মেচকং স্নিগ্ধকবরং চন্দ্রকোপগতং ঘনং। কুণপং মস্তুলুঙ্গাভং সুগন্ধং

কাথতং বহু। তৃষ্ণাদাহতমঃশ্বাসহিক্কা-পার্শ্বাস্থিশূলিনং। সংমূর্চ্ছারতিসংমোহ-যুক্তং পক্কবলীগুদং। প্রলাপযুক্তঞ্চ ভিষ-গ্বর্জ্জয়েদতিসারিণং॥

যে রোগীর মল পক্ক জম্বুবৎ বর্ণ, কৃষ্ণলোহিত-বর্ণ, স্বচ্ছ, ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি, মজ্জা, বেশবার, দুগ্ধ, দধি ও মাংসধৌত জলের ন্যায়, কৃষ্ণ, নীল, অরুণ, মেচকাভ, স্নিগ্ধ, ময়ূরপুচ্ছবৎ বিবিধবর্ণ, গাঢ়, শবগন্ধবিশিষ্ট, আর মস্তকাভ্যন্তরস্থ স্নেহা-ভাববিশিষ্ট, উত্তমগন্ধপূর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে; আর যে রোগী পিপাসা, দাহ, অন্ধকার দর্শন, শ্বাস, হিক্কা, পার্শ্বব্যথা, অস্থিবেদনা, ইন্দ্রিয়মোহ, সকল চেষ্টাতে অস্পৃহা, চিত্তমোহ, প্রলাপ ও মলদ্বারের বলির পক্কতা এই সকল লক্ষণে আক্রান্ত হয়, বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। যে ব্যক্তি গুহ্য সম্বরণে অক্ষম, দুর্ব্বল, মাংসক্ষয় যুক্ত, অত্যন্ত আধ্মানবিশিষ্ট, উপদ্রবযুক্ত, পক্ক মলদ্বার যুক্ত ও শীতলদেহ, সেই রোগীও পরিত্যাজ্য।

অতীসারস্যোপদ্রবকথনং।

অসংবৃতগুদং ক্ষীণং দূরাধ্মাতমুপ-দ্রুতং। গুদে পক্কে গতোষ্মাণমতীসার-কিনং ত্যজেৎ। শ্বাসশূলপিপাসার্ত্তং ক্ষীণং জ্বরনিপীড়িতং। বিশেষেণ নরং বৃদ্ধমতীসারো বিনাশয়েৎ॥

শোথ, জঠরে শূলতুল্য ব্যথা, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, কাস, অরুচি, বমন, মূর্চ্ছা, হিক্কা এই সকল অতীসারের উপদ্রব। এই সকল উপদ্রব হইলে সে রোগী পরিত্যাজ্য। শ্বাস, শূল, তৃষ্ণা, বলহীনতা, মাংসক্ষয়, জ্বর ও বার্দ্ধক্য, এই সকল লক্ষণ হইলেও সেই রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

পিত্তজাতীসারস্যাবস্থা-বিশেষঃ।

পিত্তকৃন্তি যদাতীর্থং দ্রব্যাণ্যশ্নাতি পৈত্তিকে। তদোপজায়তেঽভীক্ষ্ণং রক্তা-তিসার উল্বণঃ॥

পৈত্তিক অতীসার জন্মিলে যদি অত্যন্ত পিত্ত-জনক বস্তু আহার করে, তাহা হইলে রক্তাতী-সারের উৎপত্তি হয়। রক্তাতীসারের বাতাদিজনিত লক্ষণ তত্তৎ অতীসারের লক্ষণের তুল্য।

প্রবাহিকাসংপ্রাপ্তিঃ।

বায়ু প্রবৃদ্ধো নির্জ্জিতং বলাশং নুদত্যধস্তাদহিতাশনস্য। প্রবাহতোঽল্পং বহুশো মলাক্তং প্রবাহিকাং তাং প্রব-দন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥

অহিত আহার ও মলনির্গমকালে অত্যন্ত কুন্থন এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া যে রোগে সঞ্চিত শ্লেষ্মাকে মলসহ বাহির করিয়া দেয়, চিকিৎসকগণ তাহাকে প্রবাহিকা কহেন। ইহারই নাম আমাশয়

বাতাদিভেদেন প্রবাহিকায়া রূপবর্ণনং।

প্রবাহিকা বাতকৃতা সশূলা পিত্তাৎ সদাহ সকফা কফাচ্চ। সশোণিতা শোণিতসম্ভবা চ তাং স্নেহরুক্ষপ্রভবা মতাস্তু॥

বাতিক প্রবাহিকাতে মলত্যাগকালে উদরে বেদনা হয়। পৈত্তিক প্রবাহিকাতে মলত্যাগ-কালে গুহ্যে জ্বালা করে। কফজ প্রবাহিকাতে কফযুক্ত মলনির্গত হয় এবং রক্তকোপে প্রবা-হিকা হইলে রক্তমিশ্রিত মল নির্গম হইয়া থাকে।

তাসাং লিঙ্গাদিকং।

তাসামতিসারবদাদিশেচ্চ লিঙ্গং ক্রমমামবিপক্কতাঞ্চ।

উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ প্রবাহিকার মধ্যে স্নিগ্ধ দ্রব্যে শ্লৈষ্মিক, রুক্ষদ্রব্যে বাতিক, তীক্ষ্ণদ্রব্যে পৈত্তিক এবং রক্তজ প্রবাহিকা জন্মে। ইহাদের পক্কাপক্কতা ও চিকিৎসার নিয়ম অতীসারবৎ।

অতিসারস্য নিবৃত্তিলক্ষণম্।

যস্যোচ্চারং বিনা মূত্রং সম্যগ্ বায়ুশ্চ গচ্ছতি। দীপ্তাগ্নের্লঘুকোষ্ঠস্য স্থিতস্তস্যোদরাময়ঃ॥

যাহার মল ব্যতিরেকে কেবল মূত্র পরিষ্কাররূপে বহির্গত হয়, যথাযথ নিয়মে বায়ুনির্গম হয়, অগ্নি প্রদীপ্ত ও কোষ্ঠের লঘুতা জন্মে, সেই ব্যক্তিই অতীসার হইতে মুক্ত হইয়াছে জানিবে।

অথ অতীসারস্য ঔষধিকথনং।

অতীসারবারণো রসঃ।

দরদং কৃতকর্পূরং মুস্তেন্দ্রযবসংযুতং।
সর্ব্বাতিসারশমনং খাখসীক্ষীরভাবিতং॥

হিঙ্গুল, কর্পূর, মুথা, ইন্দ্রযব এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক আফিঙের জলে ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা যাবতীয় অতিসাররোগ বিনষ্ট হয়। ইহাকে অতীসারবারণরস কহে।

পূর্ণচন্দ্রোদয়ো রসঃ।

শুদ্ধঞ্চ তালকং লৌহং গগনঞ্চ পলং পলং। কর্পূরং পারদং গন্ধং প্রত্যেকং বটকোন্মিতং। জাতীকোষ মুরাপত্রং শঠী তালীশ কেশরং। ব্যোষং চোচং কণামূলং লবঙ্গং পিচুসম্মিতং। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ। নানারূপমতীসারং গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীং। অম্লপিত্তং তথা শূলং শূলঞ্চ পরিণামজং। রসায়নবরশ্চায়ং বাজীকরণ-উত্তমঃ।

আটতোলা করিয়া বিশুদ্ধ হরিতাল, লৌহ ও অভ্র, একতোলা করিয়া কর্পূর, পারদ, গন্ধক; দুইতোলা করিয়া জয়িত্রী, মুরামাংসী, তেজপত্র, শঠী, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, দারুচিনি, পিপ্পলীমূল, লবঙ্গ সমুদায় বস্তু একত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া বড়ী প্রস্তুত করিবে। প্রভাতে গুরুদেব ও ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা নানাবিধ অতীসার, সকল প্রকার গ্রহণী, অম্লপিত্ত, শূল ও পরিণামশূল ধ্বংস হয়। এই ঔষধ সেবনদ্বারা রসায়ন ও বাজীকরণ কার্য্য হইয়া থাকে। ইহাকে পূর্ণচন্দ্রোদয়রস কহে।

কণাদ্যলৌহং।

কণানাগরপাঠাভিস্ত্রিবর্গত্রিতয়েন চ।
বিল্বচন্দনহ্রীবেরৈঃ সর্ব্বাতিসারজিদ্ভবেৎ।
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তামপি হন্তি প্রবাহিকাং।
নালেন সদৃশং লৌহং বিদ্যতে গ্রহণীহরং॥

পিপ্পলী, শুণ্ঠী, আকনাদি, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ এবং বেলশুঁঠ, চন্দন ও বালা এই সমস্ত বস্তু উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত সর্ব্বদ্রব্যের তুল্য লৌহ মিশাইবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা যাবতীয় অতীসার এবং সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্ত প্রবাহিকা ও গ্রহণীরোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে কণাদ্যলৌহ কহে।

বৃহদ্গগনসুন্দরঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চাভ্রং লৌহঞ্চাপি বরাটকং। রূপ্যং চাতিবিষং কর্ষং সমভাগং প্রকল্পয়েৎ। ধান্যশুণ্ঠীকৃতকাথৈর্ভাবয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্। গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ। দগ্ধবিল্বং গুড়েনৈব কুর্য্যাত্তদনুপানকং। অজাদুগ্ধেন বা পেয়ং জম্বুত্বক্‌সাধিতং রসং। অতিসারে জ্বরে ঘোরে গ্রহণ্যামরুচৌ তথা। সামে সশূলে রক্তে চ পিচ্ছাস্রাবে ভ্রমে তথা। শোথে রক্তাতীসারে চ সংগ্রহগ্রহণীষু চ॥

দুইতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, কড়িভস্ম, রৌপ্য ও আতিস এই সকল বস্তু লইয়া, ধনিয়া ও শুণ্ঠীর কাথে ভিন্ন ভিন্নরূপে ভাবনা দিয়া একগুঞ্জা পরিমাণে এক একটী বড়ী করিবে। প্রভাতে উঠিয়া গুরুদেব ও ব্রাহ্মণের পূজা করতঃ

বেলপোড়া ও গুড় অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিবে কিম্বা ছাগদুগ্ধের সহিত জামের ছাল সিদ্ধ করিয়া এই ঔষধের অনুপানার্থ ব্যবহার করিবে। ইহাকে বৃহদ্গগনসুন্দর কহে। অতীসার, জ্বর, গ্রহণী, অরুচি, আমশূল, রক্তদোষ, ভ্রম, শোথ, রক্তাতিসার প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

লোকনাথো রসঃ।

ভস্মসূতস্য ভাগৈকং চত্বারঃ শুদ্ধগন্ধকাৎ। ক্ষিপ্ত্বা বরাটিকাগর্ভে টঙ্গণেন নিরুধ্য চ। ভাণ্ডে রুদ্ধা পুটে পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। লোকনাথরসো নাম ক্ষৌদ্রেগুঞ্জাচতুষ্টয়ং। নাগরাতিবিষামুস্তং দেবদারুবচান্বিতং। কষায়মনুপানন্তু সর্ব্বাতিসারনাশনঃ॥

একভাগ রসসিন্দুর ও চারিভাগ গন্ধক, এই দুই দ্রব্য একটী কড়ির মধ্যে পুরিয়া সোহাগার দ্বারা সেই কড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। অনন্তর পুটপাকে পাক করিয়া শীতল হইলে ইহা লইয়া চারি রতি পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিবে এই ঔষধ সেবনান্তে শুণ্ঠ, আতিস, মুথা, দেবদারু ও বচ ইহাদিগের ক্বাথ পান করিবে। ইহাকে লোকনাথরস কহে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা যাবতীয় অতীসাররোগ ধ্বংস পায়।

চিন্তামণিরসঃ।

শুদ্ধসূতং মৃতং তাম্রং গন্ধকং প্রতিকার্ষিকং। চূর্ণয়েদ্বিষকর্ষার্দ্ধং বিষার্দ্ধং তিন্তিড়ীফলং। মর্দ্দয়েৎ খল্লমধ্যে তু চাম্লেন গোলকীকৃতং। গর্ত্তং ষড়ঙ্গুলং কুর্য্যাৎ সর্ব্বতো বর্ত্তুলং শুভং। নাগবল্ল্যাঃ ক্ষিপেৎ পত্রমাদৌ পাত্রে চ গোলকং। আচ্ছাদ্য তচ্চ পত্রেণ রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ। স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য সপত্রঞ্চ বিশেষতঃ। কর্ষার্দ্ধং মরিচং দত্ত্বা কর্ষার্দ্ধং তিন্তিড়ীফলং। গুঞ্জামিতাং বটীং কুর্য্যাচ্চিন্তামণিরসো মহান্। অতিসারে ত্রিদোষোত্থে সংগ্রহগ্রহণীগদে। অনুপানং বিধাতব্যং যথা দোষানুসারতঃ॥

দুইতোলা করিয়া পারদ, তাম্র ও গন্ধক, এক তোলা বিষ, অর্দ্ধতোলা তেঁতুল এই সকল বস্তু উত্তমরূপে কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। অনন্তর এই ঔষধপিণ্ড পানদ্বারা বেষ্টন করিয়া সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তুল ষড়ঙ্গুলপরিমিত গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পুনরায় পানপত্রদ্বারা আবৃত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে সেই পানপত্রের সহিত ঔষধ লইয়া তাহার সহিত একতোলা মরিচচূর্ণ এবং একতোলা তেঁতুল মিশাইয়া লইবে। পরে একরতিপরিমাণ বড়ী করিয়া সেবন করিবে। ইহাকে চিন্তামণিরস কহে। ত্রিদোষজন্য অতীসারে এবং গ্রহণীরোগে এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া এই ঔষধের অনুপান স্থির করিবে।

অহিফেণবটিকা।

অহিফেণং সখর্জ্জুরং ঘৃষ্ট্বা গুঞ্জৈকমাত্রকং। রক্তস্রাবমতীসারমতিবৃদ্ধং বিনাশয়েৎ।

অহিফেণ ও খর্জ্জুর এই দুই বস্তু সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। একরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে, রক্তস্রাব ও দারুণ অতীসার বিনষ্ট হয়। ইহাকে অহিফেণবটিকা কহে।

মহাগন্ধকং।

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং গ্রাহ্যমেকং সুশোধিতং। ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা মৃদুপাকেন সাধয়েৎ। জাতীফলং তথা কোষং লবঙ্গারিষ্টপত্রকে। সিন্ধুবারদলঞ্চৈব এলাবীজং তথৈব চ। এষাঞ্চ কর্ষমাত্রেণ তোয়েনাথ বিমর্দ্দয়েৎ। মুক্তাগৃহে পুনঃ স্থাপ্যং পুটপাকেন সাধয়েৎ। ঘনপঙ্কে বহির্লিপ্তা পুটমধ্যে নিধাপয়েৎ। গুঞ্জাষ্টকপ্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ। এতৎ প্রোক্তং

কুমারাণাং রক্ষণায় মহৌষধং। জ্বরঘ্নং দীপনঞ্চৈব বলবর্ণপ্রসাধনং। দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়ত্যেব প্রবাহিকাং। সূতিকাঞ্চ জয়েদেতদ্রক্তার্শো রক্তসম্ভবং। পিশাচা দানবা দৈত্যা বালানাং বিঘ্নকারকাঃ। যত্রৌষধবরস্তিষ্ঠেৎ তত্র সীমাং ন যান্তি তে। বালানাং গদযুক্তানাং স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষতঃ। মহাগন্ধকমেতদ্ধি সর্ব্বব্যাধিনিসূদনং।

দুইতোলা পারদ ও গন্ধক শোধন করিয়া একত্র উত্তমরূপে পেষণ করতঃ কজ্জলী করিবে। অনন্তর মৃদুপাকে রসপর্প টীবৎ পাক করিয়া ইহার সহিত দুইতোলা করিয়া জাতিফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, নিম্বপত্র, নিসিন্দাপত্র ও এলাচী এই সকল বস্তু মিশাইয়া একটী ঝিনুকের মধ্যে রাখিবে অনন্তর ঐ ঝিনুকের বহির্দ্দেশ ঘন কর্দ্দমদ্বারা লেপন করতঃ পুটপাক করিয়া শীতল হইলে গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ প্রত্যহ ছয়রতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহা বালকদিগের রক্ষণবিষয়ে মহৌষধস্বরূপ এই ঔষধ জ্বর ধ্বংস করে এবং অগ্নির উদ্দীপন করিয়া বল ও বর্ণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এই ঔষধ সেবন দ্বারা গ্রহণীরোগ, প্রবাহিকা, সূতিকারোগ, রক্তার্শ ও রক্তসম্ভব রোগ বিনষ্ট হয় এবং বালকদিগের বিঘ্নকর পিশাচ, দানব, দৈত্য পলায়ন করে। যে স্থানে এই ঔষধ থাকে, তাহার নিকট পিশাচাদি গমন করিতে সমর্থ হয় না। ইহার নাম মহাগন্ধক। ইহা দ্বারা বালক ও স্ত্রীলোকের যাবতীয় রোগ ধ্বংস হয়।

অথ অতীসারেপাচনচিকিৎসা।

ধন্যাদ্যক্কাথঃ।

ধন্যনাগরমুস্তা চ বালকং বালবিল্বকং। বলা নাগবলা চেতি কাথেরক্তাতিসারিণাং॥

ধনিয়া, শুঁঠ, মুথা, বালা, কচিবেল, বেড়েলা ও গোরক্ষ চাকুলিয়া এই সকলের কাথ যথানিয়মে পাক করিয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা রক্তাতীসার দমন হয়।

বৎসকাদিক্কাথঃ।

বৎসকাতিবিষা শুণ্ঠী বিল্বহিঙ্গু যবাম্বুদাঃ। চিত্রকেণ যুতৈঃ কাথ আমাতীসারনাশনঃ॥

ইন্দ্রযব, আতিস, শুঁঠ, বেলশুণ্ঠ, হিঙ্গু, যব, মুথা, রক্তচিতা এই সকল দ্রব্যের কাথ দ্বারা আমাতীসার ধ্বংস হয়।

কুটজাদিঃ।

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ববালকং। লোধ্র চন্দন পাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ। সামে সশূলে রক্তাদিসর্ব্বাতীসারনাশনঃ।

কুরচি, দাড়িমের খোসা, মুথা, ধাইপুষ্প, কচিবেল, লোধ্র, রক্তচন্দন, আকনাদি এই সকলের কাথ মধুসংযুক্ত হইলে শূলবিশিষ্ট রক্তাদিসমন্বিত অতীসার দূর হয়।

ধান্যচতুষ্কং।

ধান্যকং বালকঞ্চৈব মুস্তকং বিল্বমেব চ। আমশূলবিবন্ধঘ্নং বহ্নিদীপনপাচনম্॥

ধনিয়া, বালা, মুথা, বেলশুণ্ঠি এই কয় দ্রব্যের কাথ অতীসার, আমশূল ও মলবদ্ধতা নাশ করে এবং অগ্নিবৃদ্ধি করিয়া পরিপাক করে।

পঞ্চমূল্যাদিঃ।

পঞ্চমূলী বলা বিল্বধান্যকোৎপলবিশ্বজাঃ। বাতাতীসারিণে দেয়াস্ত শৃক্রেণান্যতমেন বা॥

মহৎ পঞ্চমূল, বেড়েলা, বেলশুণ্ঠ, ধনিয়া, নীলোৎপল, শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের কাথ বাতাতীসার ধ্বংস করে।

ধান্যপঞ্চকম্ ।

ধান্যকং নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেব চ। আমশূলবিবন্ধঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনং ॥

ধনিয়া, শুণ্ঠী, মুথা, বালা, বিল্বশুণ্ঠ ইহাদের ক্বাথ আমজ ব্যথা ও মলবদ্ধতা দূর করে।

কুটজত্বগাদিঃ ।

কুটজত্বক্ ফলং মুস্তং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। অতীসারং জয়ত্যাশু শর্করা মধুযোজিতং ॥

কুরচি, ইন্দ্রযব, মুথা ইহাদের ক্বাথ চিনি এবং মধুসংযুক্ত হইলে অতীসার দূর হয়।

দাড়িম্বদ্বয়ং ।

কষায়ো মধুনা পীতাস্ত্বচো দাড়িমবৎসকাৎ। সদ্যো জয়েদতীসারং সরক্তং দুর্নিবারকং ॥

দাড়িমের ত্বক ও কুরচির ছাল ইহাদের ক্বাথ রক্তাতীসার দূর করে।

পটোলাদিঃ ।

পটোলযবধন্যাকক্বাথঃ পেয়ঃ সুশীতলঃ। শর্করামধুসংযুক্তশ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনঃ ॥

পলতা, যব ও ধনিয়া ইহাদের ক্বাথ মধু ও চিনিসংযুক্ত হইলে ছর্দ্দি ও অতিসার নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদিঃ ।

বিড়ঙ্গাতিবিষা মুস্তং দারু পাঠা কলিঙ্গকং। মরিচেন সমাযুক্তং শোথাতীসারনাশনং ॥

বিড়ঙ্গ, আতিস, মুথা, দেবদারু, আকনাদি, ইন্দ্রযব এই সকলের ক্বাথ মরিচসংযুক্ত হইলে শোথ ও অতীসার দূর হয়।

পথ্যাদিক্বাথঃ ।

পথ্যা দারু বচামুস্তৈর্নাগরাতিবিষান্বিতৈঃ আমাতীসারনাশায় ক্বাথমেভিঃ পিবেন্নরঃ ॥

হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুথা, শুঁঠ ও আতিস ইহাদের ক্বাথ আমাতীসার দূর করে।

বিল্বাদিক্বাথঃ ।

বিল্বশক্রযবাম্ভোদবালকাতিবিষাকৃতঃ। কষায়ো হন্ত্যতীসারং সামং পিত্তসমুদ্ভবং ॥

বেলশুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, মুথা, বালা, আতিস ইহাদের ক্বাথ পৈত্তিক আমাতীসার বিনাশ করে।

পাঠাদিঃ ।

পাঠা গুড়ূচী ভূনিম্বস্তথৈব কটুরোহিণী। কষায়ো মধুসংযুতঃ পিত্তাতিসারনাশনঃ ॥

আকনাদি, গুলঞ্চ, চিরতা, কটকী ইহাদের ক্বাথে মধু মিশ্রিত হইলে পৈত্তিক অতিসার বিনাশ পায়।

চব্যাদিক্বাথঃ ।

চব্যকাতিবিষামুস্তং বালবিল্বং সনাগরং। বৎসকত্বক্ফলং পথ্যাচ্ছর্দ্দিশ্লেষ্মাতিসারনুৎ ॥

চই, আতিস, মুথা, কচিবেলের শাঁস, শুঁঠ, কুরচির ছাল, ইন্দ্রযব, হরীতকী এই সকলের ক্বাথ বমন ও কফাতীসার বিনাশ করে।

গুড়বিল্বম্ ।

গুড়েন খাদয়েদ্বিল্বং রক্তাতীসারনাশনং। আমশূলবিবন্ধঘ্নং কুক্ষিরোগবিনাশনঃ ॥

বিল্বশুণ্ঠী, অম্লজলে সিদ্ধ করতঃ নরম হইলে সেই বিল্ব গুড়সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা উদরাময়, মলবিবদ্ধতা, শূল ও আমদোষ বিনাশ পায়। সেবনকালে বিল্বের সমান গুড় মিশাইবে।

হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবের ভদ্রমুস্তকং বিল্বনাগরধান্যানি। ইদং পৈত্তেঽতিসারে হি বিজানীয়ান্মহৌষধং ॥

বালা, মুথা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, ধনিয়া ইহাদের ক্বাথ পিত্তাতীসারে উপকারী।

অথ অতিসারে মুষ্টিযোগ।

বেলশুঁঠ, কাকড়াশৃঙ্গী, মুথা, হরীতকী ও শুণ্ঠি এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র অৰ্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে পান করিলে অতীসারের নিবৃত্তি হয়।

বচ, বিড়ঙ্গ, যমানী, ধনিয়া, দেবদারু এই কয় দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে।

কুড়, আতিস, আকনাদি, চৈ, কটকী এই সকল দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে জলে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে।

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, রক্তচিতা ও গজপিপুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উক্ত প্রকারে জলে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে।

বটের কুঁড়ি তণ্ডুলজলে বাটিয়া তক্র সহ সেবন করিলে অতীসার ধ্বংস হয়।

চিনি ও মধু একত্র করতঃ তণ্ডুলজল সহ পান করিলে রক্তাতীসার দূর হয়।

ওকড়ার শিকড় এক তোলা তণ্ডুল জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে সৰ্ব্ববিধ অতীসার ও গ্রহণী ধ্বংস হয়।

অথ অতিসারে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

তত্র পথ্যবিধিঃ।

শশৈণলাবহরিণকপিঞ্জলভবা রসাঃ সর্ব্বে ক্ষুদ্রঝষাঃ শৃঙ্গী খুড্ডীশো মদ্গুরো-লিকা ॥

খরগোশ, এণ, হরিণ ও তিত্তিরি পাখীর মাংস-যূষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য, শিঙ্গিমৎস্য, খুড্ডীশ মৎস্য ও মৌরোলা মৎস্য অতিসারে পথ্য।

অন্নপনানি সর্ব্বাণি দীপনানি লঘুনি চ ॥

যে সমস্ত ভক্ষ্য ও পানীয় দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি হয় আর যাহা লঘু, অতীসারে তাহাই পথ্য।

বমনং লঙ্ঘনং নিদ্রা পুরাণাঃ শালি-যষ্টিকাঃ। বিলেপী লাজমণ্ডশ্চ মসূর-তুবরীরসঃ ॥

বমন, লঙ্ঘন, দিবানিদ্রা, পুরাতন শালি তণ্ডুলের বা যষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, বিলেপী, লাজমণ্ড, মসূরের যূষ এই সমস্ত অতীসারে পথ্য।

তৈলং ছাগঘৃতক্ষীরে দধিতক্রে গবামপি। দধিজং বা পয়োজং বা নব-নীতং গবাজয়োঃ ॥

তৈল, ছাগীঘৃত, ছাগীদুগ্ধ, ছাগীদুগ্ধের দধি, ছাগীদুগ্ধের ঘোল, গব্যদুগ্ধ, গব্যদধি, গব্য ঘোল, গব্য ঘি, গব্য মাখন, ছাগীদুগ্ধজ মাখন, অতীসারে এই সকল পথ্য।

নবং রম্ভা পুষ্পফলং ক্ষৌদ্রং জম্বু-ফলানি চ। ভব্যং মহার্দ্রকবিশ্বং শালু-কঞ্চ বিকঙ্কতং ॥

নূতন কলা, মোচা, মধু, জাম, কামরাঙ্গা, বন-আদা, শুণ্ঠি, কুমুদাদি মূল, বঁইচ এই সমস্ত পথ্য।

জাতীফলঞ্চ হ্রীবেরং জীরকং গিরি-মল্লিকা। কুস্তুম্বুরু মহানিম্বঃ কষায়ঃ সকলো রসঃ ॥

বালা, জীরা, ধনে, কুটজ, ঘোড়ানিম ও কষায় বস্তু এই রোগে পথ্য।

কপিত্থং বকুলং বিল্বং তিন্দুকং

দাড়িম্বদ্বয়ং। তালকং কঙ্কটদলং চাঙ্গেরী বিজয়ারুণা ॥

কদবেল, বকুল, বেল, গাব, মিষ্ট দাড়িম, অম্ল দাড়িম, তাল, কাঁচড়া, আমরুল, সিদ্ধি, আতিস এই সমস্ত বস্তু পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

নাভের্দ্ব্যঙ্গুলতোঽধস্তাৎ শস্ত্রোণার্দ্ধ-শশাঙ্কবৎ। দাহো বংশাস্থিমূলে চ পথ্য-বর্গোঽতিসারিণাং ॥

অতিসারে নাভির দুই অঙ্গুলি নীচে ও পৃষ্ঠ-বংশাস্থির মূলে তপ্ত অস্ত্র দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার চিহ্ন করিয়া দিবে।

অপথ্যবিধিঃ।

গোধূমমাষযববাস্তুককাকমাচী নিষ্পা-বকন্দ-মধুশিগ্ররসালপূগং। কুষ্মাণ্ডতুম্বি-বদরং গুরু চান্নপানং তাম্বূলমিক্ষুগুড়-মদ্যমুপোদিকা চ ॥

গোধূম, মাষকলায়, যব, বাস্তুক, কাকমাচী. রাজমাষ, ওল, কচু, লালসজিনা, কাঁঠাল, গুবাক, কুমড়া, লাউ, বদরী, মদ্য, ইক্ষু, পূতিকা, গুড়, পান ও গুরু দ্রব্য অতীসারে পথ্য।

ইর্ব্বারুকং লবণমম্লাপি প্রকোপী বর্গোঽতিসারগদপীড়িতমানবেষু ॥

কাঁকুড় লবণাক্ত বস্তু, অম্লবস্তু আর যাহা দ্বারা দোষের পাক হয়, তাহা অপথ্য।

স্বেদোঽঞ্জনং রুধিরমোক্ষণমম্বুপানং স্নানং ব্যবায়মপি জাগরধূমনস্যং। অভ্য-ঞ্জনং সকলবেগবিধারণঞ্চ রুক্ষাণ্যসাত্ম্যান্য-মশনঞ্চ বিরুদ্ধমেন্নং ॥

স্বেদ, অঞ্জন, রক্তমোক্ষণ, জলপান, অবগাহন, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, ধূমসেবন, নস্য, তৈলমর্দ্দন, মূত্রপুরীষ বা বমনের বেগধারণ, রুক্ষদ্রব্য আহার, অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ ও বিরুদ্ধ বস্তু ভোজন এই রোগে অপথ্য।

দ্রাক্ষাম্লবেতসফলং লশুনঞ্চ ধাত্রী দুষ্টাম্বুমস্তু গুহবারি চ নারিকেলং। সংস্নেহনং মৃগমদোঽখিলপত্রশাকং ক্ষারঃ সরাণি সকলানি পুনর্নবা চ ॥

কিস্‌মিস্‌, থৈকল, লশুন, আমলকী, দূষিত জল, দধির মাত, অনেকদিনের জল, নারিকেল, স্নিগ্ধ কার্য্য, কস্তুরিকা, সকলপ্রকার শাক, ক্ষারবস্তু, সারক দ্রব্য, পুনর্নবা এই সকল অপথ্য।

অথ অর্শোরোগচিকিৎসা।

অর্শোরোগস্য স্বরূপ-নির্ণয়ঃ।

দোষাস্ত্বঙ্মাংসমেদাংসি সংদূষ্য বিবিধা-কৃতীন্। মাংসাঙ্কুরানপানাদৌ কুর্ব্ব ন্ত্যর্শাংসি তান্ জগুঃ ॥

বায়ুপিত্তাদি দোষসকল ত্বক্, মাংস ও মেদ দূষিত করিয়া মলদ্বারে যে বিবিধরূপ মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাকেই অর্শ কহে।

অর্শোরোগস্যভেদ নিরূপণং।

পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ শোণিতৈঃ সহজানি চ। অর্শাংসি ষট্প্রকারাণি বিদ্যাদ্গুদবলিত্রয়ে ॥

গুহ্যদ্বারস্থ বলিত্রয়ে ছয় প্রকার অর্শ জন্মে ;— বাতিক, পৈত্তিক, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ " সহজ।

বাতিকার্শোনিদানং।

কষায় কটুতিক্তানি রুক্ষশীতলঘূনি চ। প্রমিতাল্পাশনং তীক্ষ্ণং মদ্যং মৈথুন সেবনং। লঙ্ঘনং দেশকালৌ চ শীতৌ ব্যায়ামকর্ম্ম চ। শোকো বাতাতপ স্পর্শো হেতুর্ব্বাতার্শসাং মতঃ ॥

কষায়, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল ও লঘু বস্তু আহার- পরিমিত অল্পাহার, মাত্রাশূন্য অল্প আহার, তীক্ষ্ণ সুরা পান, অধিক মৈথুন, উপবাস, শীতল

স্থানে অবস্থিতি, শৈত্য, অত্যন্ত ব্যায়াম, শোক, প্রবল বাতাস ও আতপ সেবন, এই সমস্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া বাতিক অর্শ উৎপাদন করে

বাতিকার্শো-লক্ষণং।

গুদাঙ্কুরা বহ্বনিলাঃ শুষ্কাশ্চিমিচিমান্বিতাঃ। ম্লানাঃ শ্যাবারুণা স্তব্ধা বিষদাঃ পরুষাঃ খরাঃ। মিথো বিসদৃশা বক্রা তীক্ষ্ণাবিস্ফুটিতাননাঃ। বিম্বীখর্জ্জুর কর্কন্ধু-কার্পাসী-ফল-সন্নিভাঃ। কেচিৎ কদম্ব-পুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ। শিরঃ-পার্শ্বাংসকট্যুরুবঙ্ক্ষণাদ্যধিকব্যথাঃ। ক্ষবথুদ্গারবিষ্টম্ভঃহৃদ্গ্রহারোচকপ্রদাঃ। কাসশ্বাসাগ্নিবৈষম্য-কর্ণনাদ-ভ্রমাবহাঃ। তৈরার্ত্তো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকং। রুক্‌ফেনপিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে। কৃষ্ণত্বঙ্‌নখবিন্মূত্র-নেত্রবক্ত্রশ্চ জায়তে।

বায়ুজন্ম অর্শোরোগ হইলে বলিস্থ মাংসাঙ্কুর শুষ্ক, চিমচিমি বেদনাযুক্ত, বৃদ্ধিশূন্য, শাকবর্ণ, ঈষৎ লোহিতবর্ণ, কর্কশ, ধূলিস্পর্শ সদৃশ, অপিচ্ছল, গোজিহ্বাবৎ খরস্পর্শ, কর্কটিকা ফলের ন্যায় কর্কশ, পরস্পর অসমান, কুটিল, সূক্ষ্মাগ্র ও স্ফুটিতমুখ হয়। কোন কোনটা বিম্বফল সদৃশ, কোনটা বা খর্জ্জুর সদৃশ, কোনটা বদরীফলের ন্যায়, কোনটা বা বনকার্পাসীফলের সদৃশ, কোনটা বা কদম্বফুলের তুল্য, কোনটা বা শ্বেত-সরিষার ন্যায় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন রোগীর মস্তকের পার্শ্ব, স্কন্ধ, কটি, ঊরু, বঙ্ক্ষণ এই সমস্ত স্থলে বেদনা, হাঁচি, উদ্গার, উদরব্যথা, আধ্মান, হৃদ্‌ব্যথা, অরুচি, কাস, শ্বাস, অগ্নির বৈষম্য, কর্ণে অস্ফুট শব্দবোধ, ভ্রম এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগী যে মল ত্যাগ করে, তাহা পিচ্ছিল, অল্পপরিমিত, বিবদ্ধ ও প্রস্তরবৎ গ্রন্থিল। মলত্যাগকালে শব্দ হয় ও রোগী কুন্থন দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই রোগে চর্ম্ম, নখ, মল, মূত্র, চক্ষু ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

পৈত্তিকার্শো-নিদানং।

কট্বম্ললবণোষ্ণানি ব্যায়ামাগ্ন্যাতপ-প্রভাঃ। দেশকালাবাশাশরৌ ক্রোধো মদ্যমসূয়নং। বিদাহী তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ সর্ব্বং পানান্নভেষজং। পিত্তোল্বণানাং বিজ্ঞেয়ঃ প্রকোপে হেতুরর্শসাং॥

কটু, অম্ল, লবণ ও উষ্ণবস্তু আহার, অত্যন্ত পরিশ্রম, বহ্নিবেসন, আতপসেবন, উষ্ণস্থানে অবস্থিতি, উষ্ণ সময়, রোষ, সুরাপান, অসূয়া, বংশাঙ্কুরাদি ভক্ষণ, তীক্ষ্ণ পানীয় এবং তীক্ষ্ণ অন্ন ও তীক্ষ্ণ ঔষধ সেবন, উষ্ণ পানীয় পান, উষ্ণ ঔষধ সেবন এই সমস্ত কারণে পৈত্তিক অর্শ জন্মে

পৈত্তিকার্শো-লক্ষণং।

পিত্তোত্তরা নীলমুখা রক্ত-পীতাসিত-প্রভাঃ তন্বস্রস্রাবিণো বিস্রাস্তনবো মৃদবঃ শ্লথাঃ। শুকজিহ্বা-যকৃৎ-খণ্ড-জলৌকাবক্ত্র-সন্নিভাঃ। দাহপাক-জ্বর-স্বেদ-তৃণ্মূর্চ্ছারুচিমোহদাঃ। সোষ্মাণো দ্রবনীলোষ্ণপীতরক্তামবর্চ্চসঃ। যবমধ্যা হরিৎপীতহরিদ্রত্বঙ্‌নখাদয়ঃ॥

পৈত্তিক অর্শ জন্মিলে বলির অঙ্কুর লোহিত-বর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ঐ সকলের অগ্রদেশ প্রভাসম্পন্ন ও নীলবর্ণ হয়। উহাদের সংখ্যা অল্প, ঐ সমস্ত আমগন্ধবিশিষ্ট, অল্পাকার ও মৃদু হইয়া থাকে। উহার মধ্যে কোনটা শুক-জিহ্বাবৎ সূক্ষ্ম, কোনটা যকৃৎপিণ্ডের ন্যায়, কোনটা যবের ন্যায় স্থূলমধ্য, কোনটা বা জলৌ-কার মুখের ন্যায়। এই রোগে দাহ, শুষ্কত্ব, জ্বর, স্বেদ, অরুচি, মোহ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। রোগী যে মল ত্যাগ করে, উহা কখন পিত্ত সহ নীল, কখন পীত, কখন রক্তবর্ণ, কখন বা অপক্ক ও উষ্ণ দেখা যায়। এই রোগে চর্ম্ম, নখ, মল, হরিদ্বর্ণ, পীতবর্ণ বা হরিদ্রাসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকার্শো-নিদানং।

মধুরস্নিগ্ধশীতানি লবণাম্লগুরুণি চ। অব্যায়ামদিবাস্বপ্নশয্যাসনসুখে রতিঃ। প্রাগ্বাতসেবাশীতৌ চ দেশকালাবা-

চিন্তনং। শ্লৈষ্মিকানাং সমুদ্দিষ্টমেতৎ কারণমর্শসাং ॥

মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণাক্ত, অম্ল ও গুরুপাক বস্তু আহার, পরিশ্রম পরিত্যাগ, দিবানিদ্রা, শয্যায় বা একাসনে অধিকক্ষণ অবস্থিতি, প্রাগ্বায়ু সেবন, শীতল স্থানে অবস্থিতি, নিরন্তর নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান, এই সকল কারণে কফজ অর্শোরোগ উৎপন্ন হয়।

শ্লৈষ্মিকার্শোলক্ষণং ।

শ্লেষ্মোল্বণা মহামূলা ঘনা মন্দরুজঃ সিতাঃ। উৎসন্নোপচিতস্নিগ্ধাঃ স্তব্ধবৃত্তগুরুস্থিরাঃ। পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শ্লক্ষ্ণাঃ কণ্ড্বাঢ্যাঃ স্পর্শনপ্রিয়াঃ। করীরপনসাস্থ্যাভাস্তথা গোস্তনসন্নিভাঃ। বঙ্ক্ষণানাহিনঃ পায়ুবস্তিনাভি বিকর্ষিণঃ। সশ্বাসকাসহৃল্লাস-প্রসেকা-রুচিপীনসাঃ। মেহকৃচ্ছ্র-শিরোজাড্য-শিশির-জ্বরকারিণঃ। ক্লৈব্যাগ্নিমার্দ্দবচ্ছর্দ্দিরামপ্রায়বিকারদাঃ। বসাভসকফ প্রাজ্যপুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ। ন স্রবন্তি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুস্নিগ্ধত্বগাদয়ঃ ॥

কফজনিত অর্শোরোগ হইলে অঙ্কুরের মূলভাগ অত্যন্ত বিস্তৃত ও নিবিড়াঙ্গযুক্ত হয়। ঐ অঙ্কুর অল্পবেদনাবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘ, স্থূল, স্নিগ্ধ অথচ অনম্য, গোলাকার, বহুভারবোধক, নিশ্চল, পিচ্ছিল, সিক্ত বস্ত্রাবৃত সদৃশ ও মণিতুল্য মসৃণ বোধ হয়। উহা স্পর্শ করিলে সুখবোধ হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃ অল্প ব্যথাসমন্বিত ও কণ্ডুবিশিষ্ট। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বংশাঙ্কুর সদৃশ, কতকগুলি কণ্টকিফলের বীজের ন্যায়, কতকগুলি গোস্তন তুল্য। এই রোগে বলিদ্বারা রোগীর বঙ্ক্ষণদ্বয়ে বন্ধনতুল্য ব্যথা হয়, সুতরাং রোগী বঙ্ক্ষণ চালনায় সমর্থ হয় না। এই রোগ গুহ্যদ্বার, মূত্রাশয় ও নাভিতে আকর্ষণবৎ কষ্ট জন্মে। ইহা ভিন্ন শ্বাস, কাস, বিবমিষা, লালাস্রাব, অরুচি, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরোজাড্য, শীত, জ্বর, মৈথুনে অনিচ্ছা, মন্দাগ্নি, বমন ও অতীসারাদি লক্ষণ দেখা যায়। এই রোগে গুহ্য দিয়া শ্লেষ্মামিশ্রিত বসার সদৃশ মল ভূরি পরিমাণে নির্গত হয় এবং আমাশয়বৎ বেগ জন্মে। এই রোগে অর্শের মুখ হইতে ক্লেদ বা শোণিতাদি ক্ষরিত হয় না। কঠিন মল বাহির হইলেও অর্শের মুখ বিদীর্ণ হয় না। এই রোগে, চর্ম্ম, নখ, মূত্র পাণ্ডুবর্ণ ও স্নিগ্ধ হয়।

দ্বন্দ্বার্শো-নিদানং ।

হেতুলক্ষণ সংসর্গাদ্বিদ্যাদ্দ্বন্দ্বোল্বণানি চ। সর্ব্বহেতুস্ত্রিদোষাণাং সহজৈর্লক্ষণং সমং।

দুই দুইটী দোষ একত্রিত হইয়া দ্বন্দ্বজ অর্শের হেতু হইয়া থাকে। বাতিকার্শ ও পৈত্তিকার্শের কারণ একত্রিত হইয়া বাতপৈত্তিকার্শ; বাতিকার্শ ও কফজার্শের কারণ একত্রিত হইয়া বাতশ্লৈষ্মিক অর্শ এবং পিত্তজ ও কফজ অর্শের কারণ মিলিত হইয়া পিত্তশ্লৈষ্মিক অর্শের কারণ হয়। বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিবিধ অর্শের কারণ একত্রিত হইয়া অর্শ উৎপাদন করিলেই তাহাকে ত্রিদোষজ অর্শ বলা যায়। সহজ অর্শের লক্ষণ যেরূপ, ত্রিদোষজ অর্শও সেইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট।

সহজত্রিদোষজার্শোলক্ষণং ।

সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাত্মক্যাহুর্লক্ষণৈঃ সহজানি চ।

তিন প্রকার দোষের মিলিত লক্ষণ বিশিষ্ট যে অর্শ, তাহারই নাম ত্রিদোষজ অর্শ. ত্রিদোষজ অর্শের লক্ষণ ও সহজ অর্শের লক্ষণ সমান।

অর্শোরোগস্য পূর্ব্বরূপং ।

বিষ্টম্ভোঽন্নস্য দৌর্ব্বল্যং কুক্ষেরাটোপ এব চ। কার্শ্যমুদ্গার-বাহুল্যং সক্থিসাদোঽল্পবিট্‌কতা। গ্রহণীদোষপাণ্ডর্ত্তেরাশঙ্কা চোদরস্য চ। পূর্ব্বরূপাণি নির্দ্দিষ্টান্যর্শসামভিবৃদ্ধয়ে ॥

অর্শোরোগ জন্মিবার অগ্রে অন্নের অজীর্ণতা, দেহের দৌর্ব্বল্য, কুক্ষির মধ্যে গুড় গুড় শব্দ, দেহের কার্শ্য, বহু উদ্গার, জঙ্ঘার দুর্ব্বলতা ও মলের অল্পতা এই সকল লক্ষণ দেখা যায়। এই অবস্থা হইতে গ্রহণীদোষসমন্বিত পাণ্ডু ও উদররোগ জন্মিতে পারে।

বাতজার্শোরোগস্য রোগান্তরাশঙ্কা।

গুল্মপ্লীহোদরাষ্ঠীলা সম্ভবস্তত এব চ।

বাতিক অর্শ হইলে গুল্ম, প্লীহা, অষ্ঠীলা ও উদররোগ জন্মিবার সম্ভব।

রক্তজার্শোলক্ষণম্।

রক্তোল্বণা গুদে কীলাঃ পিত্তাকৃতি-সমন্বিতাঃ। বটপ্ররোহসদৃশা গুঞ্জা-বিদ্রুমসন্নিভাঃ। তেঽত্যর্থং দুষ্টমুষ্ণঞ্চ গাঢ়বিট্‌কপ্রপীড়িতাঃ। স্রবন্তি সহসা রক্তং তস্য চাতিপ্রবৃত্তিতঃ। ভেকাভঃ পীড্যতে দুঃখৈঃ শোণিতক্ষয়সম্ভবৈঃ। হীনবর্ণবলোৎসাহো হতৌজাঃ কলুষে-ন্দ্রিয়ঃ। বিট্‌শ্যাবং কঠিনং রুক্ষমধো-বায়ুর্ন বর্ত্ততে॥

রক্তের আধিক্য বশতঃ অর্শোরোগের উৎপত্তি হইলে অঙ্কুর সমূহ পৈত্তিক অর্শের সদৃশ লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়; অধিকন্তু বটপ্ররোহের ন্যায় হইয়া থাকে। ঐ সমস্তের বর্ণ কুচফল ও প্রবালবৎ রক্ত। দৃঢ় মল দ্বারা পীড়িত হইলে উহা হইতে অধিক দূষিত ও উষ্ণ রক্ত বহির্গত হয়। অত্যন্ত রক্ত ক্ষরিত হওয়াতে রোগীর যাতনা বোধ হইয়া থাকে। সেই শোণিতনির্গমবশতঃ রোগী বর্ষাকালীন ভেকবৎ পীতবর্ণ হয় আর ত্বক্‌পারুষ্য, অতীসার, শিরার শিথিলতা, শীতল বস্তুতে ও অম্লে ইচ্ছা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই রোগে রোগী হীনবর্ণ, উৎসাহ শূন্য, নিস্তেজ, আবিলনেত্র ও কলুষেন্দ্রিয় হইয়া পড়ে। এই রোগে যে মল নির্গত হয়, তাহা হরিদ্বর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ; কিন্তু মলত্যাগকালে বা অন্যসময়ে বায়ু নিঃসরণ হয় না।

বাতাদিভেদেন রক্তার্শো-লক্ষণম্।

তনু চারুণবর্ণঞ্চ ফেনিলঞ্চাসৃগ-র্শসাং। কট্যূরুগুদশূলঞ্চ দৌর্ব্বল্যং যদি চাধিকং। তত্রানুবন্ধো বাতস্য হেতুর্যদি চ রুক্ষণং। শিথিলং শ্বেতপীতঞ্চ বিট্-স্নিগ্ধং গুরু শীতলং। যদ্যর্শসাং ঘনঞ্চাসৃক্ তন্তুমৎ পাণ্ডুপিচ্ছিলং। গুদং সপিচ্ছং স্তিমিতং গুরু স্নিগ্ধঞ্চ কারণং। শ্লেষ্মণামুং বন্ধো বিজ্ঞেয়স্তত্র রক্তার্শসাং বুধৈঃ॥

রক্ত অরুণবর্ণ, অল্পপরিমিত ও ফেনাযুক্ত হইলে আর কটি, উরু ও মলদ্বারে শূলবেধন তুল্য ব্যথা হইলে এবং দৌর্ব্বল্য ও রুক্ষত্ব জন্মিলে তাহাকে বাতিক রক্তার্শ কহে। পৈত্তিক রক্তার্শ পৈত্তি-কার্শের লক্ষণের তুল্য। শ্লৈষ্মিক রক্তার্শ জন্মিলে বহুবিলম্বে মল নির্গত হয় আর সেই মল শুভ্রবর্ণ, পীতবর্ণ, স্নেহবিশিষ্ট, অত্যন্ত ভারযুক্ত ও শীতল হয়। এই রোগে যে রক্ত বহির্গত হয়, তাহা ঘন, সূত্রবৎ, পাণ্ডুবর্ণ ও পিচ্ছিল হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গুহ্যদেশ পিচ্ছিল ও সিক্ত বস্ত্রাচ্ছাদিতবৎ অনুভূত হয়। গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্যই এই রোগের কারণ।

সর্ব্বার্শসাং ত্রিদোষজত্বম্।

পঞ্চাত্মা মারুতঃ পিত্তং কফো গুদং বলিত্রয়ং। সর্ব্বএব প্রকুপ্যন্তি গুদজানাং সমুদ্ভবে। তস্মাদর্শাংসি দুঃখানি বহু-ব্যাধিকরাণি চ। সর্ব্বদেহোপতাপীনি প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রতমানি চ।

পঞ্চবায়ু, পঞ্চাত্মক পিত্ত, পঞ্চবিধ কফ, ত্রিবিধ বলি এই সমস্তই গুহ্যজাত অর্শের উৎপত্তি সময়ে প্রকুপিত হইয়া থাকে। এই রোগ কষ্টপ্রদ, বহু ব্যাধির আকর ও সর্ব্বশরীরে সন্তাপক। এই রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য। *

মেঢ্রজাদীনামর্শসাং লক্ষণম্।

মেঢ্রাদিষ্বপি বক্ষ্যন্তে যথাস্বং নাভি-জানি চ। গণ্ডূপদাস্যরূপাণি পিচ্ছিলানি মৃদূনি চ॥

* পঞ্চবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। পঞ্চাত্মক পিত্ত আলোচক, রঞ্জক, সাধক, পাচক ও ভ্রাজক। পঞ্চবিধ কফ—হৃদয়স্থিত অবলম্বক, আমাশয়স্থ ক্লেদক, জিহ্বাস্থ বোধক, মস্তকস্থ তর্পক এবং সন্ধিস্থ শ্লেষ্মক। ত্রিবিধ বলি—প্রবাহিণী, সম্বরিণী ও বিসর্জ্জনী।

মেঢ্রজাদিজাত ও নাভিজাত অর্শে অঙ্কুর সমূহ কেঁচুয়ার মুখের ন্যায় হয় এবং পিচ্ছিল ও মৃদু হইয়া থাকে। বাতাদিভেদে ইহার লক্ষণ পূর্ব্বকথিত বাতিকাদি অর্শের ন্যায়।

চর্ম্মকীলসংপ্রাপ্তিঃ।

ব্যানো গৃহীত্বা শ্লেষ্মানং করোত্যর্শস্ত্বচো বহিঃ। কীলোপমং স্থিরখরং চর্ম্মকীলন্তু তদ্বিদুঃ॥

ব্যান বায়ু শ্লেষ্মা সংগ্রহ করতঃ চর্ম্মের বহির্ভাগে কীলকদৃশ নিশ্চল ও খরতর যে অর্শরোগ জন্মায়, তাহারই নাম চর্ম্মকাল।

চর্ম্মকীলস্য লক্ষণং।

বাতেন তোদপারুষ্যং পিত্তাদসিতবক্তৃতা। শ্লেষ্মণা স্নিগ্ধতা তস্য গ্রথিতত্বং সবর্ণতা॥

বাতজন্য চর্ম্মকীল হইলে উহা সূচীবিদ্ধনসদৃশ বেদনাযুক্ত ও পরুষ হয়। পিত্তজন্য চর্ম্মকীল হইলে উহার মুখদেশ কৃষ্ণবর্ণ এবং কফজন্য চর্ম্মকীল গ্রথিত ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। কফজন্য চর্ম্মকীলের বর্ণ মানবগাত্রের ন্যায় হয়।

অর্শসাং সাধ্যাসাধ্যত্বং।

বাহ্যায়াস্তু বলৌ জাতান্যেকদোষোল্বণানি চ। অর্শাংসি সুখসাধ্যানি ন চিরোৎপতিতানি চ। দ্বন্দ্বজানি দ্বিতীয়ায়াং বলৌ যোন্যাশ্রিতানি চ। কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহুঃ পরিসম্বৎসরাণি চ। সহজানি ত্রিদোষাণি যানি চাভ্যন্তরাং বলিং। জায়ন্তেঽর্শাংসি সংশ্রিত্য তান্যসাধ্যানি বিনির্দ্দিশেৎ। শেষত্বাদায়ুষস্তানি চতুষ্পাদসমন্বিতে। যাপ্যন্তে দীপ্তকায়াগ্নেঃ অত্যাখ্যেয়ান্যতোঽন্যথা। হস্তে পাদমুখে নাভ্যাং গুদে বৃষণয়োস্তথা। শোথো হৃৎপার্শ্বশূলঞ্চ যস্যাসাধ্যোঽর্শসো হি সঃ। হৃৎপার্শ্বশূলং সংমোহচ্ছর্দ্দিরঙ্গস্য রুগ্‌জ্বরঃ। তৃষ্ণা গুদস্য পাকশ্চ নিহন্যুর্গুদজাতুরং। তৃষ্ণারোচক শূলার্ত্তমতিপ্রস্রুতশোণিতং। শোথাতিসারসংযুক্তমর্শাংসি ক্ষপয়ন্তি হি।

অর্শোরোগের বাহ্য বলিতে একদোষ মিশ্রিত থাকিলে এবং বহুদিনের রোগ না হইলে তাহা সুসাধ্য। দ্বিতীয় বলিতে দ্বিদোষজন্য হইয়া যে অর্শ একবৎসর অতিক্রম করিয়াছে, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য আর তৃতীয় বলিতে ত্রিদোষজন্য অর্শ সাধ্যাতীত। বাহ্য বলিতে ত্রিদোষজাত অর্শ কৃচ্ছ্রসাধ্য আর ত্রিদোষজাত ও সহজ সাধ্য জানিবে। দ্বিতীয় বলিতে একদোষজন্য অর্শ কষ্টসাধ্য, দ্বিদোষজন্য সাধ্য আর ত্রিদোষজন্য অসাধ্য। তৃতীয় বলিতে একদোষজনিত অর্শ যাপ্য, দ্বিদোষজনিত ও ত্রিদোষ জনিত অসাধ্য। সে অর্শ যাপ্য, বলিভেদে ও দোষভেদে তাহাও অসাধ্য হয়। অসাধ্য দ্বিবিধ ;— যাপ্য ও ত্যজ্য। যাহার পরমায়ু থাকে, সেই রোগী যদি চতুষ্পাদযুক্ত * হয়, আর তাহার দেহে সুন্দর দীপ্তি, অগ্নি ও বল বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহার অর্শ যাপ্য। ইহার অন্যথা হইলেই ত্যজ্য। অর্শরোগীর হাত, পাদ, মুখ, নাভি গুহ্য ও অণ্ডকোষে শোথ হইলে, আর পার্শ্বদেশে শূলবিদ্ধনতুল্য ব্যথা জন্মিলে তাহার রোগ অসাধ্য। যে রোগীর হৃদয়ের পার্শ্বে শূলবিদ্ধন তুল্য ব্যথা, ইন্দ্রিয়মোহ, বমন, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, জ্বর, পিপাসা, গুহ্যে পাক এই সমস্ত উপদ্রব দেখা যায়, তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে একটী উপদ্রব হইলেই তাহা প্রাণসংহারক জানিবে। পিপাসা, অরুচি, শূলবিদ্ধনবৎ ব্যথা, গুহ্য হইতে রক্তস্রাব, শোথ ও অতীসার এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সেই অর্শোরোগী কালগ্রাসে নিপতিত হয়।

অথ অর্শোরোগস্য ঔষধিকথনং।

শিলাগন্ধকবটকঃ।

শিলাগন্ধকয়োশ্চূর্ণং পৃথগ্‌ভৃঙ্গরসাপ্লুতং। সপ্তাহং ভাবয়েৎ সর্পির্মধুভ্যাঞ্চ বিমর্দ্দয়েৎ অর্শসশ্চানুলোম্যার্থং

* গুণবান্‌ চিকিৎসক, গুনবান রোগী, গুণকর ঔষধ ও গুণবান্‌ পরিচারক, এই চারিটীই চতুষ্পাদ বলিয়া কীর্ত্তিত।

হতাগ্নিবলবর্দ্ধনং। রক্তিকাদ্বিতয়ং খাদেৎ কুষ্ঠাদিরহিতো নরঃ॥

মনঃশিলা ও গন্ধক এই দ্রব্যদ্বয় উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে মধু ও ঘৃতের সহিত পুনরায় পেষণ করিবে। এই ঔষধ অর্শোরোগের উপকার করে, ইহার দুই রতি পরিমাণে সেবন করিলে কুষ্ঠাদিরোগও বিনষ্ট হয়। ইহাকে শিলাগন্ধকবটক কহে।

জাতীফলাদিবটী।

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ পিপ্পলী সৈন্ধবস্তথা। শুণ্ঠি ধুস্তূরবীজঞ্চ দরদং টঙ্গণস্তথা। সমং সর্ব্বং বিচুর্ণ্যাথ জম্ভাম্ভসা বিমর্দ্দয়েৎ। জাতীফলবটিকেয়মর্শোগ্নিমান্দ্যনাশিনী॥

জাতীফল, লবঙ্গ, পিপ্পলী, সৈন্ধব, শুণ্ঠী, ধুস্তূরবীজ, হিঙ্গুল ও সোহাগা এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া চূর্ণ করতঃ জামীরের রসে মর্দ্দন করিয়া বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে জাতীফলাদিবটী কহে। এই ঔষধ সেবনদ্বারা অর্শঃ ও মন্দাগ্নি ধ্বংস হয়।

চক্রেশ্বরো রসঃ।

চতুর্ভাগং শুদ্ধসূতং পঞ্চ টঙ্গণমভ্রকং। ত্রিদিনং ভাবয়েদ্ঘর্ম্মে দ্রবৈঃ শ্বেতপুনর্নবৈঃ দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং বাতদুর্নামশান্তয়ে। সিদ্ধশ্চক্রেশ্বরো নাম রসশ্চার্শঃকুলান্তকঃ॥

চারিভাগ রসসিন্দুর, পাঁচভাগ সোহাগা এবং পাঁচভাগ অভ্র এই সকল বস্তু একত্র করিয়া শ্বেতপুনর্নবার রসে তিন দিবস রৌদ্রে ভাবনা দিবে। পরে দুইরতি প্রমাণ বড়ী করিয়া সেবন করিতে হয়। এই ঔষধে বাতদুর্নামরোগ বিনাশ পায়। ইহাকে চক্রেশ্বর রস কহে। এই ঔষধ অর্শরোগের মূলোচ্ছেদক।

তীক্ষ্ণমুখো রসঃ।

মৃতসূতার্কহেমাভ্রতীক্ষ্ণং মুণ্ডঞ্চ গন্ধকং। মণ্ডূরঞ্চ সমং তাপ্যং মর্দ্দ্যং কন্যাদ্রবৈর্দিনং। অন্ধমূষাগতং সর্ব্বং ততঃ পাচ্যং দৃঢ়াগ্নিনা। চূর্ণিতং সিতয়া মাষং খাদেত্তচ্চার্শসাং হিতং। রসস্তীক্ষ্ণমুখো নাম চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ॥

রসসিন্দুর, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণ, মুণ্ডলৌহ, গন্ধক মণ্ডূর, স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিতে হইবে। পরে অন্ধমূষাতে রুদ্ধ করতঃ প্রখর অগ্নিতে পাক করিবে, শীতল হইলে উহা লইয়া চূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিবে। একমাষা পরিমাণে এই ঔষধ লইয়া শর্করার সহিত সেবন করিতে হইবে। ইহাকে তীক্ষ্ণমুখরস কহে। এই ঔষধ দ্বারা অসাধ্য অর্শরোগ বিনষ্ট হয়।

অর্শঃকুঠারো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মৃতলৌহঞ্চ তাম্রকং। প্রত্যেকং দ্বিপলং দন্তী ত্র্যূষণং শূরণস্তথা। শুভা-টঙ্গ-যবক্ষার-সৈন্ধবং পলপঞ্চকং। পলাষ্টকং স্নুহীক্ষীরং দ্বাত্রিংশচ্চ গবাং জলৈঃ। আপিণ্ডিতং পচেদগ্নৌ খাদেন্মাষদ্বয়ং ততঃ। রসশ্চার্শঃকুঠারোঽয়ং সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ॥

একপল বিশুদ্ধ পারদ, দুই পল করিয়া গন্ধক, লৌহ, তাম্র, পাঁচপল করিয়া দন্তী, ত্রিকটু, ওল, বংশলোচন, সোহাগা, যবক্ষার ও সৈন্ধব, আটপল সিজের ক্ষীর, বত্রিশপল গোমূত্র, সমুদায় একত্র করিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। সমুদায় ঔষধ পিণ্ডাকার হইলে উহা লইয়া দুইমাষা পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। ইহাকে অর্শঃকুঠার কহে; এই ঔষধ যাবতীয় রোগের যমস্বরূপ।

চক্রাখ্যো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রবৈক্রান্তং তাম্রং কাংস্যং সমং সমং। সর্ব্বতুল্যেন গন্ধেন দিনং ভল্লাতকৈর্দ্রবৈঃ। মর্দ্দয়েদ্‌যত্নতঃ পশ্চাৎ বটীং কুর্য্যাদ্দ্বিগুঞ্জিকাং। ভক্ষণাদ্‌গুদজান্ হন্তি দ্বন্দ্বজান্ সর্ব্বজানপি॥

এক একভাগ রসসিন্দুর, অভ্র, বৈক্রান্ত, তাম্র, কান্তলৌহ এবং সর্ব্বদ্রব্যতুল্য গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ভেলার রসে একদিবস মর্দ্দন করতঃ দুইরতি প্রমাণে বটিকা করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ যাবতীয় অর্শরোগবিনাশক। ইহাকে চক্রাখ্যরস কহে।

মাণাদ্যং লৌহং।

মাণশূরণভল্লাতত্রিবৃদ্দন্তীসমন্বিতং।
ত্রিকত্রয়সমাযুক্তং লৌহং দুর্নামনাশনং॥

মানকচু, ওল, ভেলা, দন্তী, তেউড়ী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ এবং সমুদায়ের সমান লৌহ, এই সকল একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে দুর্নামারোগ ধ্বংস হয়, রোগীর অবস্থা বিবেচনায় পরিমাণাদি স্থির করিয়া ঔষধ সেবন করিবে। ইহাকে মাণাদ্য-লৌহ কহে।

চঞ্চৎ-কুঠারো রসঃ।

রসগন্ধকলোহানাং প্রত্যেকং ভাগযুগ্মকং। ত্রিকটুদন্তিকুষ্ঠৈকং ষড়্‌ভাগং লাঙ্গলস্য চ। ক্ষারসৈন্ধবটঙ্গাণাং প্রত্যেকং ভাগপঞ্চকং। গোমূত্রস্য চ দ্বাত্রিংশৎ স্নুহিক্ষীরং তথৈব চ। যাবচ্চ পিণ্ডিতং সর্ব্বং তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। মাষদ্বয়ং ততঃ খাদেৎ দিবাস্বপ্নাদি বর্জয়েৎ। রসশ্চঞ্চৎ-কুঠারোয়মর্শসাং কুলানাশনঃ॥

দুইভাগ করিয়া পারদ, গন্ধক ও লৌহ, একভাগ করিয়া ত্রিকটু, দন্তী ও কুড়, ছয়ভাগ লাঙ্গুলিয়া, পাঁচভাগ করিয়া যবক্ষার, সোহাগা ও সৈন্ধব, বত্রিশভাগ গোমূত্র ও বত্রিশ ভাগ সিজের দুগ্ধ, সমুদায় বস্তু একত্র মিশাইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঔষধ সকল পিণ্ডাকার হইলে গ্রহণ করিয়া দুইমাষা পরিমাণে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে দিবানিদ্রা বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ইহাকে চঞ্চৎকুঠাররস কহে, এই ঔষধ যাবতীয় অর্শরোগ ধ্বংস করে।

নিত্যোদিতো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রলোহার্কবিষং গন্ধং সমং সমং। সর্ব্বতুল্যন্তু ভল্লাতফলমেকত্র চূর্ণয়েৎ। দ্রবৈঃ শূরণকন্দোত্থৈঃ খল্লে মর্দ্দ্যং দিনত্রয়ং। মাষমাত্রং লিহেদাজ্যৈ রসশ্চার্শাংসি নাশয়েৎ। নিত্যোদিতো রসো নাম গুদোদ্ভবকুলান্তকঃ॥

এক একভাগ রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, তাম্র, বিষ ও গন্ধক এবং সকলের সমান ভেলাফল, সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া ওলের রসে তিনদিবস মর্দ্দন করিবে। একমাষা পরিমাণে এই ঔষধ ঘৃতের সহিত লেহন করিতে হয়। ইহাদ্বারা যাবতীয় অর্শঃ ধ্বংস হয়, ইহাকে নিত্যোদিত রস কহে। এই ঔষধ গুহ্যদ্বারজাত রোগসমূহের যমস্বরূপ।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা।

ক্রিমিরিপুদহনব্যোষ—ত্রিফলা—সুরদারুচব্য-ভূনিম্বং মাগধীমূলমুস্তং সশটীবচাধাতুমাক্ষিকঞ্চৈব। লবণক্ষারনিশাযুগ-কুস্তুম্বুরুগজকণাতিবিষা। কর্ষাংশকান্যেব সমানি কুর্য্যাৎ পলাষ্টকং চাশ্মজতোর্ব্বিদগ্ধ্য ৎ। নিষ্পত্রশুদ্ধস্য পুরস্য ধীমান্ পলদ্বয়ং লৌহরজস্তথৈব। সিতাচতুষ্কং পলমত্র বাংশ্যানিকুম্ভকুম্ভ-ত্রিসুগন্ধিযুক্তং। চন্দ্রপ্রভেয়ং গুড়িকা বিধেয়া অর্শাংসি নির্নাশয়তে যত্নেব। ভগন্দরং কামলপাণ্ডুরোগং বিনষ্টবহ্নেঃ কুরুতে চ দীপ্তিং। হন্ত্যাময়ান্ পিত্তকফানিলোত্থান্ নাড়ীগতে মর্ম্মগতে ব্রণে চ। গ্রন্থ্যর্ব্বুদে বিদ্রধিরাজযক্ষ্মমেহে ভগাখ্যে প্রদরে চ যোজ্যা। শুক্রক্ষয়ে চাশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছে মূত্রপ্রবাহেঽপ্যুদরাময়ে চ। তক্রাম্বুপানং ত্বথ মস্তুপানং আজো রসো জাঙ্গলজো রসো বা। পয়োঽথবা শীতজলানুপানং বলেন নাগস্তুরগো জবেন। দৃষ্ট্যা সুপর্ণঃ শ্রবণে বরাহঃ কান্ত্যা রতীশো ধিষণশ্চ বুদ্ধ্যা। ন পানভোজ্যে পরিহার্য্যমস্তি ন শীতবাতাতপমৈথুনেষু। শম্ভুং সমভ্যর্চ্চ কৃতপ্রণামং প্রাপ্তা গুড়ী চন্দ্রমসঃ প্রসাদাৎ। শুক্রদোষান্ নিহন্ত্যাশু প্রমেহানপি দারুণান্। বলীপলিতনির্ম্মুক্তো বৃদ্ধোপি তরুণায়তে॥

দুইতোলা করিয়া বিড়ঙ্গ, চিতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চৈ, চিরতা, পিপ্পলীমূল, মুথা, শঠী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা,

দারুহরিদ্রা, কুন্দুরখুটী, গজপিপ্পলী, আতিস, আট তোলা শিলাজুত, ষোলতোলা গুগ্‌গুল, ষোল-তোলা লৌহ, বত্রিশ তোলা শর্করা, আটতোলা বংশলোচন, একপল করিয়া দন্তী, তেউড়ী, ত্রিসুগন্ধি এই সমস্ত একত্র করিয়া মর্দ্দন করতঃ বটী করিবে। এই ঔষধ ষড়বিধ অর্শঃ, ভগন্দর, কামলা ও পাণ্ডুরোগ ধ্বংস করে। ইহাদ্বারা মন্দাগ্নির উদ্দীপন হয়; কফ, পিত্ত ও বাতজনিত আমরোগ ধ্বংস পায়। এই ঔষধ নাড়ীগত ও মর্ম্মগত ব্রণে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদরোগে, বিদ্রধি, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, প্রদর, শুক্রক্ষয়, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রপ্রবাহ ও উদরাময়রোগে ব্যবহার করিবে। এই ঔষধের অনুপান ঘোল, দধির মাত, ছাগমাংসের যুষ, জাঙ্গল পশুমাংসের যুষ, দুগ্ধ অথবা শীতল জল। এই ঔষধ সেবনদ্বারা হস্তীতুল্য বল, ঘোটকতুল্য বেগ, গরুড়ের সদৃশ দৃষ্টি, শূকরের ন্যায় শ্রবণশক্তি, কন্দর্পের ন্যায় কান্তি ও বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধি হয়। ইহাতে পানভোজনে কোন দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে হয় না; শীত, বাত, আতপসেবনে অথবা মৈথুনে কোন নিয়ম করিবে না। শিবকে পূজা ও নমস্কার করিয়া শশাঙ্কের প্রসাদে এই চন্দ্রপ্রভা লব্ধ হইয়াছে। এই চন্দ্রপ্রভা শুক্রদোষ ও ঘোরতর প্রমেহ ধ্বংস করে, এই ঔষধ দ্বারা বৃদ্ধরোগীও বলীপলিতাদি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তরুণবয়স্ক হইতে সক্ষম হয়।

অথ অর্শোরোগে পাচন-চিকিৎসা।

পথ্যাদ্যক্বাথঃ।

পথ্যামৃতা চ ধনিকা পানে ক্বাথো গুড়ান্বিতাঃ। হিতাঃ সর্ব্বেষামর্শসাং যথা ক্ষীর- জীর্ণজ্বরে ॥

হরীতকী, গুড়ূচী ও ধনিয়া এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ গুড় মিশ্রিত করিবে। ইহা পান করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয়।

চন্দনাদিক্বাথঃ।

চন্দন-কিরাত-তিক্তকধন্বযবাসাঃ সন গরাঃ ক্বথিতাঃ রক্তার্শসাং প্রশমা দার্ব্বীত্বগুশীরনিম্বাশ্চ ॥

রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা, মুথা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বেণামূল, নিমের ছাল এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে রক্তার্শ বিনষ্ট হয়।

অথ অর্শোরোগে মুষ্টিযোগ।

পিপ্‌পলীঞ্চ হরিদ্রাঞ্চ গোমূত্রেণ সমন্বিতাং। প্রক্ষিপেচ্চ গুদদ্বারে অর্শাংসি বিনিবারয়েৎ ॥

পিপ্পলী ও হরিদ্রা চোণার সহিত বাটিয়া লইবে। পরে তাহা দ্বারা গুহ্যে প্রলেপ প্রদান করিলে অর্শরোগে উপকার দর্শে।

অপামার্গোদ্ভবান্মূলাৎ ক্ষারঃ সহরিতালকঃ। লিঙ্গার্শো লেপতো হন্তি চিরজাতমসংশয় ॥

আপাঙ্গের মূলের ক্ষার ও হরিতাল এই দুই দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া খলে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পরে উহা দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে অচিরে বহুদিনের লিঙ্গার্শ বিনষ্ট হয়।

বিল্বস্য চ ফলং দুগ্ধং রক্তার্শসো বিনাশনং ॥

বেলপানার সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তার্শ বিদূরিত হইয়া থাকে।

অভয়া নবনীতঞ্চ শর্করা পিপ্‌লীযুতং। পানাৎ অর্শোহরং স্যাচ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

হরীতকী, নবনীত, শর্করা ও পিপ্পলীচূর্ণ একত্র সেবন করিলে অর্শরোগ নষ্ট হয় সন্দেহ নাই।

মূলঞ্চ শ্বেতগুঞ্জায়াঃ কৃত্বা তৎ সপ্তখণ্ডকং। হস্তে বদ্ধং নাশয়েচ্চ অর্শাংস্যেব ন সংশয় ॥

শ্বেত কুঁচের শিকড় সাতভাগ করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে অর্শ বিনষ্ট হয় সন্দেহ নাই।

অটরূষকপত্রেণ ঘৃতং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। চূর্ণং কৃত্বা তু লেপোয়ং অর্শো-রোগহরঃ পরঃ॥

বাসকপত্রে ঘৃত মাখাইয়া মৃদু অগ্নিতাপে ভাজিয়া লইবে। পরে তাহা চূর্ণ করতঃ সেই চূর্ণ দ্বারা লেপ দিলে অর্শ ধ্বংস হয়।

প্রতিদিন আধপোয়া কুক্‌সিমার রস পান করিলে একপক্ষ মধ্যে অর্শরোগ দূর হয়।

ঘোষাফলের চূর্ণ সূক্ষ্ম কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহা গুহ্যদ্বারে ঘষিলে অর্শরোগে উপকার দর্শে।

ঘোষাফলের শিকড়ের ছাল তক্র বা কাঞ্জি সহ মর্দ্দন করিয়া গুহ্যে প্রলেপ দিবে আর নয়াফট্‌কির শিকড়ের ছাল ও বিটলবণ একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। এইরূপ করিলে যাবতীয় অর্শ দূর হয়।

ঘোষাফলের চূর্ণ গুড়ের জলে পাক করিয়া সেই চূর্ণ দ্বারা বর্ত্তি করতঃ সেই বর্ত্তি গুহ্যদ্বারে দিলে অর্শ দূর হয়।

সুপারীর সহিত তালমুলীর মূল চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিলে অর্শোরোগ বিনাশ পায়।

ভেলা ও তিল তুল্য পরিমাণে মিশাইয়া সেবন করিলে উপকার দর্শে।

তক্র সেবন করিলে বাতশ্লেষ্ম জন্য অর্শ বিনষ্ট হয়।

মনসাসিজের আটার সহিত হরিদ্রাচূর্ণ মিশাইয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে অর্শোরোগ দূর হয়।

মলত্যাগের পর ধুনার ধূম গুহ্যে দিলে এই রোগে বিশেষ ফল দর্শে।

এক ছটাক থুলকুড়ির পাতা তিন সের জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করতঃ সেই জলের স্বেদ দিলে অর্শোরোগ দূর হয়।

যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণ তক্র সহ সেবন করিলে এই রোগে উপকার হইয়া থাকে।

হরীতকীচূর্ণ, মাখন ও চিনি প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা এবং পিপুলচূর্ণ দুই আনা এই সমস্ত অর্দ্ধ পোয়া শীতল জলে মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন করিলে অর্শ বিনাশ পায়।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেকে পাঁচতোলা, নাগেশ্বর চারিতোলা, তেজপাতা তিনতোলা, গুড়ত্বক্ দুইতোলা, এলাইচ বীজ একতোলা এই সকলের চূর্ণ এবং সমস্তের সমান চিনি সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া একটী পরিষ্কৃত পাত্রে রাখিবে। প্রত্যহ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ইহার আটমাষা পরিমাণে সেবন করিলে অর্শোরোগ দূর হয়।

একটী ওলের গাত্রে উৎকৃষ্টরূপে মাটীর লেপ দিয়া সেই ওল অগ্নিতে পোড়াইবে। উৎকৃষ্টরূপে দগ্ধ হইলে সেই ওল বাহির করতঃ বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল ও লবণ মিশাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহ অর্শোরোগ দূর হইয়া থাকে।

অথ অর্শোরোগে পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

তত্র পথ্যবিধিঃ।

বিরেচনং লেপনমস্রমোক্ষঃক্ষারাগ্নি-শস্ত্রাচরিতঞ্চ কর্ম্ম। পুরাতনা লোহিত-শালয়শ্চ সযষ্টিকাশ্চাপি যবাঃ কুলত্থাঃ॥

বিরেচন, প্রলেপ, রুধির মোক্ষণ, ক্ষারপ্রয়োগ, অগ্নিকার্য্য, শস্ত্রকার্য্য, পুরাতন রক্তশালির অন্ন, যষ্টিক চাউলের অন্ন, যব, কুলত্থকলায়, এই সমস্ত অর্শোরোগে পথ্য।

বাতাপহং যচ্চ যদগ্নিকারি তদন্ন-পানং হিতমর্শ সেভ্যঃ॥

যাহা বায়ু নাশ করে ও অগ্নিবৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাদৃশ অন্নপান অর্শোরোগে উপকারী।

পটোল-পত্তূর-রসোনবাস্তু-পুনর্নবা—শূরণ-বাস্তুকানি। জাবন্তিকা দন্তশঠঃ সুরা চ ক্রুটিবয়স্থা নবনীততক্রং॥

পটোল, শালিঞ্চশাক, লশুন, ভেলা, পুনর্নবা, শূরণকচু, বেতোশাক, জীবইশাক, আমরুল, সুরা, গুজরাটী এলাচী, নবনীত, ঘোল এই সমস্ত অর্শো-রোগে পথ্য।

গোধামেষাস্তু গজোষ্ট্রকূর্ম্ম-শ্বাবিৎ-কলিঙ্গাজখরৌস্তুকীশাঃ। তরক্ষু-চাসাশ্ব-শৃগালকাকা যেহন্যেপি মাংসাঃ প্রসহাশ্চ তোপ॥

গোসাপ, মূষিক, মেষ, গজ, উষ্ট্র, কূর্ম্ম, সজারু, ফিঙা পাখী, অজ, গাধা, মার্জ্জার, নেকড়িয়া ব্যাঘ্র, স্বর্ণচাতক, অশ্ব, শৃগাল, বায়স এই সমস্ত জীবের মাংস, আর প্রসহা জীবের মাংস অর্থাৎ যাহারা হঠাৎ লইয়াই ভোজন করে, তাদৃশ আমিষপ্রিয় জীবের মাংস অর্শোরোগে পথ্য।

কক্কোল-ধাত্রী-রুচকং কপিত্থ-মৌষ্ট্রানি মূত্রাজ্যপয়াংসি চাপি। ভল্লাতকং সর্ষপজঞ্চ তৈলং গোমূত্রসৌবীর-তুষোদকানি ॥

কক্কোল, আমলকী, সর্জ্জিকাক্ষার, কদবেল, উষ্ট্রমূত্র, উষ্ট্রদুগ্ধজাত ঘৃত, উষ্ট্রদুগ্ধ, ভেলা, সরিষার তৈল, গোমূত্র, সৌবীর ও তুষোদক এই সমস্ত অর্শোরোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অপথ্যবিধিঃ।

যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ বক্ষ্যতে রক্ত-পিত্তিনাং। রক্তার্শোরোগিণাং তত্তদপি বিদ্যাদ্বিশেষতঃ ॥

বাতপিত্ত রোগে যে সমস্ত পথ্য ও অপথ্য কথিত আছে, রক্তজনিত অর্শে সেই সমস্ত পথ্য ও অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

আনূপমামিষং মৎস্যং পিণ্যাকং দধিপিষ্টকং। মাষান্ করীরং নিষ্পাবং বিল্বং তুম্বীমুপোদিকান্ ॥

কূলচর, প্লব, কোষস্থ, পাদী ও মৎস্য এই পঞ্চবিধ অনূপদেশজাত মাংস, মৎস্য, খৈল, দধি, পিষ্টক, মাষকলায়, বাঁশের কোঁড়, রাজমাষ, বিল্ব, লাউ ও পূতিকা এই সমস্ত অর্শোরোগে অপথ্য।

প্রাচ্যবন্ত্যপরান্তোত্থ-নদীনাং সলিলানি চ। বিরুদ্ধানি চ সর্ব্বাণি মারুতং পূর্ব্বদিগ্‌ভবং ॥

পূর্ব্বদেশজাত, অবন্তী দেশজাত এবং পশ্চিম দেশজাত নদীর সলিল, যাবতীয় বিরুদ্ধ বস্তু এবং পূর্ব্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু এই রোগে অহিতকর।

পক্বাম্রং শালুকং সর্ব্বং বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ। আতপং জলপানানি বমনং বস্তিকর্ম্ম চ ॥

পক্ব আম্র, কুমুদ প্রভৃতির মূল, বিষ্টম্ভিবস্তু* গুরু-বস্তু, আতপ, জলপান, বমন ও বস্তিকর্ম্ম × এই সমস্ত অর্শোরোগে অপথ্য।

বেগরোধং স্ত্রিয়ং পৃষ্ঠযানমুৎকটকাসনং। যথাস্বং দোষলঞ্চান্নমর্শসঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

মূত্রপুরীষাদির বেগধারণ, মৈথুন, গজাশ্বাদি আরোহণ, বিষমভাবে অবস্থিতি আর যথাযথরূপ দোষপ্রদ বস্তু। এই সকল অর্শোরোগে পরিত্যাজ্য।

অথ অগ্নিমান্দ্যাজীর্ণাদি-চিকিৎসা।

তত্র নিদানং অগ্নের্দোষ-ভেদেন প্রকারভেদঃ।

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি

* বিষ্টম্ভিবস্তু—যে বস্তু আহার করিলে জঠর-দেশে গিয়া পিণ্ডবৎ হয়।

× বস্তিকর্ম্ম যথা—

"বস্তির্দ্বিধানুবাসাখ্যো নিরূহশ্চ ততঃ পরং। যঃ স্নেহো দীয়তে সঃ স্যাদনুবাসননামকঃ। কষায়ক্ষারতৈলৈর্যো নিরূহঃ স নিগদ্যতে ॥

মৃগাদির বস্ত্যাশয়ে তরল পদার্থ পুরিয়া গুহ্য দ্বারা প্রয়োগ করিলে তাহাকেই বস্তিক্রিয়া বলা যায়। বস্তিক্রিয়া দুইপ্রকার ;—অনুবাসন বস্তি ও নিরূহ বস্তি। কেবলমাত্র স্নেহদ্বারা বস্তিপ্রয়োগ করিলেই তাহাকে অনুবাসন বস্তি কহে আর কাথ, দুগ্ধ ও তৈল দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহার নাম নিরূহ বস্তি।

যথাযথ দোষপ্রদ বস্তু—ইহার তাৎপর্য্য এই যে পিত্তজনিত অর্শোরোগে পিত্তপ্রকোপকার বস্তু, বায়ুজনিত অর্শোরোগে বায়ুপ্রকোপকারী বস্তু, কফজ অর্শোরোগে কফপ্রকোপকারী বস্তু, ইত্যাদি।

চতুর্ব্বিধঃ। কফপিত্তানিলাধিক্যাৎ তৎ সাম্যাজ্জাঠরোঽনলঃ ॥

জঠরাগ্নি চতুর্ব্বিধ ;—মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম ও সম। কফাধিক্যবশতঃ মন্দ, পিত্তাধিক্যবশতঃ তীক্ষ্ণ, বাতাধিক্যবশতঃ বিষম এবং বায়ু পিত্তকফের সাম্য হেতু সম হইয়া থাকে।

অগ্নীনাং স্বরূপনিরূপণং।

বিষমো বাতজান্ রোগান্ তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তজান্। করোত্যগ্নিস্তথা মন্দো বিকারান্ কফসম্ভবান্ ॥

বিষমাগ্নি হইতে বাতজরোগ, তীক্ষ্ণাগ্নি হইতে পিত্তজরোগ এবং মন্দাগ্নি হইতে কফজরোগের উৎপত্তি হয়।

অগ্নীনাং লক্ষণানি।

সমা সমাগ্নেরশিতা মাত্রা সম্যগ্বিপচ্যতে। স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নের্ব্বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ। কদাচিত পচ্যতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে। মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা সুখং যস্য বিপচ্যতে। তীক্ষ্ণাগ্নিরিতি তং বিদ্যাৎ সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। ভুক্তং ক্ষণাৎ ভস্ম করোতি যস্মাৎ তস্মাদয়ং ভস্মকসংজ্ঞকোঽভূৎ। তৃট্‌কাস-মূর্চ্ছাক্লমদাহচোষ-বিট্‌শোষ—মোহশ্রমঘর্ম্মকারী ॥

মানবগণ উপযুক্ত পরিমাণে যাহা ভোজন করে, যদ্দারা তাহা সম্যক্ প্রকারে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সমাগ্নি কহে। অল্প পরিমাণে আহার করিলেও যাহা দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত না হয়, তাহার নাম মন্দাগ্নি। যাহা দ্বারা ভুক্তদ্রব্য কখন সম্যক্ প্রকারে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, কখন বা পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে বিষমাগ্নি কহে। উপযুক্ত পরিমাণে বা অধিক পরিমাণে আহার করিলেও যে অগ্নিদ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিপাক পায়, তাহার নাম তীক্ষ্ণাগ্নি। এই চারি প্রকার অগ্নির মধ্যে সমাগ্নিই প্রধান। তীক্ষ্ণাগ্নির অপর নাম ভস্মকাগ্নি। এই অগ্নিদ্বারা ক্ষণকাল মধ্যেই ভুক্তদ্রব্য ভস্ম হইয়া যায়। ভস্মকাগ্নি হইতে পিপাসা, কাস, মূর্চ্ছা, ক্লান্তি, দাহ, চুষণবৎ ব্যথা, মলশোষ, মোহ, শ্রম ও ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

অজীর্ণকারণং।

অত্যম্বুপানাদ্বিষমাশনাচ্চ সংধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ। কালেপি সাত্ম্যং লঘু চাপি ভুক্তমন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য ॥

অধিক মাত্রায় জলপান, বিষম ভোজন অর্থাৎ কোনদিন অধিক পরিমাণে এবং কোনদিন অল্প মাত্রায় আহার, মূত্রপুরীষাদির বেগধারণ, নিদ্রা-বিপর্য্যয় অর্থাৎ দিবাভাগে নিদ্রা ও রাত্রিকালে অনিদ্রা, উপযুক্ত পরিমাণে উপযুক্ত ও হিতজনক দ্রব্য অত্যল্প পরিমাণে আহার, এই সমস্ত কারণে ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ প্রকারে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না বলিয়া অজীর্ণরোগ জন্মে

অজীর্ণলক্ষণং।

আমং বিদগ্ধং বিষ্টব্ধং কফপিত্তানিলৈস্ত্রিভিঃ। অজীর্ণং কেচিদিচ্ছন্তি চতুর্থং রসশেষতঃ। অজীর্ণং পঞ্চমং কেচিন্নির্দ্দোষং দিনপাকি চ। বদন্তি শ্রেষ্ঠং চাজীর্ণং প্রাকৃতং প্রতিবাসরং ॥

আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ এই ত্রিবিধ অজীর্ণ যথাক্রমে কফ, পিত্ত ও বায়ু হইতে জন্মিয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে অন্নরসের অবশেষ হইতে চতুর্থ অজীর্ণের উৎপত্তি হয়, তাহাকে অন্নাজীর্ণ কহে। কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, আধ্মানাদি ভিন্ন অহোরাত্রে যে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হয়, তাহারই নাম পঞ্চমাজীর্ণ। এই অজীর্ণে অসাত্ম্যাদি দোষ বিদ্যমান না থাকিলে পরদিনে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, প্রত্যহ অধিকারীরূপে ভুক্ত দ্রব্যের যে পাক হয়, তাহার নাম প্রাকৃতাজীর্ণ; ইহাই ষষ্ঠাজীর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

আমাজীর্ণলক্ষণং।

তত্রামে গুরুতোৎক্লেদঃ শোথো

গণ্ডাক্ষিকূটগঃ। উদ্গারশ্চ যথা ভুক্তম-বিদগ্ধঃ প্রবর্ত্ততে ॥

শরীরে গুরুত্ব, বমনোদেযাগ, গণ্ডে ও অক্ষিকূটে শোথ আর ভোজনানুসারে মধুর উদ্গার এই সমস্তই আমাজীর্ণের লক্ষণ।

বিষ্টব্ধাজীর্ণলক্ষণং।

বিষ্টব্ধে শূলমাধ্মানং বিবিধা বাতবেদনা। মলবাতাপ্রবৃত্তিশ্চ স্তম্ভো মোহাঙ্গপীড়নং ॥

শূলবেদনবৎ ব্যথা, উদরস্ফীতি, নানাপ্রকার বাতজন্য ব্যথা, মল ও বায়ুর বদ্ধতা, জঠরের স্তব্ধত্ব, ইন্দ্রিয়মোহ, অঙ্গব্যথা, বিষ্টব্ধাজীর্ণে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিদগ্ধাজীর্ণলক্ষণং।

বিদগ্ধে ভ্রমতৃণ্মূর্চ্ছাঃ পিত্তাচ্চ বিবিধারুজঃ। উদ্গারশ্চ সঙ্কাম্লঃ স্বেদো দাহশ্চ জায়তে ॥

ভ্রম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, পিত্তজনিত নানাপ্রকার বেদনা, অম্লোদ্গার, স্বেদ ও দাহ এই সমস্ত বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ।

অজীর্ণরোগস্য উপদ্রবাঃ।

মূর্চ্ছা প্রলাপো বমথুঃ প্রসেকঃ সদনং ভ্রমঃ। উপদ্রবা ভবন্ত্যেতে মরণং বাপ্যজীর্ণতঃ ॥

মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, লালাস্রাব, দুর্ব্বলতা, অজীর্ণরোগে এই সমস্ত উপদ্রব ঘটে। অজীর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে রোগীকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

অতিভোজনস্য দোষঃ।

অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ভুঞ্জতে যেঽপ্রমাণতঃ। রোগনীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি ॥

যে সকল ব্যক্তি আত্মবান্ নহে, তাহারা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অধিক মাত্রায় আহার করে, সুতরাং তাহারা যাবতীয় রোগের মূলস্বরূপ অজীর্ণে আক্রান্ত হয়।

বিসূচ্যলসকবিলম্বিকানা-মুৎপত্তিঃ।

রিতং। বিসূচ্যলসকৌ তস্মাত্তবেচ্চাপি বিলম্বিকা ॥

আমাজীর্ণ বিষ্টব্ধাজীর্ণ ও বিদগ্ধাজীর্ণ এই তিন প্রকার অজীর্ণ হইতেই বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা রোগের উৎপত্তি হয়।

বিসূচিকানিরুক্তিঃ।

সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ। যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্ব্বিসূচীতি নিগদ্যতে। ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ। মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ ॥

যে অজীর্ণরোগে বায়ু প্রকুপিত হইয়া সূচীবেধন তুল্য বেদনা জন্মায়; বৈদ্যগণ তাহাকেই বিসূচীরোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহারা আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ ও পরিমিতাহারী, তাহাদিগকে বিসূচীরোগে অভিভূত হইতে হয় না। যাহারা অজিতেন্দ্রিয় ও লোভী, তাদৃশ মূর্খ ব্যক্তিরাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

বিসূচিকালক্ষণং।

মূর্চ্ছাতিসারো বমথুঃ পিপাসা শূলো ভ্রমোদ্বেষ্টন জৃম্ভদাহাঃ। বৈবর্ণকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ ॥

বিসূচিকা রোগ জন্মিলে মূর্চ্ছা, অতীসার, বমন, পিপাসা, জঠরদেশে শূলবেধনবৎ ব্যথা, ভ্রম, শরীরমোটন বা খাইল ধরা, হাই, দেহজ্বালা, বৈবর্ণ্য, কম্পন, হৃদয়দেশে ব্যথা এবং শিরঃশূল এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অলসকলক্ষণং।

কুক্ষিরানহ্যতেঽত্যর্থং প্রতাম্যেৎ পরিকূজতি। নিরুদ্ধো মারুতশ্চৈব

কুক্ষাবুপরি ধাবতি। বাতবর্চ্চোনিরোধশ্চ যস্যাত্যর্থং ভবেদপি। তস্যালসকমাচষ্টে তৃষ্ণোদগারৌ চ যস্য তু॥

যে অজীর্ণরোগ জন্মিলে রোগীর কুক্ষিতে বন্ধন তুল্য যন্ত্রণা ও সংমোহ হয়, রোগী চীৎকার করিতে থাকে, আবদ্ধ বায়ু কুক্ষিদেশ হইতে কুক্ষির উপরিভাগে যায়, বায়ু ও মলনির্গম বন্ধ হয় আর তৃষ্ণা ও উদগার হইতে থাকে, তাহারই নাম অলসক।

বিলম্বিকালক্ষণং।

দুষ্টন্তু ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং প্রবর্ত্ততে নোর্দ্ধমধশ্চ যস্য। বিলম্বিকাং তাং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যামাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ॥

যে রোগ জন্মিলে শ্লেষ্মা ও বায়ু দূষিত হইয়া ভুক্ত অন্নকে ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের কোন দ্বার দিয়াই নির্গত হইতে দেয় না, প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্‌গণ তাহাকেই বিলম্বিকা রোগ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই রোগ অতীব দুশ্চিকিৎস্য।

অজীর্ণস্য আমস্য কার্য্যান্তরং।

যত্রস্থমামং বিরুজেত্তমেব দেশং বিশেষেণ বিকারজাতৈঃ। দোষেণ যেনাবততং শরীরং তল্লক্ষণৈরামসমুদ্ভবৈশ্চ॥

দেহের যে স্থলে অপক্ক রস বিদ্যমান থাকে, তথায় সম্যক্ ব্যথা জন্মে, তদনন্তর যে দোষ আসিয়া সেই স্থানে ঘটে, তাহার লক্ষণ আমজাত লক্ষণবিশিষ্ট হয়।

বিসূচ্যালসকয়োরসাধ্যত্বং।

যঃ শ্যাবদন্তৌষ্ঠ নখোল্পসংজ্ঞো বম্যার্দ্দিতোভ্যন্তরযাতনেত্রঃ। ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ববিমুক্তসন্ধির্যায়ান্নরঃ সোঽপুনরাগমায়॥

যে রোগীর দশন, ওষ্ঠ ও নখ শ্যামবর্ণ হয়, জ্ঞানের হ্রাস হইয়া যায়, বমন হয়, নেত্র কোটরস্থ হইয়া পড়ে, স্বরভেদ হয় আর দেহসন্ধি সকল শিথিল হইয়া যায়, সে রোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় সন্দেহ নাই।

জীর্ণাহারলক্ষণং।

উদগার-শুদ্ধিরুৎসাহো বেগোৎসর্গো যথোচিতঃ। লঘুতা ক্ষুৎপিপাসা জীর্ণাহারস্য লক্ষণং॥

যে ব্যক্তির উদগার অম্লাদি শূন্য হয়, কার্য্যে যাহার উৎসাহিতা বিদ্যমান থাকে, মূত্রপুরীষাদির বেগ সম্যক্ রূপে নিঃসারিত হয়, এবং তৃষ্ণা ও লঘুতা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তিরই ভুক্তদ্রব্য উৎকৃষ্টরূপে জীর্ণ হইয়াছে জানিবে

অথ অগ্নিমান্দ্যাজীর্ণাদীনামৌষধিনিরূপণ

রামবাণরসঃ।

পারদমৃতলবঙ্গগন্ধকং ভাগযুগ্মমরিচেন মিশ্রিতং। জাতিকাফলমথার্দ্ধভাগিকং তিন্তিড়ীফলরসেন মর্দ্দিতং। মাষমাত্রমনুপানযোগতঃ সদ্য এব জঠরাগ্নিদীপনঃ। সংগ্রহগ্রহণীকুম্ভকর্ণকং সামবাতখরদূষণং জয়েৎ। বহ্নিমান্দ্যদশবক্ত্র নাশনো রামবাণ ইব বিশ্রুতো রসঃ॥

দুই ভাগ করিয়া পারদ, বিষ, লবঙ্গ, গন্ধক, মরিচ, অর্দ্ধভাগ জাতীফল, সকল বস্তু একত্র করিয়া তেঁতুলের রসে পেষণ করিবে। এই ঔষধ একমাষা পরিমাণে অনুপান বিশেষের সহিত সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ জঠরাগ্নির উদ্দীপন হয়। ইহাকে রামবাণরস কহে। এই রামবাণ গ্রহণীরূপ কুম্ভকর্ণ, আমবাতরূপ খরদূষণ ও মন্দাগ্নিরূপ রাবণকে ধ্বংস করে। এই কারণেই ইহাকে রামবাণ কহে।

অজীর্ণকণ্টকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সমং সর্ব্বং

বিচূর্ণয়েৎ। মরিচং সর্ব্বতুল্যঞ্চ কণ্টকার্য্যাঃ ফলদ্রবৈঃ। মর্দ্দয়েদ্ ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকবিংশতিবারকং। ত্রিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে। অজীর্ণকণ্টকঃ সোঽয়ং রসো হন্তি বিসূচিকাং॥

এক একভাগ পারদ, বিষ, গন্ধক এবং তিনভাগ মরিচ, সকল বস্তু একত্র করিয়া কণ্টকারিফলের রসে একবিংশতিবার ভাবনা দিবে। পরে তিন রতি প্রমাণ বড়ী করিয়া সকল প্রকার অজীর্ণরোগ বিনাশের জন্য সেবন করিবে। ইহাকে অজীর্ণকণ্টকরস কহে। এই ঔষধ যাবতীয় বিসূচিকারোগ ধ্বংস করিয়া থাকে।

পাশুপতরসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং ত্রিভাগং তীক্ষ্ণভস্মকং। ত্রিভিঃ সমং বিষং দেয়ং চিত্রকক্কাথভাবিতং। ধূর্ত্তবীজস্য ভস্মাপি দ্বাত্রিংশদ্ভাগসংযুতং। কটুত্রয়ং ত্রিভাগং স্যাৎ লবঙ্গৈলা চ তৎসমং। জাতীফলং তথা কোষমর্দ্ধভাগং নিযোজয়েৎ তথার্দ্ধং লবণং পঞ্চাম্ল্য্যর্কৈরণ্ডতিন্তিড়ী অপামার্গাশ্বত্থজঞ্চ ক্ষারং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ হরীতকী যবক্ষারং স্বর্জিকা হিঙ্গু জীরকং। টঙ্গণঞ্চ সূততুল্যং চাম্লযোগেন মর্দ্দয়েৎ ভোজনান্তে প্রয়োক্তব্যো গুঞ্জাফলপ্রমাণতঃ। রসঃ পাশুপতো নাম সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ। দীপনঃ পাচনো হৃদ্যঃ সদ্যো হন্তি বিসূচিকাং। তালমূলীরসেনৈব .উদরাময়নাশনঃ। মোচরসেনাতীসারং গ্রহণীং তক্রসৈন্ধবৈঃ। সৌবর্চ্চলকণা-শুণ্ঠিযুত শূলং বিনাশয়েৎ। অর্শো হন্তি চ তক্রেণ পিপ্পল্যা রাজযক্ষ্মকং। বাতরোগং নিহন্ত্যাশু শুণ্ঠি-সৌবর্চ্চলান্বিতঃ। শর্করাধান্যযোগেন পিত্তরোগং নিহন্ত্যয়ং। পিপ্পলীক্ষৌদ্রযোগেন শ্লেষ্ম রোগঞ্চ তৎক্ষণাৎ। অতঃ পরতরো নাস্তি ধন্বন্তরিমতো রসঃ॥

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, তিন ভাগ লৌহ, ছয়ভাগ বিষ, এই সমস্ত বস্তু চিতার কাথে ভাবনা দিয়া তাহার সহিত বত্রিশভাগ ধুস্তুরবীজ ভস্ম, তিনভাগ ত্রিকটু, তিনভাগ লবঙ্গ ও এলাইচ, অর্দ্ধভাগ জাতীফল ও জয়িত্রী, অর্দ্ধভাগ পঞ্চলবণ এবং একভাগ করিয়া সিজ, আকন্দ, এরণ্ড, তেঁতুল, অপামার্গ ও অশ্বত্থ ইহাদিগের ক্ষার মিশ্রিত করিবে। তৎপরে একভাগ করিয়া হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, জীরা ও সোহাগা মিশাইয়া পূর্ব্বকথিত অম্লবর্গরসে মর্দ্দন করিবে। একরতি প্রমাণ এই ঔষধ ভোজনের পর সেবন করিতে হয়। ইহাকে পাশুপতরস কহে। ইহা সদ্যফলপ্রদ। এই ঔষধ দ্বারা অগ্নির উদ্দীপন হয়, ইহা পাককারক, ইহা সেবনমাত্র বিসূচিকা ধ্বংস হয়। তালমূলীর রসের সহিত ইহা সেবন দ্বারা উদরাময়, মোচরসের সহিত সেবন দ্বারা অতীসার, ঘোল ও সৈন্ধবের সহিত সেবন দ্বারা গ্রহণী, সৌবর্চ্চল, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী সহযোগে সেবন দ্বারা শূল, ঘোলের সহিত সেবন দ্বারা অর্শ, পিপ্পলীর সহিত সেবন দ্বারা রাজযক্ষ্মা, শুণ্ঠি ও সৌবর্চ্চলের সহিত সেবন দ্বারা বাতরোগ, শর্করা ও ধনিয়ার সহিত সেবন দ্বারা পিত্তরোগ এবং পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন দ্বারা কফরোগ বিনষ্ট হয়। ধন্বন্তরির মতে এই ঔষধ অপেক্ষা উত্তম ঔষধ আর নাই।

বৃহচ্ছঙ্খবটী।

দগ্ধশঙ্খস্য চূর্ণং স্যাত্তথা লবণপঞ্চকং। তিন্তিড়ীক্ষারকঞ্চৈব কটুকত্রয়মেব চ। তথৈব হিঙ্গুলং গ্রাহ্যং বিষং পারদগন্ধকং। অপামার্গস্য বহ্নেশ্চ ক্কাথৈর্নিম্পাকজৈদ্রবৈঃ। ভাবয়েৎ সর্ব্বচূর্ণং তদম্লবর্গৈর্বিশেষতঃ। যাবত্তদম্লতাং যাতি গুড়িকামৃতরূপিণী। সদ্যো বহ্নিকরী চৈব ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি। ভুক্ত্বাকণ্ঠিস্তু তস্যান্তে খাদেচ্চ গুড়িকামিমাং। তৎক্ষণাজ্জারয়ত্যাশু পুনর্ভোজনমিচ্ছতি।

হন্তি বাতং তথা পিত্তং কুষ্ঠানি বিষমজ্বরং। গুল্মাখ্যং পাণ্ডুরোগঞ্চ নিদ্রালস্যমরোচকং। শূলঞ্চ পরিণামোত্থং প্রমেহঞ্চ প্রবাহিকাং। রক্তস্রাবঞ্চ শোথঞ্চ দুর্নামানি বিশেষতঃ ॥

এক এক ভাগ করিয়া শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুলের বল্কলের ক্ষার, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বিষ, পারদ, গন্ধক এই সমস্ত বস্তু লইয়া অপামার্গ ও চিতার ক্বাথে এবং কাগজিনেবুর রসে ভাবনা দিতে হইবে। পরে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করতঃ অম্লবর্গরসে পুনরায় ভাবনা দিয়া গুড়িকা করিবে। এই ঔষধ অমৃতবৎ। ইহা সেবন দ্বারা আশু মন্দাগ্নির উদ্দীপন হয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া ইহার একটী বড়ী সেবন করিলে অবিলম্বে জীর্ণ হইয়া যায় এবং পুনরায় ভোজন করিতে বাসনা হয়। এই ঔষধ সেবন দ্বারা বাত, পিত্ত, কুষ্ঠ, বিষম জ্বর, গুল্ম, পাণ্ডুরোগ, নিদ্রা, আলস্য, অরুচি, পরিণামশূল, প্রমেহ, গ্রহণী, রক্তস্রাব, শোথ ও দুর্নামা রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে বৃহচ্ছঙ্খবটী কহে।

মহোদধিবটী ।

একৈকং বিষসূতঞ্চ জাতী টঙ্গং দ্বিকং দ্বিকং। দেবপুষ্পং বাণমিতং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ। মহোদধিবটী নাম্না নষ্টমগ্নিং প্রদীপয়েৎ ॥

একভাগ বিষ, একভাগ পারদ, দুইভাগ জাতীফল, দুইভাগ সোহাগা, তিনভাগ পিপ্পলী, ছয়ভাগ শুণ্ঠী, গন্ধক ও কপর্দ্দকভস্ম প্রত্যেকে দুই ভাগ, পাঁচভাগ লবঙ্গ, এই সকল বস্তু একত্র মর্দ্দন করিয়া বড়ী করিবে। ইহাকে মহোদধিবটী কহে। এই বটী মন্দাগ্নির উদ্দীপন করিয়া দেয়।

অগ্নিতুণ্ডীরসঃ ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধমজমোদা ফলত্রিকং। স্বর্জিক্ষারং যবক্ষারং বহ্নিসৈন্ধবজীরকং। সৌবর্চ্চলং বিড়ঙ্গানি সামুদ্রং ত্র্যূষণন্তথা। বিষমুষ্টিসমং সর্ব্বং জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ। মরিচাভাং বটীং খাদেৎ বহ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে ॥

পারদ, বিষ, গন্ধক, যমানী, ত্রিফল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতা, সৈন্ধব, জীরা, সৌবর্চ্চল, বিড়ঙ্গ, করকচ, ত্রিকটু ও কুচিলা এই সকল বস্তু একত্র জামীরের রসে পেষণ করিয়া মরীচের ন্যায় বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে অগ্নিতুণ্ডীরস কহে।

অগ্নিকুমারো রসঃ ।

রসেন্দ্রগন্ধৌ সহ টঙ্গণেন সমং বিষং যোজ্যমিহ ত্রিভাগং। কপর্দ্দশঙ্খাবিহ নেত্রভাগৌ মরিচমত্রাষ্টগুণং প্রদেয়ং। সুপক্বজম্বীররসেন ঘৃষ্টঃ সিদ্ধো ভবেদগ্নিকুমার এষঃ ॥

তিনভাগ করিয়া পারদ, গন্ধক, সোহাগা, বিষ, দুইভাগ করিয়া কপর্দ্দক ও শঙ্খভস্ম, আট ভাগ মরিচ, সকল বস্তু একত্র করিয়া সুপক্ক জামীরের রসে পেষণ করিবে। ইহাকে অগ্নিকুমাররস কহে। বিসূচিকা, অজীর্ণ, বায়ুরোগ ও গ্রহণীতে এই বিখ্যাত ঔষধ দুয়রতি পরিমাণে সেবন করিবে।

বৃহদগ্নিকুমারো রসঃ ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং গন্ধতুল্যঞ্চ টঙ্গণং। ফলত্রয়ং যবক্ষারং ব্যোষং পঞ্চপটূনি চ। দ্বাদশৈতানি সর্ব্বাণি রসতুল্যানি দাপয়েৎ। সংমর্দ্দ্য সপ্তধা সর্ব্বং ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ। সংশোষ্য চূর্ণয়িত্বা তু ভক্ষয়েদার্দ্রকাম্বুনা। শাণমাত্রং বয়ো বীক্ষ্য নানাজীর্ণপ্রশান্তয়ে। রসশ্চাগ্নিকুমারোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতং। মহাগ্নিকারকশ্চৈব কালভাস্করতেজসাং। অগ্নিমান্দ্যভবান্রোগান্ শোথং পাণ্ড্বাময়ং জয়েৎ। দুর্নামগ্রহণীসামরোগান্ হন্তি ন সংশয়ঃ। যথেষ্টাহারচেষ্টস্য নাস্ত্যত্র নিয়মঃ কচিৎ ॥

একভাগ পারদ, দুইভাগ সোহাগা, একভাগ করিয়া ত্রিফলা, যবক্ষার, ত্রিকটু ও পঞ্চলবণ, সমু-

দার ঔষধ একত্র করিয়া আদার রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের অর্দ্ধতোলা পরিমাণে আদার রসের সহিত সেবন করিতে হয়। রোগীর বয়স অল্প হইলে ঔষধের মাত্রাও অল্প করিবে। ইহাকে বৃহৎ অগ্নিকুমার রস কহে। স্বয়ং মহাদেব অজীর্ণ রোগ বিনাশের জন্য এই ঔষধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই ঔষধ মহা অগ্নিকারক এবং মন্দাগ্নি জন্য সমস্ত রোগ, শোথ, পাণ্ডু, দুর্নামা, গ্রহণী ও আমরোগবিনাশক। এই ঔষধ সেবন করিবে যথেষ্ট আহার বিহার করিতে পারে, কোনরূপ নিয়ম করিবে না।

অপরবৃহদগ্নিকুমারঃ।

ব্যোমং জাতীফলে দ্বে চ লবঙ্গঞ্চ বরাঙ্গকং। পত্রং শৃঙ্গী কণা টঙ্গং যমানী জীরকদ্বয়ং। সৈন্ধবঞ্চ বিড়ং হিঙ্গু রসং গন্ধঞ্চ রৌপ্যকং। লৌহমভ্রং সমং সর্ব্বং জম্বীররসমর্দ্দিতং। চতুর্গুঞ্জাং বটীং কৃত্বা খাদেদজীর্ণশান্তয়ে। অত্যগ্নিকারকশ্চায়ং রসশ্চাগ্নিকুমারকঃ। সংগ্রহগ্রহণীঞ্চৈব বাতপিত্তকফোদ্ভবাং। নাশয়েদামদোষঞ্চ ত্রিদোষজনিতঞ্চ যৎ। শূলদোষং বিসূচীঞ্চ ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

ত্রিকটু, জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনি, তেজপত্র, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপ্পলী, সোহাগা, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব, বিটলবণ, হিঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া জাম্বীরের রসে ভাবনা দিবে। পরে চারিরতি প্রমাণ বড়ী করিয়া অজীর্ণ বিনাশের জন্য সেবন করিবে। এই অগ্নিকুমাররস অতিশয় অগ্নিকারক এবং গ্রহণী, আমদোষ, শূল, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ-বিনাশক। সূর্য্য যেরূপ রাশি রাশি অন্ধকার ধ্বংস করিয়া থাকেন, তদ্রূপ এই অগ্নিকুমার অখিল আমরোগ বিনাশ করে।

বৃহন্মহোদধিবটী।

লবঙ্গং চিত্রকং শুণ্ঠি জয়পালং সমং সমং। টঙ্গণঞ্চ প্রদাতব্যং বৃদ্ধদারস্য কার্ষিকং। চতুর্দ্দশভাবনাশ্চ দন্তীদ্রাবৈঃ প্রদাপয়েৎ। নিম্পাকেন ত্রিধা দেয়া বৃদ্ধদারেণ পঞ্চধা। রসং গন্ধঞ্চ গরলং মেলয়িত্বা বিভাবয়েৎ। আর্দ্রকস্য রসেনৈব চিত্রকস্য রসেন বা। মুদগপ্রমাণাং বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্দিনে দিনে। ক্ষুৎপিপাসাকরী চেয়ং জীর্ণজ্বরবিনাশিনী॥

দুইতোলা করিয়া লবঙ্গ, চিতা, শুণ্ঠি, জয়পালবীজ, সোহাগা ও বৃদ্ধদারকবীজ একত্র করিয়া দন্তীর কাথে চতুর্দ্দশবার এবং কাগজীলেবুর রসে তিনবার, বৃদ্ধদারকের রসে পাঁচবার ভাবনা দিবে, অনন্তর পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে এক এক ভাগ মিশাইয়া সমুদায় দ্রব্য একত্র আদার রসে ও চিতার রসে প্রত্যেকে সাতবার ভাবনা দিয়া মুদ্গপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটী প্রতিদিন এক একটী করিয়া সেবন করিলে ক্ষুধা ও পিপাসা বৃদ্ধি হয় এবং জীর্ণজ্বর ধ্বংস হয়। ইহাকে বৃহন্মহোদধি বটী কহে।

বিজয়রসঃ।

রসশৈলেকং পলং দত্ত্বা নাগঞ্চ গন্ধকং পলং। ক্ষারত্রয়ং পলং দেয়ং লবঙ্গং পলপঞ্চকং। দশমূলীজয়াচূর্ণং তদ্দ্রবেণ তু ভাবয়েৎ। চিত্রকস্য রসেনাথ ভৃঙ্গরাজরসেন তু। শিগ্রুমূলদ্রবৈশ্চাপি ততো ভাণ্ডে নিরুধ্য চ। যামমাত্রং পচেদগ্নৌ মর্দ্দয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ। তাম্বুলীপত্রসংযুক্তং খাদেন্নিষ্কমিতং সদা॥

আটতোলা করিয়া পারদ, সীস, গন্ধক, ক্ষারত্রয়, পাঁচপল করিয়া লবঙ্গ, দশমূল ও ভাঙ্গ, সকল বস্তু একত্র করিয়া চিতা, ভৃঙ্গরাজ, সজিনামূল ইহাদিগের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে মুষামধ্যে অবরুদ্ধ করতঃ একপ্রহর পুটপাক করিবে। শীতল হইলে ঐ ঔষধ লইয়া আদার রসে মর্দ্দন করিয়া লইবে। অর্দ্ধতোলা পরিমাণে এই ঔষধ তাম্বুলপত্রের সহিত সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণনাশক, ইহাকে বিজয় রস কহে।

মহাশঙ্খপাকবটী।

মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ হরিতালং মনঃ-

শিলা। গগনং কান্তলৌহঞ্চ সর্ব্বমেতঞ্চ কার্ষিকং। ত্রিবৃদ্দন্তী বারিবাহং চিত্রকঞ্চ মহৌষধং। পিপ্‌পলী মরিচং পথ্যা যমানীকৃষ্ণজীরকং। রামঠং কটুকা পাণি সৈন্ধবং সাজমোদকং। জাতীফলং যবক্ষারং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ। আর্দ্রকস্য রসেনৈব নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ। সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব জ্যোতিষ্মত্যা রসেন চ। আতপে ভাবয়েদ্বৈদ্যঃ কৃত্বা গুঞ্জামিতাং বটীং। ভক্ষয়েত্তাং বটীং প্রাজ্ঞো লবঙ্গেন নিযোজিতাং। ভুক্তোত্তরীয়ে বহুভোজনান্তে আমানুবন্ধে চিরবহ্নিমান্দ্যে। বিড়্‌বিগ্রহে বাতকফানুবন্ধে শোথোদরানাহগদেপ্যজীর্ণে। শূলে ত্রিদোষপ্রভবে জ্বরে চ শস্তা বটী ভক্তবিপাকসংজ্ঞা ॥

দুইতোলা করিয়া স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, কান্তলৌহ, তেউড়ী, দন্তিমূল, মুথা, চিতা, পিপ্পলী, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, কটুকী, কালাকড়া, সৈন্ধব, যমানী, জাতীফল ও যবক্ষার লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে আদা, নিসিন্দা, শুণ্টা, নয়াফটকি ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। লবঙ্গের সহিত এই বড়ী সেবন করিতে হয়। বহুভোজনের পর এই বড়ী সেবন করা বিধেয়। আমরোগ, চিরকালীন মন্দাগ্নি, মলরোধ, বাতকফানুবন্ধ, শোথ, উদরাময়, আনাহ, অজীর্ণ, শূল, ত্রিদোষজ্বর প্রভৃতি রোগে এই বড়ী প্রশস্ত। ইহাকে মহাভক্তপাকবটী কহে।

রসরাক্ষসঃ।

তাম্রং পারদগন্ধকং ত্রিকটুকং তীক্ষ্ণঞ্চ সৌবর্চ্চলং খল্লে মর্দ্দ্য দিনং নিধায় সিকতাকুম্ভেষু যামত্রতঃ। স্বিন্নং তেষ্বপি রক্তশাকিনীভবং ক্ষারং সমং ভাবয়েৎ একীকৃত্য চ মাতুলুঙ্গকজলৈর্ন্নাম্না রসো রাক্ষসঃ ॥

তাম্র, পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, লৌহ, সৌবর্চ্চল, সকল বস্তু একত্র করিয়া খলে উত্তমরূপে একদিবস পেষণ করিবে। পরে বালুকাযন্ত্রে একপ্রহর পাক করিয়া তাহার সহিত সমভাগে পুনর্ব্বার ক্ষার মিশাইবে। পরে টাবানেবুর রসে ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ যাবতীয় অজীর্ণনাশক। ইহাকে রসরাক্ষস কহে।

ত্রিফলালৌহং।

ত্রিফলামুস্তবেল্লৈশ্চ সিতয়া কণয়া সমং। খরমঞ্জরীবীজৈশ্চ লৌহং ভস্মকনাশনং ॥

ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, শর্করা, পিপ্পলী ও অপামার্গবীজ এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া ইহাদিগের সহিত সকলের সমান লৌহ মিশাইবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা অত্যগ্নিরোগ বিনষ্ট হয়। ইহাকে ত্রিফলালৌহ কহে।

অগ্নিকুমারঃ।

টঙ্গণং রসগন্ধৌ চ সমং ভাগত্রয়ং বিষাৎ। কপর্দ্দশঙ্খয়োস্ত্র্যংশং বসুভাগং মরিচকং। দিনং জম্বাম্ভসা পিষ্টং বল্লমাত্রং প্রদাপয়েৎ। বিসূচীশূলবিষ্টম্ভবহ্নিমান্দ্যে জ্বরে তথা। অজীর্ণে সংগ্রহণ্যাঞ্চ সিদ্ধশ্চাগ্নিকুমারকঃ ॥

এক একভাগ করিয়া সোহাগা, পারদ ও গন্ধক, তিনভাগ করিয়া বিষ, কপর্দ্দকভস্ম, শঙ্খভস্ম, আটভাগ মরিচ, সকল বস্তু একত্র করিয়া জাম্বীরের রসে একদিবস মর্দ্দন করিবে। পরে এক রতি পরিমাণে বড়ী করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বিসূচিকা, শূল, বিষ্টম্ভ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী প্রভৃতি নিঃসন্দেহ ধ্বংস হয়। ইহাকে অগ্নিকুমার কহে।

শঙ্খবটী।

দ্বে ক্ষারৌ রসগন্ধকৌ সমনবৌ ক্ষারেণ পুল্যং বিষং। চিঞ্চাশঙ্খং চতুর্গুণং রসবরৈর্নিষ্পাকজাতৈঃ কৃতং। বারম্বারমিদং সুধাকরচিতং লৌহং ক্ষিপেদ্বিঙ্গুকং। ভূয়ষ্টঙ্গসমং সুমর্দ্দিতমিদং গুঞ্জাপ্রমাণং ভজেৎ। খ্যাতা শঙ্খ-

বটী মহাগ্নিজননী শূলান্তকৃৎ পাচনী। কাসশ্বাসবিনাশিনী ক্ষয়হরীমন্দাগ্নিসন্দীপনী। বাতব্যাধিমহোদরাদিশমনী তৃষ্ণাময়োচ্ছেদিনী। সর্ব্বব্যাধিনিসূদনী ক্রিমিহরী দুষ্টাময়ধ্বংসিনী।

এক এক ভাগ করিয়া ক্ষারদ্বয়, পারদ, গন্ধক ও বিষ, চারিভাগ করিয়া তেঁতুলের বল্কলভস্ম ও শঙ্খভস্ম সকল বস্তু একত্র করিয়া কাগজীলেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে এক একভাগ করিয়া লৌহ, হিঙ্গু ও সোহাগা মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ একরতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে শঙ্খবটী কহে। এই ঔষধ উদরাগ্নির বৃদ্ধি করে এবং শূল, কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, বাতব্যাধি, উদরী, ক্রিমি, তৃষ্ণা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রোগ ধ্বংস করিয়া দেয়

বাড়বানলো রসঃ।

শুদ্ধসূতস্য কর্ষৈকং গন্ধকং তৎসমং মতং। পিপ্‌পলী পঞ্চলবণং মরিচঞ্চ ফলত্রয়ং। ক্ষারত্রয়ং সমং সর্ব্বং চূর্ণং কৃত্বা প্রযত্নতঃ। নির্গুণ্ড্যাশ্চ দ্রবেণৈব ভাবয়েদ্দিনমেকতঃ। বাড়বানলনামায়ং মন্দাগ্নিঞ্চ বিনাশয়েৎ।

দুইতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, পিপ্পলী, পঞ্চলবণ, মরিচ, ত্রিফলা, ত্রিবিধ ক্ষার অর্থাৎ যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সর্জ্জিকক্ষার লইয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করতঃ একত্র করিয়া নিসিন্দার রসে একদিবস ভাবনা দিয়া বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে বাড়বানলরস কহে। এই ঔষধ মন্দাগ্নিবিনাশক।

হুতাশনো রসঃ।

গন্ধেশটঙ্গণৈকৈকং বিষমত্র ত্রিভাগিকং। অষ্টভাগস্তু মরিচং জম্ভাজম্ভোমর্দ্দিতং দিনং। তদ্‌বটীং মুদ্গমানেন কৃষ্ণার্দ্রেণ প্রয়োজয়েৎ। শূলারোচকগুল্মেষু বিসূচ্যাং বহ্নিমান্দ্যকে। অজীর্ণে সন্নিপাতাদৌ শৈতজাড্যে শিরোগদে॥

এক একভাগ গন্ধক, পারদ, সোহাগা, তিনভাগ বিষ, আটভাগ মরিচ, সকল বস্তু চূর্ণ করতঃ একদিবস জাম্বীরের রসে মর্দ্দন করিবে, পরে মুদ্গপরিমাণ বটী করিয়া আদার রস অনুপানে সেবন করিবে। এই ঔষধ শূল, অরুচি, গুল্ম, বিসূচিকা, মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, সন্নিপাত, শৈত্য, জড়তা ও শিরোরোগে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে হুতাশনরস কহে।

বৃহদ্ধুতাশনো রসঃ।

এক-দ্বিক-দ্বাদশভাগযুক্তং যোজ্যং বিষং টঙ্গণমূষণঞ্চ। হুতাশনো নাম হুতাশনস্য করোতি বৃদ্ধিং কফজিদ্বরাণাং॥

একভাগ বিষ, দুইভাগ সোহাগা, বারভাগ মরিচ, সকল বস্তু একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। ইহাকে বৃহৎ হুতাশনরস কহে। এই ঔষধ কফের বিনাশ করিয়া অগ্নির বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

অমৃতকল্পবটী।

শুদ্ধৌ পারদগন্ধৌ চ সমানৌ কজ্জলীকৃতৌ। তয়োরর্দ্ধং বিষং শুদ্ধং তৎসমং টঙ্গণং ভবেৎ। ভৃঙ্গরাজদ্রবৈর্ভাব্যং ত্রিদিনং যত্নতঃ পুনঃ। বটীদ্বয়ং হরেৎ শূলমগ্নিমান্দ্যং সুদারুণং। অজীর্ণং জরয়ত্যাশু ধাতুপুষ্টিং করোতি চ। নানাব্যাধিহরা চেয়ং বটীগুরুবচো যথা। অনুপানবিশেষেণ সম্যক্ গুণকরী ভবেৎ॥

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করতঃ কজ্জলী করিবে। পরে তাহাতে কজ্জলীর অর্দ্ধপরিমাণে বিশুদ্ধ বিষ ও সোহাগা মিশাইয়া তিনদিবস ভৃঙ্গরাজের রসে পুনঃপুনঃ ভাবনা দিবে। তৎপরে মুদ্গপ্রমাণ বড়ী করিয়া সেবন করিবে। ইহার দুইটী বটী সেবন করিলে ঘোরতর শূল, মন্দাগ্নি ও অজীর্ণরোগ ধ্বংস হয় এবং ধাতুর পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। গুরুর উপদেশে জানা যায় যে, এই ঔষধ নানাবিধ ব্যাধি বিনাশে সক্ষম। রোগবিশেষে বিশেষ বিশেষ অনুপানের ব্যবস্থা করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাকে অমৃতকল্পবটী কহে।

ভক্তবিপাকবটী।

মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ হরিতালং মনঃশিলা। ত্রিবৃদ্দন্তী বারিবাহং চিত্রকঞ্চ মহৌষধং। পিপ্‌পলী মরিচং পথ্যা যমানী কৃষ্ণজীরকং। রামঠং কটুকাপাণি সৈন্ধবং সাজমোদকং। জাতীফলং যবক্ষারং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ। আর্দ্রকস্য রসেনৈব নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ। আতপে ভাবয়েদ্বৈদ্যঃ খল্লপাত্রে চ নির্ম্মলে। পেষয়িত্বা বটীং খাদেৎ গুঞ্জাফলসমপ্রভাং। ভুক্তোত্তরীয়ে বহুভোজনান্তে মুহুর্ম্মুহুর্ব্বাঞ্ছতি ভোজনানি। আমানুবন্ধে চ চিরাগ্নিমান্দ্যে বিড্‌বিগ্রহে পিত্তকফানুবন্ধে। শোথোদরে চার্শোগদেঽপ্যজীর্ণে শূলপ্রদোষে প্রভবে জ্বরে চ। শস্তা বটী ভক্তবিপাকসংজ্ঞা সুখাবপাচ্যাশু নিরস্য কোষ্ঠং॥

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তেউড়ী, দন্তী, মুথা, চিতা, শুণ্ঠি, পিপ্পলী, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, কটুকী, তালমাখনা সৈন্ধব, জাতীফল ও যবক্ষার এই সকল বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর আদা, নিসিন্দা, হুড়হুড়িয়া ও তুলসী ইহাদিগের প্রত্যেকের স্বরসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিতে হইবে। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ নির্ম্মল খলে পেষণ করিয়া এক রতি প্রমাণ বড়ী করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে পুনঃপুনঃ ভোজনের ইচ্ছা হয় আমানুবন্ধ, চিরকালীন মন্দাগ্নি, মলরোধ, পিত্তকফানুবন্ধ, শোথ, উদরাময়, অর্শ, অজীর্ণ, শূল ও জররোগে এই ঔষধ প্রযোজ্য। ইহাকে ভক্তবিপাকবটী কহে।

পঞ্চামৃতবটী।

অভ্রকং পারদং তাম্রং গন্ধকং মরিচানি চ। সমভাগমিদং চূর্ণং চাঙ্গেরীরসমর্দ্দিতং। মর্দ্দিতে হি রসে ভূয়ো জয়ন্তীসিন্ধুবারয়োঃ। ভাবনাপি চ কর্ত্তব্যা গুঞ্জাপরিমিতা বটী। তপ্তোদকানুপানেন চতস্রস্ত্রিএব বা। বহ্নিমান্দ্যে প্রদাতব্যা বট্যঃ পঞ্চামৃতাস্তথা॥

অভ্র, পারদ, তাম্র, গন্ধক ও মরিচ এই সকল বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে আমরুলীর স্বরসে মর্দ্দন করতঃ পুনরায় জয়ন্তী ও নিসিন্দার রসে ভাবনা দিবে। অনন্তর একরতি প্রমাণ বড়ী করিয়া গরমজল অনুপানে সেবন করিবে। ইহাকে পঞ্চামৃতবটী কহে। অগ্নিমান্দ্যরোগে ইহার তিন, চারি কিম্বা পাঁচটী বটী সেবন করিতে হয়।

ক্রব্যাদো রসঃ।

পলং রসস্য দ্বিপলং বলেঃ স্যাচ্ছুল্বায়সী চার্দ্ধপলপ্রমাণে। সংচূর্ণ্য সর্ব্বং দ্রুতমগ্নিযোগাদেরণ্ডপত্রেঽথ নিবেশনীয়ং। কৃত্বাথ তাং পর্পটিকাং বিদধ্যাল্লৌহস্য পাত্রে ত্বথপূতমস্মিন্। জম্বীরজং পক্বরসং পলানাং শতং নিযোজ্যাগ্নিমথাল্পমল্পং। জীর্ণে রসে ভাবিতমেতদেতৈঃ সুপক্বকোলোদ্ভববারিপূরৈঃ। সবেতসাম্লৈঃ শতমত্র যোজ্যং সমং রজস্টঙ্গণজং সুভৃষ্টং। বিড়ং তদর্দ্ধং মরিচং সমঞ্চ তৎ সপ্তবারং চণকাম্লকেন। ক্রব্যাদনামা ভবতি প্রসিদ্ধো রসস্তু মন্থানকভৈরবোক্তঃ। মাষদ্বয়ং সৈন্ধবতক্রপীতমেতৎ সুধন্যং খলু ভোজনান্তে। গুরূণি মাংসানি পয়াংসি পিষ্টঘৃতানি সেব্যানি ফলানি চাপি। মাত্রাতিরিক্তান্যপি সেবিতানি যামদ্বয়াজ্জারয়তি প্রসিদ্ধঃ। কার্শ্যস্থৌল্যনিবর্হণো গরহরঃ সামার্ত্তিনির্নাশনঃ গুল্মপ্লীহনিসূদনো গ্রহণিকাবিধ্বংসনঃ স্রংসন। বাতশ্লেষ্মনিবর্হণঃ শ্রমহরঃ শূলার্ত্তিশূলাপহঃ বাতগ্রন্থিমহোদরাপহরণঃ ক্রব্যাদনামা রসঃ॥

একতোলা পারদ, দুই পল গন্ধক, অর্দ্ধপল তাম্র ও লৌহ এই সকল বস্তু চূর্ণ করিয়া অগ্নিপাকদ্বারা গলাইবে এবং এরণ্ডপত্রে ঢালিয়া দিয়া পর্পটীর আকার করিবে। পরে উহা চূর্ণ করিয়া বাটিবে

অনন্তর কোন লৌহপাত্রে পক্ক জম্বীরের রস এক শতপল দিয়া তাহাতে সেই চূর্ণ ফেলিয়া মৃদু অগ্নি-জ্বালে পাক করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। অনন্তর পঞ্চকোল, টাবানেবু ও থৈকল ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত একপল সোহাগা, অর্দ্ধপল বিটলবণ এবং অর্দ্ধপল মরিচ মিশাইয়া চণক কাঞ্জিকে সাতবার ভাবনা দিবে। তৎপরে দুই মাষা পরিমাণে বড়ী করতঃ ঘোল ও সৈন্ধবের সহিত সেবন করিবে। শুষ্ক মাংস, দুগ্ধ, পিষ্টক, ঘৃত ও ফল অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে দুই প্রহরের মধ্যে জীর্ণ হয়। এই ঔষধ সেবন দ্বারা কার্শ্য, স্থূলতা, বিষদোষ, আমরোগ, গুল্ম, প্লীহা, গ্রহণী, বাত, শ্লেষ্মবিকার, ভ্রম, শূল, বাতগ্রন্থি ও উদরাময় ধ্বংস হয়। ইহাকে ক্রব্যাদ-রস কহে।

জ্বালানলো রসঃ।

ক্ষারদ্বয়ং সূতগন্ধৌ পঞ্চকোলমিদং সমং। সর্ব্বতুল্যা জয়া দেয়া তদর্দ্ধং শিগ্রু বল্কলং। এতৎ সর্ব্বং জয়াশিগ্রু-বহ্নিমার্কবজৈ রসৈঃ। ভাবয়েত্রিদিনং ঘর্ম্মে ততো লঘুপুটে পচেৎ। ভাবয়েৎ সপ্তধা চার্দ্রদ্রবৈর্জ্বালানলো ভবেৎ। পাচনো দীপনো হৃদ্যশ্চোদরাময়-নাশনঃ॥

যবক্ষার, সাচিক্ষার, পারদ, গন্ধক, পঞ্চকোল, এই সকল বস্তু সমভাগ এবং সকল বস্তুর সমান ভাঙ্গ ও ভাঙ্গের অর্দ্ধপরিমাণ সজিনার ছাল, সকল বস্তু একত্র করিয়া ভাঙ্গ, সজিনা ও ভৃঙ্গরাজ ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে তিন দিবস ভাবনা দিবে। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লঘুপাকে পাক করিতে হইবে। অনন্তর আদার রসে সাতবার ভাবনা দিতে হইবে। ইহাকে জ্বালানলরস কহে। এই ঔষধ পরিপাককারক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক এবং যাবতীয় উদরাময়নাশক।

অমৃতাবটী।

অমৃতবরাটমরিচৈর্দ্বিপঞ্চনবভাগযোজিতৈঃ ক্রমশঃ। বটিকা মুদ্গসমানা কফ-ত্রিদোষবহ্নিমান্দ্যহারিণী॥

দুইভাগ বিষ, পাঁচভাগ কপর্দ্দকভস্ম এবং নয়ভাগ মরিচ, সকল বস্তু একত্র করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক মুদ্গপ্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা কফদোষ ও অগ্নিমান্দ্য ধ্বংস হয়। ইহাকে অমৃতাবটী কহে।

বৃহত্তক্রপাকবটী।

অভ্রং পারদগন্ধকৌ সদরদৌ তাম্রঞ্চ তালং শিলা বঙ্গঞ্চ ত্রিফলা বিষঞ্চ কুনটী ভাগাস্ত্রয়ো দন্তিনঃ। শৃঙ্গী-ব্যোষ-যমানী-চিত্রজলদং দ্বে জীরকে টঙ্গণং এলাপত্র-লবঙ্গ-হিঙ্গু-কটুকী-জাতীফলং সৈন্ধবং। এতান্যার্দ্রক-চিত্রদন্তী-সুরসা-বাসা-নীরৈ— বিল্বজৈঃ পাত্রোত্থৈরপি সপ্তধা সুবিমলে খল্লে বিভাব্যান্যতঃ। খাদেদ্বল্লমিতং তথা চ সকলব্যাধৌ প্রযোজ্যা বুধৈঃ বিবন্ধে কফজে ত্রিদোষজনিতে হ্যামানুবন্ধেপি চ। মন্দাগ্নৌ বিষমজ্বরে চ সকলে শূলে ত্রিদোষোদ্ভবে হন্ত্যাত্তানপি তক্রপাক-বটিকা ভূয়শ্চ সামং জয়েৎ॥

একতোলা করিয়া অভ্র, পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, তাম্র, হরিতাল, মনঃশিলা, বঙ্গ, ত্রিফলা, বিষ, নেপালী মনঃশিলা, কাকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, যমানী, চিতা, মুথা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সোহাগা, এলাইচ, তেজপত্র, লবঙ্গ, হিঙ্গু, ত্রিকটু, জাতীফল, সৈন্ধব এবং তিনভাগ দন্তী, সকল বস্তু একত্র করিয়া আদা, চিতা, দন্তী, তুলসী, বাসক ও বিল্বপত্র ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। এই ঔষধ তিনরতি পরিমাণে যাবতীয় রোগে প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ দ্বারা কফজন্য মলরোধ, ত্রিদোষজন্য আমরোগ, মন্দাগ্নি, বিষমজ্বর ও ত্রিদোষজন্য শূল, বিনাশ পায়। ইহাকে বৃহত্তক্রপাকবটী কহে।

লবঙ্গাদিবটী।

লবঙ্গ-শুণ্ঠী-মরিচানি ভৃষ্টসৌভাগ্য-চূর্ণানি সমানি কৃত্বা। ভাব্যান্যপামার্গ-হুতাশবারা প্রভূতমাংসাদিকজারণায়॥

লবঙ্গ, শুণ্ঠী, মরিচ, সোহাগা এই সকল বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া অপামার্গ ও চিতা ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া বটী করিবে। এই বটী সেবন করিলে গুরুমাংসাদি ভুক্ত দ্রব্যসকল পরিপাক পায়। ইহাকে লবঙ্গাদি বটী কহে।

চিন্তামণিরসঃ।

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং মৃতমভ্রং ফলত্রয়ং। ত্র্যূষণং দন্তীবীজঞ্চ সর্ব্বং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ। দ্রোণপুষ্পীরসৈশ্চাপি ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ। অস্য মাত্রা প্রদাতব্যা গুঞ্জৈকা বা ত্রিগুঞ্জিকা। চিন্তামণিরসো হ্যেষশ্চাজীর্ণে শস্যতে সদা। আমবাতং জ্বরং হন্তি সর্ব্বশূলনিসূদনঃ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, ত্রিফলা, ত্রিকটু, দন্তিবীজ এই সকল বস্তু একত্র করিয়া খলে পেষণ করতঃ দ্রোণপুষ্পের রসে বারম্বার ভাবনা দিবে। এক বা তিনরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহাকে চিন্তামণিরস কহে। এই ঔষধ অজীর্ণরোগে প্রশস্ত, ইহাদ্বারা আমবাত, জ্বর ও সর্ব্বপ্রকার শূল ধ্বংস হয়।

প্রদীপনো রসঃ।

রসনিষ্কং গন্ধনিষ্কং নিষ্কমাত্রং প্রদীপনং। মানমর্দ্ধং প্রদাতব্যং চুল্লিকালবণং ভিষক্। মর্দ্দয়িত্বা প্রদাতব্যমথাস্য মাষমাত্রকং। অজীর্ণে চাগ্নিমান্দ্যে চ দাতব্যো রসবল্লভঃ॥

অর্দ্ধতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক ও বিষ এবং অর্দ্ধপল চুল্লিকালবণ একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে। পরে একমাষা পরিমাণে লইয়া অজীর্ণ ও মন্দাগ্নিরোগে সেবন করিবে; ইহাকে প্রদীপনরস কহে।

জাতীফলাদিবটী।

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ পিপ্‌পলী সিন্ধুবামৃতং। শুণ্ঠি ধুস্তূরবীজঞ্চ দরদং টঙ্গণস্তথা। সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য জম্ভাম্ভসা বিমর্দ্দয়েৎ। বল্লমানা বটী কার্য্যা চাগ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে॥

জাতীফল, লবঙ্গ, পিপ্পলী, সৈন্ধব, বিষ, শুণ্ঠী, ধুস্তূরবীজ, হিঙ্গুল, সোহাগা সকল বস্তু সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জাম্বীরের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে তিনরতি প্রমাণ বটী করিয়া অগ্নিমান্দ্যরোগ শান্তির জন্য সেবন করিবে। ইহাকে জাতীফলাদি বটী কহে।

শঙ্খবটী।

সার্দ্ধকর্ষং রসেন্দ্রস্য গন্ধকস্য তথৈব চ। বিষং কর্ষত্রয়ং দদ্যাৎ সর্ব্বতুল্যং মরিচকং। দগ্ধশঙ্খঞ্চ তত্তুল্যং পঞ্চকর্ষাণি নাগরাৎ। স্বর্জিকা-রামঠ-কণা-সিন্ধু-সৌবর্চ্চলং বিড়ং। সামুদ্রমৌদ্ভিদঞ্চৈব ভাবয়েৎ নিম্বুকদ্রবৈঃ। বটী গ্রহণ্যম্লপিত্ত-শূলঘ্নী বহ্নিদাপনী। বহ্নিমান্দ্যকৃতান্রোগান্ সামদোষং বিনাশয়েৎ॥

তিনতোলা পারদ, তিনতোলা গন্ধক, ছয়তোলা বিষ, বারতোলা মরিচ, বারতোলা শঙ্খভস্ম, দশতোলা করিয়া শুণ্ঠী, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, পিপ্পলী, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্‌লবণ, করকচ, উদ্ভিদ্‌লবণ, সকল বস্তু একত্র করিয়া কাগজীলেবুর রসে পেষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা গ্রহণী, অম্লপিত্ত, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও আমদোষ ধ্বংস এবং উদরাগ্নির বৃদ্ধি হয়। ইহার নাম শঙ্খবটী।

বৃহল্লবঙ্গাদিবটী।

লবঙ্গ-জাতীফল-ধান্য-কুষ্ঠং জীরদ্বয়ং ত্র্যূষণং ত্রৈফলঞ্চ। এলা ত্বচং টঙ্গ-বরাট-মুস্তং বচাজমোদাবিড়সৈন্ধবঞ্চ। তদর্দ্ধকং পারদ-গন্ধমভ্রং লৌহঞ্চ তুল্যং সুবিচূর্ণ্য সর্ব্বং। তন্নাগবল্লীদলতোয়-পিষ্টং বল্লপ্রমাণাং বটিকাঞ্চ কৃত্বা। প্রাতর্ব্বিদধ্যাদপি চোষ্ণতোয়ৈরিয়ং নিহন্যাদ্ গ্রহণীবিকারং। আমানুবন্ধং সরুজং প্রবাহং জ্বরং তথা শ্লেষ্মভবং সশূলং। কুষ্ঠাম্লপিত্তং প্রবলং সমীরং মন্দানলং কোষ্ঠগতঞ্চ বাতং। বটী লব-

ঙ্গাদ্যা বসুপ্রণীতা তথা সবাতং বিনিহন্তি শীঘ্রং ॥

এক একভাগ করিয়া লবঙ্গ, জাতীফল, ধনিয়া, কুড, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাচী, দারুচিনি, সোহাগা, কপর্দ্দকভস্ম, মুথা, বচ, যমানী, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধব, অর্দ্ধভাগ করিয়া পারদ, গন্ধক, অভ্র ও লৌহ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পানের রসে ভাবনা দিবে। অনন্তর তিনরতি প্রমাণ বটী করিয়া প্রাতঃকালে গরমজলের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ দ্বারা গ্রহণীবিকার, আমরোগ, জ্বর, শ্লেষ্মজন্য শূল, কুষ্ঠ, অম্লপিত্ত, প্রবল বায়ুরোগ, মন্দাগ্নি ও কোষ্ঠগত রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে বৃহল্লবঙ্গাদিবটী কহে।

অথ অজীর্ণে পাচনচিকিৎসা।

নিম্বাদিক্কাথঃ ।

নিম্বনীরধরবেতসং নিশা কাশ্মরী চ তুলসী চ সিংহিকা। ক্বাথ এব হৃদয়াময়াপহঃ কফং শূলমাশু যকৃদাস্য—নাশনঃ ॥

নিম্বত্বক্, মুথা, বেতস, হলুদ, গাম্ভারী, তুলসী ও ব্যাকুড় এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া সেবন করিবে। ইহাকে নিম্বাদি ক্বাথ কহে। ইহা দ্বারা হৃদ্রোগ, শ্লেষ্মা, শূল, যকৃৎ ও মুখরোগ বিনাশ পায়।

বিশ্বাদিক্কাথঃ ।

বিশ্বাভয়াগুড়ূচীনাং কষায়েণ ষড়ূষণং। পিবেৎ শ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ ত্বক্‌পত্রং সুরভীকৃতং ॥

শুন্ঠি, হরীতকী, গুড়ূচী এই সকলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত পিপ্পলীমূল, চৈ, রক্তচিতা, শুন্ঠি, মরিচ এই সকলের চূর্ণ মিশাইয়া তন্মধ্যে দারুচিনিচূর্ণ ও তেজপত্রচূর্ণ কিঞ্চিৎ দিয়া সুগন্ধ করতঃ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়।

ধান্যনাগরম্ ।

ধান্যনাগরসিদ্ধং বা তোয়ং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। আমাজীর্ণপ্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনং ॥

ধনিয়া ও শুঠ এই উভয়ের কাথ করিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ ও শূল বিনাশ পায় এবং মূত্রাশয় শোধিত হইয়া থাকে।

অথ অগ্নিমান্দ্যে মুষ্টিযোগ।

শ্বেতাপরাজিতামূলং হরিদ্রা সিক্থতণ্ডুলং। অপামার্গত্রিকটুকমেষাস্তু বটিকা শিব। বিসূচিকাং মহাব্যাধিং হরত্যেব ন সংশয়ঃ ॥

শ্বেত অপরাজিতার শিকড়, হলুদ, মম, তণ্ডুল, আপাং, মরিচ, শুন্ঠি, পিপ্পলী এই সমস্ত তুল্যপরিমাণে একত্র করতঃ বড়ী করিয়া সেবন করিলে দারুণ বিসূচিকা বিনাশ পায়

শুণ্ঠ্যা চ ক্বথিতং বারি পীতঞ্চাগ্নিং করোতি চ ॥

শুন্ঠীর ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

অভয়া সৈন্ধবং শুণ্ঠিরেতৎ পিষ্টোদকেন তু। ভক্ষয়িত্বা অজীর্ণস্য নাশো ভবতি শঙ্কর ॥

হরীতকী, সৈন্ধব ও শুন্ঠি তুল্যপরিমাণে সলিল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ ধ্বংস হয়।

সাজ্যং শূকরমাংসং বৈ পীতং চাতিক্ষুধাকরং ॥

শূকরের মাংসের যূষের সহিত ঘৃত মিশাইয়া সেবন করিলে অত্যন্ত ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়

হরীতকী সমগুড়া মধুনা সহ যোজিতা। বিরেচনকরী রুদ্র ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥

হরীতকী ও গুড় তুল্যপরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত একত্র করতঃ সেবন করিলে বিরেচন হয়।

হরীতকী সৈন্ধবঞ্চ চিত্রকং রুদ্র পিপ্‌পলী। চূর্ণমুষ্ণোদকেনৈষাং পীতা-ক্ষাতিক্ষুধাকরং ॥

হরীতকী, সৈন্ধব, চিতা ও পিপ্পলী চূর্ণ একত্র করতঃ গরম জলের সহিত সেবন করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়।

জাতীমূলং তক্রপীতং কোলীমূলস্তু জীর্ণকৃৎ ॥

জাতীফুলের শিকড় কিম্বা বিছাটীর শিকড় চূর্ণ করতঃ তক্রসহ সেবন করিলে অজীর্ণ ধ্বংস হয়।

কুষ্মাণ্ডনালক্ষারস্তু সগোমূত্রাশ্চ তত্ত্বচঃ। জলপিষ্টা হরিদ্রা চ সিদ্ধা মন্দানলেনহি ॥

কুষ্মাণ্ডের ডাঁটা এবং বল্কল দগ্ধ করতঃ জল দ্বারা পিষ্ট হরিদ্রার সহিত গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা মন্দাগ্নি বিনাশ পায়।

জগ্ধা কৃষ্ণতিলান্যেব নবনীতযুতানি চ। যবক্ষারং শুণ্ঠীচূর্ণং যুক্তং তুল্যং ঘৃতান্বিতং। লীঢ়মগ্নিং করোত্যেষঃ প্রত্যূষে বৃষভধ্বজ ॥

কৃষ্ণতিল, নবনীত, যবক্ষার ও শুণ্ঠিচূর্ণ তুল্য-পরিমাণে একত্র করতঃ সকলের সমান ঘৃত মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহা প্রতিদিন প্রভাতে লেহন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

হরীতকী ছয় মাষা, শুণ্ঠি ছয় মাষা, চিনি ছয় মাষা এই সমস্ত একত্র করতঃ সেবন করিলে শ্লেষ্মা-জন্য মন্দাগ্নি দূর হয়।

যমানী এক তোলা ও শুণ্ঠিচূর্ণ এক তোলা এক পোয়া গরম জলে পাঁচ দণ্ড যাবৎ ভিজাইয়া রাখিবে। তদনন্তর সেই জল পান করিলে মন্দাগ্নি অজীর্ণ ও পেটফাঁপা দূর হয়।

হিং তিন রত্তি, যমানী এক আনা ও লবঙ্গ দুই আনা একত্র করতঃ বিট্‌লবণ সহ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ বিনাশ পায়।

যবক্ষার, ত্রিফলা, ছোট এলাচী, সৈন্ধব, পুদিনা, বিট্‌লবণ, মৌরী, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ, এই সমস্ত প্রত্যেকে এক তোলা প্রমাণে লইয়া চূর্ণ করতঃ কাগজীলেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিবে। শীতল জলের সহিত ইহার এক রতি লইয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা মন্দাগ্নি ও অজীর্ণ দূর হয়।

যব ও যবক্ষারচূর্ণ ঘোলের সহিত মিশ্রিত করতঃ খোলায় গরম করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শুণ্ঠি, পিপ্পলী ও সিদ্ধি এই তিন দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। সন্ধ্যাকালে চারি আনা পরিমাণে উহা সেবন করিলে মন্দাগ্নি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শীতল জল ইহার অনুপান।

সিকি তোলা পরিমিত যমানীর সহিত দুই আনা সৈন্ধব সেবন করিলে অনেক উপকার দর্শে।

পুদিনা, বিট্‌লবণ, হরীতকী, চিতামূল, সোহাগার খৈ, ত্রিকটু, যমানী, ছোট এলাইচ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রতিদিন ইহার দশরতি সেবন করিলে মন্দাগ্নি রোগে বিশেষ উপকার হয়। শীতল জল ইহার অনুপান।

পিপ্পলী ও হরীতকীর কাথ প্রস্তুত করতঃ তাহার সহিত অর্দ্ধতোলা সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মন্দাগ্নি বিনাশ পাইয়া থাকে।

পিপ্পলী, হরীতকী, চিতামূল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া গরম জলের সহিত সেবন করিলে মন্দাগ্নি বিনাশ পায়।

পিপ্পলী ও হরীতকী কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে মন্দাগ্নি বিদূরিত হয়, অজীর্ণ বিনাশ পায় এবং ধূম উদ্গার হইলে তাহাও দূরীভূত হইয়া থাকে।

এই রোগে সমাগ্নির রক্ষা করিতে হয়, বিষমাগ্নি হইলে বায়ু দমন করিবে, তীক্ষ্ণাগ্নির পিত্ত শান্তি করা বিধেয় এবং মন্দাগ্নিতে কফ শোধন করিতে হয়।

সৈন্ধব, হরীতকী, পিপ্পলী, মুথা, চিতামূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করতঃ চূর্ণ করিয়া চারি-মাষা পরিমিত গরম জলের সহিত সেবন করিলে মন্দাগ্নি দূরীভূত হইয়া থাকে।

শুণ্ঠি ও ধনিয়া এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আমাজীর্ণ বিনাশ পাইয়া থাকে

শীতল জল পান দ্বারা বিদগ্ধাজীর্ণে বিশেষ উপকার দর্শে।

দুই আনা সোহাগার খৈচূর্ণ, এক আনা পাপড়ি খয়ের চূর্ণ ও দুই আনা চা খড়ি চূর্ণ এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়া আতপতণ্ডুলের জলের সহিত চারি রতি পরিমাণে সেবন করিলে অজীর্ণ প্রশান্ত হয়।

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, হিং, সৈন্ধব ও মরিচ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করতঃ উদরে লেপ প্রদান করিয়া নিদ্রিত হইলে যাবতীয় অজীর্ণ বিনাশ পায়।

প্রত্যহ প্রাতে চূণের জল সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুখ ধৌত না করিয়া অগ্রে বাসি জল পান করিলে অজীর্ণ রোগ নিবারিত হয়।

বিট্‌লবণ দুই আনা ও জাঙ্গি হরীতকী চূর্ণ দুই আনা এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ প্রশান্ত হয়।

এক তোলা শুণ্ঠী ও এক তোলা ধনিয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঐ জল সেবন দ্বারা অজীর্ণ রোগ বিনাশ পায়।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, প্রভাতে স্নান পূর্ব্বক নিদ্রিত হইলে অজীর্ণ রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

শুল্‌ফা, হরীতকী, সৈন্ধব, হিং, দেবদারু ও কুড় এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া পেটের উপর প্রলেপ দিবে। যদি অজীর্ণরোগে পেট ফাঁপে এবং বেদনা থাকে, তাহা হইলে ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

দুই আনা সৈন্ধব এবং লবঙ্গ, যমানী, কর্পূর ও জীরা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক আনা পরিমাণে লইয়া একত্র করতঃ প্রত্যহ প্রভাতে সেবন করিবে।

অথ অগ্নিমান্দ্যাদিরোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

তত্র পথ্যবিধিঃ।

শ্লৈষ্মিকে বমনং পূর্ব্বং পৈত্তিকে মৃদুরেচনং। বাতিকে স্বেদনঞ্চাথ যথাবস্থং হিতঞ্চ যৎ॥

কফজ মন্দাগ্ন্যাদি জন্মিলে সর্ব্বাগ্রে বমন, পিত্তজ মন্দাগ্ন্যাদিতে মৃদু বিরেচন আর বাতজ মন্দাগ্ন্যাদিতে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ যে যে অবস্থায় যে যে বস্তু হিতজনক, তাহা প্রয়োগ করিতে হয়।

শোভাঞ্জনং পটোলঞ্চ বার্ত্তাকুং নলদম্বু চ। কর্কোটকং কারবেল্লং বার্হতঞ্চ মহার্দ্রকং॥

সজিনা, পটোল, বার্ত্তাকু, নিম, কাঁকরোল, করল্লা, বৃহতী, বন আর্দ্রক এই সমস্ত পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

তাম্বূলং তপ্তসলিলং কটুতিক্তৌ রসাবপি। মন্দানলেঽপ্যজীর্ণেঽপি পথ্যমেতন্নৃণাং ভবেৎ॥

তাম্বূল, তপ্ত জল, কটু বস্তু, তিক্ত বস্তু, মন্দাগ্নি, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে এই সমস্ত পথ্য।

নানাপ্রকারো ব্যায়ামো দীপনানি লঘূনি চ। বহুকালসমুৎপন্নাঃ সূক্ষ্মা লোহিতশালয়ঃ॥

নানাপ্রকার ব্যায়াম বহ্নিপ্রদীপক বস্তু, লঘু বস্তু, পুরাতন সূক্ষ্ম রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন এই সমস্ত মন্দাগ্ন্যাদি রোগে সুপথ্য।

প্রসারণী মেষশৃঙ্গং চাঙ্গেরী সুনিষণ্ণকং। ধাত্রীফলং নাগরঙ্গং দাড়িমঃ যাবপর্পটাঃ॥

প্রসারিণী (গেন্ধাইল), মেষশৃঙ্গী, আমরুল, শুষণী শাক, আমলকী, নারাঙ্গীলেবু, ডালিম, যব-

নির্ম্মিত খাদ্য, কেৎপাপড়া এই সমস্ত এই রোগে পথ্য।

বিলেপী লাজমণ্ডশ্চ মণ্ডো মুদগরসঃ সুরা। এণো বর্হী শশোঃ লাবঃ ক্ষুদ্রা মৎস্যাশ্চ সর্ব্বশঃ॥

বিলেপী * লাজমণ্ড, মণ্ড, মুদগযূষ, সুরা, এণ-মাংস, ময়ূরমাংস, শশকমাংস, লাবমাংস, ক্ষুদ্র মৎস্য এই সমস্ত পথ্য।

অম্লবেতসজম্বীরমাতুলুঙ্গানি মাক্ষিকং। নবনীতং ঘৃতং তক্রং সৌবীরকতুষো-দকে॥

অম্লবেতস, জাম্বীর, ছোলঙ্গলেবু, মধু, মাখন, ঘৃত, তক্র, সৌবীর, তুষোদক এই সমস্ত পথ্য।

শালিঞ্চশাকং বেত্রাগ্রং বাস্তুকং বালমূলকং। লশুনং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং নবীন-কদলীফলং॥

শাঞ্চিয়া শাক, বেতের অগ্র, বেতো শাক, কচি মূলক, রশুন, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, কচি কদলী এই সমস্ত হিতকর।

ধান্যাম্লং কটুতৈলঞ্চ রামঠং লবণা-র্দ্রকং। যমানী মরিচং মেথী ধান্যকং জারকং দধি॥

ধান্যাম্ল, সরিষার তৈল, হিঙ্গু, লবণ, আর্দ্রক, যমানী, মরিচ, মেথী, ধানিয়া, জারক, দধি এই সমস্ত অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অলসক, বিলম্বিকা প্রভৃতি রোগে সুপথ্য।

অপথ্যবিধিঃ।

বিরেচনানি বিণ্মূত্রবায়ুবেগবিধা-রণং। অধ্যশনং সমশনং জাগরং বিষমা-শনং॥

বিরেচন, মল-মূত্র ও বায়ুর বেগধারণ, অধ্যশন, * সমশন, × নিশাজাগরণ ও বিষমাশন * এই সমস্ত অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

ফলবর্ত্তিং বমিং স্বেদং লঙ্ঘনং চাপ-তর্পণং। বিশেষাদলসে কুর্য্যাদ্ বিসূচ্যাং ত্বতিসারবৎ॥

ফলবর্ত্তি, * বমন, স্বেদ, লঙ্ঘন, × উপবাস এই সমস্ত অলসকরোগে অপথ্য। অতিসাররোগে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, বিসূচিকারোগে তাহাই পথ্যাপথ্য বলিয়া নিরূপিত।

---

* বিলেপী—যবাগূবিশেষ। ভক্ত দ্বিবিধ;—যবাগূ ও অন্ন। পঞ্চগুণ জলের সহিত তণ্ডুল পাক করিলেই অন্ন হয়। যবাগূ আবার ত্রিবিধ,—মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী।

* অধ্যশন—যাহা আহার করা যায়, তাহা জীর্ণ হইতে না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন করার নাম অধ্যশন। ইহার প্রমাণ যথা—

ভুক্তং পূর্ব্বান্নশেষে তু পুনরধ্যশনং মতং॥ আপচ।—অজীর্ণে ভুজ্যতে যত্তু তদধ্যশনমুচ্যতে॥

* সমশন—যে বস্তু হিতজনক এবং যে দ্রব্য অহিতজনক, এই উভয় একত্র করতঃ ভোজন করার নাম সমশন। ইহার প্রমাণ যথা—

মিশ্রং পথ্যমপথ্যঞ্চ ভুক্তং সমশনং মতং॥

* বিষমাশন—যাহার পক্ষে যে পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য, তাহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প মাত্রায় আহার করিলে এবং অসময়ে আহার করিলেই তাহাকেই বিষমাশন বলা যায়। ইহার প্রমাণ যথা—

বহুস্তোকমকালে চ তজ্জ্ঞেয়ং বিষমাশনং॥

* ফলবর্ত্তি—গুহ্যে ঘৃত মাখাইয়া স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সমান, শ্লক্ষ্ণ অথচ মলপ্রবর্ত্তক বর্ত্তি গুহ্যে প্রয়োগ করার নাম ফলবর্ত্তি। ইহার প্রমাণ যথা—

ঘৃতাভ্যক্তে গুদে ক্ষিপ্তা শ্লক্ষ্ণা স্বাঙ্গুষ্ঠসান্নভা। মলপ্রবর্ত্তিনী বর্ত্তিঃ ফল-বর্ত্তিশ্চ সা স্মৃতা॥

মলং। কষায়ামারুতং পিত্তং উষরা মধুরা কফং। কোপয়েন্মৃদ্রসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যাদ্ভুক্তঞ্চ রুক্ষয়েৎ। পূরয়ত্যবিপকৈব স্রোতাংসি নিরুণদ্ধ্যপি। ইন্দ্রিয়াণাং বলং হত্বা তেজোবীর্যৌজসী তথা। পাণ্ডুরোগং করোত্যাশু বলবর্ণাগ্নিনাশনং॥

মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে বাতাদি দোষত্রয়ের যে কোন একটী প্রকুপিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, কষায়মৃত্তিকা ভোজন করিলে বায়ু, ক্ষারমৃত্তিকা ভোজন করিলে পিত্ত এবং মধুরমৃত্তিকা ভোজন করিলে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে তাহার রসাদি শরীরস্থ ধাতুকেও প্রকুপিত করিয়া দেয়। মৃত্তিকাতে রুক্ষগুণ আছে, এই জন্য যাহা ভোজন করা যায়, তাহাই রুক্ষ হয়। উক্ত মৃত্তিকা জীর্ণ না হইয়া জঠর পূরণ করিয়া থাকে। তৎপরে স্রোতোবাহী শিরা সমূহকে রুদ্ধ করতঃ নেত্র, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের বল হ্রাস করতঃ তেজ; বীর্য্য ও ওজস্বিতা ধ্বংস করিয়া বল, বর্ণ ও বহ্নিনাশক পাণ্ডুরোগ জন্মায়।

ক্রিমিকোষ্ঠতালক্ষণং।

শূনাক্ষিকূটগণ্ডভ্রূঃ শূনপান্নাভিমেহনঃ। ক্রিমিকোষ্ঠোঽতিসার্য্যেত মলং সাসৃককফান্বিতং॥

কোষ্ঠদেশে ক্রিমি জন্মিলে সেই পাণ্ডুরোগীর নেত্রগোলক, গণ্ড, ভ্রূ, চরণ, নাভি ও লিঙ্গ এই সমস্ত স্থলে শোথ জন্মে আর শোণিত ও কফ মিশ্রিত ভূরি পরিমিত মল ত্যাগ করিয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগস্য সাধ্যাসাধ্যলক্ষণং।

পাণ্ডুরোগশ্চিরোৎপন্নঃ খরীভূতো ন সিধ্যতি। কালপ্রকর্ষাচ্ছুনানাং যো বা পীতানি পশ্যতি। বদ্ধাল্পবিট্ সহরিতং সকফং যোঽতিসার্য্যতে। দীন-শ্বেতাদিদিগ্ধাঙ্গশ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতৃড়র্দ্দিতঃ। সনাস্ত্যসৃক্ক্ষয়াদ্যশ্চ পাণ্ডুঃ শ্বেতত্বমাপ্নুয়াৎ। পাণ্ডুদন্তনখো যস্তু পাণ্ডুনেত্রশ্চ যো ভবেৎ। পাণ্ডুসংঘাতদর্শী চ পাণ্ডুরোগী বিনশ্যতি। অন্তেষু শূনং পরিহীনমধ্যং ম্লানন্তথান্তেষু চ মধ্যশূনঃ। গুদে চ শেফস্যথ মুষ্কয়োশ্চ শূণং প্রতাম্যন্তমসঙ্গকল্পং। বিবর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুকিনং যশোর্থী তথাতিসারজ্বরপীড়িতঞ্চ॥

বহুদিনের পাণ্ডুরোগে যদি ধাতু সমস্ত রুক্ষ ও খরতর হয়, তাহা হইলে সেই রোগ সাধ্যাতীত। যে শোথসমন্বিত পাণ্ডুরোগী কালাতিরেক বশতঃ পীতবর্ণ দেখে, তাহার রোগও সাধ্যাতীত। পাণ্ডুরোগে কফমিশ্রিত হরিদ্বর্ণ অল্পপরিমিত বদ্ধমল ত্যাগ হইলে সে রোগ অসাধ্য। যে রোগী ক্লান্তমনাঃ, যাহার দেহ শুভ্রবর্ণ আর যে বমন, ... ও পিপাসা দ্বারা অভিভূত আর যাহার দেহ রক্তের হ্রাসতা হেতু পাণ্ডু বা শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, তাহাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। এই রোগে নখ, দন্ত ও নেত্র পাণ্ডুবর্ণ হইলে দৃশ্য পদার্থও পাণ্ডুবর্ণ দেখায়। এই রোগে রোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে। যে রোগীর করচরণাদিতে শোথ হয়, মধ্যদেহ শোথশূন্য থাকে আর গুহ্যদ্বারে, মেঢ্রে, অণ্ডকোষে শোথ হয়, রোগী মোহবিশিষ্ট ও চেতনাশূন্য হয় এবং জ্বর অতিসার প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়, যশস্কামী চিকিৎসক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

কামলালক্ষণং।

পাণ্ডুরোগী তু যোঽত্যর্থং পিত্তলানি নিষেবতে। তস্য পিত্তমসৃক্ মাংসং দগ্ধা রোগায় কল্পতে। হারিদ্রনেত্রঃ সভৃশং হারিদ্রত্বঙ্নখাননঃ। রক্তপীতশকৃন্মূত্রো ভেকবর্ণো হতেন্দ্রিয়ঃ। দাহাবিপাকদৌর্ব্বল্যং সদনারুচিকর্ষিতং। কামলা বহুপিত্তৈষা কোষ্ঠশাখাশ্রয়া মতা॥

যে পাণ্ডুরোগী অত্যন্ত পিত্তজনক বস্তু ভক্ষণ করে, তাহার পিত্ত, শোণিত ও মাংস দূষিত হইয়া কামলায় পরিণত হইয়া থাকে। যাহার নেত্র

অধিক হরিদ্রাবর্ণ এবং ত্বক্‌ নখ, চক্ষু প্রভৃতি হরিদ্রাবর্ণ; মল, মূত্র ও শোণিত পীতবর্ণ; সর্ব্বদেহ বর্ষাকালীন ভেক সদৃশ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম শক্তিশূন্য হয়, আর দাহ, অপাক, দৌর্ব্বল্য, গাত্রের অবসাদ, অরুচি এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকেই কামলারোগী জানিবে। এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট আর কোষ্ঠ হস্ত পদ প্রভৃতি আশ্রিত পৈত্তিক রোগকেই কামলা কহে।

কুম্ভকামলালক্ষণম্‌।

কালান্তরাৎ খরীভূতা কৃচ্ছ্রা স্যাৎ কুম্ভকামলা॥

কামলারোগ কাল সহকারে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইলেই তাহার নাম কুম্ভকামলা। ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য।

কামলাসাধ্যলক্ষণম্‌।

কৃষ্ণপীতশকৃন্মূত্রো ভৃশং শূণশ্চ মানবঃ। সরক্তাক্ষিমুখচ্ছর্দ্দিবিণ্মূত্রো যশ্চ তাম্যতি। দাহারুচিতৃড়ানাহ তন্দ্রামোহসমন্বিতঃ। নষ্টাগ্নিসংজ্ঞঃ ক্ষিপ্রং হি কামলাবান্‌ বিপদ্যতে॥

কামলারোগে অত্যন্ত শোথ হইলে, মল-মূত্র পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, চক্ষু, মল, বমন ও মূত্র ঈষৎ লোহিতবর্ণ হইলে এবং রোগী মোহগ্রস্ত হইলে তাহা অসাধ্য। কামলারোগে দাহ, পিপাসা, অরুচি, আনাহ, তন্দ্রা ও মোহ জন্মিলে আর চেতনা ও অগ্নিবিনাশ পাইলে সেই রোগীকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়।

কুম্ভকামলায়া অসাধ্যলক্ষণম্‌।

ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাসজ্বরক্লমনিপীড়িতঃ। নশ্যতি শ্বাসকাসার্ত্তো বিড়্‌ভেদী কুম্ভকামলী॥

বমন, অরুচি, বমনোদ্বেগ, জ্বর, ক্লান্তি, শ্বাস, কাস, তরল মলনির্গম এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সেই কুম্ভকামলারোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

হলীমকনিরূপণম্‌।

যদা তু পাণ্ডোর্ব্বর্ণঃ স্যাদ্ধরিতঃ শ্যাবপীতকঃ। বলোৎসাহক্ষয়স্তন্দ্রা মন্দাগ্নিত্বং মৃদুজ্বরঃ। স্ত্রীষ্বহর্ষোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ দাহতৃষ্ণারুচিভ্রমঃ। হলীমকং তদা তস্য বিদ্যাদনিলপিত্ততঃ॥

বাতপৈত্তিক পাণ্ডুরোগে রোগী হরিত, শ্যাম কিম্বা পীতবর্ণ হইলে, দুর্ব্বল ও নিরুৎসাহ হইলে এবং তন্দ্রা, মন্দাগ্নি, মৃদু মৃদু জ্বর, স্ত্রীসহবাসে অনিচ্ছা, দাহ, পিপাসা, অরুচি, ভ্রম এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে হলীমক রোগ কহে।

অথ পাণ্ডুরোগস্যৌষধিকথনং।

নিশালৌহম্‌।

লৌহচূর্ণং নিশাযুগ্মং ত্রিফলা রোহিণীযুতং। প্রলিহ্যান্মধুসর্পির্ভ্যাং কামলাপাণ্ডুশান্তয়ে॥

এক একতোলা করিয়া হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, কটুকী, ছয়তোলা লৌহচূর্ণ, সমুদায় একত্র উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ বিনাশ পায়। ইহাকে নিশালৌহ কহে।

ধাত্রীলৌহম্‌।

ধাত্রী লৌহরজঃ ব্যোষনিশাক্ষৌদ্রাক্ষশর্করাঃ। ভক্ষণাৎ বিনিহন্ত্যাশু কামলাঞ্চ হলীমকং॥

আমলকী, ত্রিকটু, হরিদ্রা, মধু ও শর্করা এই সকল বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া সর্ব্বদ্রব্য সমান লৌহচূর্ণ মিশাইবে। এই ঔষধ উত্তমরূপ পেষণ করিয়া সেবন করিলে কামলা ও হলীমক রোগ বিনাশ পায়। ইহাকে ধাত্রীলৌহ কহে।

পঞ্চাননবটী।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মৃততাম্রাভ্রগুগ্‌গুলু। জৈপালবীজং তুল্যাংশং ঘৃতেন

বটকীকৃতং। ভক্ষয়েদ্বদরাস্থ্যাভং শোথ-পাণ্ডুপ্রশান্তয়ে। পঞ্চাননবটী খ্যাতা পাণ্ডুরোগকুলান্তিকা॥

বিশুদ্ধ পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র ও গুগ্‌গুলু, এই সকল বস্তু প্রত্যেকে তুল্যপরিমাণ, সর্ব্বতুল্য জয়পালবীজ সমুদায় বস্তু একত্র ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া বদরাস্থিপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটিকা শোথ ও পাণ্ডুরোগের যমস্বরূপ।

প্রাণবল্লভো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং কাশ্মীরোদ্ভবং। লৌহং তাম্রং বরাটঞ্চ তুল্যং হিঙ্গু ফলত্রিকং। স্নুহীক্ষীরং যবক্ষারং জৈপালং দন্তিকং ত্রিবৃৎ। প্রত্যেকং শাণভাগস্তু ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ। চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেদ্বারিণা মধুনা সহ। প্রাণবল্লভনামোঽয়ং গহনানন্দভাষিতঃ। শ্লেষ্মদোষং সমালোক্য যুক্ত্যা চ ক্রুটিবর্দ্ধনং। নিহন্তি কামলাং পাণ্ডুমানাহং শ্লীপদন্তথা। গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ব্রণানি চ হলীমকং। শোথং শূলমূরুস্তম্ভং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ। বান্তিং মূর্চ্ছাং ভ্রমিং দাহং কাসং শ্বাসং গলগ্রহং। অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ জীর্ণজ্বরমরোচকং। বাতরক্তং তথা শোষং কণ্ডুং বিস্ফোটকারুচিং। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ কামলার্ত্তিরুজাপহং॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, কুঙ্কুম, লৌহ, তাম্র, কপর্দ্দকভস্ম এই সকল বস্তু প্রত্যেকে একভাগ, অর্দ্ধভাগ করিয়া হিঙ্গু, ত্রিফলা, সীজের দুগ্ধ, যবক্ষার, জয়পালবীজ, দন্তি, তেউড়ী, সমুদায় বস্তু একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। পরে চারিরতি প্রমাণ বড়ী করিয়া মধু ও জলের সহিত সেবন করিতে হইবে, ইহাকে প্রাণবল্লভরস কহে। গহনানন্দনাথ এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা। রোগীর শ্লেষ্মাধিক্য থাকিলে এই ঔষধের সহিত ছোট-এলাচী একভাগ দিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা কামলা, পাণ্ডু, আনাহ, শ্লীপদ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ব্রণ, হলীমক, শোথ, শূল, উরুস্তম্ভ, বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রমি, দাহ, কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, অসাধ্য সান্নিপাত, জীর্ণজ্বর, অরুচি, বাতরক্ত, শোষ, কণ্ডু, বিস্ফোট ও অরুচি এই সকল রোগ ধ্বংস হয়। ইহা অপেক্ষা কামলারোগনাশী ঔষধ আর নাই।

কামেশ্বরো রসঃ।

পলং সূতং পলং গন্ধং পথ্যাচিত্রকয়োঃ পলং। মুস্তৈলাপত্রকাণাঞ্চ প্রতি সার্দ্ধপলং ক্ষিপেৎ। ত্র্যূষণং পিপ্‌পলীমূলং বিষঞ্চাপি পলং ন্যসেৎ। নাগকেশরকং কর্ষমেরণ্ডস্য পলন্তথা। পুরাতনগুড়েনৈব তুল্যেনৈব বিমিশ্রয়েৎ। মর্দ্দয়েৎ কনকদ্রাবৈর্ভাবয়েচ্চ ঘৃতান্বিতাং। বটিকাং বদরাস্থ্যাভাং কারয়েদ্ভক্ষয়েন্নিশি। পাণ্ডুরোগহরঃ সোঽয়ং রসঃ কামেশ্বরঃ স্বয়ং॥

একপল করিয়া পারদ, গন্ধক, হরীতকী, চিতা, বারতোলা করিয়া মুথা, এলাচী, তেজপত্র, একপল করিয়া ত্রিকটু, পিপ্পলীমূল ও বিষ, দুইতোলা নাগেশ্বর, একপল এরণ্ডবীজ, সমুদায় দ্রব্যের সমান পুরাতন গুড়, সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধুতুরার রসে ভাবনা দিয়া ঘৃতের সহিত পেষণ করিবে। পরে বদরাস্থিপ্রমাণ বড়ী করিয়া রাত্রিতে সেবন করিবে। এই ঔষধ পাণ্ডুরোগনাশক। ইহাকে কামেশ্বররস কহে।

ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহং।

পলং লৌহস্য কিট্টস্য পলং গব্যস্য সর্পিষঃ। সিতায়াশ্চ পলঞ্চৈকং ক্ষৌদ্রস্যাপি পলন্তথা। তোলৈকং কান্তলৌহস্য ত্রিকত্রয়সুভাবিতং। ততঃ পাত্রে বিধাতব্যং লৌহে চ মৃন্ময়ে তথা। হবিষা ভাবিতঞ্চাপি রৌদ্রে চ শিশিরে তথা। ভোজনাদৌ তথা মধ্যে চান্তে চাপি প্রদাপয়েৎ। অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষবলাবলং। কামলাং পাণ্ডু-

রোগঞ্চ হলীমকং সুদারুণং। নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

আটতোলা করিয়া মণ্ডুর, গব্যঘৃত, শর্করা, মধু একতোলা কান্তলৌহ, সমুদায় দ্রব্য মৃৎপাত্রে অথবা লৌহপাত্রে রাখিয়া ত্রিকত্রয়ের ক্বাথে ভাবনা দিবে। পরে ঘৃতের সহিত ভাবনা দিয়া রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিবে। ভোজনের প্রথমে, মধ্যে অথবা শেষে এই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা কামলা, পাণ্ডু, হলীমক প্রভৃতি সুদারুণ রোগ সূর্য্যদর্শনে অন্ধকাররাশির ন্যায় ধ্বংস হয়। ইহাকে ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ কহে।

বিড়ঙ্গাদিলৌহম্ ।

বিড়ঙ্গমুস্ত-ত্রিফলা—দেবদারুমড়ূগৈঃ। তুল্যমাত্রময়শ্চূর্ণং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ। তৈরক্ষমাত্রাং গুড়িকাং কৃত্বা খাদেদ্দিনে দিনে। কামলাপাণ্ডুরোগার্ত্তঃ সুখমাপদ্যতেঽচিরাৎ ॥

এক একভাগ করিয়া বিড়ঙ্গ, মুথা, ত্রিফলা, দেবদারু, দুই ভাগ ত্রিকটু, সমুদায়ের সমান লৌহচূর্ণ, লৌহচূর্ণের আটগুণ গোমূত্র, সকল দ্রব্য একত্রে পাক করিয়া দুইতোলা পরিমাণে বড়ী করিবে। রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া ঔষধ ভক্ষণের পরিমাণ নির্ণয় করিবে। প্রত্যহ এই ঔষধ সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে কামলা ও পাণ্ডুরোগার্ত্ত ব্যক্তি আশু স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে। ইহাকে বিড়ঙ্গাদিলৌহ কহে।

অপরবিড়ঙ্গাদিলৌহম্ ।

বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষং শুদ্ধলৌহস্তু তৎসমং। পুরাতনগুড়েনাথ লেহয়েদ্দিনসপ্তকং। শ্বয়থুং নাশয়েচ্ছীঘ্রং পাণ্ডুরোগং হলীমকং ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু সকল বস্তু সমভাগে লইয়া সর্ব্বদ্রব্যের তুল্য লৌহচূর্ণ মিশাইবে। এই ঔষধ পুরাতন গুড়ের সহিত সাত দিবস লেহন করিলে শোথ, পাণ্ডু ও হলীমকরোগ শীঘ্র ধ্বংস হয়। ইহাকেও বিড়ঙ্গাদিলৌহ কহে।

ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ ।

মানকৈকং ততঃ সূতং ষড়ভ্রং বসুলৌহকং। গন্ধকং ত্রিফলাব্যোষচূর্ণং মোচরসস্য চ। মুষলী চামৃতাসত্ত্বং প্রত্যেকং পঞ্চভাগিকং। ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র ত্রিফলানাং কষায়কে। ভাবনা বিংশতির্দ্দেয়া দশরাত্রং সুভাবনা। শিগ্রুচিত্রকমূলাভ্যামষ্টধা চ পৃথক্ পৃথক্। ত্রৈলোক্যসুন্দরো নাম রসো নিষ্কমিতো হিতঃ। সিতয়া চ সমং ক্ষৌদ্রৈঃ শোথপাণ্ডুক্ষয়াপহঃ। জ্বরাতিসারসংযুক্তসর্ব্বোপদ্রবনাশনঃ ॥

চারিভাগ পারদ, ছয়ভাগ অভ্র, আটভাগ লৌহ এবং গন্ধক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, মোচরস, তালমূলী, গুড়ূচীসত্ত্ব এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচভাগ সকল বস্তু একত্র করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে দশদিনে বিংশতিবার ভাবনা দিবে। পরে চিতা ও সজিনার ক্বাথে পৃথক্ পৃথক্ আটবার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বড়ী করিবে। ইহাকে ত্রৈলোক্যসুন্দররস কহে। এই ঔষধ সমভাগে শর্করা ও মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবের সহিত শোথ, পাণ্ডু ক্ষয় ও জ্বরাতীসার প্রভৃতি রোগ ধ্বংস হয়।

দার্ব্ব্যাদিলৌহম্ ।

দার্ব্বী সত্রিফলাব্যোষবিড়ঙ্গান্যয়সো রজঃ। মধুসর্পির্যুতং লিহ্যাৎ কামলাপাণ্ডুরোগবান্ ॥

এক একভাগ করিয়া দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সমুদায় দ্রব্যের সমান লৌহ, সকল বস্তু একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে দার্ব্ব্যাদিলৌহ কহে।

ত্র্যূষণাদিমণ্ডুরম্ ।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ। দার্ব্বীত্বঙ্মাক্ষিকো ধাতু গ্রন্থিকং দেবদারু চ। এষাং দ্বিপলিকান্

ভাগাংশ্চূর্ণং কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্। মণ্ডূরং দ্বিগুণং চূর্ণাৎ শুদ্ধমঞ্জনসন্নিভং। গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা তস্মিংস্তু প্রক্ষিপেত্ততঃ। উডুম্বরসমাং কুর্য্যাৎ বটকাংস্তান্ যথাগ্নিতু। উপযুঞ্জীত তক্রেন সাত্ম্যং জীর্ণে চ ভোজনং। মণ্ডূরবটকা হেতে প্রাণদাঃ পাণ্ডুরোগিণাং। কুষ্ঠান্যজরকং শোথমূরুস্তম্ভকফাময়ান্। অর্শাংসি কামলামেহান্ প্লীহানং শময়ন্তি চ। নিবাপ্য বহুশো মূত্রৈর্ম্মণ্ডূরং গ্রাহ্যমিষ্যতে। গ্রাহয়ন্ত্যষ্টগুণিতং মূত্রং মণ্ডূরচূর্ণতঃ॥

দুইপল করিয়া ত্রিকটু, মুথা, চিতা, চৈ, ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপ্পলীমূল, দেবদারু ও বিড়ঙ্গবীজ ইহাদের চূর্ণ এবং বিশুদ্ধ ও অঞ্জনসন্নিভ মণ্ডুর সর্ব্বচূর্ণের দ্বিগুণ হইবে। অগ্রে মণ্ডূরচূর্ণের আটগুণ গোমূত্রে মণ্ডূরচূর্ণ পাক করিয়া আসন্নপাকে উক্ত ত্রিকটু প্রভৃতির চূর্ণ ফেলিয়া দিবে। পাক সমাপ্ত হইলে উডুম্বর সদৃশ বটিকা করিয়া তক্রের সহিত সেবন করিবে। জীর্ণ হইলে সাত্ম্যভোজন করিতে হয়। এই মণ্ডূরবটক পাণ্ডুরোগীদিগের জীবনদায়ক। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, অজীর্ণ, কফরোগ, অর্শ, কামলা, মেহ ও প্লীহারোগ ধ্বংস হয়। এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে পুনঃ পুনঃ গোমূত্রদ্বারা মণ্ডূর শোধন করিয়া লইবে। ইহাকে ত্র্যূষণাদিমণ্ডূর কহে।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহমভ্রকঞ্চ পলং পলং। শঙ্খং বরাটকঞ্চৈব প্রত্যেকার্দ্ধপলং হরেৎ। গোক্ষুরবীজচূর্ণানি পলৈকং তত্র দীয়তে। সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং বাষ্পযন্ত্রে বিভাবয়েৎ। পটোলং পর্পটং ভার্গী বিদারী শতপুষ্পিকা। কুণ্ডলী দন্তী বাসা কাকমাচী চেন্দ্রবারুণী। বর্ষাভূঃ কেশরাজঞ্চ শালিঞ্চ দ্রোণপুষ্পিকা। প্রত্যেকার্দ্ধপলৈর্দ্রাবৈর্ভাবয়িত্বা বটীং কুরু। চতুর্দ্দশবটীং খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ। গহনানন্দনাথোক্তশ্চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ। হলীমকং নিহন্ত্যাশু পাণ্ডুরোগং সকামলং। জীর্ণজ্বরং রক্তপিত্তমম্লপিত্তমরোচকং। শূলং প্লীহোদরানাহমষ্ঠীলাগুল্মবিদ্রধীন্। শোথং মন্দানলং নাম কাসং শ্বাসং বমিং ভ্রমিং। ভগন্দরোপদংশঞ্চ দদ্রুকচ্ছূব্রণানি চ। দাহতৃষ্ণামূরুস্তম্ভমামবাতং কটিগ্রহং। যুক্ত্যা মণ্ডমদ্যেন মুদ্গযূষেণ বারিণা। গুড়ূচী-ত্রিফলা-বাসা-ক্বাথনীরেণ বা কচিৎ॥

একপল করিয়া পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, অর্দ্ধপল করিয়া শঙ্খ ও কপর্দ্দক, একপল গোক্ষুর বীজের চূর্ণ এই সকল বস্তু একত্র করতঃ বাষ্পযন্ত্রে ভাবনা দিবে। পরে পটোল, ক্ষেতপাপড়া, বামনহাটী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুল্‌ফা, গুড়ূচী, দন্তী, বাসক, কাকমাচী, রাখালশসা, পুনর্নবা, কেশুরতে, সাচিশাক ও দ্রোণপুষ্প ইহাদিগের প্রত্যেকের রস অর্দ্ধপল প্রমাণ লইয়া ভিন্নভিন্নরূপে ভাবনা দিয়া বটী করিবে। ছাগীদুগ্ধ অনুপানে ইহার চতুর্দ্দশটী বটী সেবন করিতে হয়। গহনানন্দনাথ এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা। ইহাকে চন্দ্রসূর্য্যাত্মক রস কহে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা হলীমক, পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণজ্বর, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অরুচি, শূল, প্লীহা, উদরী, আনাহ, অষ্ঠীলা, গুল্ম, বিদ্রধি, শোথ, মন্দাগ্নি, কাস, শ্বাস, বমি, ভ্রমি, ভগন্দর, উপদংশ, দদ্রু, কচ্ছু, ব্রণ, দাহ, তৃষ্ণা, উরুস্তম্ভ, আমবাত ও কটিগ্রহ ধ্বংস হয়। মণ্ড, মদ্য, মুদ্গযূষ, অথবা গুড়ূচী, ত্রিফলা ও বাসক ইহাদিগের ক্বাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করা বিধেয়।

পাণ্ডুসূদনরসঃ।

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং জয়পালঞ্চ গুগ্গুলুং। সমাংশমাজ্যসংযুক্তাং গুড়িকাং কারয়েন্মিতাং। একৈকাং খাদয়েন্নিত্যং পাণ্ডুশোথোপশান্তয়ে। শীতলঞ্চ জলং চাম্লং বর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুসূদনে॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, জয়পালবীজ, গুগ্গুল

এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া ঘৃতের সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ ইহার একটী গুড়িকা সেবন করিলে পাণ্ডু ও শোথরোগ বিনাশ পায়। ইহাকে পাণ্ডুসূদনরস কহে। এই ঔষধ সেবনান্তে শীতল জল ও অম্লদ্রব্য পরিবর্জ্জন করিবে।

মণ্ডূরবজ্রবটকঃ।

পঞ্চকোলং সমরিচং দেবদারু ফলত্রিকং। বিড়ঙ্গমুস্তসংযুক্তং ভাগাংশ্চ ত্রিপলোন্মিতান্। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি মণ্ডূরং দ্বিগুণং ততঃ। পক্ত্বা চাষ্টগুণে মূত্রে ঘনীভূতে তদুদ্ধরেৎ। ততোঽক্ষমাত্রান্ বটকান্ পিবেত্তক্রেণ তক্রভুক্। পাণ্ডুরোগং জয়ত্যেষ মন্দাগ্নিত্বমরোচকং। অর্শাংসি গ্রহণীদোষমূরুস্তম্ভমথাপি বা। ক্রিমিং প্লীহানমানাহং গলরোগঞ্চ নাশয়েৎ। বজ্রমণ্ডূরনামায়ং রোগানীকপ্রশান্তনঃ॥

তিনপল করিয়া পঞ্চকোল, মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ ও মুথা, সমুদায় দ্রব্যের দ্বিগুণ মণ্ডূর, গোমূত্র মণ্ডূরের আটগুণ, মণ্ডূর ও গোমূত্র একত্র পাক করিয়া আসন্নপাকে পঞ্চকোলাদির চূর্ণ ফেলিয়া দিবে। পরে ঘনীভূত হইলে দুইতোলা পরিমাণ বড়ী করিয়া তক্রের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ দ্বারা পাণ্ডুরোগ, মন্দাগ্নি, অরুচি, অর্শ, গ্রহণী, উরুস্তম্ভ, ক্রিমি, প্লীহা, আনাহ ও গলরোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে মণ্ডূরবজ্রবটক কহে।

সম্মোহনলৌহং।

পলং লৌহস্য কিট্টস্য পলং গব্যস্য সর্পিষঃ। সিতায়াশ্চ পলঞ্চৈকং ক্ষৌদ্রস্য চ পলন্তথা। তোলকং কান্তলৌহস্য ত্রিকত্রয়সুভাবিতং। ততঃ পাত্রে বিধাতব্যং লৌহে চ মৃন্ময়ে তথা। হবিষা ভাবিতং দেয়ং রৌদ্রে বা শিশিরেঽথবা। ভোজনাদৌ তথা মধ্যে চান্তে প্রদাপয়েৎ। অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষানুসারতঃ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথাপি বা। অম্লপিত্তং তথা শূলং শূলঞ্চ পরিণামজং। কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং জ্বরং প্লীহানমেব চ। অপস্মারং তথোন্মাদমুদরং গুল্মমেব চ। অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ সুদারুণং। নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

একপল করিয়া লৌহমল, গব্যঘৃত, শর্করা, মধু ও কান্তলৌহ এই সমুদায় ত্রিকত্রয় দ্বারা ভাবনা দিয়া লৌহ অথবা মৃণ্ময়পাত্রে রাখিবে। পরে ঘৃত দ্বারা ভাবনা দিয়া রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিবে। এই ঔষধ ভোজনের প্রথম, মধ্য অথবা শেষে সেবন করিবে। রোগীর দোষ ও বলাবল বিবেচনায় অনুপানের ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, অম্লপিত্ত, শূল, পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, জ্বর, প্লীহা, অপস্মার, উন্মাদ, উদরী, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও সুদারুণ শোথ ধ্বংস হয়। যেমন সূর্য্যদেব অন্ধকাররাশি করে। ইহাকে সম্মোহলৌহ কহে।

লঘ্বানন্দো রসঃ।

পারদং গন্ধকং লৌহমভ্রঞ্চ বিষমেব চ। সমাংশং মরিচঞ্চাষ্টৌ টঙ্গণঞ্চ চতুর্গুণং। ভৃঙ্গরাজরসেনৈব দাতব্যাঃ সপ্তভাবনাঃ। তথা দাড়িমতোয়েন বটীং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। নিহন্তি বাতজান্ রোগান্ ভ্রমদাহপুরঃসরান্॥

এক একভাগ করিয়া পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ ও অভ্র, আটভাগ মরীচ, চারিভাগ সোহাগা এই সমুদায় বস্তু একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে দাড়িমবীজের রসে ভাবনা দিয়া বটী করিবে। ইহাকে লঘ্বানন্দরস কহে। এই ঔষধ ভ্রম, দাহ এবং বাতজন্য রোগ সমূহ আশু ধ্বংস করে।

অথ পাণ্ডুকামলাদিরোগে পাচনচিকিৎসা।

খদিরকষায়ঃ।

মারিত মায়সং চূর্ণং মুস্তচূর্ণেন

সংযুতং। খদিরস্য কষায়েন পিবেদ্ধস্তং হলীমকং ॥

খদিরের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লৌহচূর্ণ ও মুথা-চূর্ণ সহযোগে সেবন করিলে হলীমক রোগ বিনাশ পায়। ইহার নাম খদির কষায়।

ফলত্রিকাদিঃ।

ফলত্রিকামৃতা বাসা তিক্তাভূনিম্বনিম্বজঃ। ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতো হন্যাৎ পাণ্ডু-রোগং সকামলং ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুড়ূচী, বাসক, কট্‌কী, চিরতা, নিমের ত্বক এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিবে। ইহার নাম ফলত্রিকাদি পাচন। ইহা দ্বারা কামলা ও পাণ্ডু বিনাশ পায়।

পুনর্নবাদ্যক্বাথঃ।

পুনর্নবাভয়ানিম্ব দার্ব্বীতিক্ত পটোলকৈঃ গুড়ূচী নাগরযুতৈঃ ক্বাথো গোমূত্রসংযুতঃ। পাণ্ডুকাসোদর-শ্বাস — শূল-সর্ব্বাঙ্গিশোথহা ॥

পুনর্নবা, হরীতকী, নিমের ছাল, দারুহরিদ্রা, চিরতা, পটোলপাতা, গুড়ূচী, শুঁঠ এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে পাণ্ডু, কাস, উদররোগ, শ্বাস, শূল ও সর্ব্বাঙ্গশোথ বিনাশ পায়, ইহার নাম পুনর্নবাদ্য ক্বাথ।

অথ পাণ্ডুকামলাদিরোগে মুষ্টিযোগঃ।

ঘোষাফলমথাঘ্রাতং পীতং কামলানাশনং ॥

ঘোষাফল সেবন করিলে বা তাহার আঘ্রাণ লইলে কামলারোগ বিদূরিত হয়।

শর্করামধ্বজাক্ষীরং তিলগোক্ষুরকং সমং। পাণ্ডুত্বং নাশয়েৎ রুদ্র আস্বাদিত মিদং হর ॥

পার্ব্বতী মহাদেবের নিকট বলিয়াছেন যে, হে শঙ্কর! হে রুদ্র! শর্করা, মধু, অজাদুগ্ধ, তিল ও গোক্ষুর তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দ্দন করতঃ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনাশ পায়।

রৌপ্য-তাম্র-সুবর্ণানাং হস্তঘৃষ্টং শলাকয়া। ঘৃতং তদ্বমনং রুদ্র কামলাব্যাধি-নাশনং ॥

রৌপ্য, তাম্র বা স্বর্ণশলাকা ঘৃতসহ হস্তে ঘর্ষণ করিবে। ঘষিতে ঘষিতে বমন হইলেই কামলা-রোগ ধ্বংস হয়।

লৌহচূর্ণং তক্রপীতং পাণ্ডুরোগহরং তথা ॥

লৌহচূর্ণ ও ঘোল পান করিলে পাণ্ডুরোগ ধ্বংস হয়।

যষ্টিমধু শর্করা চ বাসকস্য রসো মধু। এতৎ পীতং রক্তপিত্ত-কামলাপাণ্ডু-রোগনুৎ ॥

যষ্টিমধু, শর্করা, বাসকপত্ররস ও মধু একত্র করতঃ সেবন করিলে রক্তপিত্ত, কামলা ও পাণ্ডু ধ্বংস হয়।

তণ্ডুলীয়ক-গোক্ষুরমূলং পীতং পয়োন্বিতং। কামলাদিহরং প্রোক্তং মুখরোগ-হরং তথা ॥

খুদেনটিয়া ও গোক্ষুরের শিকড় দুগ্ধসহ বাটিয়া সেবন করিলে কামলা প্রভৃতি রোগ ও মুখরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

সাধারণতঃ বাতিক পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে শৈত্যক্রিয়া, শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুতে উষ্ণ ও রুক্ষক্রিয়া এবং মিশ্র পাণ্ডুরোগে মিশ্রিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

ত্রিফলার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিলে এই রোগে ফল দর্শে।

আমলা, হরিদ্রা ও গিরিমাটী এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করতঃ মধু সহযোগে চক্ষুতে অঞ্জন দিলে বিশেষ উপকার হয়।

দারুহরিদ্রার চূর্ণ ও শ্বেতচন্দন তুল্য পরিমাণে

লইয়া মধুসহ একত্র করতঃ লেহন করিবে। ঔষধের পরিমাণ দুই আনা বা চারি আনা, ইহা দ্বারা পাণ্ডু ও কামলাদি রোগ দূর হয়।

নিমের ছাল, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা ও গুড়ুচী এই সমস্ত বস্তুর রস বাহির করতঃ প্রতিদিন প্রাতঃ সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলা দূর হয়।

গিরিমাটী, হরিদ্রা ও আমলা এই তিন দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করতঃ শীতল জলের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলা বিনাশ পায়। ইহার মাত্রা অর্দ্ধতোলা।

প্রতিদিন দুই বা তিন রতি পরিমাণে উৎকৃষ্ট মণ্ডূরচূর্ণ সেবন করিলে কামলা বিনাশ পায়। একতোলা শ্বেতপুনর্নবার রসের সহিত ইহা সেবন করিবে।

দুইতোলা গুড়ূচীরস ও মধু অর্দ্ধতোলা একত্র করতঃ প্রতিদিন সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ দূর হয়।

গোরক্ষ চাকুলিয়া ও তেউড়ীর মূলের চূর্ণ এই দ্রব্যদ্বয় শর্করা সহ একত্র করতঃ সেবন করিলে এই রোগে উপকার দর্শে।

রাত্রিতে মেথিপাতা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপরদিন প্রাতঃকালে অর্দ্ধতোলা প্রমাণ ইক্ষুগুড় সহ মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা কামলা ও পাণ্ডু বিনাশ পায়।

চারি আনা তেউড়ীচূর্ণ ও অর্দ্ধতোলা চিনি এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া প্রাতঃকালে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে তিনবার বা চারিবার ভেদ হইয়া পাণ্ডু ও কামলা রোগ বিনাশ পায়।

ঘোষাফল চূর্ণ করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কিঞ্চিৎ মধুর সহিত দুই আনা পরিমিত দারুহরিদ্রাচূর্ণ সেবন করিলে কামলা ও পাণ্ডু ধ্বংস হইয়া থাকে।

কাঁকরোল শিকড়ের রস বাহির করিয়া সেই রস দ্বারা নস্যগ্রহণ করিলে পাণ্ডু ও কামলা বিনাশ পায়।

দ্রোণ পুষ্পের রস বাহির করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে চারি আনা চিনির সহিত দুই আনা তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রোগীর বয়ঃক্রম অল্প হইলে এক আনা তেউড়ীচূর্ণ ও দুই আনা চিনি গ্রহণ করিবে।

হরীতকী ও গুড় এই দুই দ্রব্য প্রত্যহ সেবন করিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

চিনি, আমলা, ত্রিকটু, ঘৃত, লৌহচূর্ণ, মধু ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলা বিনাশ পায়। সেবনের পরিমাণ অর্দ্ধতোলা।

প্রথমতঃ অনন্তমূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত তিন রতি নিশাদল মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ উহা সেবন করিলে অচিরকালমধ্যেই পাণ্ডু ও কামলা বিনাশ পায়।

অথ পাণ্ডুকামলাদিরোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

পথ্যবিধিঃ।

ছর্দ্দিবিরেচনং জীর্ণ-যব-গোধূম—শালয়ঃ। মুদ্গাঢ়কী মসূরাণাং যূষা জাঙ্গলজা রসাঃ॥

বমন, বিরেচন, পুরাতন যব, গোধূম ও শালি তণ্ডুল, মুগের যূষ, অড়হরের যূষ, মসুরের যূষ ও জাঙ্গল পশুর মাংসের যূষ, এই সমস্ত পাণ্ডুরোগে হিতকর।

যবক্ষারো লৌহভস্ম কষায়ানি চ কুঙ্কুমং॥

যবক্ষার, লৌহভস্ম, কষায় বস্তু ও কুঙ্কুম এই সমস্ত পাণ্ডুরোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

পটোলং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং তরুণং কদলীফলং। জীবন্তী ক্ষুরমৎস্যাক্ষী গুড়ূচী তণ্ডুলীয়কং॥

পটোল, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, কচি কদলী, জীবন্তী শাক, গোক্ষুর, হিঞ্চাশাক, গুড়ূচী ও নটিয়াশাক, এই সকল পাণ্ডুরোগে পথ্য।

ধাত্রীতক্রং ঘৃতং তৈলং সৌবীরকতুষোদকে। নবনীতং গন্ধসারো হরিদ্রা নাগকেশরং॥

আমলকী, ঘোল, ঘি, তিলতৈল, সৌবীর, তুষোদক, মাখন, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও নাগকেশর এই সমস্ত পাণ্ডুরোগে হিতকর।

পুনর্ণবা দ্রোণপুষ্পী বার্ত্তাকু লশুনদ্বয়ং। পক্কাম্রমভয়া বিম্বী শৃঙ্গী মৎস্যা গবাং জলং ॥

পুনর্ণবা, দ্রোণপুষ্প, বার্ত্তাকু, লশুন, পলাণ্ডু, পাকা আম, হরীতকী, বিম্বী, (তেলাকুঁচা) শিঙ্গীমৎস্য, গোমূত্র এই সমস্ত পাণ্ডুরোগে হিতকর।

দাহশ্চরণয়োঃ সন্ধৌ নাভেশ্চ দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ। মস্তকে হস্তয়োর্মূলে মধ্যে চ স্তনকক্ষয়োঃ ॥

চরণদ্বয়ের সন্ধিস্থলে, নাভিদেশের দুই অঙ্গুলী নিম্নে, শিরোদেশে, মণিবন্ধে, স্তন ও কক্ষের মধ্যে দগ্ধ করিয়া দিবে।

যথাদোষমিদং পথ্যং পাণ্ডুরোগবতাং ভবেৎ ॥

দোষানুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক এই সমস্ত পথ্য পাণ্ডু ও কামলাদি রোগে প্রয়োগ করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে।

অপথ্যবিধিঃ ।

সহ্যবিন্ধ্যাদ্রিজাতানাং নদীনাং সলিলানি চ। সর্ব্বাণ্যম্লানি দুষ্টাম্বু বিরুদ্ধান্যশনানি চ। গুর্ব্বন্নঞ্চ বিদাহীনি পাণ্ডুরোগবতাং বিষং ॥

সহ্য পর্ব্বত ও বিন্ধ্য পর্ব্বতোদ্ভব নদীর জল, অম্লবস্তু, দূষিত বারি, বিরুদ্ধ আহার, গুরুবস্তু, বিদাহী বস্তু এই সকল পাণ্ডুরোগীর পক্ষে বিষবৎ, অতএব এই সমস্ত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

রক্তস্রুতিং ধূমপানং বমিবেগবিধারণং। স্বেদনং মৈথুনং শিম্বী পত্রশাকানি রামঠং ॥

শোণিত মোক্ষণ, ধূমপান, বমির বেগ ধারণ, স্বেদক্রিয়া, মৈথুন, শিম, পত্রশাক, হিঙ্গু এই সকল পাণ্ডুরোগীর পক্ষে অহিতকর।

মাষোঽম্বুপানং পিণ্যাকস্তাম্বূলং সর্ষপাঃ সুরাঃ। মৃদ্ভক্ষণং দিবাস্বপ্নং তীক্ষ্ণানি লবণানি চ ॥

মাষকলায়, জলপান, তিল প্রভৃতির কল্ক, পান, সরিষা, মৃত্তিকা সেবন, দিবানিদ্রা, তীক্ষ্ণবস্তু সেবন, লবণরস সেবন এই সমস্ত পাণ্ডুরোগে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অথ রক্তপিত্তচিকিৎসা।

রক্তপিত্তস্য নিদানপূর্ব্বিকং সংপ্রাপ্তিঃ ।

ঘর্ম্মব্যায়ামশোকাধ্বব্যবায়ৈরতিসেবিতৈঃ। তীক্ষ্ণোষ্ণক্ষারলবণৈরম্লৈঃকটুভিরেব চ। পিত্তং বিদগ্ধং স্বগুণৈর্ব্বিদহত্যাশু শোণিতং। ততঃ প্রবর্ত্ততে রক্তমূর্দ্ধঞ্চাধো দ্বিধাপি বা। ঊর্দ্ধং নাসাক্ষিকর্ণাস্যৈর্মেঢ্রযোনিগুদৈরধঃ। কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎ প্রবর্ত্ততে ॥

অধিক আতপ সেবন, অধিক ব্যায়াম, অধিক শোক, অতি পথপর্য্যটন, অধিক মৈথুন, তীক্ষ্ণবীর্য্য বস্তু সেবন, অগ্নিতাপ, ক্ষার, লবণ, অম্ল ও কটুবস্তু সেবন, এই সমস্ত কারণে কুপিত পিত্ত স্বীয়গুণে কুপিত শোণিতের সহিত ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই উভয় দেশেই গমন করে। ঊর্দ্ধদেশে নাসা, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ দ্বারা এবং অধোদিকে মেঢ্র, যোনি ও গুহ্যদ্বার দ্বারা বহির্গত হয়। ঐ পিত্তসংযুক্ত রক্ত অত্যন্ত কুপিত হইলে যাবতীয় রোমকূপ দ্বারাও বহির্গত হইয়া থাকে। ইহার নাম রক্তপিত্ত।

রক্তপিত্তস্য পূর্ব্বরূপং ।

সদনং শীতকামিত্বং কণ্ঠধূমায়নং বমিঃ। লোহগন্ধিশ্চ নিশ্বাসো ভবত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥

রক্তপিত্ত রোগ জন্মিবার অগ্রে গাত্রের অবসাদ, শীতসেবনে অভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূমোদ্গম

মের তুল্য বাষ্প নির্গম, বমি, নিশ্বাসে লৌহগন্ধ এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাতাদিভেদেন রক্ত-পিত্তস্য লক্ষণানি।

সান্দ্রং সপাণ্ডু সস্নেহং পিচ্ছিলঞ্চ কফান্বিতং। শ্যাবারুণং সফেনঞ্চ তনুরুক্ষঞ্চ বাতিকং। রক্তপিত্তং কষায়াভং কৃষ্ণং গোমূত্রসন্নিভং। মেচকাগারধূমাভমঞ্জনাভঞ্চ পৈত্তিকং। সংসৃষ্টলিঙ্গং সংসর্গাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকং॥

কফসংশ্লিষ্ট রক্তপিত্তে যে রক্তস্রাব হয়, উহা ঘন, কিঞ্চিৎ পাণ্ডুবর্ণ, স্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল। বায়ুসংশ্লিষ্ট রক্তপিত্তে যে রক্ত নির্গত হয়, উহা শ্যামবর্ণ বা অরুণবর্ণ, তরল, রুক্ষ ও ফেনমিশ্রিত দেখা যায়। পিত্তসংশ্লিষ্ট রক্তপিত্ত জন্মিলে কষায়াভ, কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রবৎ আভা বিশিষ্ট, চিক্কণ, কৃষ্ণ বা সৌবীরাঞ্জন তুল্য রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। বাতপিত্ত, শ্লেষ্মপিত্ত ও কফবাত এই প্রকার দুই দুইটী দোষের সংসর্গে দ্বন্দ্বজ এবং বাতাদি ত্রিবিধ কারণের সংসর্গে সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত জন্মে।

তস্য দোষভেদেন মার্গ-ভেদনিরূপণং।

ঊর্দ্ধগং কফসংসৃষ্টমধোগং পবনানুগং। দ্বিমার্গং কফবাতাভ্যামুভাভ্যামনুবর্ত্ততে॥

শ্লেষ্মসংশ্লিষ্ট রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধগামী হয়, অর্থাৎ মুখ, চক্ষু, নাসা প্রভৃতি দ্বারা রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে; বাতসংশ্লিষ্ট রক্তপিত্ত অধোগামী হয়, অর্থাৎ মেঢ়াদি দিয়া রক্ত বাহির হয় আর কফ ও বাত এই উভয় সংশ্লিষ্ট রক্তপিত্ত জন্মিলে ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয় মার্গ দিয়াই রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়।

তস্য সাধ্যাসাধ্যত্বহেতু-কথনং।

ঊর্দ্ধং সাধ্যমধো যাপ্যমসাধ্যং যুগপদ্গতং॥

কফজ রক্তপিত্ত সাধ্য, বাতজ রক্তপিত্ত যাপ্য আর কফ বাতজ রক্তপিত্ত অসাধ্য।

তস্য সাধ্যাসাধ্যত্ব-নিরূপণং।

একমার্গং বলবতো নাতিবেগং নবোত্থিতং। রক্তপিত্তং সুখে কালে সাধ্যং স্যান্নিরুপদ্রবং। একদোষানুগং সাধ্যং দ্বিদোষং যাপ্যমুচ্যতে। যত্ত্রিদোষমসাধ্যং স্যান্মন্দাগ্নেরতিবেগবৎ। ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যানশ্নতশ্চ যৎ॥

যে ব্যক্তি বলিষ্ঠ, যদি হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে তাহার রক্তপিত্ত জন্মে আর সেই রোগ একপথগামী, অল্প বেগবান্, অল্পদিনজাত, ও উপদ্রববিহীন হয়, তাহা হইলে সেই রোগ সাধ্য। একদোষজ রক্তপিত্ত সাধ্য, দ্বিদোষজ যাপ্য আর মন্দাগ্নিবান ব্যক্তির ত্রিদোষজ রক্তপিত্ত সাধ্যাতীত। যে ব্যক্তি অন্য কোন পীড়াবশতঃ ক্ষীণ হইয়াছে, তাহার অতি বেগবান রক্তপিত্ত জন্মিলে তাহা অসাধ্য। যে ব্যক্তি বৃদ্ধ, যে অরুচি দ্বারা আক্রান্ত, আর যে ব্যক্তি অন্নাভাবে ভোজনাদি না করে, তাহার রক্তপিত্ত জন্মিলে তাহা সাধ্যাতীত।

অস্য উপসর্গনিরূপণং।

দৌর্ব্বল্যশ্বাসকাসজ্বরবমথুমদাঃপাণ্ডুতাদাহমূর্চ্ছা ভুক্তে ঘোরো বিদাহস্ত্বধৃতিরপি সদা হৃদ্যতুল্যা চ পীড়া। তৃষ্ণা কোষ্ঠস্য ভেদঃ শিরসি চ তপনং পূতিনিষ্ঠীবনত্বং ভক্তদ্বেষাবিপাকৌ বিকৃতিরপি ভবেৎ রক্তপিত্তোপসর্গাঃ॥

শরীরের দুর্ব্বলতা, শ্বাস, কাস, জর, বমন, মদ, শরীরের পাণ্ডুত্ব, দাহ, মূর্চ্ছা, ভুক্ত দ্রব্যের বিদাহ, অধৈর্য্য, হৃদয়দেশে অতুলনীয় ব্যথা, পিপাসা, মলভেদ, শিরোব্যাপী সন্তাপ, দুর্গন্ধ, নিষ্ঠীবন, ভোজনে অরুচি, অপাক, দেহের বিকৃতি, রক্তপিত্ত রোগে এই সকল উপসর্গ দৃষ্ট হয়।

অস্য প্রত্যাখ্যেয়ত্বং।

মাংসপ্রক্ষালনাভং কথিতমিব চ

যৎ কর্দ্দমাম্ভোনিভম্বা, মেদঃ পূয়াস্রকল্পং যকৃদিব যদি বা পক্বজম্বুফলাভং। যৎ কৃষ্ণং যচ্চ নীলং ভৃশমতিকুণপং যত্র চোক্তা বিকারাস্তদ্বর্জ্জ্যং রক্তপিত্তং সুরপতিধনুষা যচ্চ তুল্যং বিভাতি ॥

যে রোগীর রক্তপিত্ত মাংসধৌত সলিলবৎ, ক্বথিতের ন্যায়, অথবা কর্দ্দমসংযুক্ত জলের ন্যায়, মেদ সদৃশ, পূয়তুল্য, শোণিতবৎ, যকৃৎপিণ্ডের ন্যায়, জম্বুফলবৎ, কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ, অতীব দুর্গন্ধপূর্ণ আর শ্বাস কাস প্রভৃতি পূর্ব্বকথিত লক্ষণবিশিষ্ট এবং ইন্দ্রধনুবৎ নানাবর্ণযুক্ত, সেই রোগীকে চিকিৎসকগণ পরিত্যাগ করিবেন।

অস্য অসাধ্যলক্ষণং।

যেন চোপহতো রক্তং রক্তপিত্তেন মানবঃ। পশ্যেদ্দৃশ্যং বিয়চ্চৈব তচ্চাসাধ্যমসংশয়ঃ। লোহিতং ছর্দ্দয়েদ্‌যস্তু বহুশো লোহিতেক্ষণঃ। লোহিতোদ্গারদর্শী চ ম্রিয়তে রক্তপৈত্তিকঃ ॥

যে রোগী দৃশ্য পদার্থ ও নভোমণ্ডল লোহিতবর্ণ দর্শন করে, তাহার রোগ অসাধ্য। যে রোগী রক্ত বমন করে, যাহার নেত্র রক্তবর্ণ হয়, আর যে স্বীয় উদ্গার পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ দেখে, তাহাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়।

অথ রক্তপিত্তস্যৌষধিকথনং।

সুধানিধিরসঃ।

সূতং গন্ধং মাক্ষিককঞ্চৈব লোহং সর্ব্বং ঘৃষ্টং ত্রৈফলস্যোদকেন। লৌহে পাত্রে গোময়ৈঃ পাচয়িত্বা রাত্রৌ দদ্যাৎ রক্তপিত্তপ্রশান্তয়ে ॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া ত্রিফলার কাথের সহিত লৌহপাত্রে গোময়াগ্নিসন্তাপে পাক করিবে। এই ঔষধ রাত্রিকালে সেবন করিলে রক্তপিত্তরোগ বিনাশ পায়। ইহাকে সুধানিধিরস কহে।

আমলাদ্যং লৌহং।

আমলা পিপ্‌পলীচূর্ণং তুল্যয়া সিতয়া সহ। রক্তপিত্তহরং লোহং যোগরাজমিতি স্মৃতং। বৃষ্যাগ্নিদীপনং বল্যমম্লপিত্তবিনাশনং। পিত্তোত্থানপি বাতোত্থান্ নিহন্তি বিবিধান্ গদান্ ॥

আমলকী ও পিপ্পলীচূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহার সহিত উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের সমান লৌহ মিশাইবে। সমভাগে শর্করার সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্ত ধ্বংস হয়। এই ঔষধ যোগরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদ্বারা বল বৃদ্ধি ও অগ্নির উদ্দীপন হয় এবং অম্লপিত্ত প্রভৃতি পৈত্তিক ও বাতিক বিবিধ রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে আমলাদ্যলৌহ কহে।

শতমূল্যাদ্যং লৌহং।

শতমূলী-সিতা-ধান্য-নাগকেশর-চন্দনৈঃ। ত্রিকত্রয়তিলৈর্যুক্তং লৌহং সর্ব্বং গদাপহং। তৃষ্ণা-দাহ-জ্বর-চ্ছর্দ্দি-রক্তপিত্ত-বিনাশনং ॥

এক এক ভাগ শতমূলী, শর্করা, ধনিয়া, নাগেশ্বর, চন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিজাত ও তিল এবং সর্ব্বসম লৌহচূর্ণ সকল বস্তু একত্র করিয়া বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ছর্দ্দি, রক্তপিত্ত প্রভৃতি যাবতীয় রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে শতমূলাদ্যলোহ কহে।

রক্তপিত্তান্তকো রসঃ।

মৃতাভ্রং মুণ্ডতীক্ষ্ণঞ্চ মাক্ষিকং রসতালকং। গন্ধকঞ্চ ভবেত্তুল্যং যষ্টি-দ্রাক্ষামৃতাদ্রবৈঃ। দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ খল্লে সিতাক্ষৌদ্রসমন্বিতং। মাষমাত্রং নিহন্ত্যাশু রক্তপিত্তং সুদারুণং। জ্বরং দাহং ক্ষতক্ষীণং তৃষ্ণাশোষমরোচকং ॥

অভ্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, হরিতাল, গন্ধক এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া বামনহাটী, দ্রাক্ষা ও গুড়ূচী ইহাদিগের কাথে একদিবস পেষণ করিবে। এই ঔষধ একমাষা পরিমাণে শর্করা ও মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা আশু

সুদারুণ রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, ক্ষতক্ষীণতা, তৃষ্ণা, শোষ ও অরুচি এই সকল রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে রক্তপিত্তান্তকরস কহে।

রসামৃতরসঃ ।

রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং মাক্ষিকঞ্চ শিলাজতু। চন্দনং গুড়ূচী দ্রাক্ষা মধুপুষ্পঞ্চ ধান্যকং। কুটজস্য ত্বচং বীজং ধাতকী নিম্বপত্রকং। যষ্টিমধুসমাযুক্তং মধুশর্করয়ান্বিতং। বিধিনা মর্দ্দয়িত্বা তু কর্ষং মাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ। ধারোষ্ণপয়সা যুক্তং প্রাতরেব সমুত্থিতঃ। পিত্তং তথাম্লপিত্তঞ্চ রক্তপিত্তং বিশেষতঃ। নিহন্তি সর্ব্বং দোষঞ্চ জ্বরং সর্ব্বং ন সংশয়ঃ। রসামৃতরসো নাম গহনানন্দভাষিতঃ ॥

এক ভাগ পারদ, দুই ভাগ করিয়া গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, শিলাজতু, রক্তচন্দন, গুড়ূচী, দ্রাক্ষা, মৌয়াফুল, ধনিয়া, ইন্দ্রযব, কুরচির ছাল, ধাইফুল, নিম্বপত্র, যষ্টিমধু, মধু ও শর্করা, সমুদায় একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থানকরত দুইতোলা প্রমাণ ধারোষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা পিত্তরোগ, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও জ্বর নিঃসংশয় ধ্বংস হয়। ইহাকে রসামৃতরস কহে। স্বয়ং গহনানন্দনাথ ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডকঃ ।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কূলীকৃতং। পচেত্তপ্তে ঘৃতপ্রস্থে শনৈস্তাম্রময়ে দৃঢ়ে। যদা মধুনিভঃ পাকস্তদা খণ্ডশতং ন্যসেৎ। পিপ্পলীশৃঙ্গবেরাভ্যাং দ্বে পলে জীরকস্য চ। ত্বগেলাপত্রমরিচধান্যকানাং পলার্দ্ধকং। ন্যসেচ্চূর্ণীকৃতং তত্র দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়েৎ পুনঃ। তৎ পক্বং স্থাপয়েদ্ভাণ্ডে দত্ত্বা ক্ষৌদ্রং ঘৃতার্দ্ধকং। তদ্যথাগ্নিবলং খাদেদ্রক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ী ॥

কুষ্মাণ্ডখণ্ডের বীজ ও বল্কল পরিবর্জ্জন করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জলপ্রদান করতঃ সিদ্ধ করিবে পরে উহা বস্ত্রখণ্ডের মধ্যস্থ করতঃ নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক রসভাগ পৃথক্ করিয়া রাখিবে। অনন্তর উহা আতপে শুষ্ক ও পেষণ করিয়া ইহার শতপল লইবে। পরে দৃঢ় তাম্রপাত্রে চারিসের ঘৃত গরম করিয়া তাহাতে ঐ শতপল কুষ্মাণ্ড ফেলিয়া পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন উহা মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইবে, তখন তাহাতে শর্করা একশত পল ও পূর্ব্বনিষ্পীড়িত কুষ্মাণ্ডরস দিবে। অনন্তর পুনরায় পাক করিয়া লেহবৎ হইলে তাহাতে পিপ্পলী, শুণ্ঠি ও জীরা ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই পল করিয়া দিবে এবং দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, মরিচ, ধনিয়া এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধপল করিয়া দিতে হইবে। পরে দর্ব্বীদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করতঃ যখন পাকশেষ হইবে, তখন নামাইবে। শীতল হইলে উহাতে ঘৃতের অর্দ্ধ পরিমাণে মধু মিশাইতে হয়। এই ঔষধ রোগীর অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া পরিমাণানুসারে সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা রক্তপিত্ত ও ক্ষতক্ষয় ধ্বংস হয়। ইহাকে খণ্ডকুষ্মাণ্ড কহে।

শর্করাদ্যং লৌহং ।

শর্করাতিলসংযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতন্ত্বয়ঃ। রক্তপিত্তং নিহন্ত্যাশু চাম্লপিত্তহরং পরং ॥

শর্করা, তিল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিজাত এই সকল সমভাগে লইয়া তাহার সহিত সকল বস্তুর সমান লৌহচূর্ণ মিশাইবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্ত আশু ধ্বংস পায়। ইহাকে শর্করাদ্যলৌহ কহে।

সমশর্করলৌহং ।

লৌহাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরমাজ্যং দ্বিগুণমুত্তমং। চূর্ণং পাদস্তু বৈড়ঙ্গং দদ্যাম্মধুসিতে সমে। তাম্রপাত্রে দৃঢ়ে পক্বা স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাজনে। মাষকাদিক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্বিধিপূর্ব্বকং। অনুপানং প্রযুঞ্জীত নারিকেলোদকাদিকং। রক্তপিত্তং জয়েত্তীব্রমম্লপিত্তক্ষতক্ষয়ং। প্রহৃষ্টকান্তিজননমায়ুষ্যমুত্তমোত্তমং ॥

এক পল লৌহ, চারিপল দুগ্ধ, দুই পল ঘৃত এই সকল একত্র করিয়া তাম্রপাত্রে পাক করিবে। সুপক্ক হইলে বিড়ঙ্গচূর্ণ দুইতোলা ফেলিয়া দিবে। পরে তাহাতে একপল শর্করা প্রদান করিয়া পাক শেষ করিবে। শীতল হইলে একপল মধু মিশাইয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। এই ঔষধ একমাষা হইতে যথানিয়মে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া সেবন করিবে। নারিকেলের জল এই ঔষধের অনুপান। এই ঔষধ সেবন দ্বারা অম্লপিত্ত ও ক্ষতক্ষয় ধ্বংস হয় এবং রোগীর শারীরিক কান্তিপুষ্টি বৃদ্ধি হইয়া আয়ুবৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহাকে সমশর্করলৌহ কহে।

কপর্দ্দকো রসঃ।

মৃতং বা মূর্চ্ছিতং সূতং কার্পাসকুসুমদ্রবৈঃ। মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু তেন পূর্য্যা বরাটিকা। নিরুধ্য চান্ধমুষায়াং ভাণ্ডে রুদ্ধা পুটে পচেৎ। উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং মরিচৈর্দ্বিগুণৈঃ সহ। গুঞ্জামাত্রং ঘৃতেনৈব ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ। উডুম্বরং ঘৃতঞ্চৈব অনুপানং প্রযোজয়েৎ। কপর্দ্দকো রসো নাম রক্তপিত্তবিনাশনঃ॥

রসসিন্দুর কার্পাসফুলের রসে এক দিবস পেষণ করিয়া শোধন করতঃ কপর্দ্দকের মধ্যে পূর্ণ করিয়া অন্ধমূষাযন্ত্রে পুটপাক করিবে। পরে উহা উদ্ধৃত করিয়া দ্বিগুণ পরিমাণ মরিচচুর্ণের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিবে। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া এই ঔষধের একরতি পরিমাণে ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। যজ্ঞডুমুরের রস ও ঘৃত এই ঔষধের অনুপান। ইহাকে কপর্দ্দক রস কহে। এই ঔষধ রক্তপিত্তরোগবিনাশক।

অথ রক্তপিত্তরোগে পাচন-চিকিৎসা।

হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেরমুৎপলং ধান্যং চন্দনং যষ্টিকামৃতা। পায়য়েত্তেন সদ্যোহি রক্তপিত্তং প্রণশ্যতি। উশীরঞ্চ ত্রিবৃচ্চৈষাং কাথং সমধুশর্করং॥

বালা নীলোৎপল, ধনিয়া, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুড়ূচী, বেনামূল ও তেউড়ী এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া শর্করা ও মধুসহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ ও জ্বর বিনাশ পায়। ইহার নাম হ্রীবেরাদি পাচন।

আটরূষকাদিঃ।

আটরূষকমৃদ্বীকাপথ্যাক্কাথঃ সশর্করঃ। ক্ষৌদ্রাঢ্যঃ কাসশ্বাসরক্তপিত্তনিবর্হণঃ॥

বাসক, দ্রাক্ষা ও হরীতকী ইহাদিগের কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিলে রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস প্রভৃতি বিনাশ পায়।

অথ রক্তপিত্তে মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা।

রক্তপিত্তং হরেৎ পীতো বাসকস্য রসো মধু। স্বাপকালে তোয়পানাৎ পীনসং প্রহিতং হরেৎ॥

বাসকপত্রের রস মধুসহ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত বিদূরিত হয় এবং নিদ্রাসময়ে জলপান করিলে পীনসরোগ দূর হইয়া থাকে।

নীলোৎপলং শর্করা চ মধুকং পদ্মকং সমং। তণ্ডুলোদকসংমিশ্রং প্রশমেৎ রক্তবিক্রিয়াং॥

নীলোৎপল, শর্করা, যষ্টিমধু ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকল সমভাগে লইয়া তণ্ডুলজলসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক পান করিলে রক্তপিত্ত দূর হয়।

অশ্বগন্ধাভয়ে চৈব উদকেন সমং পিবেৎ। রক্তপিত্তং বিনশ্যেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

অশ্বগন্ধা ও হরীতকী সলিলযোগে বাটিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত দূর হয়।

যজ্ঞডুমুর ও বাসকের ছাল এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার কাথ প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

দশরত্তি পিপ্পলীচূর্ণ ও একতোলা বাসকের রস এই দুই দ্রব্য একত্র করতঃ চারি আনা মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

ডুম্বুরের রস ও মধু একত্র করিয়া সেবন করিলেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

একতোলা গব্য ঘৃত, এক তোলা মধু ও দুই তোলা খৈচূর্ণ একত্র করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত প্রশান্ত হয়। প্রাতঃকালে সেবন করাই বিধি।

শালফুল, শিমুলফুল ও কাঞ্চনফুল প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে লইয়া সেবন করাইবে।

বাসকপাতা পুটপাক করিয়া তাহার রসের সহিত চিনি ও মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিতে হয়।

একতোলা পিপ্পলী, একতোলা হেউড়ী, এক তোলা শ্যামালতা, একতোলা ত্রিফলা ও তের আনা চিনি এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চারি আনা প্রমাণ এক একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে। শীতল জলের সহিত এই বটিকা সেবন করিতে হয়। প্রভাতকালে সেবন করাই বিধি।

পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাসকের রসে হরীতকী সাতবার ভাবনা দিয়া সেই হরীতকী সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

অথ রক্তপিত্তে পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

তত্র পথ্যবিধিঃ।

অধোগতে ছর্দ্দনমূর্দ্ধনির্গমে বিরেচনং স্যাদুভয়ত্র লঙ্ঘনং। পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালিকোদ্রবপিয়ঙ্গুনীবারহবপ্রসাতিকাঃ॥

যে রক্তপিত্ত অধোগামী হয়, তাহাতে বমন; ঊর্দ্ধগামী হইলে বিরেচন; আর ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই উভয়দিকগামী হইলে লঙ্ঘন উপকারী। এই রোগে পুরাতন ষষ্টিকধান্য, শালি ধান্য, কোদ্রব, (ধান্যবিশেষ) কাঙ্গনি ধান্য, উড়ীধান্য, যব ও ক্ষুদ্র ধান্য এই সমস্ত পথ্য।

প্রিয়ঙ্গুকাচন্দনরূষিতানামালিঙ্গনঞ্চাপি বরাঙ্গনানাং। পদ্মাকরাণাং সরিতাং হ্রদানাং চন্দ্রোদয়ানাং হিমবদ্দরীণাং। সুশীতলানাং গিরিনির্ঝরাণাং শ্রুতিঃ প্রশস্তানি চ কীর্ত্তিতানি। প্রণীরনীরং হিমবালুকা চ মিত্রং নৃণাং শোণিতপিত্তরোগে॥

শ্যামালতা, চন্দনচর্চ্চিতা রমণীগণের সহিত আলিঙ্গন, পদ্মপুষ্পশোভিত নদী বা হ্রদের জল, চন্দ্রোদয়কালীন হিমকণাসমন্বিত শীতল গিরিনির্ঝরের জল, শ্রুতিমনোহর সঙ্গীত, বাদ্য, উত্তম জল ও কর্পূর এই সকল রক্তপিত্তরোগে উপকারী।

সেকোবগাহঃ শতধৌতসর্পিরভ্যঙ্গযোগঃ শিশিরপ্রদেহঃ। হিমানিলশ্চন্দনমিন্দুপাদাঃ কথা বিচিত্রাশ্চ মনোহনুকুলাঃ॥

সেক, অবগাহন স্নান, শতধৌত ঘৃত, তৈলাভ্যঙ্গ, শীতল প্রলেপ, শীতল বাতাস, রক্তচন্দন, জ্যোৎস্না ও চিত্তসুখকর বচন এই সমস্ত রক্তপিত্তে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

মুদ্গা মসূরাশ্চনকাস্তুবর্য্যো মুকুষ্টকাশ্চিঙ্গটবর্ম্মিমৎস্যাঃ। শশঃ কপোতো হরিণৈনলাবশরারিপারাবতবর্ত্তকাশ্চ॥

মুগ, মসূর, চনক, (ছোলা) অড়হর, বনমুগ, চিংড়ীমৎস্য, বাইনমৎস্য, শশকমাংস, ঘুঘুমাংস, হরিণমাংস, এণমাংস, লাবপক্ষীর মাংস, শরারিপক্ষীর মাংস এই সকল রক্তপিত্তরোগে পথ্য।

রম্ভাফলং কঞ্চট-তণ্ডুলীয়-পটোল—বেত্রাগ্রমহার্দ্রকানি। পুরাণ-কুষ্মাণ্ডফলঞ্চ পক্কতালানি তদ্বীজজলানি বাসা॥

কদলী, কাঁচড়াশাক, নটিয়াশাক, পটোল, বেতের অগ্র, বন আর্দ্রক, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, পক্কতাল, কচিতালের শাঁস ও বাসক এই সকল রক্তপিত্ত রোগে পথ্য।

বকা উরভ্রাশ্চ সকালপুচ্ছাঃ কপি-

শুলাশ্চাপি কষায়বর্গঃ। গবামজায়াশ্চ পয়ো ঘৃতঞ্চ মহিষ্যাঃ পনসং পিয়ালং ॥

বক, মেষ, কালপুচ্ছ, কপিঞ্জলপক্ষী ইহাদিগের মাংস, কষায়বর্গ, * গব্যদুগ্ধ, গব্যঘৃত, অজাদুগ্ধ, অজাদুগ্ধজাত ঘৃত, মাহিষ ঘৃত, পনস, (কাঁঠাল) ও পিয়ালফল এই সমস্ত রক্তপিত্ত রোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

স্বাদূনি বিম্বীনি চ দাড়িমানি খর্জ্জূর-ধাত্রীমিষি-নারিকেলং। কশেরুশৃঙ্গাট-মরুষ্করাণি কপিত্থ-শালুকপরূষকাণি ॥

মধুররস, বিম্বী, ডালিম, খর্জ্জূর, আমলকী, মউরী, নারিকেল, কেশুর, পানিফল, ভল্লাতক, কদবেল, কুমুদ প্রভৃতির শিকড়, পরুষফল এই সমস্ত রক্তপিত্তে সুপথ্য।

ভূনিম্বশাকং পিচুমর্দ্দপত্রং তুম্বীক-লিঙ্গানি চ লাজশক্তুঃ। দ্রাক্ষাসিতা মাক্ষিকমৈক্ষবশ্চ শীতোদকং চৌদ্ভিদ-বারি চাপি ॥

চিরতাশাক, নিমের পাতা, লাউ, ইন্দ্রযব, খইয়ের ছাতু, দ্রাক্ষা, শর্করা, মধু, ইক্ষুরস, শীতল সলিল, উদ্ভিদবারি * এই সকল রক্তপিত্ত রোগে হিতকর।

ধারাগৃহং ভূমিগৃহং সুশীতং বৈদূর্য্য-মুক্তামণিধারণঞ্চ। রম্ভোৎপলাম্ভোরুহ-পত্রশয্যা ক্ষৌমাম্বরং চোপবনং সুশীতং ॥

ফোয়ারার ঘর, শীতল ভূমিগৃহ, বৈদূর্য্যমণি ও মুক্তাধারণ, কলাপাতায় শয়ন, কুমুদাদির পত্রে শয়ন, রেশমনির্ম্মিত বসন ও শীতল কাননে অবস্থিতি এই সমস্ত রক্তপিত্তরোগে পথ্য।

অপথ্যবিধিঃ।

ব্যায়ামাধ্বনিসেবনং রবিকর স্তীক্ষ্ণানি কর্ম্মাণি চ ক্ষোভো বেগবিধারণং চপলতা হস্ত্যশ্বযানানি চ। স্বেদাস্রস্রুতিধূমপান-স্মরতক্রোধাঃ কুলত্থো গুড়ো বার্ত্তাকুং তিলমাষসর্ষপদধিক্ষারাণি কৌপং পয়ঃ ॥

ব্যায়াম, পথভ্রমণ, আতপসেবন, তীক্ষ্ণক্রিয়া, ক্ষোভিত হওন, মূত্রপুরীষাদির বেগধারণ, চপলতা, গজ অশ্ব ইত্যাদি যানারোহণ, স্বেদ, শোণিত মোক্ষণ, ধূমপান, মৈথুন, রোষ, কুলত্থ কলায়, গুড়, বার্ত্তাকু, তিল, মাষকলায়, সরিষা, দধি, ক্ষারবস্তু ও ও কোপজল * এই সমস্ত রক্তপিত্তে অপথ্য।

তাম্বূলং নলদম্বু মদ্যলশুনং শিম্বা-বিরুদ্ধাশনং। কটম্লং লবণং বিদাহি চ গণস্ত্যাজোঽস্রপিত্তে নৃণাং ॥

তাম্বূল ভক্ষণ, নিম, সুরা, লশুন, শিম, বিরুদ্ধ আহার, কটু বস্তু, অম্ল বস্তু, লবণাক্ত বস্তু, বিদাহি বস্তু এই সমস্ত রক্তপিত্ত রোগে অপথ্য।

অথ রাজযক্ষ্মাক্ষতক্ষীণ-চিকিৎসা।

রাজযক্ষ্মানিদানং।

বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্বিষ-

* কষায়বর্গ যথা ;—
বর্গঃ কষায়ঃ পথ্যাক্ষং শিরীষখদিরো মধু।
কদম্বোড়ুম্বরং মুক্তা প্রবালং জলগৈরিকং।
বালং কপিত্থং খর্জ্জূরং বিসপদ্মোৎপলাদি চ।
হরীতকী, বহেড়া, শিরীষ, খদির, মধু, কদম্ব, যজ্ঞডুম্বুর, মুক্তা, প্রবাল, বালা, গিরিমাটী, কচি কদবেল, খর্জ্জূর, পদ্মেরনাল, পদ্ম উৎপল ইত্যাদি।

* ঔদ্ভিদবারি,—যে জল ভূমি বিদীর্ণ করতঃ প্রবল ধারায় নিম্ন হইতে উর্দ্ধমুখে উঠে, তাহার নাম ঔদ্ভিদবারি। ভাবপ্রকাশে ইহার প্রমাণ লিখিত আছে যথা,—
"বিদার্য্য ভূমিং নিম্নায় মহত্যা ধারয়া স্রবেৎ
যত্তোয়মৌদ্ভিদং নাম বদন্তীতি মহর্ষয়ঃ ॥"

* কৌপজল,—কূপোদ্ভব জলের নাম কৌপ জল। ইষ্টক প্রভৃতি দ্বারা বান্ধান বা না বান্ধান, ঈদৃশ ভূমির অল্পপরিমিত স্থলব্যাপী গোলাকৃতি ও বিস্তীর্ণ গভীরাকারে খনিত জলাশয়ের নাম কূপ। ইহার প্রমাণ যথা-
"ভূমো খাতোঽল্পবিস্তারো গম্ভীরো মণ্ডলাকৃতিঃ
বদ্ধোঽবদ্ধঃ স কূপঃ স্যাত্তদম্ভঃ কৌপমুচ্যতে ॥"

মাশানৎ। ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ॥

বায়ু, মল ও মূত্রের বেগরোধ, ধাতুক্ষয়, অধিক সাহসের কার্য্য, বিষম আহার এই চারি কারণ বশতঃ ত্রিদোষ জন্য যক্ষ্মার উৎপত্তি হয়।

তস্য বিশিষ্টসংপ্রাপ্তিঃ।

কফপ্রধানৈর্দোষৈস্তু রুদ্ধেষু রসবর্ত্মসু। অতিব্যবায়িনো বাপি ক্ষীণে রেতস্যনন্তরাঃ। ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ॥

শ্লেষ্মপ্রধান দোষ দ্বারা রসবাহী ধমনী সমূহ সংরুদ্ধ হইলে কিম্বা অধিক স্ত্রীসহবাসকারী মানবের রেতক্ষয় হইলে ধাতুসমূহও ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইয়া থাকে; সুতরাং ক্রমে ক্রমে ঐ রোগ সংবর্দ্ধিত হইয়া মানবকে অত্যন্ত শুষ্ক করিয়া ফেলে।

তস্য পূর্ব্বরূপনিরূপণং।

শ্বাসাঙ্গমর্দ্দকফসংস্রবতালুশোষবম্য— গ্নিসাদমদপীনসকাসনিদ্রাঃ। শোষে ভবিষ্যতি ভবন্তি স চাপি জন্তুঃ শুক্লেক্ষণো ভবতি মাংসপরো রিরংসুঃ। স্বপ্নেষু কাকশুকশল্লকিনীলকণ্ঠা গৃধ্রাস্তথৈব কপয়ঃ কৃকলাসকাশ্চ। তং বাহয়ন্তি সনদীবিজলাশ্চ পশ্যেচ্ছুষ্কাংস্তরূন্ পবনধূমদবার্দ্দিতাংশ্চ॥

কাস, শ্বাস, অঙ্গব্যথা, মুখ হইতে শ্লেষ্মাস্রাব, তালুশোষ, বমন, মন্দাগ্নি, মত্ততা, নাসিকাস্রাব, নিদ্রা, নেত্রের শুভ্রতা, ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হইবার অগ্রে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত রোগী স্বপ্নে দর্শন করে যেন, বায়স, শুক, সজারু, ময়ূর, গৃধ্র, বানর ও কৃকলাস প্রভৃতিকে বহন করিতেছে এবং শুষ্ক নদী, বায়ু ও ধূমে আক্রান্ত দাবানলদগ্ধ বা শুষ্ক তরুসমূহ তাহার নেত্রপথে নিপতিত হয়।

তস্য সামান্যলক্ষণং।

অংসপার্শ্বাভিতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ। জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ॥

স্কন্ধদেশে ও পার্শ্বে অত্যন্ত সন্তাপ, হস্ততাপ, পদতাপ, সর্ব্বকালীন সর্ব্বাঙ্গব্যাপী জ্বর এই সমস্ত রাজযক্ষ্মার সাধারণ লক্ষণ।

তস্য বাতাদিভেদেন লক্ষণাদি।

স্বরভেদোনিলাচ্ছূলং সঙ্কোচশ্চাংসপার্শ্বয়োঃ। জ্বরোদাহাতিসারশ্চপিত্তাদ্রক্তস্য চাগমঃ। শিরসঃ পরিপূর্ণত্বমভক্তচ্ছন্দ এব চ। কাসঃ কণ্ঠস্য চোধ্বংসো বিজ্ঞেয়ঃ কফকোপতঃ॥

স্বরভঙ্গ, শূলবেধন তুল্য ব্যথা, স্কন্ধ ও পার্শ্বের সঙ্কোচ এই সমস্ত বায়ুজন্য রাজযক্ষ্মার লক্ষণ, পিত্তজন, রাজযক্ষ্মা জন্মিলে জ্বর, দাহ, অতীসার ও রক্তস্রাব এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়। যদি কফজন্য যক্ষ্মা জন্মে, তাহা হইলে মাথাভারী, অরুচি, কাস ও কণ্ঠভেদ এই সমস্ত চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

তস্য প্রত্যাখ্যেয়ত্বং।

একাদশভিরেভির্ব্বা ষড়ভির্ব্বাপি সমন্বিতং। জহ্যাচ্ছোষার্দ্দিতং জন্তুমিচ্ছন্ সুবিমলং যশঃ। কাসাতিসার পার্শ্বার্ত্তিস্বরভেদারুচিজ্বরৈঃ। ত্রিভির্ব্বা পীড়িতং লিঙ্গৈঃ কাসশ্বাসাসৃগামযৈঃ। সর্ব্বৈরুদ্ধৈস্ত্রিভির্ব্বাপি লিঙ্গৈর্মাংসবলক্ষয়ে। যুক্তো বর্জ্জ্যঃ চিকিৎস্যস্তু সর্ব্বরূপোপ্যতোন্যথা। মহাশনং ক্ষীয়মানমতীসার— নিপীড়িতং। শূণমুষ্কোদরঞ্চৈব যক্ষ্মিণং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে রাজযক্ষ্মাতে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মজন্য পূর্ব্বকথিত একাদশবিধ লক্ষণ; অথবা কাস, অতীসার, পার্শ্বব্যথা, স্বরভেদ, অরুচি জ্বর এই ছয় লক্ষণ, বা কাস, শ্বাস ও রক্তোদ্গম এই ত্রিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয় আর শরীরের মাংস বল প্রভৃতি ক্ষয় পায়, তাদৃশ রোগীকে যশস্কামী চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন। পরন্তু উল্লিখিত একাদশবিধ,

ষড়্বিধ বা ত্রিবিধ লক্ষণবিশিষ্ট হইলেও যদি দেহের মাংস ও বলাদির হ্রাস না হয়, তাহা হইলে তাহার রোগ চিকিৎস্য। সে রোগী ক্ষীণ অথচ ভূরি-পরিমাণে ভোজন করে, যে রোগী অতীসারগ্রস্ত, তাহাকেও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। রাজযক্ষ্মার কোষে ও উদরে শোথ হইলে বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

শুস্য চিকিৎসোপাস্য-যোগিত্বং।

জ্বরানুবন্ধরহিতং বলবন্তং ক্রিয়া-সহং। উপক্রমেদাত্মবন্তং দীপ্তাগ্নিমকৃশং নরং॥

যে ব্যক্তি জ্বরানুবন্ধশূন্য, বলিষ্ঠ, দুঃসহ চিকিৎসাদি ক্রিয়া সহনশীল, মন্দাগ্নিবিশিষ্ট ও অকৃশ তাহার রোগ সাধ্য।

অপর-অসাধ্যলক্ষণং।

শুক্লাক্ষমন্নদেষ্টারমূর্দ্ধশ্বাসনিপীড়িতং। কৃচ্ছ্রেণবহুমেহন্তং যক্ষ্মা হন্তীহ মানবং॥

যে রাজযক্ষ্মারোগী শুভ্রবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট, অরুচি-বান, উর্দ্ধশ্বাস দ্বারা নিপীড়িত এবং যে রোগী কষ্টে বহু প্রস্রাব ত্যাগ করে, তাহাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়।

ব্যবায়াদিজনিতধাতু-শোষলক্ষণং।

ব্যবায়শোকবার্দ্ধক্যব্যায়ামাধ্বপ্রশো-ষিতান্। ব্রণোরঃক্ষতসংজ্ঞৌ চ শোষিণৌ লক্ষণৈঃ শৃণু॥

অধিক মৈথুন, শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম অধিক পথ পর্য্যটন জন্য শোষ এবং ব্রণক্ষত ও উরঃক্ষত জনিত শোষযুক্ত ক্ষয়ের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

ব্যবায়শোষলক্ষণং।

ব্যবায়শোষী শুক্রস্য ক্ষয়লিঙ্গৈরুপ-দ্রুতঃ। পাণ্ডুদেহো যথাপূর্ব্বং ক্ষীয়ন্তে চাস্য ধাতবঃ॥

যে অধিক নারীসহবাস জন্য শোষরোগে আক্রান্ত হয়, রেতঃক্ষয় জন্য লক্ষণ দ্বারা অভিভূত হয়, তাহার শিশ্ন ও অণ্ডকোষে ব্যথা আর মৈথুনে ইচ্ছা জন্মে, তখন মৈথুন সময়ে বহু বিলম্বে রেত নির্গত হয়, সেই রেতে অল্প অল্প রক্ত দৃষ্ট হয়, তাহার দেহ পাণ্ডুবর্ণ ও রেতাদি ধাতু উত্তরোত্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

শোকজশোষলক্ষণং।

প্রধ্যানশীলঃ স্রস্তাঙ্গঃ শোকশো-ষ্যপি তাদৃশঃ॥

অধিক চিন্তা ও অঙ্গের শিথিলতা, এই সমস্ত শোকজ শোষের লক্ষণ। আর এই রোগে শুক্র-ক্ষয় জন্য শোষের যাবতীয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কেবল-মাত্র শুক্রক্ষয় না।

বার্দ্ধক্যশোষলক্ষণং।

জরাশোষী কৃশো মন্দঃ স্বল্পবুদ্ধিবলে-ন্দ্রিয়ঃ। কম্পনোঽরুচিমান্ ভিন্নকাংস্য-পাত্রহতস্বরঃ। ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মণা হীনং গৌরবারতিপীড়িতঃ। সংপ্রস্রুতাস্যনা-সাক্ষিঃ শুষ্করুক্ষমলচ্ছবিঃ॥

বার্দ্ধক্যহেতু শোষরোগের উৎপত্তি হইলে ক্ষীণত্ব, কর্ম্মে অপটুতা, বুদ্ধির হ্রাস, দুর্ব্বলতা, ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, কম্প ও অরুচি এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় আর ভগ্ন কাংস্যপাত্রে প্রহার করিলে যে প্রকার শব্দ হয়, তাহার কণ্ঠস্বর তদ্রূপ হইয়া থাকে; কাস হয়, কিন্তু কিছুই বহির্গত হয় না। এই রোগে দেহের গুরুত্ব, মুখ নাসা ও নেত্র হইতে জল পতন, মনের নিরুৎসাহিতা, বর্ণের রুক্ষতা এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অধ্বশোষলক্ষণং।

অধ্বশোষী চ স্রস্তাঙ্গঃ সংভৃষ্টপরুষ-চ্ছবিঃ। প্রসুপ্তগাত্রাবয়বঃ শুষ্কক্লোমগ-লাননঃ॥

অত্যন্ত পথ পর্য্যটন জন্য শোষ রোগ জন্মিলে করচরণাদি সঞ্চালনে অসমর্থ হয়, দেহ রুক্ষ হয়, অঙ্গস্পর্শের জ্ঞানশূন্যতা জন্মে এবং ক্লোম, * গল ও মুখ শুষ্ক হইয়া যায়।

* ক্লোম—পিপাসাস্থান।

ব্যায়ামশোষলক্ষণং ।

ব্যায়ামমশোষী ভূয়িষ্ঠমেভিরেব সমন্বিতঃ। লিঙ্গৈরুরঃক্ষতকৃতৈঃ সংযুক্তশ্চ ক্ষতং বিনা ॥

যদি ব্যায়াম জন্য ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহা হইলে পথশ্রম জনিত শোষের যাবতীয় লক্ষণ সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পায় আর ক্ষত ব্যতীত উরঃক্ষত জনিত শোষের সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কারণত্রয়েণ শোষলক্ষণং ।

রক্তক্ষয়াদ্বেদনাভিস্তথৈবাহারযন্ত্রণাৎ। ব্রণিতস্য ভবেচ্ছোষঃ সচাসাধ্যতমো মতঃ ॥

ব্রণবিশিষ্ট লোকের ব্রণ হইতে শোণিত ক্ষয়, ব্রণজনিত ব্যথা ও ভোজনযাতনা এই কারণত্রয়বশতঃ যে শোষ রোগ জন্মে, তাহারই নাম ব্রণশোষ। এই রোগ চিকিৎসার অসাধ্য।

সনিদানমুরঃক্ষতলক্ষণং ।

ধনুষায়াস্যতোহত্যর্থং ভারমুদ্বহতো গুরুং। যুধ্যমানস্য বলিভিঃ পততো বিষমোচ্চতঃ। বৃষং হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং বান্যং নিগৃহ্নতঃ। শিলাকাষ্ঠাশ্মনির্ঘাতান্ ক্ষিপতো নিঘ্নতঃ পরান্। অধীযানস্য বাত্যুচ্চৈর্দূরং বা ব্রজতো দ্রুতং। মহানদীর্বা তরতো হয়ৈর্বা সহ ধাবতঃ। সহসোৎপততো দূরং তূর্ণং বাপি প্রনৃত্যতঃ। তথান্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্রুরৈর্ভৃশমভ্যাহতস্য বা। বীক্ষ্যতে বক্ষসি ব্যাধির্বলবান্ সমুদীর্য্যতে। স্ত্রীষু চাতিপ্রসক্তস্য রুক্ষাল্পপ্রমিতাশিনঃ। উরো বিরুহ্যতেহত্যর্থং ভিদ্যতেহথ বিভজ্যতে। প্রপীড্যেতে ততঃ পার্শ্বে শুষ্যত্যঙ্গং প্রবেপতে। ক্রমাদ্বীর্য্যং বলং বর্ণো রুচিরগ্নিশ্চ হীয়তে। জ্বরো ব্যথা মনোদৈন্যং বিড্‌ভেদাগ্নিবধাবপি। দুষ্টশ্যাবঃ সুদুর্গন্ধঃ পীতো বিগ্রথিতো বহুঃ। কাসমানস্য চাভীক্ষ্ণং কফঃ সাসৃক্ প্রবর্ত্ততে। সক্ষতঃ ক্ষীয়তেহত্যর্থং তথা শুক্রৌজসোঃ ক্ষয়াৎ ॥

ধনুর্ব্যায়াম, অধিক ভার বহন, বলিষ্ঠ লোকের সহিত যুদ্ধ, অধিক উচ্চ হইতে পতন, ধাবমান বৃষ, অশ্ব, গজ প্রভৃতি জীব ও দস্যুকে সবলে একবারে অবরোধ বা নিগ্রহ অথবা ধারণ, শিলা, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড বা নির্ঘাত নামক অস্ত্র প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বারা শত্রু হনন, অধিক উচ্চৈঃস্বরে পুস্তকাদি পাঠ, অধিক দ্রুতপদে দূরপথ গমন, অতি বিস্তৃত নদী সন্তরণ, ঘোটকের সহিত ধাবমান হওন, হঠাৎ উর্দ্ধে লম্ফ প্রদান, অতি দ্রুতবেগে নৃত্য, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি দ্বারা অধিক আঘাত প্রাপ্তি এই সমস্ত হেতুতে মনুষ্যের হৃদয়দেশে বলবান্ ক্ষতরোগ জন্মে। যে ব্যক্তি নারীতে একান্ত রত হইয়া অধিক সহবাস করে, রুক্ষ ও অল্প পরিমাণে ভোজন করে, সেই ব্যক্তির উরঃস্থল ভগ্ন, বিদীর্ণ ও শিথিল হয়; এই কারণে পার্শ্বদেশে অধিক পীড়া, শোষ, অঙ্গকম্প এবং ক্রমান্বয়ে বীর্য্য, বল, বর্ণ ও অগ্নি বিনষ্ট হয়। তৎপরে জ্বর, ব্যথা, চিত্তের দীনতা, অধিক তরল মল নির্গম ও মন্দাগ্নি জন্মে। যে রোগীর অধিক কাস হয়, তাহার বর্ণ শ্যাম, অতীব দুর্গন্ধ, পীত, বিগ্রথিত * শোণিতের সহিত অধিক শ্লেষ্মা বহির্গত হয়। সেই ক্ষতরোগী রেত ও তেজঃক্ষয় বশতঃ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া থাকে।

তস্য পূর্ব্বরূপম্ ।

অব্যক্তলক্ষণং তস্য পূর্ব্বরূপমিতি স্মৃতং ॥

ক্ষতের পূর্ব্বরূপ অব্যক্ত অর্থাৎ ঈষৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ক্ষতক্ষীণশোষয়োর-সাধারণলক্ষণং ।

উরোরুক্শোণিতশ্ছর্দ্দিঃ কাসো বৈশেষিকঃ ক্ষতে। ক্ষীণে সরক্তমূত্রত্বং পার্শ্বপৃষ্ঠকটিগ্রহাঃ ॥

ক্ষতরোগীর হৃদয়ে ব্যথা, শোণিত বমন ও

* বিগ্রথিত জমাট।

কাস হইয়া থাকে। ক্ষয়রোগগ্রস্তব্যক্তি শোণিত সহ মূত্র পরিত্যাগ করে এবং তাহার পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও কটিদেশে ব্যথা হয়।

তস্য সাধ্যাদিলক্ষণং।

অল্পলিঙ্গস্য দীপ্তাগ্নেঃ সাধ্যো বলবতো নরঃ। পরিসংবৎসরো যাপ্যঃ সর্ব্বলিঙ্গন্তু বর্জ্জয়েৎ॥

যদি রোগী বলিষ্ঠ হয় আর তাহার রোগ অল্পদিনের হয় এবং অল্প লক্ষণ বিশিষ্ট হয়, অগ্নির প্রদীপ্তি থাকে, তাহা হইলে সেই রোগ সাধ্য। যে রোগসম্বৎসর অতীত হয়, তাহা যাপ্য, যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সে রোগ অসাধ্য জানিবে।

অথ রাজযক্ষ্মাক্ষতক্ষীণেষ্বৌষধি কথনং।

কুমুদেশ্বরো রসঃ।

হেমভস্ম রসভস্ম গন্ধকং মৌক্তিকন্তু রসটঙ্গণন্তথা তারকং গরুড়ং সর্ব্বতুল্যকং কাঞ্জিকেন পরিমর্দ্দ্য গোলকং। এক রাত্রং মৃত্সংপুটেন বা সিদ্ধিমেতি কুমুদেশ্বরো রসঃ। বল্লমস্য মরিচৈর্ঘৃতাপ্লুতৈরাজযক্ষ্মপরিশান্তয়ে পিবেৎ॥

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, গন্ধক, মুক্তা, পারদ, সোহাগা, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করতঃ গোলাকার করিবে। পরে এই ঔষধ গোলক মৃত্তিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া শুষ্ক করতঃ লবণপূর্ণ পাত্রে পূরিয়া এক দিবস পুটপাক করিবে। এই ঔষধ তিনরতি পরিমাণে মরিচচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে যাবতীয় ক্ষয়রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে কুমুদেশ্বররস কহে।

যক্ষ্মকেশরীরসঃ।

ত্রিকটুত্রিফলৈলাভির্জাতীফললবঙ্গকৈঃ। নবভাগোন্মিতৈস্তুল্যং লৌহং-পারদসিন্দুরং। মধুনা ক্ষয়রোগাংশ্চ হন্ত্যয়ং যক্ষ্মকেশরী॥

এক এক ভাগ করিয়া ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাচী, জাতিফল, লবঙ্গ এবং তিনভাগ করিয়া লৌহ, পারদ ও সিন্দুর এই সকল বস্তু একত্র করিয়া মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা ক্ষয়রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে যক্ষ্মকেশরী কহে।

বৃহচ্চন্দ্রামৃতো রসঃ।

রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং কর্ষমেকং সুশোধিতং। অভ্রং নিশ্চন্দ্রকং দদ্যাৎ পলার্দ্ধঞ্চ বিচক্ষণঃ। কর্পূরং শাণকং দদ্যাদ্বিশুদ্ধং মারিতং ভিষক্। লৌহং কর্ষং ক্ষিপেত্তত্র বৃদ্ধদারকজীরকং। বিদারী শতমূলী চ ক্ষুরকঞ্চ বলা তথা। মর্কট্যতিবলা চৈব জাতীকোষফলে তথা লবঙ্গং বিজয়াবীজং শ্বেতসর্জ্জরসন্তথা শাণভাগং সমাদায় চৈকীকৃত্য প্রযত্নতঃ মধুনা মর্দ্দয়েত্তাবদ্ যাবদেকত্বমাগতং চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কুরু যত্নতঃ ভক্ষয়েদ্বটিকামেকাং পিপ্পলীমধুনা সহ॥

দুইতোলা করিয়া পারদ ও গন্ধক, চারিতোলা অভ্র, অর্দ্ধতোলা কর্পূর, একতোলা করিয়া স্বর্ণ ও তাম্র, দুইতোলা লৌহ, অর্দ্ধতোলা করিয়া বৃদ্ধদারকবীজ, জীরা, ভুমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, তালমাখনা, বেড়েলা, শুকশিম্বী, গোরক্ষচাকুলিয়া, জাতিফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধুনা সকল বস্তু একত্র করিয়া মধুর সহিত পেষণ করিবে। পরে চারি রতি প্রমাণ বড়ী করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহাকে বৃহচ্চন্দ্রামৃত রস কহে।

মহামৃগাঙ্কঃ।

নিরুত্থভস্ম সৌবর্ণং দ্বিগুণং ভস্মসূতকং। ত্রিগুণং ভস্ম মুক্তোত্থং শুকপুচ্ছং চতুর্গুণং। মৃতত্তাপ্যঞ্চ পঞ্চাংশং তারভস্ম চতুর্গুণং। সপ্তভাগং প্রবালঞ্চ রসতুল্যঞ্চ টঙ্গণং। সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ত্রিদিনং

লুঙ্গবারিণা। ততশ্চ গোলকং কৃত্বা শোষয়িত্বা খরাতপে। লবণৈঃ পাত্র-মাপূর্য্য তন্মধ্যে গোলকং ক্ষিপেৎ। তন্মুখন্তু মৃদা রুদ্ধা পচেৎ যামচতুষ্টয়ং। আকৃষ্য চূর্ণয়েচ্ছুদ্ধং চতুঃষষ্টিবিভাগতঃ। বজ্রং বা তদভাবে তু বৈক্রান্তং ষোড়শাংশিকং। মহামৃগাঙ্কঃ খলু এষ সিদ্ধঃ শ্রীনন্দিনাথপ্রকটীকৃতোঽয়ং। বল্লোঽস্য সেব্যো মরিচাজ্যযুক্তঃ সেব্যোঽথ বা পিপ্‌পলিকাসমেতঃ। তত্রোপচারাঃ কর্ত্তব্যা সর্ব্বে ক্ষয়গদোদিতাঃ। বল্যং বৃষ্যঞ্চ ভোক্তব্যং ত্যজেৎ সূতবিরোধি যৎ। ক্ষয়ং বহুরূপিণং জ্বরগদং গুল্মং তথা বিদ্রধিং মন্দাগ্নিং স্বরভেদকাসমরুচিং কান্তিঞ্চ মূর্চ্ছাং ভ্রমিং। অষ্টাবেব মহাগদান্ পাণ্ডাময়ান্ কামলান্ পিত্তোত্থাংশ্চ সমগ্রকান্ বহুবিধানন্যাংস্তথা নাশয়েৎ ॥

একতোলা স্বর্ণভস্ম, দুইতোলা রসসিন্দুর, তিনতোলা মুক্তা, চারিতোলা গন্ধক, পাঁচতোলা স্বর্ণমাক্ষিক, চারিতোলা রৌপ্য, সাততোলা প্রবাল, একতোলা সোহাগা সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া তিন দিবস লবঙ্গের কাথে ভাবনা দিবে। পরে সেই সকল ঔষধ রৌদ্রের খরতাপে শোষণ পিণ্ডাকৃতি করিবে। তৎপরে একটী লবণপূর্ণ পাত্রমধ্যে ঐ ঔষধপিণ্ড রাখিয়া মৃত্তিকাদ্বারা সেই পাত্রের মুখ রুদ্ধ করিয়া চারিপ্রহর পাক করিবে। পাক শেষ হইলে উহা গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। এবং হীরক চৌষট্টিতোলা, হীরকাভাবে বৈক্রান্ত ষোলতোলা মিশাইয়া লইবে। ইহাকে মহামৃগাঙ্ক কহে। শ্রীনন্দীনাথ এই প্রসিদ্ধযোগের আবিষ্কর্ত্তা। মরিচচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত কিম্বা পিপ্পলীচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত ইহার তিনরত্তি সেবন করিবে। ইহাদ্বারা যাবতীয় ক্ষয়রোগ ধ্বংস হয় এবং বলপুষ্টি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বহুরূপী যক্ষ্মা, গুল্ম, বিদ্রধি, মন্দাগ্নি, স্বরভেদ, কাস, অরুচি, মূর্চ্ছা, ভ্রমি, পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি যাবতীয় রোগও পরাজিত হয়।

ক্ষয়কেশরী।

মৃতমভ্রং মৃতং সূতং মৃতং লৌহঞ্চ তাম্রকং। মৃতং নাগঞ্চ কাংস্যঞ্চ মণ্ডূরং বিমলং মৃতং। বঙ্গং খর্পরকং তালং শঙ্খ-টঙ্কণমাক্ষিকং। মৃতং স্বর্ণং মৃতং কান্তং বৈক্রান্তং বিদ্রুমৌক্তিকং। বরাটং মণি-রাজঞ্চ রাজপটঞ্চ গন্ধকং। সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ খল্লমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ। মর্দ্দয়েত্ত্বগ্নিভানুভ্যাং প্রপুটেত্রিদিনং লঘু। ভাবয়েৎ পুটয়েদেভির্ব্বারাংস্ত্রীংশ্চ পৃথক্ পৃথক্। মাতুলুঙ্গবরাবহ্নিস্বম্লবেতস-মার্কবৈ-হয়মাদ্র কবৈঃ পাচিতো লঘু-বহ্নিনা। বাতপিত্তকফোৎক্লেশান্ জ্বরান্ সংমর্দ্দিতানপি। সান্নিপাতং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গমারুতান্। সেবিতশ্চ সিতাযুক্তো মাগধীরজসা যুতঃ। মধুকা-দ্র কসংযুক্তস্তদ্ব্যাধিহরণৌষধৈঃ। সেবিতো হন্তি রোগিণাং ব্যাধিবারণকেশরী। ক্ষয়মেকাদশবিধং শোষং পাণ্ডুং ক্রিমিং জয়েৎ। কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং মেহমে-দোমহোদরং। অশ্মরীং শর্করাং শূলং প্লীহগুল্মং হলীমকং। সর্ব্বব্যাধিহরো বল্যো বৃষ্যো মেধ্যো রসায়নঃ ॥

অভ্র, রসসিন্দুর, লৌহ, তাম্র, সীস, কাংস্য, মণ্ডুর, বিমল, বঙ্গ, খর্পর, হরিতাল, শঙ্খ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কান্তলৌহ, বৈক্রান্ত, প্রবাল, মুক্তা, কপর্দ্দক, মণিরাজ, রাজপট্ট, গন্ধক এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া উৎকৃষ্টরূপে চূর্ণ করিবে। পরে সাতবার চিতার রসে ও আকন্দের দুগ্ধে ভাবনা দিয়া তিন দিবস লঘুপুটে পাক করিবে। তৎপরে উহা পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া টাবানেবু, ত্রিফলা, চিতা, বৈকল, ভৃঙ্গরাজ, করবী ও আদা ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে বারত্রয় করিয়া ভাবনা দিতে হইবে এবং এক একবার ভাবনা দিতে হইবে এবং একত্র একবার ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা বাত, পিত্ত ও কফ জন্য এবং সান্নিপাতিক রোগ সমূল ধ্বংস হয়। ইহা সেবন-

...মাত্র সর্ব্বাঙ্গ অথবা একাঙ্গগত বাতরোগ বিনাশ পায়। পিপ্পলীচূর্ণ ও শর্করার সহিত কিম্বা মধু ও আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবনীয়। ইহা দ্বারা একাদশ প্রকার ক্ষয়রোগ, শোথরোগ, পাণ্ডু, ক্রিমি, পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, মহামেদ, মহোদরী, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম, হলীমক এই সমস্ত রোগ ধ্বংস হয় এবং রোগীর শরীরে বলাধান হইয়া থাকে। এই ঔষধকে ক্ষয়কেশরী কহে।

রজতাদিলৌহং।

ভস্মীভূতং রজতমলং তৎসমং ব্যোমচূর্ণং। সর্ব্বৈস্তুল্যং ত্রিকটু সবরং লায়মাজ্যেন যুক্তং। লীঢ়ং প্রাতঃ ক্ষপয়-তিতরাং যক্ষ্মপাণ্ডুদরার্শঃশ্বাসং কাসং নয়নজরুজঃ পিত্তরোগানশেষান্॥

একপল রৌপ্য ভস্ম, একপল অভ্রচূর্ণ, তিনপল ত্রিফলা, অষ্টপল লৌহ সকল বস্তু একত্র করিয়া উৎকৃষ্টরূপে পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত লেহন করিলে যক্ষ্মা, পাণ্ডু, উদরী, অর্শ, শ্বাস, কাস, সর্ব্বপ্রকার নয়নরোগ ও পৈত্তিক রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে রজতাদি লৌহ কহে।

রাস্নাদিলৌহং।

রাস্নাশ্বগন্ধা-কর্পূর-ভেকপর্ণী-শিলা-দ্রবৈঃ। ত্রিকত্রয়সমাযুক্তৈর্লৌহং যক্ষ্মা-রুজম্নতং। সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তমপি বৈদ্য-বিবর্জ্জিতং। হন্তি কাসং স্বরাঘাত-রাজ-যক্ষ্মক্ষতক্ষয়ং। বলবর্ণাগ্নিপুষ্টিনাং বর্দ্ধনং দোষনাশনং॥

রাস্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, থুলকুড়ি, শিলাজতু, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিজাত এই সমুদায় সমভাগে লইয়া সমুদায় দ্রব্যের সমান লৌহচূর্ণ মিশাইবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা বৈদ্যকর্ত্তৃক বিবর্জ্জিত এবং সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্ত যক্ষ্মারোগ ধ্বংস হয়। কাস স্বরভঙ্গ, রাজযক্ষ্মা ক্ষতক্ষয় প্রভৃতি রোগও এই ঔষধে বিনাশ পায়। ইহা সেবন দ্বারা রোগীর বল, বর্ণ, অগ্নি ও পুষ্টি বৃদ্ধি পায়। ইহাকে রাস্নাদি লৌহ কহে।

রাজমৃগাঙ্কো রসঃ।

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেম—ভস্মকং। মৃতভারস্য ভাগৈকং শিলা-গন্ধক-তালকং। প্রতিভাগদ্বয়ং শুদ্ধং

পূর্য্যা চাজাক্ষীরেণ টঙ্গণং। পিষ্টা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদ্ভাণ্ডে তাং নিরোধয়েৎ। শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গ-শীতলং। দশপিপ্পলিকৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্ম্মরি-চৈর্ব্বা ঘৃতান্বিতৈঃ। গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য ক্ষয়রোগপ্রশান্তয়ে। সঘৃতৈর্দাপয়েদ্বাথ বাতশ্লেষ্মভবে ক্ষয়ে। রসো রাজমৃগা-ঙ্কোঽয়ং নানারোগনিসূদনঃ॥

তিনভাগ রসসিন্দুর, একভাগ স্বর্ণভস্ম, এক-ভাগ রৌপাভস্ম, দুইভাগ করিয়া মনঃশিলা, গন্ধক ও হরিতাল সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে উহা কপর্দ্দকের গর্ভে পূরিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত পিষ্ট সোহাগাদ্বারা ঐ কপর্দ্দকের মুখ বন্ধ করতঃ মৃত্তিকাপাত্রে রাখিবে। পরে সেই মৃৎপাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উহা লইয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া লইবে। চারিরতি পরিমাণে এই ঔষধ দশটী পিপ্পলী ও মধু অথবা দশটী মরিচ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়-রোগ বিনষ্ট হয়। বাতশ্লেষ্মজন্য ক্ষয়রোগে ঘৃতের সহিত এই ঔষধ সেবনীয়। ইহাকে রাজমৃগাঙ্করস কহে। ইহা সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়রোগবিনাশক।

মৃগাঙ্কঃ।

স্যাদ্রসেন সমং হেম মৌক্তিকং দ্বিগুণং ভবেৎ। গন্ধকঞ্চ সমং তেন রসতুল্যন্তু টঙ্গণং, তৎসর্ব্বং গোলকং কৃত্বা কাঞ্জিকেন চ পেষয়েৎ। ভাণ্ডে লবণপূর্ণেঽথ পচেদ্‌যামচতুষ্টয়ং। মৃগাঙ্ক-সংজ্ঞকো জ্ঞেয়ো রাজযক্ষ্মনিকৃন্তনঃ। গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য মরিচৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ পিপ্পলীদশকৈর্ব্বাপি মধুনা সহ লেহয়েৎ। পথ্যন্তু লঘুভির্ম্মাংসৈঃ প্রয়োগেঽস্মিন্ প্রযোজয়েৎ। ব্যঞ্জনৈর্ঘৃতপকৈশ্চ সংস্কৃ-তৈর্হৃ্যবিদাহিভিঃ। বৃন্তাক-বিল্ব-তৈলানি

কারবেল্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। স্ত্রিয়ং পরিহরেদ্দূরং কোপঞ্চাপি বিবর্জ্জয়েৎ॥

একভাগ পারদ, একভাগ স্বর্ণ, দুইভাগ মুক্তা, দুইভাগ গন্ধক, একভাগ সোহাগা এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজির সহিত মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। অনন্তর ঐ ঔষধপিণ্ড লবণপূর্ণ ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া চারিপ্রহর পাক করিতে হইবে। ইহাকে মৃগাঙ্ক কহে। এই ঔষধ যক্ষ্মারোগের যমস্বরূপ। মরিচের সহিত ইহার চারিরতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। অথবা দশটী পিপ্পলী ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া লেহন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে কোমল মাংসের যুষ, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন ও অবিদাহী দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হয়। বার্ত্তাকু, বিল্ব, তৈল, করলা এই সকল বস্তু এই ঔষধ সেবনান্তে বর্জ্জন করিবে। স্ত্রীসহবাস ও ক্রোধ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

রত্নগর্ভপোট্টলীরসঃ।

রসং বজ্রং হেম তারং নাগং লৌহঞ্চ তাম্রকং। তুল্যাংশং মরিচং দেয়ং মুক্তাবিদ্রুমমাক্ষিকং। শঙ্খং তুত্থঞ্চ তুল্যাংশং সপ্তাহং চিত্রকদ্রবৈঃ। মর্দ্দয়িত্বা বিচুর্ণ্যাথ তেন পূর্য্যা বরাটিকা। টঙ্গণং রবিদুগ্ধেন মুখং লিপ্ত্বা নিরোধয়েৎ। মৃদ্ভাণ্ডে তাং নিরুধ্যাথ সম্যগ্‌ গজপুটে পাচেৎ। আদায় চূর্ণয়েৎ সর্ব্বং নির্গুণ্ড্যা সপ্ত ভাবয়েৎ। আর্দ্রকস্য রসৈঃ সপ্ত চিত্রকস্য চ বিংশতি। দ্রবৈর্ভাব্যং ততশ্চাস্য দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ং। ক্ষয়রোগং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ। যোজয়েৎ পিপ্‌পলীক্ষৌদ্রৈঃ সঘৃতৈর্ম্মরিচৈস্তথা। মহারোগাষ্টকে কাসে শ্বাসে চৈবাতিসারকে। পোট্টলীরসগর্ভোঽয়ং সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ॥

পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীস, লৌহ, তাম্র, মরিচ, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শঙ্খ, তুঁতে এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া সাতদিন চিতার রসে পেষণ করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া কপর্দ্দকের গর্ভে পূরিতে হইবে এবং আকন্দের দুগ্ধের সহিত সোহাগা মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কপর্দ্দকের মুখ বন্ধ করিবে। অনন্তর ঐ কপর্দ্দক মৃণ্ময়পাত্র মধ্যে রাখিয়া সেই মৃতপাত্রের মুখ বন্ধ করতঃ গজপুটে উৎকৃষ্টরূপে পাক করিতে হইবে। অনন্তর উহা তুলিয়া চূর্ণ করিবে এবং সাতবার নিসিন্দার রসে সাতবার আদার রসে এবং কুড়িবার চিতার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ চারিরতি সেবন করিলে সাধ্য ও অসাধ্য ক্ষয়রোগ নিঃসন্দেহ ধ্বংস হয়। পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু কিম্বা মরিচচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত এই ঔষধ প্রযোজ্য। অষ্টবিধ মহারোগ, শ্বাস, কাস ও অতীসার রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ইহাকে রত্নগর্ভপোট্টলী রস কহে। এই ঔষধ সর্ব্বরোগের যমস্বরূপ।

লোকেশ্বরপোট্টলীরসঃ।

ভস্ম সূতাৎ চতুর্থাংশং মৃতস্বর্ণং প্রদাপয়েৎ। দ্বিগুণং গন্ধকং দত্ত্বা মর্দ্দয়েৎ চিত্রকাম্বুনা। পূর্য্যা বরাটিকা তেন টঙ্গণেন নিরুধ্য চ। ভাণ্ডে চূর্ণপ্রলিপ্তেঽথ ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধা চ মৃন্ময়ে। শোষয়িত্বা গজপুটে পুটেন্‌চাপরাহ্নিকে। স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়িত্বা তু বিন্যসেৎ। এষ লোকেশ্বরো নাম বীর্য্যপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ। গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য পিপ্‌পলামধুসংযুতং। মরিচৈর্ঘৃতযুক্তৈশ্চ ভক্ষয়েদ্দিবসত্রয়ং। অঙ্গকার্শ্যেঽগ্নিমান্দ্যে চ কাসে পিত্তে ক্ষয়েঽপি চ। লবণং বর্জয়েত্তত্র সাজ্যং দধি চ যোজয়েৎ। একবিংশদ্দিনং যাবৎ সঘৃতং মরিচং পিবেৎ। পথ্যং মৃগাঙ্কবদ্দেয়ং শয়িতোত্তানপাদতঃ। যে শুষ্কা বিষমাশনৈঃ ক্ষয়রুজা ব্যাপ্তাশ্চ যেঽষ্ঠীলয়া পাণ্ডুত্বেন হতাশ্চ বৈদ্যবিধিনা যে স্বাধীনা দুর্ভগাঃ। যে তপ্তা বিবিধৈর্জ্বরৈঃ শ্রমমদোন্মাদৈঃ প্রমাদং গতাঃ তে সর্ব্বে বিগতাময়া হতরুজাঃ স্যুঃ পোট্টলীসেবনাৎ॥

চারিভাগ রসসিন্দুর, একভাগ স্বর্ণ, দুইভাগ গন্ধক এই সকল বস্তু একত্র চিতার রসে পেষণ করিয়া কপর্দ্দকের মধ্যে পূর্ণ করিবে। পরে সোহাগাদ্বারা সেই কপর্দ্দকের মুখ বন্ধ করিয়া চূর্ণ লিপ্ত মৃত্তিকাপাত্রে সেই কপর্দ্দক রাখিবে। অনন্তর মৃন্ময়পাত্রে মুখ রুদ্ধ করিয়া অপরাহ্নে গজপুটে পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে উহা চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহাকে লোকেশ্বরপোট্টলীরস কহে। ইহা দ্বারা বীর্য্য ও পুষ্টিবর্দ্ধন হয়। এই ঔষধের চারিরতি, মধু ও পিপ্পলীর সহিত কিম্বা মরিচ ও ঘৃতের সহিত তিন দিবস সেবন করিবে। শরীরের কার্শ্য, অগ্নিমান্দ্য, কাস, পিত্তরোগ ও ক্ষয়রোগে এই ঔষধ সেবন করিয়া লবণ পরিত্যাগ করিবে এবং ঘৃত ও দধি সেবন করিবে। পরে একবিংশতি দিন পর্য্যন্ত মরিচের সহিত ঘৃত সেবন করিতে হয়। মৃগাঙ্কসেবনোক্ত পথ্য সেবন করিয়া উত্তানপাদে শয়ন করিবে। যে সকল ব্যক্তি বিষমাশনে শুষ্ক এবং অষ্ঠীলারোগে কাতর, পাণ্ডুরোগে জড়ীভূত, তাহারাও এই ঔষধ সেবন দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে। যাহারা বিবিধ জ্বরে সন্তপ্ত, পরিশ্রান্ত ও উন্মাদরোগী, তাহারাও এই পোট্টলী সেবনদ্বারা যাবতীয় রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে।

কনকসুন্দরো রসঃ।

রসস্য তুর্য্যভাগেন হেমভস্ম প্রযোজয়েৎ। মনঃশিলাগন্ধকঞ্চ তুত্থং মাক্ষিকতালকং। বিষং টঙ্গণকং সর্ব্বং রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ। মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বমেকত্র খল্লপাত্রে চ নির্ম্মলে। জয়ন্তীভৃঙ্গরাজোত্থৈঃ পাঠায়া বাসকস্য চ। অগস্তিলাঙ্গলীগ্রানাং স্বরসৈশ্চ পৃথক্ পৃথক্। ভাবয়িত্বা বিশোষ্যাথ পুনশ্চার্দ্রকবারিণা। সপ্তধা ভাবয়িত্বা চ রসঃ কনকসুন্দরঃ। গুঞ্জাদ্বয়ং ত্রয়ং বাস্য রাজযক্ষ্মপ্রশান্তয়ে। মধুনা পিপ্‌পলীভির্ব্বা মরিচৈর্ব্বা ঘৃতান্বিতং। সন্নিপাতে প্রদাতব্যমার্দ্রকস্য রসেন বৈ। জয়পালরজোভির্ব্বা গুল্মিনে শূলরোগিণে। অম্লবর্জ্জ্যং চরেৎ পথ্যং বল্যং হৃদ্যং রসায়নং। বর্জ্জয়েল্লবণং হিঙ্গু তক্রং দধি বিদাহি যৎ॥

একভাগ স্বর্ণ, চারিভাগ করিয়া পারদ, মনঃশিলা, গন্ধক, তুঁতে, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বিষ ও সোহাগা সকল বস্তু একত্র করিয়া খলে উৎকৃষ্টরূপে পেষণ করিবে। পরে জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ, আকনাদি, বাসক, বক, বিষলাঙ্গলিয়া ও চিতা ইহাদিগের রসে ভিন্ন ভিন্নরূপে ভাবনা দিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক পুনরায় আদার রসে সাতবার ভাবনা দিবে। ইহাকে কনকসুন্দররস কহে। এই ঔষধ দুই বা তিনরতি পরিমাণে সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা ধ্বংস হয়। মধু ও পিপ্পলীচূর্ণ অথবা ঘৃত ও মরিচ চূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। সন্নিপাতে আদার রসের সহিত এবং গুল্ম ও শূলরোগে জয়পালবীজের চূর্ণের সহিত ইহা প্রযোজ্য। এই ঔষধ সেবনান্তে অম্ল, লবণ, হিঙ্গু, তক্র, দধি ও বিদাহী দ্রব্য ত্যাগ করিবে, পরন্তু বলকারক দ্রব্য পথ্য করিতে হয়।

হেমগর্ভপোট্টলী।

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকং। মৃততাম্রস্য ভাগৈকং ভাগৈকং গন্ধকস্য চ। মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্দ্বিযামান্তে সমুদ্ধরেৎ। পূর্য্যা বরাটিকা তেন টঙ্গণেন বিলেপয়েৎ। বরাটীং পূরয়েদ্ভাণ্ডে রুদ্ধ্বা গজপুটে পচেৎ। বিচূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতে পোট্টলীং হেমগর্ভিকাং। মৃগাঙ্কবচ্চতুর্গুঞ্জাভক্ষণাদ্রাজযক্ষ্মনুৎ॥

তিনভাগ রসসিন্দুর, এক এক একভাগ স্বর্ণভস্ম, তাম্র ও গন্ধক এই সমুদায় দ্রব্য চিতার রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করিবে। পরে উহা কপর্দ্দকের মধ্যস্থ করিয়া সেই কপর্দ্দকের মুখ সোহাগাদ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে। তৎপরে ঐ কপর্দ্দক মৃত্তিকাপাত্রমধ্যে রুদ্ধ করতঃ গজপুটে পাক করিতে হইবে। শেষে শীতল হইলে লইয়া চূর্ণ করিবে। ইহাকে হেমগর্ভপোট্টলী কহে। এই ঔষধ চারি রতি পরিমাণে লইয়া সেবনের বিধি অনুসারে সেবন করিলে রাজযক্ষ্মারোগ ধ্বংস হয়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ।

রসং গন্ধকঞ্চ তুল্যাংশং দ্বৌ ভাগৌ টঙ্গণস্য চ। মৌক্তিকং বিদ্রুমং শঙ্খভস্ম দেয়ং সমাংশিকং। হেমভস্মার্দ্ধভাগঞ্চ সর্ব্বং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ। নিম্বুদ্রবেণ সংপিষ্য পিণ্ডিকাং কারয়েত্ততঃ। পশ্চাদ্‌গজপুটং দত্ত্বা সুশীতঞ্চ সমুদ্ধরেৎ। হেমভস্মসমং তীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণার্দ্ধং দরদং মতং। একীকৃত্য সমস্তানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ। ততঃ পূজাং প্রকুর্ব্বীত রসস্য দিবসে শুভে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো হ্যেষ রাজযক্ষ্মনিকৃন্তনঃ। বাতপিত্তজ্বরে ঘোরে সন্নিপাতে সুদারুণে। অর্শসি গ্রহণীদোষে মেহে গুল্মে ভগন্দরে। নিহন্তি বাতজান্ রোগান্ শ্লৈষ্মিকাংশ্চ বিশেষতঃ। পিপ্‌পলীমধুসংযুক্তং ঘৃতযুক্তমথাপি বা। ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন সিতয়া চার্দ্রকেণ বা॥

একভাগ পারদ, একভাগ গন্ধক, দুইভাগ সোহাগা, অর্দ্ধভাগ করিয়া প্রবাল, শঙ্খভস্ম, একভাগ স্বর্ণভস্ম সকল বস্তু খলে পেষণ করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিবে। পরে উহা গজপুটে পাক করিয়া সুশীতল হইলে তাহার সহিত স্বর্ণের অর্দ্ধ লৌহ এবং লৌহের অর্দ্ধ হিঙ্গুল মিশাইয়া পুনরায় উৎকৃষ্টরূপে চূর্ণ করিবে। তৎপরে শুভদিনে রসের পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস কহে। এই ঔষধ দ্বারা রাজযক্ষ্মা, বাতপিত্ত, জ্বর, সুদারুণ সান্নিপাতিক রোগ, অর্শ, গ্রহণী, মেহ, গুল্ম, ভগন্দর, বাত ও শ্লেষ্মজন্য নানাবিধ রোগ ধ্বংস হয়। পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুর সহিত কিম্বা ঘৃতের সহিত কিম্বা পর্ণখণ্ড, শর্করা ও আদার সহিত সেবন কর্ত্তব্য।

লোকেশ্বরো রসঃ।

পলং কপর্দ্দচূর্ণস্য পলং পারদগন্ধয়োঃ। মাষঞ্চ টঙ্গণস্যৈব জম্বীরাম্ভির্বিমর্দ্দয়েৎ। পুটেল্লোকেশ্বরো নাম্না লোকনাথরসোত্তমঃ। ঋতে কুষ্ঠং রক্তপিত্তজন্যান্ রোগান্ বলাদ্‌জয়েৎ। পুষ্টিবীর্য্যপ্রসাদোজঃকান্তিলাবণ্যদঃ পরঃ। কোঽস্তি লোকেশ্বরাদন্যো নৃণাং শম্ভুমুখোদ্গতঃ। পথ্যং শাল্যোদনং সর্পির্দধিশাকং সহিঙ্গুকং। নিত্যং যামদ্বয়াদূর্দ্ধং কার্য্যং বারত্রয়ং দিবা। ত্র্যহান্তেঽরুচিবান্তে বা লগ্নঃ সূতো পচেৎ পুনঃ। অষ্টমেঽহ্নি প্রদাতব্যং পূর্ব্ববৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে। প্রথমে সপ্তমে দেয়া লাবশূরণমুদ্গকাঃ। দ্বিতীয়ে মাষগোধূমং ভক্ষ্যং পূর্ব্বোদিতঞ্চ যৎ। দেয়ানি মৎস্যমাংসানি তৃতীয়ে মর্দ্দনাদিকং। তৈলবিল্বারণালানি কোপস্ত্রীস্বপ্নজাগরান্। ত্যজেৎ কাদীনি দ্রব্যাণি হৃদ্যং স্বাদু চ শীলয়েৎ। বায়ৌ সেব্যং পয়ঃ কোষ্ণং পিত্তে তু সসিতং হিতং। অত্যাগ্নৌ চোরবীজানি তিলেক্ষুকদলীফলং খর্জ্জুরমাংসমৃদ্বীকাসিংগাদিসকলং ভজেৎ। বীর্য্যচ্যুতৌ নারিকেলজলং তালফলানি চ। আনাহারুচিমূর্চ্ছার্ত্তিধূমোদ্গারাবসূচিকাঃ। এতেষু লঘু শাল্যন্নং কেবলং সঘৃতং হিতং। কৃতিবান্তৌ পিবেচ্ছিন্নারসং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতং। সক্ষৌদ্রং বাসকং রক্তপিত্তেঽরুচিবিপর্য্যয়ে। ভৃঙ্গধান্যং সিতাযুক্তমথবা ক্ষৌদ্রসংযুতং। যবান্নং মধুসংযুক্তং পিবেদ্বা মাহিষং দধি। যবান্নং ভক্ষয়েন্নিত্যং সুখোষ্ণেন চ বারিণা। ছিন্নাম্বুসহিতং দেয়ং দাহে জীর্ণে সুধাজলং। আর্দ্রকং সর্ষপং রম্ভাফলং ভৃঙ্গং কফোল্বনে। অন্যেঽপ্যুপদ্রবা যে স্যুস্তত্তচ্ছান্ত্যৈ যথৌষধং। দ্বাত্রিংশদ্দিবসে কার্য্যং স্নানমামলকৈস্তিলৈঃ।

যুক্তং সেব্যং বলে জাতে শনৈরগ্নি-বলাদনু ॥

একপল কপর্দ্দকভস্ম, চারিতোলা পারদ, চারি-তোলা গন্ধক, একমাষা সোহাগা, এই সকল দ্রব্য জামীরের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। ইহাকে লোকেশ্বররস কহে। এই ঔষধ কুষ্ঠ ব্যতীত রক্তপিত্তজন্য অন্যান্য রোগ বিনষ্ট করে। ইহা পুষ্টিকর, বীর্য্যপ্রদ, কান্তিপ্রদ ও লাবণ্যপ্রদ। এই লোকেশ্বর অপেক্ষা প্রধান ঔষধ আর নাই। ইহা শম্ভুর বদন হইতে নির্গত হইয়াছে। এই ঔষধ সেবন করিয়া শালিধান্যের অন্ন, ঘৃত, দধি, শাক, হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য পথ্য করিতে হয়। প্রত্যহ দুই প্রহরের পূর্ব্বে এই ঔষধ তিনবার করিয়া সেবন করা বিধেয়। তিন দিব-সের মধ্যে অরুচি অথবা বমি না হইলে পুনরায় অষ্টম দিবসে কার্য্যসিদ্ধির জন্য এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্রথম সপ্তাহে লাবপক্ষীর মাংস, ওল ও মুগ; দ্বিতীয় সপ্তাহে মাষ, গোধূম এবং পূর্ব্বোক্ত ভক্ষ্যদ্রব্য, তৃতীয় সপ্তাহে মৎস্য মাংস আহার করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে তৈল, বিল্ব, কাঁজি, স্ত্রীসঙ্গ, অধিক রোষ, নিদ্রা অতিশয় জাগরণ এবং ককরাদি নামক দ্রব্য বর্জ্জন করিবে। আর যাহা সুস্বাদু ও মনোহর, সেই দ্রব্য সেবন করিতে হয়। বায়ুরোগে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, পৈত্তিকে শর্করা এবং অগ্নিবৃদ্ধি থাকিলে চোবপুষ্পীর বীজ, তিল, ইক্ষু, খর্জ্জুর, কদলীফল, মাংস, দ্রাক্ষাদি সেবন করা কর্ত্তব্য। বীর্য্যহানি হইলে নারিকেলজল ও তালফল আহার করিবে। আনাহ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ধূমোদ্গার ও বিসূচিকা এই সকল রোগে লঘু শালিধান্যের অন্ন ঘৃতের সহিত পথ্য করিতে হয়। অধিক বমি হইলে গুড়ূচীর রস মধুর সহিত পান করিতে হইবে। রক্তপিত্তে ও রুচিহানি হইলে মধুর সহিত বাসকরস সেবন করা বিধেয়। কিম্বা মধু ও শর্করার সহিত লাজচূর্ণ আহার করা কর্ত্তব্য, অথবা মধুর সহিত যবান্ন ও মাহিষদধি পান করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে প্রত্যহ ঈষ-দুষ্ণ জলের সহিত ঘৃতান্ন ভক্ষণ করিতে হয়। শরীর জীর্ণ হইলে গুড়ূচীর কাথের সহিত সিদ্ধের দুগ্ধ এবং শ্লেষ্মাধিক্যে আদা, সর্ষপ, রম্ভাফল ও ভৃঙ্গরাজ সেবন করিবে। অন্যান্য উপদ্রব শান্তির জন্য যথোক্ত ঔষধ সেবন করিয়া দ্বাত্রিংশদ্দিবসে আমলকী ও তিলপিষ্ট অঙ্গে মর্দ্দন করিয়া আরোগ্যস্নান করিতে হয়।

স্বল্পমৃগাঙ্কঃ।

রসভস্ম হেমভস্ম তুল্যং গুঞ্জাদ্বয়ং ভজেৎ। দোষং বুদ্ধানুপানেন মৃগাঙ্কো-ঽয়ং ক্ষয়াপহঃ ॥

একরতি রসসিন্দুর ও একরতি স্বর্ণভস্ম, এই দুই বস্তু একত্র মিশাইয়া রোগীর দোষ বিবেচনায় অনুপান নিরূপণ করতঃ সেবন করিবে। ইহাকে স্বল্পমৃগাঙ্ক কহে। এই ঔষধ যাবতীয় ক্ষয়রোগ-বিনাশক।

কাঞ্চনাভ্রঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দুরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকং। বিদ্রুমঞ্চাভয়াতারং কস্তুরী চ মনঃশিলা। প্রত্যেকং বিন্দু-মাত্রন্তু সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ। বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। অনু-পানং প্রয়োক্তব্যং যথাদোষানুসারতঃ। ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং শ্লেষ্মপিত্তসমু-দ্ভবং। প্রমেহং বিবিধঞ্চৈব দোষত্রয়-সমুত্থিতং। কফজান বাতজান্ রোগান্ নাশয়েৎ সদ্য এব হি। বলবৃদ্ধিং বীর্য্য-বৃদ্ধিং লিঙ্গদার্ঢ্যং করোতি চ। শ্রীকরঃ পুষ্টিজননো নানারোগনিসূদনঃ। গহনা-নন্দনাথোক্তো রসোঽয়ং কাঞ্চনাভ্রকঃ ॥

দুইতোলা করিয়া স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, কস্তুরী ও মনঃশিলা লইয়া একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে দুই রতি পরিমাণ বড়ী করিয়া রোগীর দোষানুসারে অনুপান নিরূপণ করতঃ সেবন করিবে। এই ঔষধ দ্বারা ক্ষয়রোগ, কাস, শ্লেষ্ম-পিত্তজন্য রোগ, প্রমেহ, কফজন্য ও বাতজন্য বিবিধ রোগ সদ্য ধ্বংস হয় এবং বল, বীর্য্য, লিঙ্গের দৃঢ়তা, শ্রী ও পুষ্টিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। গহনানন্দনাথ এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা। ইহাকে কাঞ্চনাভ্র কহে।

বৃহৎ-কাঞ্চনাভ্ররসঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দুরং মৌক্তিকং লৌহ-মভ্রকং। বিদ্রুমং মৃতবৈক্রান্তং তারং তাম্রঞ্চ বঙ্গকং। কস্তূরিকা লবঙ্গঞ্চ জাতীকোবৈলবালুকং। প্রত্যেকং বিন্দু-মাত্রঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্যং প্রযত্নতঃ। কন্যা-নীরেণ সংমর্দ্দ্যং কেশরাজরসেন চ। অজাক্ষীরেণ সংভাব্যং প্রত্যেকং দিবস-ত্রয়ং। চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কার-য়েদ্ভিষক্। অনুপানং প্রয়োক্তব্যং যথা দোষানুসারতঃ। ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং যক্ষ্মাণং শ্বাসমেব চ। প্রমেহান্ বিংশতি-ঞ্চৈব দোষত্রয়সমুদ্ভবান্। সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

দুইতোলা করিয়া সুবর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, কস্তুরী, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলবালুকা লইয়া একত্র ঘৃতকুমারীর রসে উৎকৃষ্টরূপে পেষণ করিবে। পরে কেশুরতের রসে ও ছাগদুগ্ধে প্রত্যেকে তিন দিন ভাবনা দিয়া চারিরতি প্রমাণ বড়ী করিবে। দোষানুসারে অনুপান নিরূপণ করতঃ এই ঔষধ সেবন করিবে। উক্ত ঔষধ দ্বারা ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা, শ্বাস এবং ত্রিদোষজন্য বিংশতিপ্রকার প্রমেহ ধ্বংস হয়। সূর্য্য যেমন অন্ধকাররাশি ধ্বংস করেন, এই ঔষধ তদ্রূপ রোগরাশি বিনাশ করে। ইহাকে বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র কহে।

শিলাজত্বাদিলৌহং।

শিলাজতু-মধু-ব্যোষং তাপ্যং লৌহ-রজস্তথা। ক্ষীরেণ লোহিতস্যাশু ক্ষয়ং ক্ষয়মাপ্নুয়াৎ॥

শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া সর্ব্বদ্রব্যের তুল্য লৌহ-চূর্ণ মিশাইবে। সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা যাবতীয় ক্ষয়রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে শিলা-জত্বাদিলৌহ কহে।

পারাশরঘৃতং।

যষ্টিবলা গুড়ূচ্যল্পপঞ্চমূলীং তুলাং পচেৎ। সর্পেঽপামষ্টভাগস্থে তত্র পাত্রং পচেদ্ঘৃতং। ধাত্রী বিদারীক্ষুরসে ত্রিপাত্রে পয়সোঽর্ম্মণে। সুপিষ্টৈর্জীবনীয়ৈশ্চ পারাশরমিদং ঘৃতং। সসৈন্যং রাজ-যক্ষ্মাণং উন্মূলয়তি শীলিতং॥

যষ্টিমধু, বেড়েলা, গুড়ূচী, শালপাণি, চাকুলিয়া, ব্যাকুড়, কণ্টকারি, গোক্ষুর এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে সমপরিমাণে লইয়া মোট সাড়ে বারসের গ্রহণ করিবে। পরে ১২৮ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে অনন্তর ১৬ সের ঘৃত, ১৬ সের আমলকীরস, ১৬ সের ভূমিকুষ্মাণ্ডরস, ১৬ সের ইক্ষুরস, ৩২ সের দুগ্ধ আর উল্লিখিত ক্বাথের ১৬ সের দ্বারা জীবক, ঋষিবক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই সকল বস্তু কল্ক করতঃ পাক করিতে হইবে। ইহার নাম পারাশর ঘৃত। ইহা সেবন দ্বারা উপদ্রব সহ যক্ষ্মা বিদূরিত হইয়া থাকে।

দশমূলঘৃতং।

দশমূলাঢ়কং প্রস্থং ঘৃতস্যাক্ষসমৈঃ পচেৎ। পুষ্করর্দ্ধশটীবিল্বসুরসব্যোষ-হিঙ্গুভিঃ। পেয়ানুপানং তৎ পেয়ং কাস-বাতকফাধিকে। শ্বাসরোগেষু সর্ব্বেষু কফবাতাত্মকেষু চ॥

বিল্বত্বক, সোণা, গাম্ভারী, পারুলী, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলিয়া, ব্যাকুড়, কণ্টকারি ও গোক্ষুর এই সমস্ত তুল্য পরিমাণ ৮ সের লইয়া চারিগুণ জল দ্বারা ক্বাথ করিবে। পরে কুড়, শঠী, বিল্বত্বক, তুলসী, মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, হিঙ্গুল এই সমস্ত দুইতোলা পরিমাণে কল্ক করতঃ ৪ সের ঘৃত পাক করিবে। ইহার নাম দশমূল ঘৃত। ইহা দুগ্ধ সহ সেবন করিলে বাতকফোল্বণ কাস ও শ্বাস দূর হয়।

অথ রাজযক্ষ্মাক্ষতক্ষীণাদিরোগে পাচনচিকিৎসা।

অশ্বগন্ধাদিঃ।

অশ্বগন্ধামৃতাভীরু দশমূলীবলাবৃষাঃ। পুষ্করাতিবিষে ঘ্নন্তি ক্ষয়ং ক্ষীররসাশিনঃ॥

অশ্বগন্ধা, গুড়ূচী, শতমূলী, দশমূল, বেড়েলা, বাসক, পুষ্করমূল ও আতিস এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ সেবন করিয়া পরে দুগ্ধ ও মাংসযূষ সেবন করিবে। ইহার নাম অশ্বগন্ধাদি পাচন। ইহা ক্ষয়রোগ দূর করে।

বাসাদিঃ।

বাসাদ্রাক্ষাদ্বিবৃহতীবলাভিঃ কথিতং জলং। ক্ষয়কাসাপহং পেয়ং শর্করামধুযোজিতং॥

বাসক, দ্রাক্ষা, কণ্টকারি, বৃহতী, বেড়েলা এই সকলের কাথের সহিত শর্করা ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্ষয়কাস দূর হয়। ইহার নাম বাসাদি পাচন।

অথ রাজযক্ষ্মাক্ষতক্ষীণে মুষ্টিযোগচিকিৎসা।

অভয়ামলকং দ্রাক্ষা পিপ্পলী কণ্টকারিকা। শৃঙ্গং পুনর্নবা শুণ্ঠি জগ্ধ্বা ক্ষয়ং নিহন্তি বৈ॥

হরীতকী, আমলকী, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কণ্টকারি, কাকড়াশৃঙ্গী, পুনর্নবা ও শুণ্ঠী এই সমস্ত একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ পান করিলে ক্ষয়রোগ দূর হয়।

কুলীরচূর্ণং সক্ষীরং পীতঞ্চ ক্ষয়রোগনুৎ॥

দুগ্ধ সহ কাঁকড়াচূর্ণ সেবন করিলে ক্ষয়রোগ বিনাশ পায়।

মনঃশিলাবলামূলং কাকপর্ণঞ্চ গুগ্গুলুং। কোলিপত্রং জাতীপত্রং তথা চৈব মনঃশিলা। এভিশ্চৈব কৃতা বর্ত্তি বদরাগ্নৌ মহেশ্বর। ধূমপানং কাসহরং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

মনঃশিলা, বেড়েলামূল, কাকপর্ণী, গুগ্গুলু, বদরীপাতা, জাতীফুলের পাতা এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে মর্দ্দন করতঃ বড়ী করিয়া বদরীর কয়লাতে ধূম দিয়া সেই ধূম সেবন করিলে কাস দূর হয়।

শ্বেত কোকিলাক্ষমূলং ছাগীক্ষীরেণ সংযুতং। ত্রিসপ্তাহেন বৈ পীতং ক্ষয়রোগং ক্ষয়ং নয়েৎ॥

সাদা কুলিয়াখাড়ার শিকড় অজাদুগ্ধ সহ তিন সপ্তাহ সেবন করিলে ক্ষয়রোগ দূর হয়।

প্রথমতঃ আটপল চিনি একটী পাত্রে অগ্নির উপর চড়াইয়া দিবে, উহা লেহন করিবার উপযুক্ত হইলে তাহার মধ্যে ষোলপল বাসকছালের চূর্ণ, দুইপল পিপ্পলীচূর্ণ ও দুইপল ঘৃত দিয়া নাড়িতে থাকিবে। শীতল হইলে নামাইয়া আটপল মধু উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। একতোলা পরিমাণে উহা সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

অর্দ্ধতোলা মিছরি একছটাক ছাগদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন করিলে যক্ষ্মা বিদূরিত হয়

চিনি, পিপ্পলীচূর্ণ ও কিস্‌মিস্ এই কয় দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহযোগ্য করিয়া উহা প্রত্যহ ছয় রত্তি পরিমাণে লেহন করিলে যক্ষ্মারোগে উপকার দর্শে।

মাখন, মধু ও চিনি এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া সেবন করিলে যক্ষ্মারোগীর শরীরে বলাধান হয়, সুতরাং রোগের হ্রাস হইয়া থাকে।

কাকজঙ্ঘা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করতঃ সেবন করিলে যক্ষ্মারোগে উপকার দর্শে।

অর্দ্ধসের জলের সহিত দুইতোলা মৃগমাংস পাক করিবে। পরে এক ছটাক ছাগীদুগ্ধের সহিত ঐ মাংস বাটিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ দূরীভূত হয়।

ত্রিশ রতি শুণ্ঠী, ত্রিশ রতি পিপ্পলী, ত্রিশ রতি

খদিরা ও ত্রিশরতি দশমূল এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ বিনষ্ট হয়।

ছাগল, মৃগ বা কপোতের মাংস প্রথমতঃ ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজিবে। পরে তাহা চূর্ণ করতঃ অজাদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্ষয়রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

মিছরি, শতমূলী, বড়এলাইচ, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, বালা, বাসক, জীরা, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, দারুচিনি, নাগকেশর, বালা, ছোট এলাইচ, বংশলোচন, জায়ফল, অর্জ্জুনছাল, তেজপত্র, শুণ্ঠী, বেড়েলা, অগুরু, চন্দন, খদির, মুথা বেলশুঁঠ, তালপত্র, জটামাংসী, নিম্ব, পুনর্ণবা, শঠী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে। পরে উহা মধুর সহিত নিরন্তর লেহন করিতে হয়, ইহা দ্বারা যক্ষ্মারোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

অর্দ্ধতোলা দারুচিনি, একতোলা মরিচ, একতোলা চারি আনা শুণ্ঠী, দেড় তোলা পিপ্পলী ও চারি আনা বড় এলাইচ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যত হইবে, তাহার সমান চিনি মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। পরে সেবনকালে চারি আনা পরিমিত চিনি মিশাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা যক্ষ্মারোগ বিনাশ পায়।

রাস্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, থানকুনী, শিলাজতু, ত্রিকত্রয় ও লৌহ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন দ্বারা যক্ষ্মারোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে রাস্নাদিলৌহ কহে।

বানরের মাংস ঘৃতে ভাজিয়া তাহা চূর্ণ করিবে। এ চূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ বিনাশ পায়।

অথ রাজযক্ষ্মাক্ষতক্ষীণরোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

তত্র পথ্যানি যথা।

সন্দর্শনং মৃগদৃশামপি হেমচূর্ণমুক্তামণিপ্রচুরভূষণধারণঞ্চ। হোমঃ প্রদানমমরদ্বিজপূজনানি হৃদ্যান্নপানমপি পথ্যগণং ক্ষয়েষু॥

সুন্দরী নারীদর্শন, জারিত সুবর্ণ, মুক্তা মণি ও বিবিধ অলঙ্কার ধারণ, যজ্ঞ, দান, দেবার্চ্চনা, বিপ্রসেবা হৃদয়গ্রাহ্য অন্নপানীয় এই সকল যক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণরোগে পথ্য।

সিংহাস্যপত্রমপি গোমহিষীঘৃতঞ্চ ছাগাশ্রয়াশ্চ তদবস্করমূত্রলেপঃ। মৎস্যণ্ডিকা শিখরিণী মদিরা রসালা কর্পূরকং মৃগমদঃ সিতচন্দনঞ্চ॥

বাসকপাতা, গব্য ঘৃত, মাহিষ ঘৃত, ছাগাশ্রয়, * ছাগমল ও ছাগমূত্রের প্রলেপ, মিছরি, শিখরিণী, মদ্য, রসালা, * কর্পূর, কস্তুরী ও শ্বেত চন্দন এই সমস্ত হিতকর।

অভ্যঞ্জনানি সুরভীণ্যনুলেপনানি স্নানাদি বেশরচনান্যবগাহনানি। হর্ম্ম্যং স্রজং স্মরকথা মৃদুগন্ধবাহো গীতানি লাস্যমপি চন্দ্ররুচো বিপঞ্চী॥

তৈলাদি মর্দ্দন, চন্দনাদি লেপন, স্নান, সুপরিচ্ছদ ধারণ, অবগাহন, অট্টালিকায় অবস্থান, মাল্যধারণ, আনন্দকর বাক্যশ্রবণ, মৃদু বায়ুসেবন, সঙ্গীত শ্রবণ, নৃত্যদর্শন, জ্যোৎস্না, বীণাবাদ্য এই সমস্ত পথ্য।

মদ্যানি জাঙ্গলং পক্ষিমৃগমাংসং বিশুষ্যতাং। মুদ্গষষ্টিক গোধূমযব-শাল্যাদয়ো হিতাঃ॥

মদ্য, জাঙ্গল পক্ষী ও মৃগের মাংস, মুগ, ষষ্টিক, তণ্ডুল, গোধূম, যব, শালিতণ্ডুল এই সকল পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

---

* ছাগাশ্রয়—ছাগল লইয়া খেলা ও চারিধারে ছাগল রাখিয়া শয়ন করার নাম ছাগাশ্রয়। চক্রদত্তে ইহার প্রমাণ আছে, যথা—

* রসালা—দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরক, গুড়, আদা, শুঁঠ ও দধি ইত্যাদি একত্র পেষণান্তে ছাঁকিয়া লইবে। ইহারই নাম রসালা। এ বিষয়ে শিবদাসের প্রমাণ নিম্নে লিখিত রহিল।

"স চাতুর্জ্জাতকাজাজি সগুড়ার্দ্রক-নাগরং। রসালা স্যাচ্ছিখরিণী সুঘৃষ্টং সরসং দধি॥

পক্কানি মোচপনসাম্রফলানি ধাত্রী খর্জ্জুর-পৌষ্কর-পরূষক-নারিকেলং। শোভাঞ্জনঞ্চ কুলকং নবতালশস্যং দ্রাক্ষাফলানি মিষয়োপি চ মাণিমন্থং ॥

মোচা, পক্ক কাঁঠাল, পক্ক আম্র, আমলকী, খেজুর, পুষ্করমূল, পরূষফল, নারিকেল, সজিনা, পলতা, কচি তালের শস্য, দ্রাক্ষা, মৌরি, সৈন্ধব এই সমস্ত যক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণরোগে পথ্য বলিয়া অভিহিত।

দোষাধিকস্য বলিনো মৃদুশুদ্ধিরাদৌ গোধূমমুদ্গচণকারুণশালয়শ্চ। ছাগাদিমাংসনবনীতপয়োঘৃতানি ক্রব্যাদমাংসমপি জাঙ্গলজা রসাশ্চ ॥

দোষাধিক্য বলিষ্ঠ লোকের পক্ষে অগ্রে মৃদু বমনাদি দ্বারা মৃদুশোধন উপকারী। গম, মুগ, চণক, রক্তশালি তণ্ডুল, অজমাংস, অজদুগ্ধ, অজাঘৃত, অজাদুগ্ধজাত মাখন, মাংসাশী জীবের মাংস, জাঙ্গলদেশজাত * পশু পক্ষীর মাংসের যুষ এই সমস্ত হিতকর।

মার্ত্তণ্ডচণ্ডকিরণৈঃ পরিশোষিতানি লেহ্যাম্লপক্কপললানি সুচূর্ণিতানি। রাগাঃ সকাম্বলিকষাড়ববেশবারা ভক্ষ্যাঃ শশাঙ্ককিরণা মধুরো রসশ্চ ॥

আতপে শুষ্ক মাংস চূর্ণ করতঃ তদ্বারা প্রস্তুতীকৃত পক্ক লেহ্য দ্রব্য, রাগ, + ষাড়ব, × কাম্বলিক * বেশবার, + শশাঙ্ককিরণ, × এবং মধুররসবিশিষ্ট বস্তু, এই সকল রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণরোগে হিতকর।

* জাঙ্গলদেশ—যে স্থানে পর্ব্বত, জলাশয় ও বৃক্ষ প্রভৃতি অল্প এবং রোগেরও আধিক্য নাই, তাহার নাম জাঙ্গলদেশ। বাগ্‌ভট্টে ইহার প্রমাণ আছে, যথা—

"দেশোঽল্পবারি-দ্রুনগো জাঙ্গলঃ স্বল্পরোগদঃ ॥

+ রাগ—চিনি, ছোলঙ্গ, সৈন্ধব, মহার্দ্রক, পরূষফল ও জামের রস এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত সরিষা মিশাইয়া পানক করিলে তাহাকেই রাগ বলা যায়। শিবদাস এ বিষয়ে লিখিয়াছেন যথা—

"সিতারুচকসিন্ধূত্থৈঃ সবৃক্ষাম্লপরূষকৈঃ। জম্বুফলরসৈর্যুক্তো রাগো রাজিকয়া কৃতঃ ॥

× ষাড়ব—রাগের সহিত মধুর বস্তু, অম্ল-বস্তু, সৈন্ধব ও সুগন্ধ বস্তু মিশাইলেই তাহাকে ষাড়ব বলা যায়। এ বিষয়েও শিবদাস বলিয়াছেন,—

"ষাড়বাঃ পুনর্ম্মধুরাম্ললবণসুগন্ধিদ্রব্যজা নানাবিধাঃ ॥

* কাম্বলিক—দধির মাত ও অম্ল দ্বারা মাষকলাই প্রভৃতির যুষ করিলেই তাহাকে কাম্বলিক বলা যায়। সুশ্রুতে ইহার প্রমাণ আছে যথা—

"দধিমস্ত্বম্লসিদ্ধস্তু যুষঃ কাম্বলিকঃ স্মৃতঃ ॥

+ বেশবার—নিরস্থি মাংস অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করতঃ মরিচ ও ঘৃত প্রভৃতি মিশাইয়া পাক করিলে তাহাকে বেশবার বলা যায়। ভাবপ্রকাশে: ইহার প্রমাণ আছে যথা—

"নিরস্থিপিশিতং পিষ্টং স্বিন্নং গুড়ঘৃতান্বিতং। কৃষ্ণামরিচসংযুক্তং বেশবার ইতি স্মৃতঃ ॥

× শশাঙ্ককিরণ—বড়া ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ তাহার সহিত শর্করা ও কর্পূর মিশাইয়া লড্ডুক করিলে তাহাকে শশাঙ্ককিরণ বলা যায়। ইহার প্রমাণ তন্ত্রে আছে। যথা—

"তাং সংচূর্ণং বটকাঃ সকর্পূরসিতোৎপলাঃ। শশাঙ্ককিরণাখ্যাস্তু ভক্ষ্যা রুচিকরাঃ পরং ॥

অপথ্যানি।

ক্ষারান্ বিরুদ্ধান্যশনানি শিম্বীং কর্কোটকঞ্চাপি বিদাহি সর্ব্বং। কঠি-

রূক্ষং কৃষ্ণমপি ক্ষয়েষু বিবর্জ্জয়েৎ সততমপ্রমত্তঃ॥

ক্ষারবস্তু, বিশুষ্ক আহার, শিম, কাঁকরোল, বিদাহিবস্তু, কৃষ্ণ তুলসী এই সমস্ত রাজযক্ষ্মারোগে অনুপকারী।

বিরেচনং বেগবিধারণানি শ্রমং স্ত্রিয়ং স্বেদনমঞ্জনঞ্চ। প্রজাগরং সাহসকর্ম্ম-সেবা রূক্ষান্নপানং বিষমাশনঞ্চ॥

বিরেচন, মূত্রপুরীষাদির বেগধারণ, শ্রম, মৈথুন, স্বেদ, নেত্রাঞ্জন, জাগরণ, সাহসিক কার্য্য, রুক্ষ অন্নপানীয় ও বিষমাহার এই সকল রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণরোগে অহিতকর।

তাম্বুলকালিঙ্গকুলত্থমাষরসোনবংশা— ঙ্কুররামঠানি। অম্লানি তিক্তানি কষায়কানি কটূনি সর্ব্বাণি চ পত্রশাকং॥

তাম্বুল, তরমুজ, কুলত্থকলায়, মাষকলায়, রশুন, বংশাঙ্কুর, হিঙ্গু, অম্ল, তিক্ত বস্তু, কষায় বস্তু, কটু বস্তু ও যাবতীয় শাক অপথ্য।

অথ কাস চিকিৎসা।

তত্র কাসস্য নিদানপূর্ব্বকং নিরুক্তিকথনং।

ধূমোপঘাতাদ্রজতস্তথৈব ব্যায়ামরূক্ষান্ননিষেবনাচ্চ। বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব। প্রাণো হ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ সংভিন্নকাংস্যস্বনতুল্যঘোষঃ। নিরেতি বক্ত্রাৎ সহসা সদোষো মনীষিভিঃ কাস ইতি প্রদিষ্টঃ॥

নাসিকাদি দ্বারা দেহাভ্যন্তরে ধূম প্রবিষ্ট হইলে, অধিক ব্যায়াম করিলে, রুক্ষ অন্ন ভোজন করিলে, প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইয়া উদান বায়ুর অনুগত হওয়াতে ভগ্ন কাংস্যের ন্যায় শব্দ পূর্ব্বক দোষের সহিত যে বহিষ্কৃত হয়, তাহাকেই কাস রোগ কহে।

কাসস্য ভেদকথনং।

পঞ্চ কাসাঃ স্মৃতা বাতপিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ॥

কাস পঞ্চবিধ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ক্ষতজনিত ও ক্ষয়জ।

উক্তপঞ্চানাং ক্ষয়কারণত্বং।

ক্ষয়ায়োপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে বলিনশ্চোত্তরোত্তরং॥

যথাকালে প্রতীকারের চেষ্টা না করিলে বলিষ্ঠ ব্যক্তির কাসও ক্ষয়রোগে পরিণত হয়।

তেষাং পূর্ব্বরূপং।

পূর্ব্বরূপং ভবেত্তেষাং শূকপূর্ণগলাস্যতা। কণ্ঠে কণ্ডূশ্চ ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে॥

কাস জন্মিবার পূর্ব্বে গলদেশ ও রসনা কণ্টকাবৃত বলিয়া বোধ হয়, কণ্ঠে কণ্ডু জন্মে এবং অরুচি হয় ও যাহা ভোজন করা যায়, তাহা সহজে অধঃকরণ হয় না।

বাতকাসলক্ষণং।

হৃচ্ছঙ্খমূর্দ্ধোদরপার্শ্বশূলী ক্ষামাননঃ ক্ষীণবলস্বরৌজাঃ। প্রসক্তবেগস্তু সমীরণেন ভিন্নস্বরঃ কাসতি শুষ্কমেব॥

বাতজন্য কাসরোগে রোগীর বক্ষঃস্থল, ললাট, শিরঃ, উদর ও পার্শ্বে বেদনা জন্মে, মুখ শুষ্ক হয়, বলের হ্রাস হয়, স্বরের তেজ থাকে না, নিরন্তর শুষ্ক কাস নির্গত হয় এবং রোগীর স্বরভেদ ও কাসবেগ জন্মে।

পিত্তজকাসলক্ষণং।

উরোবিদাহজ্বরবক্ত্রশোষৈরভ্যর্দ্দিত— স্তিক্তমুখস্তৃষার্ত্তঃ। পিত্তেন পীতানি বমেৎ কটূনি কাসেৎ সপাণ্ডুঃ পরিদহ্যমানঃ॥

পৈত্তিক কাসে জ্বর, বক্ষঃস্থলে দাহ, মুখের

শুষ্কতা ও তিক্ততা, তৃষ্ণা, পীতবর্ণ বমি ও কটু কাস, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই রোগে রোগী পাণ্ডু-বর্ণ ও দাহবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিককাসলক্ষণং ।

প্রলিপ্যমানেন মুখেন সীদন্ শিরো-রুজার্ত্তঃ কফপূর্ণদেহঃ। অভক্তরুগ্‌গৌর-বকণ্ডুযুক্তঃ কাসেদ্ভৃশং সান্দ্রকফঃ কফেন॥

শ্লৈষ্মিক কাসে মুখ লিপ্ত হয়, দেহ অবসন্ন হয়, মস্তক বেদনাবিশিষ্ট হয়, দেহ শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ হয়, শরীর ভারিবোধ হয়, অরুচি ও কণ্ডু জন্মে এবং কাসের সহিত গাঢ় কফ নির্গত হইয়া থাকে।

ক্ষতজকাসলক্ষণং ।

অতিব্যবায়ভারাধ্বযুদ্ধাশ্বগজবিগ্রহৈঃ। রুক্ষস্যোরঃক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাচ-রেৎ। স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতং। কণ্ঠেন রুজতাত্যর্থং বিরুগ্নেনেব চোরসা।সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভি-স্তুদ্যমানেন শূলিনা। দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা। পর্ব্বভেদজ্বর-শ্বাসতৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ। পারাবত ইবা-কূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাৎ॥

অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস, ভারবহন, পথপর্য্যটন, যুদ্ধ, অশ্ব ও গজগ্রহণ, এই সকল কারণে উরঃক্ষত হইলে কুপিত বায়ু উহা লক্ষ্য করিয়া কাস জন্মায়, ইহাকেই ক্ষতজ কাস বলে। এই রোগে প্রথমতঃ শুষ্ক কাস হইয়া ক্রমে উদ্গীরণ হয়। রোগীর কণ্ঠে অত্যন্ত বেদনা জন্মে, বক্ষঃস্থল ভগ্নবৎ ও শূলবিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, স্পর্শ করিলে ক্লেশ ও সন্তাপ বোধ হয়, সন্ধিস্থানে বেদনা জন্মে এবং রোগী জ্বর, শ্বাস, পিপাসা ও স্বরভঙ্গে আক্রান্ত হয়। মধ্যে মধ্যে এরূপ বেগে কাস হয় যে, রোগী পারাবতের ন্যায় অস্ফুট শব্দ করিতে থাকে।

ক্ষয়জকাসলক্ষণং ।

বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্বেগ—নিগ্রহাৎ। ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেঽগ্নৌ ত্রয়ো মলাঃ। কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দ্দেহক্ষয়প্রদং। স-গাত্রশূলজ্বরদাহমোহান্ প্রাণক্ষয়ঞ্চোপ-লভেত কাসী। শুষ্যন্ বিনিষ্ঠীবতি দুর্ব্ব-লস্তু প্রক্ষীণমাংসো রুধিরং সপূয়ং। তং সর্ব্বলিঙ্গং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যং চিকিৎ-সিতজ্ঞাঃ ক্ষয়জং বদন্তি॥

ক্ষয়জ কাসে রোগীর শরীর শূলবেধবৎ বেদনা-যুক্ত হয় এবং রোগী জ্বর, দাহ, মোহ ও দুর্ব্বলতায় অভিভূত হইয়া থাকে। ইহাতে ধাতুশোষ হও-য়াতে বলের হ্রাস ও মাংস ক্ষীণ হয়, কাসের সহিত পূঁজমিশ্রিত শোণিত উঠিতে থাকে। ক্ষয়জ কাসের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশিত হইলে সেই রোগীকে চিকিৎসা দ্বারা স্বস্থ করা দুরূহ। অনিয়মিত ভোজন, অসময়ে ভোজন, অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, মূত্র-পুরীষের বেগ ধারণ এই সকল কারণে ঘৃণা-যুক্ত ও শোকদগ্ধ ব্যক্তির দোষ দ্বারা অগ্নি দূষিত হইলে বায়ু, পিত্ত ও কফ দুষ্ট হইয়াই এই ক্ষয়জ কাস জন্মাইয়া থাকে।

কাসস্য সাধ্যাসাধ্যত্ব-নিরূপণং ।

ইত্যেষঃ ক্ষয়জঃ কাসঃ ক্ষীণানাং দেহনাশনঃ। সাধ্যো বলবতাং বা স্যাদ্-যাপ্যস্ত্বেবং ক্ষতোত্থিতঃ। নবৌ কদাচিৎ সিধ্যেতামপি পাদগুণান্বিতৌ। স্থবি-রাণাং জরাকাসঃ সর্ব্বো যাপ্যঃ প্রকী-র্ত্তিতঃ।ত্রীন্ পূর্ব্বান্ সাধয়েৎ সাধ্যান্ পথ্যৈর্যাপ্যাংস্তু যাপয়েৎ॥

ক্ষীণ ব্যক্তির ক্ষয়জ কাস হইলে তাহা প্রাণান্ত-কারী; কিন্তু বলবান ব্যক্তির হইলে যাপ্য থাকে, কখন কখন আরোগ্য লাভ করিতেও দেখা যায়। যদি ঐ কাস অল্প দিবসের হয় এবং রোগী, সেবক, বৈদ্য ও ঔষধ শাস্ত্রবিহিত হয়, তাহা হইলে রোগ হইতে মুক্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় জরাজনিত কাস হইলে তাহা যাপ্য থাকে। পূর্ব্বে যে বাতাদি ত্রিবিধ কাসের উল্লেখ হইয়াছে, চিকিৎসকেরা তন্মধ্যে সাধ্যকে আরোগ্য করিবেন এবং যাপ্যকে পথ্যাদি দ্বারা প্রশান্ত করিয়া রাখিবেন।

অথ কাসস্ত্যৌষধিকথনং।

কাসসংহারভৈরবঃ।

রসগন্ধতাম্রাভ্রশঙ্খটঙ্গণলৌহকং। মরিচং কুষ্ঠতালীশং জাতীফললবঙ্গকং। কার্ষিকং চূর্ণমাদায় দণ্ডেনামর্দ্দ্য ভাবয়েৎ। ভেকপর্ণীকেশরাজ-নিগু্ণ্ডী-কাকমাচিকা। দ্রোণপুষ্পী শালপর্ণী গ্রীষ্মসুন্দরকং তথা। ভার্গী হরীতকী বাসা কার্ষিকৈঃ পত্রজৈরসৈঃ। বটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যঃ পঞ্চগুঞ্জাপ্রমাণতঃ। বাতজঃ পৈত্তিকং কাসং শ্লৈষ্মিকং চিরজন্তথা। শ্রীমন্দগাহননাথেন কাসসংহারভৈরবঃ। রসোঽয়ং নির্ম্মিতো যত্নাল্লোকরক্ষণহেতবে। বাসাশুণ্ঠি-কণ্টকারী-ক্বাথেন পায়য়েদ্বুধঃ। কাসং নানাবিধং হন্তি শ্বাসমুগ্রমরোচকং। বলবর্ণকরঃ শ্রীদঃ পুষ্টিদঃ কান্তিবর্দ্ধনঃ॥

দুইতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, শঙ্খ, সোহাগা, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জাতীফল ও লবঙ্গ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ লইয়া তাহাদিগের সহিত থুলকুরী, কেশরাজ, নিসিন্দা, কাকমাচী, দ্রোণপুষ্পী, শালপাণী, গিমা, বামনহাটী, হরীতকী ও বাসক ইহাদিগের প্রত্যেকের পত্ররস দুইতোলা মিশাইয়া আতপে শুষ্ক ও পেষণ করিবে। পরে পাঁচরতি করিয়া বটী নির্ম্মাণ করতঃ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক চিরজাত কাসরোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে কাসসংহারভৈরব কহে। শ্রীমন্দগাহননাথ লোকরক্ষার জন্য এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। আর বাসক, শুণ্ঠী ও কণ্টকারী ইহাদিগের ক্বাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে নানাপ্রকার কাস, শ্বাস ও অরুচি ধ্বংস হয় এবং রোগীর বল, বর্ণ, শ্রী, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধি পায়।

লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সতালঞ্চ তালার্দ্ধং রসখর্পরং। বঙ্গং তাম্রং ঘনং কান্তং কাংস্যং গন্ধং পলং পলং। কেশরাজরসেনৈব ভাবয়েদ্দিবসত্রয়ং। কুলত্থস্য রসেনৈব ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ। এলাজাতীফলাখ্যঞ্চ তেজপত্রং লবঙ্গকং। যমানীজীরকঞ্চৈব ত্রিকটু ত্রিফলা সমং। ভাবয়েচ্চ রসেনৈব গোলয়েৎ সর্ব্বমৌষধং। ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা চণকপ্রমিতা শুভা। শীতাম্বুনা পিবেদ্ধীমান্ সর্ব্বকাসনিবৃত্তয়ে। মৎস্যং মাংসং তথা ক্ষীরং পথ্যং স্যাৎ স্নিগ্ধভোজনং। ক্ষয়ং কাসং তথা শ্বাসং সজ্বরং বাথ বিজ্বরং। হলীমকং পাণ্ডুরোগং শোথং শূলং প্রমেহকং। অর্শোনাশং করোত্যেব বলবৃদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ বর্জ্জয়েচ্ছাকমম্লঞ্চ ভৃষ্টদ্রব্য হুতাশনং॥

প্রত্যেকে দুইপল করিয়া পারদ ও হরিতাল, এক এক পল করিয়া খর্পর, বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, কান্তলৌহ, কাংস্য ও গন্ধক এই সমুদায় বস্তু একত্র মিশাইয়া কেশরাজের রসে তিন দিবস ভাবনা দিয়া কুলত্থ কলায়ের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। অনন্তর ইহাদের সহিত এলাচী, জাতীফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু ও ত্রিফলা সমুদায়ের চূর্ণ প্রত্যেকে একপল পারমাণে মিশাইয়া চণকাকার বড়ী করিবে। এই বটিকা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা কাসরোগ ধ্বংস হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া মৎস্য, মাংস ও দুগ্ধ প্রভৃতি স্নিগ্ধ দ্রব্য পথ্য করিবে। ইহা দ্বারা সজ্বর অথবা বিজ্বর ক্ষয়, কাস, শ্বাস, হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, প্রমেহ ও অর্শরোগ ধ্বংস হয় এবং বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া শাক, অম্ল, ভৃষ্টদ্রব্য ও অগ্নিসেবা ত্যাগ করিবে। ইহাকে লক্ষ্মীবিলাসরস কহে।

সর্ব্বেশ্বরো রসঃ।

রসগন্ধকয়োশ্চূর্ণমেকীকৃত্যাভ্রকন্তথা। হেমভিশ্চ সমং কৃত্বা মর্দ্দয়েদযামকদ্বয়ং। ত্র্যূষণানি লবঙ্গৈলা টঙ্গণং হেমতুল্যকং। কণ্টকার্য্যা রসৈর্ভাব্যমেকবিংশতিবারকং।

শিগ্রু বীজার্দ্রকরসৈঃ সপ্তধা ভাবয়েৎ। পৃথক্। রসঃ সর্ব্বেশ্বরো নাম কাস শ্বাস-ক্ষয়াপহঃ। অনুপানং প্রয়োক্তব্যং বিভীতকফলত্বচং॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র ও স্বর্ণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া দুই প্রহর পর্য্যন্ত একত্র চূর্ণ করিবে। পরে ইহার সহিত এক একভাগ ত্রিকটু, লবঙ্গ, এলাচী ও সোহাগা মিশ্রিত করিবে। অনন্তর কণ্টকারীর রসে একবিংশতিবার ভাবনা দিয়া সজিনার রসে সাতবার এবং আদার রসে সাতবার ভাবনা প্রদান পূর্ব্বক বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে সর্ব্বেশ্বর রস কহে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা কাস, শ্বাস ও ক্ষয়রোগ ধ্বংস হয়। বহেড়া ফলের বক্কল ইহার অনুপান।

শৃঙ্গারাভ্রম্।

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং যদন্যৎ কর্পূরং জাতীকোষং সজলমিভকণাতেজপত্রং লবঙ্গং। মাংসী-তালীশচোচে গজকুসুমগদং ধাতকী চেতি তুল্যং পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটুরথ পৃথগর্দ্ধশাণং দ্বিশাণং। এলা-জাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধ-গন্ধাশ্মকোলং কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতি-পদবিহিতং সর্ব্বমেকত্রমিশ্রং। পানীয়ে-নৈব কার্য্যাঃ পরিণতচণকস্বিন্নতুল্যাশ্চ বট্যঃ প্রাতঃ খাদ্যাশ্চতস্রস্ত দন্নু চ কিয়ৎ শৃঙ্গবেরং সপর্ণং। পানীয়ং পাতমন্তে ধ্রুবমপহরতি ক্ষিপ্রমেতান্ বিকারান্ কোষ্ঠে দুষ্টাগ্নিজাতান্ জ্বরমুদররুজো রাজযক্ষ্মক্ষয়ঞ্চ। কাসং শ্বাসং সশোথং নয়নপরিভবং মেহমেদোবিকারান্ ছর্দ্দিং শূলাম্লপিত্তং তৃষামপি মহতীং গুল্মজালং বিশালং। পাণ্ডুত্বং রক্তপিত্তং গরলভব-গদান্ পীনসং প্লীহরোগান্ হন্যাদামা-শয়োত্থান্ কফপবনকৃতান্ পিত্তরোগান শেষান্। বল্যো বৃষ্যশ্চ যোগস্তরুণতর-করঃ সর্ব্বরোগে প্রশস্তঃ পথ্যং মাংসৈশ্চ যুষৈর্ঘৃতপরিলুতৈর্গব্যদুগ্ধৈশ্চ ভূয়ঃ। ভোজ্যং যোজ্যং যথেষ্টং ললিতললনয়া-দীয়মানং মুদা যৎ শৃঙ্গারাভ্রেণ কামী যুবতিজনশতাভোগযোগাদতুষ্টঃ। বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ দিনকতিপয়চিৎ স্বেচ্ছয়া ভোজ্যমন্যৎ দীর্ঘায়ু কামমূর্ত্তির্গতবলি-পলিতো মানবোঽস্য প্রসাদাৎ॥

ষোলতোলা বিশুদ্ধ কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ, অর্দ্ধতোলা করিয়া কর্পূর, জয়িত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগকেশরপুষ্প, কুড় ও ধাইফুল, দুইমাষা করিয়া হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও ত্রিকটু, একতোলা করিয়া এলাচী, জাতীফল ও গন্ধক এবং অর্দ্ধতোলা পারদ এই সকল বস্তু একত্র করিয়া জলের সহিত পেষণ করিবে। পরে সিদ্ধকৃত চণকের ন্যায় বড়ী নির্ম্মাণ করিবে। প্রভাতে ইহার চারিটী বটী ভক্ষণ করিয়া আদা ও পান চর্ব্বণ করিয়া খাইবে, পরে শীতল জল পান করিলে কোষ্ঠগত মন্দাগ্নি জন্য রোগ, জ্বর, উদরপীড়া, রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস, শোথ, মেহ, মেদোরোগ, ছর্দ্দি, শূল, অম্ল, পিত্ত, তৃষ্ণা, গুল্ম, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, বিষজরোগ, পীনস, প্লীহা, আমাশয়োত্থ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকরোগ সকল ধ্বংস হয়। এই যোগ বলকর ও বৃষ্য। এই ঔষধ সেবন দ্বারা বৃদ্ধ ও তরুণবৎ হইতে পারে। ইহা সর্ব্বরোগেই প্রশস্ত। এই ঔষধ সেবন করিয়া ঘৃতপক্ক মাংসের যূষ ও গব্য দুগ্ধদ্বারা পথ্য করিতে হয়। এই ঔষধের বলে কামী ব্যক্তি শতযুবতী ভোগ করিয়াও সন্তুষ্ট হয় না। এই ঔষধ সেবন করিয়া শাক ও অম্ল বর্জ্জন করিবে। ইহা সেবন দ্বারা রোগী ব্যক্তিও বলি-পলিতশূন্য হইয়া কামদেবসদৃশ দিব্য কান্তিমান্ হওত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে। ইহাকে শৃঙ্গারাভ্র কহে।

সার্ব্বভৌমো রসঃ।

জীর্ণং সুবর্ণং লৌহং বা যদ্যত্রৈব প্রদীয়তে। তদস্যং সর্ব্বরোগাণাং সার্ব্বভৌমো ন সংশয়ঃ॥

শৃঙ্গারাভ্রোক্ত সমস্ত ঔষধের সহিত স্বর্ণ কিম্বা লৌহ মিশাইলে সার্ব্বভৌমরস হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী ও রোগনাশকতা শক্তি সকলই শৃঙ্গারাভ্রবৎ

তরুণানন্দরসঃ।

কর্ষদ্বয়ং রসেন্দ্রস্য শুদ্ধস্য গন্ধকস্য চ। কজ্জলীকৃত্য যত্নেন শিলাতলশুভে দৃঢ়ে। বিল্বাগ্নিমন্থঃ শ্যোনাকঃ কাশ্মরী পাটলা বলা। মুস্তং পুনর্নবা ধাত্রী বৃহতী বৃষপত্রকং। বিদারী শতমূলী চ কর্ষৈরেষাং পৃথগ্রসৈঃ। মর্দ্দয়িত্বা পুনর্ব্বাসাস্বরসৈর্দ্দশতোলকৈঃ। মর্দ্দয়েত্তত্র শুদ্ধাভ্রং রসস্য দ্বিগুণং ক্ষিপেৎ। রসস্যার্দ্ধঞ্চ কর্পূরং তত্রৈব দাপয়েদ্ভিষক্। জাতিকোষফলে মাংসী তালীশৈলা লবঙ্গকং। চূর্ণং কৃত্বা প্রযত্নেন মাষমাত্রং ক্ষিপেৎ পৃথক্। বিদারীস্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং ক্ষয়ঞ্চোগ্রমুরঃক্ষতং। কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং স্বরাঘাতমরোচকং। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্লীহানং সহলীমকং। জীর্ণজ্বরং তৃষাং গুল্মং গ্রহণীমামসম্ভবাং। অতীসারঞ্চ শোথঞ্চ কুষ্ঠানি চ ভগন্দরং। নাশয়েদেষ বিখ্যাতস্তরুণানন্দসংজ্ঞিতঃ। রসায়নবরো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যঃ পুষ্টিবর্দ্ধনং। সহস্রং যাতি নারীণাং ভক্ষণাদস্য মানবঃ। ক্ষীণতা ন চ শুক্রস্য নচ বুদ্ধিবলক্ষয়ঃ। দ্বিমাসমুপযোগেন নিহন্তি কামলান্ গদান্। শুক্রসন্দীপনং কৃত্বা জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ। নারিকেলজলেনৈব ভক্ষ্যোঽয়ঞ্চ রসায়নঃ। ক্ষারানুপানাদ্বৃষ্যোঽয়ং ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে॥

চারিতোলা বিশুদ্ধ পারদ ও চারিতোলা গন্ধক একত্র করিয়া দৃঢ় শিলাতলে পেষণ করতঃ কজ্জলী করিবে। পরে তাহাতে বিল্ব, গণিয়ারি, নাঙশোনা, গাম্ভারী, পারুল, বেড়েলা, মুথা, পুনর্নবা, আমলকী, বৃহতী, বাসকপত্র, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী ইহাদিগের প্রত্যেকের রস দুইতোলা দিয়া শুষ্ক করিবে। অনন্তর বাসকপত্রের রস দশতোলা দিয়া পেষণ করিতে হইবে। শুষ্ক হইলে আটতোলা অভ্র, দুইতোলা কর্পূর এবং একতোলা করিয়া জয়িত্রী, জাতীফল, জটামাংসী, তালীশপত্র, লবঙ্গ, এলাচী ইহাদিগের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে পেষণ করিবে। পরে বটী করিয়া সেবন করিলে অত্যুগ্র, রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, উরঃক্ষত, পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, অরুচি, কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, হলীমক, জীর্ণজ্বর, তৃষ্ণা, গুল্ম, আমজন্য গ্রহণী, অতীসার, শোথ, কুষ্ঠ, ভগন্দর এই সমস্ত ধ্বংস হয়। ইহাকে তরুণানন্দরস কহে। এই ঔষধ রসায়নশ্রেষ্ঠ, বৃষ্য, চক্ষুর তেজোবর্দ্ধক ও পুষ্টিপ্রদ। ইহা সেবন করিলে মানব সহস্র নারী গমন করিতে পারে, কখনও তাহার শুক্র ক্ষয় হয় না ও বলবুদ্ধির হানি জন্মে না। দুই মাস এই ঔষধ সেবন করিলে কামলারোগ ধ্বংস হয়, শুক্রবৃদ্ধি হয় ও জ্বরনাশ হইয়া থাকে। এই ঔষধ নারিকেলের জলের সহিত সেবন করিলে রসায়নের কার্য্য করে এবং ক্ষীরানুপানে সেবন করিলে বৃষ্যকারক হইয়া থাকে। এই ঔষধ কখন নিষ্ফল হয় না জানিবে।

মহোদধিরসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষঞ্চৈব বরাঙ্গকং। তাম্রকং বঙ্গভস্মাপি ব্যোমকঞ্চ সমাংশকং। ত্রিকটুং ভদ্রমুস্তঞ্চ বিড়ঙ্গং নাগকেশরং। রেণুকামলকঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ। এষাঞ্চ দ্বিগুণং ভাগং মর্দ্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ। ভাবনা তত্র দাতব্যা গজপিপ্পলীকাম্বুভিঃ। চণমাত্রা বটী কার্য্যা সংগ্রহগ্রহণীহিতা। কাসং হন্তি তথা শ্বাসমর্শাংসি চ ভগন্দরং। হৃচ্ছূল্যং পার্শ্বশূলঞ্চ কর্ণরোগং কপালিকাং। হরেৎ সংগ্রহণীরোগানষ্টৌ চ জাঠরাগ্নি চ। প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব চতুর্ব্বিধমজীর্ণকং। ন চাম্লপানে পরিহার্য্যমস্তি

ন শীতবাতাতপমৈথুনেষু। যথেষ্টচেষ্টাভিরতঃ প্রয়োগে নরো ভবেৎ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ ॥

এক একভাগ করিয়া পারদ গন্ধক, লৌহ, বিষ, দারুচিনি, তাম্র, বঙ্গ ও অভ্র, দুই ভাগ করিয়া ভদ্রমুস্তক, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, রেণুকা, আমলকী, পিপ্পলীমূল, সকল বস্তু একত্র পেষণ করিয়া গজপিপ্পলীর কাথে ভাবনা দিবে। পরে চণকাকার বটী করিয়া সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ গ্রহণীরোগে উপকারী। ইহা সেবন দ্বারা কাস, শ্বাস, অর্শ, ভগন্দর, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, কর্ণরোগ, কাপালিক প্রভৃতি রোগ ধ্বংস হয় এবং সংগ্রহ গ্রহণী, অষ্টপ্রকার উদররোগ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ রোগ পরাজিত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া পানভোজনাদিতে কোন নিয়ম করিতে হয় না এবং শীত, বাত, রৌদ্রসেবা এবং মৈথুনাদিতেও কোনরূপ দোষের সম্ভব নাই। রোগী স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিহারাদি করিতে পারে। যে ইহা সেবন করে, সে কাঞ্চনের ন্যায় গৌরকান্ত হয়। ইহাকে মহোদধিরস কহে।

জয়াগুড়িকা।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষং বৎসকমেব চ। বিড়ঙ্গং কেশরং মুস্তমেলাগ্রন্থিকরেণুকং। ত্রিকটুত্রিফলাচিত্রং শুদ্ধং জৈপালবীজকং। এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো গুড় উচ্যতে। তিন্তিড়ীবীজমানেন প্রাতঃকালে চ ভক্ষয়েৎ। কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহং বিষমজ্বরং। অজীর্ণং গ্রহণীরোগং শূলং পাণ্ড্বাময়স্তথা। অপানে হৃদয়ে শূলে বাতরোগে গলগ্রহে। অরুচাবতিসারে চ সূতিকাতঙ্কপীড়িতে। জয়াখ্যা নির্ম্মিতা হ্যেষা ভক্ষণীয়া সুরৈরপি ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, কুটজ, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, মুথা, এলাচী, পিপ্পলীমূল, রেণুকা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, জয়পাল এই সকল বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া তাহাদিগের সহিত দ্বিগুণ গুড় মিশাইবে এবং তেঁতুলের বীজের সমান বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। প্রভাতে এই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন দ্বারা কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী রোগ, শূল, পাণ্ডু এই সমস্ত ধ্বংস হয়। গুহ্যদ্বারে ও হৃদয়ে যে শূল জন্মে, তাহাতে এবং অরুচি, অতিসার ও সূতিকা এই সকল পীড়ায় এই ঔষধ বিশেষ হিতকর। ইহাকে জয়াগুড়িকা কহে। দেবগণও এই ঔষধ সেবন করেন।

বিজয়গুড়িকা।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষং চিত্রকপত্রকং। বিড়ঙ্গরেণুকামুস্তমেলাকেশরগ্রন্থিকং। ফলত্রিকং ত্রিকটুকং শুল্বভস্ম তথৈব চ। এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো দীয়তে গুড়ঃ। কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে গুল্মে প্রমেহে বিষমজ্বরে। সূতায়াং গ্রহণীরোগে শূলে পাণ্ড্বাময়ে তথা। হস্তপাদাদিদাহে চ গুড়িকেয়ং প্রশস্যতে ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, চিতাপত্র, বিড়ঙ্গ, রেণুকা, মুথা, এলাচী নাগকেশর, পিপ্পলীমূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও তাম্র এই সকল বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া তাহাদিগের সহিত দ্বিগুণ গুড় মিশাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে বিজয়গুড়িকা কহে। এই ঔষধ দ্বারা কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু ও হস্তপাদদাহ এই সকল রোগ ধ্বংস হয়।

বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ। তাম্রস্য হরিতালস্য লৌহস্য চ বিষস্য চ। মনঃশিলায়াঃ ক্ষারাণাং বীজস্য ধুস্তুরস্য চ। মরিচস্য চ সর্ব্বেষাং সমং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ। জয়ন্তী চিত্রকং নালং খণ্ডকর্ণোত্থ মণ্ডুকী। শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজং কেশরাজার্দ্রসিন্ধুকং। এতেষাং স্বরসেনাপি কর্ষমাত্রেণ মর্দ্দয়েৎ। কলায়পরিমাণাস্তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। আর্দ্রক-

স্বরসেনৈব পঞ্চকাসং ব্যপোহতি । হন্তি কাসং তথা শ্বাসং যক্ষ্মাণং সভগন্দরং। অগ্নিমান্দ্যারুচিং শোথমুদরং পাণ্ডু-কামলং। রসায়নী চ বৃষ্যা চ বলবর্ণ-প্রসাদিনী ॥

দুইতোলা করিয়া বিশুদ্ধ পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, লৌহ, বিষ, মনঃশিলা, ক্ষারত্রয়, ধুস্তূরবীজ ও মরিচ এই সমস্ত বস্তু একত্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে জয়ন্তী, চিতা, মান, থারকোন, থানকুনী, ভাঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, আদা ও নিসিন্দা ইহাদিগের প্রত্যেকের স্বরস দুইতোলা ঐ চূর্ণের সহিত মিশাইয়া পেষণ করতঃ কলায়বৎ বড়ী করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে পঞ্চ প্রকার কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শোথ, উদররোগ, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি ধ্বংস হয়। ইহাদ্বারা দেহের বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাকে বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা কহে।

অমৃতার্ণবো রসঃ।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং মৃতলৌহঞ্চ টঙ্গণং। রাস্না বিড়ঙ্গং ত্রিফলা দেবদারু চ চিত্রকং। অমৃতা পদ্মকং ক্ষৌদ্রং বিষঞ্চৈব বিমর্দ্দয়েৎ। দ্বিগুঞ্জং বাত-কাসার্ত্তঃ সেবয়েদমৃতার্ণবং ॥

বিশুদ্ধ পারদ, গন্ধক, মৃতলৌহ, সোহাগা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, চিতা, গুড়চী, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও বিষ এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। ইহাকে অমৃতার্ণব রস কহে। বাতজনিত কাসরোগে ইহার দুইরত্তি সেবনীয়।

পিত্তকাসান্তকো রসঃ।

ভস্মতাম্রাভ্রকান্তানাং কাসমর্দ্দকজৈঃ রসৈঃ। মণিজৈর্ব্বেতসাম্লৈশ্চ দিনং মর্দ্দ্যং সুপিণ্ডিতং। নিষ্কার্দ্ধং পিত্তকাসার্ত্তো ভক্ষয়েচ্চ দিনত্রয়ং। কাসশ্বাসাগ্নিমান্দ্যঞ্চ ক্ষয়ঞ্চাপি নিহন্ত্যলং ॥

তাম্রভস্ম, অভ্র ও কান্তলৌহ সমভাগে লইয়া কালকাসন্দার বন্ধকের রসে, বকপুষ্পের রসে ও অম্লবেতসের রসে এক একদিন মর্দ্দন করিবে। পিত্তজন্য কাসরোগে এই ঔষধ অর্দ্ধনিষ্ক পরিমাণে তিনদিন সেবন করিলে আরোগ্য লাভ হয় এবং ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে পিত্তকাসান্তক রস কহে।

কাসকুঠারঃ।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং সব্যোষং টঙ্গণ-স্তথা। দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈঃ সন্নিপাতং সুদারুণং। কাসং নানাবিধং হন্তি শিরো-রোগং বিনাশয়েৎ ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, ত্রিকটু, সোহাগা এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুই রত্তি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা সুদারুণ সন্নিপাত, নানাবিধ কাস এবং শিরোরোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে কাসকুঠার কহে।

শ্রীচন্দ্রামৃতলৌহঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা ধান্যং চব্যং জীরক-সৈন্ধবং। দিব্যৌষধিহতস্যাপি তত্তুল্যা-ময়সো রজঃ। নবগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। প্রাতঃকালে শুচিভূর্ত্বা চিন্তয়িত্বামৃতেশ্বরং। একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপলরসাপ্লুতাং। নীলোৎ-পলরসেনৈব কুলত্থস্বরসেন চ। নিহন্তি বিবিধং কাসং দোষত্রয়সমুদ্ভবং। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব গরদোষসমুদ্ভবং। সরক্ত-মথ নীরক্তং জ্বরং শ্বাসসমন্বিতং। ভ্রম-দাহতৃট্‌শূলঘ্নং রুচ্যং বহ্নিপ্রদীপনং। বলবর্ণকরং বৃষ্যং জীর্ণজ্বরবিনাশনং। ইদং চন্দ্রামৃতং লৌহং চন্দ্রনাথেন নির্ম্মিতং ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনিয়া, চৈ, জীরা, সৈন্ধব, এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। অন-ন্তর ইহাদিগের সহিত সমুদায় চূর্ণের তুল্য মনঃ-শিলা দ্বারা মারিত লৌহচূর্ণ মিশাইবে। পরে

নবরতি প্রমাণ বড়ী করিয়া প্রভাতে শুচি হইয়া অমৃতেশ্বরীকে চিন্তা করিতে করিতে এক একটী বটী সেবন করিবে। রক্তোৎপল নীলোৎপল অথবা কুলথ কলায়ের রসের সহিত এই বটী সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন দ্বারা ত্রিদোষজনিত নানাপ্রকার কাস, বিষজন্য বাতিক ও পৈত্তিক রোগ, সরক্ত অথবা নীরক্ত শ্বাসসংযুক্ত জ্বর, ভ্রমি, দাহ, পিপাসা ও শূল ধ্বংস হয়, রুচি জন্মে, উদরাগ্নির দীপ্তি হয়, দৈহিক বল ও বর্ণ বৃদ্ধি পায়, এবং জীর্ণ জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহাকে শ্রীচন্দ্রামৃতলৌহ কহে। স্বয়ং চন্দ্রনাথ এই ঔষধের নির্ম্মাতা।

শ্রীচন্দ্রামৃতো রসঃ।

রসগন্ধকলৌহানাং প্রত্যেকং কার্ষিকং ক্ষিপেৎ। টঙ্গণস্য পলং দত্ত্বা মরিচস্য পলার্দ্ধকং। ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং ধান্য-জীরকসৈন্ধবং। প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ। নবগুঞ্জা-প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। প্রাতঃ-কালে শুচির্ভূত্বা চিন্তয়িত্বামৃতেশ্বরীং। একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপল-রসেন চ। নীলোৎপলরসেনাপি কুলথ-স্বরসেন চ। ছাগীক্ষীরেণ মণ্ডেন কেশ-রাজরসেন চ। নিহন্তি বিবিধং কাসং বাতরক্তসমুদ্ভবং। বাতশ্লেষ্মজ্বরং কাসং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরন্তথা। বাতিকং পৈত্তিক-ঞ্চাপি গরদোষসমন্বিতং। বাসাগুড়ূচিকা ভার্গী মুস্তকং কণ্টকারিকা। সমভাগ-কৃতং ক্বাথং প্রত্যহং ভক্ষয়েদনু॥

দুইতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক ও লৌহ, এক পল সোহাগা, চারিতোলা মরিচ, একতোলা করিয়া ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ, ধনিয়া, জীরা ও সৈন্ধব সকল বস্তু একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। পরে নব গুঞ্জা পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রভাতে শুচি হইয়া অমৃতেশ্বরীকে চিন্তা করিতে করিতে এক একটী বড়ী সেবন করিবে। রক্তোৎপল, নীলোৎপল, অথবা কুলথ কলায়ের রস, ছাগীদুগ্ধ, মণ্ড, কিম্বা কেশরাজের রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন দ্বারা বিবিধ কাস, বাতরক্ত, বাতশ্লেষ্ম-জ্বর, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বাতিক ও পৈত্তিক বিবিধ রোগ এবং বিষদোষ প্রভৃতি ধ্বংস হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া প্রত্যহ বাসক, গুড়ূচী, ব্রহ্মযষ্টি, মুথা, কণ্ট-কারী এই সকল বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া তাহা-দিগের ক্বাথ পান করিবে। ইহাকে শ্রীচন্দ্রামৃত রস কহে।

অমৃতমঞ্জরী।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষঞ্চৈব কণা মরিচটঙ্গণং। জাতিকোষং সমং সর্ব্বং জম্বীররস-মর্দ্দিতং। রক্তিমানাং বটীং কুর্য্যাদার্দ্রক-রসসংযুতং। বটীদ্বয়ং ত্রয়ং খাদেৎ সন্নি-পাতং সুদারুণং। অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ সামবাতং সুদারুণং। উষ্ণতোয়ানু-পানেন সর্ব্বব্যাধিং নিযচ্ছতি। কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং সর্ব্বাঙ্গগ্রহমেব চ। জীর্ণ-জ্বরং ক্ষয়ং কাসং হন্যাদমৃতমঞ্জরী॥

হিঙ্গুল, বিষ, পিপ্পলী, মরিচ, সোহাগা ও জয়িত্রী এই সকল বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া জম্বীর-রসে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর একরতি প্রমাণ বড়ী করিয়া আদার রসের সহিত দুই কিম্বা তিনটী সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা দারুণ সন্নিপাত, মন্দাগ্নি, অজীর্ণ ও আমবাত ধ্বংস হয়। উষ্ণজল অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বরোগ বিদূ-রিত হইয়া থাকে। এই অমৃতমঞ্জরী পঞ্চপ্রকার কাস, শ্বাস, অঙ্গগ্রহ, জীর্ণজ্বর ও ক্ষয়রোগ ধ্বংস করে।

কাসান্তকঃ।

ত্রিফলা ব্যোষচূর্ণঞ্চ সমভাগং প্রক-ল্পয়েৎ। মধুনা সহ পানাত্তু দুষ্টকাসং নিযচ্ছতি॥

ত্রিফলা ও ত্রিকটু তুল্য ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে দুষ্ট কাস ধ্বংস হয়। ইহাকে কাসান্তকরস কহে।

বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্রং।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব টঙ্কণং নাগকেশরং। কর্পূরং জাতিকোষঞ্চ লবঙ্গং তেজপত্রকং। সুবর্ণঞ্চাপি প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং প্রকল্পয়েৎ। শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণন্তু চতুঃকর্ষং প্রযোজয়েৎ। তালীশং ঘনকুষ্ঠঞ্চ মাংসী ত্বক্ ধাত্রিপুষ্পিকা। এলাবীজং ত্রিকটুকং ত্রিফলা করিপিপ্পলী। কর্ষদ্বয়ঞ্চ চৈতেষাং পিপ্পলীক্বাথমর্দ্দিতং। অনুপানং প্রয়োক্তব্যং চোচং ক্ষৌদ্রসমাযুতং। অগ্নিমান্দ্যাদিকান্ রোগানরুচিং পাণ্ডুকামলাং। উদরাণি তথা শোথমানাহং জ্বরমেব চ। গ্রহণীং শ্বাসকাসঞ্চ হন্যাদযক্ষ্মাণমেব চ। নানারোগপ্রশমনং বলবর্ণাগ্নিকারকং। বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্রনাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতং। এতস্যাভ্যাসমাত্রেণ নির্ব্ব্যাধির্জ্জায়তে নরঃ॥

দুইতোলা করিয়া পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগকেশর, কর্পূর, জয়িত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র ও ধুস্তুরবীজ; অর্দ্ধতোলা শুদ্ধ কৃষ্ণাভ্র চূর্ণ, চারি তোলা করিয়া তালীশপত্র, মুথা, কুড়, জটামাংসী, দারুচিনি, ধাইফুল, এলাচী, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও গজপিপ্পলী সকল বস্তু একত্র করিয়া পিপ্পলীর ক্বাথে পেষণ করিবে। অনন্তর বটী করিয়া দারুচিনিচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ রোগ, অরুচি, পাণ্ডু, কামলা উদরী, শোথ, আনাহ, জ্বর, গ্রহণী, শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মা রোগ ধ্বংস হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি পায়। ইহাকে বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র কহে। স্বয়ং বিষ্ণু এই ঔষধের নির্ম্মাতা। এই ঔষধের অভ্যাস থাকিলে লোক ব্যাধিহীন হইয়া থাকে।

নিত্যোদয়রসঃ।

সুশুদ্ধং পারদং গন্ধং প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতং। ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা মর্দ্দয়েত্ত পৃথক্ পৃথক্। বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাকং কাশ্মরীপাটলা বলা। মুস্তং পুনর্নবা ধাত্রী বৃহতী বৃষপত্রকং। বিদারী বহুপুত্রী চ এষাং কর্ষৈরসৈর্ভিষক্। স্বর্ণং রজতং তাপ্যং প্রত্যেকং শাণমাত্রকং। পলমাত্রন্তু কৃষ্ণাভ্রং তদর্দ্ধন্তু সিতাভ্রকং। জাতীকোষফলে মাংসী তালীশৈলা লবঙ্গকং। প্রত্যেকং কোলমাত্রন্তু বাসানীরৈর্ব্বিমর্দ্দয়েৎ। শোষয়িত্বাতপে পশ্চাৎ বিদার্য্যাঃ পেষয়েদ্রসৈঃ। দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং কৃত্বা পিপ্পলীমধুনা ভজেৎ। নাম্না নিত্যোদয়শ্চায়ং রসো বিষ্ণুবিনির্ম্মিতঃ। পঞ্চকাসান্ নিহন্ত্যাশু চিরকালোদ্ভবানপি। রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং জীর্ণজ্বরমরোচকং। ধাতুস্থং বিষমাখ্যঞ্চ তৃতীয়কচতুর্থকং। অর্শাংসি কামলাং পাণ্ডুমগ্নিমান্দ্যং প্রমেহকং। সেবনাদস্য কন্দর্পরূপো ভবতি মানবঃ॥

দুইতোলা বিশুদ্ধ পারদ, এবং দুইতোলা গন্ধক এই দুই বস্তু একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, অনন্তর. বিল্ব, গণিয়ারি, নাশোনা, গাম্ভারী, পারুলী, বেড়েলা, মুথা, পুনর্নবা, ধাইফুল, বৃহতী, বাসকপত্র, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী ইহাদিগের প্রত্যেকের স্বরস দুইতোলা পরিমাণে লইয়া ভিন্ন ভিন্নরূপে ভাবনা দিবে এবং স্বর্ণ, রজত ও স্বর্ণমাক্ষিক ইহাদিগের প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া আট তোলা কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ এবং চারি তোলা কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ, আর দুইতোলা করিয়া জয়িত্রী, জাতিফল, জটামাংসী, তালীশপত্র, এলাচী, লবঙ্গ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ মিশাইবে। অনন্তর বাসকপত্রের রসে পেষণ করিয়া আতপে শুষ্ক করিবে। পরে ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে পেষণ করিয়া দুইরতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। ইহাকে নিত্যোদয় রস কহে। বিষ্ণু এই ঔষধের নির্ম্মাতা ইহা সেবন দ্বারা চিরকালোৎপন্ন পঞ্চ প্রকার কাস, রাজযক্ষ্মা, জীর্ণজ্বর, অরুচি, ধাতুস্থজ্বর, বিষমজ্বর, তৃতীয়কজ্বর, চাতুর্থকজ্বর, অর্শ, কামলা, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ প্রভৃতি রোগ

ধ্বংস হয় এবং সেই ব্যক্তি কামদেব সদৃশ রূপবান্ হইয়া থাকে।

স্বচ্ছন্দভৈরব।

রসমেকং দ্বিধা গন্ধং গন্ধতুল্যঞ্চ সৈন্ধবং। জ্বালামুখীরসৈঃ পঞ্চদিনানি পরিমর্দ্দয়েৎ। মূষকায়াং নিরুধ্যাথ পুটেদ্রাত্রে চ মধ্যমং। সর্ব্বং ভস্ম যদা যাতি বল্লমেনং প্রযচ্ছতি। গ্রহণ্যাং সংগ্রহণ্যাঞ্চ কাসে শ্বাসে বিশেষতঃ। উগ্রাসু জ্বরতন্দ্রাসু নিদ্রাস্বল্পাসু যোজয়েৎ। অন্যরোগেষু তং দদ্যাদ্রসং স্বচ্ছন্দভৈরবং। তুষ্টিং পুষ্টিমসৌ কুর্য্যাৎ সৌকুমার্য্যঞ্চ কারয়েৎ॥

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক ও সৈন্ধব, এই সকল বস্তু একত্র করিয়া ভেলার রসে পাঁচদিবস ভাবনা দিবে। অনন্তর উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মূধামধ্যে রুদ্ধ করতঃ এক রজনী পুটপাক করিবে। তৎপরে ভস্মীভূত হইলে উহা গ্রহণ করিয়া দুই-রতি মাত্রায় সেবন করিবে। গ্রহণী, কাস, শ্বাস, জ্বর, তন্দ্রা ইত্যাদি রোগে এই ঔষধ বিশেষ হিতকর। অন্যান্য রোগেও এই ঔষধ সেবন করা যায়। ইহাকে স্বচ্ছন্দভৈরব রস কহে। এই ঔষধ সেবন করিলে মনের প্রীতি জন্মে, দেহের পুষ্টিসাধন হয় এবং সৌকুমার্য্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

রসগুড়িকা।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো ভবেৎ। ত্রিভাগা পিপ্পলী পথ্যা চতুর্ভাগো বিভীতকঃ। পঞ্চভাগস্ত্বামলা চ ষড়্গুণা সপ্তভাগিকা। ভার্গীচূর্ণং সর্ব্বমিদং ভাব্যং বব্বোলজৈদ্র্বৈঃ। একবিংশতিবারঞ্চ মধুনা গুড়িকা কৃতা। বিভীতকপ্রমাণেন প্রাতরেকাস্তু ভক্ষয়েৎ। কাসং শ্বাসং হরেৎ ক্ষুদ্রাকাথমুদস্তুকৃষ্ণয়া॥

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, তিনভাগ পিপ্পলী, চারিভাগ হরীতকী, পাঁচভাগ বহেড়া, ছয়ভাগ আমলকী, সাতভাগ ব্রহ্মযষ্টি, এই সকল বস্তু চূর্ণ করিয়া কয়বাবলরসে একবিংশতিবার ভাবনা দিবে। অনন্তর মধুর সহিত পেষণ করিয়া দুইতোলা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রভাতে সেবন করিবে। ইহাদ্বারা কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে রসগুড়িকা কহে।

রসেন্দ্রগুড়িকা।

মাক্ষিকঞ্চ শিখিগ্রীবমভ্রকং তালকন্তথা। এতাংস্তু মিলিতান্ সর্ব্বান্ ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ। রক্তিদ্বয়প্রমাণাস্তু কল্পয়েদ্ গুড়িকাং ভিষক্। জীর্ণান্নে ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ। পঞ্চ কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং রক্তপিত্তং বিনাশয়েৎ। পাণ্ডুং ক্রিমিং জ্বরহরা কৃশানাং পুষ্টিবর্দ্ধিনী। শুক্রবৃদ্ধিকরী চৈষা অম্লপিত্তবিনাশিনী। বহ্নিসন্দীপনী শ্রেষ্ঠা স্বরোচকবিনাশিনী॥

স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, অভ্র ও হরিতাল, এই সকল বস্তু তুল্যপরিমাণে একত্র পেষণ করতঃ আদার রসে ভাবনা দিবে। পরে দুইরতি প্রমাণ বড়ী করিয়া অন্নের জীর্ণাবস্থায় একটী করিয়া সেবন করিবে এই ঔষধ সেবন করিয়া দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পথ্য করিবে। ইহাদ্বারা পঞ্চবিধ কাস, ক্ষয়রোগ, শ্বাস, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, জ্বর ও ক্রিমিরোগ বিনাশ হয়, কৃশ ব্যক্তির দেহের পুষ্ট সাধন হয়, শুক্র বৃদ্ধি হয় এবং উদরাগ্নির সন্দীপন হয় ও অরুচি ধ্বংস হইয়া থাকে।

পুরন্দরবটী।

সূতকাদ্দ্বিগুণং গন্ধমেকধা কজ্জলীকৃতং। ত্রিকটু ত্রিফলাচূর্ণং প্রত্যেকং সূতসম্মিতং। অজাক্ষীরেণ সংভাব্যং বটিকাং কারয়েত্ততঃ। আর্দ্রকস্য রসৈঃ সেব্যা শীততোয়ং পিবেদনু। কাসশ্বাসপ্রশমনী বিশেষাদগ্নিবর্দ্ধিনী। ইয়ং যদি সদা সেব্যা তদা স্যাদ্যোগবাহিকা।

বৃদ্ধোঽপি তরুণঃ শক্তঃ স্ত্রীশতেষু বৃষায়তে ॥

একভাগ পারদ এবং দুইভাগ গন্ধক একত্র পেষণ করিয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর ঐ কজ্জলীর সহিত ত্রিকটু ও ত্রিফলা প্রত্যেক এক এক ভাগ মিশাইয়া ছাগীদুগ্ধে ভাবনা দিবে পরে বড়ী করিয়া আদার রসের সহিত সেবন করিবে। সেবনান্তে শীতল জল পান করিতে হয়। এই বড়ীদ্বারা কাস ও শ্বাস রোগ বিদূরিত হইয়া জঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়। যদি এই বটিকা প্রত্যহ সেবন করা যায়, তাহা হইলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যুবকের ন্যায় শত স্ত্রী উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। ইহাকে পুরন্দরবটী কহে।

কাসান্তক রসঃ।

সূতং গন্ধং বিষঞ্চৈব শালপর্ণী চ ধান্যকং। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রং মরিচকং। গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেৎ মধুনা কাসশান্তয়ে॥

এক একভাগ করিয়া পারদ, গন্ধক, বিষ, শালপানী ও ধনিয়া এই সকলের চূর্ণ এবং সর্ব্বচূর্ণ তুল্য মরিচচূর্ণ সমস্ত একত্র করিয়া পেষণ করতঃ উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ চারিরত্তি মধুর সহিত সেবন করিলে কাসরোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে কাসান্তক রস কহে।

অথ কাসরোগে পাচনচিকিৎসা।

পঞ্চমূলীক্বাথঃ।

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ। রসান্নমশ্নতো নিত্যং বাতকাসমুদস্যতি॥

পঞ্চমূলী অর্থাৎ বিল্ব শোণা, গাম্ভারী, পারুল, ও গণিয়ারী এই সকলের মূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত পিপ্পলীচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে বাতকাস দূর হয়। ইহা সেবন করিয়া তৎপরে মাংসের যূষ সহ অন্ন ভোজন করিবে। ইহার নাম পঞ্চমূলীক্বাথ।

বলাদিঃ।

বলাদ্বিবৃহতী বাসা দ্রাক্ষাভিঃ ক্বথিতং জলং। পিত্তকাসাপহং পেয়ং শর্করামধুযোজিতং॥

বালা (বেড়েলা) বৃহতী, কণ্টকারী, দ্রাক্ষা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ তাহার সহিত শর্করা ও মধু মিশাইয়া সেবন করিলে পৈত্তিক কাস দূর হয়। ইহাকে বলাদি পাচন কহে।

কণ্টকার্য্যাদিঃ।

কণ্টকারীযুগং দ্রাক্ষা বাসাকর্পূরবালকৈঃ। নাগরেণ চ পিপ্পল্যা ক্বথিতং সলিলং পিবেৎ। শর্করামধুসংযুক্তং পিত্তকাসাপহং পরম॥

কণ্টকারী, বৃহতী, দ্রাক্ষা, বাসক, কর্পূর, বালা, শুঁঠ ও পিপ্পলী এই সকলের ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ তাহার সহিত চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজনিত কাস দূর হয়। ইহার নাম কণ্টকার্য্যাদি পাচন।

বাসাদিঃ ক্ষুদ্রাদিশ্চ।

বাসাক্ষুদ্রামৃতাক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহা। কাসঘ্নং পিপ্পলীচূর্ণযুক্তং ক্ষুদ্রামৃতা তথা॥

বাসক, কণ্টকারী, গুড়ূচী, কিম্বা কণ্টকারী, গুড়ূচী ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু ও পিপ্পলীচূর্ণ সহ মিশাইয়া সেবন করিলে কাস বিনাশ পায়। ইহার প্রথমটীকে বাসাদি ও শেষোক্তটীকে ক্ষুদ্রাদি পাচন কহে।

অথ কাসরোগে মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা।

মনঃশিলাবলামূলং কাকপর্ণঞ্চ গুগ্গুলুং। কোলিপত্রং জাতীপত্রং তথা চৈব মনঃশিলা। এভিশ্চৈব কৃতা বর্ত্তি-

র্বদরাগ্নৌ মহেশ্বর। ধূমপানং কাসহরং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

মনঃশিলা, বেড়েলামূল, কাকপর্ণী, গুগ্গুল, বদরীপাতা, জাতীফলের পাতা এই সকল তুল্য-পরিমাণে একত্র করতঃ মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। পরে বদরীর কয়লাতে সেই বটিকার ধূঁয়া করিয়া সেই ধূম পান করিলে কাস দূর হয় সন্দেহ নাই।

অভয়ামলকং দ্রাক্ষা পিপ্পলী কণ্ট-কারিকা। শৃঙ্গং পুনর্নবা শুণ্ঠি জগ্ধ্বা কাসং নিহন্তি বৈ ॥

হরীতকী, আমলকী, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কণ্ট-কারি, কাকড়াশৃঙ্গী, পুনর্নবা ও শুণ্ঠী এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করত: তাহার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কাস বিনাশ পায়।

অথ কাসরোগে পথ্যা-পথ্যবিধিঃ।

তত্র পথ্যবিধিঃ।

সুরা পুরাতনং সর্পিশ্ছাগক্ষাপি পয়ো-ঘৃতং। বাস্তুকং বায়সীশাকং বার্ত্তাকুং বালমূলকং ॥

সুরা, পুরাতন ঘি, অজাদুগ্ধ, অজাঘৃত বাস্তুক শাক, (বেতোশাক) কাকমাচি, বার্ত্তাকু ও কচি-মূলক এই সমস্ত কাসরোগে পথ্য বলিয়া অভি-হিত

স্বেদো বিরেচনং ছর্দ্দির্ধূমপানং সমা-শনং। শালিষষ্টিকগোধূম শ্যামাকযব-কোদ্রবাঃ ॥

স্বেদ, বিরেচন, বমি, ধূমপান, পরিমিত ভোজন, শালি তণ্ডুল, ষষ্টিক তণ্ডুল, গম, শ্যামা-ধান্য, যব, কোদ্রব (ধান্যবিশেষ) এই সমস্ত কাসে হিতকর।

গোমূত্রং লশুনং পথ্যা ব্যোষযুক্তো-দকং মধু। লাজা দিবসনিদ্রা চ লঘুন্য-ন্নানি যানি চ ॥

চোনা, লশুন, হরীতকী, ত্রিকটু, উষ্ণজল, মধু, খৈ, দিবানিদ্রা ও লঘুবস্তু এই সমস্ত কাসে পথ্য।

আত্মগুপ্তামাষমুদ্গকুলত্থানাং রসাঃ পৃথক্। গ্রাম্যৌদকানূপধন্বমাংসানি বিবিধানি চ ॥

আলকুশী, মাষকলায়ের যূষ, মুগের যূষ, কুলত্থ-কলায়ের যূষ, গ্রাম্যমাংস, * ঔদকমাংস, + আনূপ-মাংস ও ধন্বদেশজাত নানারূপ মাংস, × এই সমস্ত কাসরোগে উপকারী।

কণ্টকারী কাসমর্দ্দো জীবন্তী সুনি-ষণ্ণকং। দ্রাক্ষা বিম্বী মাতুলুঙ্গং পৌষ্করং বাসকস্ত্রুটিঃ ॥

কণ্টকারী, কালকাসন্দা, জীবন্তী, শুষ্নিশাক, দ্রাক্ষা, তেলাকুচা, ছোলঙ্গ লেবু, পুষ্কর মূল, বাসক ও ক্ষুদ্র এলাইচ এই সকল কাসরোগে হিতকর।

পথ্যমেতদযথাদোষমুক্তকাসগদাতুরে ॥

কাসরোগে দোষাদোষ বিবেচনা পূর্ব্বক এই সকল পথ্য নির্দ্দেশ করিতে হয়।

অপথ্যবিধিঃ।

গুরুং শীতং চান্নপানং কাসরোগী পরিত্যজেৎ ॥

গুরু ও শীতল অন্নপানীয় পরিত্যাগ করা কাসরোগীর কর্ত্তব্য।

* অশ্ব ছাগ মেষ ইত্যাদিকে গ্রাম্য পশু কহে অর্থাৎ যাহারা গ্রামে বিচরণ করে। এই বিষয়ে ভাবপ্রকাশে প্রমাণ আছে যথা,—

"ছাগমেষবৃষশ্চাশ্বা গ্রাম্যাঃ প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ ॥

+ ঔদকমাংস—যে সকল জীব জলে উৎপন্ন হয় তাহাদিগের মাংস।

× ধন্বদেশ—মরুভূমি ও জঙ্গল এই উভয় সংসৃষ্ট দেশভেদ।

বস্তিং নস্যমসৃগ্‌মোক্ষং ব্যায়ামং দন্তঘর্ষণং। আতপং দুষ্টপবনং রজোমার্গনিষেবনং ॥

বস্তিকর্ম্ম, নস্য, শোণিত, মোক্ষণ, ব্যায়াম, দন্তধাবন, আতপ, দূষিত বাতাস, ধূলি এবং পথ শ্রম এই সকল কাসরোগে অহিতকর।

মৎস্যং কন্দং সর্ষপঞ্চ তুম্বীফলমুপোদিকাং। দুষ্টাম্বু চান্নপানঞ্চ বিরুদ্ধান্যশনানি চ ॥

মৎস্য, কন্দশাক, * সরিষা, অলাবু, পূতিকা, দূষিত বারি, দুষ্ট অন্নপানীয় এবং বিরুদ্ধ আহার এই সকল কাসরোগে অহিতকর।

বিষ্টম্ভীনি বিদাহীনি রূক্ষাণি বিবিধানি চ। শকৃন্মূত্রোদ্গারকাসবমিবেগবিধারণং ॥

বিষ্টম্ভি বস্তু, বিদাহি বস্তু, নানাবিধ রুক্ষবস্তু আহার, এবং মল মূত্র উদ্গার কাস ও বমি এই সমস্তের বেগ ধারণ, কাসরোগে এই সকল অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অথ হিক্কাশ্বাসচিকিৎসা।

হিক্কাশ্বাসকারণং।

বিদাহি-গুরু-বিষ্টম্ভি-রুক্ষাভিষ্যন্দি—ভোজনৈঃ। শীতপানাশনস্থান-রজোধূমাতপানিলৈঃ। ব্যায়ামকর্ম্মভারাধ্ববেগাঘাতাপতর্পণৈঃ। হিক্কাশ্বাসশ্চ কাসশ্চ নৃণাং সমুপজায়তে ॥

যে সকল দ্রব্য বিদাহী, গুরুপাক, অজীর্ণকর, রুক্ষ, ক্লেদকর, তাহা ভোজন করিলে, শীতল বস্তু ভোজন বা শীতল পানীয় পান করিলে, শীতল স্থানে বাস করিলে, নাসাদিদ্বারা শরীরমধ্যে ধূলি ও ধূম প্রবিষ্ট হইলে, অধিক রৌদ্র ও অধিক বায়ু সেবন করিলে, অধিক ব্যায়াম, ভারবহন ও পথপর্য্যটন করিলে, মূত্রপুরীষাদির বেগ ধারণ করিলে এবং উপবাস করিলে হিক্কা ও শ্বাস কাসের উৎপত্তি হয়।

হিক্কানাং স্বরূপং।

মুহুর্ম্মুহুর্ব্বায়ুরুদেতি সস্বনো যকৃৎপ্লীহান্ত্রাণি মুখানিবাক্ষিপন্। সঘোষবানাশু হিনস্ত্যসূন্ যতস্ততস্তু হিক্কেত্যভিধীয়তে বুধৈঃ ॥

শরীরস্থ উদানবায়ু দূষিত হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ উর্দ্ধ গমনে যকৃৎ প্লীহাদিকে মুখদ্বারা যেন আকর্ষণ পূর্ব্বক যে উর্দ্ধদিকে গমন করে, তাহাকেই হিক্কা রোগ কহে।

তাসাং ভেদসংপ্রাপ্তিঃ।

অন্নজাং যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীং তথা। বায়ুঃ কফেনানুগতঃ পঞ্চ হিক্কাঃ করোতি হি ॥

বায়ু কফের অনুগত হইয়া পঞ্চবিধ হিক্কা উৎপাদন করে, যথা—অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহাহিক্কা।

তাসাং পূর্ব্বরূপং।

কণ্ঠোরসোর্গুরুত্বঞ্চ বদনস্য কষায়তা। হিক্কানাং পূর্ব্বরূপাণি কুক্ষেরাটোপ এব চ ॥

হিক্কা জন্মিবার অগ্রে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের গুরুত্ব, বদনের কষায়ত্ব এবং কুক্ষির আটোপ অর্থাৎ উদর মধ্যে গুর গুর শব্দ হয়।

অন্নজাহিক্কালক্ষণং।

পানান্নৈরতিসংযুক্তৈঃ সহসা পীড়িতোঽনিলঃ। হিক্কয়ত্যূর্দ্ধগো ভূত্বা তাং বিদ্যাদন্নজাং ভিষক্ ॥

অধিক অন্নভোজন ও অধিক জলাদি পান করিলে ক্রুদ্ধ বায়ু উর্দ্ধগামী হইয়া যে হিক্কা জন্মায়, তাহাকেই অন্নজা হিক্কা বলে।

যমলাহিক্কালক্ষণং।

চিরেণ যমলৈর্ব্বেগৈর্যা হিক্কা সংপ্রব-

---

* কন্দশাক—আলু ইত্যাদির মূল।

র্ত্ততে। কম্পয়ন্তী শিরোগ্রীবাং যমলাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ॥

বহুক্ষণের পর প্রতিবারে দুই দুইটী করিয়া বেগ দিলে তদ্দ্বারা যে হিক্কা জন্মে, তাহাকে যমলা হিক্কা বলে। ঐ বেগসময়ে শিরঃ গ্রীবা কম্পিত হয়।

ক্ষুদ্রাহিক্কালক্ষণং।

বিকৃষ্টকালৈর্যা বেগৈর্ম্মন্দৈঃ সমভিবর্ত্ততে। ক্ষুদ্রিকা নাম সা হিক্কা জক্রমূলাৎ প্রধাবিতা॥

বহুকালের পর অল্পমাত্র বেগদ্বারা কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল হইতে শব্দ করিয়া যে হিক্কা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ক্ষুদ্রা হিক্কা কহে।

গম্ভীরাহিক্কালক্ষণং।

নাভিপ্রবৃত্তা যা হিক্কা ঘোরা গম্ভীরনাদিনী। অনেকোপদ্রববতী গম্ভীরা নাম সা স্মৃতা॥

নাভিদেশ হইতে গম্ভীর শব্দপূর্ব্বক অনেক উপদ্রববিশিষ্ট যে ভয়ানক হিক্কা জন্মে, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহে।

মহাহিক্কালক্ষণং।

মর্ম্মাণ্যুৎপীড়য়ন্তীব সততং যা প্রবর্ত্ততে। মহাহিক্কেতি সা জ্ঞেয়া সর্ব্বগাত্রবিকম্পিনী॥

মর্ম্মস্থান * সকল পীড়িত করিয়া এবং সমুদায় গাত্র কম্পিত করিয়া যে হিক্কা জন্মে তাহারই নাম মহাহিক্কা।

হিক্কায়া অসাধ্যত্বং।

আযম্যতে হিক্কতো যস্য দেহো দৃষ্টিশ্চোর্দ্ধং নাম্যতে যস্য নিত্যং। ক্ষীণোঽন্নদ্বিট্ ক্ষৌতি যশ্চাতিমাত্রং তৌ দ্বৌ গচ্ছেৎ বর্জ্জয়েদ্ধিক্কমানৌ। অতিসঞ্চিতদোষস্য ভক্তচ্ছেদকৃশস্য চ। ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যাতিব্যবায়িনঃ। আসাং যা সা সমুৎপন্না হিক্কা হন্ত্যাশু জীবিতং। যমিকা চ প্রলাপার্ত্তিমোহতৃষ্ণাসমন্বিতা। অক্ষীণশ্চাপ্যদীনশ্চ স্থিরধাত্বিন্দ্রিয়শ্চ যঃ। তস্য সাধয়িতুং শক্যা যমিকা হন্ত্যতোঽন্যথা॥

হিক্কার সময় যাহার দেহ আকুঞ্চিত হয়, দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হয়, অন্নে যাহার অরুচি জন্মে; দেহ ক্ষীণ হয়, সর্ব্বদা হিক্কার বেগ হইয়া থাকে, সেই রোগীর হিক্কা এবং পঞ্চবিধ হিক্কার মধ্যে শেষোক্তদ্বয় অর্থাৎ গম্ভীরা ও মহাহিক্কা চিকিৎসার সাধ্যাতীত। অন্নজা, যমলা ও ক্ষুদ্রা হিক্কা সাধ্য, কিন্তু যে ব্যক্তি কৃশ, ব্যাধি কর্তৃক ক্ষীণদেহ, বৃদ্ধ, অরুচিবান্, সঞ্চিত দোষদ্বারা আক্রান্ত ও অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত, তাহার যে কোন হিক্কাই হউক না কেন, চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না। আর প্রলাপ, বেদনা, মোহ ও তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট হইলে যমলা হিক্কা ও অসাধ্য; পরন্তু যে ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যাহার দেহ ক্ষীণ নহে, যাহার ধাতু বিষমতা প্রাপ্ত হয় নাই এবং যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় স্থির অর্থাৎ বিকল নহে, তাহার যমলা হিক্কা চিকিৎসায় প্রশমিত হয়।

শ্বাসনিদানং।

মহোর্দ্ধচ্ছিন্নতমকক্ষুদ্রভেদৈস্তু পঞ্চধা। ভিদ্যতে স মহাব্যাধিঃ শ্বাস একো বিশেষতঃ। বাতাধিকো ভবেৎ ক্ষুদ্রোস্তমকস্তু কফোদ্ভবঃ। কফবাতাধিকাৎ পিত্তসংসৃষ্টশ্ছিন্নসংজ্ঞকঃ। শ্বাসো মারুতসংসৃষ্টো মহানূর্দ্ধস্তথৈব মতঃ॥

দোষরোগে শ্বাসরোগ মহা, ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, তমক ও ক্ষুদ্র এই পঞ্চবিধ। বাতাধিক্যে ক্ষুদ্র, কফাধিক্যে তমক, কফবাতাধিক্যে ও পিত্তমিশ্রিত হেতু ছিন্ন শ্বাস জন্মে অত্যন্ত বায়ু ও ঊর্দ্ধগত বায়ু দ্বারাও উৎপন্ন হয়।

তেষাং পূর্ব্বরূপং।

প্রাগরূপং তস্য হৃৎপীড়া শূলমাধ্মান-

* মর্ম্মস্থান—বস্তি, হৃদয় ও মস্তকের নাম মর্ম্মস্থান।

মেব চ। আনাহো বক্ত্রবৈরস্যং শঙ্খ-নিস্তোদ এব চ ॥

শ্বাস উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃদ্ব্যথা, শূল, আধ্মান, (বেদনাযুক্ত উদরস্ফীতি,) আনাহ, (মূত্রপুরীষরোধ) মুখবৈরস্য ও ললাটে বেদনা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

তেষাং সংপ্রাপ্তিঃ।

যদা স্রোতাংসি সংরুধ্য মারুতঃ কফপূর্ব্বকঃ। বিশ্বগ্‌ব্রজতি সংরুদ্ধস্তদা শ্বাসান্ করোতি সঃ ॥

কফ প্রধান বায়ু যখন প্রাণবায়ুকে এবং জলবাহী অন্নাদিবাহী স্রোত সকলকে সংরুদ্ধ করিয়া বিপথগামী হওত সর্ব্বতঃ প্রসৃত হয়, তখনই শ্বাসরোগ জন্মে।

মহাশ্বাসলক্ষণং।

উদ্ধূয়মানবাতো যঃ শব্দবদ্দুঃখিতো নরঃ। উচ্চৈঃ শ্বসিতি সংরুদ্ধো মত্তর্ষভ ইবানিশং।প্রনষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানস্তথা বিভ্রান্ত-লোচনং। বিবৃতাক্ষ্যাননো বদ্ধমূত্র-বর্চ্চা বিশীর্ণবাক্। দীনঃ প্রশ্বসিতঞ্চাস্য দূরাদ্বিজ্ঞায়তে ভৃশং। মহাশ্বাসোপ-সৃষ্টস্তু ক্ষিপ্রমেব বিপদ্যতে ॥

উদ্ধূয়মান অর্থাৎ উর্দ্ধভাগে নীয়মান বায়ু সশব্দ হইলে সেই ব্যক্তি কাতর হইয়া বদ্ধ মত্ত বৃষের ন্যায় সতত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে, মহাশ্বাসে রোগীর জ্ঞান বিজ্ঞান সকলই নষ্ট হয়, লোচন বিভ্রান্ত হয়, মুখ ও চক্ষু বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়, মলমূত্র রুদ্ধ হইয়া থাকে, রোগীর বাক্যপ্রয়োগে তাদৃশ শক্তি থাকে না, রোগী সবেগে দীনভাবে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। এই রোগীকে অচিরে বিপদাপন্ন হইতে হয়।

উর্দ্ধশ্বাসলক্ষণং।

উর্দ্ধং শ্বসিতি যো দীর্ঘং নচ প্রত্যা-হরত্যধঃ। শ্লেষ্মাবৃতমুখস্রোতঃ ক্রুদ্ধগন্ধ-বহার্দ্দিতঃ। উর্দ্ধদৃষ্টির্বিপশ্যংস্তু বিভ্রান্তাক্ষ ইতস্ততঃ প্রমুহ্যন্ বেদনার্ত্তশ্চ শুষ্কাস্যো রতিপীড়িতঃ। উর্দ্ধশ্বাসে প্রকুপিতে হ্যধঃশ্বাসো নিরুধ্যতে। মুহ্যতস্তাম্যত-শ্চোর্দ্ধং শ্বাসস্তস্যৈব হন্ত্যসূন্ ॥

যে ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ উর্দ্ধশ্বাস পরিত্যাগ করে, সে অধঃশ্বাস গ্রহণে সমর্থ হয় না, তাহার মুখস্রোত কফে আবৃত থাকায় বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ক্লেশ প্রদান করে; তাহার দৃষ্টি উর্দ্ধগামী হয়, সুতরাং তাহার চক্ষু বিচলিত হইয়া থাকে, সে বিভ্রান্তনেত্র হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করে। সে মোহগ্রস্ত ও বেদনার্ত্ত হয়, তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া যায়। ক্রমে ঐ উর্দ্ধশ্বাস অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে রোগীর অধঃশ্বাস নিরোধ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মোহগ্রস্ত ও গ্লানিবিশিষ্ট, এই উর্দ্ধশ্বাস তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করে।

ছিন্নশ্বাসলক্ষণং।

যস্তু শ্বসিতি বিচ্ছিন্নং সর্ব্বপ্রাণেন পীড়িতঃ। নবা শ্বসিতি দুঃখার্ত্তো মর্ম্ম-চ্ছেদরুগর্দ্দিতং। আনাহস্বেদমূর্চ্ছার্ত্তো দহ্যমানেন বস্তিনা। বিপ্লুতাক্ষঃ পরি-ক্ষীণঃ শ্বসন্ রক্তৈকলোচনঃ। বিচেতাঃ পরিশুষ্কাস্যো বিবর্ণঃ প্রলপন্নরঃ। ছিন্ন-শ্বাসেন বিচ্ছিন্নঃ স শীঘ্রং বিজহাত্যসূন্ ॥

ছিন্নশ্বাস হইলে সেই রোগী থামিয়া থামিয়া যত দূর সাধ্য বলের সহিত শ্বাস পরিত্যাগ করে, কোন কোন সময়ে অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক বেদনা বোধ হইলে শ্বাস ত্যাগ করে না। এই রোগী আনাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, বস্তিদাহ, সজলনেত্রতা, ক্ষীণতা, এক-চক্ষুর রক্তবর্ণতা, মনের চাঞ্চল্য, মুখের শুষ্কতা, বৈবর্ণ্য, প্রলাপ এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। এই শ্বাসে যে রোগীর অঙ্গ শিথিল হইয়া যায়, সে প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

তমকশ্বাসলক্ষণং।

প্রতিলোমং যদা বায়ু স্রোতাংসি প্রতিপদ্যতে। গ্রীবাং শিরশ্চ সংগৃহ্য শ্লেষ্মাণং সমুদীর্য্য চ। করোতি পীনসং তেন রুদ্ধো ঘুর্ঘুরকং তথা। অতীব-

তীব্রবেগঞ্চ। শ্বাসং প্রাণপ্রপীড়কং। প্রতাম্যতি স বেগেন তৃষ্যতে সন্নিরুদ্ধতে। প্রমোহং কাসমানশ্চ স গচ্ছতি মুহুর্মুহুঃ। শ্লেষ্মণ্যমুচ্যমানে তু ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ। তস্যৈব চ বিমোক্ষান্তে মুহূর্ত্তং লভতে সুখং। তথাস্যোদ্ধংসতে কণ্ঠঃ কৃচ্ছ্রাৎ শক্নোতি ভাষিতুং। ন চাপি লভতে নিদ্রাং শয়ানঃ শ্বাসপীড়িতঃ। পার্শ্বে তস্যাবগৃহ্ণাতি শয়ানস্য সমীরণঃ। আসীনো লভতে সৌখ্যমুষ্ণঞ্চৈবাভিনন্দতি। উচ্ছ্রিতাক্ষো ললাটেন স্বিদ্যতা ভৃশমার্ত্তিমান্। বিশুষ্কাস্যো মুহুঃশ্বাসো মুহুশ্চৈবাবধম্যতে। মেঘাম্বুশীতপ্রাগ্বাতৈঃ শ্লেষ্মলৈশ্চ বিবর্দ্ধতে। স যাপ্যস্তমকঃ শ্বাসঃ সাধ্যো বা স্যান্নবোত্থিতঃ॥

বায়ু বিপরীতভাবে স্রোতসমূহে গমন করিলে শির ও গ্রীবাদেশ আশ্রয় করে, তাহাকে কফ কুপিত হয়; সুতরাং পীনস ছর্দ্দি প্রভৃতি জন্মে। সেই সময় শ্লেষ্মাদ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে সবেগে ঘুর্ ঘুর্ শব্দ করিয়া হৃদয়ে ক্লেশকর শ্বাস জন্মিয়া থাকে। ইহাকেই তমকশ্বাস কহে। অন্ধকার দর্শনে যেরূপ উদ্বেগ বোধ হয়, এই রোগে রোগীরও তদ্রূপ বোধ হইয়া থাকে। কোন কার্য্য করিতে সামর্থ্য থাকে না, কাসিতে কাসিতে বেগে মোহ প্রাপ্ত হইতে হয়। শুষ্ক কাসি হওয়াতে তাহার বড় কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু কাসিতে কাসিতে কফ উঠিলে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবোধ করিয়া থাকে। আর কথা কহিতে রোগীর কষ্ট হয় এবং কণ্ঠে কণ্ডু জন্মে, শয়ন করিতে রোগীর কষ্ট বোধ হয়, শয়ন করিলে পার্শ্বে বেদনা জন্মে, উপবেশন করিলে রোগীর কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য বোধ হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী উষ্ণতা প্রিয় বোধ করে। এই রোগে নয়ন স্ফীত হয়, ললাটে স্বেদ নির্গত হয়, কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্মে, মুখশোষ হয়, মুহুর্মুহুঃ শ্বাসবেগ জন্মে, হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে যেরূপ দেহ বিচলিত হয়, এই রোগেও সেইরূপ গাত্রচালনা হইয়া থাকে। মেঘ দর্শনে এবং শীতল দ্রব্য ও পূর্ব্বদিকস্থিত বায়ুসেবনে এই রোগের বৃদ্ধি হয়। এই শ্বাস যাপ্য, কিন্তু অল্পদিনের হইলে সাধ্য।

জ্বরাদিযোগেনাস্য প্রতমকসংজ্ঞামাহ।

জ্বরমূর্চ্ছাপরীতস্য বিদ্যাৎ প্রতমকস্তু তং। উদাবর্ত্তরজোজীর্ণক্লিন্নকায়নিরোধজঃ। তমসা বর্দ্ধতেঽত্যর্থং শীতৈশ্চাশু প্রশাম্যতি। মজ্জতস্তমসীবাস্য বিদ্যাৎ সন্তমকন্তু তং॥

তমকশ্বাসে পীড়িত ব্যক্তি জ্বর ও মূর্চ্ছাদ্বারা আক্রান্ত হইলেই তাহাকে প্রতমক শ্বাস কহে। ইহাকে সন্তমকশ্বাসও বলা যায়। নাসারন্ধ্রে ধূলিপ্রবেশ, অজীর্ণ, বয়োধিক্য, মূত্রপুরীষের বেগধারণ, এই সকল হেতুতে এই শ্বাস জন্মে। অন্ধকারে এই শ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু শৈত্যদ্বারা শান্তি হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্রশ্বাসলক্ষণং।

রুক্ষায়াসোদ্ভবঃ কোষ্ঠে ক্ষুদ্রো বাত উদীরয়ন্। ক্ষুদ্রশ্বাসো ন সোঽত্যর্থং দুঃখেনাঙ্গপ্রবাধকঃ। নিহন্তি ন স গাত্রাণি ন চ দুঃখো যথেতরে। নচ ভোজনপানানাং নিরুণদ্ধ্যুচিতাং গতিং। নেন্দ্রিয়াণাং ব্যথাং নাপি কাঞ্চিদাপাদয়েদ্রুজং। স সাধ্য উক্তো বলিনঃ সর্ব্বে চাব্যক্তলক্ষণাঃ। ক্ষুদ্রঃ সাধ্যমতস্তেষাং তমকঃ কৃচ্ছ্র উচ্যতে। ত্রয়ঃ শ্বাসা ন সিদ্ধ্যন্তি তমকো দুর্ব্বলস্য চ॥

রুক্ষদ্রব্য সেবন করিলে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে কোষ্ঠস্থিত বায়ু দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং তাহাতেই ক্ষুদ্র শ্বাস জন্মে, ইহাতে অল্প অল্প লক্ষণমাত্র প্রকাশ পায়। অন্যান্য শ্বাসের ন্যায় ইহা তাদৃশ ক্লেশপ্রদ নহে। ইহাতে আহারাদির বাধা ও দেহের কোনরূপ গ্লানি হয় না। এই রোগ সাধ্য, বলিষ্ঠ ব্যক্তির অল্প লক্ষণবিশিষ্ট যাবতীয় শ্বাসই সাধ্য। কেহ কেহ কহেন, ক্ষুদ্রশ্বাস সাধ্য, তমক কৃচ্ছ্রসাধ্য আর মহতী ঊর্দ্ধ ও

ছিন্নশ্বাস অসাধ্য। বলহীন ব্যক্তির তমকশ্বাসও অসাধ্য।

হিক্কাশ্বাসয়োরাশু-মারকত্বং।

কামং প্রাণহরা রোগা বহবো নতু তে তথা। যথা শ্বাসশ্চ হিক্কা চ হরতঃ প্রাণমাশু চ॥

হিক্কা ও শ্বাসে যেরূপ অচিরে জীবন বিনষ্ট করে, অন্যান্য প্রাণনাশক রোগ তাদৃশ আশু মারাত্মক নহে।

অথ হিক্কাশ্বাসয়োরৌষধিকথনং

পিপ্পল্যাদ্যং লৌহং।

পিপ্পল্যামলকী দ্রাক্ষা কোলাস্থি মধু শর্করা। বিড়ঙ্গপুষ্করৈর্যুক্তং লৌহং হন্তি সুদারুণাং। ছর্দ্দিং হিক্কাং তথা তৃষ্ণাং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ॥

পিপ্পলী, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলের আঠীর শাঁস, যষ্টিমধু, শর্করা, বিড়ঙ্গ ও কুড় এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া সর্ব্ব দ্রব্যের সমান লৌহচূর্ণ মিশাইবে। এই ঔষধ ত্রিরাত্র সেবন করিলে দারুণ ছর্দ্দি, হিক্কা ও তৃষ্ণা ধ্বংস হয়। ইহাকে পিপ্পল্যাদ্য লৌহ কহে।

শ্বাসকুঠারঃ।

টঙ্গণং পারদং গন্ধং বিষং শিলা কটুত্রিকং। নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা বাণগুঞ্জাপ্রমাণতঃ। উষ্ণোদকং পিবেচ্চানু ক্ষুদ্রাকাথ মথাপি বা। কাসং পঞ্চবিধং হন্তি শ্বাসং শ্লেষ্মসমুদ্ভবং। শিরোরোগং নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

সোহাগা, পারদ, গন্ধক, বিষ, মনঃশিলা, ত্রিকটু এই সকল বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে পাঁচরতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। গরম জল কিম্বা কণ্টকারীর কাথ অনুপানে এই বড়ী সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা পঞ্চবিধ কাস, শ্লেষ্মজন্য শ্বাস ও শিরোরোগ ধ্বংস পায়। ইন্দ্রবজ্র যেরূপ বৃক্ষ নিপাত করে, তদ্রূপ এই ঔষধ রোগ ধ্বংস করিয়া দেয়। ইহাকে শ্বাসকুঠার কহে।

শ্বাসকাসচিন্তামণিঃ।

পারদং মাক্ষিকং স্বর্ণং সমাংশং পরিকল্পয়েৎ। পারদার্দ্ধং মৌক্তিকঞ্চ সূতাদ্দ্বিগুণগন্ধকং। অভ্রঞ্চৈব তথা যোজ্যং ব্যোম্নাদ্দ্বিগুণলৌহকং। কণ্টকারীরসেনৈব ছাগীদুগ্ধেন চ পৃথক্। যষ্টিমধুরসেনৈব পর্ণপত্ররসেন চ। ভাবয়েৎ সপ্তরাত্রঞ্চ দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং ভজেৎ। পিপ্পলীমধুসংযুক্তাং শ্বাসকাসবিমর্দ্দিনীং॥

এক একভাগ করিয়া পারদ, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ, অর্দ্ধভাগ মুক্তা, দুই ভাগ অভ্র, চারিভাগ লৌহ এই সকল বস্তু একত্র করিয়া কণ্টকারীর রস, ছাগী দুগ্ধ, যষ্টিমধুর রসও পানের রস ইহাদিগের প্রত্যেকে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে, পরে দুই রতি প্রমাণে বড়ী করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বাসকাস নষ্ট হয়। ইহাকে শ্বাসকাসচিন্তামণি কহে।

শ্বাসকুঠারঃ।

রসং গন্ধং বিষং টঙ্গং শিলোষণকটুত্রয়ং। সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য দাতব্যো রসঃ শ্বাসকুঠারকঃ। বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং শ্বাসং কাসং ক্ষয়ং জয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মনঃশিলা, মরিচ, ত্রিকটু এই সকল তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করিবে। ইহাকে শ্বাসকুঠার কহে। এই ঔষধ বাতশ্লেষ্মাজনিত শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ ধ্বংস করিয়া দেয়।

শ্বাসকুঠাররসঃ।

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব টঙ্গণং সমনঃশিলং। এতানি সমভাগানি মরিচং তচ্চতুর্গুণং। ত্রিভাগং ত্র্যূষণং জ্ঞেয়ং খল্লে সর্ব্বং বিচুর্ণয়েৎ। রসঃ শ্বাসকুঠারোহয়ং

দ্বিগুঞ্জঃ শ্বাসকাসজিৎ। গতা সংজ্ঞা যদা পুংসাং তদা নস্যং প্রদাপয়েৎ। ঘ্রায়েন্নাসিকারন্ধ্রে সংজ্ঞাজননমুত্তমং। প্রতিশ্যায়ং ক্ষতক্ষীণং একাদশবিধং ক্ষয়ং। হৃদ্রোগং শ্বাসশূলঞ্চ স্বরভেদং সুদারুণং। সন্নিপাতং তথা ঘোরং তন্দ্রামোহান্বিতং জয়েৎ ॥

এক একভাগ করিয়া পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মনঃশিলা, চারিভাগ মরিচ, তিনভাগ ত্রিকটু সকল দ্রব্য একত্র করিয়া খলে চূর্ণ করিবে। দুইরতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিলে শ্বাস কাস নষ্ট হয়। রোগীর চৈতন্য ধ্বংস হইলে এই ঔষধের নস্য লইলে আশু চৈতন্য লাভ হয়। এই ঔষধ সেবন দ্বারা প্রতিশ্যায়, ক্ষতক্ষীণ, একাদশ বিধ ক্ষয়রোগ, হৃদ্রোগ, শ্বাস, শূল, স্বরভেদ, সন্নিপাত, তন্দ্রা ও মোহ রোগ ধ্বংস হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তো রসঃ।

সূতকং গন্ধকং মর্দ্দ্যং যামৈকং কন্যকাদ্রবৈঃ। দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপাত্রং পূর্ব্বকল্কেন লেপয়েৎ। দিনৈকং হণ্ডিকাযন্ত্রে পচেচ্ছীতং সমুদ্ধরেৎ। সূর্য্যাবর্ত্তরসো নাম দ্বিগুঞ্জঃ শ্বাসকাসনুৎ। ইন্দ্রবারুণিকামূলং দেবদারু কটুত্রয়ং। শর্করাসহিতং খাদেদূর্দ্ধশ্বাসনিবৃত্তয়ে ॥

পারদ ও গন্ধক সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রহর পর্য্যন্ত ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিবে। অনন্তর এই উভয়ের সমান তাম্রপাত্র লইয়া উহা উক্ত মর্দ্দিত কল্ক দ্বারা লেপন করিবে। পরে সেই তাম্রপাত্র বালুকাযন্ত্রে এক দিবস পাক করিবে। তদনন্তর শীতল হইলে তাহা লইয়া চূর্ণ করিবে। ইহাকে সূর্য্যাবর্ত্ত রস কহে। ইহার দুই রতি সেবন করিলে কাস রোগ ধ্বংস হয়। গোরক্ষচাকুলিয়ার মূল, ত্রিকটু ও দেবদারু চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ ও শর্করার সহিত এই ঔষধ লেহন পূর্ব্বক সেবন করিবে।

বিজয়াবটী।

সূতকং গন্ধক-লৌহং বিষমভ্রকমেব চ। বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্ত-মেলা গ্রন্থিক-কেশরং। ত্রিকটু ত্রিফলা তাম্রং শুল্বং জৈপালচিত্রকং। এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো দীয়তে গুড়ঃ। কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে গুল্মে প্রমেহে বিষমজ্বরে। সূতায়াং গ্রহণীদোষ শূলে পাণ্ড্বাময়ে তথা। হস্তপাদাদিদাহেষু বটিকেয়ং প্রশস্যতে ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, বিড়ঙ্গ, রেণুকা, মুথা, এলাচী, পিপ্পলীমূল, নাগকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তাম্র জয়পাল ও চিতা এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া সকলের দ্বিগুণ গুড় মিশাইয়া বটী প্রস্তুত করিবে। শ্বাস, কাস, ক্ষয়রোগ, গুল্ম, প্রমেহ, বিষম জ্বর, গ্রহণী, শূল ও হস্তপাদদাহ এই সমস্ত রোগে এই বটী প্রশস্ত, ইহাকে বিজয়াবটী কহে।

লৌহপর্পটীরসঃ।

ভাগৌ রসস্য গন্ধস্য দ্বাবেকো লৌহভস্মতঃ। এতদ্ঘৃষ্টং দ্রবীভূতং মৃদ্বগ্নৌ কদলীদলে। পাতয়েদ্গোময়গতে তথৈবোপরি যোজয়েৎ। ততঃ পিষ্টা দ্রবৈরেভিঃ সপ্তধা ভাবয়েৎ পৃথক্। ভার্গীমুণ্ডী-ম্লান-বরা জয়া নির্গুণ্ডিকা তথা। ব্যোষবাসককন্যার্দ্রদ্রবৈস্তস্মাৎ পুটে পচেৎ। আগন্ধং খর্পরে তাম্রে পর্পটাখ্যো রসো ভবেৎ। সর্ব্বরোগহরস্তৈস্তৈরনুপানৈর্হি মাষকৈঃ। কাম্বুলীপত্রসহিতঃ শ্বাস-কাস-হরঃ পরঃ। সকণঃ সুরসাক্বাথোঽনুপানং বাসকাজ্জলং। অম্লিকাতৈল-বার্ত্তাকু-কুষ্মাণ্ডং কদলীফলং। বর্জ্জ্যং মাংসরসং সর্ব্বং পথ্যং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। বর্জ্জয়েচ্চ বিশেষেণ কফকৃৎ স্ত্রীসুখাদিকং ॥

দুই ভাগ করিয়া পারদ ও গন্ধক এবং এক ভাগ লৌহ এই সকল একত্র পেষণ করতঃ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। অনন্তর দ্রবীভূত হইলে

গোময়োপরি কদলীপত্র রাখিয়া তাহাতে উহা ঢালিয়া দিবে। তৎপরে তাহার উপরি আর একখানি কলাপাতা রাখিয়া গোময় দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। এইরূপ করিলে যে পর্প টী হইবে, তাহা পেষণ করিয়া ব্রহ্মযষ্টি, মুণ্ডিরী, ত্রিফলা, বক, জয়ন্তী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক ও ঘৃতকুমারী ইহাদিগের রসে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক হইলে তাম্রপাত্রে করিয়া গন্ধ নির্গমন পর্য্যন্ত পুটপাক করিবে। শীতল হইলে এই ঔষধ লইতে হয়। ইহাকে লৌহপর্প টীরস কহে। এই ঔষধ বিশেষ বিশেষ অনুপানের সহিত সেবন করিলে যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হয়। তাম্বূলের সহিত সেবন দ্বারা শ্বাস ও কাস; করবীর ক্বাথে পিপ্পলীচূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে বিবিধ রোগ ধ্বংস হয়। অম্ল, তৈল, বার্ত্তাক, কদলীফল এই সকল দ্রব্য উক্ত ঔষধ সেবনে পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে সকল প্রকার মাংসযূষ পথ্য দিবে। বিশেষতঃ কফকারী পদার্থ ও স্ত্রীসম্ভোগ সর্ব্বদা পরিত্যজ্য।

তাম্রপর্প টী।

লৌহস্থানে তাম্রযোগাত্তাম্রপর্পটিকা ভবেৎ॥

লৌহপর্প টীতে যে সমস্ত ঔষধ কথিত হইয়াছে তাহাতে লৌহের পরিবর্ত্তে তাম্র দিলেই তাম্রপর্পটী হয়। ইহার গুণাদি লৌহপর্প টীর তুল্য।

তেজোবত্যাদ্যং ঘৃতং।

তেজোবত্যভয়াকুষ্ঠং পিপ্‌পলী কটুরোহিণী। ভূতিকং পৌষ্করমূলং পলাশং চিত্রকং শটী। সৌবর্চ্চলং তামলকী সৈন্ধবং বিল্বপেষিকা। তালীশপত্রং জীবন্তী বচা তৈরক্ষসাম্মিতৈঃ। হিঙ্গুপাদৈর্ঘৃতং প্রস্থং পচেত্তোয়চতুর্গুণৈঃ। এতদ্‌যথাবলং পীত্বা হিক্কাশ্বাসৌ জয়েন্নরঃ। শোথানিলার্শোগ্রহণী হৃৎপার্শ্বরুজ এব চ॥

বচ, হরীতকী, কুড়, পিপ্পলী, কট্‌কী, যমানী, পলাশের দানা, চিতা, শটী, সচল লবণ, ভূমি আমলকী, সৈন্ধব, বিল্ব, শুণ্ঠি, তালীশপাতা, জীবন্তী, বচ এই সমস্ত বস্তু দুইতোলা পরিমাণে ক্বাথ করতঃ তৎসহ অর্দ্ধ তোলা হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া চারি সের ঘৃত ষোল সের জল দ্বারা পাক করিবে ইহা যথামাত্রার পান করিলে হিক্কা, শ্বাস, শোথ, বায়ুজনিত অর্শঃ, গ্রহণী এবং বক্ষ ও পার্শ্ববাথা দূর হয়।

অথ হিক্কাশ্বাসয়োঃ পাচন-চিকিৎসা।

পর্ণাসপঞ্চকং।

অমৃতা নাগরফঞ্জী ব্যাঘ্রীপর্ণাস সাধিতঃ ক্বাথঃ। পীতঃ সকণাচূর্ণঃ কাসশ্বাসৌ নিহন্ত্যাশু॥

গুড়ূচী, শুঁঠ, বামনহাটী, কণ্টকারী ও তুলসী এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া তাহার সহিত পিপ্পলীচূর্ণ মিশাইয়া পান করিলে শ্বাস ও কাস দূর হয়। ইহার নাম পর্ণাসপঞ্চক পাচন।

রাস্নাদিঃ।

রাস্না দশমূলী শটী পিপ্‌পলী বিশ্বপৌষ্করৈঃ। শৃঙ্গী তামলকী ভার্গী গুড়ূচী নাগরাগ্নিভিঃ॥ শ্বাসহৃদ্‌গ্রহপার্শ্বার্ত্তিহিক্কাশ্বাসপ্রশান্তয়ে॥

রাস্না, দশমূলী, পিপ্পলী, শুণ্ঠ, পুষ্করমূল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূমি আমলকী, বামনহাটী, গুড়ূচী, চিতা এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, হৃদ্‌ব্যথা, হিক্কা ও কাস দূর হয়।

নাগরক্বাথঃ।

নাগরম্বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নিবর্দ্ধনং॥ কাসশ্বাসানিলহরং শূলহৃদ্রোগনাশনং॥

শুণ্ঠির উষ্ণ ক্বাথ সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয় আর শ্বাস, কাস, বায়ুশূল ও হৃদ্রোগ বিনাশ পায়। ইহার নাম নাগর ক্বাথ।

অথ হিক্কাশ্বাসয়োঃ মুষ্টিযোগ চিকিৎসা।

বিড়ঙ্গ সৈন্ধবং কুষ্ঠং ব্যোষং হিঙ্গু মনঃশিলা। কাসে শ্বাসে চ হিক্কায়াং লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রযুতাপ্লুতং॥

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, কুড, মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, হিঙ্গু, মনঃশিলা এই সমস্ত একত্র তুল্য পরিমাণে চূর্ণ করতঃ মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস ও হিক্কা দূর হয়।

পিপ্‌পলীত্রিফলাচূর্ণং মধু সৈন্ধবসংযুতং॥ সর্ব্বরোগজ্বরশ্বাসশোথপীনসহৃদ্ভবেৎ॥

পিপ্পলী, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া চূর্ণ করতঃ মধু ও সৈন্ধব সহ সেবন করিলে জর, শ্বাস, শোথ ও পীনস প্রভৃতি দূর হয়।

পিপ্‌পলী ত্রিফলাচূর্ণং মধুনা লেহয়েন্নরঃ। নস্যতে পীনসং কাসঃ শ্বাসশ্চ বলবত্তরঃ॥

পিপ্পলী, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া এই সকল চূর্ণ করতঃ মধুসহ লেহন করিলে নাসাস্রাব, কাস ও দারুণ শ্বাসরোগ দূর হয়।

সমূলচিত্রকং ভস্ম পিপ্‌পলীচূর্ণকং হরেৎ। কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুমিশ্রং বৃষধ্বজ॥

সমূল চিতাগাছ ভস্ম করতঃ সেই ভস্ম ও পিপ্পলীচূর্ণ এই দুই দ্রব্য সমভাগে মিশাইয়া মধুসহ লেহন করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কা দূর হয়।

আজ্যং পুনর্ণবাবিল্বৈঃ পিপ্‌পলীভিশ্চ সাধিতং। হরেৎ হিক্কাশ্বাসকাসং পীতং স্ত্রীণাঞ্চ গর্ভকৃৎ। বিভীতকস্য বৈ চূর্ণং সমধু শ্বাসনাশনং॥

পুনর্নবা, বেল, শুণ্ঠী, পিপ্পলী এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করতঃ সেবন করিলে হিক্কা, শ্বাস ও কাস দূর হয় এবং নারীজাতি গর্ভবতী হইয়া থাকে। মধুর সহিত বহেড়াচূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলেও শ্বাসরোগ নষ্ট হয়।

মরিচ, কুড় ও যবক্ষার এই তিন দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করিলে দুস্তর হিক্কা বিনাশ পায়।

কিঞ্চিৎ চিনির সহিত দুই মাষা পরিমিত বড় এলাইচের চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কা দূর হয়।

শুণ্ঠী ও হরীতকী এই দুই দ্রব্যের চূর্ণ তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করতঃ গরম জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কা বিনাশ পায়।

কিঞ্চিৎ সৈন্ধবের সহিত দুই তোলা পরিমিত আনারসের রস সেবন করিলে হিক্কা বিনাশ পায়। বয়সের তারতম্য ও রোগের বলাবল বুঝিয়া তিন বা চারিতোলা রস লইবে।

একপাতা আলতার জলের সহিত অর্দ্ধ তোলা চিনি ও এক ছটাক দাড়িমের রস মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কা দূর হয়।

পুরাতন গুড়ের সহিত পিপ্পলীচূর্ণ মিশাইয়া তদ্দ্বারা নস্য লইলে হিক্কা বিনাশ পায়।

কিঞ্চিৎ মধুর সহিত এক আনা পরিমিত ময়ূরপুচ্ছভস্ম সেবন করিলে হিক্কা ও বমন রোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

চারি আনা চিনি, দুইতোলা চাঁপা কলাগাছের শিকড়ের রস এবং ছয় রতি মরিচচূর্ণ এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

কিঞ্চিৎ মধুর সহিত কলা গাছের শিকড়ের রস একতোলা সেবন করিলে আশু হিক্কা প্রশমিত হইয়া থাকে।

রক্তচন্দনের সহিত স্তনদুগ্ধ অথবা আলতার জল মিশাইয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কারোগে আশু ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বহেড়া ফল চূর্ণ করিয়া চারি আনা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া তাহা লেহন করিলে হিক্কারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা শ্বাস রোগেও বিশেষ উপকার হয়।

খেজুরের মাতি সিকি মাত্রা গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে যে কোনরূপ হিক্কা বা বমন হউক না কেন, আরোগ্য হইবে।

কুলের বীজের শাঁস এবং থৈচূর্ণ এই দুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে হিক্কা প্রশান্ত হয়।

কেশিয়ার শিকড় চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে হিক্কারোগে বিশেষ উপকার হয়।

পেটের উপর তৈল মাখাইয়া উষ্ণ স্বেদ প্রদান করিলে হিক্কা বিনাশ পাইয়া থাকে।

চিনি, আমলাচূর্ণ, শুণ্ঠিচূর্ণ এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুসহযোগে লেহন করিলে হিক্কা প্রশমিত হইয়া থাকে।

একতোলা পটলের রসের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা ও বমন নিবারণ হইয়া থাকে।

স্তনদুগ্ধের সহিত মক্ষিকার বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

একতোলা শুণ্ঠী, অর্দ্ধপোয়া ছাগীদুগ্ধ এবং অর্দ্ধপোয়া জল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। ইহা সেবন করিলে হিক্কা রোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

আলতার জল দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কারোগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

স্বর্ণ গিরিমাটী ও কট্‌কী এই দুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক মধুর সহিত লেহন করিলে হিক্কা দূরীভূত হইয়া থাকে।

একতোলা টাবালেবুর রস, দুই আনা সচল লবণ এবং অর্দ্ধতোলা মধু এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা দূরীভূত হইয়া থাকে।

তামাকপাতা যেরূপে কোটে, সেইরূপ হরিদ্রার পাতা কুটিয়া তাহার ধূম পান করিলে অতি দুস্তর হিক্কাও দূরীভূত হয়।

দুইতোলা পরিমিত ইন্দ্রযবচূর্ণ লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে যে কোনরূপ হিক্কা হউক না কেন আরোগ্য হইবে। ইহা দ্বারা শ্বাসরোগেও বিশেষ উরকার দর্শে।

মুড়ি ভিজান জল সেবনে এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

থৈ, কুলের বীজের শাঁস এবং রসাঞ্জন এই কয় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে হিক্কারোগে বিশেষ উপকার হয়।

দুই আনা পিপ্পলীচূর্ণ ও এক আনা ময়ূরপুচ্ছ-ভস্ম এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে হিক্কা রোগ প্রশান্ত হয়। দুস্তর শ্বাসরোগেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

তালশাঁসের জল পান করিলে অচিরে দুস্তর হিক্কা প্রশান্ত হইয়া থাকে।

গোলমরিচচূর্ণ কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশ্রিত করতঃ বারম্বার মুখে দিলে যে কোনরূপ হিক্কাই হউক না কেন দূরীভূত হয়।

একতোলা আনারসের পাতার রস কিঞ্চিৎ শর্করার সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কারোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

এক ছটাক গব্য দুগ্ধ ও এক ছটাক ডাবের জল একত্র করিয়া সেবন করিলে হিক্কা প্রশান্ত হইয়া থাকে।

শ্বেত চন্দনকল্ক দুই আনা, দুই তোলা আমলকীর রস ও কিঞ্চিৎ মধু এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে বমন ও হিক্কা নিবারিত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, কুড়, কিস্‌মিস্, আমলা ও কুলের বীজের শাঁস এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধু কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে হিক্কা দূরীভূত হইয়া থাকে।

যেরূপে তামাক সেবন করে, সেইরূপে কলিকায় মাষকলায় সাজিয়া তাহার ধূমপান করিলে হিক্কা রোগ প্রশান্ত হয়।

পিপ্পলীচূর্ণ ও খেজুরের মাথি এই দুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে হিক্কা দূরীভূত হইয়া থাকে।

চারি আনা পিপ্পলীচূর্ণ, দুই আনা ময়ূরপুচ্ছ-ভস্ম ও চারি আনা মধু এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া লেহন করিলে হিক্কা প্রশান্ত হয়।

এক আনা পরিমাণে শসাবীজের শাঁস লইয়া তাহা পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কাও বমন রোগ নিবারিত হয়।

প্রথমতঃ একটী নারিকেলের মালা আগুনে পোড়াইবে। পরে সেই মালাটী ধীরে ধীরে তুলিয়া

শীতল জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে সেই জল ছাঁকিয়া মালাটী ফেলিয়া দিবে। একতোলা মধুর সহিত সেই জল পান করিবে। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া পাঁচ সাতবারে পান করিতে হয়। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার হিক্কা প্রশান্ত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধতোলা শ্বেত সর্ষপ পেষণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিতে হয়; অনুমান অর্দ্ধ ঘণ্টা অল্প অল্প অগ্নিসন্তাপে গরম করিবে। পরে সেই জল বস্ত্রে ছাঁকিয়া পান করিলে দুস্তর হিক্কা দূরীভূত হইয়া থাকে। অর্দ্ধ ছটাক হিসাবে প্রতিদিন তিনবার বা চারিবার পান করিতে হয়।

দোমালা নারিকেলের মালা ছাগীদুগ্ধের সহিত ঘষণ করতঃ তাহার এক তোলা গ্রহণ করিবে এবং তাহার সহিত দুই রতি রসমাণিক্য ও চারি আনা চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কা দূর হয়।

পুরাতন গুড় ও সর্ষপতৈল সমভাগে সেবন করিবে। আদার রস ও উত্তম মধু একত্র সেবন করিবে।

বিল্বপত্র, বাসকপত্র ও শ্বেতভানকুনি এই তিন প্রকার পত্রের রস সমভাগে গ্রহণ করতঃ মোট দুই তোলা করিবে। সর্ষপ তৈলের সহিত উহা সেবন করিলে শ্বাসরোগ প্রশান্ত হয়।

পিপ্পলীচূর্ণ ও ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশাইয়া দিনের মধ্যে ৭।৮ বার লেহন করিলে শ্বাসরোগে উপকার দর্শে।

অর্দ্ধ তোলা ত্রিকটু, অর্দ্ধ তোলা চিতা, অর্দ্ধ সের ছাগদুগ্ধ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া এক সের জলে সিদ্ধ করিবে। আধ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঐ জল পুনঃ পুনঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সেবন করিলে তমকশ্বাস বিদূরিত হয়।

একটী তাম্রপাত্রে পুরাতন ঘৃত পাক করিবে। ঘৃতের দ্বিগুণ আদার রস উহার মধ্যে ফেলিয়া দিতে হয়। যখন আদার রস মরিয়া ঘৃতমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইবে। ঐ ঘৃত বক্ষঃস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে মর্দ্দন করিলে শ্বাসরোগ বিনাশ পায়।

দেশী কুষ্মাণ্ডের শস্য চারি মাষা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উষ্ণ জলে মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে শ্বাসরোগে অনেক উপকার দর্শে।

পিপ্পলী, হরিদ্রা, পুরতেন গুড়, রাস্না, কিস্‌মিস্ ও মরিচ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। পরে উহা একত্রিত করিয়া তিলতৈল সহ মিশ্রিত করতঃ চারি মাষা পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা শ্বাস রোগ বিনাশ পায়।

অর্দ্ধরতি মরিচচূর্ণ ও একরতি নিসিন্দার শিকড়ের ছালচূর্ণ একত্র করিয়া প্রতিদিন দুইবার বা তিনবার সেবন করিলে শ্বাস রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

চল্লিশ রতি ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম সেবন দ্বারা শ্বাস দূর হয়।

লবণের সহিত খাঁটি সর্ষপ তৈল মিশাইয়া বক্ষঃস্থলে সেক দিলে শ্বাস রোগের হ্রাস হইয়া থাকে।

অথ হিক্কারোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

পথ্যবিধিঃ।

দগ্ধাসিক্তমৃদাঘ্রাণং কূর্চ্চে ধারাজলার্পণং। নাভ্যূর্দ্ধঘাতনং দাহো দীপদগ্ধহরিদ্রয়া। পাদয়োর্দ্ব্যঙ্গুলামাভেরূর্দ্ধং চেষ্টানি হিক্কিনাং॥

বারিসিক্ত দগ্ধ মৃত্তিকার ঘ্রাণ, ভ্রূর মধ্যে সলিলধারা, নাভিদেশের উর্দ্ধে পীড়ন, এবং চরণদ্বয়ের দ্বি অঙ্গুলি উর্দ্ধভাগে আর নাভিদেশের দ্বি অঙ্গুলী উর্দ্ধে দীপদগ্ধ হরিদ্রা দ্বারা দগ্ধ করিবে। এই সকল হিক্কারোগে উপকারী।

স্বেদনং বমনং নস্যং ধূমপানং বিরেচনং। নিদ্রা স্নিগ্ধানি চান্নানি মৃদূনি লবণানি চ॥

স্বেদ, বমন, নস্য, ধূমপান, বিরেচন, নিদ্রা, স্নিগ্ধ অথচ লঘু বস্তু এবং সৈন্ধব এই সমস্ত হিক্কা রোগে হিতকর।

শকং কপিত্থং লশুনং পটোলং

বালমূলকং। পৌষ্করং কৃষ্ণতুলসী মদিরা নলদম্বু চ ॥

পক্ক কদবেল, লশুন, পটোল, কচি মূলক, পুষ্করমূল, কৃষ্ণ তুলসী, মদিরা ও নিম্ব এই সমস্ত হিক্কা রোগে হিতকর।

শীতাম্বুসেকঃ সহসা ত্রাসো বিস্মাপনং ভয়ং। ক্রোধো হর্ষঃ প্রিয়োদ্বেগঃ প্রাণায়ামনিষেবনং ॥

শীতল সলিল দ্বারা পরিষেক, সহসা ত্রাস উৎপাদন, বিস্ময়, ভীতি, রোষ ও হর্ষ এবং প্রিয়জন বিরহাদি জন্য উদ্বেগ, প্রাণায়াম নিষেবন * এই সমস্ত হিক্কারোগে পথ্য।

জীর্ণাঃ কুলত্থা গোধূমাঃ শালয়ঃ যষ্টিকা যবাঃ। এণতিত্তিরিলাবাদ্যা জাঙ্গলা মৃগপক্ষিণঃ ॥

পুরাতন কুলত্থকলায়, গম, শালিতণ্ডুল, যষ্টিকতণ্ডুল, যব এণমাংস, তিত্তির পক্ষীর মাংস, লাবপক্ষীর মাংস ও জাঙ্গল দেশজাত পক্ষীর মাংস হিক্কারোগে উপকারী।

উষ্ণোদকং মাতুলুঙ্গং মাক্ষিকং সুরভীজলং। অন্নপানানি সর্ব্বাণি বাতশ্লেষ্মহরাণি চ।

উষ্ণ জল, ছোলঙ্গ লেবু, মধু, গোমূত্র ও শ্লেষ্মবাতহারী অন্নপানীয়, এই সমস্ত হিক্কারোগে পথ্য।

অপথ্যবিধিঃ।

গুরু শীতং চান্নপানং হিক্কারোগী বিবর্জ্জয়েৎ ॥

গুরু অথবা শীতল অন্নপানীয় পরিত্যাগ করা হিক্কারোগীর কর্ত্তব্য।

বাত-মূত্রোদ্গার-কাস-শকৃদ্বেগবি—ধারণং। রজোনিলাতপায়াসান্ বিরুদ্ধান্যশনানি চ ॥

বায়ু, মূত্র, উদ্গার, কাস ও পুরীষের বেগধারণ; ধূলি, অনিল ও আতপ সেবন; আয়াসকর কর্ম্ম এবং বিরুদ্ধ আহার, এই সমস্ত হিক্কারোগে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অবিতুগ্ধং দন্তকাষ্ঠং বস্তিং মৎস্যাংশসর্ষপান্। অম্লং তুম্বীফলং কন্দং তৈলভৃষ্টমুপোদিকাং ॥

মেষীদুগ্ধ, দশন, ধাবন, বস্তিকর্ম্ম, মৎস্য, সরিষা, অম্লবস্তু, অলাবু, কন্দশাক, তৈলভৃষ্ট বস্তু এবং পুঁই-শাক এই সমস্ত হিক্কারোগে অপথ্য।

বিষ্টম্ভীনি বিদাহীনি রূক্ষানি কফদানি চ। নিষ্পাবঃ পিষ্টকং মাষঃ পিণ্যাকানূপজামিষং ॥

বিষ্টম্ভী বস্তু, বিদাহী বস্তু, রুক্ষবস্তু, শ্লেষ্মকর বস্তু, রাজমাষ, পিষ্টক, মাষকলায়, পিণ্যাক, এবং আনূপদেশজ মাংস এই সমস্ত হিক্কারোগে অপথ্য।

অথ শ্বাসরোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

পথ্যবিধিঃ।

বক্ষঃপ্রদেশাদপি পার্শ্বযুগ্মে করদ্বয়োর্মধ্যময়োর্দ্ধয়োশ্চ। প্রদীপ্তলৌহেন চ কণ্ঠকূপে দাহোপি চ শ্বাসিনি পথ্যবর্গঃ ॥

বক্ষঃস্থল হইতে পার্শ্বদ্বয়ে, করযুগলের মধ্যমাঙ্গুলীর মূলে এবং কণ্ঠকূপে প্রজ্জলিত লৌহদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। ইহা শ্বাসরোগে পথ্য।

বিরেচনস্বেদন ধূমপানং প্রচ্ছর্দ্দনানি স্বপনং দিবা চ। পুরাতনাঃ ষষ্টিকরক্তশালি-কুলত্থ-গোধূমযবাঃ প্রশস্তাঃ ॥

বিরেচন, স্বেদ, ধূমপান, বমি, দিবাভাগে নিদ্রা, পুরাতন যষ্টিকতণ্ডুলের অন্ন, পুরাতন রক্ত-

* প্রাণায়াম—এক নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করতঃ অপর রন্ধ্র দ্বারা নিশ্বাস পূরণ এবং ছিদ্রদ্বয় রুদ্ধ করতঃ তৎপরে ঐ বায়ুরোধরূপ কুম্ভক, অনন্তর অপর রন্ধ্র দ্বারা সেই বায়ু রেচন করার নাম প্রাণায়াম

শালি তণ্ডুলের অন্ন, কুলত্থকলায়, যব ও গোধূম এই সকল শ্বাসরোগে হিতকর।

নিদিগ্ধিকা-বাস্তুক-তণ্ডুলীয়ং জীবন্তিকামূলকপোতিকঞ্চ। পটোলবার্ত্তাকুরসোনপথ্যা জম্বীরবিম্বীফল-মাতুলুঙ্গং॥

কণ্টকারী, বেতোশাক, নটিয়াশাক, জীবন্তী, শাক, কচি মূলক, পটোল, বার্ত্তাকু, লশুন, হরীতকী, গোড়া লেবু, তেলাকুচা ও ছোলঙ্গ লেবু, শ্বাসরোগে পথ্য।

শশাহিভুক্-তিত্তিরি-লাবদক্ষ-শুকা—দয়ো ধন্বমৃগদ্বিজাশ্চ। পুরাতনং সর্পিরজাপ্রসূতং পয়োঘৃতঞ্চাপি সুরামধূনি॥

শশক, অহিভুক্, (ময়ূর) তিত্তির পক্ষী, লাব পক্ষী, কুক্কুট, শুকাদি ধন্বদেশজাত পক্ষী ও মৃগ ইহাদিগের মাংস, পুরাতন ঘৃত, অজাদুগ্ধ, অজাঘৃত, সুরা ও মধু এই সমস্ত শ্বাসরোগে হিতকর।

দ্রাক্ষা ত্রুটিঃ পৌষ্করমুষ্ণবারি কটুত্রয়ং গোজনিতঞ্চ মূত্রং। অন্নানি পানানি চ ভেষজানি কফানিলঘ্নানি চ যানি যানি॥

দ্রাক্ষা, ক্ষুদ্র এলাইচ, পুষ্করমূল উষ্ণ জল, ত্রিকটু, গোমূত্র, এবং বাতশ্লেষ্মাপহারী অন্নপানীয় এই সমস্ত শ্বাসরোগে পথ্য।

অপথ্যবিধিঃ।

মৎস্যকন্দাঃ সর্ষপাশ্চান্নপানং রূক্ষং শীতং গুর্ব্বপি শ্বাস্যমিত্রং॥

মৎস্য, কন্দশাক, সরিষা, রূক্ষদ্রব্য, শীতল দ্রব্য এবং গুরু অন্নপানীয় শ্বাসরোগে অপথ্য।

মূত্রোদগারছর্দ্দিতৃট্কাসরোধো নস্যং বস্তির্দন্তকাষ্ঠং শ্রমশ্চ। অধ্বাভারো রেণবঃ সূর্য্যপাদা বিষ্টম্ভীনি গ্রাম্যধর্ম্মো বিদাহি॥

মূত্র, উদ্গার, বমন, পিপাসা ও কাস, এই সমস্তের বেগধারণ, নস্য, বস্তিকর্ম্ম, দশনধাবন, শ্রম, পথ পর্য্যটন, ভারবহন, ধূলি সেবন, আতপ সেবন, বিষ্টম্ভী বস্তু, নারীসঙ্গ ও বিদাহী বস্তু এই সকল শ্বাসরোগে অপথ্য।

আনূপানামামিষং তৈলভৃষ্টিং নিষ্পাবঞ্চ শ্লেষ্মকারীণি মাষাঃ। রক্তাস্রাবঃ পূর্ব্ববাতানুপানং মেষীসর্পির্দুগ্ধমম্ভোপি দুষ্টং॥

আনূপ মাংস, তৈলভৃষ্ট বস্তু, রাজমাষ, শ্লেষ্মকর বস্তু, মাষকলায়, শোণিত মোক্ষণ, পূর্ব্বদিকস্থ অনিল সেবন, অনুপান * মেষীদুগ্ধ, মেষীদুগ্ধজাত ঘৃত, এবং দূষিত বারি এই সমস্ত শ্বাসরোগে অপথ্য।

অথ স্বরভেদচিকিৎসা।

স্বরভেদস্য নিদানপূর্ব্বিকা সংপ্রাপ্তিঃ।

অত্যুচ্চ-ভাষণ-বিষাধ্যশনাভিঘাত—সংদূষণৈঃ প্রকুপিতাঃ পবনদায়স্তু। স্রোতঃসু তে স্বরবহেষু গতাঃ প্রতিষ্ঠাং হন্যুঃ স্বরং ভবতি চাপি হি ষড়্বিধঃ সঃ। বাতাদিভিঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্ম্মেদসা চ ক্ষয়েন চ॥

উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ, বিষ সেবন, কণ্ঠে মুদ্গর প্রভৃতি দ্বারা প্রহার, এই সমস্ত কারণে বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া স্বরবাহী স্রোতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই স্বরভেদ রোগ জন্মে। এই রোগ ষড়্বিধ, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ত্রিদোষজ, মেদোজ ও ক্ষয়জ।

বাতিকস্বরভেদলক্ষণং।

বাতেন কৃষ্ণনয়নাননমূত্রবর্চ্চা ভিন্নং শনৈর্ব্বদতি গর্দ্দভবৎ স্বরঞ্চ॥

বাতিক স্বরভেদ জন্মিলে নেত্র, বদন, মূত্র ও পুরীষ কৃষ্ণবর্ণ হয় আর কণ্ঠস্বর গর্দ্দভের রবের ন্যায় কর্কশ হইয়া থাকে

* অনুপান—ভোজনের পর দুগ্ধাদি পান

পৈত্তিকস্বরভেদলক্ষণম্।

পিত্তেন পীতনয়নাননমূত্রবর্চ্চা ব্রূয়াদ্গলেন স চ দাহসমন্বিতেন ॥

পৈত্তিক স্বরভেদ জন্মিলে নেত্র, বদন, পুরীষ ও মূত্র পীতবর্ণ হয় এবং বাক্যোচ্চারণকালে গলদেশে জ্বালা জন্মে।

শ্লৈষ্মিকস্বরভেদলক্ষণম্।

ব্রূয়াৎ কফেন সততং কফরুদ্ধকণ্ঠঃ স্বল্পং শনৈর্ব্বদতি চাপি দিবা বিশেষাৎ ॥

শ্লৈষ্মিক স্বরভেদ উৎপন্ন হইলে রোগীর কণ্ঠস্থল সর্ব্বদা কফে অবরুদ্ধ থাকে, দিনের বেলায় শ্লেষ্মার হ্রাসতা হেতু বাক্যোচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু নিশাকালে স্বর অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

ত্রিদোষজস্বরভেদলক্ষণম্।

সর্ব্বাত্মকে ভবতি সর্ব্ববিকারসম্পৎ তঞ্চাপ্যসাধ্যমৃষয়ঃ স্বরভেদমাহুঃ ॥

ত্রিদোষজনিত স্বরভেদ রোগ জন্মিলে পূর্ব্বোক্ত বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ত্রিবিধ স্বরভেদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগ চিকিৎসার সাধ্যাতীত।

ক্ষয়জস্বরভেদলক্ষণম্।

ধূপ্যেত বাক্ ক্ষয়কৃতে ক্ষয়মাপ্নুয়াচ্চ বাগেষ চাপি হতবাক্ পরিবর্জ্জনীয়ঃ ॥

ধাতুক্ষয় জন্য স্বরভেদ জন্মিলে তাহাকেই ক্ষয়জ স্বরভেদ কহে। এই রোগে বাক্যোচ্চারণকালে কণ্ঠে ব্যথা অনুভূত হয় ও ধূম নির্গমের ন্যায় বোধ হয় আর বাক্যের স্বল্পতা জন্মে। এই স্বরভেদে বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য; সুতরাং চিকিৎসক সেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন।

মেদোজস্বরভেদলক্ষণম্।

অন্তর্গতং স্বরমলক্ষ্যপদং চিরেণ মেদোম্বয়াদ্বদতি দিগ্ধগলস্তৃষার্ত্তঃ ॥

মেদোজনিত স্বরভেদের উৎপত্তি হইলে রোগীর বাক্য কণ্ঠের মধ্যেই থাকে, তাহার কথা এরূপ অস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় যে বোধগম্য হওয়া দুরূহ। এই রোগে রোগীর গলদেশ মেদদ্বারা জড়িত হয় আর তৃষ্ণা জন্মে।

স্বরভেদাসাধ্যলক্ষণম্।

ক্ষীণস্য বৃদ্ধস্য কৃশস্য বাপি চিরোত্থিতো যশ্চ সহোপজাতঃ। মেদস্বিনঃ সর্ব্বসমুদ্ভবশ্চ স্বরাময়ো যো ন স সিদ্ধিমেতি ॥

বলহীন, বৃদ্ধ ও কৃশ ব্যক্তির বহুদিনোৎপন্ন ও আজন্মোৎপন্ন স্বরভেদ হইলে তাহা চিকিৎসার সাধ্যাতীত। অধিক মেদোবিশিষ্ট ব্যক্তির স্বরভেদ এবং ত্রিদোষজনিত স্বরভেদ চিকিৎসার অসাধ্য।

অথ স্বরভেদেষ্বৌষধিকথনং।

ভৃঙ্গরাজাদ্যং ঘৃতম্।

ভৃঙ্গরাজামৃতাবল্লী-বাসক-দশমূলকাস-মর্দ্দরসৈঃ। সর্পিঃ সপিপ্পলীকং সিদ্ধং স্বরভেদকাসজিন্মধুনা ॥

ভৃঙ্গরাজ, গুড়ূচী, বাসক, দশমূল ও কালকাসন্দা এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া পিপ্পলীর কল্ক করতঃ ঘৃত পাক করিবে। তৎপরে মধু মিশাইয়া সেবন করিলে স্বরভেদ ও কাস বিদূরিত হয়। ইহার নাম ভৃঙ্গরাজাদ্য ঘৃত।

ভৈরবো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং টঙ্গং মরিচং চব্য-চিত্রকং। আর্দ্রকস্য রসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকাস্ততঃ। গুঞ্জাত্রয়প্রমাণেন খাদেত্তোয়ানুপানতঃ। স্বরভেদং নিহন্ত্যাশু শ্বাসং কাসং সুদুস্তরং।

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মরিচ, চৈ ও চিতা এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক তিন রতি পরিমাণে এক একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম ভৈরব রস। জল অনুপান সহ এই বটিকা সেবন করিলে স্বর-

ভেদ এবং ঘোরতর শ্বাস কাস বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অথ স্বরভেদে পাচনচিকিৎসা।

পিপ্পল্যাদিঃ।

পিপ্পলী মরিচং শুণ্ঠি বচা বাসা বিভীতকং। মধুনা যোজিতঃ ক্বাথো দারুণস্বরভেদনুৎ॥

পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, বচ, বাসক, বহেড়া এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে দারুণ স্বরভেদ রোগ প্রশমিত হয়। ইহার নাম পিপ্পলাদ্যাদি পাচন।

অথ স্বরভেদে মুষ্টিযোগ চিকিৎসা।

সশর্করং শুণ্ঠিচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সহ যোজিতং। কোকিলস্বর এব স্যাদ্‌-গুড়িকাভুক্তমাত্রতঃ॥

শর্করা ও শুণ্ঠিচূর্ণ তুল্য পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে কোকিলের ন্যায় স্বর হয়।

অগ্নিজিহ্বা বচা বাসা পিপ্পলী মধু সৈন্ধবং। সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥

লাঙ্গলিয়া, বিষ, বচ, বাসক, পিপ্পলী, মধু ও সৈন্ধব এই সমস্ত বস্তু দ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিয়া এক সপ্তাহ সেবন করিলে কিন্নরের সহিত গান করিতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ তাহার কণ্ঠস্বর এরূপ উৎকৃষ্ট হয় যে, কিন্নরবৎ মনোহর কণ্ঠে গান করিতে পারে।

বিভীতকস্য বৈ চূর্ণং পিপ্পলী সৈন্ধবস্য চ। পীতং সকাঞ্জিকং হন্তি স্বরভেদং মহেশ্বর॥

বহেড়া ও পিপ্পলী এই উভয়ের চূর্ণ এবং সৈন্ধব সমভাগে একত্র করিয়া কাঞ্জি সহ সেবন করিলে স্বরভেদ রোগ দূরীভূত হয়

চব্যাম্লবেতস-কটুত্রয়-তিন্তিড়ীকতালীশ-জীরকতুগাদহনৈঃ সমাংশৈঃ। চূর্ণং গুড়-প্রমুদিতং ত্রিসুগন্ধিযুক্তং বৈস্বর্য্যপীনস-কফারুচিষু প্রশস্তং। অনেনৈবানুপানেন ভস্মসূতং প্রয়োজয়েৎ। যোগবাহিরস-ঞ্চাপি যোজয়ন্তি ভিষগ্বরাঃ॥

চৈ, থইকল, ত্রিকটু, মহার্দ্রক, তালীশপত্র, বংশলোচন, চিতা, ত্রিসুগন্ধি এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া তৎসহ সকলের সমান গুড় মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ স্বরভেদ, পীনস, কফ ও অরুচি রোগে উপকারী। এই প্রকার অনুপান প্রয়োগ পূর্ব্বক রসসিন্দুর কিম্বা যোগবাহিক রস সমূহ সেবন করিবে।

চিতার শিকড়, হরিদ্রা, যবক্ষার, বনযমানী ও আমলকী এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করতঃ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে স্বরভেদ রোগ উপশমিত হয়।

মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কুলকুচা করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয়।

সৈন্ধব ও সরিষার তৈল একত্র করিয়া কুলকুচা করিলে স্বরভেদ দূর হয়।

যষ্টিমধু ও মধু এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ বিনাশ পায়।

হরিদ্রা, কুড়, বচ, পিপ্পলী, শুন্ঠি, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ রোগ প্রশান্ত হয়।

কলিকায় তেজপত্র সাজিয়া সেই ধূম পান করিলে স্বরভেদ রোগে উপকার হয়।

সৈন্ধব লবণ ও কুলপত্র একত্র ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে এই রোগ বিনাশ পায়।

একটী পাত্রে ষোল সের ব্রহ্মীরস রাখিয়া তাহা অগ্নিতে চড়াইয়া দিবে এবং তাহার মধ্যে হরিদ্রা, কুড়, বৃহতী, হরীতকী ও জাতিপুষ্প এই কয়েক দ্রব্য প্রত্যেকে একপল পরিমাণে পুটলী করিয়া দিবে। জাতিপুষ্প ছেঁচিবে না, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত ছেঁচিয়া দিবে। পরে চারি সের অবশিষ্ট

থাকিতে পুটলী নিংড়াইয়া লইবে এবং চারি সের ঘৃতের সহিত পাক করিবে। যখন রস শুষ্ক হইয়া কেবল ঘৃতমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন তাহার মধ্যে পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি, বালা এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ দুই তোলা করিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। শীতল হইলে নামাইয়া অন্য পাত্রে রাখিতে হয়। উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এই ঔষধের একতোলা পরিমাণে সেবন করা বিধেয়। ইহা দ্বারা দুরন্ত স্বরভঙ্গ রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

অথ স্বরভেদে পথ্যাপথ্য-বিধিঃ

পথ্যবিধিঃ।

স্বেদো বস্তির্ধূমপানং বিরেকঃ কবলগ্রহঃ। নস্যং ভালে শিরাবেধো যবা-লোহিতশালয়ঃ ॥

স্বরভেদ রোগে স্বেদ, বস্তিকর্ম্ম, ধূম, পান, বিরেচন, কবল, নস্য, ললাটের শিরাবেধ, যব ও রক্তশালি এই সমস্ত পথ্য।

দ্রাক্ষা পথ্যা মাতুলুঙ্গং লশুনং লবণার্দ্রকং। তাম্বুলং মরিচং সর্পিঃ পথ্যানি স্বরভেদিনাং ॥

দ্রাক্ষা, হরীতকী, ছোলঙ্গ লেবু, লশুন, সৈন্ধব আর্দ্রক, তাম্বুল, মরিচ ও ঘৃত এই সমস্ত স্বরভেদে হিতকর।

হংসাটবী-তাম্রচূড়কেকিমাংসরসাঃ সুরা। গোকণ্টকঃ কাকমাচী জীবন্তী বালমূলকং ॥

হংস বন্য কুকুড়া ও ময়ূর ইহাদিগের মাংসের যুষ, সুরা, গোক্ষুর, কাকমাচী, জীবন্তী শাক ও কচি মূলক এই সমস্ত স্বরভেদে উপকারী।

অপথ্যবিধিঃ।

আমং কপিত্থং বকুলং শালুকং জাম্ববাণি চ। তিন্দুকানি কষায়াণি বমিং স্বপ্নং প্রজল্পনং। অম্বুপানঞ্চ যত্নেন স্বরভেদী বিবর্জ্জয়েৎ ॥

অপক্ক কদবেল, বকুল, শালুক, জাম, গাব, কষায় বস্তু, বমন, নিদ্রা, বহু বাক্য কথন, অম্বুপান, এই সমস্ত স্বরভেদরোগে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অথ অরোচকচিকিৎসা।

অরোচকনিদানং বাতারোচকরূপঞ্চ।

বাতাদিভিঃ শোক-ভয়াতিলোভ-ক্রোধৈর্ম্মনোঘ্নাশনরূপগন্ধৈঃ। অরোচকাঃ স্যুঃ পরিহৃষ্টদন্তকষায়বক্ত্রশ্চ মতোঽনিলেন ॥

বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, অত্যন্ত লোভ, রোষ এবং অপ্রিয় বস্তু আহার, কুৎসিত রূপ দর্শন, দুর্গন্ধ গ্রহণ এই সমস্ত হেতুতে অরুচিরোগ জন্মে। বাতজনিত অরুচি রোগে দন্ত পরিহৃষ্ট * আর বদন কষায় হইয়া থাকে।

পিত্তজ-কফজ-অরোচক-লক্ষণং।

কট্বম্লমুষ্ণং বিরসঞ্চ পূতি পিত্তেন বিদ্যাল্লবণঞ্চ বক্ত্রং। মাধুর্য্য-পৈচ্ছিল্য-গুরুত্বশৈত্যবিবদ্ধসংবদ্ধযুতং কফেন ॥

পিত্তজনিত অরুচির উৎপত্তি হইলে রোগীর মুখ লবণরসাক্ত, কটু ও অম্লরস বিশিষ্ট, বিরস ও পূতিগন্ধবিশিষ্ট হয়। কফজনিত অরুচি জন্মিলে রোগীর মুখ মধুররসবিশিষ্ট, পিচ্ছিল, গুরু ও শীতল হয় এবং গলস্থল শ্লেষ্মাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে আর সে ব্যক্তি কিছুই আহার করিতে পারে না।

শোকাদিজারোচকলক্ষণং।

অরোচকে শোকভয়াতিলোভ-ক্রোধাদ্যহৃদ্যাশুচিগন্ধজে স্যাৎ। স্বাভাবিকঞ্চাস্যমথারুচিশ্চ ত্রিদোষজে নৈকরসং ভবেত্তু ॥

---

* পরিহৃষ্ট—অম্ল সেবন করিলে দন্ত যে প্রকার হয়, সেইরূপকে পরিহৃষ্ট কহে।

শোক, ভীতি অত্যন্ত লোভ, রোষ, এবং দুর্গন্ধ এই সকল কারণে অরুচি রোগের উৎপত্তি হইলে রোগীর বদন স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু আহারে অভিলাষ হয় না। যদি ত্রিদোষজন্য অরুচির উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বাতাদি ত্রিবিধ অরুচির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বাতাদিভেদেন অন্যদেশ-বিকৃতিঃ।

হৃচ্ছূলপীড়নযুতং পবনেন পিত্তাৎ তৃড়্দাহচোষবহুলং সকফপ্রসেকং। শ্লেষ্মাত্মকং বহুরুজং বহুভিশ্চ বিদ্যাদ্বৈগুণ্যমোহজড়তাভিরথাপরশ্চ॥

বায়ুজনিত অরুচি রোগ জন্মিলে বক্ষে শূলবিদ্ধনবৎ ব্যথা; পৈত্তিক অরুচিতে দেহে বেদনা, জ্বালা ও পিপাসা, শ্লৈষ্মিক অরুচিতে কফস্রাব, ত্রিদোষজনিত অরুচিতে নানাপ্রকার ব্যথা, চিত্তের ব্যাকুলত্ব, শরীরের জাড্য, মোহ এবং শোকজনিত, ভয়াদিজ ও আগন্তুক অরুচিতে নানাপ্রকার লক্ষণ দেখা যায়।

অথারোচকস্যৌষধিকথনং।

সুধানিধিরসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ শুদ্ধৌ দন্তীক্বাথেন ভাবয়েৎ। জম্বীরস্য রসেনৈব আর্দ্রকস্য রসেন চ। মাতুলুঙ্গস্য তোয়েন তস্য মজ্জারসেন চ। পশ্চাদ্বিশোষ্যান্ সর্ব্বাংস্তান্ টঙ্গণঞ্চাবচারয়েৎ। দেবপুষ্পং বাণমিতং রসপাদং মৃতামৃতং। মাষমাত্রঞ্চ তৎ সর্ব্বং নাগরেণ গুড়েন বা। সর্ব্বারোচকশূলার্ত্তি-সামবাতং সুদারুণং। বিসূচীঞ্চাগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভক্তদ্বেষঞ্চ দারুণং। রসোঽয়ং বারয়ত্যাশু কেশরী করিণং যথা॥

এক তোলা পারদ ও একতোলা গন্ধক একত্র করিয়া পেষণ করিবে। অনন্তর আদার রস, টাবা নেবুর রস ও তাহার মজ্জার ক্বাথ ইহাদিগের প্রত্যেকে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে সর্ব্বচূর্ণ তুল্য সোহাগা, পাঁচতোলা লবঙ্গ এবং দুই মাষা বিষ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পেষণ করিবে। ইহার এক মাষা শুণ্ঠচূর্ণ ও গুড়ের সহিত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার অরুচি, শূল, আমবাত, বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য ও অন্নদ্বেষ ধ্বংস হয়। ইহাকে সুধানিধি রস কহে। যেমন সিংহ হস্তীরাজকে বারণ করে, তদ্রূপ এই সুধানিধি রস রোগরাশি বিদূরিত করিয়া দেয়।

সুলোচনাভ্রঃ।

পলং সুজীর্ণং গগনস্য বজ্রকং তেজোবতীকোলমুশীরদাড়িমং। ধাত্র্যম্লরোলীরুচকং পৃথগ্দশপলোম্মিতং মর্দ্দিতমেব সেবিতং। অরোচকং বাতকফ-ত্রিদোষজং পিত্তোদ্ভবং গন্ধসমুদ্ভবং নৃণাং। কাসং স্বরাঘাতমূরুগ্রহং রুজং শ্বাসং বলাসং যকৃতং ভগন্দরং। প্লীহাগ্নিমান্দ্যং শ্বয়থুং সমীরণং মেহং ভৃশং কুষ্ঠমসৃগ্দরং ক্রিমিং। শূলাম্লপিত্তক্ষয়রোগমুদ্ধতং সরক্তপিত্তং বমিদাহমশ্মরীং। নিহন্তি চার্শাংসি সুলোচনাভ্রকং। বলপ্রদং বৃষ্যতমং রসায়নং।

একপল অভ্রভস্ম, একপল হীরক এবং দশ দশ পল করিয়া চৈ, বদরী ফলের মজ্জা, বেণার মূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুলী, ছোলঙ্গলেবু, সকল বস্তু একত্র পেষণ করিয়া রোগীর অবস্থানুসারে মাত্রা স্থির করতঃ সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা অরুচি, বাত, কফ ও ত্রিদোষজাত, পিত্তোদ্ভব ও গন্ধ সমুৎপন্ন কাস, স্বরভঙ্গ, উরুগ্রহ, শ্বাসকাস, ভগন্দর, প্লীহা, মন্দাগ্নি, শোথ, বায়ুরোগ, মেহ, কুষ্ঠ, অসৃগ্দর, ক্রিমি, শূল, অম্লপিত্ত, ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত, বমি, দাহ, অশ্মরী ও অর্শ প্রভৃতি ধ্বংস হয়। ইহাকে সুলোচনাভ্র কহে। এই ঔষধ বলকর, বৃষ্য ও রসায়ন।

অথ অরোচকরোগে পাচন-চিকিৎসা।

নিম্বক্কাথঃ রাজদ্রুম ক্কাথশ্চ।

নিম্বাম্বুছর্দ্দিভবতঃ কফজে তু পানং।
রাজদ্রুমাম্বু মধুনা সহ দীপকাঢ্যম্॥

নিম্বত্বকের ক্কাথ কিম্বা সোণালুর ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু ও যমানীচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে কফজ অরুচি বিনাশ পায়। এই দুইটী ক্কাথের মধ্যে প্রথমটীকে নিম্বক্কাথ ও শেষোক্তটীকে রাজদ্রুমক্কাথ কহে।

অথ অরোচকে মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা।

সসূতমরুচিঘ্নং স্যাত্তিন্তিড়িক-গুড়োষণং। মৃদ্বিকা জীরকং কৃষ্ণা মাতুলুঙ্গাম্লবেতসং॥

রস সিন্দুর, গুড়, তেঁতুল, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, জীরা, পিপুল, টাবালেবু, থৈকল এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক মুখে বান্ধিলে অরুচি বিনাশ পায়।

শর্করা মরিচং বিড়ং। ধাত্র্যেলাপদ্মকোশীর পিপ্পলী-চন্দলোৎপলং। লোধ্রতেজোবতী পথ্যা ত্র্যূষণং সহবাগ্রজং। আর্দ্র দাড়িমনির্যাস-শ্চাজাজী শর্করাযুতঃ। সতৈলমাক্ষিকা-শ্চৈতে চত্বারকবড়গ্রহাঃ। চতুরোহরোচকান্ হন্যুর্বাতদ্যেকজসর্ব্বজান্॥

কুড়, সচল লবণ, কৃষ্ণজীরক, শর্করা মরিচ ও বিট্‌লবণ; আমলকী, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, পিপ্পলী, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল; লোধ্র, বচ, হরীতকী, মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী ও যবক্ষার; আর্দ্রক, দাড়িম্ব বীজ, কৃষ্ণজীরক ও শর্করা, এই চতুর্ব্বিধ যোগের যে কোন একটীর সহিত তৈল ও মধু মিশাইয়া কবল করিলে বাতাদি সর্ব্ব প্রকার অরুচি দূর হয়।

অম্লিকাগুড়তোয়ঞ্চ ত্বগেলামরিচান্বিতং। অভক্তছন্দরোগেষু শস্তং কবড়-ধারণং॥

অল্পপরিমিত তেঁতুল গুড়ের সলিলে দ্রব করিয়া তাহার সহিত দারুচিনি, এলাইচ ও মরিচ কিঞ্চিৎ মিশাইয়া মুখে ধারণ করিলে অরুচি বিনাশ পায়।

কারব্যজাজী মরিচং দ্রাক্ষা বৃক্ষাম্ল-দাড়িমং। সৌবর্চ্চলং গুড়ং ক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচকনাশনং॥

জীরক, কৃষ্ণজীরক, মরিচ, দ্রাক্ষা, বৃক্ষাম্ল * দাড়িম্ব, সৌবর্চ্চল, গুড় ও মধু এই সমস্ত একত্র করিয়া কবল করিলে যাবতীয় অরুচি ধ্বংস হইয়া থাকে।

দারুচিনি, মুথা, এলাইচ ও ধনিয়া এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র চূর্ণ করতঃ সেই চূর্ণ মুখে রাখিলে অরুচি দূর হয়

মরিচ, পুদিনা, পক্ক তেঁতুল ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহা লেহন করিলে অরুচি ধ্বংস হয়।

মুথা, আমলকী ও দারুচিনি এই তিন দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ মুখে রাখিলে অরুচি বিনাশ পায়।

আহার করিবার অগ্রে ঘোল দ্বারা কবল অর্থাৎ কুলকুচা করিয়া তৎপরে আহার করিলে অরুচি ধ্বংস হয়।

দারুচিনি, দেবদারু, আমলকী, পিপুল ও চৈ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ মুখে রাখিলে অরুচি দূর হয়।

এক পোয়া মিছরি ও অর্দ্ধ সের পক্ক জামের রস এই দুই দ্রব্য জ্বালে চড়াইয়া রস প্রস্তুত করিতে হয়। সেই রসের সহিত এক ছটাক গোলাপ জল মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ঐ জল সেবন করিলে অরুচি, মন্দাগ্নি ও অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

আহার করিবার পূর্ব্বে জিহ্বাতে জীরা ভাজার

---

* বৃক্ষাম্ল---মহার্দ্রক বা আমরুল।

চূর্ণ মর্দ্দন পূর্ব্বক তক্রের কবল করিয়া পরে আহার করিবে। এইরূপ করিলে অরুচি বিনাশ পায়।

উৎকৃষ্ট গৃহজাত সদ্য ঘোল জীরা ফোড়ন দ্বারা সম্বরণ করিয়া সেবন করিলে অরুচি বিনাশ পায়।

শসার পাতা কদলীপত্র দ্বারা জড়াইয়া কলার খোলার ছোটা দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। উপরের কদলীপত্র দগ্ধ হইলে অর্থাৎ শসাপাতার সহিত তৈল ও লবণ মিশ্রিত করতঃ ভোজন করিবার পূর্ব্বে দুই গ্রাস বা তিন গ্রাস অন্ন সহ তাহা ভক্ষণ করিবে। এইরূপ করিলে অচিরে অরুচি নষ্ট হয়।

মউরোলা মৎস্যের যূষের সহিত আদার রস বা আমরুলের রস মিশাইয়া সেবন করিলে অরুচি বিদূরিত হয়।

অথ অরোচকে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

পথ্যবিধিঃ।

তালাস্থি মজ্জা হিমবালুকা সিতা পথ্যা যমানী মরিচানি রামঠং। স্বাদ্বম্ল-তিক্তানি চ দেহমার্জ্জনা বর্গোয়মুক্তো-ঽরুচিরোগিণে হিতাঃ॥

তালের ফোঁফর, কর্পূর, শর্করা, হরীতকী, যমানী, মরিচ, হিঙ্গু, মধুরবস্তু, অম্লবস্তু, তিক্তবস্তু এবং শরীর মার্জ্জন এই সমস্ত অরুচিরোগে হিতকর।

বস্তির্বিরেকো বমনং যথাবলং ধূমো-পসেবা কবড়গ্রহস্তথা। তিক্তানি কাষ্ঠানি চ দন্তঘর্ষণে চিত্রান্নপানানি হিতৈঃ কৃতানি চ॥

বস্তিকর্ম্ম, বিরেচন, রোগীর বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক বমন, ধূমসেবা, কবল, তিক্তরসসম্পন্ন দন্ত-কাষ্ঠ, নানাপ্রকারে নির্ম্মিত হিতজনক অন্নপানীয় এই সমস্ত অরুচিরোগে উপকারী।

কর্কারুবেত্রাগ্রনবীনমূলকং বার্ত্তাকু-শোভাঞ্জনমোচদাড়িমং। ভব্যং পটোলং রুচকং ঘৃতং পয়ো বালানি তালানি রসোনশূরণং॥

কুমড়া, বেতের অগ্র, কচি মূলক, বার্ত্তাকু, সজিনা, মোচা, ডালিম, কামরাঙ্গা, পটোল, ছোলঙ্গ লেবু, ঘৃত, দুগ্ধ, কচি তালের শাঁস, লশুন ও কচু এই সমস্ত অরুচিরোগে পথ্য।

গোধূম-মুদ্গারুণ শালিযষ্টিকা মাংসং বরাহাজশশৈণসম্ভবং। চেঙ্গো ঝষাগুং মধুরালিকেল্লিশঃ প্রোষ্ঠী খলীশঃ কবয়ী চ রোহিতং॥

গম, মুগ, রক্তশালি তণ্ডুল, ষষ্টিক তণ্ডুল, শূকর, অজ, শশক, কৃষ্ণহরিণ ইহাদিগের মাংস, চ্যাঙ মৎস্য, মৎস্যের অণ্ড, মউরোলা মাছ, ইলিশ মাছ, পুঁটীমাছ, খলিসা মৎস্য, কৈমাছ ও রোহিত মৎস্য এই সমস্ত অরোচক রোগে পথ্য।

দ্রাক্ষা রসালং নলদম্বু কাঞ্জিকং মদ্যং রসালা দধিতক্রমার্দ্রকং। কক্কোল-খর্জ্জুর-পিয়াল-তিন্দুকং পক্বং কপিত্থং বদরং বিকঙ্কতং॥

কিস্‌মিস্‌, কাঁঠাল, নিম, কাঞ্জি, মদ্য, রসালা, দধি, ঘোল, আর্দ্রক, কক্কোল, খেজুর, পিয়ালফল, গাব, পক্ব কদবেল, বদরী, ও বঁইচ এই সমস্ত অরুচি রোগে হিতকর

অপথ্যবিধিঃ।

কাসোদ্গারক্ষুধানেত্রবারিবেগবিধা—রণং। অহৃদ্যান্নমসৃঙ্মোক্ষং ক্রোধং লোভং ভয়ং শুচং। দুর্গন্ধিরূপসেবাঞ্চ ন কুর্য্যাদরুচৌ নরঃ॥

কাস, উদ্গার, ক্ষুধা ও অশ্রু এই সমস্তের বেগ ধারণ, অহৃদ্য বস্তু আহার, শোণিত মোক্ষণ, রোষ, লোভ, ভীতি, শোক, দুর্গন্ধ আঘ্রাণ, ঘৃণিত পদার্থ দর্শন এই সমস্ত অরুচি রোগে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অথ ছর্দ্দিরোগচিকিৎসা।

ছর্দ্দেঃ সংপ্রাপ্তিনিরুক্তি-পূর্ব্বকনিদানং।

দুষ্টৈর্দোষৈঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্বীভৎসা-

শোকানাদিভিঃ। ছর্দ্দয়ঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়াস্তাসাং লক্ষণমুচ্যতে। অতিদ্রবৈরতিস্নিগ্ধৈরহৃদ্যৈর্লবণৈরতি। অকালে চাতিমাত্রৈশ্চ তথাসাত্ম্যৈশ্চ ভোজনৈঃ। শ্রমাদ্ভয়াত্তথোদ্বেগাদজীর্ণাৎ ক্রিমিদোষতঃ। নার্য্যাশ্চাপন্নসত্ত্বায়াস্তথাতিদ্রুতমশ্নতঃ। বীভৎসৈর্হেতুভিশ্চান্যৈর্দ্রুতমুৎক্লেশিতো বলাৎ। ছাদয়ত্যাননং বেগৈরর্দ্দয়ন্নঙ্গভঞ্জনৈঃ। নিরুচ্যতে ছর্দ্দিরিতি দোষো বক্ত্রং প্রধাবিতঃ॥

দুষ্ট বায়ু, দুষ্টপিত্ত ও শ্লেষ্মা দ্বারা এবং বিকৃত দ্রব্য দর্শন দ্বারা এবং অপ্রিয় দ্রব্য আহার দ্বারা ছর্দ্দি রোগ জন্মে। ছর্দ্দি পঞ্চবিধ, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ত্রিদোষজ, বিকৃতদ্রব্যাদি দর্শনজ ও দুর্গন্ধ দ্রব্য ভোজনতা। অত্যন্ত দ্রববস্তু, অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও অপ্রিয় বস্তু, অত্যন্ত লবণাক্ত দ্রব্য, অসময়ে অধিক আহার, অহিতজনক দ্রব্য আহার, শ্রম, ভীতি, উদ্বেগ, অজীর্ণ, ক্রিমিদোষ, অতি শীঘ্র আহার, এই সমস্ত হেতুতে এবং ঘৃণাকর অন্যান্য কারণে ও অন্তর্ব্বত্নী রমণীর গর্ভপীড়নাদি হেতুতে ছর্দ্দিরোগ জন্মে। ঐ সকল কারণে দূষিত বায়ু, পিত্ত ও কফ সবলে রোগীর বদন আবৃত করিয়া তাহাকে বেদনা প্রদান করে, এই কারণেই এই রোগের নাম ছর্দ্দি।

তস্য পূর্ব্বরূপং।

হৃল্লাসোদ্গাররোধৌ চ প্রসেকো লবণস্তনুঃ। দ্বেষোঽন্নপানে চ ভৃশং বমীনাং পূর্ব্বলক্ষণং॥

ছর্দ্দিরোগ জন্মিবার অগ্রে বমনোদ্বেগ, উদ্গাররোধ, বদন হইতে লবণাক্ত জলপতন, অন্নপানীয়ে অরুচি এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

বাতিকছর্দ্দিলক্ষণং।

হৃৎপার্শ্বপীড়ামুখশোষশীর্ষনাভ্যর্ত্তিকাসস্বরভেদতোদৈঃ। উদ্গার-শব্দ-প্রবলং সফেনং বিচ্ছিন্নমুষ্ণং তনুকং কষায়ং। কৃচ্ছ্রেণ চাল্পং মহতা চ বেগেনার্ত্তোঽনিলাচ্ছর্দ্দয়তীহ দুঃখং॥

বাতিক ছর্দ্দি জন্মিলে হৃদয়ে ও পার্শ্বে ব্যথা, বদনশোষ, শিরঃ ও নাভিদেশ ব্যথা, কাস, অঙ্গে বেদনা, স্বরভেদ, প্রবল উদ্গার ও শব্দ হয় আর যে বমি হয়, তাহা উষ্ণ, ঈষৎ দ্রব, কষায় রসবিশিষ্ট ও ফেনসমন্বিত।

পৈত্তিকছর্দ্দিলক্ষণং।

মূর্চ্ছাপিপাসামুখশোষমূর্দ্ধতাল্বক্ষি—সন্তাপতমোভ্রমার্ত্তঃ। পীতং ভৃশোষ্ণং হরিতং সতিক্তং ধূম্রঞ্চ পিত্তেন বমেৎ সদাহং॥

পৈত্তিক ছর্দ্দিরোগ জন্মিলে মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, মুখশোষ, মস্তকদাহ, তালুদাহ, নেত্রসন্তাপ, গলজ্বালা, অন্ধকার দর্শন, ভ্রম এবং দাহ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় আর যে বমন হয়, তাহা পীত, হরিৎ, অত্যুষ্ণ, তিক্তরসবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিকছর্দ্দিলক্ষণং।

তন্দ্রাস্যমাধুর্য্যকফপ্রসেক-সন্তোষ—নিদ্রারুচি-গৌরবার্ত্তঃ। স্নিগ্ধং ঘনং স্বাদু কফাদ্বিশুদ্ধং সরোমহর্ষোঽল্পরুজং বমেত্তু॥

শ্লৈষ্মিক ছর্দ্দিরোগ জন্মিলে তন্দ্রা, বদনের মাধুর্য্য, মুখ হইতে শ্লেষ্মানির্গম, সন্তোষ, নিদ্রা, অরুচি, দেহের গুরুত্ব, রোমাঞ্চ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় আর রোগী যে বমন করে, তাহা স্নিগ্ধ, ঘন, মধুর রসবিশিষ্ট ও অত্যন্ত শুক্লবর্ণ হয়।

ত্রিদোষজছর্দ্দিলক্ষণং।

শূলাবিপাকারুচিদাহতৃষ্ণা-শ্বাস-প্রমেহ-প্রবলা প্রসক্তং। ছর্দ্দিস্ত্রিদোষাল্লবণাম্লনীল-সান্দ্রোষ্ণরক্তং বমতাং নৃণাং স্যাৎ॥

ত্রিদোষজনিত ছর্দ্দিরোগ জন্মিলে নিরন্তর দারুণ বেদনা, অপাক, অরুচি, দাহ, তৃষ্ণা, শ্বাস

ও মোহ এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় আর অম্লরস-বিশিষ্ট নীলবর্ণ বা শোণিতবর্ণ ও উষ্ণ বমন হইয়া থাকে।

ছর্দ্দেরসাধ্যাত্বনিরূপণং।

বিট্স্বেদমূত্রাম্বুবহানি বায়ুঃ স্রোতাংসি সংরুধ্য যদোর্দ্ধমেতি। উৎসন্নদোষস্য সমাচিতং তং দোষং সমুদ্ধূয় নরস্য কোষ্ঠাৎ। বিন্মূত্রয়োস্তৎসমগন্ধবর্ণং তৃট্শ্বাসহিক্কার্ত্তিযুতং প্রসক্তং। প্রচ্ছর্দ্দয়েদ্দুষ্টমিহাতিবেগাত্তয়ার্দ্দিতশ্চাশু বিনাশমেতি॥

ছর্দ্দিরোগে বায়ু যৎকালে মল, মূত্র, স্বেদ ও জলবাহী স্রোত সকলকে রুদ্ধ করতঃ উর্দ্ধগামী হয়, তৎকালে সঞ্চিত পিত্তাদি দোষকে কোষ্ঠ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত করে, এই কারণে মল ও মূত্রগন্ধপূর্ণ, বর্ণবিশিষ্ট বমি সবেগে হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইলেই সেই রোগী আশু মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

আগন্তুজছর্দ্দিলক্ষণং।

বীভৎসজা দৌহৃর্দজামজা চ অসাত্ম্যজা চ ক্রিমিজা চ যা হি। সা পঞ্চমী তাঞ্চ বিভাবয়েচ্চ দোষোচ্ছ্রয়েণৈব যথোক্তমাদৌ॥

আগন্তুক ছর্দ্দি পঞ্চবিধ, বীভৎসজ, দৌহৃর্দজ, অসাত্ম্যজ, * ক্রিমিজ ও অন্নজ, বাতাদিজনিত ছর্দ্দির লক্ষণ যেরূপ, ইহাদিগের লক্ষণও সেই প্রকার।

ক্রিমিজছর্দ্দিলক্ষণং।

শূলহৃল্লাসবহুলা ক্রিমিজা চ বিশেষতঃ। ক্রিমিহৃদ্রোগতুল্যেন লক্ষণেন চ লক্ষিতা॥

ক্রিমিজনিত ছর্দ্দিরোগ জন্মিলে অত্যন্ত বিবমিষা অর্থাৎ বমনেচ্ছা হয়, অধিকন্তু ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তাসামসাধ্যলক্ষণং।

ক্ষীণস্য যা ছর্দ্দিরতিপ্রসক্তা সোপদ্রবা শোণিতপূয়যুক্তা। সচন্দ্রিকাং তাং প্রবদেদসাধ্যাং সাধ্যাং চিকিৎসেন্নিরুপদ্রবাঞ্চ॥

যে ছর্দ্দিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, যদি তাহার রোগের বেগশীল উপদ্রব দৃষ্ট হয় আর রক্তপূয়সমন্বিত ও চন্দ্রিকাতুল্য, * বমন হয়, তাহা হইলেই সেই রোগ অসাধ্য, কিন্তু উপদ্রব না থাকিলে চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

অথ ছর্দ্দেরৌষধিকথনং

পিপ্পল্যাদিলৌহং।

পিপ্পল্যামলকী দ্রাক্ষা কোলাস্থি মধু শর্করা। বিড়ঙ্গপুষ্করৈর্যুক্তং লৌহং হন্তি সুদারুণাং॥ ছর্দ্দিং হিক্কাং তথা তৃষ্ণাং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ॥

পিপ্পলী, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলের আঠির শাঁস, যষ্টিমধু, শর্করা, বিড়ঙ্গ ও কুড় এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া সর্ব্ব দ্রব্যের সমান লৌহচূর্ণ মিশাইবে। এই ঔষধ ত্রিরাত্র সেবন করিলে দারুণ ছর্দ্দি, হিক্কা ও তৃষ্ণা ধ্বংস হয়। ইহাকে পিপ্পলাদ্য লৌহ কহে।

অথ ছর্দ্দিরোগে পাচন-চিকিৎসা।

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচীত্রিফলারিষ্টপটোলৈঃ কথিতং পিবেৎ। ক্ষৌদ্রযুতং নিহন্ত্যাশুশ্ছর্দ্দিং পিত্তাম্লসম্ভবাং॥

গুড়ূচী, ত্রিফলা, নিম্বত্বক্, পলতা এই সকল

---

* বীভৎসজ—কুৎসিতাদিদর্শনজনিত। দৌহৃর্দজ—গর্ভজনিত কিম্বা লোভাদিজনিত। অসাত্ম্যজ—অহিত ভক্ষণজনিত।

* চন্দ্রিকা—ময়ূরপুচ্ছস্থ গোলাকার চিহ্ন।

দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে অম্লপিত্তজাত ছর্দ্দি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে গুড়ূচ্যাদি পাচন কহে।

পর্পটজক্কাথঃ।

ক্কাথঃ পর্পটজঃ পীতং সক্ষৌদ্রশ্ছর্দ্দিনাশনঃ॥

ক্ষেতপাপড়ার ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে ছর্দ্দি বিদূরিত হয়।

ক্কাথত্রয়ং।

শ্রীফলস্য গুড়ূচ্যা বা কষায়ো মধুসংযুতঃ। পেয়শ্ছর্দ্দিত্রয়ে শীতো মূর্ব্বা চ তণ্ডুলাম্বুনা॥

বিল্বমূলের ক্কাথ গুড়ূচীর ক্কাথ, এই দ্বিবিধ ক্কাথ মধুসহ, অথবা মূর্চামূর্ণীর শীতল ক্কাথ তণ্ডুলজল সহ সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত ছর্দ্দি প্রশমিত হইয়া থাকে।

অথ ছর্দ্দিরোগে মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা।

অজাজী ধান্যপথ্যাভিঃ সক্ষুদ্রাভিঃ কটুত্রিকৈঃ। প্রভিঃ সার্দ্ধং ভস্মসূতং সেব্যো বান্তিপ্রশান্তয়ে॥

জীরক, ধনিয়া, হরীতকী, কণ্টকারী, ত্রিকটু, রসসিন্দুর এইসমস্ত দ্রব্য সেবন করিলে বমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

হরীতকী কুষ্ঠচূর্ণং কৃত্বা আস্যঞ্চ পাবয়েৎ। শীতং পীত্বাথ পানীয়ং সর্ব্বছর্দ্দিনিবারণং॥

হরীতকী ও কুড় চূর্ণ করতঃ কবল করিলেও শীতল সলিল পান করিলে মুখশোধন হয় এবং যাবতীয় প্রকার বমন বিদূরিত হইয়া থাকে।

পীতা দূর্ব্বা ছর্দ্দিনুৎ স্যাৎ পিষ্টা তণ্ডুলবারিণা॥

তণ্ডুলজল সহ দূর্ব্বা বাটিয়া পান করিলে বমন নিবারিত হইয়া থাকে।

বিল্বমূলঞ্চ সমধু গুড়ূচীকথিতং জলং। পীতং হরেচ্ছ ত্রিবিধং ছর্দ্দিং বৈ নাত্র সংশয়ঃ॥

বিল্বত্বক্ ও গুড়ূচীর ক্কাথ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে ত্রিবিধ ছর্দ্দি বিনাশ পায়।

ক্কাথঃ পর্পটজঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রঃ ছর্দ্দিনাশনঃ॥

ক্ষেতপাপড়ার ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিলে বমি রোগ বিনষ্ট হয়।

যষ্ট্যাহ্বচন্দনোপেতং সম্যক্ক্ষীরেণ পেষিতং। তেনৈবালোড্য পাতব্যং রুধিরশ্ছর্দ্দিনাশনং॥

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন এই দুই দ্রব্য দুগ্ধ সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দুগ্ধ দ্বারা আলোড়ন করতঃ সেবন করিলে রক্তবমন বিদূরিত হয়।

গুড়ূচীত্রিফলারিষ্টপটোলৈঃ ক্বথিতং পিবেৎ। ক্ষৌদ্রযুক্তং নিহন্ত্যাশু ছর্দ্দি পিত্তাম্লসম্ভবাং॥

গুড়ূচী, ত্রিফলা, নিম্বত্বক্ ও পলতা এই সমস্ত দ্রব্যের ক্কাথ করিয়া কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে অম্লপিত্ত জন্য ছর্দ্দিরোগ বিনষ্ট হয়।

ঘর্ষিত শ্বেত চন্দন দুইতোলা, আমলকীর রস চারিতোলা এবং মধু চারিমাষা এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দিরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

মরিচ, কদবেল, জায়ফল ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে সর্দ্দিরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে।

শ্বেত চন্দন, বেণামূল, বালা, শুণ্ঠি ও বাসকের ছাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ

করিয়া সেই চূর্ণ তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শুষ্ক অশ্বত্থ বৃক্ষের ছাল পোড়াইয়া তাহা জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে সেই জল পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

দুইতোলা ভাজা মুগ চারিপল জলে সিদ্ধ করিয়া একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঐ জলের সহিত চারিমাষা দারুচিনি ও চারি মাষা খৈচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দিরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

জীরা, ত্রিকটু, হরীতকী ও ধনিয়া এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

গব্য দুগ্ধ ও নারিকেল জল এই দুই দ্রব্য প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে লইয়া একত্র করতঃ উহা তিনবার বা চারিবার পান করিবে। দুগ্ধ কাঁচা গ্রহণ করিতে হয়।

দুইতোলা হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দিরোগ প্রশান্ত হয়।

মরিচ, গুলঞ্চ, হরীতকী, পিপ্পলী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধু সহযোগে মাড়িয়া তাহা লেহন করিলে ছর্দ্দি বিনাশ পায়।

দশ তোলা সৈন্ধব এক তোলা গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আশু উপকার দর্শে।

দুই তোলা ক্ষেতপাপড়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিয়া একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঐ জলের সহিত চারিমাষা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দিরোগ বিনাশ পায়। ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করা বিধেয়।

ছয় রতি গিরিমাটী ও ছয় রতি বালাচূর্ণ এই দুই দ্রব্য তণ্ডুলোদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আশু ফল দর্শিয়া থাকে।

শীতল জলে দ্বিমুষ্টি পরিমিত মুড়ি ভিজাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা এক স্থানে স্থাপন করিবে। অনন্তর তাহা ছাঁকিয়া সাতবার বা ছয় বারে সেই জল পান করিলে ছর্দ্দি প্রশমিত হইয়া থাকে।

বচ আড়াই আনা, গঁদ বচের দ্বিগুণ, যষ্টিমধু গঁদের দ্বিগুণ, তুলসীর বীজ গঁদের তিন গুণ এবং একটী রেড়ির ফল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দশ ছটাক জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধেক শুষ্ক হইলে উহা নামাইতে হয়। প্রতিদিন তিনবার অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় ঐ জল সেবন করিলে অচিরে ছর্দ্দি বিনাশ পাইয়া থাকে।

দুইতোলা ক্ষেতপাপড়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিয়া একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, ঐ জলের সহিত চারিমাষা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দিরোগ বিনাশ পায়।

অর্দ্ধপোয়া ভাজা মুগ জলে ফেলিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া সেই জলের সহিত চারি আনা খৈ চূর্ণ, চারি আনা চিনি ও চারি আনা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দি বিনাশ পাইয়া থাকে।

পিত্ত বা অম্লজন্য ছর্দ্দি জন্মিলে গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও পলতার ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলের বীজের শাঁস, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, রক্তচন্দন ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত মধু ও কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করতঃ লেহন করিলে ছর্দ্দি রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

ছর্দ্দিরোগে প্রথমতঃ উপবাস করাই বিধেয়। দোষের প্রাবল্য হইলে প্রথমতঃ শ্লেষ্মা ও পিত্ত-বিনাশক ঔষধ দ্বারা বিরেচন করাইবে, কিন্তু বায়ুজনিত রোগে বিরেচনাদি উচিত নহে।

অথ ছর্দ্দিরোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ

পথ্যবিধিঃ।

রূপাণি শব্দাশ্চ রসাশ্চ গন্ধাঃ স্পর্শাশ্চ যে যস্য মনোঽনুকূলাঃ। দাহশ্চ নাভেস্ত্রিযবোপরিষ্টাদিদং হি পথ্যং বমনাতুরেষু॥

যাহার যেরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ চিত্তের প্রীতিজনক, তাহার পক্ষে সেই প্রকার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সেবন এবং নাভিদেশের উর্দ্ধভাগে যবত্রয় অন্তরে দগ্ধ এই সমস্ত ছর্দ্দিরোগে পথ্য।

বিরেচন-ছর্দ্দনলঙ্ঘনানি স্নানং মুস্তা-

লাজকৃতশ্চ মণ্ডঃ। পুরাতনাঃ ষষ্টিক-শালিমুদ্গ-কলায়-গোধূম-যবা মধূনি ॥

বিরেচন, বমন, উপবাস, স্নান, দেহমার্জ্জন, লাজ অর্থাৎ খইয়ের মণ্ড, পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুলের ও যষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, কলায়, গম, যব এবং মধু এই সমস্ত ছর্দ্দিরোগে উপকারী।

হরীতকী দাড়িম বীজপূরং জাতীফলং বালকনিম্ববাসাঃ। সিতা শতাহ্বা করিকেশরাণি ভক্ষ্যা মনঃপ্রীতিকরা হিতাশ্চ ॥

হরীতকী, দাড়িম্ব, ছোলঙ্গ লেবু, জাতীফল, বালা, নিম, বাসক, শর্করা, শতমূলী, নাগকেশর ও হৃদ্য অথচ উপকারী বস্তু এই সকল ছর্দ্দিরোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

শশাহিভুক্তিত্তিরিলাবকাদ্যা মৃগা দ্বিজা জাঙ্গলসাঙ্গতাশ্চ। মনোজ্ঞ-নানা-রসগন্ধরূপা রসাশ্চ যূষা অপি ষাড়বাশ্চ ॥

শশক, ময়ূর, তিত্তিরি ও লাবপক্ষী ইত্যাদি জাঙ্গলদেশোৎপন্ন মৃগপক্ষীর অঙ্গসাহিত্য নানা প্রকার মনোরম রসগন্ধপূর্ণ মাংসের রস, যূষ এবং ষাড়ব এই সমস্ত ছর্দ্দিরোগে উপকারী।

ভুক্তস্য বক্ত্রে শিশিরাম্বুসেকঃ কস্তুরিকা চন্দনমিন্দুপাদাঃ। মনোজ্ঞ-গন্ধান্যনুলেপনানি পুষ্পাণি পত্রানি ফলানি চাপি ॥

ভুক্ত ব্যক্তির বদনে শিশিরবারি সেচন, কস্তূরী, চন্দন, জ্যোৎস্না সেবন, সুগন্ধ পূর্ণ অনুলেপন, সুরভি পত্র এবং সুগন্ধি ফল এই সমস্ত সুরভি কুসুম ছর্দ্দিরোগে উপকারী।

রাগাঃ খড়াঃ কাম্বলিকাঃ সুরা চ বেত্রাগ্রকুস্তুম্বুরু নারিকেলং। জম্বীর-ধাত্রী সহকারকোল দ্রাক্ষাকপিত্থানি পচেলিমানি ॥

রাগ, খড়যূষ, * কাম্বলিক, + সুরা, বেতের অগ্র, ধনে, নারিকেল, গোড়ালেবু, আমলকী, আম্র, বদরী, দ্রাক্ষা ও পকোন্মুখ কপিত্থ (কদবেল) এই সকল ছর্দ্দিরোগে পথ্য।

অপথ্যবিধিঃ।

নস্যং বস্তিং স্বেদনং স্নেহপানং রক্তাস্রাবং দন্তকাষ্ঠং নবান্নং। বীভৎসেক্ষাং ভীতিমুদ্বেগমুষ্ণং স্নিগ্ধা সাত্ম্যা-হৃদ্যবৈরোধিকান্নং ॥

নস্য, বস্তিকর্ম্ম, স্বেদ, স্নেহদ্রব্যপান, শোণিত মোক্ষণ, দশনধাবন, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃণিত দ্রব্য দর্শন, ভীতি, উদ্বেগ, উষ্ণ বস্তু, স্নিগ্ধ বস্তু, অসাত্ম্য বস্তু, অহৃদ্য বস্তু ও বিরুদ্ধ বস্তু এই সমস্ত ছর্দ্দিরোগে অহিতকর।

শিম্বীবিম্বীকোষবত্যো মধূকং চিত্রা-মেলাং সর্ষপান্ দেবদালী°। ব্যায়ামঞ্চ ছত্রিকামঞ্জনঞ্চ ছর্দ্দ্যাং সত্যাং বর্জ্জয়েদ-প্রমত্তঃ ॥

---

* খড়যূষ দ্বিবিধ,—সতক্র শমীধান্য কৃত এবং সতক্র শাককৃত। ঘৃতাদি স্নেহ বস্তু ও অম্ল বস্তুর সহিত মুগ মসূর ইত্যাদি সূপ্যধান্যের যূষ প্রস্তুত করিলে তাহাকেই সতক্র শমীধান্য কৃত খড়যূষ কহে। আর তক্র, কদবেল, আমরুল, মরিচ, জীরা ও চিত্রক এই সমস্ত একত্র করতঃ যূষ করিলে তাহাকেই সতক্র শাককৃত খড়যূষ বলা যায়। এই বিষয়ে শিবদাস যেরূপ প্রমান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত রহিল, যথা—

"স সূপ্যধান্যান্ সস্নেহান্ সাম্লান্ সাংগ্রাহিকান্ খড়ান্। তক্রং কপিত্থ চাঙ্গেরী মরিচাজাজীচিত্রকৈঃ। সুপক্কঃ খড়যূষোয়ময়ং কাম্বলিকোপরঃ ॥

+ কাম্বলিক—উল্লিখিত দ্রব্যের সহিত দধি, অম্লবস্তু, সৈন্ধব, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ, তিল ও মাষ-কলায় সমন্বিত করতঃ পাক করিলে তাহাকে কাম্বলিক যূষ কহে। এ বিষয়ে শিবদাস লিখিয়াছেন যথা—

"সুপক্কঃ খড়যূষোয়ময়ং কাম্ব-লিকোপরঃ। দধ্যম্ললবণস্নেহ-তিলমাষ-সমন্বিতঃ ॥

শিম, তেলাকুচা, কোষবতী, মউয়া ফুল, চিতা, ছোট এলাচি, সরিষা, দেবদারু, ব্যায়াম, ছত্রিকা, * রসাঞ্জন, এই সমস্ত ছর্দ্দিরোগে অপথ্য।

অথ তৃষ্ণাচিকিৎসা।

তৃষ্ণায়া নিদানং সংপ্রাপ্তিশ্চ।

ভয়শ্রমাভ্যাং বলসংক্ষয়াদ্বা উর্দ্ধঞ্চিতং পিত্তবিবর্দ্ধনৈশ্চ। পিত্তং সবাতং কুপিতং নরাণাং তালুপ্রপন্নং জনয়েৎ পিপাসাং। স্রোতঃস্বপাংবাহিষু দূষিতেষু দোষৈশ্চ তৃট্ সংভবতীহ জন্তোঃ॥

কটু বস্তু ও অম্ল বস্তু ভোজন কিম্বা অনাহারাদি দ্বারা স্বীয় স্থানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত বায়ু, পিত্ত, ভীতি, শ্রম ও বলক্ষয় দ্বারা প্রকুপিত হইয়া উর্দ্ধে গমন করতঃ তালু ক্লোম প্রভৃতিতে গিয়া তৃষ্ণা জন্মায়। এতদ্ব্যতিরেকে অন্ন কফ ও আমরস জলবাহী ধমনী সমূহকে দূষিত করিয়াও তৃষ্ণা উৎপাদন করিয়া থাকে।

তৃষ্ণায়া ভেদনিরূপণং।

তিস্রঃ স্মৃতাস্তাঃ ক্ষতজা চতুর্থী ক্ষয়াত্তথা হ্যমসমুদ্ভবা চ। ভক্তোদ্ভবা সপ্তমিকেতি তাসাং নিবোধ লিঙ্গান্যনুপূর্ব্বশস্তু॥

তৃষ্ণা সপ্তবিধ,—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ক্ষয়জ, আমজ ও ভক্তজ। এই সাত প্রকার তৃষ্ণার লক্ষণ আনুপূর্ব্বিক বলা যাইতেছে।

বাতজতৃষ্ণালক্ষণং।

ক্ষামাস্যতা মারুতসম্ভবায়াং তোদস্তথা শঙ্খশিরঃসু চাপি। স্রোতোনিরোধো বিরসঞ্চ বক্ত্রং শীতাভিরদ্ভিশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি॥

বদনের শুষ্কতা ও মলিনতা, কপালের একদেশে ও শিরোদেশে ব্যথা, রসবাহী স্রোতনিরোধ ও বদনবৈরস্য এই সমস্ত বাতজ তৃষ্ণার লক্ষণ শীতল সলিল দ্বারা তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয়।

মূর্চ্ছান্নবিদ্বেষবিলাপদাহা রক্তেক্ষণত্বং প্রততশ্চ শোষঃ। শীতাভিনন্দা-মুখতিক্ততা চ পিত্তাত্মিকায়াং পরিদূয়নঞ্চ॥

মূর্চ্ছা, অরুচি, প্রলাপ, দাহ, নেত্রের লোহিতবর্ণত্ব, অত্যন্ত পিপাসা, শৈত্যে বাসনা, বদনের তিক্ততা ও পরিতাপ এবং মলমূত্রাদির পীতবর্ণত্ব এই সমস্ত পৈত্তিক তৃষ্ণার লক্ষণ।

শ্লেষ্মজতৃষ্ণালক্ষণং।

বাষ্পাবরোধাৎ কফসংবৃতেঽগ্নৌ তৃষ্ণাবলাসেন ভবেত্তথা তু। নিদ্রা গুরুত্বং মধুরাস্যতা চ তৃষ্ণার্দ্দিতঃ শুষ্যতি চাতিমাত্রং॥

স্বীয় কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কফ দ্বারা অগ্নি আবৃত হইয়া স্বেদরোধ হইলে শ্লেষ্ম জন্য তৃষ্ণা রোগ জন্মে। ইহাতে রোগীর নিদ্রা, শরীরের গুরুত্ব, বদনের মাধুর্য্য, শরীরের কৃশতা এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ক্ষতজতৃষ্ণালক্ষণং।

ক্ষতস্য রুক্শোণিতনির্গমাভ্যাং তৃষ্ণা-চতুর্থী ক্ষতজা মতা তু॥

ক্ষতরোগীর ব্যথা ও রক্ত নির্গম জন্য যে তৃষ্ণা জন্মে, তাহারই নাম ক্ষতজ তৃষ্ণা।

ক্ষয়জায়া আমজায়াশ্চ তৃষ্ণায়া লক্ষণানি।

রসক্ষয়াৎ যা ক্ষয়সম্ভবা সা তয়াভিভূতশ্চ নিশাদিনেষু॥ পেপীয়তেঽম্ভঃ স সুখং ন যাতি তাং সন্নিপাতাদিতি কেচিদাহুঃ। রসক্ষয়োক্তানি চ লক্ষণানি তস্যামশেষেণ ভিষগ্ব্যবস্যেৎ। ত্রিদোষলিঙ্গামসমুদ্ভবা চ হৃচ্ছূলনিষ্ঠীবনসাদকর্ত্রী॥

* ছত্রিকা—ভুঁইকোঁড় অথবা কোঁড়ক।

রসক্ষয় হেতু তৃষ্ণারোগের উৎপত্তি হইলে অহর্নিশি মুহুর্মুহুঃ সলিল পান করিয়াও তৃপ্তি বোধ হয় না। কাহারও কাহারও মতে এই রোগ সান্নিপাতিক তৃষ্ণা বলিয়া অভিহিত। আমজ তৃষ্ণাতে রসক্ষয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয় আর ত্রিদোষজনিত তৃষ্ণার লক্ষণ বিশিষ্ট হয়। ইহাতে বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত ব্যথা, মুখ হইতে শ্লেষ্মা নির্গম, শরীরের অবসাদ এই সকল লক্ষণও দেখা যায়।

ভক্তোদ্ভবতৃষ্ণালক্ষণং ।

স্নিগ্ধং তথাম্লং লবণঞ্চ ভুক্তং গুর্ব্বন্নমেবাশু তৃষ্ণাং করোতি ॥

স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণ, গুরু অন্ন ও কটুবস্তু আহার করিলে যে তৃষ্ণা জন্মে, তাহার নাম ভক্তোদ্ভব তৃষ্ণা। ভোজনের অব্যবহিত পরেই এই তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়।

উপসর্গজতৃষ্ণালক্ষণং ।

দীনস্বরঃ প্রতাম্যন্ দীনঃ সংশুষ্কবক্ত্র-গলতালুঃ। ভবতি খলু সোপসর্গা কৃষ্ণাখ্যা শোষিণী কষ্টা ॥

যে তৃষ্ণাতে স্বরের ক্ষীণতা, মোহ, ক্লান্তি, মুখশোষ, তালুশোষ, গলশোষ হয়, তাহাকে উপসর্গজ তৃষ্ণা কহে। এই রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য।

উপদ্রবাঃ ।

জ্বরমোহক্ষয়-কাস-শ্বাসাদ্যুপসংসৃষ্ট—দেহানাং সর্ব্বস্তৃতিপ্রসক্তা রোগকৃশানাং বমিপ্রযুক্তানাং। ঘোরোপদ্রবযুক্তা তৃষ্ণা মরণায় বিজ্ঞেয়া ॥

যে তৃষ্ণারোগী কৃশ, জ্বর মোহ ধাতুক্ষয় কাস শ্বাস প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত, অত্যন্ত বমিযুক্ত ও দারুণ উপদ্রববিশিষ্ট, সে প্রাণত্যাগ করে।

অথ তৃষ্ণায়া ঔষধিকথনং।

কুমুদেশ্বরো রসঃ ।

মৃততাম্রস্য ভাগৌ দ্বৌ ভাগৈকং বঙ্গভস্মকং। যষ্টিমধুরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং মাষার্দ্ধকং শুভং। সেবয়েচ্চৈবানুপানেন বক্ষ্যমাণেন বুদ্ধিমান্। চন্দনং শারিবা-মুস্তং ক্ষুদ্রৈলা নাগকেশরং। সর্ব্বতুল্যা তথা লাজা পচেৎ ষোড়শিকৈর্জলৈঃ। অর্দ্ধশেষং হরেৎ ক্বাথং সিতাক্ষৌদ্র-যুতস্তু তৎ। ছর্দ্দিং তৃষ্ণাং নিহন্ত্যাশু রসোঽয়ং কুমুদেশ্বরঃ ॥

দুইভাগ তাম্রভস্ম, একভাগ বঙ্গভস্ম, যষ্টিমধুর ক্বাথে সপ্তবার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধমাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। নিম্নলিখিত অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। চন্দন, অনন্তমূল, মুথা, ছোট এলাচী, নাগেশ্বর এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া সর্ব্বতুল্য খৈ মিশাইবে এবং ষোড়শ গুণ জলে পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষে শর্করা ও মধু মিশাইয়া লইবে। এইরূপ ক্বাথ উক্ত ঔষধের অনুপান বলিয়া গণ্য। ইহা দ্বারা ছর্দ্দি ও তৃষ্ণা বিনাশ পায়। ইহার নাম কুমুদেশ্বর রস।

মহোদধিরসঃ ।

তাম্রচক্রিকয়া বঙ্গং সূতং তালং সতুত্থকং। বটাঙ্কুররসৈর্ভাব্যং তৃষ্ণা-হৃদ্বল্লমাত্রতঃ। সক্ষৌদ্রমাম্রজম্বুত্থং পিবেৎ ক্বাথং পলোন্মিতং। সকৃষ্ণ-মধুনা কুর্য্যাৎ গণ্ডূষং শীতলেস্থিতঃ ॥

তাম্র, বঙ্গ, পারদ, হরিতাল, তুঁতে এই সমস্ত বস্তু সম ভাগে লইয়া বটাঙ্কুরের রসে ভাবনা দিবে। পরে তিনরতি প্রমাণ বড়ী করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা তৃষ্ণারোগ ধ্বংস হয়। আম ও জামের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া একপল প্রমাণ মধুর সহিত সেবন করিলেও তৃষ্ণার শান্তি হইয়া থাকে। আর এই রোগে শীতল স্থানে থাকিয়া পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু দ্বারা গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

অথ তৃষ্ণারোগে পাচন-চিকিৎসা।

জম্ব্বাদিঃ ।

জম্ব্বাম্রপল্লবশৃতং লাজরজঃ সংযুতং

শীতং। শময়তি মধুনা যুক্তং বমিমতী-সারতৃষ্ণামুগ্রাং ॥

জামপাতার ও আম্রপত্রের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত লাজচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে বমন, অতীসার ও তৃষ্ণা বিদূরিত হয়। ইহার নাম জম্ব্বাদি পাচন।

ধান্যাকক্বাথঃ।

প্রাতঃ শর্করয়োপেতঃ ক্বাথো ধান্যাকসম্ভবঃ। জয়েত্তৃষ্ণাং তথা দাহং ভবেৎ স্রোতোবিশোধনং ॥

ধনিয়ার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শর্করা সহ সেবন করিলে তৃষ্ণা ও দাহ বিনাশ পায়। ইহা দ্বারা স্রোতঃশোধনও হইয়া থাকে। ইহার নাম ধান্যাকক্বাথ।

কাশ্মর্য্যাদিঃ।

কাশ্মর্য্যং পদ্মকোশীরং দ্রাক্ষা মধুক-চন্দনং বালকং শর্করাযুক্তং ক্বাথং পিত্ততৃষাপহং ॥

গাম্ভারী, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, কিস্‌মিস্‌, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও বালা এই সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া তাহার সহিত শর্করা মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে পৈত্তিক তৃষ্ণা বিনাশ পায়। ইহার নাম কাশ্মর্য্যাদি পাচন।

অথ তৃষ্ণারোগে মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা।

বারিশীতং মধুযুতং আকণ্ঠং বা পিপাসিতং। পায়য়েৎ বাময়েচ্চাপি তেন তৃষ্ণা নিযচ্ছতি ॥

শীতল সলিলে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ পান করতঃ বমন করিলে তৃষ্ণারোগ বিনাশ পায়।

গোস্তনেক্ষুরসক্ষীর যষ্টিমধু মধুৎ-পলৈঃ। নিয়তং নস্ততঃ পানৈস্তৃষ্ণা শাম্যতি দারুণা ॥

দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর ক্বাথ, মধু অথবা সুঁদিপুষ্পের রস প্রত্যেকে নাসিকা দ্বারা পান করিলে পিপাসারোগ দূর হয়।

বরফ মুখে রাখিলে তৃষ্ণারোগে উপকার দর্শে।

অল্প পরিমাণে বার বার কাঁজি সেবন করিলে তৃষ্ণা দূর হয়।

যষ্টিমধু ও দ্রাক্ষা এই দুই দ্রব্য একত্র করতঃ শীতল জল সহ সেবন করিলে তৃষ্ণা বিনাশ পায়।

মউরির পুটলী করিয়া তাহা পরিষ্কৃত জলে ভিজাইয়া সেই পুটলী পুনঃ পুনঃ চুষিলে তৃষ্ণা দূর হইয়া থাকে।

শুণ্ঠী, কিস্‌মিস্‌, যষ্টিমধু, খই, অনন্তমূল ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া সেই মণ্ড সেবন করিলে তৃষ্ণারোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত শীতল জলে গোটাকতক মউরি ভিজাইয়া রাখিবে, সেই জল একটু একটু পান করিলে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়।

গুলঞ্চের রস করিয়া সেই রস একতোলা পরিমাণে সেবন করিলে তৃষ্ণা বিনাশ পায়।

সুপক্ক ডুম্বুরের রস একতোলা সেবন করিলে তৃষ্ণারোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

কতকগুলি কাবাবচিনি পরিষ্কৃত জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল বারম্বার পান করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

আমের কচি পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে তৃষ্ণা রোগের উপশম হইয়া থাকে, বমন রোগেও উহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

গাম্ভারীর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ শর্করা মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে তৃষ্ণারোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

জামের কচি পাতা পরিষ্কৃত জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলের সহিত মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে তৃষ্ণা রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে, ইহা দ্বারা বমন রোগেও বিশেষ উপকার হয়।

দাদখানি চালের ভাত রান্ধিয়া সেই ভাতের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে তৃষ্ণা ধ্বংস হইয়া থাকে।

শসার আঁতি অর্থাৎ যাহাকে বুকা কহে, তাহার জল নির্গত করিয়া সেই জল কিঞ্চিৎ

কিঞ্চিৎ পরিমাণে বার বার পান করিলে তৃষ্ণা রোগ বিনাশ পায়।

যষ্টিমধু, বটের ঝুরি, লোধ্র কাষ্ঠ, চিনি, দাড়িম্ব ও মধু এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে তৃষ্ণা বিনাশ পায়। ইহা দ্বারা বমন রোগেও বিশেষ উপকার হয়।

দধির সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে তৃষ্ণা রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

মধু, দাড়িম ও টাবালেবুর পুষ্পের কেশর একত্র পেষণ করতঃ কবল করিলে তৃষ্ণা বিনাশ পায়।

মউয়ার মদ, গুড়ের জল, মধু, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, সীধু এবং অন্যান্য অম্ল দ্রব্যের রস দ্বারা গণ্ডূষ গ্রহণ করিলে তৃষ্ণা বিনাশ পায়। তালুশোষে ইহা বিশেষ উপকারী।

যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের দেহ রুক্ষ, তাহাদের তৃষ্ণা রোগ হইলে দুগ্ধ ও মধুর রস সেবন করাইবে, ছাগমাংসের শীতল যুষ তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

খুব টক আমানী দ্বারা কুলকুচা করিলে তৃষ্ণা রোগে আশু উপকার দর্শে।

নিমপাত সিদ্ধ করিয়া সেই জল গরম থাকিতে থাকিতে সেবন করিলে কফজ তৃষ্ণা নিবারিত হয় এবং ইহা দ্বারা মৈথুন জনিত তৃষ্ণা প্রশমিত হইয়া থাকে।

শীতল জলের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমন হইয়া তৃষ্ণা নিবারণ হয়, কিন্তু আকণ্ঠ পরিমাণে পান করা বিধেয়।

ডাবের জল এবং তালশাঁসের জল তৃষ্ণানিবারক।

রাত্রিকালে এক সের উষ্ণ জলে আধপোয়া চৈ ভিজাইয়া রাখিবে। প্রভাতে সেই জল ছাঁকিয়া তাহার সহিত চারি মাষা চিনি, চারিমাষা গুড়, চারি মাষা মধু, এবং চারিমাষা গাম্ভারীফলচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

নীলোৎপল, মধু, বটের ঝুরি, খই ও কুড় এই সকল দ্রব্য মর্দন পূর্ব্বক সেই চূর্ণ চারি আনা পরিমাণে মুখে রাখিলে তৃষ্ণা বিদূরিত হইয়া থাকে।

পিপুল, পিপুলমূল, বেলশুঁঠ, চইমূল ও অন্তরপার্তা এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মোট দুই তোলা লইবে। পরে অর্দ্ধসের জলের সহিত উহা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে তৃষ্ণা বিদূরিত হইয়া থাকে।

ছোট এলাইচের খোসা সিদ্ধ করিয়া সেই জল এক চামচে বা দুই চামচে করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা বিদূরিত হইয়া থাকে।

খৈয়ের মণ্ডের সহিত মধু ও খাঁড় গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে তৃষ্ণা বিনাশ পায়।

আম্রপত্র বা জামপাতার রসের সহিত মধু মিশাইয়া গণ্ডূষ করিলে তৃষ্ণা দূর হয়।

অথ তৃষ্ণারোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ

পথ্যবিধিঃ।

চন্দনার্দ্রপ্রিয়াশ্লেষো রত্নাভরণধারণং। হিমানুলেপনঞ্চ স্যাৎ পথ্যমেতত্তৃষাতুরে॥

চন্দনচর্চ্চিতা রমণীকে আলিঙ্গন, রত্নালঙ্কার ধারণ, শীতল প্রলেপন এই সকল তৃষ্ণা রোগে হিতকর।

শোধনং শমনং নিদ্রাং স্নানং কবলধারণং। জিহ্বাধঃশিরয়োর্দাহো দীপদগ্ধহরিদ্রয়া॥

শোধনৌষধ, শমনৌষধ,* নিদ্রা, স্নান, কবলধারণ ও দীপদগ্ধ হরিদ্রা দ্বারা জিহ্বার নিম্নভাগের শিরাগণ দগ্ধ করণ এই সমস্ত তৃষ্ণারোগে হিতকর।

* যাহা দ্বারা দোষ সকল শোধিত না হয় কিম্বা সমান অবস্থাতে স্থিত দোষ, সকল স্বস্থান হইতে চালিত না হয়, পরন্তু বিসমাবস্থ দোষসমূহ সমান অবস্থাতে স্থাপিত হয়, তাহাকে শমন কহে। ইহা সপ্তবিধ ;—পাচন, দীপন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যায়াম, রৌদ্র ও বায়ু। বাগ্‌ভট্টে এই বিষয় লিখিত আছে যথা—

"ন শোধয়তি যদ্দোষান্ সমান্নোদীরয়ত্যপি। সমীকরোতি বিষমান্ শমনং তচ্চ সপ্তধা। পাচনং দীপনং ক্ষুত্তৃট ব্যায়ামাতপমারুতাঃ॥

কপিত্থং কোলমল্লিকা কুষ্মাণ্ডক-নৃপোদিকা। খর্জ্জুরং দাড়িমং ধাত্রী কর্কটী নলদম্বু চ ॥

কদবেল, বদরী, তিন্তিড়ী, কুমড়া, পুঁইশাক, খেজুর, দাড়িম্ব, আমলকী, কাঁকুড় ও নিম এই সমস্ত তৃষ্ণারোগে হিতকর।

কোদ্রবাঃ শালয়ঃ পেয়া বিলেপী লাজশক্তবঃ। অম্লমণ্ডো ধন্বরসাঃ শর্করা রাগষাড়বৌ ॥

কোদ্রব, (ধান্যবিশেষ) শালিধান্য, পেয়া, বিলেপী, লাজশক্তু, অন্ন মণ্ড, ধন্বদেশোৎপন্ন পক্ষীপশ্বাদির মাংসের রস, শর্করা, রাগ ও ষাড়ব এই সমস্ত তৃষ্ণারোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

এলা জাতীফলং পথ্যা কুস্তুম্বুরু চ টঙ্গণং। ঘনসারো গন্ধসারঃ কৌমুদী শিশিরানিলঃ ॥

এলাইচ, জায়ফল, হরীতকী, ধনে, সোহাগা, কর্পূর, চন্দন, জ্যোৎস্না ও শীতল বায়ু এই সকল তৃষ্ণারোগে হিতকর।

জম্বীরং করমর্দ্দঞ্চ বীজপূরং গবাং পয়ঃ। মধুপুষ্পং হ্রীবেরং তিক্তানি মধুরাণি চ ॥

গোড়ালেবু, করঞ্জা, ছোলঙ্গ, গব্য দুগ্ধ, মউল পুষ্প, বালা, তিক্ত ও মধুর বস্তু এই সকল তৃষ্ণারোগে পথ্য।

ভৃষ্টৈর্মুদ্গৈর্মসূরৈর্ব্বা চণকৈর্ব্বা কৃতো রসঃ। রম্ভাপুষ্পং তৈলকূর্চ্চং দ্রাক্ষাপর্পটপল্লবাঃ ॥

ভৃষ্ট, মুগ, মসুর ও ছোলার যূষ, মোচা, তৈলকূর্চ্চ, দ্রাক্ষা, ক্ষেতপাপড়া ও তেজপাতা এই সমস্ত তৃষ্ণারোগে পথ্য।

বালতালাম্বু শীতাম্বু পয়ঃ পেটী প্রপানকং। মাক্ষিকং সরসাং তোয়ং শতাহ্বা নাগকেশরং ॥

কচি তালের শাঁস, শীতল বারি, নারিকেল, পানক, মধু, সরোবর সলিল, * শতমূলী ও নাগকেশর এই সমস্ত তৃষ্ণারোগে পথ্য।

অপথ্যানি।

স্নেহাঞ্জনস্বেদন-ধূমপান-ব্যায়ামনস্যা-তপদন্তকাষ্ঠং। গুর্ব্বন্নমম্লং লবণং কষায়ং কটুং স্ত্রিয়ং দুষ্টজলানি তীক্ষ্ণং। এতানি সর্ব্বাণি হিতাভিলাষী তৃষ্ণাতুরো নৈব ভজেৎ কদাচিৎ ॥

স্নেহ দ্রব্য, অঞ্জন, স্বেদ, ধূমপান, ব্যায়াম, নস্য, আতপ, দন্তধাবন, গুরু বস্তু, অম্ল বস্তু, লবণাক্ত বস্তু, কষায় বস্তু, কটুবস্তু, নারীপ্রসঙ্গ, দূষিত বারি ও তীক্ষ্ণ বস্তু এই সকল তৃষ্ণারোগে অহিতকর। তৃষ্ণারোগী এই সকল সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে।

অথ মূর্চ্ছাভ্রমচিকিৎসা।

মূর্চ্ছায়া নিদানং সংপ্রাপ্তিশ্চ।

ক্ষীণস্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহার-সেবিনঃ। বেগাঘাতাদভিঘাতাদ্ধীন-সত্বস্য বা পুনঃ। করণায়তনেষূগ্রা বাহ্যেষ্বাভ্যন্তরেষু চ। নিবিশন্তে যদা দোষাস্তদা মূর্চ্ছন্তি মানবাঃ। সংজ্ঞাবহাসু নাড়ীষু পিহিতাস্বনিলাদিভিঃ। তমোহভ্যুপৈতি সহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ। সুখ-দুঃখব্যপোহাচ্চ নরঃ পততি কাষ্ঠবৎ। মোহো মূর্চ্ছেতি তামাহুঃ ষড়্বিধা সা

---

* সরোবর পর্ব্বতাদি দ্বারা নদীজল রুদ্ধ হইয়া যে স্থলে অবস্থিত হয়, সেই স্থানকে সরোবর কহে। ভাব প্রকাশে এই বিষয়ে লিখিত আছে যথা—

"নদ্যাঃ শৈলাদিরুদ্ধায়া যত্র সংক্রম্যতিষ্ঠতি। তৎসরো জলসংচ্ছন্নং তদম্ভঃ সারসং স্মৃতং ॥

প্রকীর্ত্তিতা। বাতাদিভিঃ শোণিতেন মদ্যেন চ বিষেণ চ। ষট্স্বপ্যেতাসু পিত্তন্তু প্রভুত্বেনাবতিষ্ঠতে ॥

ক্ষীণ ব্যক্তি বিরুদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিলে, মূত্র-পুরীষের বেগ সম্বরণ করিলে, অথবা লগুড়াদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে বাতাদি দোষ তাহার নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে অথবা মনোবহ স্রোতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই সেই ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হয়, ইহাকেই মূর্চ্ছারোগ কহে। ইহার অপর নাম মোহ। মোহ ছয় প্রকার ;— বাতজনিত, পিত্তজনিত, শ্লৈষ্মিক, রক্তজনিত, সুরাপানজনিত ও বিষভক্ষণজনিত। যাবতীয় মূর্চ্ছাতেই পিত্তের প্রাধান্য বিদ্যমান।

তাসাং পূর্ব্বরূপং ।

হৃৎপীড়া জৃম্ভণং গ্লানিঃ সংজ্ঞাদৌর্ব্বল্যমেবচ। সর্ব্বাসাং পূর্ব্বরূপাণি যথাস্বঞ্চ বিভাবয়েৎ ॥

মূর্চ্ছারোগ জন্মিবার পূর্ব্বে হাই উঠা, দেহের জাড্য, গ্লানি, বক্ষঃস্থলের বেদনা, জ্ঞানের হ্রাস এই সকল চিহ্ন দেখা যায়।

বাতজমূর্চ্ছালক্ষণং ।

নীলম্বা যদি বা কৃষ্ণমাকাশমথ বারুণং। পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি শীঘ্রঞ্চ প্রতিবুধ্যতে। বেপথুশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ প্রপীড়া হৃদয়স্য চ। কার্শ্যং শ্যাবারুণা চ্ছায়া মূর্চ্ছায়ে বাতসম্ভবে ॥

যে ব্যক্তি বাতিক মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হয়, সে গগনমণ্ডল নীল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ দর্শন করে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, আবার অচিরেই সংজ্ঞালাভ করে। কখন কখন এই রোগে অঙ্গ বেদনা, বক্ষবেদনা, কম্পন এই সকল লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু এই সকল লক্ষণ হইলে রোগীর দেহ ক্ষীণ, শ্যামবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

পিত্তজমূর্চ্ছালক্ষণং ।

রক্তং হরিতবর্ণং বা বিয়ৎপীতমথাপি বা। পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি সস্বেদশ্চ প্রবুধ্যতে। সপিপাসঃ সসন্তাপো রক্তপীতারুণেক্ষণঃ। সংভিন্নবর্চ্চা পীতাভো মূর্চ্ছায়ে পিত্তসম্ভবে ॥

যে ব্যক্তি পৈত্তিক মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হয়, সে ব্যক্তি গগনমণ্ডল শোণিতবর্ণ অথবা পীতবর্ণ দর্শন করে এবং দেখিতে দেখিতে তাহার নেত্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আইসে, অমনি সে ভূতলে পতিত হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে ঘর্ম্ম হইয়া চেতনা লাভ করে। তৃষ্ণা, সন্তাপ, নেত্রের রক্ততা বা পীতবর্ণতা, কোষ্ঠপরিষ্কার এবং দেহের পীততা এই সকল এই মূর্চ্ছার লক্ষণ।

কফজমূর্চ্ছালক্ষণং ।

মেঘসঙ্কাশমাকাশমাবৃতং বা তমোঘনৈঃ। পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি চিরাচ্চ প্রতিবুধ্যতে। গুরুভিঃ প্রাবৃতৈরঙ্গৈর্যথৈবার্দ্রেণ চর্ম্মণা। সপ্রসেকঃ সহৃল্লাসো মূর্চ্ছায়ে কফসম্ভবে ॥

যে ব্যক্তি শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হয়, গগনমণ্ডল তাহার নিকট মেঘসদৃশ অথবা মেঘ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়, এবং দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই মূর্চ্ছায় বহু বিলম্বে চেতনালাভ হয়। এই রোগে রোগীর মুখ হইতে লালা বিনির্গত হয় এবং বিবমিষা জন্মে। আর রোগীর দেহ সিক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়।

ত্রিদোষজমূর্চ্ছালক্ষণং ।

সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাদপস্মার ইবাগতঃ। স জন্তুং পাতয়ত্যাশু বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ ॥

ত্রিদোষজ মূর্চ্ছায় উপরোক্ত ত্রিবিধ মূর্চ্ছারই লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে এবং অপস্মার রোগে যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহাতেও সেই লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু ফেনবমন, দন্তঘর্ষণ প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয় না।

রক্তজমূর্চ্ছাসংপ্রাপ্তিঃ ।

পৃথিব্যাপস্তমোরূপং রক্তগন্ধস্তদ-

স্বয়ঃ। তস্মাদ্রক্তস্য গন্ধেন মূর্চ্ছন্তি ভুবি মানবাঃ। দ্রব্যস্বভাব ইত্যেকে দৃষ্টা যদভিমুহ্যতি ॥

যে ব্যক্তির দেহে ভূমিগুণের আধিক্য আছে, শোণিতের গন্ধে সে মূর্চ্ছিত হয়, ইহার কারণ এই যে, পৃথিবী ও জল এই উভয়েতে তমোগুণ অধিক আছে, সুতরাং ভূমি ও জল হইতে উৎপন্ন রক্তেও তমোগুণ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, এই কারণেই শোণিতের গন্ধে ভূমিগুণাধিক ব্যক্তি মোহাভিভূত হইয়া থাকে, এই মূর্চ্ছাকেই রক্তজনিত মূর্চ্ছা কহে। দেহের অবসাদ, দর্শন শক্তির অল্পতা, ইহাই মূর্চ্ছার লক্ষণ।

বিষমদ্যজমূর্চ্ছালক্ষণং।

গুণাস্তীব্রতরত্বেন স্থিতাস্তু বিষমদ্যয়োঃ। তএব তস্মাত্তাভ্যাস্তু মোহৌ স্যাতাং যথেরিতৌ ॥

বিষের গুণ দশবিধ :—লঘু, রুক্ষ, আশু, বিষদ, ব্যবায়ী, তীক্ষ্ণ, বিকাশী, সূক্ষ্ম, উষ্ণ, অনির্দ্দেশ রস। এই গুণ তৈল প্রভৃতি দ্রব্যে থাকিলে ও ব্যস্তভাবে বিদ্যমান আছে, কিন্তু বিষ ও মদ্যে ভূরিপরিমাণে তীব্রতররূপে আছে বলিয়া বিষপানে ও মদ্যপানে মূর্চ্ছা উৎপন্ন হয়।

রক্তজাদি মূর্চ্ছাত্রয়স্য রূপাণি।

স্তব্ধাঙ্গদৃষ্টিস্ত্বসৃজা গূঢ়োচ্ছাসশ্চ মূর্চ্ছিতঃ। মদ্যেন বিলপন্ শেতে নষ্টবিভ্রান্তমানসঃ। গাত্রাণি বিক্ষিপন্ ভূমৌ জরাং যাবন্ন যাতি তৎ ॥ বেপথুস্বপ্নতৃষ্ণাঃ স্যুস্তমশ্চ বিষমূর্চ্ছিতে। বেদিতব্যং তীব্রতরং যথাস্বং বিষলক্ষণৈঃ ॥

রক্তজন্য মূর্চ্ছারোগে দেহের অবসাদ, দর্শনশক্তির হীনতা ও অতি মৃদুশ্বাস এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মদ্যজন্য মূর্চ্ছাতে অন্তঃকরণের শক্তি বিকৃত হয় আর রোগী ভ্রান্তচিত্ত হইয়া বিলাপ ও অঙ্গ সঞ্চালন করিতে করিতে ভূশায়ী হইয়া পড়ে। যাবৎ মদ্য জীর্ণ না হয়, তাবৎ অজ্ঞান থাকে। মদ্য জীর্ণ হইলেই চেতনা প্রাপ্ত হয়। বিষজনিত মূর্চ্ছারোগে কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও অন্ধকার দর্শন এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অধিকন্তু বিষের জাতিভেদে যে যে লক্ষণ নিরূপিত আছে, এই মূর্চ্ছাতেও সেই সেই লক্ষণ লক্ষিত হয়।

মূর্চ্ছাদীনাং ভেদকথনং।

মূর্চ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়া রজঃপিত্তানিলাদ্ভ্রমঃ। চক্রবদ্ভ্রমতো গাত্রং ভূমৌ পততি সর্ব্বদা। ভ্রমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো রজঃপিত্তানিলাত্মকঃ। তমোবাতকফাতন্দ্রা নিদ্রা শ্লেষ্মতমোভবা ॥

পিত্তের ও তমোগুণের প্রাবল্য হেতু মূর্চ্ছারোগ জন্মে। বাতপিত্ত ও রজোগুণের আধিক্য হেতু ভ্রমরোগের উৎপত্তি হয়। ভ্রমরোগে রোগী চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে ধরাতলে নিপতিত হইয়া থাকে। বাতশ্লেষ্ম ও তমোগুণের আধিক্য হেতু তন্দ্রা এবং কফ ও তমোগুণের আধিক্যবশতঃ নিদ্রারোগ উৎপন্ন হয়।

তন্দ্রালক্ষণং।

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসম্বিত্তির্গৌরবং জৃম্ভণং ক্লমঃ। নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ ॥

তন্দ্রারোগে রোগীর বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিলুপ্ত হয় আর নিদ্রিতের ন্যায় অলস হইয়া পড়ে।

সন্ন্যাসস্য মূর্চ্ছাদিভ্যো ভেদকথনং।

দোষেষু মদমূর্চ্ছায়া হৃতবেগেষু দেহিনাং। স্বয়মেবোপশাম্যন্তি সন্ন্যাসো নৌষধৈর্বিনা ॥

রক্তপিত্তাদির প্রাবল্যের হ্রাস হইলে মূর্চ্ছা স্বতঃ প্রশান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ঔষধ ব্যতীত সন্ন্যাস রোগের নিবৃত্তি হয় না।

সন্ন্যাসলক্ষণং।

বাগ্দেহমনসাং চেষ্টামাক্ষিপ্যাতিবলা মলাঃ। সন্ন্যস্যন্ত্যবলং জন্তুং প্রাণায়তনমাশ্রিতাঃ। স না সন্ন্যাসসন্ন্যস্তঃ

কাষ্ঠীভূতো মৃতোপমঃ। প্রাণৈর্ব্বিমুচ্যতে শীঘ্রং মুক্তা সদ্যঃফলাং ক্রিয়াং।

বাতপিত্তাদি প্রবল দোষ সকল প্রাণস্থল অধিকৃত করতঃ নেত্র কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের শক্তি নষ্ট করে, সুতরাং রোগী মৃতবৎ ভূতলে নিপতিত হয়। এই প্রকার অবস্থাতে হিতকর ঔষধ আশু প্রয়োগ না করিলে রোগী মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

অথ মূর্চ্ছাদীনামৌষধিকথনং।

সুধানিধিরসঃ।

কণামধুযুতং সূতং মূর্চ্ছায়ামনুশীলয়েৎ। শীতসেকাবগাহাদি সর্ব্বং বা শীতলং ভজেৎ। সুধানিধিরসো নাম মদমূর্চ্ছাবিনাশনঃ॥

মূর্চ্ছারোগে পিপ্পলীচূর্ণ ও রসসিন্দুর মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। এই রোগে শীতল জল সেক, শীতল জলে অবগাহন এবং অপরাপর শীতল বস্তু সেবন করিবে। ইহাকেই সুধানিধিরস কহে। এই ঔষধ মূর্চ্ছারোগ ধ্বংস করিয়া দেয়।

অথ মূর্চ্ছাদিরোগে পাচন-চিকিৎসা।

মহৌষধাদিঃ।

মহৌষধামৃতাক্ষুদ্রা পৌষ্করং গ্রন্থিকোদ্ভবং। পিবেৎ কণাযুতং ক্বাথং মূর্চ্ছায়েষু মদেষু চ॥

শুঁঠ, গুড়ূচী, কণ্টকারী, পুষ্করমূল ও পিপ্পলীমূল ইহাদিগের কাথ করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ সহ সেবন করিলে মূর্চ্ছা ও মদাত্যয় রোগ বিদূরিত হয়। ইহার নাম মহৌষধাদি পাচন।

দুরালভাদ্যঃ।

তাম্রং দুরালভাক্বাথৈঃ পীতস্তু ঘৃতসংযুতং। নিবারয়েৎ ভ্রমং শীঘ্রং দারুণমপি সত্বরং॥

দুরালভার কাথ ঘৃত ও মারিত তাম্র সহ সেবন করিলে ভ্রমরোগ বিনাশ পায়।

অথ মূর্চ্ছাদিরোগে মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা।

পিবেদ্দুরালভাক্বাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে॥

দুরালভার কাথ করিয়া ঘৃত সহ সেবন করিলে ভ্রমরোগ দূর হয়।

কোলমজ্জোষণোশীর কেশরং শীতবারিণা। পীতং মূর্চ্ছাং জয়েল্লীঢ়ং তৃষ্ণাং বা মধুসংযুতং॥

কুলের আঠীর শস্য, পিপ্পলী, বেণামূল, নাগকেশর এই সমস্ত একত্রে শীতল জল সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক সেবন করিবে। ইহা দ্বারা মূর্চ্ছারোগ বিনাশ পায়। ইহার সহিত মধু মিশাইয়া লেহন করিলে পিপাসা বিদূরিত হইয়া থাকে।

শতাবরী বলামূলদ্রাক্ষাসিদ্ধঃ পয়ঃ পিবেৎ॥ সশীতং ভ্রমনাশায় বীজং বাট্যালকস্য চ॥

শতমূলী, বেড়েলার শিকড়, দ্রাক্ষা এই সমস্ত দুগ্ধ সহ পাক করতঃ শীতল হইলে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা ভ্রমরোগ দূর হয়। ঐ প্রকারে বেড়েলার বীজ দুগ্ধ সহ পাক করিয়া সেবন করিলে ভ্রমরোগ নষ্ট হয়।

বাতিক মূর্চ্ছারোগ হইলে বায়ুনিবারক ঔষধ সেবন এবং বিষ্ণুতৈল গাত্রে লেপন করাইতে হয়, আর গাত্রে শীতল জল প্রদান করিবে।

পৈত্তিক মূর্চ্ছাতে গুড়ূচীতৈল গাত্রে মর্দ্দন করিবে অথবা গুলঞ্চের রস কিম্বা পলতার রস মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়। রক্তচন্দন ঘর্ষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলেও উপকার দর্শে।

পলতার রস সেবন দ্বারা পৈত্তিক মূর্চ্ছা বিদূরিত হয়।

শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছাতে সিদ্ধিপাতা ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ তাহা গাত্রে ঘর্ষণ করিবে।

দশমূলাদি তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছার বিশেষ উপকার দর্শে।

শঠী ভাজিয়া তাহার চূর্ণ গাত্রে ঘর্ষণ করিলে শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছা বিনাশ পায়।

হরিদ্রা ভাজিয়া তাহার চূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করিলে কফজন্য মূর্চ্ছায় বিশেষ উপকার দর্শে।

মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ সেবন করিলে মূর্চ্ছা-রোগ বিনাশ পায়।

উটের মূত্র দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে মূর্চ্ছারোগ বিনাশ পায়।

মধুর সহিত পিপ্পলীচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ তাহা লেহন করিলে মূর্চ্ছারোগে উপকার দর্শে।

অর্দ্ধ তোলা করিয়া শুণ্ঠী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, পিপুলমূল, কণ্টকারী, কুড়, নাগকেশর, কুচ, কুলের আঠীর শাঁস, বচ, সৈন্ধব ও মরিচ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া দুই সের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ বার ভাগ করিয়া বারবারে সেবন করিতে হয়। উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাই বিধি।

নাসারন্ধ্র দ্বারা কাগজের ধূম গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অথ মূর্চ্ছাদিরোগে পথ্যা-পথ্যবিধিঃ।

অত্যুচ্চশব্দোঽদ্ভুতদর্শনানি গীতানি বাদ্যান্যপি চোৎকটানি। শ্রমঃ স্মৃতিশ্চিন্তনমাত্মবোধো ধৈর্য্যঞ্চ মূর্চ্ছাবতি পথ্যবর্গঃ॥

অত্যন্ত গভীর শব্দ, অদ্ভুত দর্শন, উৎকট গান ও বাদ্য, স্মৃতি, চিন্তা, ব্রহ্মজ্ঞান ও ধীরতা এই সকল মূর্চ্ছারোগে পথ্য।

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলশ্চ। শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি ধারাগৃহং শীতমরীচিরোচিঃ॥

সেক, অবগাহন, মণি ও মাল্য ধারণ, শীতল প্রলেপ, ব্যজনানিল, শীতল অথচ সুগন্ধপূর্ণ পানীয়, ফোয়ারাগৃহ, জ্যোৎস্না এই সমস্ত মূর্চ্ছা-রোগে পথ্য।

মধূকপুষ্পাণি চ তণ্ডুলীয় উপোদিকান্যানি লঘূনি চাপি। প্রণীরনীরং সিতচন্দনানি কর্পূরনীরং হিমবালুকা চ॥

মউলপুষ্প, নটিয়াশাক, পুঁইশাক, লঘু বস্তু, উৎকৃষ্ট জল, শ্বেতচন্দন, কর্পূর মিশ্রিত বারি ও কর্পূর এই সকল মূর্চ্ছারোগে পথ্য।

ধূমোঽঞ্জনং নাবনমস্রমোক্ষো দাহশ্চ সূচীপরিতোদনানি। রোম্নাং কচানামপি কর্ষণানি নখান্তপীড়া দশনোপদংশঃ॥

ধূম, অঞ্জন, নস্য, শোণিত মোক্ষণ, দাহ, সূচী-বিদ্ধন, লোম ও কেশ আকর্ষণ নখের প্রান্তদেশ পীড়ন আর দশনাঘাত এই সকল মূর্চ্ছারোগে হিতকর।

ধন্বোদ্ভবা মাংসরসাশ্চ রাগাঃ সষাড়বা গব্যপয়ঃ সিতা চ। পুরাণ-কুষ্মাণ্ড-পটোলমোচ হরীতকী-দাড়িম-নারিকেলং॥

ধন্বদেশোদ্ভব মৃগপক্ষ্যাদির মাংসের রস, রাগ, ষাড়ব, গব্য দুগ্ধ, শর্করা, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, পটোল, মোচা, হরীতকী, দাড়িম্ব ও নারিকেল এই সকল মূর্চ্ছারোগে পথ্য।

ছায়া নভোম্ভঃ শতধৌতসর্পির্মৃদূনি তিক্তানি চ লাজমণ্ডঃ জীর্ণাযবা লোহিতশালয়শ্চ কৌম্ভং হবির্মুদ্গসতীনযূষাঃ॥

ছায়া, আকাশ বারি, শতধৌত ঘৃত, মৃদুবস্তু, তিক্ত বস্তু, লাজ মণ্ড, পুরাতন যব ও রক্তশালি, কৌম্ভ হবি, মুগের যূষ এবং বর্ত্তুলকলায়ের যূষ এই সকল মূর্চ্ছারোগে পথ্য।

নাসামুখদ্বারা মরুন্নিরোধো বিরেচনছর্দ্দনলঙ্ঘনানি। ক্রোধো ভয়ং দুঃখকরীচ শয্যা কথা বিচিত্রা চ মনোহরাণি॥

নাসারন্ধ্র ও মুখবিবর বন্ধ করতঃ বায়ুরোধ, বিরেচন, বমন, লঙ্ঘন, ক্রোধ, ভীতি, কষ্টপ্রদ

স্থানে শয়ন এবং নানারূপ প্রীতিকর বাক্য এই সকল মূর্চ্ছারোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অপথ্যবিধিঃ।

তাম্বুলং পত্রশাকানি দন্তঘর্ষণমাতপং। বিরুদ্ধান্যন্নপানানি ব্যবায়ং-স্বেদনং কটুং। তৃড়্‌নিদ্রয়োর্বেগরোধং তক্রং মূর্চ্ছাময়ী ত্যজেৎ॥

তাম্বুল, পত্রশাক, দশনধাবন, আতপ, বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, নারীসঙ্গ, স্বেদ, কটু দ্রব্য, পিপাসার বেগধারণ; নিদ্রার বেগধারণ, এবং তক্র এই সমস্ত মূর্চ্ছারোগে অপথ্য বলিয়া পরিগণিত।

অথ মদাত্যয়-পরমদপানা-জীর্ণবিভ্রমচিকিৎসা।

মদ্যস্য মদকারণত্বং।

যে বিষস্য গুণাঃ প্রোক্তাস্তেঽপি মদ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ। তেন মিথ্যোপচারেণ ভবত্যুগ্রো মদাত্যয়ঃ॥

বিষে যে সকল গুণ বিদ্যমান আছে, মদেতেও সেই সকল গুণ আছে; সুতরাং পরিমাণরূপে সুরাপান না করিলে ভীষণ মদাত্যয় রোগের উৎপত্তি হয়।

মদ্যগুণং।

কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতং। অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতং। প্রাণা প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্ত্যসূন্। বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নং॥

অন্নপানানি দ্বারা মনুষ্যের যেরূপ উপকার হয়, সুরাপান দ্বারাও তদ্রূপ উপকারিতালাভ হইয়া থাকে, কিন্তু পরিমিতরূপে ব্যবহৃত না হইলেই উৎকট রোগ জন্মে, অমৃত যেরূপ ফলপ্রদ, পরিমিতরূপে সেবন করিলে সুরাও তদ্রূপ হিতকর সন্দেহ নাই। বিষ প্রাণ বিনষ্ট করে ইহা লোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু সেই বিষ যথাসময়ে যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে জীবন প্রদান করে, অধিক পরিমাণে সেবন করিলেই জীবন নষ্ট হয়, সেইরূপ সুরাও পরিমিতরূপে ব্যবহৃত হইলে সুফল প্রদান করিয়া থাকে।

বিধিনোপযুক্তস্য ফলং।

বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরন্নৈর্যথা বলং। প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্যাদমৃতোপমং॥

ঋতুভেদ ও বায়ুভেদ বিবেচনা করিয়া পরিমিত মাত্রায় বিবিধ বৃক্ষাবলীবিরাজিত উদ্যানে উপবিষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে যে সকল দ্রব্য সুরার বিপরীত গুণবিশিষ্ট, তাহার সহিত সুরাপান করিলে মহৎ উপকার দর্শে।

বিধিবৎসেব্যমদ্যগুণং।

স্নিগ্ধৈস্তদন্নৈর্মাংসৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ সহ সেবিতং। ভবেদায়ুপ্রকর্ষায় বলায়োপচয়ায় চ। কাম্যতা মনসস্তুষ্টিস্তেজো বিক্রম এব চ। বিধিবৎ সেব্যমানে তু মদ্যে সন্নিহিতা গুণাঃ॥

মাংস ও স্নিগ্ধ দ্রব্যের সহিত মদ্যপান করিলে পরমায়ু ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, দেহ অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করে ও মন প্রফুল্ল হয়।

প্রথমমদলক্ষণং।

বুদ্ধিস্মৃতিপ্রীতিকরঃ সুখশ্চ পানান্ননিদ্রারতিবর্দ্ধনশ্চ। সংপাঠগীতস্বরবর্দ্ধনশ্চ প্রোক্তোঽতিরম্যঃ প্রথমো মদো হি॥

প্রথম মাত্রায় সুরাপান করিলে বুদ্ধি, স্মৃতি, তুষ্টি, নিদ্রা, ক্ষুধা ও রতিশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং অধ্যয়ন ও সঙ্গীতশক্তি জন্মে।

মধ্যমমদলক্ষণং।

অব্যক্তবুদ্ধিস্মৃতিবাগ্বিচেষ্টঃ সোন্মত্তলীলাকৃতিরপ্রশান্তঃ। আলস্য-নিদ্রাভিহতো মুহুশ্চ মধ্যেন মত্তঃ পুরুষো মদেন॥

দ্বিতীয়মাত্রায় মদ্যপান করিলে বুদ্ধি হ্রাস হয় স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, বাক্‌শক্তি থাকে না এবং উন্মত্তের ন্যায় অযথোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

তৃতীয়মদলক্ষণং ।

গচ্ছেদগম্যাং ন গুরূংশ্চ মন্যেৎ খাদেদভক্ষ্যাণি চ নষ্টসঙ্গঃ। ব্রূয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদি স্থিতানি মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ ॥

তৃতীয়মাত্রায় মদ্যপান করিলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, অগম্যাগমনে অভিলাষ হয়, অভক্ষ্য ভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে এবং গুপ্তকথাও প্রকাশিত করিয়া ফেলে, গুরুজনকে অবমাননা করে আর সেই মদ্যপায়ী আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

চতুর্থমদলক্ষণং ।

চতুর্থে তু মদে মূঢ়ো ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ। কার্য্যাকার্য্যবিভাগাজ্ঞো মৃতাদপ্যপরো মৃতঃ। কো মদং তাদৃশং গচ্ছেদুন্মাদমিব চাপরং। বহুদোষমিবামূঢ়ঃ কান্তারং স্ববশঃ কৃতী ॥

যে ব্যক্তি চতুর্থমাত্রায় মদ্যপান করে, সে নষ্টসংজ্ঞ হইয়া ধরাতলে নিপতিত থাকে, অতএব এরূপে মদ্যপান করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কোন্ বুদ্ধিমান্ উন্মাদরোগবৎ মদ্যকে অভিলাষ করে? কোন্ বিজ্ঞ পথিক শ্বাপদসঙ্কুল সুদূর কান্তার আশ্রয় করে, সুতরাং মদ্য সর্ব্বথা ত্যজ্য।

অবিধিমদ্যপানস্য বিকারান্তরহেতুকথনং ।

নির্ভক্তমেকান্তত এব মদ্যং নিষেব্যমানং মনুজেন নিত্যং। আপাদয়েৎ কষ্টতমান্ বিকারানাপাদয়েচ্চাপি শরীরভেদং ॥

মাংসাদি বা স্নিগ্ধ দ্রব্যের সহিত সুরা সেবন না করিলে প্রতিদিন একমাত্রা পান করিলেও ভীষণ রোগ উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে ক্রমে দেহ ক্ষীণ হইতে থাকে।

পানাত্যয়াদীনং নিদানাং ।

ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন শোকাভিতপ্তেন বুভুক্ষিতেন। ব্যায়ামভারাধ্বপরিক্ষতেন বেগাবরোধাভিহতেন চাপি। অত্যম্ল ভক্ষাবততোদরেণ সাজীর্ণভুক্তেন তথা বলেন। উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্যমানং করোতি মদ্যং বিবিধান্ বিকারান্। পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণমথাপি বা। পানবিভ্রমমুগ্রঞ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণং ॥

যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত, ভীত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, শোকার্ত্ত ও লগুড়াদি দ্বারা আহত হইয়া মদ্যপান করে, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত জলপান করিয়া তৎক্ষণাৎ সুরা সেবন করে অথবা যে ব্যক্তি ভোজনের তৎপরক্ষণেই মদ্যপান করে, যে ব্যক্তি রৌদ্রাদিতে সন্তপ্ত হইয়া অথবা যে ব্যক্তি দুর্ব্বলাবস্থাতে সুরাপান করে, তাহাকে পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পান বিভ্রম প্রভৃতি ভীষণ দেহনাশক রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। উহাদের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

বাতাদিভেদেন পানাত্যয়াদীনং লক্ষণং ।

হিক্কা-শ্বাস-শিরঃকম্প-পার্শ্বশূল-প্রজাগরৈঃ। বিদ্যাদ্বহুপ্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ং। তৃষ্ণাদাহজ্বরস্বেদমোহাতিসারবিভ্রমৈঃ। বিদ্যাদ্ধরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ং। ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাসতন্দ্রাস্তৈমিত্যগৌরবৈঃ। বিদ্যাচ্ছীতপরীতস্য কফপ্রায়ং মদাত্যয়ং। জ্ঞেয়স্ত্রিদোষজশ্চাপি সর্ব্বলিঙ্গৈর্মদাত্যয়ং ॥

প্রলাপ, অনিদ্রা, শ্বাস, হিক্কা, শিরঃকম্পন, পার্শ্ববেদনা এই সকল বাতজন্য মদাত্যয়ের লক্ষণ। তৃষ্ণা, গাত্রদাহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা ভ্রমি ও অতিসার এই সকল লক্ষণ পিত্তজনিত মদাত্যয়ে দৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি শ্লেষ্মজনিত মদাত্যয়ে আক্রান্ত হয়, সে বমি করে, কখন বা বমির ইচ্ছা হয়, কিন্তু বমি

হয় না এবং অরুচি, তন্দ্রা, দেহের গুরুত্ব ও সিক্ততা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ত্রিদোষজনিত মদাত্যয়ে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ মদাত্যয়েরই লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পরমদলক্ষণং ।

শ্লেষ্মোচ্ছ্রয়োঽঙ্গগুরুতা বিরসাস্যতা চ বিণ্মূত্রসক্তিরথ তন্দ্রিররোচকশ্চ। লিঙ্গং পরস্য চ মদস্য বদন্তি তজ্জ্ঞাস্তৃষ্ণারুজাশিরসি সন্ধিষু চাপি ভেদঃ ॥

পরমদ রোগে তৃষ্ণা, অরুচি, তন্দ্রা, শিরোবেদনা, মলমূত্র রোধ ও দেহের গুরুত্ব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগীর নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা ক্ষরিত হইয়া থাকে।

পানাজীর্ণলক্ষণং ।

আধ্মানমুগ্রমথ চোদ্গীরণং বিদাহঃ পানে জরাং সমুপগচ্ছতি লক্ষণানি ॥

আধ্মান, (উদরস্ফীতি) দেহ জ্বালা, উদ্গার, বমন এই সমস্ত পানাজীর্ণের লক্ষণ। এই রোগে বমনে মদ্যের অংশই অধিক থাকে।

পানবিভ্রমলক্ষণং ।

হৃদ্গাত্রতোদকফসংস্রবকণ্ঠধূম-মূর্চ্ছা-বমিজ্বরশিরোরুজনপ্রদাহাঃ। দ্বেষঃ সুরান্নবিকৃতেষ্বপি তেষু তেষু তং পানবিভ্রমমুশন্ত্যখিলেন ধীরাঃ ॥

শরীরে সূচী বিদ্ধনবৎ ব্যথা, বক্ষে ও শরীরে বেদনা, নাসা হইতে শ্লেষ্মাপতন, কণ্ঠ হইতে ধূমবৎ উদ্গীরণ, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, শিরোবেদনা ও দেহসন্তাপ, পানবিভ্রমরোগে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত মদ্যপানে অনিচ্ছা জন্মে, অধিক কি, সুরাসংযুক্ত অন্ন প্রভৃতিতেও দ্বেষ হয়।

তেষামসাধ্যলক্ষণং ।

হীনোত্তরৌষ্ঠমতিশীতমমন্দদাহং তৈলপ্রভাস্যমপি পানহতং ত্যজেত্তু। জিহ্বৌষ্ঠদন্তমসিতন্ত্বথবাপি নীলং পীতঞ্চ যস্য নয়নে রুধিরপ্রভে বা ॥

যে রোগীর অধর ঝুলিয়া পড়ে, দেহের বহির্দ্দেশে অতি শীত ও অভ্যন্তরে অত্যন্ত দাহ হয়, আর বদন তৈলাক্ত দৃষ্ট হয়, সেই রোগীর মদাত্যয় ও পরমদাদি রোগ চিকিৎসার অসাধ্য। যদি রসনা, ওষ্ঠ ও দশন কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ কিম্বা পীতবর্ণ হয়, নেত্র রক্তবর্ণ ধারণ করে, তাহা হইলে সেই রোগী পরিত্যজ্য। ইহার কারণ এই যে, সুরাপানবশতঃ রোগীর দেহে ধাতু সকল সংদুষ্ট ও বিনষ্ট হয়।

তেষামুপদ্রবকথনং ।

হিক্কাজ্বরৌ বমথুবেপথুপার্শ্বশূলাঃ কাসভ্রমাবপি চ পানহতং ভজন্তে ॥

হিক্কা, জ্বর, বমি, কম্প, পার্শ্বদেশে ব্যথা, কাস ও ভ্রম এই সমস্ত এই রোগের উপদ্রব বলিয়া পরিগণিত।

অথ মদাত্যয়াদীনামৌষধিকথনং ।

অষ্টাঙ্গলবণং ।

সৌবর্চ্চলমজাজ্যশ্চ বৃক্ষাম্লং সাম্লবেতসং। ত্বগেলা মরিচার্দ্ধাংশং শর্করামধুযোজিতং। হিতং লবণমষ্টাঙ্গমগ্নিসন্দীপনং পরং। মদাত্যয়ে কফপ্রায়ে দদ্যাৎ স্রোতোবিশোধনং ॥

সৌবর্চ্চল, জীরা, মহার্দ্রক, থৈকল, দারুচিনি, এলাচী ও মরিচ এই সকল বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া ইহাদিগের সহিত শর্করা ও মধু প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ মিশাইবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা শ্লেষ্মজন্য মদাত্যয় রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে অষ্টাঙ্গ লবণ কহে। এই ঔষধ সেবনে রোগ বিনষ্ট হইয়া অগ্নির সন্দীপন হয় এবং শারীরিক রক্তস্রোত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

অথ মদাত্যয়াদিরোগে পাচন-চিকিৎসা।

ধন্যাকাদিঃ।

ধন্যাক-যমানী-চব্য-হিঙ্গুকাথং পিবে—ন্নরঃ। শর্করামধুসংযুক্তং মদাত্যয়বিনাশনং ॥

ধনিয়া, যমানী, চৈ, হিঙ্গু এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া তাহার সহিত মধু ও শর্করা মিশ্রিত করতঃ পান করিলে মদাত্যয় রোগ বিনাশ পায়। ইহার নাম ধন্যাকাদি পাচন।

মহৌষধাদিঃ।

মহৌষধাক্ষুদ্রামৃতা পৌষ্করং গ্রন্থিকোদ্ভবং। পিবেৎ কণাযুতং কাথং মূর্চ্ছায়েষু গদেষুচ ॥

শুঁঠ, গুড়ূচী, কণ্টকারী, পুষ্করমূল ও পিপ্পলীমূল এই সমস্তের কাথ করিয়া তাহার সহিত পিপ্পলীচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে মদাত্যয় ও মূর্চ্ছা বিনাশ পায়। ইহার নাম মহৌষধাদি পাচন।

অথ মদাত্যয়াদিরোগে মুষ্টি-যোগ চিকিৎসা।

সচব্যহিঙ্গুরুচকং ধন্যাকং বিশ্বদীপ্যকং। চূর্ণং সসূতং মদ্যেন পীতং পানাত্যয়ং জয়েৎ ॥

চই, হিঙ্গুল, সৌবর্চ্চল, ধনিয়া, শুঠ, যমানী ও রসসিন্দুর এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। মদ্যের সহিত ইহা পান করিলে মদাত্যয় রোগ বিনাশ পায়।

ঘৃতং সশর্করং পীতং মদ্যপানে মদে চ বৈ ॥

শর্করা সহ ঘৃত সেবন করিলে মদ্যপানজন্য মত্ততা র হয়।

পথ্যাকাথেন সংসিদ্ধং ঘৃতং ধাত্রীরসেন বা। সর্পিঃ কল্যাণকঞ্চাপি মদমূর্চ্ছাহরং পিবেৎ ॥

হরীতকীর কাথ কিম্বা আমলকীর রসসহ ঘৃত পাক করতঃ সেবন করিলে কিম্বা কল্যাণ ঘৃত সেবন করিলে মদ ও মূর্চ্ছার উপশম হয়।

চব্যং সৌবর্চ্চলং হিঙ্গুপূরকং বিশ্বদীপকং। চূর্ণং মদ্যেন পাতব্যং পানাত্যয়রুজাপহং ॥

চৈ, সচল লবণ, হিঙ্গু, ছোলঙ্গ লেবুর ফলের ছাল, শুণ্ঠি ও যমানী এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সুরা সহ সেবন করিলে মদাত্যয় রোগ বিদূরিত হয়।

যদি ধুতুরা জন্য মত্ততা জন্মে, তাহা হইলে দুগ্ধ ও চিনি মিশাইয়া সেবন করিবে।

চৈ, চিতামূল, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল ও শুণ্ঠি এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মোট দুই তোলা করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, ঐ জলের সহিত সুরা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মদাত্যয় রোগ বিনাশ পায়।

অথ মদাত্যয়ে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

পথ্যবিধিঃ।

সংশোধনং সংশমনং স্বপনং লঙ্ঘনং শ্রমঃ। সম্বৎসরসমুৎপন্নাঃ শালয় ষষ্টিকা যবাঃ ॥

সংশোধন ঔষধ, সংশমন ঔষধ, নিদ্রা, উপবাস, শ্রম, সম্বৎসরজাত শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন এবং যব এই সমস্ত মদাত্যয়রোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

শীতাম্বু চন্দনং স্নানং সেব্যমেতন্মদাত্যয়ে ॥

শীতলবারি, চন্দন ও স্নান মদাত্যয়রোগে উপকারী।

বেশবারো বিচিত্রান্নং হৃদ্যং মদ্যং

পয়ঃ সিতা। তণ্ডুলীয়ং পটোলঞ্চ মাতুলুঙ্গং পরূষকং ॥

বেশবার, নানাপ্রকার হৃদ্য অন্ন, মদ্য, দুগ্ধ, শর্করা, নটিয়াশাক, পটোল, ছোলঙ্গ লেবু ও পরূষ ফল এই সমস্ত মদাত্যয় রোগে হিতকর।

ধারাগৃহং চন্দ্রপাদা মণয়ো মিত্রসঙ্গমঃ। ক্ষৌমাম্বরং প্রিয়াশ্লেষো গীতং বাদিত্রমুদ্ধতং ॥

ধারাঘর, জ্যোৎস্না, মণিধারণ, সুহৃদ্ সমাগম, রেশমীয় বস্ত্র, প্রিয়াসহ আলিঙ্গন, তীব্র গীতবাদ্য এই সকল মদাত্যয় রোগে পথ্য।

মুদগা মাষাশ্চ গোধূমাঃ সতীনা রাগষাড়বৌ। এণতিত্তিরিলাবাজ দক্ষবর্হিশশামিষং ॥

মুগ, মাষকলায়, গম, বর্ত্তুল কলায়, রাগ, ষাড়ব, এণ, তিত্তিরি, লাব, অজ, কুক্কুট, ময়ুর ও শশকের মাংস এই সমস্ত মদাত্যয় রোগে হিতকর।

খর্জ্জুরং দাড়িমং ধাত্রী নারিকেলঞ্চ গোস্তনা। সর্পিঃ পুরাণং কর্পূরং প্রনীরং শিশিরানিলঃ ॥

খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, আমলকী, নারিকেল, দ্রাক্ষা, পুরাতন ঘি, কর্পূর, উত্তম জল এবং শীতল বায়ু এই সমস্ত মদাত্যয় রোগে পথ্য।

অপথ্যবিধিঃ।

স্বেদোঽঞ্জনং ধূমপানং নাবনং দন্তঘর্ষণং। তাম্বূলঞ্চেত্যপথ্যং স্যান্মদাত্যয়বিকারিণাং ॥

স্বেদ, অঞ্জন, ধূমপান, নস্য, দশনধাবন, তাম্বূল এই সকল মদাত্যয় রোগে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অথ দাহচিকিৎসা।

মদ্যজদাহ লক্ষণং।

ত্বচং প্রাপ্তঃ স পানোষ্মা পিত্তরক্তাভিমূর্চ্ছিতঃ। দাহং প্রকুরুতে ঘোরং পিত্তবত্তত্র ভোজনং ॥

মদ্যপান বশতঃ কুপিত পিত্তের উষ্ণতা পিত্ত ও শোণিত দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চর্ম্মে গমন করে, এই হেতু যে দাহ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই মদ্যজ দাহ বলা যায়।

রক্তজদাহ লক্ষণং।

কৃৎস্নদেহানুগং রক্তমুদ্রিক্তং দহতি ধ্রুবং। স উষ্যতে তৃষ্যতে বা তাম্রাভাস্তাম্রলোচনঃ। লোহগন্ধাঙ্গবদনো বহ্নিনেবাবকীর্য্যতে ॥

শরীরস্থিত শোণিত দূষিত হইয়া রক্তজ দাহ জন্মায়। এই দাহ জন্মিলে রোগী সন্নিহিত অগ্নিতাপে সন্তপ্তবৎ হয় এবং পিপাসার্ত্ত ও রক্তনেত্র হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রোগীর দেহে ও বদনে লৌহগন্ধ অনুভূত হয়। কখন কখন রোগী এ প্রকার দাহবিশিষ্ট হয় যে, যেন তদীয় অঙ্গে বহ্নিরাশি ঢালিয়া দিতেছে।

পিত্তজদাহ লক্ষণং।

পিত্তজ্বর সমঃ পিত্তাৎ স চাপ্যস্যে বিধিঃ স্মৃতঃ ॥

পিত্তজন্য দাহরোগের উৎপত্তি হইলে পিত্তজ্বরের অনুরূপ চিকিৎসা করিতে হয়।

তৃষ্ণানিরোধজদাহ লক্ষণং

তৃষ্ণানিরোধাদব্ধাতৌ ক্ষীণে তেজঃ সমুদ্ধতং। স বাহ্যাভ্যন্তরং দেহং প্রদহেন্মন্দচেতসঃ। সংশুষ্কগলতাল্বোষ্ঠো জিহ্বাং নিষ্কৃষ্য চেপতে ॥

তৃষ্ণাকালে জলপান না করিলে দেহস্থ জলীয় ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই কারণে দেহস্থ তেজ দেহের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে দাহের উৎপাদন করে। এই রোগে গলদেশ, তালু ও ওষ্ঠ শুষ্ক হয় আর রোগী রসনা বহির্গত করিয়া কম্পিত হইতে থাকে।

রক্তপূর্ণকোষ্ঠজদাহ লক্ষণং

অসৃজঃ পূর্ণকোষ্ঠস্য দাহোঽন্যঃ স্যাৎ সুদুস্তরঃ ॥

অস্ত্র প্রভৃতির আঘাত দ্বারা একত্রীভূত শোণিত দ্বারা যদি কোষ্ঠ পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে ভীষণ দাহরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারই নাম রক্তজ দাহ।

ধাতুক্ষয়জদাহ লক্ষণং।

ধাতুক্ষয়োক্তো যো দাহস্তেন মূর্চ্ছা-তৃড়র্দ্দিতঃ। ক্ষামস্বরঃ ক্রিয়াহীনঃ স সীদেদ্ভৃশপীড়িতঃ॥

রস প্রভৃতি ধাতুক্ষয় হেতু দাহ রোগের উৎপত্তি হইলে মূর্চ্ছা, পিপাসা ও স্বরের ক্ষীণতা জন্মে। এই রোগে চিকিৎসা না করিলে রোগীকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়।

মর্ম্মাভিঘাতজদাহ লক্ষণং।

মর্ম্মাভিঘাতজোঽপ্যস্তি সোঽসাধ্যঃ সপ্তমো মতঃ। সর্ব্ব এব চ বর্জ্জ্যাঃ স্যুঃ শীতগাত্রেষু দেহিনঃ॥

দেহের মর্ম্মস্থলে আঘাত লাগিলে যে দাহ সমুৎপন্ন হয়, তাহাকেই মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ কহে। এই রোগ অসাধ্য। যে রোগে শরীরের বহির্ভাগে শীতলতা ও অভ্যন্তরে দাহ জন্মে, তাহা চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না।

অথ দাহরোগস্যৌষধিকথনং।

দাহান্তকোরসঃ।

সূতাৎ পঞ্চার্কতশ্চৈকং কৃত্বা পিণ্ডং সুশোভনং। জম্বীরস্বরসৈর্ম্মর্দ্দ্যং সূত-তুল্যঞ্চ গন্ধকং। নাগবল্লীদলৈঃ পিষ্ট্বা তাম্রপাত্রীং প্রলেপয়েৎ। প্রপুটেদ্ ভূধরে যন্ত্রে যাবদ্ভস্মত্বমাপ্নুয়াৎ। দ্বিগুঞ্জ-মার্দ্রকদ্রাবৈস্ত্র্যূষণেন চ যোজয়েৎ। নিহন্তি দাহসন্তাপং মূর্চ্ছাং পিত্তসমুদ্ভবাং॥

পাঁচভাগ পারদ, একভাগ তাম্র এই দুই দ্রব্য জাম্বীরের রসে পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। পরে ইহার সহিত পাঁচভাগ গন্ধক মিশাইবে। অনন্তর পানের রসে ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা তাম্রপাত্র লেপন করিবে। তৎপরে ভূধরযন্ত্রে করিয়া ভস্ম করিতে হয়। দুই রতি পরিমাণে এই ঔষধ আদার রস ও ত্রিকটুচূর্ণের সহিত সেবন করিলে দাহজনিত সন্তাপ ও পিত্তজন্য মূর্চ্ছা বিনাশ পায়।

কুশাদ্যং তৈলং ঘৃতঞ্চ।

কুশাদি শালপর্ণীভির্জ্জীবকাদ্যেন সাধিতং। তৈলং ঘৃতং বা দাহঘ্নং বাত-পিত্তবিনাশনং॥

কুশ, শালপানি, চাকুলিয়া, ব্যাকুড়, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর এই সমস্তের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া জীবক, ঋষবক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এই সমস্ত কল্ক করতঃ তৈল অথবা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিবে। ইহ দ্বারা দাহ ও বাত-পিত্ত বিদূরিত হয়।

অথ দাহরোগে পাচনচিকিৎসা।

ধান্যাকক্কাথঃ।

প্রাতঃ শর্করয়োপেতঃ ক্বাথো ধান্যাকসম্ভবঃ। জয়েত্তৃষ্ণাং তথা দাহং ভবেৎ স্রোতোবিশোধনং॥

ধনিয়ার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দাহ ও পিপাসা বিনাশ পায়। ইহা দ্বারা স্রোতঃশোধন হইয়া থাকে।

পর্পটাদিঃ।

পর্পটঃ সঘনোশীরঃ ক্বথিত শর্করা-ন্বিতঃ। শীতপানং নিহন্ত্যাশু দাহং পিত্তজ্বরং নৃণাং॥

ক্ষেতপাপড়া, মুথা ও বেণামূল ইহাদিগের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে সেবন করিবে। ইহার নাম পর্পটাদি পাচন। ইহা দ্বারা দাহ ও পৈত্তিক জ্বর দূর হয়।

ত্রিফলাদ্যঃ।

ত্রিফলারগ্বধক্বাথঃ শর্করাক্ষৌদ্র-

সংযুক্তঃ। দাহরক্তপিত্তহরঃ পিত্তশূল-নিবারণঃ ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও শোঁদাল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তশূল দূর হয়। ইহার নাম ত্রিফলাদ্য পাচন।

অথ দাহরোগে মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা।

লামজ্জেনাথ শুক্তেন চন্দনেনানু-লেপয়েৎ ॥

বেণামূল, শুক্ত, * ও রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া শরীরে লেপন করিলে দাহ দূর হয়।

ব্যুষিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃপীতং সশর্করং পুংসাং। অন্তর্দ্দাহং সময়ত্য-চিরাদ্দ রপ্ররূঢ়মপি ॥

ধনিয়ার জল বাসি করিয়া তৎসহ শর্করা মিশাইয়া সেবন করিলে দারুণ অন্তর্দ্দাহ দূর হয়।

ধনিয়ার চাউল বাটিয়া তাহা চিনির পানার সহিত মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে দাহ বিনষ্ট হয়।

চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বালা ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া একটী বৃহৎ মৃত্তিকার বা কাষ্ঠের স্নানপাত্রে অর্থাৎ টবে ফেলিয়া তাহাতে জলপূর্ণ করতঃ সেই জল মধ্যে বসিয়া স্নান করিলে দাহরোগ বিনাশ পায়।

একটী রাঙ্গা নারিকেলের মুখ কাটিয়া তাহার মধ্যে ইক্ষু গুড় পূর্ণ করতঃ ক্ষণকাল স্থাপন করিবে। পরে তাহা সেবন করিলে দাহরোগ বিনাশ পায়।

একখানি বস্ত্রে কাঞ্জি মাখাইয়া সেই বস্ত্রখানি পাত্রে আচ্ছাদন করিলে দাহরোগ বিনাশ পায়।

দধি ও বেণার শিকড় একত্র বাটিয়া লেপ প্রদান করিলে দাহ বিদূরিত হইয়া থাকে।

নাভির উপর একখানি কাঁসার পাত্র রাখিয়া ঊর্দ্ধ হইতে তাহার উপর শীতল জলধারা নিক্ষেপ করিলে দাহরোগ প্রশান্ত হয়।

ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দাহরোগ দূর হয়।

গুলঞ্চের ক্বাথ মধুসহ সেবন করিলে এইরোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

মুগের দাইল ভিজাইয়া তাহা বাতাসার সহিত মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে দাহরোগ প্রশান্ত হয়।

অথ দাহরোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

পথ্যবিধিঃ।

শালয়ঃ ষষ্টিকা মুদ্গা মসূরাশ্চণকা যবাঃ। ধন্বমাংসরসা লাজমণ্ডস্তৎশক্তবঃ সিতা ॥

শালি তণ্ডুলের অন্ন, ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলা, যব, ধন্বদেশোৎপন্ন পশুপক্ষ্যাদির মাংসের যূষ, লাজমণ্ড, লাজ ছাতু ও শর্করা এই সমস্ত দাহরোগে পথ্য।

ধারাগৃহং প্রিয়াস্পর্শঃ প্রনীরং হিম-বালুকা। সুধাংশুরশ্ময়ঃ স্নানং মণয়ো মধুরোরসঃ ॥

ফোয়ারার ঘর, নারীসহ স্পর্শ, উত্তম জল, কর্পূর, চন্দ্রকিরণ, স্নান, মণিধারণ এবং মধুর রস পূর্ণ বস্তু এই রোগে উপকারী।

পটোলং পর্পটং দ্রাক্ষা ধাত্রীফল পরূষকং। বিম্বী তুম্বী পয়ঃ পেটী খর্জ্জূরং ধান্যকং মিষিঃ।

পটোল, ক্ষেতপাপড়া, দ্রাক্ষা, আমলকী, পরুষ ফল, বিম্বী, তুম্বী, নারিকেল, খর্জ্জূর, ধনে ও মউরী এই সমস্ত দাহরোগে পথ্য।

কথা বিচিত্রা গীতানি শিশিরো মঞ্জুভাষিণঃ। উশীরচন্দনালেপঃ শীতাম্বু শিশিরানিলঃ ॥

নানারূপ মনোরম বাক্য, গীত, শীতল দ্রব্য মধুরকণ্ঠ জীবের স্বর, বেণার শিকড় বাটিয়া তদ্দ্বারা

* শুক্ত—কাঞ্জি বিশেষ।

লেপ প্রদান, চন্দনলেপ, শীতল সলিল ও বায়ু এই সমস্ত দাহরোগে উপকারী।

শতধৌতঘৃতং দুগ্ধং নবনীতং পয়োভবং। কুষ্মাণ্ডং কর্কটী মোচং পনসং স্বাদুদাড়িমং ॥

শতধৌত ঘি, দুগ্ধ, দুগ্ধজনিত মাখন, কুমড়া, কাঁকুড়, মোচা, কাঁঠাল এবং মিষ্ট ডালিম এই সমস্ত দাহরোগে উপকারী।

শীতা প্রদেহা ভূবেশ্ম সেকোঽভ্যঙ্গোঽবগাহনং। পদ্মোৎপলদলক্ষৌম শয্যা শীতলকাননং ॥

শীতল প্রলেপ, একতালা বাটী, পরিসেচন, তৈলাদি মর্দ্দন, অবগাহন, পদ্মপাতার শয্যা, উৎপলপাতার শয্যা, রেশমীবস্ত্র নির্ম্মিত শয্যা এবং শীতল কানন এই সমস্ত পথ্য।

বালতালং পিয়ালঞ্চ শৃঙ্গাটককসেরুকং। মধুকপুষ্পং হ্রীবেরং পথ্যাতিক্তানি সর্ব্বশঃ ॥

কচি তালের শাঁস, পিয়াল ফল, পাণিফল, কেশুর, মউলফল, বালা, হরীতকী এবং তিক্ত দ্রব্য এই সকল দাহরোগে হিতকর।

পুরো যানি বিধেয়ানি পিত্তহারীণি তানি চ। ইতি দাহবতাং নৃণাং পথ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥

মদাত্যয়রোগে যেরূপ পথ্যাপথ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আর পিত্তাপহারী দ্রব্যসকল এই রোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অপথ্যানি।

বিরুদ্ধান্নপানানি ক্রোধং বেগবিধারণং। গজাশ্বযানমধ্বানং ক্ষারং পিত্তকরাণি চ ॥

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, রোষ, মূত্র পুরীষাদির বেগ ধারণ, অশ্ব গজাদি আরোহণ, পথ ভ্রমণ, ক্ষারবস্তু ও পিত্তকর বস্তু এই সমস্ত দাহরোগে অনিষ্টকর

ব্যায়ামমাতপং তক্রং তাম্বূলং মধুরামঠং। ব্যবায়কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং দাহবান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

ব্যায়াম, রৌদ্র, তক্র, পান, মধু, হিঙ্গু, নারীসঙ্গ, কটুপদার্থ, তীক্ষ্ণপদার্থ, উষ্ণ পদার্থ এই সমস্ত দাহরোগে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; সুতরাং এই সকল সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

অথ উন্মাদভূতোন্মাদ-চিকিৎসা।

উন্মাদনিরুক্তিঃ।

মদয়ন্ত্যুদ্গতা দোষা যস্মাদুন্মার্গমাগতাঃ। মানসোঽয়মতো ব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥

বর্দ্ধিত কুপথগামী বাতাদি দোষ সমূহ জ্ঞানবাহী নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইয়া চিত্তের বিভ্রম জন্মায়, এই জন্যই উহাকে আয়ুর্ব্বেদবিশারদগণ উন্মাদরোগ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

উন্মাদস্য ভেদকথনং।

একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যর্থমূর্চ্ছিতৈঃ। মানসেন চ দুঃখেন সচ পঞ্চবিধো মতঃ। বিষাদ্ভবতি ষষ্ঠশ্চ যথাস্বং তত্র ভেষজং। স চাপ্রবৃদ্ধস্তরুণো মদসংজ্ঞাং বিভর্ত্তি চ ॥

অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত এক একটী দোষ দ্বারা অথবা যাবতীয় দোষ দ্বারা, মানসিক দুঃখ দ্বারা, আর বিষ দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হইয়া এই রোগ ষড়্‌বিধ হয়। অর্থাৎ উন্মাদ রোগ ছয় প্রকার;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ত্রিদোষজ, শোকজ ও বিষজ। উন্মাদ রোগের তরুণাবস্থাকেই মদরোগ কহে।

তস্য সামান্যহেতুকথনং।

বিরুদ্ধদুষ্টাশুচিভোজনানি প্রধর্ষণং দেবগুরুদ্বিজানাং। উন্মাদহেতুর্ভয়হর্ষপূর্ব্বো মনোঽভিঘাতো বিষমাশ্চ চেষ্টাঃ ॥

সংযোগবিরুদ্ধ বস্তু, বিষ মিশ্রিতাদি দুষ্ট বস্তু ও অপবিত্র দ্রব্য আহার করিলে, গুরু দেবতাদির অবমাননা করিলে, ভয় বা হর্ষাধিক্য হেতু চিত্তের ব্যাকুলতা ঘটিলে এবং বলিষ্ঠের সহিত সংগ্রাম করিলে উন্মাদ রোগ জন্মে।

তস্য সংপ্রাপ্তিঃ।

তৈরল্পসত্ত্বস্য মলাঃ প্রদুষ্টা বুদ্ধের্নিবাসং হৃদয়ং প্রদুষ্য। স্রোতাংস্যধিষ্ঠায় মনোবহানি প্রমোহয়ন্ত্যাশু নরস্য চেতঃ॥

পূর্ব্বকথিত হেতুতে দুষ্ট বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা স্বল্পসত্ত্বগুণশালী বুদ্ধিস্থল ও হৃদয়কে দূষিত করতঃ মনোবাহী স্রোতে প্রবিষ্ট হয়, সেই হেতু যে চিত্তের বিকার জন্মে, সেই বিকার হইতে উন্মাদ রোগ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

তস্য সামান্যলক্ষণং।

ধীবিভ্রমঃ সত্ত্বপরিপ্লবশ্চ পর্য্যাকুলা দৃষ্টিরধীরতা চ। অবদ্ধবাক্ত্বং হৃদয়ঞ্চ শূন্যং সামান্যমুন্মাদগদস্য লিঙ্গং॥

ভ্রম, মনের চাঞ্চল্য, কাতরত্ব, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন, শূন্যহৃদয়তা, বৃথা বাক্য প্রয়োগ এই সমস্তই উন্মাদরোগের সামান্য লক্ষণ।

বাতিকোন্মাদস্য নিদানপূর্ব্বিকা সংপ্রাপ্তিঃ লক্ষণঞ্চ।

রুক্ষাল্পশীতান্নবিরেকধাতুক্ষয়োপবা—সৈরনিলোঽতিবৃদ্ধঃ। চিন্তাদিদুষ্টং হৃদয়ং প্রদুষ্য বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহন্তি শীঘ্রং। অস্থানহাস্যস্মিতনৃত্যগীতবাগঙ্গবিক্ষেপণ রোদনানি। পারুষ্যকার্শ্যারুণবর্ণতা চ জীর্ণে বলঞ্চানিলজস্য রূপং॥

রুক্ষ, শীতল অল্প পরিমিত দ্রব্য আহার, বিরেচন, ধাতুক্ষয় ও অনাহার এই সকল কারণে বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চিন্তাদি দ্বারা কাতর মনকে দূষিত করে এবং বুদ্ধিশক্তি ও স্মৃতিশক্তিকে আশু ধ্বংস করিয়া দেয়, সুতরাং উন্মাদরোগের উৎপত্তি হয়। ইহাকেই বাতিক উন্মাদ কহে; নৃত্য গীত, অধিক বাক্য প্রয়োগ, অঙ্গ বিক্ষেপ, রোদন, দেহের কর্কশতা, কার্শ্য, রক্তবর্ণত্ব এবং ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হইলে রোগের বৃদ্ধি এই সমস্ত বাতিক উন্মাদের লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত এই রোগে হাস্যের কোন কারণ না থাকিলেও রোগী নিরন্তর মৃদু মৃদু হাস্য করে।

পৈত্তিকোন্মাদস্য নিদানপূর্ব্বিকা সংপ্রাপ্তিলক্ষণঞ্চ।

অজীর্ণকট্বম্লবিদাহ্যশীতৈর্ভোজ্যৈশ্চিতং পিত্তমুদীর্ণবেগং। উন্মাদমত্যুগ্রমনাত্মকস্য হৃদি স্থিতং পূর্ব্ববদাশু কুর্য্যাৎ। অমর্ষসংরম্ভবিনগ্নভাবাঃ সন্তর্জ্জনাতিদ্রবণৌষ্ণ্যরোষাঃ। প্রচ্ছায়শীতান্নজলাভিলাষাঃ পীতা চ ভা পিত্তকৃতস্য লিঙ্গং॥

অজীর্ণকর বস্তু, কটুবস্তু, অম্লবস্তু, বিদাহী বস্তু এবং উষ্ণবস্তু এই সমস্ত আহার করিলে পিত্ত কুপিত হইয়া অজ্ঞ লোকের মনোবহা নাড়ীতে প্রবিষ্ট হয় এবং অন্তঃকরণকে দূষিত করিয়া যে উন্মাদরোগের উৎপত্তি করে, তাহাকেই পৈত্তিক উন্মাদ কহে। অসহিষ্ণুতা, প্রহারাদির উদ্যোগ, উলঙ্গভাব, ভীতি প্রদর্শন, পলায়ন, দেহের উষ্ণতা ও রোষ এই সমস্ত লক্ষণ এই রোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগে ছায়া, শীতল দ্রব্য, অন্ন ও জল সেবনে রোগীর বাসনা হয়।

শ্লৈষ্মিকোন্মাদস্য নিদানপূর্ব্বকসংপ্রাপ্তিলক্ষণঞ্চ।

সংপূরণৈর্মন্দবিচেষ্টিতস্য সোষ্মা কফো মর্ম্মণি সংপ্রদুষ্টঃ। বুদ্ধিং স্মৃতিঞ্চাপ্যুপহত্য চিত্তং প্রমোহয়ন্ সংজনয়েদ্বিকারান্। বাক্চেষ্টিতং মন্দমরোচকশ্চ নারীবিবিক্তপ্রিয়তা চ নিদ্রা। ছর্দ্দিশ্চ লালা চ বলঞ্চ ভুঙ্ক্তে নখাদিশৌক্ল্যঞ্চ কফাত্মকে স্যাৎ॥

যে ব্যক্তি পরিশ্রম না করে, সে যদি শ্লেষ্মাকর দ্রব্য আহার করে, তাহা হইলে সেই কফ দূষিত হইয়া পিত্তের সহিত একত্রিত হয়। পরে সেই

পিত্তমিশ্রিত কফ মর্ম্মস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধিশক্তি ও স্মৃতিশক্তির লোপ করিয়া দেয় এবং মনকে বিকৃত করতঃ উন্মাদরোগ জন্মাইয়া থাকে। ইহাকেই শ্লৈষ্মিক উন্মাদ কহে। এই রোগে রোগী অনুচিত কার্য্য ও অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করে আর জনশূন্য স্থান ও স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসে। এতদ্ব্যতীত নিদ্রা, বমি, লালাস্রাব এবং ভুক্ত বস্তু জীর্ণ হইলে রোগের বৃদ্ধি এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ত্রিদোষজোন্মাদস্য নিদানপূর্ব্বকলক্ষণং।

যঃ সন্নিপাতপ্রভবোঽতিঘোরঃ সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ স চ হেতুভিঃ স্যাৎ। সর্ব্বাণি রূপাণি বিভর্ত্তি তাদৃগ্বিরুদ্ধভৈষজ্যবিধির্বিবর্জ্জ্যঃ॥

পূর্ব্বকথিত বাতাদি ত্রিবিধ কারণে উন্মাদরোগ জন্মিলেই তাহাকে সান্নিপাতিক উন্মাদ কহে। এই রোগে উক্ত ত্রিবিধ উন্মাদের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

শোকাদিজোন্মাদলক্ষণং।

চৌরৈর্নরেন্দ্রপুরুষৈররিভিস্তথান্যৈ— র্বিত্রাসিতস্য ধনবান্ধবসংক্ষয়াদ্বা। গাঢ়ং ক্ষতে মনসি চ প্রিয়য়া রিরংসোর্জায়েত চোৎকটতরো মনসো বিকারঃ। চিত্রং ব্রবীতি চ মনোঽনুগতং বিসংজ্ঞো গায়ত্যয়ং হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়॥

তস্কর, রাজপুরুষ, শত্রু বা অপর কোন লোক দ্বারা ভীতিপ্রাপ্ত কিম্বা অর্থ ও বন্ধু বিয়োগে শোকাতুর বা বাঞ্ছিত রমণীর সহিত রমণাভিলাষী হইলে যদি তাহাকে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই হেতু ক্ষুণ্ণমনা ব্যক্তি গাঢ়তর রূপে আহত হইলে উন্মাদরোগে অভিভূত হইয়া থাকে। ইহাকেই শোকজ উন্মাদ কহে। এই রোগে বুদ্ধি বিলোপ পায় এবং রোগীর মনে যাহা উদয় হয়, তাহাই প্রকাশ করে। এই রোগে রোগী কখন গান, কখন রোদন এবং কখন বা হাস্য করিয়া থাকে।

বিষজোন্মাদলক্ষণং।

রক্তেক্ষণো হতবলেন্দ্রিয়ভাঃ সুদীনঃ শ্যাবাননো বিষকৃতেঽথ ভবেদ্বিসংজ্ঞঃ॥

বিষজ উন্মাদরোগ জন্মিলে নেত্র লোহিতবর্ণ, বলের হ্রাস, ইন্দ্রিয় শক্তির লোপ ও মুখ শ্যামবর্ণ হয় এবং রোগী হতজ্ঞান ও কাতর হইয়া থাকে।

তেষামসাধ্যলক্ষণং।

অবাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখো বা ক্ষীণমাংসবলো নরঃ। জাগরূকো হ্যসন্দেহমুন্মাদেন বিনশ্যতি॥

যে উন্মাদরোগী নিরন্তর ঊর্দ্ধমুখে বা অধোমুখে অবস্থান করে আর যে কৃশ, বলহীন ও নিদ্রাশূন্য হয়। তাহাকে আশু শমনগৃহে গমন করিতে হয়।

ভূতোন্মাদসামান্যলক্ষণং।

অমর্ত্ত্যবাগ্বিক্রমবীর্য্যচেষ্টো জ্ঞানাদিবিজ্ঞানবলাদিভির্যঃ। উন্মাদকালোঽনিয়তশ্চ যস্য ভূতোত্থমুন্মাদমুদাহরেত্তং॥

ভূতজনিত উন্মাদরোগ জন্মিলে রোগী অনুচিত বাক্য ও অন্যায় কার্য্যের উদ্‌যোগ করে এবং তাহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়।

দেবজুষ্টস্য লক্ষণং।

সন্তুষ্টঃ শুচিরতিদিব্যমাল্যগন্ধো নিস্তন্দ্রীরবিতথসংস্কৃতপ্রভাষী। তেজস্বী স্থিরনয়নো বরপ্রদাতা ব্রহ্মণ্যো ভবতি নরঃ স দেবজুষ্টঃ॥

দেবগ্রহজনিত উন্মাদরোগ জন্মিলে রোগী প্রফুল্লচিত্ত, পবিত্র পারিজাতাদি স্বর্গকুসুমের গন্ধপূর্ণ ও তন্দ্রারহিত হইয়া সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে। এই রোগে রোগী তেজীয়ান্, স্থিরনেত্র ও বিপ্রোপাসে অনুরক্ত হয় আর সকলকে বর প্রদান করিয়া থাকে।

দেবশত্রুজুষ্টস্য লক্ষণং।

সংস্বেদী দ্বিজগুরুদেবদোষবক্তা জিহ্মাক্ষো বিগতভয়ো বিমার্গদৃষ্টিঃ। সন্তুষ্টো ন ভবতি চান্নপানজাতৈর্দুষ্টাত্মা ভবতি স দেবশত্রুজুষ্টঃ॥

অসুখের আক্রমণ হেতু উন্মাদরোগের উৎপত্তি হইলে রোগীর দেহে স্বেদ বহির্গত হইতে থাকে

আর সে গুরু, দেবতা ও বিপ্রের দোষ কীর্ত্তন করে। তাহার নেত্র কুটিল, অন্তর নির্ভীক এবং স্বভাব উদ্ধত রয়। আহারে তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, সুতরাং দৌরাত্ম্য করিতে থাকে।

গন্ধর্ব্বজুষ্টস্য লক্ষণং।

হৃষ্টাত্মা পুলিনবনান্তরোপসেবী স্বাচারঃ প্রিয়পরিগীতগন্ধমাল্যঃ। নৃত্যন্ বৈ প্রহসতি চারু চাল্পশব্দং গন্ধর্ব্বগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ॥

গন্ধর্ব্বজনিত উন্মাদরোগ জন্মিলে রোগী প্রফুল্লমনে নদীতটে ও কাননে কাননে বিচরণ করে। এই রোগে রোগী সদাচারবান্, সঙ্গীতানুরাগী ও মাল্যপ্রিয় হয় আর নিরন্তর উত্তমরূপে নৃত্য করে এবং মৃদু মৃদু হাস্য করিতে থাকে।

যক্ষজুষ্টস্য লক্ষণং।

তাম্রাক্ষঃ প্রিয়তনুরক্তবস্ত্রধারী গম্ভীরো দ্রুতগতিরল্পবাক্ সহিষ্ণুঃ। তেজস্বী বদতি চ কিং দদামি কস্মৈ যো যক্ষগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ॥

যক্ষগ্রহজন্য উন্মাদরোগ জন্মিলে রোগী তেজীয়ান্, গম্ভীর, সহিষ্ণু, অল্পভাষী ও শীঘ্রগামী হইয়া থাকে আর সে অতিশয় সূক্ষ্ম বসন পরিধান করে এবং 'কোন্ ব্যক্তিকে কি দিব" নিরন্তর এই কথা বলে আর তাহার নেত্র রক্তবর্ণ হয়।

পিতৃগ্রহজুষ্টস্য লক্ষণং।

প্রেতানাং স দিশতি সংস্তরেষু পিণ্ডান্ শান্তাত্মা জলমপি চাপসব্যবস্ত্রঃ। মাংসেপ্সুস্তিলগুড়পায়সাভিকামস্তদ্ভক্তো ভবতি পিতৃগ্রহাভিজুষ্টঃ॥

পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদরোগের উৎপত্তি হইলে রোগী পিতৃভক্তিপরায়ণ ও শান্তশীল হয়। রোগী বাম স্কন্ধে উত্তরীয় বসন রাখিয়া কুশপাত্রে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড ও জল দান করে। এই রোগে রোগী মাংস, তিল ও পায়সান্ন অধিক ভালবাসে আর ঐ সমস্ত দ্রব্য দ্বারাই পিতৃগণের পিণ্ড দান করে

সর্পগ্রহজুষ্টস্য লক্ষণং।

যস্তূর্ব্যাং প্রসরতি সর্পবৎ কদাচিৎ সৃক্কণ্যৌ বিলিহতি জিহ্বয়া তথৈব। ক্রোধালুর্গুড়মধুদুগ্ধপায়সেপ্সুর্জ্ঞাতব্যো ভবতি ভুজঙ্গমেন জুষ্টঃ॥

যদি সর্পগ্রহজনিত উন্মাদরোগের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে রোগী বক্ষে ভর দিয়া যায়, রসনা দ্বারা ওষ্ঠ প্রান্ত লেহন করে, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় আর গুড়, মধু, দুগ্ধ ও পায়স আহার করিতে বাসনা করে।

রাক্ষসজুষ্টস্য লক্ষণং।

মাংসাসৃগ্বিবিধসুরাবিকারলিপ্সুর্নির্লজ্জো ভৃশমতি নিষ্ঠুরোঽতিশূরঃ ক্রোধালুর্বিপুলবলো নিশাবিহারী শৌচদ্বিড়্ ভবতি স রাক্ষসৈর্গৃহীতঃ॥

রাক্ষসগ্রহজন্য উন্মাদরোগের উৎপত্তি হইলে মাংস, শোণিত সুরাসংযুক্ত অন্ন সেবনে বাসনা করে আর রোগের প্রভাবে সে রাত্রিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। এই রোগে রোগী নিরন্তর অপবিত্র থাকিতে ভালবাসে, শৌচক্রিয়ায় তাহার দ্বেষ হয় আর রোষান্ধ চিত্তে নিষ্ঠুর ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে।

পিশাচজুষ্টস্য লক্ষণং।

উদ্ধস্তঃ কৃশপরুষোঽচিরপ্রলাপী দুর্গন্ধো ভৃশমশুচিস্তথাতিলোলঃ। বহ্বাশী বিজনবনান্তরোপসেবী ব্যাচেষ্টন্ ভ্রমতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ॥

পিশাচগ্রহজন্য উন্মাদরোগ জন্মিলে রোগী রুক্ষ, অত্যন্ত লোলুপ ও বহুভোজী হয়, প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করে, অপবিত্র থাকে এবং কাননে থাকিতে ভালবাসে আর নিরন্তর অন্যায় কার্য্য করে। এই রোগী যখন ভ্রমণ করে, তখন ঊর্দ্ধ দিকে দুইহাত তুলিয়া রোদন করিতে থাকে

তেষামসাধ্যলক্ষণং।

স্থূলাক্ষো দ্রুতমটনঃ সফেণলেহী নিদ্রালুঃ পততি কম্পতে চ যো হি।

যশ্চাদ্রিদ্বিরদনগাদিবিচ্যুতঃ স্যাৎ সোঽসাধ্যো ভবতি তথা ত্রয়োদশাব্দে ॥

যে দেবাদিজন্য উন্মাদরোগী বিস্তৃতনেত্র, দ্রুতগতিবিশিষ্ট ও নিদ্রানুরক্ত হয় আর বদনস্থ ফেন লেহন করে, যাহার দেহ কম্পিত হয়, সহসা পতিত হইয়া যায় অথবা শৈল, গজ, বৃক্ষ ইত্যাদি হইতে নিপতিত হয় এবং যাহার ঐ রোগ ত্রয়োদশ বৎসর হইয়াছে তাহার রোগ চিকিৎসার অসাধ্য।

দেবাদীনাং গ্রহণকাল-কথনং।

দেবগ্রহাঃ পৌর্ণমাস্যামসুরাঃ সন্ধ্যয়োরপি। গন্ধর্ব্বাঃ প্রায়শোঽষ্টম্যাং যক্ষাশ্চ প্রতিপদ্যথ। পিত্র্যাঃ কৃষ্ণক্ষয়ে হিংস্যুঃ পঞ্চম্যামপি চোরগাঃ। রক্ষাংসি রাত্রৌ পিশাচাশ্চতুর্দ্দশ্যাং বিশন্তি হি ॥

দেবগ্রহজনিত উন্মাদ পূর্ণিমাতে, অসুরগ্রহজনিত উন্মাদ সন্ধ্যাকালে, গন্ধর্ব্বগ্রহজন্য উন্মাদ অষ্টমীতে, যক্ষগ্রহজনিত উন্মাদ প্রতিপদে, পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদ অমাবস্যাতে, সর্পগ্রহজনিত উন্মাদ পঞ্চমীতে, আর রাক্ষসগ্রহজন্য উন্মাদ রাত্রিকালে আক্রমণ করে।

উক্তগ্রহাণামদর্শনকারণং।

দর্পণাদীন্ যথা ছায়া শীতোষ্ণং প্রাণিনো যথা। স্বমণিং ভাস্করার্চ্চিশ্চ যথা দেহঞ্চ দেহধৃক্। বিশন্তি চ ন দৃশ্যন্তে গ্রহাস্তদ্বচ্ছরীরিণঃ ॥

দেবাদি সকলে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া উন্মাদ রোগের উৎপাদন করে, কিন্তু তাহাদিগকে নেত্রগোচর হয় না, ইহার কারণ এই যে, যেরূপ দর্পণে ছায়া প্রবিষ্ট হইতে, মণিতে ভাস্করকিরণ প্রবিষ্ট হইতে এবং দেহে আত্মাকে প্রবিষ্ট হইতে দেখা যায় না, তদ্রূপ দেবতাদি যখন মানবদেহে প্রবিষ্ট হন, তখন কেহই তাহা দেখিতে সমর্থ হয় না।

অথ উন্মাদস্যৌষধিকথনং।

ভূতাঙ্কুশো রসঃ।

সূতায়স্তাম্রমভ্রঞ্চ মুক্তা চাপি সমং সমং। সূতপাদোত্তমং বজ্রং শিলা গন্ধকতালকং। তুত্থং রসাঞ্জনং শুদ্ধমব্ধিফেনং শিলাঞ্জনং। পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ প্রতিভাগং রসোম্মিতং। ভৃঙ্গরাজচিত্রবজ্রাদুগ্ধেনাপি বিমর্দ্দয়েৎ। দিনান্তে পিণ্ডিকাং কৃত্বা রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ। ভূতাঙ্কুশোরসো নাম নিত্যং গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ। অর্দ্রকস্য রসেনাপি ভূতোন্মাদনিবারণং। পিপ্পল্যাক্তং পিবেচ্চানু দশমূলকষায়কং। স্বেদয়েৎ কটুতুম্ব্যা চ তীক্ষ্ণং রুক্ষঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। মাহিষঞ্চ ঘৃতং ক্ষীরং গুর্ব্বন্নমপি ভক্ষয়েৎ। অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন হিতো ভূতাঙ্কুশে রসে ॥

এক একতোলা করিয়া পারদ, লৌহ, মুক্তা, মনঃশিলা, গন্ধক, হরিতাল, তুঁতিয়া, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন, সৌবীরাঞ্জন, পঞ্চলবণ এবং দুই মাষা হীরক, সকল বস্তু একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজের রস, চিতার রস ও সিজের দুগ্ধ ইহাদিগের প্রত্যেকে এক এক দিবস পেষণ করিয়া দিনান্তে পিণ্ডিকা করতঃ গজপুটে পাক করিবে। ইহাকে ভূতাঙ্কুশরস কহে। এই ঔষধ প্রত্যহ দুই রতি প্রমাণ লেহন করিবে। আদার রসের সহিত ইহা সেবন করিলে ভূতোন্মাদ বিনাশ পায়। ইহা সেবনান্তে পিপ্পলীচূর্ণ সহ দশমূলের ক্বাথ পান করিতে হয় আর তিতলাউ দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে; কিন্তু তীক্ষ্ণ দ্রব্য ত্যাগ করিবে এবং মাহিষদুগ্ধ ও মাহিষঘৃত সেবন এবং কটু তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিবে।

উন্মাদভঞ্জনরসঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব গজপিপ্পলিকা তথা। বিড়ঙ্গঞ্চ দেবদারু কিরাতং কটুকী তথা। কণ্টকারী চ যষ্টীন্দ্রযবং চিত্রকমেব চ। বলা চ পিপ্পলীমূলং মূলঞ্চ বীরণস্য চ। শোভাঞ্জনস্য বীজানি ত্রিবৃতা

চেন্দ্রবারুণী । বঙ্গং রূপ্যমভ্রকঞ্চ প্রবালং সমভাগিকং । সর্ব্বচূর্ণসমং লোহং সলিলেন বিমর্দ্দয়েৎ । উন্মাদমপি ভূতোত্থমুন্মাদম্বাক্কজস্তথা । অপস্মারস্তথা কার্শ্যং রক্তপিত্তং সুদারুণং । নাশয়েদবিকল্পেন রসশ্চোন্মাদভঞ্জনঃ ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরতা, কটুকী, কণ্টকারী যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, চিতা, বেড়েলা, পিপ্পলীমূল, সজিনাবীজ, তেউড়ী, গোরক্ষ চাকুলিয়া, বঙ্গ, রৌপ্য, তাম্র, প্রবাল এই সকল বস্তু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদ্রব্যসম লৌহচূর্ণ মিশাইবে। পরে সকল একত্র করিয়া জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক বটী করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা উন্মাদ, অপস্মার, কৃশতা, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ দূর হয়। ইহাকে উন্মাদভঞ্জন রস কহে।

চতুর্ভুজ রসঃ ।

মৃতসূতস্য ভাগৌ দ্বৌ ভাগৈকং হেমভস্মকং । শিলা কস্তূরিকা তালং প্রত্যেকং হেমতুল্যকং । সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যয়া মর্দ্দয়েদ্দিনং । এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যগর্ভে দিনত্রয়ং । সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ। এতদ্রসায়নবরস্ত্রিফলামধুমর্দ্দিতং । তদ্ যথাগ্নিবলং খাদেদ্বলিপলিতনাশনং । অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলে ক্ষয়ে । হস্তকম্পে শিরঃকম্পে গাত্রকম্পে বিশেষতঃ । বাতপিত্তসমুত্থাংশ্চ কফজান্ নাশয়েদ্ধ্রুবং । সর্ব্বৌষধিপ্রয়োগৈর্যে ব্যাধয়ো ন প্রসাধিতাঃ। কর্ম্মভিঃ পঞ্চভিশ্চৈব মন্ত্রৌষধপ্রয়োগতঃ । সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা চতুর্ভুজরসো নাম মহেশেন প্রকাশিতঃ ॥

দুই ভাগ রসসিন্দূর, এক এক ভাগ স্বর্ণভস্ম, মনঃশিলা, কস্তূরী, হরিতাল এই সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসের সহিত খলে উত্তমরূপে পেষণ করতঃ এরণ্ডপত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে। এইরূপে তিন দিবস ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। তৎপর উহা উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ রসায়নপ্রধান। ত্রিফলার কাথ ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া রোগীর অগ্নি ও বল বিবেচনায় মাত্রা স্থির করতঃ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বলীপলিত দূর হয়। অপস্মার, জ্বর, কাস, শ্বাস, শোষ, মন্দাগ্নি, ক্ষয়, হস্তপাদকম্প, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প, এই সকল রোগে এই ঔষধ প্রয়োজ্য। ইহা দ্বারা বাতপিত্ত ও কফজন্য রোগসমূহ ধ্বংস হয়। যাবতীয় ঔষধি প্রয়োগে যে রোগ বিনষ্ট না হয়, এই ঔষধে তাহাও ধ্বংস পায়। বজ্র যেরূপ বৃক্ষসমূহ পাতিত করে, তদ্রূপ এই ঔষধ রোগরাশি ধ্বংস করে। ইহাকে চতুর্ভুজ রস কহে।

উন্মাদগজাঙ্কুশো রসঃ ।

ত্রিদিনং কনকদ্রাবৈর্মহারাষ্ট্রিদ্রবৈঃ পুনঃ । বিষমুষ্টিজলৈঃ সূতং সমুত্থাপ্যার্কচক্রিকাং । কৃত্বা তপ্তাং সগন্ধাং তাং যুক্ত্যা বন্ধনমাচরেৎ । তৎসমং কানকং বীজমভ্রকং গন্ধকং বিষং । মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনং সর্ব্বং বল্লমাত্রং প্রযোজয়েৎ । দোষোন্মাদং দ্রুতং হন্তি ভূতোন্মাদং বিশেষতঃ ॥

কিঞ্চিৎ পারদ লইয়া তিন দিবস ধুস্তূররসে, তিন দিবস বামনহাটীর রসে এবং তিন দিবস কুচিলার রসে ভাবনা দিয়া তাহার সহিত সমভাগে গন্ধক মিশাইবে। পরে যথাবিধি পাক করিয়া যুক্তিপূর্ব্বক বন্ধন করিবে। অনন্তর উহাদিগের সহিত ধুস্তুরবীজ, অভ্র, গন্ধক, বিষ এই সকল বস্তু প্রত্যেকে পারদের সমভাগে মিশাইবে এবং তিন দিন উৎকৃষ্টরূপে পেষণ করিয়া তিন গুঞ্জা প্রমাণ বড়ী করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা দোষজনিত ও ভূতজনিত উন্মাদরোগ দূর হয়।

উন্মাদভঞ্জিনী ।

শুদ্ধং মনঃশিলাচূর্ণং সৈন্ধবং কটুরোহিণী । বচা শিরীষবীজঞ্চ হিঙ্গু চ শ্বেত-

সর্ষপং। করঞ্জবীজং ত্রিকটুং মলং পারাবতস্য চ। এতানি সমভাগানি গোমূত্রের্ব্বটিকাং কুরু। গিরিমল্লীবীজসমাং ছায়াশুষ্কাঞ্চ কারয়েৎ। প্রাতঃসন্ধ্যা-নিশাকালে চক্ষুষোরঞ্জনং হিতং। মধুরাদিরসে চাঞ্জ্যং রাত্রাবপি জলেন চ। বটিকৈকা সমাখ্যাতা নাম্না চোন্মাদভঞ্জিনী। চাতুর্থকমপস্মারমুন্মাদস্য বিনাশিনী॥

মনঃশিলা, সৈন্ধব, কটুকী, বচ, শিরীষবীজ, হিঙ্গু শ্বেতসর্ষপ, করঞ্জাবীজ, ত্রিকটু, পারাবতের মল এই সমস্ত বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া গোমূত্রের সহিত পেষণ পূর্ব্বক বড়ী করিবে। এই বড়ী আতপে শুষ্ক করিয়া প্রভাতে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে চক্ষুতে অঞ্জন করিবে। প্রভাতে মধুর সহিত, সন্ধ্যাকালে ঘৃতের সহিত এবং রাত্রিতে জলের সহিত ঐ বড়ী ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিবে। ইহাকে উন্মাদভঞ্জিনী বটী কহে। এই ঔষধ সেবন করিলে চাতুর্থক অপস্মার ও উন্মাদ রোগ ধ্বংস হয়।

ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহং।

ত্রিকত্রয়সমাযুক্তং জীবনীয়যুতন্ত্বয়ঃ। হন্ত্যপস্মারমুন্মাদং বাতব্যাধিং সুদুস্তরং॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিজাত এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া তাহাদিগের সহিত সকল বস্তুর সমান লৌহচূর্ণ মিশাইবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা উন্মাদ ও দুস্তর বাতব্যাধি রোগ দূর হয়। ইহাকে ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ কহে।

উন্মাদপর্পটী রসঃ।

কৃষ্ণধুস্তূরজৈর্ব্বীজৈঃ পঞ্চভিঃ পর্পটীরস। সংপ্রযোজ্যঃ প্রশান্ত্যর্থ মুন্মাদং ভূতসম্ভবং।

পাঁচটী কৃষ্ণ ধুস্তূরবীজ ক্ষেতপাপড়ার রসের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে উন্মাদরোগ দূর হয়। উহাকে উন্মাদপর্পটীরস কহে।

ভূতভৈরবো রসঃ।

হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং ত্র্যূষং নরমূত্রেণ সর্পিষা। কর্ষমাত্রং পিবেচ্চানু রসোয়ং ভূতভৈরবঃ॥

হিঙ্গু, সচল লবণ, শুণ্ঠী এই তিন দ্রব্য একত্র করতঃ নরমূত্র ও ঘৃত সহযোগে মর্দ্দন করিয়া দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা ভৌতিক উন্মাদ প্রশমিত হয়। ইহার নাম ভূতভৈরব রস।

বিষ্ণুতৈলং।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা চ বহুপুত্রিকা। এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ। গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ। এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। আজম্বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণং। অস্য তৈলস্য পক্বস্য শৃণু বীর্য্যমতঃপরং। অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং গবাং তথা। আয়ুষ্মাংশ্চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন দৃঢ়ো ভবেৎ। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ তথৈবার্দ্ধাবভেদকং। অর্দ্দিতং গলগণ্ডঞ্চ বাতশোণিতমেব চ। ক্ষয়ঞ্চৈব মহাব্যাধিং শর্করা মশ্মরীং তথা। ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্রা জরয়া জর্জ্জরীকৃতা। যেষাঞ্চৈব ক্ষয়োব্যাধিরন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা। স্ত্রিয়ো যান প্রসূয়ন্তে তাসাঞ্চৈব প্রযোজয়েৎ। গর্ভমশ্বতরীং বিন্দেৎ কিং পুনর্ম্মানুষী তথা। এতত্তৈলবরঞ্চৈব বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতং॥

শালপর্ণী, চাকুলিয়া, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, লাটামূল, গোরক্ষ চাকুলিয়া এবং ঝিন্টি এই সমস্ত প্রত্যেকে আটতোলা প্রমাণে কল্ক করতঃ চারি সের তৈল চারি গুণ গব্য দুগ্ধে অথবা অজাদুগ্ধে পাক করিবে। এই তৈল দ্বারা ঘোটক, গজ, গো ও মানবের বাতজনিত

ভগ্নরোগ প্রশমিত হয়। ইহা সেবন করিলে বল বৃদ্ধি ও পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করিলে হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, অর্দ্ধাবভেদক অর্দ্দিত, গলগণ্ড, বাতরক্ত, ক্ষয়কাস, মহাব্যাধি, শর্করা, অশ্মরী, ক্ষীণেন্দ্রিয়তা, নষ্টশুক্রতা, বৃদ্ধত্ব ও দারুণ অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ আরোগ্য হয় আর যে নারীর প্রসব না হয়, তাহাকে ইহা সেবন করাইলে প্রসব হইয়া থাকে। এই তৈল বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। মানবীর কথা দূরে থাকুক, এই তৈল সেবন দ্বারা অশ্বতরীও গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদ্যং ঘৃতং।

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলব্যোষৈর্দ্বিপলাংশৈর্ঘৃতাঢ়কং। চতুর্গুণৈর্গবাং মূত্রৈঃ সিদ্ধমুন্মাদনাশনং॥

হিঙ্গু, সচল লবণ, মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠ এই সমস্তের প্রত্যেকে ষোল তোলা প্রমাণ কল্ক করতঃ ষোল সের ঘৃত চারিগুণ গোমূত্র দ্বারা পাক করতঃ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা উন্মাদরোগ বিনাশ পায়। ইহার নাম হিঙ্গাদ্য ঘৃত।

স্বল্পহিমসাগর তৈলং।

শাল্মলীত্বক্ প্রশস্তঞ্চ বিম্বি প্রসারণী তথা। ইজ্জলস্য চ বীজানি জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পাদশেষে চ পূতে চ তৈলঞ্চ প্রস্থমিষ্যতে। এষাং কল্কেন সংযুক্তং দধিক্ষীরঞ্চ দাপয়েৎ। ক্ষয়োন্মাদমপস্মারং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥

শিমূলের ত্বক্, তেলাকুচা, গান্ধাইল এবং হিজ্জলবীজ এই সমস্ত একত্রে চোষট্টি সের জলে সিদ্ধ করতঃ ষোল সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। অনন্তর চারি সের তৈল উল্লিখিত ঔষধকল্ক দিয়া সেই ক্বাথ, দধি ও দুগ্ধসহ পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহার নাম স্বল্পহিমসাগর তৈল। ইহা দ্বারা ক্ষয়, উন্মাদ, অপস্মার ও যাবতীয় বাতরোগ প্রশান্ত হয়।

মহাপৈশাচিকং ঘৃতং।

জটিলা পূতনা কেশী চারটী মর্কটী বচা। ত্রায়মাণা জয়া বীরা চোরকং কটুরোহিণী। বয়স্থা শূকরী ছত্রা সাতিছত্রা পলঙ্কষা। মহাপুরুষদন্ত্যা চ কায়স্থা লাঙ্গলীদ্বয়ং। কটম্ভরা বৃশ্চিকালী স্থিরা চৈব চ তৈর্ঘৃতং। সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদগ্রহাপস্মারনাশনং। মহাপৈশাচিকং নাম ঘৃতমেতদ্ যথামৃতং। মেধাবুদ্ধিস্মৃতিকরং বালানঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনং॥

জটামাংসী, হরীতকী, ভৃঙ্গকেশী, ব্রহ্মযষ্টি, শূকশিম্বী, বলা ডুম্বুর, জয়ন্তী, ক্ষীর কাকোলী, চোরপুষ্পী, কটুকী, ব্রহ্মীশাক, বারাহী কন্দ, মউরী, গুগ্‌গুল, শতমূলী, ক্ষুদ্রএলাচী, রাস্না, গেন্ধাইল, বিছাটী ও শালপর্ণী এই সমস্ত বস্তু কল্ক করতঃ ঘৃত পাক করিবে। ইহার নাম মহাপৈশাচিক ঘৃত। ইহা সেবন করিলে উন্মাদ ও অপস্মার রোগ ধ্বংস হয় এবং মেধা, বুদ্ধি স্মৃতি ও শিশুর অঙ্গ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অথ উন্মাদরোগে পাচনচিকিৎসা।

নিম্বাদিঃ।

নিম্বপত্রশ্চাহিঙ্গুক্বাথশ্চ মধুসংযুতঃ। দারুণমুন্মাদং হন্তি চাপস্মারবিনাশনঃ॥

নিমপাতা, বচ ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে উন্মাদরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে নিম্বাদি পাচন কহে।

রেণুকাদ্যঃ।

রেণুকা শালপর্ণী চ তথা তগরপাদুকা। ধাত্রী নীলোৎপলঞ্চৈব মঞ্জিষ্ঠা হরিদ্রাদ্বয়ং। এষাং ক্বাথো হরেচ্চৈব উন্মাদস্তু ভয়াবহং॥

রেণুকা, শালপানী, তগরপাদুকা, আমলকী, নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই

এব চ। এবং বিধানি রূপাণি করোতি কুপিতোঽনিলঃ। হেতুস্থানবিশেষাচ্চ ভবেদ্রোগবিশেষকৃৎ ॥

সন্ধিস্থলের সঙ্কোচ ও রোধ অর্থাৎ সন্ধিস্থলের অস্থিভঙ্গ ও সন্ধিভঙ্গ, রোমাঞ্চ, প্রলাপ, হস্তে পৃষ্ঠে ও মস্তকে ব্যথা, খঞ্জত্ব, পঙ্গুত্ব, কুব্জত্ব, অঙ্গশুষ্কত্ব, অনিদ্রা, অল্পনিদ্রা, গর্ভবিকার, রজোলোপ বা গর্ভশক্তির লোপ, দেহকম্প, দেহের অসারতা, মস্তক বসিয়া যাওরা, নাসিকা চেপ্টা হওয়া, জত্রু গ্রীবা বসিয়া যাওরা, ওষ্ঠ ও চর্ম্মাদির বিদারণ, শরীরে ব্যথা ও যাতনা, হস্তাদির বিক্ষেপ, পরিশ্রমবোধ; এই সকল লক্ষণ কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত বায়ু, কফ ও পিত্তের সহিত একত্র লইয়া স্থলবিশেষে রোগ উৎপাদন করে, সে সমস্তের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ ক্রমে বলা যাইতেছে।

কোষ্ঠাশ্রিতবাতলক্ষণং ।

তত্র কোষ্ঠাশ্রিতে দুষ্টে নিগ্রহো মূত্রবর্চ্চসোঃ। ব্রধ্নহৃদ্রোগগুল্মার্শঃ পার্শ্বশূলঞ্চ মারুতে। সর্ব্বাঙ্গকুপিতে বাতে গাত্রস্ফুরণভঞ্জনং। বেদনাভিঃ পরীতশ্চ স্ফুটন্তীবাস্য সন্ধয়ঃ ॥

কোষ্ঠাস্থিত দূষিত বায়ু, মূত্রপুরীষ রোধ করে এবং ব্রধ্ন, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শ ও পার্শ্ববেদনা জন্মায়। সর্ব্বাঙ্গস্থিত কুপিত বায়ু কম্প, গাত্রভঙ্গ, দেহে অত্যন্ত বেদনা এবং সন্ধিস্থ যেন বিদীর্ণ হইয়া যায় সন্ধিস্থানে এরূপ ব্যথা জন্মাইয়া দেয়।

গুহ্যাদিস্থিতবাযোর্লক্ষণং ।

গ্রহো বিণ্মূত্রবাতানাং শূলাধ্মানাশ্মশর্করাঃ। জঙ্ঘোরুত্রিকপাৎপৃষ্ঠরোগশোষো গুদে স্থিতে। রুক্ পার্শ্বোদরহৃন্নাভেস্তৃড়্ঢোদ্গারবিসূচিকাঃ। কাসঃ কণ্ঠাস্যশোষশ্চ শ্বাসশ্চামাশয়স্থিতে। পক্বাশয়স্থোঽন্ত্রকূজং শূলাটোপৌ করোতি চ। কৃচ্ছ্রমূত্রপুরীষত্বমানাহং ত্রিকবেদনং। শোত্রাদিম্বিন্দ্রিয়বধং, কুর্য্যাদ্দুষ্টসমীরণঃ ॥

গুহ্যাদিস্থ দুষ্ট বায়ু, মূত্র পুরীষ রোধ ও শ্লেষ্মা নিঃসরণ রোধ করিয়া থাকে আর অশ্মরী, আধ্মান, শূলবৎব্যথা এবং জঙ্ঘা, উরু, চরণ এবং মেরুদণ্ডের নিম্নে ব্যথা ও শুষ্কতা জন্মায়। আমাশয়স্থ দুষ্ট বায়ু পার্শ্বে, বক্ষে, নাভিতে ও উদরে ব্যথা, তৃষ্ণা, উদ্গার, বিসূচিকারোগ, কাস, কণ্ঠশোষ ও মুখশোষ এবং শ্বাসরোগ উৎপাদন করিয়া দেয়। পক্বাশয়স্থ দুষ্ট বায়ু, অন্ত্রে গুড়্ গুড়্ শব্দ, শূলবিদ্ধবৎ বেদনা, আটোপ এবং কষ্টে মল মূত্র নিঃসরণ, আনাহরোগ আর কর্ণ ত্বক্, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি বিনষ্ট করিয়া দেয়।

ত্বক্‌গতকুপিতবাতলক্ষণং

ত্বগ্রুক্ষা স্ফুটিতা সুপ্তা, কৃশা কৃষ্ণা চ তুদ্যতে। আতন্যতে সরাগা চ, পর্ব্বরুক্ ত্বগ্‌গতেঽনিলে ॥

চর্ম্মস্থিত দুষ্ট বায়ু, ত্বকের রুক্ষতা, বিদীর্ণতা, কার্শ্য, কৃষ্ণবর্ণতা, বিস্তৃতত্ব এবং কখনও রক্তবর্ণত্বের উৎপাদন করে। ইহা ব্যতীত রোগীর সন্ধিস্থলে ব্যথা জন্মাইয়া থাকে।

রক্তগতকুপিতবাতলক্ষণং

রুজাস্তীব্রাঃ সসন্তাপা, বৈবর্ণং কৃশতারুচিঃ। গাত্রে চারূংষি ভুক্তস্য স্তম্ভশ্চাসৃগ্‌গতেঽনিলে ॥

রক্তস্থিত দুষ্ট বায়ু, দেহের তীব্র বেদনা, সন্তাপ, বিবর্ণতা, কৃশতা জন্মায় আর অরুচি, ব্রণ ও আহারান্তে দেহে গুরুতা জন্মাইয়া থাকে।

মাংসমেদোগতকুপিতবাতলক্ষণং ।

গুর্ব্বঙ্গং তুদ্যতেঽত্যর্থং দণ্ডমুষ্টিহতং যথা। সরুক্ শ্রমিতমত্যর্থং, মাংসমেদোগতেঽনিলে ॥

মাংসস্থিত ও মেদস্থিত বায়ু, অস্থি ও সন্ধিস্থানে ব্যথা, কৃশত্ব, দুর্ব্বলত্ব, বিনা পরিশ্রমে পরিশ্রম জ্ঞান এবং যষ্টি ও মুষ্টির প্রহারে যেরূপ ব্যথা সেইরূপ বেদনা উৎপাদন করে।

মজ্জাস্থিগতকুপিতবাত-লক্ষণং ।

ভেদোঽস্থিপর্ব্বণাং সন্ধিশূলং মাংসবলক্ষয়ঃ। অস্বপ্নঃ সন্ততারুক্ চ, মজ্জাস্থিকুপিতেঽনিলে ॥

মজ্জাগত ও অস্থিগত বায়ু, অস্থি ও সন্ধিস্থলে ব্যথা, কৃশত্ব, দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা ও সর্ব্বদা স্থায়িনী ব্যথা জন্মাইয়া থাকে।

শুক্রগতকুপিতবাতলক্ষণং

ক্ষিপ্রং মুঞ্চতি বধ্নাতি, শুক্রং গর্ভমথাপি বা। বিকৃতিং জনয়েচ্চাপি, শুক্রস্থঃ কুপিতোঽনলঃ ॥

শুক্রস্থ দুষ্ট বায়ু, শুক্র নিঃসারণ ও গর্ভস্রাব উৎপাদন করে, দেহ শুষ্ক করে আর শুক্রের ও গর্ভের বিকার জন্মায়।

শিরাগতকুপিতবাতলক্ষণং

কুর্য্যাচ্ছিরাগতঃ শূলং, শিরাকুঞ্চনপূরণং। স বাহ্যাভ্যন্তরায়ামং, খল্লীং কৌব্জ্যমথাপি বা ॥

শিরাস্থ দুষ্ট বায়ু, দেহ ব্যথা, শিরাসঙ্কোচ, শিরার স্থূলতা, ধনুষ্টঙ্কার, কুব্জতা ও থাইল ধরা জন্মাইয়া দেয়।

স্নায়ুসন্ধিগতকুপিতবাত-লক্ষণং ।

সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগাংশ্চ কুর্য্যাৎ স্নায়ুগতোঽনিলঃ। হন্তি সন্ধিগতঃ সন্ধীন্, শূলাটোপৌ করোতি চ ॥

স্নায়ুস্থ দুষ্ট বায়ু সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ও একাঙ্গব্যাপী বাতরোগ উৎপাদন করে। সন্ধিস্থ বায়ু, সন্ধিস্থলের শিথিলত্ব, স্তম্ভিতত্ব আর তাহাতে ব্যথা ও গুড় গুড় শব্দ উৎপাদন করে।

কুপিতবাতবিশেষস্য-দোষান্তরসংযোগে লক্ষণং

প্রাণে পিত্তাবৃতে ছর্দ্দিদাহশ্চৈবোপজায়তে। দৌর্ব্বল্যং সদনং তন্দ্রা, বৈরস্যঞ্চ কফাবৃতে। উদানে পিত্তযুক্তে তু, দাহো মূর্চ্ছা ভ্রমঃ ক্লমঃ। অস্বেদহর্ষৌ মন্দোঽগ্নিঃ, শীততা চ কফাবৃতে। স্বেদদাহৌষ্ণ্যমূর্চ্ছাঃ স্যুঃ সমানে পিত্তসংবৃতে। কফেন সঙ্গে বিন্মূত্রে, গাত্রহর্ষশ্চ জায়তে। অপানে পিত্তযুক্তে তু, দাহৌষ্ণ্যং রক্তমূত্রতা। অধঃকায়ে গুরুত্বঞ্চ, শীততা চ কফাবৃতে। ব্যানে পিত্তাবৃতে দাহো, গাত্রবিক্ষেপণং ক্লমঃ। স্তম্ভনো দণ্ডকশ্চাপি, শূলশোথৌ কফাবৃতে ॥

পিত্তসংযুক্ত প্রাণবায়ু, বমন, জ্বালা এবং শ্লেষ্মামিশ্রিত প্রাণবায়ু, দুর্ব্বলতা, তন্দ্রা ও মুখের বিরসতা উৎপাদন করে। পিত্ত-সংযুক্ত উদান বায়ু, জ্বালা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ক্লান্তি এবং কফসংযুক্ত উদানবায়ু, স্বেদরোধ, হর্ষ ও শীত উৎপাদন করিয়া থাকে। পিত্তসংযুক্ত সমান বায়ু, ঘর্ম্ম, জ্বালা, দেহের উষ্ণতা ও মূর্চ্ছা জন্মাইয়া থাকে আর শ্লেষ্মামিশ্রিত সমানবায়ু মল বদ্ধ করে ও রোমাঞ্চ জন্মাইয়া দেয়। পিত্তসংযুক্ত অপানবায়ু, জ্বালা, দেহের উষ্ণতা, রক্তস্রাব এবং শ্লেষ্মামিশ্রিত অপানবায়ু দেহের নিম্নভাগের গুরুতা ও গাত্রে শীত এই সকল জন্মায়। ব্যানবায়ু পিত্তযুক্ত হইলে জ্বালা, অঙ্গবিক্ষেপ, ক্লান্তি এবং ব্যানবায়ু কফ সংযুক্ত হইলে স্তম্ভন, দণ্ডক, দেহ বেদনা ও শোথ জন্মাইয়া থাকে।

আক্ষেপকসামান্যলক্ষণং ।

যদা তু ধমনীঃ সর্ব্বাঃ, কুপিতোঽভ্যেতি মারুতঃ। তদাক্ষিপত্যাশু মুহুর্ম্মুহুর্দ্দেহং মুহুশ্চরঃ। মুহুর্ম্মুহুশ্চাক্ষেপণাদাক্ষেপক ইতি স্মৃতঃ ॥

যখন উর্দ্ধগত, অধোগত ও তির্য্যগ্গত গতিশীল, বৃত্তি প্রাপ্ত কুপিত বায়ু দেহের সমস্ত স্থানে প্রবিষ্ট হয়, তখন দেহ পুনঃ পুনঃ আক্ষিপ্ত হয়। ইহা দ্বারা দেহ পুনঃ পুনঃ আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহার "আক্ষেপক" এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অথাপতন্ত্রকাপতানকলক্ষণম্।

ক্রুদ্ধঃ স্বৈঃ কোপনৈর্ব্বায়ুঃ স্থানাদূর্দ্ধং প্রপদ্যতে। পীড়য়ন্ হৃদয়ং গত্বা শিরঃ শঙ্খৌ চ পীড়য়ন্। ধনুর্ব্বন্নময়েদ্গাত্রাণ্যাক্ষিপেন্মোহয়েত্তদা। স কৃচ্ছ্রাদুচ্ছ্বসেচ্চাপি, স্তব্ধাক্ষোঽথ নিমীলকঃ। কপোত ইব কূজেচ্চ, নিঃসংজ্ঞঃ সোঽপতন্ত্রকঃ। দৃষ্টিং সংস্তভ্য সংজ্ঞাঞ্চ, হত্বা কণ্ঠেন কূজতি। হৃদি মুক্তে নরঃ স্বাস্থ্যং, যাতি মোহং বৃতে পুনঃ। বায়ুনা দারুণং প্রাহুরেকে তদপতানকং॥

বায়ু স্বীয় কারণে কুপিত হইয়া স্বস্থান হইতে শরীরের উর্দ্ধদেশে গমন করতঃ প্রথমে হৃদয়ে যাইয়া হৃদয়কে বিকৃত করে। পরে শঙ্খস্থলে ও মস্তকে যাতনা প্রদান করতঃ ধনুকের ন্যায় রোগীর দেহ আকর্ষণ করিতে করিতে উহাকে মোহিত করে। এই প্রকার অবস্থাপন্ন রোগী অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে পারে। সে মুদ্রিত নেত্র উন্মীলন করতঃ স্থির করিয়া রাখে আর বাক্যশূন্য হইয়া কপোতবৎ শব্দ করিতে থাকে। এই রোগকে অপতন্ত্রক কহে। পূর্ব্বোক্ত রুক্ষতাদি কারণে কুপিত বায়ু দর্শনশক্তি নিরোধ পূর্ব্বক রোগীর বক্ষে যাইয়া সংজ্ঞা লোপ করে। তখন কণ্ঠকূজন উপস্থিত হয়। সংজ্ঞা পাইলে রোগী সুস্থ হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার অজ্ঞান হয়। এই প্রকার রোগকে অপতানক কহে।

দণ্ডাপতানকলক্ষণম্।

কফান্বিতো ভৃশং বায়ুস্তাস্বেব যদি তিষ্ঠতি। দণ্ডবৎ স্তম্ভয়েদ্দেহং, স তু দণ্ডাপতানকঃ। অন্তরায়ামবহিরায়াময়োঃ সাধারণরূপমাহ। ধনুস্তুল্যং নমেদ্‌যস্তু স ধনুস্তম্ভসংজ্ঞকঃ॥

বায়ু অত্যন্ত শ্লেষ্মাযুক্ত হইয়া সমস্ত ধমনীতে প্রবেশ করতঃ দেহকে যষ্টিবৎ স্তম্ভিত করিয়া রাখে বলিয়া উহাকে দণ্ডাপতানক বলা যায়। প্রকুপিত বায়ু, স্নায়ু সঙ্কুচিত করিলে, দেহ ধনুকের ন্যায় বক্রভাবাপন্ন হয়। এই কারণে ইহাকে ধনুস্তম্ভ কহে। ইহাই উহার সাধারণ লক্ষণ।

তয়োর্বিশেষলক্ষণম্।

অঙ্গুলীগুল্‌ফজঠরহৃদ্বক্ষোগলসংশ্রিতঃ। স্নায়ুপ্রতানমনিলো যদাক্ষিপতি বেগবান্। বিষ্টব্ধাক্ষঃ স্তব্ধহনুঃ ভগ্নপার্শ্বঃ কফং বমন্। অভ্যন্তরং ধনুরিব, যদা নমতি মানবং। তদাস্যাভ্যন্তরায়ামং, কুরুতে মারুতো বলী। বাহ্যস্নায়ুপ্রতানস্থো, বাহ্যায়ামং করোতি চ। তমসাধ্যং বুধাঃ প্রাহুর্ব্বক্ষঃকট্যূরুভঞ্জনম্॥

ধনুস্তম্ভ দ্বিবিধ ;—প্রথম যথা ,—স্নায়ু, অঙ্গুলি, গুল্‌ফ, উদর, হৃদয়, বক্ষঃস্থল ও গলদেশের বায়ু সকলকে আকর্ষণ করিলে রোগীর দৃষ্টি স্তম্ভিত, হনুরোধ অর্থাৎ গণ্ডস্থানের উপরিভাগ রোধ, পার্শ্বভঙ্গ ও শ্লেষ্মা বমন হয় আর রোগী ধনুর ন্যায় সম্মুখের দিকে বক্র হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার যথা ;—বায়ু দেহকে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বিপরীতভাবে ধনুকের ন্যায় দেহকে বক্রভাবাপন্ন করে, ইহাদ্বারা হৃদয়, কটি ও উরু ভাঙ্গিয়া যায়। এই দ্বিতীয় প্রকার ধনুষ্টঙ্কার চিকিৎসার অসাধ্য।

উক্তাক্ষেপকাদীনাং কফপিত্তানুবন্ধম্।

কফপিত্তান্বিতো বায়ুর্বায়ুরেব চ কেবলঃ। কুর্য্যাদাক্ষেপকন্ত্বন্যং, চতুর্থমভিঘাতজং॥

কফসংযুক্ত ও পিত্তসংযুক্ত বায়ু কিম্বা কেবল স্নায়ু, যষ্টি ইত্যাদি দ্বারা অভিঘাত (আঘাত) প্রাপ্ত হইয়া যে আক্ষেপক জন্মায় তাহার নাম অভিঘাতজনিত আক্ষেপক। আক্ষেপক চতুর্ব্বিধ ; দণ্ডাপতানক, প্রথম প্রকার ধনুস্তম্ভ, দ্বিতীয় প্রকার ধনুস্তম্ভ, উক্ত অভিঘাতজনিত আক্ষেপক। অভিঘাত জন্য আক্ষেপকের লক্ষণ উক্ত আক্ষেপক সকলের তুল্য।

তেষামসাধ্যত্বম্।

গর্ভপাতনিমিত্তশ্চ, শোণিতাতিস্রবা

ঘাচ্চ যঃ। অভিঘাতনিমিত্তশ্চ, ন সিদ্ধ্যত্যপতানকঃ॥

গর্ভপাতজন্য অপতানক, অত্যন্ত রক্তস্রাবজনিত অপতানক আর অভিঘাতজ অপতানক রোগ সাধ্যাতীত।

অথ পক্ষবধঃ।

গৃহীত্বার্দ্ধং তনোর্বায়ুঃ শিরাস্নায়ু বিশোষ্য চ। পক্ষমন্যতম' হন্তি, সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্। কৃৎস্নার্দ্ধকায়স্তস্য স্যাদকর্ম্মণ্যো বিচেতনঃ। একাঙ্গরোগং তং কেচিদন্যে পক্ষবধং বিদুঃ। সর্ব্বাঙ্গরোগস্তদ্বচ্চ, সর্ব্বকায়াশ্রিতেঽনিলে॥

প্রকুপিত বায়ু, দেহে অর্দ্ধভাগের শিরা ও স্নায়ু শুষ্ক করতঃ দেহের অর্দ্ধভাগের সন্ধিবন্ধন শিথিল করণ পূর্ব্বক অসার করিয়া ফেলে, সুতরাং ঐ অর্দ্ধভাগ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় আর স্পর্শাদি জ্ঞানশক্তিশূন্য হয়। ইহারই নাম পক্ষাঘাত। এই রোগকে আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ "একাঙ্গরোগ" এবং কেহ কেহ "পক্ষবধ" বলেন। যদি এই প্রকারে সর্ব্বাঙ্গ অকর্ম্মণ্য ও স্পর্শাদিশক্তিশূন্য হয়, তবে তাহাকে "সর্ব্বাঙ্গরোগ" বলা যায়।

তস্যৈব সাধ্যাসাধ্যলক্ষণং

দাহসন্তাপমূর্চ্ছাঃ স্যুর্বায়ৌ পিত্তসমন্বিতে। শৈত্যশোথগুরুত্বানি তস্মিন্নেব কফান্বিতে। শুদ্ধবাতহতং পক্ষং, কৃচ্ছ্রসাধ্যতমং বিদুঃ। সাধ্যমন্যেন সংযুক্তমসাধ্যং ক্ষয়হেতুকং॥

বাতপিত্তজনিত পক্ষাঘাত রোগে জ্বালা, উষ্ণত্ব ও মূর্চ্ছা এবং বাতশ্লেষ্মজ পক্ষাঘাতে দেহে শৈত্য ও শোথ জন্মে। বাতজ-পক্ষাঘাত কৃচ্ছ্রসাধ্য, বাতপিত্তজ ও বাতশ্লেষ্মজ পক্ষাঘাত এবং ধাতুক্ষয়জনিত পক্ষাঘাতও অসাধ্য।

অর্দ্দিতস্য নিদানপূর্ব্বকং সংপ্রাপ্তিলক্ষণঞ্চ।

উচ্চৈর্ব্যাহরতোঽর্থং, খাদতঃ কঠিনানি বা। হসতো জৃম্ভতো বাপি, ভারাদ্বিষমশায়িনঃ। অর্দ্দয়ত্যনিলো বক্ত্রমর্দ্দিতং জনয়ত্যতঃ। বক্রীভবতি বক্ত্রার্দ্ধং গ্রীবা চাপ্যপবর্ত্ততে। শিরশ্চলতি বাক্সঙ্গো নেত্রাদীনাঞ্চ বৈকৃতং। গ্রীবাচিবুকদন্তানাং, যস্মিন্ পার্শ্বে চ বেদনা। তমর্দ্দিতমিতি প্রাহুর্ব্যাধিং ব্যাধিবিচক্ষণাঃ॥

উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ, কঠিন দ্রব্য আহার, উচ্চহাস্য, হাই, ভারবহন, অবিধি অনুসারে শয়ন, এই সমস্ত কারণে প্রবর্দ্ধিত বায়ু, মুখে যন্ত্রণা প্রদান করতঃ অর্দ্দিতরোগ জন্মায়। ইহাতে রোগীর মুখের অর্দ্ধভাগ ও গলদেশের বক্রতা, শিরঃকম্পন, বাক্যরোধ ও নেত্র, ভ্রূ, গ্রীবা, চিবুক ও দন্তাদির বক্রতা জন্মে। আর যে পার্শ্বে বক্রতা হয়, সেই পার্শ্বে বেদনা জন্মে। ইহাকেই আয়ুর্ব্বেদপণ্ডিতগণ অর্দ্দিত ব্যাধি বলেন।

তস্যাসাধ্যলক্ষণং।

ক্ষীণস্যানিমিষাক্ষস্য, প্রসক্তাব্যক্তভাষিণঃ। ন সিদ্ধ্যত্যর্দ্দিতং গাঢ়ং ত্রিবর্ষং বেপনস্য চ

অর্দ্দিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি অত্যন্ত বলহীন হয়, স্পষ্ট প্রকারে কথা কহিতে না পারে, নেত্রের নিমেষ না থাকে, তবে তাহার ঐ রোগ অসাধ্য। আর অধিকদিনের অর্দ্দিত ও অসাধ্য।

আক্ষেপকাদীনামর্দ্দিতান্তানাং বেগিত্বং।

গতে বেগে ভবেৎ স্বাস্থ্যং, সর্ব্বেষ্বাক্ষেপকাদিষু॥

সমস্ত আক্ষেপক রোগ অর্থাৎ দণ্ডাপতানক, ধনুস্তম্ভ, অভিঘাতজ আক্ষেপক ও অর্দ্দিত এই সমস্তের প্রবল অবস্থা অধিক সময় ব্যাপিয়া থাকে না, প্রবল অবস্থার সময় রোগী যন্ত্রণা ভোগ করে, কিন্তু প্রবল অবস্থা গত হইলে রোগীর কোন ক্লেশ থাকে না।

হনুগ্রহমন্যাস্তম্ভকথনং।

জিহ্বানির্লেখনাচ্ছুষ্কঃ ভক্ষণাদভিঘাততঃ। কুপিতো হনুমূলস্থঃ, স্রংসয়ি-

ন্থানিলো হনু। করোতি বিবৃতাস্যত্বম-থবা সংবৃতাস্যতাং। হনুগ্রহঃ স তেন স্যাৎ, কৃচ্ছ্রাচ্চর্ব্বণভাষণং। দিবাস্বপ্না-সমস্থানবিবৃতোর্দ্ধনিরীক্ষণৈঃ। মন্যাস্তম্ভং প্রকুরুতে, স এব শ্লেষ্মণাবৃতঃ॥

জিহ্বা নির্লেখন এবং শুষ্কদ্রব্য আহার আর হনুস্থানে অভিঘাত, এই সমস্ত কারণে হনুস্থ বায়ু কুপিত হইয়া মুখ বিস্তার পূর্ব্বক কিম্বা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তাহারই নাম হনুগ্রহ। এই অবস্থা-পন্ন রোগী অতিকষ্টে চর্ব্বণ করিতে ও কথা কহিতে সক্ষম হয়। দিবানিদ্রা, অসমতল স্থলে উপবেশন, এবং পার্শ্বের দিকে বদন ফিরাইয়া উর্দ্ধদিকে দর্শন এই সমস্ত কারণে প্রকুপিত বায়ু কফের সহিত সংযুক্ত হইয়া মন্যা অর্থাৎ গলদেশের পশ্চাৎ-ভাগস্থিত শিরাদ্বয় স্তম্ভিত করিয়া রাখে; ইহারই নাম মন্যাস্তম্ভ।

জিহ্বাস্তম্ভলক্ষণং।

বাগ্বাহিনী-শিরা-সংস্থো জিহ্বাং স্তম্ভয়তেঽনিলঃ। জিহ্বাস্তম্ভঃ স তেনা-ন্নপানবাক্যেষ্বনীশতা॥

বায়ু, শব্দবাহী শিরা সমূহকে বদ্ধ করতঃ জিহ্বাকে স্তম্ভিত করে। এই কারণে ইহাকে জিহ্বাস্তম্ভ কহে। এই রোগী পান ভোজন করিতে ও কথা কহিতে অক্ষম হয়।

শিরাগ্রহলক্ষণং।

রক্তমাশ্রিত্য পবনঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধধরাঃ শিরাঃ। রূক্ষাঃ সবেদনাঃ কৃষ্ণাঃ, সোঽ-সাধ্যঃ স্যাৎ শিরাগ্রহঃ॥

বায়ু রক্তের সহিত একত্র হইয়া গলদেশস্থ শিরা সমূহকে রুক্ষ, বেদনাবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ করিয়া স্তম্ভিত করিয়া রাখে, ইহারই নাম শিরাগ্রহ। এই রোগ অসাধ্য।

গৃধ্রসীলক্ষণং।

স্ফিক্‌পূর্ব্বা কটিপৃষ্ঠোরুজানুজঙ্ঘা-পদং ক্রমাৎ। গৃধ্রসী স্তম্ভরুক্‌তোদৈ-র্গৃহ্ণাতি স্পন্দতে মুহুঃ। বাতাদ্বাতঃ কফাত্তন্দ্রা, গৌরবারোচকান্বিতা॥

যে রোগ ক্রমে ক্রমে কটির স্ফিক্ অর্থাৎ ফিচা, পৃষ্ঠ, জানু, জঙ্ঘা ও পাদদেশে ব্যথা ও স্তব্ধতা জন্মায় আর পুনঃ পুনঃ কম্পিত হয়, তাহার নাম গৃধ্রসী। এই রোগ বায়ু কর্ত্তৃক জন্মে, ইহাতে বায়ুজ ও কফজ তন্দ্রা, গুরুতা ও অরুচি জন্মিয়া থাকে।

বিশ্বচীলক্ষণং।

তলং প্রত্যঙ্গুলীনাং যাঃ, কণ্ডরা বাহ্বপৃষ্ঠতঃ। বাহ্বোঃ কর্ম্মক্ষয়করী, বিশ্বচী চেতি সোচ্যতে॥

বাহু পৃষ্ঠ হইতে হস্তের উপর দিয়া আসিয়া অঙ্গুলির উপরিদেশে প্রান্তস্থানে যে স্নায়ু শেষ হইয়াছে, যে বায়ুরোগে সেই স্নায়ু দূষিত হইয়া হস্তের কার্য্য বন্ধ করে, তাহাকে বিশ্বচী কহে।

ক্রোষ্টুকশীর্ষলক্ষণং।

বাতশোণিতজঃ শোথো, জানুমধ্যে মহারুজঃ। জ্ঞেয়ঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষবৎ॥

বায়ু ও রক্ত কর্ত্তৃক উৎপাদিত, জানুর মধ্যে যে অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট শোথ হয়, সেই রোগ ক্রোষ্টুকের অর্থাৎ শৃগালের মস্তকের তুল্য হয় বলিয়া উহার নাম ক্রোষ্টুকশীর্ষ।

খঞ্জ-পঙ্গুলক্ষণং।

বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সক্‌থ্নঃ কণ্ডরা-মাক্ষিপেদযদা। খঞ্জস্তদা ভবেদ্‌জন্তুঃ, পঙ্গুঃ সক্‌থ্নোর্দ্বয়োর্বধাৎ॥

কটিস্থ বায়ু কোন এক জঙ্ঘার স্নায়ুশিরা আক-র্ষণ পূর্ব্বক জঙ্ঘার শক্তি লোপ করিলে, তাহার নাম খঞ্জরোগ। এই প্রকারে জঙ্ঘাদ্বয়ের শক্তি লোপ হইলে তাহার নাম পঙ্গুরোগ।

কলায়খঞ্জলক্ষণং।

প্রক্রমন্ বেপতে যস্তু, খঞ্জন্নিব চ গচ্ছতি। কলায়খঞ্জং তং বিদ্যাৎ, মুক্ত-সন্ধিপ্রবন্ধনং॥

কলায়খঞ্জরোগে রোগী গমনকালে কম্পিত হইয়া বিকলভাবে গমন করে আর ঐ রোগীর চরণের সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, এই কারণে ইহার নাম কলায়খঞ্জরোগ।

বাতকণ্টকলক্ষণম্।

রুক্ পাদে বিষমন্যস্তে, শ্রমাদ্বা জায়তে যদা। বাতেন গুল্ ফমাশ্রিত্য তমাহুর্বাতকণ্টকং॥

অবিধি অনুসারে পদস্থাপন কিম্বা পথশ্রমদ্বারা কুপিত বায়ু গুল্‌ফস্থলে ব্যথা জন্মাইয়া থাকে, সেই বেদনাবিশিষ্ট রোগের নাম বাতকণ্টক।

পাদদাহলক্ষণম্।

পাদয়োঃ কুরুতে দাহং, পিত্তাসৃক্-সহিতোঽনিলঃ। বিশেষতশ্চংক্রমতঃ পাদদাহং তমাদিশেৎ॥

বায়ু, রক্ত ও পিত্তের সহিত একত্র হইয়া চরণে জ্বালা উৎপাদন করে। গমন করিলে ঐ জ্বালা কম পড়িয়া থাকে। ইহার নাম পাদদাহ।

পাদহর্ষলক্ষণম্।

হৃষ্যেতে চরণৌ যস্য ভবেতাঞ্চাপি সুপ্তকৌ। পাদহর্ষঃ স বিজ্ঞেয় কফবাতপ্রকোপতঃ॥

বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া চরণদ্বয়কে অসাড় করে এবং চিমটাইলেও ব্যথা পায় না। রোমাঞ্চ হইবার সময় দেহের যে প্রকার অবস্থা হয়, পাদে সেইরূপ অবস্থা থাকে। ইহারই নাম পাদহর্ষরোগ।

অংশশোষাববাহুকলক্ষণম্

অংশদেশস্থিতো বায়ুঃ শোষয়েদংশবন্ধনং। শিরাশ্চাকুঞ্চ্য তত্রস্থো, জনয়েদববাহুকং।

প্রকুপিত বায়ু স্কন্ধস্থ কফ শুষ্ক করিলে, তাহাকে অংসশোষ রোগ কহে। আর স্কন্ধস্থ কুপিত বায়ু, স্কন্ধদেশের শিরা সমূহকে সঙ্কুচিত করিলে তাহাকে অববাহুক রোগ বলা যায়।

মূকমিম্মিনগদ্গদলক্ষণম্।

আবৃত্য বায়ুঃ সকফো, ধমনীঃ শব্দবাহিনীঃ। নরান্ করোত্যক্রিয়কান্ মূকমিম্মিনগদ্গদান্॥

বায়ু শ্লেষ্মার সহিত একত্র হইয়া শব্দবাহী শিরা রোধ করিলে মূকত্ব মিম্মিনত্ব ও গদ্গদত্ব রোগ উৎপাদন করে। *

তূণীলক্ষণম্।

অধো যা বেদনা যাতি, বর্চ্চোমূত্রাশয়োত্থিতা। ভিন্দন্তীবগুদোপস্থং, সা তূণীনাম নামতঃ॥

যে রোগে মূত্রাশয় বা পক্কাশয় হইতে ব্যথা উৎপন্ন হইয়া প্রবলবেগে গুহ্যে কিম্বা উপস্থে প্রবেশ করে, তাহার নাম তূণীরোগ।

প্রতীতূণীলক্ষণম্।

গুদোপস্থোত্থিতা যা তু প্রতিলোমং প্রধাবিতা। বেগৈঃ পক্কাশয়ং যাতি, প্রতিতূনীতি সোচ্যতে।

যে রোগে মলদ্বারে অথবা উপস্থ হইতে ব্যথা উৎপন্ন হইয়া প্রবলবেগে পক্কাশয়ে প্রবেশ করে, তাহার নাম প্রতীতূনী রোগ।

আধ্মানপ্রত্যাধ্মানলক্ষণম্।

অটোপমত্যুগ্ররুজমাধ্মাতমুদরং ভৃশং। আধ্মানমিতি তং বিদ্যাদ্ঘোরং বাতনিরোধজং। বিমুক্তপার্শ্বহৃদয়ং, তদেবামাশয়োত্থিতং। প্রত্যাধ্মানং বিজানীয়াৎ কফব্যাকুলিতানিলং॥

আধ্মানরোগে প্রকুপিত বায়ু দ্বারা পক্কাশয় অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং পক্কাশয়ে গুড় গুড় শব্দ ও ব্যথা জন্মে। প্রত্যাধ্মান রোগে বায়ু ও কফদ্বারা আমাশয় অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং আমাশয়ে গুড়-গুড়া শব্দ ও ব্যথা হইয়া থাকে।

---

* মূকত্ব—বাক্ শক্তিশূন্যতা। মিম্মনিত্ব—খোনারোগ। গদ্গদত্ব—অস্পষ্টবচনত্ব।

বাতষ্ঠীলাপ্রত্যষ্ঠীলালক্ষণং

নাভেরধস্তাৎ সংজাতঃ, সঞ্চারী যদি বাচলঃ। অষ্ঠীলাবদ্ঘনো গ্রন্থিরুর্দ্ধমায়াত উন্নতঃ। বাতষ্ঠীলাং বিজানীয়াৎ বহির্মার্গাবরোধিনীং। এতামেব রুজাপেতাং বাতবিণ্মূত্ররোধিনীম্। প্রত্যষ্ঠীলামিতি বদেজ্জঠরে তির্য্যগুত্থিতাং॥

বাতষ্ঠীলারোগে, নাভির নিম্নে বায়ু কর্ত্তৃক সচল বা অচল গোলাকৃতি একটী গাঁইট জন্মে আর মলমূত্র বন্ধ হয়। ঐ গাঁইট হইলে যদি জঠরে ব্যথা থাকে আর মলমূত্র বন্ধ হয়, তবে তাহাকে প্রত ষ্ঠী লা কহে।

অষ্ঠীলাব্যতিরিক্তামপি বাতবিকৃতিং মূত্রবিরোধিনীমাহ।

মারুতেঽবিগুণে বস্তৌ, মূত্রং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে। বিকারা বিবিধাশ্চাত্র, প্রাতিলোমে ভবন্তি চ॥

মূত্রাশয়স্থ বায়ু দূষিত না হইয়া প্রকৃত অবস্থায় থাকিলে স্বাভাবিক প্রকার প্রস্রাব হইয়া থাকে. কিন্তু তাহা দূষিত হইলে নানারূপ অর্থাৎ অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ইত্যাদি রোগ জন্মে।

বেপথুখল্লীলক্ষণং।

সর্ব্বাঙ্গকম্পঃ শিরসো, বায়ুর্ব্বেপথুসংজ্ঞকঃ। খল্লী তু পাদজঙ্ঘোরুকরমূলাবমোটিনী॥

যে রোগে সমস্ত দেহ কম্পিত হয়, তাহাকে বেপথু কহে। যে রোগে পাদ, জঙ্ঘা, উরু ও হস্তলের অবমোটন জন্মে, তাহার নাম খল্লীরোগ।

অনুক্তবাতাধিকার সংগ্রহার্থমাহ।

স্থাননামানুরূপৈশ্চ, লিঙ্গৈঃ শেষান্ বিনির্দ্দেশেৎ॥

উক্ত বাতরোগ সমস্ত ব্যতীত আরও বহুবিধ বাতরোগ আছে, স্থান ও রূপ অনুসারে তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করিবে। যেমন কুক্ষিতে শূল হইলে কুক্ষিশূল, নখে ভেদ হইলে নখভেদ প্রভৃতি।

দোষাণাং প্রধানাপ্রধান কল্পনং।

সর্ব্বেষ্বেতেষু সংসর্গং, পিত্তাদ্যৈরুপলক্ষয়েৎ॥

এই বাতাধিকারে যে সকল রোগ কথিত হইল, সেই সকল রোগেই বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মার সংস্রব আছে, কিন্তু ঐ সমস্ত রোগে বায়ু প্রধানকারণরূপে এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মা অপ্রধান কারণরূপে অবস্থিত আছে ইহা বুঝিয়া লইবে।

সাধ্যলক্ষণং।

হনুস্তম্ভার্দ্দিতাক্ষেপপক্ষাঘাতাপতানকাঃ। কালেন মহতাঢ্যানাং, যত্নাৎ সিদ্ধ্যন্তি বা নবা। নবান্ বলবতস্ত্বেতান্, সাধয়েন্নিরুপদ্রবান্॥

হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত ও অপতানক এই সমস্ত রোগ অল্পদিনের আর ধনী ব্যক্তির হইলে বহু ব্যয়ে ও আত যত্নে বিনষ্ট হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু অল্পদিনজাত ও উপদ্রবশূন্য হনুস্তম্ভ অর্দ্দিত ইত্যাদি বাতরোগ সকল বলিষ্ঠ ব্যক্তির হইলে চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয়।

বাতোপদ্রবকথনং।

বিসর্পদাহরুক্‌সঙ্গমূর্চ্ছারুচ্যগ্নিমার্দ্দবৈঃ। ক্ষীণমাংসবলং বাতা ঘ্নন্তি পক্ষবধাদয়ঃ। শূনং সুপ্তত্বচং ভগ্নং কম্পাধ্মাননিপীড়িতং। রুজার্ত্তিমন্তঞ্চ নরং, বাতব্যাধির্ব্বিনাশয়েৎ॥

বিসর্প, দাহ, ব্যথা, মূত্র-পুরীষ-রোধ, অরুচি ও মন্দাগ্নি এই সমস্ত বাতরোগ উপদ্রববিশিষ্ট হইলে কৃশ ব্যক্তিকে ধ্বংস করে। বাতরোগীর শোথ, স্পর্শজ্ঞানশূন্যতা, কম্প, আধ্মান, ব্যথা এবং কোনও স্থান ভগ্ন হইলে ঐ রোগ অসাধ্য।

প্রকৃতিস্থবাহোর্লিখক্ষং কার্য্যক্ষ।

অব্যাহতগতির্যস্য, স্থানস্থঃ প্রকৃতিস্থিতঃ। বায়ুঃ স্যাৎ সোঽধিকং জীবেদ্বীতরোগঃ সমাঃ শতং॥

যাহার দেহস্থ বায়ু, যথাস্থলে অবস্থিত থাকিয়া দূষিত না হয় এবং ঐ বায়ুর গতিরোধ না হয়, সেই ব্যক্তি নীরোগী থাকিয়া একশত বৎসরেরও অধিক কাল জীবিত থাকে।

অথ বাতব্যাধেরৌষধিকথনং।

দ্বিগুণাখ্যো রসঃ।

গন্ধকাদ্দ্বিগুণং সূতং শুদ্ধং মৃদ্বগ্নিনাক্ষণং। পক্কাবতার্য্য সংচূর্ণ্য তুল্যাভয়াসমন্বিতং। সপ্তগুঞ্জামিতং খাদেদ্বর্দ্ধয়েচ্চ দিনে দিনে। গুঞ্জৈকৈকক্রমেণৈব যাবৎ স্যাদেকবিংশতিঃ। ক্ষীরাজ্য-শর্করাভিশ্চ শাল্যন্নং পথ্যমাচরন্। কম্পবাতপ্রশান্ত্যর্থং নির্ব্বাতে নিবসেৎ সদা। দ্বিগুণাখ্যো রসো নাম ত্রিপক্ষাৎ কম্পবাতজিৎ॥

একভাগ গন্ধক, দুইভাগ পারদ একত্র করিয়া কিয়ৎকাল মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, পরে উহা অগ্নি হইতে নামাইয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। অনন্তর রস ও গন্ধকের সমভাগে হরীতকীচূর্ণ মিশাইবে। এই ঔষধ সাতরতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ এক এক রতি বৃদ্ধি করতঃ একবিংশতি রতি পর্য্যন্ত সেবন করিতে হয়। এই ঔষধি সেবনান্তে দুগ্ধ ঘৃত ও শর্করান্বিত শালী তণ্ডুলের অন্ন পথ্য করিবে। কম্পবাত শান্তির নিমিত্ত এই ঔষধ সেবন করিয়া বায়ুশূন্য স্থানে বসিয়া থাকিতে হয়। ইহাকে দ্বিগুণাখ্য রস কহে, ঔষধ সেবন দ্বারা ত্রিপক্ষমধ্যে কম্পবাত ধ্বংস হয়।

বাতগজাঙ্কুশঃ।

মৃতং সূতং মৃতং লৌহং তাপ্যং গন্ধকতালকং। পথ্যা শৃঙ্গী বিষং ব্যোষমগ্নিমন্থঞ্চ টঙ্গণং। তুল্যং খল্লে দিনং মর্দ্দ্যং মুণ্ডীনির্গুণ্ডিকাদ্রবৈঃ। দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্ববাতপ্রশান্তয়ে। কণাচূর্ণযুতঞ্চৈব ভিঙ্গীকাথং পিবেদনু। সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু রসো বাতগজাঙ্কুশঃ। সপ্তাহাদ্ গৃধ্রসীং হন্তি দারুণং সান্নিপাতিকং। ক্রোষ্টুশীর্ষকবাতঞ্চাপ্যববাহুকসংজ্ঞকং। মন্যাস্তম্ভমুরুস্তম্ভং হনুস্তম্ভং বিনাশয়েৎ। পক্ষাঘাতাদিরোগেষু কথিতঃ ক্রমোত্তমঃ॥

রসসিন্দুর, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল. হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, বিষ, ত্রিকটু, গণিয়ারী. সোহাগা এই সমস্ত বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া একত্র মুণ্ডিরীর রসে একদিবস খলে পেষণ করিবে। সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিদূরণার্থ এই ঔষধ দুই রতি পরিমাণে সেবন করিতে হয়। পিপ্পলীচূর্ণযুক্ত ভৃঙ্গরাজের কাথ এই ঔষধের অনুপান। এই বাতগজাঙ্কুশ সাধ্যাসাধ্য বাতরোগ ধ্বংস করে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা গৃধ্রসী, ঘোরতর সন্নিপাত, শিবামুণ্ড, অপতানক বায়ু, মন্যাস্তম্ভ, উরুস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ ও পক্ষাঘাতাদি রোগ ধ্বংস হয়। ইহা সর্ব্বরোগের প্রধান ঔষধ।

বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশঃ।

সূতাভ্রতীক্ষ্ণকান্তানি তাম্র-তালকগন্ধকং। স্বর্ণং শুণ্ঠি বলা ধান্যং কট্‌ফলঞ্চাভয়া বিষং। পথ্যা শৃঙ্গী পিপ্‌পলী চ মরিচং টঙ্গণন্তথা। তুল্যং খল্লে দিনং মর্দ্দ্যং মুণ্ডীনির্গুণ্ডীজৈর্দ্রবৈঃ। দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্ববাতপ্রশান্তয়ে। সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশঃ॥

পারদ, অভ্র, তীক্ষ্ণ লৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, শুণ্ঠী, শ্বেতবেড়েলা, ধনিয়া, কট্‌ফল, হরীতকী, বিষ, আমলকী, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপ্পলী, মরিচ ও সোহাগা এই সমস্ত বস্তু তুল্যপরিমাণে লইয়া মুণ্ডিরীর রসে ও নিসিন্দার রসে এক দিবস খলে পেষণ করিবে। অনন্তর দুই রতি পরিমাণ

বটী করিয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্ববিধ বাতরোগের বিনাশ হয়। ইহাকে বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশ কহে। এই ঔষধ সাধ্যাসাধ্য বাতরোগ দূর করিয়া দেয়।

মহাবাতগজাঙ্কুশঃ।

মৃতাভ্রতীক্ষ্ণতাম্রঞ্চ সূততালকগন্ধকং। ভার্গী শুণ্ঠি বলা ধান্যং কট্ফলঞ্চাভয়া বিষং। সংপিষ্য চপলাদ্রাবৈর্নিষ্কৈকাং ভক্ষয়েদ্বটীং। বাতশ্লেষ্মহরো হ্যেষ গুরু-বাতগজাঙ্কুশঃ॥

অভ্র, লৌহ, তাম্র, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, বামনহাটী, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনিয়া, কট্ফল, হরীতকী এই সমস্ত তুল্যপরিমাণে লইয়া পিপ্পলীর কাথে মর্দ্দন করিবে। পরে একরতি পরিমিত বটী করিয়া সেবন করিবে। ইহাকে মহাবাতগজাঙ্কুশ কহে। ইহা যাবতীয় বাতশ্লেষ্মজন্য রোগ বিনাশ করে।

বাতনাশনো রসঃ।

সূতহাটকবজ্রাণি তাম্রং লৌহঞ্চ মাক্ষিকং। তালং নীলাঞ্জনং তুত্থং সিন্ধু-ফেনং সমাংশিকং। পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ ভাগৈকং সুবিমর্দ্দয়েৎ। বজ্রীক্ষীরৈর্দ্দিনৈ-কস্তু রুদ্ধা তং ভূধরে পচেৎ। মাষৈকমার্দ্র কদ্রাবৈর্লিহ্যাদ্বাতবিনাশনং। পিপ্পলী-মূলককাথং সকৃষ্ণমনুপায়য়েৎ। সর্ব্বান্ বাতবিকারাংশ্চ নিহন্ত্যাক্ষেপকাদি-কান্॥

পারদ, স্বর্ণ, হীরক, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, নীলাঞ্জন, তুঁতিয়া, সমুদ্রফেন ও পঞ্চলবণ এই সকল বস্তু তুল্যপরিমাণে এক দিবস সিজের দুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। পরে ভূধরযন্ত্রে পাক করিয়া একমাষা প্রমাণ আদার রসের সহিত লেহন করিবে। পিপ্পলীমূলের কাথে পিপ্পলীচূর্ণ ফেলিয়া তাহাই অনুপান করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে আক্ষেপকাদি যাবতীয় বাতরোগ ধ্বংস হয়।

বাতারিরসঃ।

রসভাগো ভবেদেকো দ্বিগুণো গন্ধকো মতঃ। দ্বিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা চতুর্ভাগস্তু চিত্রকং। গুগ্গুলোঃ পঞ্চভাগমেরণ্ড-তৈলেন মর্দ্দয়েৎ। ক্ষিপ্ত্বাত্র পূর্ব্বকং চূর্ণং পুনস্তেনৈব মর্দ্দয়েৎ। গুড়িকাং কর্ষ-মাত্রাস্তু ভক্ষয়েৎ প্রতিরুত্থিতঃ। নাগরৈ-রণ্ডমূলানাং কাথং তদনুপায়য়েৎ। অঙ্গ-মেরণ্ডতৈলেন স্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশতঃ। বিরেকে তেন সংজাতে স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ। বাতারিসংজ্ঞকো হ্যেষ রসো নির্ব্বাতসেবিতঃ॥

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, তিনভাগ চিতা, পাঁচভাগ গুগ্গুলু লইবে। প্রথম এরণ্ড-তৈলে গুগ্গুলু পেষণ করিয়া পরে তাহার সহিত পারদ প্রভৃতি মিশাইবে এবং পুনরায় সকল বস্তু এরণ্ডতৈলে পেষণ করিতে হইবে। তৎপরে দুই তোলা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। প্রভাতে উঠিয়া এই ঔষধ সেবন করিবে। পরে শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথ পান করিবে এবং পৃষ্ঠদেশে এরণ্ড-তৈলের স্বেদ দিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে বিরে-চন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য পথ্য করিতে হয়। ইহাকে বাতারিরস কহে। এই ঔষধ সেবন করিয়া বায়ুশূন্য স্থানে উপবেশন করিবে। এই ঔষধ যাবতীয় বাতরোগ ধ্বংস করে।

অনিলারিরসঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং বিমর্দ্দ্য সিতা-রিনির্গুণ্ডীরসৈর্দ্দিনৈকং। নিবেশয়েত্তাম্র-ময়ে পুটে তৎ সর্ব্বং মৃদাবেষ্ট্য চ বালু-কাখ্যে। যন্ত্রে পুটেদ্গোময়চূর্ণবহ্নৌ স্বভাবশীতে তু সমুদ্ধরেত্তৎ। নির্গুণ্ডি-কাবাতহরাগ্নিতোয়ৈঃ সংচূর্ণ্য যত্নেন বিভাবয়েত্তৎ। রসোঽনিলারিঃ কথিতো হ্যস্য বল্লমেরণ্ডতৈলেন সসৈন্ধবেন। মরিচচূর্ণেন সমপিষা বা নির্গুণ্ডীচিত্রৈশ্চ কটুত্রিকৈর্ব্বা॥

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক একত্র করিয়া এরণ্ডমূল ও নিসিন্দার রসে একদিবস পেষণ করিবে। পরে এই ঔষধ তাম্রপাত্রে রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা লেপন পূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে গোময়াগ্নি-সন্তাপে পুটপাক করিবে। তৎপরে সাতবার নিসিন্দার রসে, সাতবার এরণ্ডমূলের রসে এবং চিতার রসে ভাবনা দিয়া তিনরতি পরিমিত বটিকা করিবে। এই ঔষধ এরণ্ডতৈল ও সৈন্ধবের সহিত কিম্বা মরিচচূর্ণ মিলিত ঘৃতের সহিত অথবা ত্রিকটু-চূর্ণ মিশ্রিত নিসিন্দা ও চিতার সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা যাবতীয় বাতরোগ ধ্বংস করে। ইহাকে অনিলারি রস কহে।

বাতকণ্টকো রসঃ।

বজ্রং মৃতাভ্রহেমার্ক-তীক্ষ্ণমুণ্ডং ক্রমোত্তরং। মরিচং মর্দ্দয়েদম্লবর্গেণ দিবসত্রয়ং। দ্বিক্ষারং পঞ্চলবণং মর্দ্দিতং স্যাৎ সমং সমং। ততো নির্গুণ্ডিকাদ্রাবৈর্ম্মর্দ্দয়েদ্দিবসত্রয়ং। শুষ্কমেতদ্বিচূর্ণ্যাথ বিষঞ্চাস্যাষ্টমাংশতঃ। টঙ্গণং বিষতুল্যাংশং দত্ত্বা তং জম্বীরদ্রবৈঃ। ভাবয়েদ্দিনমেকন্তু রসোঽয়ং বাতকণ্টকঃ। দাতব্যো বাতরোগেষু সন্নিপাতে বিশেষতঃ। দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈর্ষ্ম তৈর্ব্বা বাতরোগিনে নির্গুণ্ডীমূলচূর্ণন্তু মহিষাক্ষঞ্চ গুগ্গুলুং। সমাংশং মর্দ্দয়েদাজ্যে তদ্বটী কর্ষসম্মিতা। অনুযোজ্যা ঘৃতৈর্ন্নিত্যং স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ। মণ্ডলং নাশয়েৎ সর্ব্বং বাতরোগং বিশেষতঃ। সন্নিপাতে পিবেচ্চানু তালমূলীকষায়কং॥

একভাগ হীরক, দুইভাগ অভ্র, তিনভাগ স্বর্ণ, চারিভাগ তাম্র, পাঁচভাগ তীক্ষ্ণলৌহ, ছয়ভাগ মুণ্ডলৌহ ও সাতভাগ মরিচ এই সকল বস্তু একত্র করিয়া অম্লবর্গের রসে তিনদিবস ভাবনা দিবে। পরে যবক্ষার, স্বর্জিকাক্ষার, পঞ্চলবণ প্রত্যেকে এক একভাগ মিশাইয়া নিসিন্দার রসে তিন দিবস পেষণ করিতে হইবে। তৎপরে শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া বিষ অষ্টমাংশ ও সোহাগা অষ্টমাংশ মিশাইয়া জম্বীরের রসে এক দিবস পেষণ করিবে। তদনন্তর দুইরতি প্রমাণ বটিকা করিয়া বাতরোগ ও সান্নিপাতিক রোগে প্রয়োগ করিবে। ইহাকে বাতকণ্টক রস কহে। আদার রস কিম্বা ঘৃতের সহিত এই ঔষধ সেবন করিয়া নিসিন্দামূলের চূর্ণ ও গুগ্গুলু সমভাগে ঘৃতের সহিত পেষণ করতঃ তাহার দুইতোলা প্রমাণে ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া ঘৃতের সহিত উষ্ণ অন্ন পথ্য করিতে হয়। ইহাতে মণ্ডল ও বাতরোগ ধ্বংস হয়। সান্নিপাতিক রোগে এই ঔষধ সেবন করিয়া তালমূলীর কাথ পান করিবে।

লঘ্বানন্দরসঃ।

পারদং গন্ধকং লৌহমভ্রকং বিষমেব চ। সমাংশং মরিচস্যাষ্টৌ টঙ্গণস্তু চতুর্গুণং। ভৃঙ্গরাজরসেনৈব দাতব্যা পঞ্চ ভাবনা। তথা দাড়িমতোয়েন বটীং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। নিহন্তি বাতজান্ রোগান্ ভ্রমদাহপুরঃসরান্॥

এক একপল করিয়া পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেকে এক একভাগ করিয়া পাঁচভাগ ভৃঙ্গরাজের রসে ও পাঁচবার দাড়িমের রসে ভাবনা দিবে। পরে রোগী ও রোগ বিবেচনায় পরিমাণ স্থির করিয়া বটী প্রস্তুত করতঃ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা ভ্রমদাহ-সমন্বিত বাতজন্য রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে লঘ্বানন্দ রস কহে।

চিন্তামণিরসঃ।

কর্ষৈকং রসসিন্দুরং তৎসমং মৃতমভ্রকং। তদর্দ্ধং মৃতলৌহঞ্চ স্বর্ণং শাণং ক্ষিপেদ্বুধঃ। কন্যারসেন সংমর্দ্দ্য গুঞ্জামানাং বটীশ্চরেৎ। অনুপানাদিকং দদ্যাদ্বুদ্ধা দোষবলাবলং। হন্তি শ্লেষ্মান্বিতং বাতং কেবলং পিত্তসংযুতং। হৃল্লাসমরুচিং দাহং বান্তিং ভ্রান্তিং শিরোগ্রহং। প্রমেহং কর্ণনাদঞ্চ জ্বর-গদগদ-মূকতাং। বাধির্য্যং গর্ভিণীরোগমশ্মরীং সূতিকাময়ং। প্রদরং সোমরোগঞ্চ যক্ষ্মাণং জ্বরমেব চ। বলবর্ণাগ্নিদঃ সম্যক্ কান্তিপুষ্টি-

প্রসাধকঃ। চিন্তামণিরসশ্চায়ঞ্চিন্তামণিরিবাপরঃ॥

দুইতোলা রসসিন্দুর, দুইতোলা অভ্র, এক-তোলা লৌহ, অর্দ্ধতোলা স্বর্ণ এই সকল ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া একরতি পরিমিত বড়ী করিবে। এই ঔষধ সেবনে দোষের বলাবল বিবেচনার অনুপান বিধান করিতে হয়। ইহা সেবন দ্বারা কফজন্য ও পিত্তজন্য বাতরোগ, হৃল্লাস, অরুচি, দাহ, বমন, ভ্রমি, শিরোরোগ, প্রমেহ, কর্ণনাদ, জড়তা, মূকত্ব, বধিরতা, গর্ভিণীরোগ, সূতিকা রোগ, অশ্মরী, প্রদর, সোমরোগ, যক্ষ্মা, জ্বর ধ্বংস হয় এবং রোগীর বল, বর্ণ, অগ্নি, কান্তি ও পুষ্টি বৃদ্ধি পায়। ইহাকে চিন্তামণি রস কহে। এই ঔষধ স্বয়ং চিন্তামণিতুল্য।

চতুর্ম্মুখো রসঃ।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং সমং সূতাঙ্ঘ্রি হেমচ।
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যাস্বরসমর্দ্দিতং।
এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ং।
সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য ত্রিফলারসসংযুতং।
এতদ্রসায়নবরং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
ভেদযথাগ্নিবলং খাদেদ্বলীপলিতনাশনং।
পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং পুত্রপ্রসবকারকং।
ক্ষয়মেকাদশবিধং কাসং পঞ্চবিধস্তথা।
কুষ্ঠমেকাদশবিধং পাণ্ডুরোগান্ প্রমেহকান্। শূলং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মন্দাগ্নিঞ্চাম্লপিত্তকং। অপস্মারং মহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ত্বগাময়ান্। ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা। জগতাঞ্চ হিতার্থায় চতুর্ম্মুখমুখোদিতঃ। রসশ্চতুর্ম্মুখো নাম চতুর্ম্মুখ ইবাপরঃ॥

চারি চারিভাগ করিয়া পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র এবং স্বর্ণ এক ভাগ সকল বস্তু একত্র করিয়া খলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসের সহিত পেষণ করিবে। পরে উহা এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিবস রাখিবে। তৎপরে উহা তুলিয়া ত্রিফলার রসের সহিত সেবন করিবে। ইহা রসায়নশ্রেষ্ঠ। যাবতীয় রোগেই এই ঔষধ প্রয়োজ্য। অগ্নি ও বল বিবেচনায় ইহার মাত্রা স্থির করতঃ সেবন করিলে বলীপলিতাদি দূর হয়। এই ঔষধ পুষ্টি বল ও আয়ুঃপ্রদ এবং ইহার পুত্রজননশক্তি আছে। এই ঔষধ সেবন করিলে একাদশ প্রকার ক্ষয়রোগ, পঞ্চ প্রকার কাস, একাদশবিধ কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, শূল, শ্বাস, হিক্কা, মন্দাগ্নি, অম্লপিত্ত, অপস্মার, উন্মাদ, অর্শ, চর্ম্মরোগ এই সকল দূর হয়। ইন্দ্রবজ্র যেরূপ বৃক্ষশ্রেণী ধ্বংস করে, তদ্রূপ এই ঔষধ রোগরাশি ধ্বংস করিয়া দেয়। জগতের উপকারার্থ চতুর্ম্মুখের বদন হইতে এই ঔষধ নিঃসৃত হইয়াছে, এই জন্য ইহাকে চতুর্ম্মুখ রস কহে। ইহা স্বয়ং চতুর্ম্মুখ তুল্য।

লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ।

পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধৌ রসগন্ধকৌ। বলা নাগবলা ভীরু বিদারীকন্দমেব চ। কৃষ্ণধুস্তূরনিচুলং গোক্ষুরবৃদ্ধদারয়োঃ। বীজং শক্রাশনস্যাপি জাতীকোষফলে তথা। কর্পূরঞ্চৈব কর্ষাংশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণং পৃথক্ পৃথক্। গৃহীত্বা চাষ্টমাংশেন স্বর্ণং পর্ণরসেন চ। বটিকাং স্বিন্নচণকপ্রমাণাং কারয়েদ্ভিষক্। রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং পূর্ব্ববদ্গুণকারকঃ॥

একপল কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ, চারিতোলা করিয়া পারদ ও গন্ধক এবং দুইতোলা করিয়া বেড়েলা, নাগবলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কৃষ্ণধুস্তূরবীজ, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারক, ভাঙ্গের বীজ, জাতীফল, জয়িত্রী ও কর্পূর সকল বস্তু পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই সকল চূর্ণ ও স্বর্ণভস্ম দুইমাষা একত্র করিয়া পানের রসে পেষণ করতঃ স্বিন্নচণক প্রমাণ বড়ী করিবে। ইহাকে লক্ষ্মীবিলাস রস কহে। ইহার গুণ চতুর্ম্মুখ রসের তুল্য জানিবে।

ভোগেশ্বরসিংহঃ।

সূতাদ্দ্বয়োর্ঘন-বরানল-বেল্লভার্গী তিক্তা-কটুত্রয়বিষৈঃ সবচৈঃ সমাংশৈঃ। রোগেভসিংহ ইতি বাতকফাময়স্থঃ সান্দ্রোইয়মল্লপটুতো বিহিতো দ্বিগুঞ্জঃ॥ ৬

দুইভাগ রসসিন্দুর, একভাগ করিয়া মুথা, ত্রিফলা, চিতা, বিড়ঙ্গ, ব্রহ্মষষ্টি, কটুকী, ত্রিকটু, বিষ ও বচ এই সকল লইয়া একত্র করতঃ দুইরতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহাকে রোগেন্দ্রসিংহ কহে। এই ঔষধ সেবন করিলে কফজন্য বাতব্যাধি দূর হয়।

শ্রীখণ্ডবটী।

এতৈস্তু ভূপ্রমুদিতৈ রসবর্জ্জিতৈঃ স্যাৎ শ্রীখণ্ডনামগুড়িকা বিহিতা দ্বিগুঞ্জা। শৈত্যাদ্যজীর্ণকফবাতভবান্। বিকারান্ হন্ত্যার্দ্রবেণ নিযুতাপ্যথ কেবলা বা॥

পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকলের মধ্যে রসসিন্দুর ত্যাগ করিয়া অন্যান্য দ্রব্য সর্ব্বতুল্য গুড়ের সহিত একত্র পেষণ করিবে। পরে দুই রতি প্রমাণ বটী করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা শৈত্য, অজীর্ণ ও কফবাতজন্য বিকার ধ্বংস হয়। আদার রসের সহিত অথবা কেবল বটীমাত্র সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহাকে শ্রীখণ্ডবটী কহে।

পিত্তারিরসঃ।

সূতাৎ পঞ্চার্কভৈশ্চৈকং কৃত্বা পিণ্ডং সুগন্ধকং। সূতাংশং নাগবল্ল্যাশ্চ দ্রবৈঃ পিষ্টা প্রলেপয়েৎ। তাম্রপত্রীং প্রলিপ্তাং তাং রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ। দ্বিগুঞ্জন্তু সেবনেনার্দ্ধবপূর্ব্বাতং সম্পকং। নিহন্তি দাহসন্তাপমূর্চ্ছাপিত্তসমন্বিতং॥

পাঁচভাগ পারদ, পাঁচভাগ গন্ধক এবং এক ভাগ তাম্র সকল বস্তু একত্র করিয়া পানের রসের সহিত পেষণ করিবে। ইহা দ্বারা একখণ্ড তাম্রপত্র লেপন করিবে এবং ঐ তাম্রপত্র কোন মৃত্তিকা পাত্রমধ্যে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দুই রতি প্রমাণ সেবন করিলে সকম্প এবং দাহ, মূর্চ্ছা, সন্তাপ ও পিত্ত সমন্বিত অর্দ্ধাঙ্গবাত দূর হয়। ইহাকে পিত্তারস কহে

কুব্জবিনোদো রসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ শুদ্ধৌ চাভয়া তালকস্তথা। বিষং কটুকী ব্যোষঞ্চ বোলজৈপালকৌ সমৌ। ভৃঙ্গরাজরসৈর্মর্দ্দ্যং স্নুহ্যর্কস্বরসৈস্তথা। গুঞ্জাদ্বয়ং ভক্ষয়েচ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলকং। আমবাতাঢ্যবাতাদীন্ কটীশূলঞ্চ নাশয়েৎ। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তিং স্থৌল্যকাপ্যপকর্ষয়ন্তি॥

পারদ, গন্ধক, হরীতকী, হরিতাল, বিষ, কটুকী, ত্রিকটু, গন্ধবোল, জয়পাল এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে, সিজপত্রের রসে ও আকন্দপত্রের রসে ভাবনা দিবে। এই ঔষধ দুই গুঞ্জা প্রমাণ সেবন করিবে। ইহাদ্বারা হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, আমবাত, আঢ্যবাত ও কটিশূল ধ্বংস হয়। আর রোগীর অগ্নিবৃদ্ধি এবং স্থৌল্যাপকর্ষণ হইয়া থাকে। ইহাকে কুব্জবিনোদ রস কহে। স্বয়ং গহনানন্দনাথ ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন।

শীতারিরসঃ।

হিমবন্তি হি গাত্রাণি রোগাণি স্ফুরিতানি চ। শিরোক্ষিবেদনালস্যং শীতবাতস্য লক্ষণং। রসেন গন্ধকং দ্বিগুণং প্রগৃহ্য পুনর্নবাগ্নিস্বরসৈর্বিভাব্য। পক্কঞ্চ পত্রস্য রসেন পশ্চাদ্বিপাচয়েদষ্টগুণেন যন্ত্রাৎ। রসার্দ্ধভাগঞ্চ বিষঞ্চ দত্ত্বা বিপাচয়েদগ্নিজলে ক্ষণং তৎ। শীতারিসংজ্ঞস্য রসায়নস্য বলঞ্চ সার্দ্ধং মরিচার্দ্রকেণ। মরিচচূর্ণেন ঘৃতাপ্লুতেন সেবেত মাংসঞ্চ ঘৃতঞ্চ পথ্যং॥

সর্ব্বগাত্র হিমবৎ শীতল, রোগের বিস্ফুরণ, শিরঃপীড়া, চক্ষুবেদনা ও আলস্য এই সমুদায় শীতবাতের লক্ষণ। একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক একত্র করিয়া পুনর্নবা ও চিতার স্বরসে ভাবনা দিবে। পরে অষ্টগুণ পক্ক আকন্দপত্রের রসের সহিত বালুকাযন্ত্রে অন্ধমূষাতে পাক করিয়া তাহাতে পারদের অর্দ্ধাংশ বিষ মিশাইবে। অনন্তর চিতার রসে ক্ষণকাল পাক করিতে হইবে। পরে তিন গুঞ্জাপ্রমাণ বড়ী করতঃ তাহা মরিচচূর্ণ ও ঘৃতাপ্লুত করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ সেবন করিয়া মাংস ও ঘৃত পথ্য করিবে। ইহাকে শীতারি রস কহে।

বাতবিধ্বংসিনো রসঃ।

সূতমভ্রকসত্ত্বঞ্চ কাংস্যং শুদ্ধঞ্চ মাক্ষিকং। গন্ধকস্তালকং সর্ব্বং ভাগোত্তরবিবৰ্দ্ধিতং। কজ্জলীকৃত্য তৎসর্ব্বং বাতারিস্নেহসংযুতং। সপ্তাহং মর্দ্দয়িত্বা তু গোলকীকৃত্য যত্নতঃ। নিম্বুদ্রবেণ সংপীড্য তিলকল্কেন লেপয়েৎ। অৰ্দ্ধাঙ্গুলদলেনৈব পরিশোষ্য প্রযত্নতঃ। প্রপচেদ্বালুকাযন্ত্রে দ্বাদশপ্রহরস্ততঃ জঠরস্থ রুজঃ সর্ব্বাস্তথা চ মলবিগ্রহং। আধ্মানকস্তথানাহং বিসূচী- বহ্নিমান্দ্যকং। আমদোষমশেষঞ্চ গুল্মং ছৰ্দ্দিঞ্চ দুর্জ্জয়ং। গ্রহণীং শ্বাসকাসৌ চ ক্রিমিরোগং বিশেষতঃ। হন্যাৎ পূর্ব্বাঙ্গশূলঞ্চ মন্যাস্তম্ভস্তথৈব চ। জ্বরে চৈবাতিসারে চ শূলরোগে ত্রিদোষজে। পথ্যং রোগানুসারেণ দেয়মস্মিন্ ভিষগ্বরৈঃ। শ্রীমতা নন্দিনাথেন বাতবিধ্বংসিনো রসঃ॥

একভাগ পারদ, দুইভাগ অভ্রসত্ত্ব, তিনভাগ কাংস্য, চারিভাগ স্বর্ণমাক্ষিক, পাঁচভাগ গন্ধক, ছয় ভাগ হরিতাল সমুদায় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া এরণ্ড-তৈলের সহিত সপ্তাহ পেষণ করিবে। অনন্তর লেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া গোলক করিবে এবং এই গোলক তিলকল্কদ্বারা লেপন করিয়া যাহাতে ঐ লেপ অৰ্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণ দল হয়, তাহা করিবে এবং আতপে শুষ্ক করিয়া দ্বাদশ প্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। অনন্তর শীতল হইলে উহা উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দুই রতি প্রমাণে সেবন করিবে। ইহাদ্বারা উদররোগ, মলবিগ্রহ, আধ্মানক, আনাহ, বিসূচি, অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, গুল্ম, ছৰ্দ্দি, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, ক্রিমিরোগ, সর্ব্বাঙ্গশূল ও মন্যাস্তম্ভ ধ্বংস হইয়া থাকে। জ্বর, অতীসার এবং ত্রিদোষজন্য শূলরোগে এই ঔষধ উপকারী। এই ঔষধ সেবন করিয়া রোগানুসারে অনুপান ও পথ্য বিধান করিবে। ইহাকে বাতবিধ্বংসিরস কহে। শ্রীমান্ নন্দিনাথ এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা।

পলাশাদিবটী।

পলাশবীজোত্থরসেন সূতং গন্ধেন যুক্তং ত্রিদিনং বিমর্দ্দ্য। প্রক্ষীকৃতত্তুর্দ্ধবিতিন্দুবীজং সংযোজয়েদস্য কলাপ্রমাণং। মাষদ্বয়ং নিষ্কমিতং প্রযত্নাদর্শাংসি হন্ত্যাশু নিযোজনীয়ং। বাতরক্তং তথা শোথমস্পর্শাখ্যানিলাময়ং। বাতবৎ পিত্তরোগেঽপি তত্র পিত্তেন ভাবয়েৎ। পলাশাদিবটী খ্যাতা বাতরোগকুলান্তিকা॥

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া পলাশবীজের রসে তিন দিবস পেষণ করিবে। ইহার সহিত অৰ্দ্ধাংশ কুচিলাবীজচূর্ণ মিশাইয়া দুই মাষা কিম্বা নিষ্কপ্রমাণ বটী করিবে। এই বটী সেবন করিলে অর্শরোগ, বাতরক্ত, শোথ ও অস্পর্শাখ্য বাতরোগ দূর হয়। এই ঔষধ পিত্তরোগে প্রয়োগ করিতে হইলে পঞ্চ পিত্তদ্বারা ভাবনা দিবে। ইহাকে পলাশাদি বটী কহে।

দশসারবটী।

যষ্টি ধাত্রী বলা দ্রাক্ষা এলা চন্দনবালকং। মধুকপুষ্পং খর্জ্জূরং দাড়িমং পেষয়েৎ সমং। সর্ব্বতুল্যা সিতা যোজ্যা পলার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা। দশসারবটী খ্যাতা সর্ব্ববাতাবকারনুৎ। অথ দাড়িমমত্যত্র গণমিচ্ছান্তি চাপরে॥

যষ্টিমধু, আমলকী, দ্রাক্ষা, এলাইচ, চন্দন, বেড়েলা, মধুকপুষ্প, খর্জ্জূর ও দাড়িম এই সকল তুল্যপরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করতঃ সকলের সমান শর্করা মিশাইয়া চারিতোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাকে দশসারবটী কহে। ইহা দ্বারা যাবতীয় বাতবিকার ধ্বংস হয়। কেহ কেহ দাড়িমশব্দে দাড়িমাদিগণ বলিয়া থাকেন।

গগনাদিবটী।

মৃতগগনরসার্কং মুণ্ডতীক্ষ্ণং সতাপ্যং সবলসমমিদং স্যাদ্‌যষ্টিতোয়প্রপিষ্টং। তদনুসলিলজাতৈর্ব্বাসকৈর্গোস্তীভর্ম্ম —

দিতমস্তুবিদারীবারিণা ঘস্রমেকং। ঘৃতমধুসহিতেয়ং নিষ্কমাত্রা বটীতি ক্ষপয়তি গুরুবাতং পিত্তরোগং ক্ষয়ঞ্চ। ভ্রমমদকফশোষান্ দাহতৃষ্ণাসমুত্থান্ মলয়জমিহ পেয়ঞ্চানুপেয়ং সচন্দ্রং॥

অভ্র, রসসিন্দুর, তাম্র, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক ও পারদ এই সকল সমভাগে লইয়া যষ্টিমধুর কাথে মর্দ্দন করিবে। পরে বাসক, দ্রাক্ষা ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদিগের রসে এক দিবস পেষণ করিয়া এক নিষ্কপ্রমাণ বড়ী করিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত ইহার এক একটী বড়ী সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা দারুণ বাতরোগ, পিত্তরোগ, ক্ষয়রোগ, ভ্রমি, দাহ, শোষ, তৃষ্ণা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে শ্বেতচন্দনের ক্বাথ কর্পূরের সহিত পান করিতে হয়। ইহাকে গগনাদিবটী কহে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ।

শুদ্ধসূতাভ্রতাম্রায়ো হিঙ্গুলং কার্ষিকং সমং। গন্ধকশ্চৈকভাগঃ স্যাৎ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ। সপ্তপর্ণার্কস্নুক্‌ক্ষীরবাসা বাতারি-বারিণা। বিষমুষ্টিসমং সর্ব্বং পেষ্যন্তদ্‌গোলকীকৃতং। বিপচেদ্ বালুকাযন্ত্রে দ্বিযামান্তে সমুদ্ধরেৎ। পিপ্‌পলীবিষসংযুক্তো রসঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ। সর্ব্ববাতবিকারঘ্নঃ সর্ব্বশূলনিসূদনঃ॥

দুই তোলা করিয়া পারদ, অভ্র, তাম্র, লৌহ, হিঙ্গুল ও গন্ধক এই সকল বস্তু একত্র পেষণ করিয়া ছাতিম, আকন্দ, সিজ, বাসক ইহাদিগের রসে ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত দুইতোলা বিষমুষ্টি মিশ্রিত করতঃ পুনরায় মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলক করিবে, এই গোলক বালুকাযন্ত্রে দুই প্রহর পাক করিয়া তুলিবে। অনন্তর একভাগ পিপ্পলীচূর্ণ ও একভাগ বিষ মিশ্রিত করিবে। ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস কহে। এই ঔষধ দ্বারা যাবতীয় বাতবিকার ও যাবতীয় শূলরোগ ধ্বংস হয়।

তালকেশ্বরঃ।

একভাগো রসস্য স্যাচ্চন্দ্রস্তালৈকভাগিকঃ। অষ্টৌ স্যুর্ব্বিজয়ায়াশ্চ গুড়িকাং গুড়তশ্চরেৎ। একৈকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতশ্ছায়ায়ামুপবেশয়েৎ। তালকেশ্বরনামায়ং রোগশ্চাস্পর্শনাশনঃ॥

একভাগ রসসিন্দুর, একভাগ হরিতাল, আটভাগ ভাঙ্গ এবং দশভাগ গুড় সকল বস্তু একত্র পেষণ করিয়া গুড়িকা করিবে, প্রভাতে এই গুড়িকা সেবন করিয়া ছায়াতে উপবেশন করিতে হয়। ইহাকে তালকেশ্বর রস কহে। ইহাদ্বারা অস্পর্শাখ্য বাত ধ্বংস হয়।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরসঃ।

হীরং সুবর্ণং সুমৃতস্য তারমেষাং সমং তীক্ষ্ণরজশ্চতুর্ণাং। সমং মৃতাভ্রং রসসিন্দুরঞ্চ নিষ্পিষ্টতীক্ষ্ণস্য তথাশ্মনো বা। খল্লে দ্রবৈর্নৈব কুমারিকায়া গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং প্রকুর্য্যাৎ। ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরেষ নাম্না সংপূজ্য সম্যগ্ গিরিজাং দিনেশং। হন্ত্যাময়ান্ যোগশতৈর্ব্বিসর্জ্জ্যাময়প্রণাশায় মুনিপ্রণীতঃ। অস্য প্রসাদেন গদানশেষান্ জরাং বিনির্জ্জিত্য সুখং বিভাতি। স্নিগ্ধে শ্লেষ্মণার্দ্রকস্য রসেন পায়য়েৎ সুধীঃ। শুষ্কে চ মাক্ষিকেনৈব পিত্তে ঘৃতসিতাযুতং। শ্লেষ্মণি মারুতে সম্যগ্ দুষ্টে চ সমতাং গতে। কণাচূর্ণং ক্ষৌদ্রযুতং প্রমেহে দুগ্ধসংযুতং। বলবর্ণাগ্নিজননঃ কাসঘ্নঃ কফবাতজিৎ। আয়ুঃপুষ্টিকরো বৃষ্যঃ সর্ব্বরোগনিসূদনঃ॥

একভাগ করিয়া হীরক, মুক্তা ও তীক্ষ্ণলৌহ ইহাদিগের চূর্ণ, চারিভাগ অভ্র, চারিভাগ রসসিন্দুর সকল বস্তু একত্র করিয়া লৌহে, পাষাণে কিম্বা খলে ঘৃতকুমারীর রসের সহিত পেষণ করতঃ

এক গুঞ্জাপরিমিত বড়ী করিবে। ইহাকে ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরস কহে। পার্ব্বতী ও সূর্য্যের পূজা করিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ যোগশতবিবর্জ্জিত রোগসমূহ ধ্বংস করে। এই ঔষধের বলে রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া সুখে দিনাতিপাত করে। রোগীর শরীর স্নিগ্ধ থাকিলে আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। রোগীর শুষ্কতা হইলে মধু, ঘৃত ও শর্করার সহিত সেবন করিবে। যদি শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপ থাকে, তাহা হইলে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুর সহিত এবং প্রমেহ রোগে দুগ্ধের সহিত পান করিবে। এই ঔষধ দ্বারা বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি এবং কাস ও বাতরোগ ধ্বংস হয়। এই ঔষধ আয়ুঃপ্রদ, পুষ্টিকর, বৃষ্য এবং সর্ব্বরোগনাশক।

অনিলারিরসঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং বিমর্দ্দ্য বাতারিনির্গুণ্ডীরসৈর্দ্দিনৈকং। নিবেশয়েত্তাম্রময়ে প্রপুটে সর্ব্বং মৃদাবেষ্ট্য চ বালুকাখ্যে। যন্ত্রে পুটেদ্গোময়চূর্ণবহ্নৌ স্বভাবশীতস্তু সমস্তমেতৎ। নির্গুণ্ডিকাবাতহরাগ্নিতোয়ৈঃ সংচূর্ণ্য যত্নেন বিভাবয়েত্তু। রসোঽনিলারিকথিতোঽস্য বস্তুমেরণ্ডতৈলেন সগন্ধকেন। মরিচচূর্ণেন সসর্পিষা বা নির্গুণ্ডীচিত্রককটুত্রিকৈর্ব্বা॥

একভাগ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক একত্র চূর্ণ করতঃ ভেরেণ্ডা ও নিসিন্দার রসে পেষণ করিবে। পরে তাম্রপাত্রে পুরিয়া মাটী দ্বারা লেপ প্রদান পূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে করীষাগ্নিতে পাক করিতে হইবে। অনন্তর শীতল হইলে নিসিন্দা, এরণ্ড ও চিতার রসে ভাবনা দিতে হইবে। ইহার নাম অনিলারি রস। এই ঔষধির তিন রতি লইয়া এরণ্ডতৈল, গন্ধকের গুড়িকা কিম্বা মরিচচূর্ণ ও ঘৃত অথবা নিসিন্দা, চিতারস ও ত্রিকটুচূর্ণ অনুপান সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা যাবতীয় বাতরোগ বিদূরিত হয়।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখঃ।

বিশুদ্ধং রসসিন্দুরং তদর্দ্ধং লৌহমভ্রকং। তদর্দ্ধং কনকং খল্লে কন্যাম্বরসমর্দ্দিতং। এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ। ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ। এতদ্রসায়নবরং ত্রিফলামধুসংযুতং। তদযথাগ্নিবলং খাদেদ্বলীপলিতনাশনং। অপস্মারং মহোন্মাদং রোগান্ বাতসমুদ্ভবান্। ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

দুইতোলা রসসিন্দুর, একতোলা লৌহ, একতোলা অভ্র ও অর্দ্ধতোলা স্বর্ণ এই সমস্ত একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া এরণ্ডপত্রে বেষ্টন পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। তিন দিন পরে উদ্ধৃত করিয়া দুইগুঞ্জা পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহার অনুপান মধু ও ত্রিফলার জল। ইহা সেবন দ্বারা অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি নানারোগের শান্তি হইয়া থাকে।

যোগেন্দ্ররসঃ।

বিশুদ্ধং রসসিন্দুরং তদর্দ্ধং শুদ্ধহাটকং। তৎসমং কান্তলৌহঞ্চ তৎসমং চাভ্রমেব চ। বিশুদ্ধং মৌক্তিকঞ্চৈব বঙ্গঞ্চ তৎসমং মতং। কুমারিকারসৈর্ভাব্যং ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ং। ততো রক্তিদ্বয়মিতাং বটীং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ। যোগবাহীরসো হ্যেষ সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ। বাতপিত্তভবান্ রোগান্ প্রমেহান্ বহুমূত্রতাং। মূত্রাঘাতমপস্মারং ভগন্দরং গুদাময়ং। উন্মাদং মূর্চ্ছাং যক্ষ্মাণং পক্ষাঘাতং হতেন্দ্রিয়ং। শূলাম্লপিত্তকং হন্তি ভাস্করস্তিমিরং যথা। ত্রিফলারসযোগেন শুভয়া সিতয়াপি বা। ভক্ষয়িত্বা ভবেদ্রোগী কামরূপী সুদর্শনঃ। রাত্রৌ সেব্যং গবাং ক্ষীরং কৃশাণাঞ্চ বিশেষতঃ। যোগেন্দ্রাখ্যো রসো নাম্না কৃষ্ণাত্রেয়বিনির্ম্মিতঃ॥

একতোলা রসসিন্দুর, অর্দ্ধতোলা করিয়া স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ এই সকল ঘৃতকুমারীর

রসে ভাবনা দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিন রাখিয়া দুইগুঞ্জা পরিমাণে বটী করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল অথবা চিনির সহিত সেবন করিবে। রাত্রিতে দুগ্ধ পান আবশ্যক। এই ঔষধ সেবন দ্বারা উন্মাদ, মূর্চ্ছা, পক্ষাঘাত ও প্রমেহ ইত্যাদি বিবিধ পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

রসরাজরসঃ।

পলৈকং শুদ্ধসূতস্য ব্যোমসত্ত্বঞ্চ কার্ষিকং। তদর্দ্ধং কাঞ্চনং দেয়ং কন্যা-রসবিমর্দ্দিতং। লৌহং রূপং মৃতং বঙ্গং বাজিগন্ধাং লবঙ্গকং। জাতীকোষং তথা ক্ষীরকাকোলীঞ্চ তদর্দ্ধতঃ। কাকমাচী-রসৈঃ পিষ্ট্বা পঞ্চগুঞ্জামিতা বটী। ক্ষীরঞ্চ শর্করাতোয়মনুপানং প্রকল্পয়েৎ। পক্ষা-ঘাতেঽর্দ্দিতে বাতে হনুস্তম্ভেঽপতন্ত্রকে। ধনুস্তম্ভেঽপতানে চ বাধির্য্যে মস্তক-ভ্রমে। সর্ব্ববাতবিকারেষু রসরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বল্যো বৃষ্যশ্চ ভোগাশ্চ বাজীকরণ উত্তমঃ॥

আটতোলা রসসিন্দূর, দুইতোলা অভ্র, এক-তোলা স্বর্ণ এই সকল ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া তৎসহিত লৌহ, রূপা, বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জয়িত্রী, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে পেষণ পূর্ব্বক পাঁচরতি প্রমাণ বড়ী করিবে। ইহার অনু-পান দুগ্ধ ও চিনির জল। এই ঔষধ সেবন দ্বারা পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ, অপতন্ত্রক এবং ধনু-ষ্টঙ্কার ইত্যাদি বাতরোগ ধ্বংস হয়।

বৃহদ্বাতচিন্তামণিরসঃ।

ভাগত্রয়ং স্বর্ণভস্ম দ্বিভাগং রূপ্য-মভ্রকং। লৌহাৎ পঞ্চপ্রবালঞ্চ মৌক্তিকং ত্রয়দম্মিতং। ভস্মসূতং সপ্ত-কঞ্চ কন্যারসবিমর্দ্দিতং। বল্লমাত্রা বটী কার্য্যা ভিষগ্‌ভিঃ পরিযত্নতঃ। যথাসাধ্যা-নুপানেন নাশয়েদ্রোগসঙ্কুলং। বাত-রোগং পিত্তকৃতং নিহন্তি নাত্র চিন্তনং। বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী কন্দর্পসম-বিক্রমঃ। দৃষ্টং সিদ্ধফলশ্চায়ং বাত-চিন্তামণিস্ত্বিহ॥

তিনভাগ স্বর্ণ, দুইভাগ রূপা, দুইভাগ অভ্র, পাঁচভাগ লৌহ, তিনভাগ প্রবাল, তিনভাগ মুক্তা ও সাতভাগ রসসিন্দূর ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান রোগবিশেষে নির্ণয় করিবে। ইহা সেবন করিলে বায়ুজনিত নানারূপ পীড়া বিদূরিত হয়।

অশ্বগন্ধাতৈলম্‌।

শতং পক্ত্বাশ্বগন্ধায়া জলদ্রোণেঽংশ-শোষিতং। বিস্রাব্যবিপচেত্তৈলং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণং। কল্কৈর্ম্মৃণালশালুক-বিসকিঞ্জল্কমালতী। পুষ্পৈঃ হ্রীবের-মধুকশারিবা-পদ্মকেশরৈঃ। মেদাপুন-র্নবা দ্রাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা বৃহতীদ্বয়ং। এলৈল-বালুকা বরা মুস্তচন্দনপদ্মকৈঃ। পক্বং রক্তাশ্রয়ং বাতং রক্তপিত্তমসৃগ্দরং। হন্যাৎ পুষ্টিবলং কুর্য্যাৎ কৃশানাং মাংস-বর্দ্ধনং। রেতোযোনিবিকারঘ্নং ব্রণ-শোষাপকর্ষণং। ষণ্ডানপিবৃষান্ কুর্য্যাৎ পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ॥

১২॥ সের অশ্বগন্ধা, ৬৪ সের জল দ্বারা পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। অনন্তর ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া তৈল ।/৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পদ্মমৃণাল, শালুক, সূক্ষ্ম নাল, উৎপল, মালতীপুষ্প, বালা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, পদ্মকেশর, মেদ, পুনর্নবা, কিস্‌মিস্, মঞ্জিষ্ঠা, ব্যাকুড়, কণ্ট-কারী, এলাচী, এলবালুকা, ত্রিফলা, মুতা, রক্ত-চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ কল্ক করিয়া পাক করিবে। এই তৈল পান, মর্দ্দন ও নস্য করিলে রক্তাশ্রিত বাত, রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর ধ্বংস হয় আর বল, দেহের পুষ্টি ও মাংস বৃদ্ধি হয়। ইহা দ্বারা শুক্রদোষ, যোনিদোষ ও ব্রণশোষ বিনাশ হয় এবং ষণ্ড ব্যক্তিকে বলবান করা যায়।

বাঁধা পুঁটুলী ছাগমাংস ৩০ পল এই সমস্ত একত্রে ৬৪ সের জলে পাক করিবে, ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ দুই দুই তোলা করিয়া আলকুশীমূল এরণ্ডমূল, শুলফা, সৈন্ধব, বিট, সাম্ভারীলবণ, জীবনীয়বর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতামূল, কট্ফল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী। এই তৈল পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বধিরতা, হনুগ্রহ ও অন্যান্য নানাবিধ বায়ুরোগ দূর করে।

নিরামিষ মহামাষতৈলম্।

দশমূলাঢ়কং পক্ত্বা জলদ্রোণেঽঙ্ঘ্রি-শোষিতে। তদ্বন্মাষাঢ়ককাথে তৈলপ্রস্থং পয়ঃ সমে। কল্কৈরেতৈশ্চ মতিমান্ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা। অশ্বগন্ধা শঠী দারু বলা রাস্না প্রসারণী। কুষ্ঠং পরূষকং ভার্গী দ্ব বিদার্য্যৌ পুনর্নবা। মাতুলুঙ্গফলা-জাজ্যৌ রামঠং শতপুষ্পিকা। শতাবরী গোক্ষুরকং পিপ্পলীমূল চিত্রকৌ। জীব-নীয়গণং সর্ব্বং সংহৃত্যৈব সসৈন্ধবং। সাধু সিদ্ধং বিজ্ঞায় মাষতৈলমিদং শুভং। বস্তভ্যঞ্জন পানেষু নাবনেষু শস্যতে। পক্ষাঘাতে হনুস্তম্ভে অর্দ্দিতে অপতন্ত্রকে। অববাহুক বিশ্বচ্যোঃ খঞ্জ্য পাঙ্গুলয়োরপি। শিরোমন্যাগ্রহে-র অধিমন্থে চ বাতিকে। শুক্রক্ষয়ে নাদে কর্ণক্ষ্বেড়ে চ দারুণে। কলায়-খঞ্জে শমনে ভৈষজ্য মিদমাদিশেৎ॥

৪ সের তিলতৈল, কাথার্থ আট সের দশমূল, ৬৪ সের জল, ১৬ সের শেষ, ৮ সের মাষকলায়, ৬৪ সের জল, ১৬ সের শেষ, ১৬ সের দুগ্ধ, কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, গন্ধ-ভাদুলিয়া, কুড়, পরূষফল, বামনহাটী, কুষ্মাণ্ড, ভুমি-কুষ্মাণ্ড, পুনর্নবা, ছোলঙ্গফল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, শুলফা, শতমূলী, গোক্ষুর, পিপুলমূল, চিতা-মূল, জীবনীয়গণ ও সৈন্ধব মিলিত এক সের। এই তৈল বস্তিকর্ম্ম, অভ্যঙ্গ, পান ও নস্যার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, অববাহুক, অপতন্ত্রক, বিশ্বচী, খঞ্জতা, পঙ্গুত্ব ও কলায়খঞ্জ ইত্যাদি নানারূপ বাতজ পীড়া দূর করে।

সপ্তশতিকা প্রসারণীতৈলম্।

সমূলপত্রমুৎপাট্য শরৎকালে প্রসা-রণীং। শতং গ্রাহ্যং সহচরাৎ শতাবর্য্যাঃ শতং তথা। বলাত্মগুপ্তাশ্বগন্ধাকেতকীনাং শতং শতং। পচেচ্চতুর্গুণে তোয়ৈর্দ্রবৈ-স্তৈলাঢ়কং ভিষক্। মস্তু মাংসরসং চুক্রং পয়শ্চাঢ়কমাঢ়কং। দধ্যাঢ়কং সমাযুক্তং পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা। দ্রব্যাণাস্তু প্রদাতব্যা মাত্রা চার্দ্ধপলাংশিকা। তগরং মদনং কুষ্ঠং কেশরং মুস্তকং ত্বচং। রাস্নাসৈন্ধবপিপ্পল্যো মাংসীমঞ্জিষ্ঠা-যষ্টিকাঃ। তথা মেদামহামেদা জীবকর্ষ-ভকৌ পুনঃ। শতপুষ্পাব্যাঘ্রনখং শুণ্ঠি দেবাহ্বমেব চ। কাকোলীক্ষীরকাকোলী বচাভল্লাতকং তথা। পেষয়িত্বা সমা-নেতান্ সাধনীয়া প্রসারণী। নাতিপক্কং ন হীনঞ্চ সিদ্ধং পূতং নিধাপয়েৎ। যত্র যত্র প্রদাতব্য তন্মে নিগদতঃ শৃণু। কুব্জানামথ পঙ্গুনাং বামনানাং তথৈব চ। যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং যেচ ভগ্নাস্থি-সন্ধয়ঃ। বাতশোণিতদুষ্টানাং বাতোপ-হতচেতসাং। স্ত্রীমস্যক্ষীণশুক্রানাং বাজী-করণমুত্তমং। বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যেচৈব প্রযোজয়েৎ। প্রযুক্তং শময়-ত্যাশু বাতজান্ বিবিধান্ গদান্॥

১৬ সের তিলতৈল কাথার্থ শরৎকালোদ্ধৃত মূলপত্র গন্ধভাদুলিয়া ১২॥০ সের, আলকুশীর মূল ১২॥০ সের, অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, কেয়ারমূল ১২॥০ সের প্রত্যেককে প্রত্যেক বস্তু পরিমাণের ৪ গুণ জলে পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, দধিরমাত ১৬ সের, ছাগমাংসের কাথ ১৬ সের, চুক্র ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, দধি ১৬ সের, কল্কার্থ

চারি চারি তোলা করিয়া তগরপাদুকা, মদনফল, কুড়, নাগেশ্বর, মুথা, গুড়ত্বক্, রাস্না, সৈন্ধব, পিপুল, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, শুল্‌ফা, নখী, শুঁঠ, দেবদারু, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বচ ও ভেলা, এই তৈল দ্বারা কুঁজা, খোঁড়া, অঙ্গশোষ ও সন্ধিবাত ইত্যাদি নানারোগ দূর হয়।

একাদশশতিকং প্রসারণী-তৈলম্।

শাখামূলদলৈঃ প্রসারণীতুলা স্তিস্রঃ কুরণ্টাত্তুলে ছিন্নায়াশ্চ তুলে তুলে রুবুকতো রাস্নাশিরীষাত্তুলাং। দেবাহ্বাচ্চ সকেতকাদ্দশতৈর্নিঃক্বাথ্যকুম্ভাংশিকে তোয়ে তৈল ঘটং তুষাম্বুকলসৌ দত্বাঢ়কং মস্তুনঃ। শুক্তচ্ছাগরসাদথেক্ষুরশতঃ ক্ষীরাচ্চ দত্বাঢ়কং পৃক্কাকর্কটজীরকাত্ব বিকষা কাকোলিকাকচ্ছুরাঃ। সূক্ষ্মৈলাঘনসারকুন্দসরলা কাশ্মীরমাংসীনখৈঃ কালীয়োৎপলপদ্মকাহ্বনিশাককোলকগ্রন্থিকৈঃ। চাম্পেয়াভয়চোচপূগকটুকা জাতীফলা ভীরুভিঃ শ্রীবাসামরদারুচন্দন বচাশৈলেয়সিন্ধূদ্ভবৈঃ। তৈলাম্ভোদকটম্ভরাঙ্ঘ্রিনলিকা বৃশ্চীরকচ্চোরকৈঃ কস্তূরীদশমূলকেতক নতধ্যাম্যশ্বগন্ধাম্বুভিঃ। কৌন্তীরাক্ষজশল্লকীফললঘুশ্যামাশতাহ্বাময়ৈর্ভল্লাতত্রিফলাব্জ কেশর মহাশ্যামালবঙ্গান্বিতৈঃ। সর্ব্বৈস্ত্রিপলৈর্ম্মহীয়সি পচেন্মন্দেন পাত্রেঽগ্নিনা পানাভ্যঞ্জনবস্তিনস্য বিধিনা তন্মারুতং নাশয়েৎ। সর্ব্বাঙ্গার্দ্ধগতং তথাবয়বগং সন্ধ্যস্থিমজ্জাশ্রিতং শ্লেষ্মোত্থানথপৈত্তিকাংশ্চশময়েন্নানাবিধিনাময়ান্। ধাতূন্ বৃংহয়তি স্থিরঞ্চ কুরুতে পুংসাং নবং যৌবনং বৃদ্ধস্যাপি বলং করোতি সুমহদ্বন্ধ্যা সুগর্ভপ্রদং। পীত্বা তৈলমিদং জরত্যাপি সুতং সূতেঽমুনা ভূরুহাঃ সিক্তাঃ শোষমুপাগতাশ্চ মালিনস্নিগ্ধা ভবন্তিস্থিরাঃ ভগ্নাঙ্গাঃসুদৃঢ়া ভবন্তি মনুজা গাবো হয়া কুঞ্জরাঃ॥

৬৪ সের তিলতৈল, ক্বাথার্থ শাখা, মূল ও পত্র সহিত গন্ধভাদুলিয়া ৩০০ পল, নীলঝাঁটী ২০০ পল, গুড়ূচী ২০০ পল, এরণ্ডমূল ২০০ পল, রাস্না ও শিরীষ মিলিত ১০০ পল, দেবদারু ও কেয়ারমূল মিলিত ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪০০ সের অবশেষ ১২৮ সের, কাঁজি ১২৮ সের, দধির মাত ১৬ সের, শুক্ত ১৬ সের, ছাগমাংস ৬৪ পল, জল ৬৪ সের, অবশেষ ১৬ সের, ছাগমাংসের ক্বাথ ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ তিন তিন পল করিয়া কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিড়িংশাক, জীবনীয়গণ, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, আলকুশীমূল, ছোটএলাইচ, কর্পূর, কুন্দুরখোটী, সরলকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, জটামাংসী, নখী, অগুরু, শুঁদি পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, কাকোলী, গেঁঠেলা, নাগেশ্বর, বেণারমূল, গুড়ত্বক, সুপারি, কট্‌কী, জায়ফল শতমূলী, লবণখোটী, দেবদারু, রক্তচন্দন, বচ শৈলজ, সৈন্ধবলবণ, শিলারস, মুথা, গন্ধভাদুলে মূল, বালুকা, পুনর্নবা, চোরখড়িকা, মৃগনাভি দশমূল, কেয়ারমূল, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, অশ্বগন্ধা, বালা, রেণুক, রসাঞ্জন, শিমুলমূল, কট্‌ফল অগুরু, শ্যামালতা, কুড়, ভেলারমুটী, ত্রিফলা পদ্মনাগেশ্বর, শ্যামালতা, লবঙ্গ ও ত্রিকটু। এ তৈল পান, অভ্যঙ্গ, বস্তিও নস্যার্থ প্রয়োগ হয় ইহা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গগত, অবয়বগত, সন্ধিমজ্জাশ্রিত বাত, নানাবিধ পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পীড়া দূর হয় দেহের ও শরীরের বলবীর্য্য বৃদ্ধি পায়।

অষ্টাদশশতিকাপ্রসারণী তৈলম্।

সমূলদলশাখায়াঃ প্রসারণ্যাঃ শতত্রয়ং। শতমেকং শতাবর্য্যা অশ্বগ শতং তথা। কেতকীনাং শতঞ্চৈ দশমূলাচ্ছতং শতং। শতং বাট্যা স্যাপি শতং সহচরস্য চ। জলদ্রো শতং দত্বা শতভাগাবশেষিতং। তত্তা কষায়েণ কষায় দ্বিগুণেন চ। সুব্যা

নারনালেন দধিমণ্ডাঢ়কেন চ। ক্ষীর-শুক্তেক্ষুনির্য্যাসঃ ছাগমাংসরসাঢ়কৈঃ। তৈলাদ্‌দ্রোণং সমাযুক্তং দৃঢ়ে পাত্রে নিধাপয়েৎ। দ্রব্যাণি যানি পেষ্যাণি তানি কক্ষ্যামাতঃপরং। ভল্লাতকং নতং শুণ্ঠী পিপ্‌পলীচিত্রকং শঠী। বচাপৃক্কা-প্রসারণ্যাঃ পিপ্‌পল্যামূলমেব চ। দেব-দারু শতাহ্বাচ সূক্ষ্মৈলা ত্বচ বালকং। কুঙ্কুমং মদমঞ্জিষ্ঠা তুরষ্কং নখিকাগুরু। কর্পূরকুন্দুরুনিশা লবঙ্গ ধ্যামচন্দনং। কঙ্কোলং নলিকা মুস্তং কালীয়োৎপল পত্রকং। শঠীহরেণুশৈলেয় শ্রীবাসঞ্চ কেতকং। ত্রিফলাকচ্ছুরা ভীরু সরলং পদ্মকেশরং। প্রিয়ঙ্গুশীরনলদং জীবকাদ্যং পুনর্নবা। দশমূল্যশ্বগন্ধে চ নাগপুষ্পং রসাঞ্জনং। কটুকাজাতিপূগানাং ফলানি তক্কীরসং। ভাগান্ ত্রিপলিকান্ দত্ত্বা নৈর্ম্মদ্বগ্নিনা পচেৎ। বিস্তীর্ণে সুদৃঢ়ে পাত্রে পাচ্যৈষা তু প্রসারণী। প্রয়োগঃ ষড়্‌বিধশ্চাত্র রোগার্ত্তানাং বিধীয়তে। অভ্যঙ্গাত্ত্বগ্‌গতং হন্তি পানাৎ কোষ্ঠগতং তথা। ভোজনাৎ সূক্ষ্মনাড়ীস্থান্ নস্যা-গতং তথা। পক্বাশয়গতে বস্তির্নিরূহঃ বৈকারিকে। এতদ্ধি বড়বাশ্বানাং বারাণাং যথামৃতং। এতদেব মনু-ষ্যাণাং কুঞ্জরাণাং গবামপি। অনেনৈব তৈলেন শুষ্যমাণা মতাক্রমাঃ। সিক্তাঃ প্ররোহন্তি ভবন্তি ফলশালিনঃ। নিষেব্যানেন তৈলেন পুনশ্চ তরুণা-। ন প্রসূতে চ যা নারী সাপি পীত্বা তে। অপ্রজাঃ পুরুষো যস্তু সোঽপি লভেৎ সুতং। অশীতিং বাতজান্ নূ পৈত্তিকান্ শ্লৈষ্মিকানপি। সন্নি-পাতমুত্থাংশ্চ নাশয়েৎ ক্ষিপ্রমেব হি। এতন্নান্ধক দৃষ্টিনাং কৃত্যং পুংসবনং মহৎ। কৃত্বা বিষ্ণোর্ব্বলিঞ্চাপি তৈল-মেতৎ প্রযোজয়েৎ॥

৬৪ সের তিলতৈল, ক্বাথার্থ মূল, শাখা ও পত্রাদি সহ গন্ধভাদুলিয়া ৩০০ পল, শতমূলী ১০০ পল, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, কেয়ারমূল, ১০০ পল, দশমূলের প্রত্যেকে ১০০ পল, বেড়েলা ১০০ পল, ঝাঁটীমূল ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪০০ সের, অব-শেষ ৬৪ সের। কাঁজি ১২৮ সের, দধির মাত ১৬ সের, শুক্ত ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, ছাগমাংসের ক্বাথ ১৬ সের অর্থাৎ (৮ সের মাংস, ৬৪ সের জল, শেষ ১৬ সের)। কল্কার্থ তিন তিন পল করিয়া ভেলারমুটী, তগরপাদুকা, শুঁঠ, পিপুল, চিতামূল, শঠী, বচ, পিড়িংশাক, গন্ধভাদুলিয়ার মূল, পিপুল-মূল, দেবদারু, শুল্ফা, ছোটএলাইচ, গুড়ত্বক্, বালা, কুঙ্কুম, কস্তূরী, মঞ্জিষ্ঠা, শিলারস, নখী, অগুরু, কর্পূর, কুন্দুরখোটী, হরিদ্রা লবঙ্গ, গন্ধতৃণ, রক্তচন্দন, কাকোলী, লালুকা, মুথা, কৃষ্ণাগুরু, সুঁদি, তেজপত্র, শঠী, রেণুক, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, কেতকী, ত্রিফলা, আলকুশীমূল, শতমূলী, সরল-কাষ্ঠ, পদ্মনাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, বেণারমূল, জটামাংসী, জীবনীয়গণ, পুনর্নবা, দশমূলী, অশ্বগন্ধা, নাগেশ্বর, রসাঞ্জন, লতাকস্তূরীফল, জায়ফল, সুপারি, ত্রিফলা ও গন্ধরস। এই তৈল ছয় প্রকারে ব্যবহার হয় অর্থাৎ মর্দ্দন করিলে ত্বগ্‌গত, পান করিলে কোষ্ঠগত, ভোজন করিলে সূক্ষ্মনাড়ীগত, নস্য লইলে উর্দ্ধগত, বস্তিক্রিয়ায় প্রয়োগ করিলে পক্বা-শয়গত, নিরুহক্রিয়ায় সর্ব্বদেহগত বায়ুজনিত রোগ দূর হয়, আর এই তৈল হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য সকল-কার পক্ষেই বিশেষ হিতকর। ইহা শুষ্কবৃক্ষে সেচন করিলে পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া ফলশালী হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তি ব্যবহার করিলে যুবাসদৃশ বলবীর্য্যবান হয় ও বন্ধ্যা স্ত্রীও পুত্রবতী হয়, আর নানারূপ বাতজ, পিত্তজ, শ্লৈষ্মিকজন্য রোগ সমূহ বিনাশ হয়।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈলং।

সমূলপত্রশাখাঞ্চ জাতসারং প্রসা-রণীং। কুটয়িত্বা পলশতং দশমূলশতং তথা। অশ্বগন্ধা পলশতং কটাহে সম-ধিক্ষেপেৎ। বারিদ্রোণে পৃথক্ কৃত্বা

পাদশেষেঽবতারিতং। কষায়সমমাত্রন্তু তৈলমত্র প্রদাপয়েৎ। দধ্নস্তথাঢ়কং দত্ত্বা দ্বিগুণঞ্চাম্লকাঞ্জিকং। চতুর্দ্রোণেন পয়সা জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ। শৃঙ্গবেরপলান্ পঞ্চত্রিংশন্তল্লাতকান চ। দ্বে পলে পিপ্পলীমূলাৎ চিত্রকাচ্চ পলদ্বয়ং। যবক্ষার পলদ্বে চ সৈন্ধবস্য পলদ্বয়ং। সৌবর্চ্চল পলদ্বে চ মঞ্জিষ্ঠায়াঃ পলদ্বয়ং। প্রসারণীপলদ্বে চ মধুকস্য পলদ্বয়। সর্ব্বাণ্যেতানি সংহৃত্য শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। এতদভ্যঞ্জনে শ্রেষ্ঠং বস্তিকর্ম্ম-নিরূহণে। পানে নস্যে চ দাতব্যঃ ন ক্বচিৎ। প্রতিহন্যতে। অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্। বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব সর্ব্বানেতান্ ব্যপোহতি। গৃধ্রসীমস্থিভঙ্গঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকং। অপস্মারং তথোন্মাদং বিভ্রমং মন্দগামিতাং। ত্বগ্গতাশ্চাপি যে বাতাঃ শিরঃসন্ধিগতাশ্চ যে। জানুসন্ধিগতাশ্চৈব পাদপৃষ্ঠগতাশ্চ যে। অশ্বো বা বাতসংভগ্নো গজো বা যদি বা নরঃ। প্রসারয়তি যস্মাত্তু তস্মাদেষা প্রসারণী। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ জননী বৃদ্ধানাঞ্চ প্রসূয়নী। এতেনান্ধকবৃষ্ণীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ। প্রসারণীতৈলমিদং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনং। অপনয়তি জরাং পলিতং শোষয়তি রুজামুৎপাদয়তি তারুণ্যং। পক্ষাঘাতং সর্ব্বাঙ্গহতং বাতগুল্মঞ্চ নাশয়েৎ। এতদুপযুজ্যমানঃ প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়ো ভবেৎ॥

৪৮ সের পরিষ্কৃত তিলতৈল, ক্কাথার্থ মূল শাখা পত্রসহ সারাবশিষ্ট গন্ধভাদুলিয়া ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, অবশেষ ১৬ সের; অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, অবশেষ ১৬ সের, দশমূল ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দধিরমাত ১৬ সের, আমকাঞ্জি ৩২ সের, কষ্ক পাক জন্য জল ২৫৬ সের। কল্কার্থ জীবনীয়গণ প্রত্যেকে ১ পল ৫ পল আদা, ৩০ পল ভেলারমুটী, ২ পল পিপুল-মূল, ২ পল চিতামূল, ২ পল যবক্ষার, ২ পল সৈন্ধব, ২ পল সচললবণ, ২ পল মঞ্জিষ্ঠা, ২ পল গন্ধভাদুলিয়া, ২ পল যষ্টিমধু, এই তৈল অভ্যঙ্গ, বস্তিকর্ম্ম, নিরূহ, পান ও নস্যে প্রয়োগ করিবে। এই তৈল ব্যবহার দ্বারা অশীতিবিধ বাতজ ও চত্বারিংশদ্বিধ পিত্তজ এবং বিংশতিরূপ শ্লৈষ্মিক জনিত রোগ, গৃধ্রসী, অস্থিভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য ও অন্যান্য নানারূপ রোগ দূর হয়।

মহারাজপ্রসারণীতৈলম্।

শতত্রয়ং প্রসারণ্যা দ্বে চ পীতসহচরাৎ। অশ্বগন্ধেরণ্ডবলা বরীরাস্না পুনর্নবাঃ। কেতকী দশমূলঞ্চ পৃথক্ত্বক্ পারিভদ্রতঃ। প্রত্যেকমেষান্তু তুলা তুলার্দ্ধং কিলিমাত্তথা। তুলার্দ্ধং স্যাচ্ছিরীষাচ্চ লাক্ষায়াঃপঞ্চবিংশতিঃ। পলানি লোধ্রাচ্চ তথা সর্ব্বমেকত্র সাধয়েৎ। জলপঞ্চাঢ়কশতে সপাদে তত্র শেষয়েৎ। দ্রোণদ্বয়ং কাঞ্জিকঞ্চ ষড়্বিংশত্যাঢ়কোন্মিতং। ক্ষীরদধ্নোঃ পৃথক্প্রস্থান্ দশ মস্ত্বাঢ়কং তথা। ইক্ষোরসাঢ়কৌ চাপি ছাগমাংস তুলাত্রয়ে। জলপঞ্চাচত্বারিংশৎ প্রস্থে পকে তু শেষয়েৎ। সপ্তদশ রসপ্রস্থান্ মঞ্জিষ্ঠাকাথ এব চ [illegible] কুড়বোনাঢ়কোন্মানো দ্রবৈরেভিস্তু সাধয়েৎ। [illegible] তিলতৈলস্য দ্রোণং প্রস্থেন সং[illegible] কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণং শু[illegible] বিধীয়তে। আদ্য এভির্দ্রবৈঃ [illegible] কল্কো ভল্লাতকং কণা। নাগরং মরিচঞ্চৈব প্রত্যেকং ষট্পলোন্মিতং। ভল্লাতক সহস্রে তু রক্তচন্দনমিষ্যতে। পথ্যাক্ষধাত্র্যঃ সরলং শতাহ্বা কর্কটো বচা চোরপুষ্পীশটীমুস্তদ্বয়ং পদ্মঞ্চ সোৎপলং। পিপ্পলীমূলমঞ্জিষ্ঠা সাশ্বগন্ধাপুনর্নবা। দশমূলং সমুদিতং চক্রমর্দ্দো রসা

প্লবনং। গন্ধতৃণং হারিদ্রা চ জীবনীয়ো গণস্তথা। এষাং দ্বিপলিকৈর্ভাগৈরাদ্যঃ পাকো বিধীয়তে। দেবপুষ্পী বোলপত্রং শল্লকীরসশৈলজে। প্রিয়ঙ্গুশীবমধূরী মাংসীদারুবলা চলং। শ্রীবাসো নলিকাখোটিঃ সূক্ষ্মৈলাকুন্দুকম্মরা। নখীত্রয়ঞ্চ ত্বকপত্রী পমরা পৃশ্নিচম্পকং। মদনং রেণুকা পৃক্কা মরুবকপলত্রয়ং। প্রত্যেকং গন্ধতোয়েন দ্বিতীয়ঃ পাক ইষ্যতে। গন্ধোদকন্ত ত্বকপত্রী পত্রকোশীরমুস্তকং। প্রত্যেকং সরলামূলং পলানি পঞ্চবিংশতিঃ। কুষ্ঠার্দ্ধভাগোহত্র জলপ্রস্থাস্তু পঞ্চবিংশতিঃ। অর্দ্ধাবশিষ্টাঃ কর্ত্তব্যাঃ পাকে গন্ধাম্বুকর্ম্মণি। গন্ধাম্বুচন্দনাম্বুভ্যাং তৃতীয়ঃ পাক ইষ্যতে। কল্কোহত্র কেশরং কুষ্ঠং ত্বকালীয়ক কুঙ্কুমং। ভদ্রশ্রিয়ং গ্রন্থিপর্ণং লতাকস্তুরিকা তথা। লবঙ্গাগুরুকক্কোল জাতীকোষফলানি চ। এলালবঙ্গচ্ছল্লীচ প্রত্যেকং ত্রিপলোন্মিতং। কস্তুরী ষটপলা চন্দ্রাৎ পলং সাদ্ধঞ্চ গৃহ্যতে। বেধনার্থং পুনশ্চান্দ্রমদৌ দেয়ৌ তথোন্মিতৌ। মহাপ্রসারণী সেয়ং রাজভোগ্যা প্রকীর্ত্তিতা। মহাপ্রসারণীনাম্ন বহস্ত্যেষা বলোত্তমান্। কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণঃ শুক্তেনাত্র বিধীয়তে। অত্র শুক্তবিধির্ম্মণ্ডঃ প্রস্থঃ পঞ্চাঢ়কোম্মিতং। কাঞ্জিকং কুড়বো দধ্নো গুড়প্রস্থাইম্লমূলকাৎ। পলান্যষ্টৌ শোধিতার্দ্রাৎ পলষোড়শিকাং তথা। কণাজীরকসিন্ধুত্থ-হারিদ্রা-মরিচং তথা। দ্বিপলং ভাবিতে ভাণ্ডে ঘৃতেনাষ্টদিনং স্থিতং। সিদ্ধং ভবতি তচ্ছুক্তং যদাবতার্য্য গৃহ্যতে। তদা দেয়ং চতুর্জ্জাতং পৃথক্ কর্ষত্রয়োম্মিতং। যদ্যপি কাঞ্জিকস্ত ষড়্বিংশতিরাঢ়কানীত্যুক্তং তথাপি কাঞ্জিক-দ্রোণমাত্রেণ ব্যবহারঃ। অন্যথা কাঞ্জিকস্যৈব গন্ধঃস্যাদিতি অতএব চক্রো বক্ষ্যতি কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণ ইতি। কাচিদুম্বরপত্রাভা তথা চোৎপলসন্নিভা। কাচিদশ্বখুরাকারা গজকর্ণসমা তথা। বরাহকর্ণসঙ্কাশা নখী পঞ্চবিধা স্মৃতা। তত্র আদ্যাস্তিস্রো গ্রাহ্যাঃ॥

ক্বাথার্থ গন্ধভাদুলিয়া ৩০০ পল, পীত ঝাঁটী ২০০ পল, প্রত্যেকে একশত পল করিয়া অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, শতমূলী, রাস্না, পুনর্নবা, কেয়ামূল, দশমূল ও পালিতামাদারের ছাল, দেবদারু ৫০ পল, শিরীষছাল ৫০ পল, লাক্ষা ২৬ পল, লোধ ২৫ পল এই সকল ৮৪০০ সের জলে পাক করিয়া ১২৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। আর কাঁজি ৬৪ সের, * দুগ্ধ ৪০ সের, দধি ৪০ সের, দধির মাত ১৬ সের, ইক্ষুরস ৩২ সের। ছাগমাংস ৩০০ পল, পাকার্থ জল ১৮০ সের, অবশেষ ৬৮ সের। মঞ্জিষ্ঠা ৬০ পল, জল ৬০ সের, অবশেষ ১৫ সের। পরিষ্কৃত তিলতৈল ৬৮ সের, অগ্রে এই সকল বস্তুর সহিত তৈল পাক করিবে। অনন্তর কল্কার্থ হয় ছয় পল করিয়া ভেলারমুটী, পিপুল শুঁঠ ও মরিচ; দুই দুই পল করিয়া ত্রিফলা সরলকাষ্ঠ, শুল্ফা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, চোরখড়িকা, শঠী মুতা, নাগরমুতা, পদ্মপুষ্প, শুঁদি, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, দশমূল, চাকুন্দামূল রসাঞ্জন, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা ও জীবনীয়গণ এই সকল কল্কদ্রব্য দ্বারা অগ্রে তৈল পাক করিবে অনন্তর ছয় পল করিয়া লবঙ্গ, গন্ধবোল, তেজপত্র, ধুনা শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু, বেণারমূল, মৌরি, জটামাংসী দেবদারু, বেড়েলা, লবণখোটী, লালুকা, কাষ্ঠখোটী ছোট এলাইচ, কুন্দুরখোটি, মুরামাংসী, নখী † গুড়ত্বক্, তেজপত্র, চই, খট্টাশী, চাঁপারকলি

---

* মূলে যদিও ২৬ আঢ়ক কাঁজি লিখি আছে, তথাপি ৬৪ সের বলার কারণ এই যে, আঢ়ক দিলে কাঁজির গন্ধ অধিক হয়।

† নখী তিন প্রকার ;—(১) ডুম্বুরপত্র সদৃশ উৎপল সদৃশ ও অশ্বক্ষুর সদৃশ।

দনাফুল, রেণুকা, চোরকাঁচকা ও ঝাঁটী এই সকল কল্ক ও গন্ধোদক সহ তৈলের দ্বিতীয় পাক করিবে। পুনরায় গন্ধোদক ×৫০ সের ও চন্দনোদক ¶ ২৫ সেরের সহিত তিন তিন পল করিয়া নাগেশ্বর, কুড়, গুড়ত্বক্, কালিয়াকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, গেঁঠেলা, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কাকোলী, জয়িত্রী, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ, মৃগনাভি ৬ পল, কর্পূর ১।৷০ দেড় পল, তৈলে প্রক্ষেপ করিয়া পাক করিবে, অনন্তর মৃগনাভি ৬ পল, কর্পূর ১।৷৽ পল প্রক্ষেপ দিবে, এই মহারাজ প্রসারণীতৈল রাজ-সেবনীয়, ইহার গুণ ও শক্তি অন্যান্য প্রসারণীতৈল অপেক্ষাও অধিক।

মহাসুগন্ধিলক্ষ্মীবিলাস-তৈলম্।

জিঙ্গীচোরকদেবদারু সরলব্যাঘ্রী লাচেলকত্বক্পত্রৈঃ সহগন্ধপত্রক-শঠী-খ্যাক্ষ-ধাত্রী ঘনৈঃ। এতৈঃ শোধিত-সংস্কৃতৈঃ পলযুগেত্যাখ্যাতয়া সঙ্খ্যয়া তলপ্রস্থমবস্থিতৈঃ। স্থিরমতিঃ কল্কৈঃ চেদ্গান্ধিকৈঃ। মাংসামুরাদমন-চম্পক-ন্দরীত্বগ্ প্রস্থাম্বু কুষ্ঠমরুবুকৈর্দ্বিপলৈঃ পৃক্কৈঃ। শ্রীবাস-কুন্দুরু-নখী-নলিকা ষীণাং প্রত্যেকতঃ পলমুপাদ্য পুনঃ চেত্। এলা-লবঙ্গ-চলচন্দনজাতিপূতি-কোল-কাগুরুলতামৃগনৈঃ পলার্দ্ধৈঃ। স্তুরিকাক্ষসহিতামলদীপ্তিযুক্তৈঃ পক্বস্তু শিখিনৈব মহাসুগন্ধম্। পঞ্চদ্বিকেন র্দ্ধেন মদাৎ কর্পূরমিষ্যতে। প্রাগুক্তৌ দ্বসংস্কারৌ গন্ধানামিহ তৈঃ পুনঃ। দ্বিগুণৈর্লক্ষ্মীবিলাসঃ স্যাদয়ন্তু তৈল-সত্তমঃ। পঞ্চপত্রাম্বুনা চাদ্যো দ্বিতীয়ো গন্ধবারিণা। তৃতীয়োঽপি চ তেনৈব পাকোঽবধূপিতাম্বুনা। তৈলযুগ্মমিদং তূর্ণং বিকারান্ বাতসম্ভবান্। ক্ষপয়েজ্জ-নয়েৎ পুষ্টিং কান্তিং মেধাং ধৃতিং ধিয়ং। (পঞ্চদ্বিকেনেতি পঞ্চধা বিভক্তস্য কস্তুরীকস্যৈকো ভাগো রক্তিদ্বয়াধিক-ত্রিমাষকো ভবতি তথা মানেন কর্পূরস্য দ্বৌ ভাগৌ কিম্বা অর্দ্ধেন কস্তুরীকর্ষাৎ কর্পূরস্যাষ্টৌ মাষকাঃ॥)

৪ সের তিলতৈল, দুই দুই পল করিয়া মঞ্জিষ্ঠা, চোরকাঁচকী, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, কণ্টকারী, বচ, গুবাকবৃক্ষের ছাল, গুড়ত্বক্, গন্ধতৃণ, শঠী, হরীতকী বহেড়া, আমলা, মুথা, এই গন্ধকল্ক দ্বারা প্রথম পাক করিবে। দুই পল করিয়া জটামাংসী, মুরা-মাংসী, দনা, চম্পকপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, গুড়ত্বক্, গেঁঠেলা, বালা, কুড়, মরুবকপুষ্প, পিড়িংশাক, একপল করিয়া গন্ধবিরাজ, কুন্দুরখোটি, নখী, লালুকা, শুলফা এই সকল দিয়া দ্বিতীয় কল্ক পাক করিবে। ৪ তোলা করিয়া এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেত চন্দন, জাতীপুষ্প, খট্টাশী, কাকোলী, অগুরু, লতাকস্তুরী, কুঙ্কুম, মৃগনাভি ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা অথবা ৬ মাষা ৪ রতি এই সকল দ্রব্যে তৃতীয় কল্ক পাক করিতে হয়। পাকশেষ হইলে তৈল হইতে খট্টাশী উদ্ধৃত করিয়া উৎকৃষ্টরূপে শিলাপেষিত করতঃ তৈলে মিশাইয়া দিবে। বিল্বাদি পঞ্চপল্লবের কাথ দ্বারা প্রথম কল্ক, গন্ধাম্বু দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক এবং অগুরুধূপিত গন্ধবারিদ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত তৈলের ন্যায় এই তৈলেও গন্ধদ্রব্য সকল শোধন করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা নানাপ্রকার বাতব্যাধি দূর হয়। উপরোক্ত তৈলের লিখিত কল্ক সমস্ত দ্বিগুণ পরিমাণ তৈলে দিয়া পাক করিলেই তাহার নাম লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

নকুলাদ্যং ঘৃতম্।

নকুলস্য চ মাংসস্য পচেৎ প্রস্থং জলাঢ়কে। তৎসমং দশমূলঞ্চ পক্বং ম্রাস্থ-

---

× গন্ধোদক প্রস্তুত করণ প্রণালী—তেজপত্র অর্থাৎ তেজপত্র সদৃশ পত্রবিশেষ, বেণার-মুথা, বালামূল প্রত্যেকে ২৫ পল, কুড় ১২৷৷০ জল ১০০ সের, শেষ ১৫ সের।

¶ চন্দনোদক প্রস্তুত করণ প্রণালী—চন্দন ৫০ জল ৫০ সের, শেষ ২৫ সের। অথবা চন্দন ঘষিয়া জলে মিশ্রিত করিবে।

বলান্বিতং। ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তত্র চতুর্ভাগাবশেষিতং। শতাবরীরসপ্রস্থং গব্যদুগ্ধঞ্চ তৎসমং। অষ্টৌ বর্গাশ্চ কাকোল্যৌ জীবন্তীমধুযষ্টিকা। এলা ত্বচঞ্চ পত্রঞ্চ ত্রিকটুস্ত্রিফলা তথা। মুস্তকং নাগজিহ্বা চ কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ। সর্ব্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ। মহোন্মাদে পক্ষাঘাতে চাধ্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাধির্য্যে মূকমিম্মিনে। ঊর্দ্ধজত্রুগতে বাতে জঙ্ঘাপার্শ্বাদিসংশ্রিতে। নকুলাদ্যমিদং নাম্না ঊর্দ্ধজত্রুগদাপহং ॥

৪ সের ঘৃত, কাথার্থ ২ সের নকুলমাংস, পাকার্থ ১৬ সের জল, শেষ ৪ সের, ২ সের দশমূল, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, ২ সের বেড়েলা, জল ১৬ সের, অবশেষ ৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, কল্কার্থ দুই দুই তোলা করিয়া জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা ও অনন্তমূল। এই ঘৃত পান দ্বারা অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠনিগ্রহ, হস্তকম্প, বধিরতা, মূকত্ব, মিম্মিনভাষণ, ঊর্দ্ধজত্রুগত বায়ু ও অন্যান্য নানাবিধ পীড়া দূর হয়।

ছাগলাদ্যং ঘৃতং।

আজং চর্ম্মবিনির্ম্মুক্তং ত্যক্তশৃঙ্গনখাদিকং। পঞ্চমূলীদ্বয়ঞ্চৈব জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। জীবনীয়ৈঃ সযষ্ট্যাহ্বৈঃ ক্ষীরঞ্চৈব শতাবরী। ছাগলাদ্যমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ। অর্দ্দিতে কর্ণশূলে চ বাধির্য্যে মূকমিম্মিনে। জড়গদ্গদপঙ্গূনাং খঞ্জে গৃধ্রসিকুব্জয়োঃ। অপতানেঽপতন্ত্রে চ সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে ॥

৪ সের ঘৃত, ছাগমাংস ৪০ পল, দশমূল ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, অবশেষ ১৬ সের। কল্কার্থ জীবনীয়দশক অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদ মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মিলিত এক সের, কিন্তু কোন কোন মতে যষ্টিমধু ২ ভাগ বর্ণিত আছে। এই ঘৃত পান দ্বারা অর্দ্দিত, কর্ণশূল, বধিরতা, বাকৃশক্তি রাহিত্য, মিম্মিনভাষণ, অস্পষ্টভাষণ, জড়ত্ব, পঙ্গুত্ব, খঞ্জত্ব, গৃধ্রসী, কুব্জতা, অপতানক ও অপতন্ত্রক ইত্যাদি নানাবিধ বায়ুরোগ দূর হয়।

বৃহচ্ছাগলাদ্যং ঘৃতং।

অত্র যষ্টিমধু ভাগদ্বয়মিতি শিবদাসঃ।

ছাগমাংস তুল্যং গৃহ্য দশমূল্যাঃ পলং শতং। অশ্বগন্ধা পলশতং বাট্যালকশতং তথা। ঘৃতাঢ়কং পচেত্তোয়ৈশ্চতুর্ভাগাবশেষিতৈঃ। ক্ষীরং স্নেহসমং দদ্যাৎ শতবর্য্যা রসং তথা। তাম্রপাত্রে দৃঢ়ে চৈব শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। অস্যৌষধস্য কল্কস্য প্রত্যেকং শুক্তিসংমিতং। জীবন্তীমধুকং দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ নীলমুৎপলং। মুস্তং সচন্দনং রাস্না পর্ণিনীদ্বয়শারিবে। মেদে দ্বে চ তথা কুষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শঠী। দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা নতং তালীশপদ্মকৌ। এলাপত্রং বরীনাগং জাতীকুসুমধান্যকং। মঞ্জিষ্ঠাদাড়িমং দারু রেণুকং শৈলবালুকং। বিড়ঙ্গং জীরকঞ্চৈব পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ। বস্ত্রপূতে চ শীতে চ শর্করাপ্রস্থসংযুতং। নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধভাণ্ডে মার্দ্দে বা ভাজনে শুভে। অস্যৌষধস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃপরং। দেবদেবং নমস্কৃতঃ সম্পূজ্য গণনায়কং। পিবেৎ পাণিতলং তস্য ব্যাধিং বীক্ষ্যানুপানতঃ। সর্ব্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ। উন্মাদে পক্ষাঘাতে চ আধ্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে। কর্ণরোগে শিরোরোগে বাধির্য্যে চাপতন্ত্রকে। কুব্জো-

ম্মাদে চ গৃধ্রস্থাং সোদরে চাক্ষিপা-
তজে। পার্শ্বশূলে চ হৃচ্ছুলে বাহ্যায়া
মার্দ্দিতে তথা। বাতকণ্টকহৃদ্রোগ-মূত্র-
কৃচ্ছ্রে সপঙ্গুকে। ক্রোষ্টুশীর্ষে তথা
খঞ্জে কুব্জে চাধ্বনি মিম্মিনে। অপতা-
নেঽন্তরায়ামে রক্তপিত্তে তথোর্দ্ধগে।
আনাহেঽর্শোবিকারেষু চাতুর্থকজ্বরেঽপি
চ। হনুগ্রহে তথা শোষে ক্ষীণে চৈবা-
ববাহুকে। দণ্ডাপতানকে ভগ্নে দাহে
চাক্ষেপকে তথা। জীর্ণজ্বরে বিষে
কুষ্ঠে শেফঃস্তম্ভে মদাত্যয়ে। আঢ্য-
বাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ বাতরক্তগদেষু
চ। একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গ-
রোগিণে। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে
জিহ্বাস্তম্ভে জড়ে ভ্রমে। ক্ষীণেন্দ্রিয়ে
ষ্টশুক্রে শুক্রনিঃসরণে তথা। স্ত্রীণাং
াতাস্রপাতে চ পটলে চাক্ষিস্পন্দনে।
একাঙ্গস্পন্দনে চৈব সর্ব্বাঙ্গস্পন্দনে
তথা। নাগাদিপতিতে বাতে স্ত্রীণাম-
প্রাপ্তিহেতুকে। আভিচারিকে দোষে চ
নে সন্তাপসম্ভবে। যে বাতপ্রভবা
রাগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ। শিরোমধ্য-
তা যে চ জঙ্ঘাপার্শ্বাদিসংস্থিতাঃ।
তৃগ্রহাভিভূতশ্চ শিশুর্যশ্চ বিশুষ্যতে।
ক্ষীণবলমাংসশ্চ ন বর্ত্ম গমনক্ষমঃ।
তেনানেন সিধ্যন্তি বজ্রমুক্তিরিবাসুরান্।
হন্তি সকলান্ রোগান্ ঘৃতং পরম-
র্লভং রসায়নং বহ্নিবলপ্রদঞ্চ বপুঃ-
কর্ষং বিদধাতি রূপং। দণ্ডাবলেন্দ্রেন
ানতেজ দীর্ঘায়ুষং পুত্রশতং
রাতি। স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি চাতি-
কং ন যাতি তৃপ্তিং সারসঃ সমাঙ্গঃ।
ত্রিণী পুত্রশতং করোতি শতায়ুষং
ঘসমং বলিষ্ঠং। মহদ্ঘৃতং নাম তু
ছাগলাদ্যং বিনির্ম্মিতং বাতনিসূদনঞ্চ।
শিবং শুভং রোগভয়াপহঞ্চ চকার হারী-
তমুনির্ব্বিশিষ্টঃ। শৃগালবর্হিণোঃ পাকে
পুংমাংসং তত্র দাপয়েৎ। ময়ূরী জম্বুকী
ছাগী বীর্য্যহীনা স্বভাবতঃ। ভাষিতং
কাশিরাজেন ছাগমেব নপুংসকং॥

১৬ সের গব্যঘৃত, ক্বাথার্থ ১০০ পল নপুংসক ছাগমাংস, পাকার্থ জল ৬৪ সের, অবশেষ ১৬ সের, দশমূল প্রত্যেকে ১০ পল, জল ৬৪ সের, অবশেষ ১৬ সের; অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ১৬ সের, অবশেষ ১৬ সের; বেড়েলা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, অবশেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের, শত-মূলীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ ছয় তোলা করিয়া জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল কিম্বা শুন্দিপুষ্পমূল, মুথা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগানি, মাষাণি, চাকুল্যা, শালপানী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, তগর-পাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, ধনিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমবীজ, দেবদারু, রেণুকা, এলবালুক, বিড়ঙ্গ ও জীরা, পাকশেষে শীতল হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া চিনি ২ সের মিশাইবে, অনন্তর মৃত্তিকা-পাত্রে রাখিবে। ইহা সেবনের মাত্রা ২ তোলা, রোগ বিবেচনা করিয়া দুগ্ধাদি অনুপান ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ঘৃত বাতব্যাধি রোগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা পান দ্বারা অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠরোগ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, বধি-রতা, অপতন্ত্রক, ভূতোন্মাদ, গৃধ্রসী ও অন্যান্য নানাবিধ বাত ও পিত্তজনিত রোগ দূর হয়, ইহা দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তিহীনতা নিবারণের মহৌষধ। ইহা কিছুদিন সেবন করিলে দেহের পুষ্টিবিধান ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল হইয়া উঠে।

অশ্বগন্ধাঘৃতং।

অশ্বগন্ধাকষায়ে চ কল্কে ক্ষীরচতু-
র্গুণং ঘৃতপক্বন্তু বাতঘ্নং বৃষ্যমায়ুর্ব্বি-
বর্দ্ধনং।

অশ্বগন্ধার ক্বাথ কল্ক করিয়া চতুর্গুণ দুগ্ধের দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতরোগ দূর হয়, আর বল ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

হংসাদিঘৃতং ।

হংসমেকং সমাদায় পচেত্তোয়াঢ়কে ভিষক্। চতুর্ভাগাবশেষে তু ঘৃতস্য পলমষ্টকং। ঘৃততুল্যং বিদধ্যাত্তু তৈলমেরণ্ডসম্ভবং। তত্রৈব দশমূলস্য প্রত্যেকং কর্ষষষ্ঠকং। জলে চাষ্টগুণে পাচ্যং তৃতীয়াংশাবশেষিতং। ত্রিকটুত্রিফলামুস্তং পিপ্পলীমূলপদ্মকং। বর্দ্ধমানস্য মূলস্য যথাবৎ পরিকীর্ত্তিতং। শুষ্কমূলং কদম্বত্বক্ শূকশিম্বী পুনর্নবা। তালমূলী বিদারী চ দার্ব্বীসিন্ধূত্থ নাগরং। প্রত্যেকং কর্ষভাগং স্যাৎ ভাগঞ্চাপি ত্রিকার্ষিকং। নিশারসো ন চিত্রাণাং কল্কংদত্ত্বা পচেৎ সুধীঃ। পাদশেষে পরিস্রাব্য কর্ষার্দ্ধমভ্রকং ক্ষিপেৎ। যথাগ্নিভক্ষণং কার্য্যং সর্ব্ববাতবিকারিণাং। জড়ে মূকে তথা খঞ্জে পঙ্গুল্যে চাববাহুকে। কাসে শ্বাসে তথা শোষে ক্ষয়ে চ বিষমানলে। হস্তকম্পে শিরঃকম্পে তথা সর্ব্বাঙ্গকম্পনে। গৃধ্রস্যাং কুব্জকে নিত্যং জ্বরে জীর্ণে বিশেষতঃ ॥

ষোল সের জল দ্বারা একটী হাঁসকে পাক করিয়া চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। অনন্তর বিল্বত্বক, শোনা, গাম্ভারী, পারুলী, গণিয়ারী, শালপানী, চাকুলিয়া, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর এই সমস্ত প্রত্যেকে বার তোলা করিয়া লইয়া অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করত তিন অংশের এক অংশ থাকিতে নামাইবে। অনন্তর দুই দুই তোলা করিয়া মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, মুথা, পিপ্পলীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, এরণ্ডমূল, শুষ্কমূলক, কদম্বত্বক্, শূকশিম্বী, পুনর্নবা, তালমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব ও শুঁঠ আর ছয় ছয় তোলা করিয়া হরিদ্রা, রসুন ও দন্তী এই সমস্ত কল্ক করিয়া এক সের পুরাতন ঘৃত ও এক সের ভেরেণ্ডাতৈল পূর্ব্বকথিত হংসের কাথ ও দশমূলের কাথ দ্বারা পাক করিয়া এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বিশুদ্ধ অভ্র এক তোলা প্রক্ষেপ দিবে। ইহার নাম হংসাদিঘৃত। যথা পরিমাণে ইহা সেবন করিলে যাবতীয় বাতরোগ, জড়ত্ব, মূকত্ব, খঞ্জতা, পঙ্গুত্ব, অববাহুক, কাস, শ্বাস, শোষ, ক্ষয়, বিষমাগ্নি, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, গৃধ্রসী ও জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়।

অথ বাতব্যাধিরোগে পাচন-চিকিৎসা।

সুবর্ণকাদিঃ ।

সুবর্ণকপূগত্বগ্ভ্যাং ক্বাথস্তৈলেন সংযুতঃ। বাতরোগী ভবেৎ সুখী ব্যাধেহি মুচ্যতে খলু ॥

সোণালু ও পুগফল এই উভয়ের ত্বকের কাথ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ তৈল মিশ্রিত করত সেবন করিলে বাতরোগী রোগমুক্ত হইয়া থাকে।

মাষাদিঃ ।

মাষাত্মগুপ্তৈরণ্ড বাট্যালকশৃতং পিবেৎ। হিঙ্গু-সৈন্ধব-সংযুক্তং পক্ষাঘাতবিনাশনং ॥

মাষকলায়, আলকুশীর শিকড়, এরণ্ডমূল, বেড়েলা এই সকলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ হিঙ্গু ও সৈন্ধবচূর্ণ মিশ্রিত করত সেবন করিলে বাতব্যাধি বিনাশ পায়।

রাস্নাসপ্তকঃ ।

রাস্না মৃতারগ্বধ-দেবদারু-ত্রিকণ্ট—কৈরণ্ড-পুনর্নবানাং। ক্বাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জঙ্ঘোরুপৃষ্ঠত্রিকপার্শ্বশূলী ॥

রাস্না, গুড়ূচী, সোদাল, দেবদারু, গোক্ষুর, ভেরেণ্ডার শিকড় ও পুনর্নবা এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া শুণ্ঠিচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে জঙ্ঘা, উরু ও পৃষ্ঠশূল দূর হয়।

গোক্ষুরাদিঃ ।

গোক্ষুরমেরণ্ডমূলং রাস্না বচা পুন-

র্ব্বা। প্রশস্তঃ কষায় এষ সর্ব্বাঙ্গপ্রগতে বাতে।

গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, রাস্না, বচ ও পুনর্নবার ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বাতরোগ বিদূরিত হয়।

ভূতীকাদিঃ।

ভূতীকপথ্যাশঠীপুষ্করাণি বিল্বামৃতা-দারুকনাগরাণি। উগ্রাবিষা মাগধিক-বিড়ানি ক্কাথাস্ত্রয়ঃ সামসমীরণঘ্নাঃ॥

যমানী, হরীতকী, শঠী, পুষ্করমূল, অথবা বিল্ব-মূল, গুড়ূচী, দেবদারু, শুণ্ঠি; কিম্বা বচ, আতিস, পিপ্পলী, বিট্‌লবণ এই তিনটীর যে কোন একটীর ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আমযুক্ত বাত-রোগ ধ্বংস হয়।

শেফালিকাক্কাথঃ।

শেফালিকাদলৈঃ ক্কাথো মৃদ্বগ্নি পরিসাধিতঃ। দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রং সমুদ্ধরেৎ॥

শেফালিকাপাতার ক্কাথ করিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী বিনাশ পায়।

পুনর্নবাদ্যঃ।

পুনর্নবা রাস্না শুণ্ঠী গুড়ূচ্যেরণ্ডজং শৃতং। সপ্তধাতুগতে বাতে সামে সর্ব্বাঙ্গ কেপি চ॥

পুনর্নবা, রাস্না, শুঁঠ, গুড়ূচী ও এরণ্ডমূল এই সকলের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সপ্ত-ধাতুগত সর্ব্বাঙ্গব্যাপী সামবাত দূর হয়।

অথ বাতব্যাধিরোগে মুষ্টি-যোগ চিকিৎসা।

লাটাঞ্চ শৃঙ্গবেরঞ্চ সূক্ষ্মচূর্ণানি কার-য়েৎ। গুগ্‌গুলুং গুড়তুল্যঞ্চ গুড়িকা-মুপযুজ্য তু। বায়ুং স্নায়ুগতঞ্চৈব অগ্নি-মান্দ্যঞ্চ নাশয়েৎ॥

লাটাগাছ আর শুণ্ঠি উত্তমরূপে চূর্ণ করত গুগ্‌গুল ও পুরাতন গুড় তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। এই বড়ী সেবন করিলে স্নায়ুগত বায়ু ও মন্দাগ্নি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

শুষ্কশৈবালমন্থাশ্চ শুক্তিপাষাণ-ভেদকং। শোভাঞ্জনং গোক্ষুর বা বরুণ-চ্ছদমেব চ। শোভাঞ্জনস্য মূলঞ্চ এতৈঃ কথিতবারি চ। দত্ত্বা হিঙ্গু যবক্ষারং পীতং বাতবিনাশনম্॥

গেঁটিয়া, দূর্ব্বা, শৈবাল, মেথী, শুণ্ঠি, পাষাণ-ভেদী, সজিনা, গোক্ষুর, বরুণবৃক্ষের পত্র, সজিনার শিকড় এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে ক্কাথ করিয়া হিঙ্গু ও যবক্ষার প্রক্ষেপ প্রদান করত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বাতরোগ দূর হয়।

পীতং তক্রেণ মূলঞ্চ আর্দ্রকং তগ-রস্য চ। হরেৎ ঝিনুঝিনীবাতঞ্চ বৃক্ষ-মিন্দ্রাশনির্যথা॥

আর্দ্রক ও তগরফুলের মূল মর্দ্দন করিয়া তক্র সহ সেবন করিবে। ইন্দ্রবজ্র যেরূপ বৃক্ষ নিপাতিত করে, তদ্রূপ এই ঔষধ ঝিন্‌ঝিনী বাত বিনাশ করিয়া দেয়।

কুষ্ঠস্য ভাগমেকন্তু পথ্যাভাগদ্বয়-স্তথা। উষ্ণোদকেন সংপীত্বা কটিশূল-বিনাশনং॥

একভাগ কুড় ও দুইভাগ হরীতকী চূর্ণ করত উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কটিবেদনা আরোগ্য হয়।

শণমূলং সতাম্বূলং পীতমিন্দ্রিয়-কম্পহৃৎ॥

শণমূল মর্দ্দন পূর্ব্বক তাম্বূলের সহিত সেবন করিলে করচরণাদির কম্প বিনাশ পায়।

বৃহতিকস্য বৈ মূলং সংপিষ্টমুদকেন চ। পীতং ঝিনুঝিনীবাতস্য বিপাটন-কৃদ্ধচঃ॥

ব্যাকুড়ের শিকড় জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে ঝিন্‌ঝিনী বাত বিনাশ পায়।

তথেন্দ্রবারুণীমূলং বাধনা পীতমী-শ্বর। জিঙ্গিণ্যেরণ্ডকং রুদ্রে শূকশিম্বী-সমন্বিতং। শীতোদকঞ্চ তন্নস্যো বাহুগ্রী-বাব্যথাং হরেৎ॥

রাখালশসার শিকড়, মঞ্জিষ্ঠা, এরণ্ড এবং শূক-শিম্বী এই সমস্ত একত্রে বাটিয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে অথবা নস্য গ্রহণ করিলে বাহু ও গ্রীবাব্যথা দূর হয়।

দশমূলীবলামাষকাথং তৈলাজ্য-মিশ্রিতং। সায়ং ভুক্ত্বা পিবেন্নস্যং বিশ্ব-চ্যামববাহুকে॥

বিল্বত্বক্, শোণা, গাম্ভারী, পারুলী, গণিয়ারী, শালপর্ণী, চাকুলিয়া, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা ও মাষকলায় এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে ক্বাথ প্রস্তুত করত তৈল ও ঘৃত মিশাইয়া আহা-রান্তে সন্ধ্যার সময়ে নস্য পান করিলে বিশ্বচী ও অববাহুক রোগ বিনাশ পায়।

ঘৃতলিপ্তং শক্তুকঞ্চ ছাগীক্ষীরেণ সংযুতং। তল্লেপাৎ পাদয়োর্নশ্যেৎ সন্তাপো নাত্র সংশয়ঃ॥

ঘৃত এবং শক্তুক একত্র বাটিয়া তাহার সহিত ছাগদুগ্ধ মিশ্রিত করত পাদে লেপ দিলে পদসন্তাপ বিনাশ পায়।

মাষাত্মগুপ্তৈরণ্ডবাট্যালকশৃতং পিবেৎ। হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং পক্ষাঘাত-নিবারণং॥

মাষকলায়, শূকশিম্বী, এরণ্ড ও বেড়েলা এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করত হিঙ্গু ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা পক্ষাঘাত রোগ বিনাশ পায়।

মধ্বাজ্যং সৈন্ধবং সিক্থং গুড়গুগ্-গুলুগৈরিকৈঃ। সসর্জ্জরসং স্ফুটিতং কোমলোজ্ঝিতশ্চ লেপাৎ॥

মধু, ঘৃত, সৈন্ধব, মম, গুড়, গুগ্গুলু, গেরিমাটী ও ধুনা এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া পদে প্রলেপ দিলে কর্কশতা দূর হয় এবং চরণ কোমল হইয়া থাকে।

মুসব্বর ও আদা এই দুই একত্র বাটিয়া বেদনা-স্থলে প্রলেপ প্রদান করিলে বাতরোগে উপকার দর্শে।

আফিং ও ধুতুরাপাতার রস একত্র ঘষিয়া যে স্থলে বেদনা, সেই স্থানে দিলে অনেক উপকার হয়।

শুণ্ঠিচূর্ণ আতপে কিঞ্চিৎ তপ্ত করত বাতজন্য বেদনাস্থলে দিলে উপকার হয়।

রশুন, কর্পূর ও বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল এই তিন বস্তু একত্র করত মর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে।

যদি বাত হইয়া কোন স্থান ফোলে কিম্বা কট-কট্ করে, তাহা হইলে বড় এরণ্ডপত্র উষ্ণ করিয়া সেই স্থলে বান্ধিলে উপকার হয়।

মনসাসিজের পাতা উষ্ণ করিয়া নরম হইলে উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহা বেদনাস্থলে বন্ধন করিবে।

প্রতিদিন রাত্রে আহারান্তে এক ছটাক গব্য দুগ্ধ সহ এক তোলা এরণ্ডতৈল মিশাইয়া সেবন করিবে।

হরিদ্রা, সোরা ও সৈন্ধব এই তিন বস্তু একত্র করত বেদনাস্থলে লেপ দিবে।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক তোলা রশুন সেবন করিলে বাত দূরীভূত হয়।

আদা ও সজিনার ছাল তুল্য পরিমাণে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা লেপ দিলে বাতজন্য বেদনা ও স্ফীতি আরোগ্য হয়।

যে স্থলে বাতজনিত বেদনা জন্মে, সেই স্থানে তেশিরা মনসার আঠা দিলে আরোগ্য হইয়া থাকে; কিন্তু আঠা অন্য স্থানে না লাগে, এরূপ ভাবে দিবে।

কিঞ্চিৎ খাঁটি সর্ষপতৈলের সহিত অর্দ্ধ ছটাক গাঁজা সিদ্ধ করত সেই তৈল লেপন করিলে সর্ব্ব-প্রকার বাতরোগ দূর হয়।

পুরাতন ওল, লঙ্কা, রাই সরিষা এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে বাতজন্য বেদনা দূর হয়।

গ্রীবাদেশ স্তম্ভিত হইলে অশ্বগন্ধার শিকড় বাটিয়া লেপ প্রদান করিবে।

যদি এই রোগে স্বরভঙ্গ হয়, তাহা হইলে

টাট্‌কা ঘৃত উষ্ণ করিয়া তাহার সহিত একটু চূণ মিশ্রিত করত সেবন করিবে॥

এই রোগে রোগী যদি কুব্জ হইয়া যায়, তাহা হইলে দশমূলের কাথ এবং গরম সিঠা পীড়িতস্থানে ব্যবহার করিলে রোগ দূর হয়।

অথ বাতব্যাধিরোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

পথ্যাবিধিঃ।

অভ্যঙ্গো মর্দ্দনং বস্তিঃ স্নেহঃ স্বেদো ঽবগাহনং।সংবাহনং সংশমনং প্রাবৃতি-র্ব্বাতবর্জ্জনং॥

তৈলাভ্যঙ্গ, অঙ্গমর্দ্দন, বস্তিকর্ম্ম, স্নেহপ্রয়োগ, স্বেদ, অবগাহন, উদ্বর্ত্তন, সংশমন ঔষধ, বমনাদি দ্বারা দেহ আচ্ছাদন ও বায়ুবর্জ্জন এই সমস্ত বাতব্যাধিরোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অষ্ঠীলাখ্যে গুল্মবিধিঃ শুক্রস্থে ক্ষয়-জিৎক্রিয়া। ত্বঙ্‌মাংসাসৃক্‌শিরাপ্রাপ্তে হিতং শোণিতমোক্ষণং॥

অষ্ঠীলা নামক বাতরোগে গুল্মরোগ তুল্য পথ্য প্রয়োগ করিতে হয়। শুক্রধাতুস্থ বাতরোগে ক্ষয়রোগোক্ত পথ্য প্রয়োগ করিবে। চর্ম্ম, মাংস, শোণিত ও শিরাগত বাতরোগে শোণিত মোক্ষণ পথ্য।

চটকঃ কুক্কুটো বর্হি তিত্তিরিশ্চেতি জাঙ্গলাঃ। শিলিন্দঃ পর্ব্বতো নক্রো গর্গরঃ কবয়ীল্লিশঃ॥

চটক, কুক্কুট, ময়ূর ও তিত্তিরি ইত্যাদি জাঙ্গলমাংস, শিলিন্দমাছ, পার্ব্বতীয় মৎস্য, নক্র, (কুম্ভীর) গাগরামৎস্য, কৈ মৎস্য ও ইলিশ মৎস্য এই সমস্ত বাতব্যাধিরোগে পথ্য।

অগ্নিকর্ম্মোপনাহশ্চ ভূশয্যা স্নান-মাসনং। তৈলদ্রোণী শিরোবস্তিঃ শয়নং নস্যমাতপঃ॥

অগ্নিক্রিয়া, প্রলেপ, ভূমিতলে শয়ন, স্নান উপবেশন, তৈলপূরিত দ্রোণীতে অবগাহন, শিরোবস্তি, শয়ন, নস্য প্রয়োগ এবং আতপ সেবন এই সমস্ত পথ্য।

ঔদকা হংসকাদম্বচক্রমদ্গুবকাদয়ঃ। বিলেশয়া ভেকগোধানকুলশ্বাবিদাদয়ঃ॥

হংস, কাদম্ব, * চক্রবাক, মদ্গু ও বক ইত্যাদি ঔদকমাংস, ভেক, গোধা, (গোসাপ) নকুল (বেজি) ও সজারু ইত্যাদি বিলেশয়, + মাংস পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

পটোলং শিগ্রুবার্ত্তাকুং লশুনং দাড়িমদ্বয়ং। পক্কতালং রসালঞ্চ নলদম্বু পরূষকং॥

পটোল, সজিনা, বেগুণ, লশুন, মিষ্টডালিম, অম্লডালিম, পক্কতাল, শিলারস, নিম ও পরূষফল এই সমস্ত বাতব্যাধিরোগে হিতকর।

স্নিগ্ধোষ্ণানি চ ভোজ্যানি স্নিগ্ধোষ্ণানুলেপনং। বিশেষাদ্বমনং কার্য্যমামাশয়মুপাগতে॥

স্নিগ্ধবস্তু ও উষ্ণবস্তু আহার, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ প্রলেপন, বিশেষতঃ বমন এই সকল আমাশয় গর্ভবাতে উপকারী।

পক্কাশয়স্থে মাংসস্থে তথা স্নিগ্ধবিরেচনং। প্রত্যাধ্মানাধ্মানসংজ্ঞে বর্ত্তি-র্লঙ্ঘনদীপনং॥

পক্কাশয়স্থ ও মাংসস্থ বাতরোগে স্নিগ্ধ বিরেচন, আধ্মান ও প্রত্যাধ্মান নামক বাতরোগে বর্ত্তিপ্রয়োগ লঙ্ঘন আর অগ্নিদীপ্তিজনক বস্তু উপকারী।

নবীনাস্তিলগোধূমা মাষাঃ সম্বৎসরো-

---

* কাদম্ব—শ্যামপক্ষ কলহংস।

\+ বিলেশয়—যাহারা গর্ত্তমধ্যে অবস্থিতি করে; অর্থাৎ গোধা, সর্প, মূষিক, শশক ইত্যাদি। ভাব প্রকাশে ইহার প্রমাণ আছে যথা—

গোধা শশভুজঙ্গাখুশল্লকাদ্যা বিলেশয়াঃ॥

স্থিতাঃ। শালয়ঃ যষ্টিকাশ্চাপি কুলথানাং রসঃ সুরা॥

নূতন গম, নূতন তিল, নূতন মাষকলায়, সম্বৎসরজাত শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুল, কুলথ কলায়ের যুষ ও সুরা বাতরোগে পথ্য।

গ্রাম্যগোঽশ্বতরোষ্ট্রাশ্বরাসভচ্ছাগলাদয়ঃ। আনূপাঃ কোলমহিষন্যঙ্কুখড়্গগজাদয়ঃ॥

গো, অশ্বতর, উষ্ট্র, অশ্ব, গর্দ্দভ এবং ছাগল ইত্যাদি গ্রাম্যমাংস; শূকর, মহিষ, ন্যঙ্কু, (মৃগ ভেদ) গণ্ডার ও হস্তী ইত্যাদি আনূপমাংস পথ্য।

এরণ্ডশ্চুল্লকীকূর্ম্মঃ শিশুমারস্তিমিঙ্গিলঃ। রোহিতো মদ্গুরঃ শৃঙ্গী বর্ম্মী চ খুডিডশো ঝষাঃ॥

এরণ্ড, চুল্লকীমৎস্য, কূর্ম্ম, শিশুক, তিমিঙ্গিল মাছ, রোহিতমাছ, মদ্গুরমাছ, শিঙ্গিমাছ, বর্ম্মী মাছ, খুডডীশমাছ ও ক্ষুদ্র মাছ বাতরোগে পথ্য।

জম্বীরং বদরং দ্রাক্ষা নাগরঙ্গং মধূকজং। প্রসারণী গোক্ষুরকঃ শুক্লাক্ষী পারিভদ্রকঃ॥

গোঁড়ালেবু, বদরী, দ্রাক্ষা, নারাঙ্গীলেবু, মৌয়াফল, গেন্ধাইল, গোক্ষুর, শুক্লাক্ষী ও পালিতামাদার বাতরোগে পথ্য।

পয়াংসি চ পয়ঃপেটী রুবুতৈলং গবাং জলং। মৎস্যণ্ডিকা চ তাম্বূলং ধান্যাম্লং তিন্তিড়ীফলং।

দুগ্ধ, নারিকেল, এরণ্ডতৈল, গোমূত্র, মিছরি, তাম্বূল, কাঞ্জি ও তেঁতুল এই সমস্ত বাতরোগে পথ্য।

সন্তর্পণং বৃংহণঞ্চ কিলাটো দধিকূর্চ্চিকা। সর্পিস্তৈলং বসা মজ্জা স্বাদম্ললবণা রসাঃ। যথাশ্রয়ং যথাবস্থং যথাবরণমেব হি। বাতব্যাধৌ সমুৎপন্নে পথ্যমেতন্নৃণাং ভবেৎ॥

সন্তর্পণ ক্রিয়া, * পুষ্টিকর বস্তু, কিলাট, দধি, কূর্চ্চিকা, ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা, মধুর বস্তু, অম্ল বস্তু ও লবণরস বিশিষ্ট বস্তু বাতরোগে পথ্য। বাতরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণের আশ্রয়, অবস্থা ও আবরণভেদে এই সমস্ত পথ্য প্রয়োগ করিবে।

অপথ্যানি ॥

চিন্তাপ্রজাগরণবেগধারণানি ছর্দ্দিঃ শ্রমোঽনশনতা চণকাঃ কষায়াঃ। নীবারকঙ্গুশরবৈণবকোরদূষশ্যামাকচূর্ণ কুরুবিল্বমুখানি যানি। ধান্যানি তানি তৃণজানি চ রাজমাষা মুগদাস্তড়াগ-সরিদম্বুযবাঃ করীরং। জম্বুঃ কশেরুতলকং ক্রমুকং মৃণালং নিষ্পাববীজমপি তালফলাস্থিমজ্জা॥

চিন্তা, জাগরণ, মলমূত্র প্রভৃতির বেগ সম্বরণ, বমন, পরিশ্রম, উপবাস, চণক, কষায়রস, উড়ীধান্য, কাঙনী ধান্য, শরতৃণজ ধান্য, বংশতণ্ডুল, কোদো ধান্য, শ্যামাকচূর্ণ, কুল্মাষ ইত্যাদি তৃণ ধান্য, রাজমাষ, মুগ, তড়াগ * ও সরোবরের সলিল, যব, বাঁশের কোঁড়, জামফল, কেশুর, তাল,

* সন্তর্পণ ক্রিয়া—বসাদি ধাতু সকলের বৃদ্ধিকর ক্রিয়াবিশেষ। অর্থাৎ স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু ও পিচ্ছিল বস্তু; নূতন অন্ন, নূতন মদ্য, আনূপমাংস ও জলজ জীবের মাংস, দুগ্ধ, গুড়, ঘৃত, মদ্য আর পিষ্টিকাদি ইত্যাদি পুষ্টিজনক বস্তু অধিক মাত্রায় সেবন। অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতি শারীরিক ব্যাপার রহিত্য, দিবানিদ্রা, নিরন্তর সুখশয্যায় শয়ন, কিম্বা সুখাসনে উপবেশন প্রভৃতি। চরকে এই বিষয়ে লিখিত আছে যথা—

সন্তর্পয়তি যঃ স্নিগ্ধৈর্ম্মধুরৈর্গুরুপিচ্ছিলৈঃ। নবান্নৈর্নবমদ্যৈশ্চ মাংসৈশ্চানূপবারিজৈঃ। গোরসৈর্গৌড়িকৈশ্চান্যৈঃ পৈষ্টিকৈশ্চাতিমাত্রশঃ। চেষ্টাদ্বেষী দিবাস্বপ্নশয্যাসনসুখে রতঃ॥

* তড়াগ—বহুদিনোৎপন্ন ও প্রশস্ত জমিতে

গুবাক, পদ্মমৃণাল, রাজশিম্বী ও তালশাঁস এই সকল বাতরোগে অপথ্য।

ক্ষৌদ্রং কষায়কটুতিক্তরসা ব্যবায়ো হস্ত্যশ্বযানমপি চংক্রমণঞ্চ খট্টা। আধ্মানিনোঽর্দ্দিতবতোপি পুনর্ব্বিশেষাৎ স্নানং প্রদুষ্টসলিলং দ্বিজঘর্ষণঞ্চ ॥

মধু, কষায়রস, কটুরস, তিক্তরস, নারীপ্রসঙ্গ, অশ্বগজাদি আরোহণ, পথপর্য্যটন, খট্টাব্যবহার, বিশেষতঃ আধ্মান ও অর্দ্দিত রোগে স্নান, দুষ্টজল ও দশন ধাবন অপথ্য।

শালুকতিন্দুকঠিল্লকবালতালং শিম্বী চ পত্রভবশাকমুড়ুম্বরঞ্চ। শীতাম্বুরাসভপয়োপি বিরুদ্ধমন্নং ক্ষারোপি শুষ্কপললং ক্ষতজস্রুতিশ্চ। নিঃশেষিতস্তু পরিকীর্ত্তিত এষ বর্গো নৃণাং সমীরণগদেষু মুদং ন দত্তে ॥

কুমুদ প্রভৃতির শিকড়, গাব, করলা, কচিতালের শাঁস, শিম, পত্রশাক, যজ্ঞডুম্বুর, শীতল বারি, গর্দ্দভের দুগ্ধ, বিরুদ্ধ বস্তু, ক্ষার, শুষ্ক মাংস ও শোণিত মোক্ষণ এই সমস্ত বাতরোগে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অথ বাতরক্তচিকিৎসা।

বাতরক্তনিদানম্।

লবণাম্লকটুক্ষারস্নিগ্ধোষ্ণাজীর্ণভোজনৈঃ
ক্লিন্নশুষ্কাম্বুজানূপমাংসপিণ্যাকমূলকৈঃ
কুলত্থমাসনিষ্পাবশাকাদিপললেক্ষুভিঃ
দধ্যারনালসৌবীরশুক্ততক্রসুরাসবৈঃ
বিরুদ্ধাধ্যশনক্রোধদিবাস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ

প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাং। স্থূলানাং সুখিনাঞ্চাপি কুপ্যতে বাতশোণিতং ॥

লবণ, অম্ল, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, অজীর্ণ বস্তু, ক্লেদবিশিষ্ট বা শুষ্ক জলজাত জীবের মাংস, সজল ভূমিজ জীবের মাংস তিলকল্ক, মূলক, কুলথি বা কুর্ত্তিকলাই, মাষকলাই, শিম, শাক, ইক্ষু, সাধারণ মাংস, দধি, কাঁজি, সৌবীর (কাঁজিবিশেষ) শুক্ত, ঘোল, সুরা, আসব, বিরুদ্ধ বস্তু এই সকল দ্রব্য আহার করিলে কিম্বা ভুক্তবস্তু পরিপাক না পাইতে পাইতে পুনরায় আহার করিলে এবং ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও নিশাজাগরণ করিলে ঐ সকল কারণে কোমলকায় ও স্থূলকায় সুখী ব্যক্তিগণের বায়ু, রক্তদূষিত ও কুপিত হইয়া থাকে।

তস্য সংপ্রাপ্তিঃ।

হস্ত্যশ্বোষ্ট্রৈর্গচ্ছতশ্চাশ্নতশ্চ, বিদাহ্যন্নং স বিদাহোঽশনস্য। কৃৎস্নং রক্তং বিদহত্যাশু তচ্চ, দুষ্টং স্রস্তং পাদয়োশ্চীয়তে তু। তৎসংপৃক্তং বায়ুনা দূষিতেন, তৎপ্রাবল্যাদুচ্যতে বাতরক্তং ॥

হস্তী অশ্ব ও উষ্ট্রে আরোহণ করত গমনকারী ব্যক্তির এবং বিদাহী বস্তু আহারকারীর ভক্ষিত বিদগ্ধ দ্রব্য সমস্ত রক্তকে দাহসংযোগে দূষিত করে বায়ু কর্ত্তৃক সেই দূষিতরক্ত পাদে সঞ্চিত হইয়া শোথ জন্মায়। বাত ও রক্ত উভয়ে একত্র হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে, তন্মধ্যে বাতের প্রাবল্য হেতু এই রোগের নাম "বাতরক্ত" হইয়াছে।

তস্য পূর্ব্বরূপং।

স্বেদোঽত্যর্থং ন বা কার্ষ্ণ্যং, স্পর্শাজ্ঞত্বং ক্ষতেঽতিরুক্। সন্ধিশৈথিল্যমালস্যং, সদনং পীড়কোদ্গমঃ। জানুজঙ্ঘোরুকট্যংসহস্তপাদাঙ্গসন্ধিষু। নিস্তোদঃ স্ফুরণং ভেদো গুরুত্বং সুপ্তিরেব চ। কণ্ডূঃ সন্ধিষু রুগ্‌ভূত্বা, ভূত্বা নশ্যতি চাসকৃৎ। বৈবর্ণ্যং মণ্ডলোৎপত্তির্বাতাসৃক্ পূর্ব্বলক্ষণং ॥

শালী বৃহৎ পুষ্করিণীর ন্যায়। ভাবপ্রকাশে ইহার প্রমাণ আছে যথা—

প্রশস্তভূমিভাগস্থো বহুসম্বৎসরোষিতঃ। জলাশয়স্তড়াগঃ স্যাত্তাড়াগং তজ্জলং স্মৃতং ॥

বাতরক্ত রোগ উৎপন্ন হইবার অগ্রে দেহে ঘর্ম্ম হয় না কিম্বা কখন অল্পমাত্রায় ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। যে স্থানে রোগ জন্মিয়াছে, সেই স্থানে স্পর্শজ্ঞান থাকে না এবং ঐ স্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়। কোনও কারণে দেহে ক্ষত হইলে ক্ষতস্থলে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয়, সন্ধিস্থল শিথিল, আলস্য, দৌর্ব্বল্য, বৈবর্ণ, কার্শ্যও চুলকণা হয়। জানু, জঙ্ঘা, উরু, কটি, স্কন্ধ, কর,চরণ ও অঙ্গ সকলের সন্ধিস্থলে সূচীবেধনবদ্বেদনা, বিদারণবদ্বেদনা, স্পন্দন, গুরুতা, বা অসারতা এবং কণ্ডু জন্মে। আর সন্ধিস্থলে পুনঃ পুনঃ ব্যথা হইয়া পুনঃ পুনঃ লোপ পায় এবং দেহে মণ্ডলাকার মুদ্রার ন্যায় চিহ্ন হইয়া থাকে। ইহাই বাতরক্ত রোগের পূর্ব্বলক্ষণ।

তস্য দোষান্তরসংসর্গেণ লক্ষণানি ।

বাতেঽধিকেঽধিকং তত্র, শূলস্ফুরণভঞ্জনং। শোথস্য রৌক্ষ্যং কৃষ্ণত্বং শ্যাবতা বৃদ্ধিহানয়ঃ। ধমন্যঙ্গুলীসন্ধীনাং, সঙ্কোচোঽগ্রহোঽতিরুক্‌ শীতদ্বেষানুপশয়ৌ, স্তম্ভবেপথুসুপ্তয়ঃ। রক্তে শোথোঽতিরুক্‌ তোদস্তাম্রশ্চিমিচিমায়তে। স্নিগ্ধরুক্ষৈঃ শমং নৈতি কণ্ডুক্লেদসমন্বিতঃ। পিত্তে বিদাহঃ সম্মোহঃ, স্বেদো মূর্চ্ছামদস্তৃষা। স্পর্শাসহত্বং রুগ্রাগঃ, শোথঃ পাকো ভৃশোষ্মতা। কফে স্তৈমিত্যগুরুতা, সুপ্তিস্নিগ্ধত্বশীততাঃ। কণ্ডুর্ম্মন্দা চ রুগ্‌ দ্বন্দ্বসর্ব্বলিঙ্গঞ্চ সঙ্করাৎ॥

বাতাধিক বাতরক্ত রোগে অত্যন্ত দেহকম্প, এবং ভঙ্গবৎ অত্যন্ত ব্যথা, পূর্ব্বোক্ত শোথের রুক্ষতা, কৃষ্ণবর্ণতা, শ্যাবতা, ঐ সকল লক্ষণের কখন হ্রাস ও কখন বৃদ্ধি এবং ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি সমূহের সঙ্কোচন, হস্তপদাদিতে ব্যথা, দেহে অত্যন্ত বেদনা ও জড়তা, কম্প ও অসারতা হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীর শীতলদ্রব্যে অরুচি জন্মে এবং শীতলদ্রব্যে এই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। রক্তাধিক বাতরক্তরোগে শোথ, কখন অত্যন্ত ব্যথা, কখন সূচীবেধনবদ্বেদনা, কণ্ডু, জড়তা ও দেহের তাম্রবর্ণতা হয় এবং চিন্‌ চিন্‌ ঝিন্‌ ঝিন্‌ করে। স্নিগ্ধ ক্রিয়া ও রুক্ষ ক্রিয়ায় রোগের শান্তি হয় না। পিত্তাধিক বাতরক্ত রোগে, জ্বালা, ঘর্ম্ম, ইন্দ্রিয়মোহ, মনোমোহ, মত্ততা, পিপাসা, স্পর্শজ্ঞানশূন্যতা ও শোথ উৎপন্ন হয়। ঐ শোথে ব্যথা, অত্যন্ত উষ্ণতা ও রক্তবর্ণতা হয়, ঐ শোথ পাকিয়াও থাকে। কফাধিক বাতরক্ত রোগে শরীরের গুরুতা, অসারতা, স্নিগ্ধতা, শৈত্য, কণ্ডু এবং অল্প ব্যথা হইয়া থাকে। বাতপিত্তজনিত বাতরক্ত রোগে পূর্ব্বকথিত বাতজ ও পিত্তজ বাতরক্তের লক্ষণ, কফবাতজ বাতরক্তরোগে বাতজ ও কফজ বাতরক্তের মিলিত লক্ষণ, কফপিত্তজ বাতরক্তে পিত্তজ ও কফজ বাতরক্তের মিলিত লক্ষণ এবং ত্রিদোষজ বাতরক্তে বায়ুজ পিত্তজ ও কফজ এই তিনের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পাদয়োর্জাতমপ্রতিক্রিয়মাণং দেহান্তরং ব্যাপ্নোতীতি দর্শয়ন্নাহ।

পাদয়োর্ম্মূলমাস্থায়, কদাচিদ্ধস্তয়োরপি। আখোর্ব্বিষমিব ক্রুদ্ধং তদ্দেহমুপসর্পতি। আজানুস্ফুটিতং যচ্চ প্রভিন্নং প্রস্রুতঞ্চ যৎ। উপদ্রবৈশ্চ যজ্জুষ্টং, প্রাণমাংসক্ষয়াদিভিঃ। বাতরক্তমসাধ্যং স্যাৎ, যাপ্যং সম্বৎসরোত্থিতং॥

যেরূপ ইন্দুরের বিষ দষ্টস্থল হইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ বাতরক্ত পাদমূলে বা করমূলে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। বাতরক্তরোগগ্রস্ত ব্যক্তির চরণ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থলের চর্ম্ম যদি দলিত বা বিদীর্ণ হয় এবং ঐ বিদীর্ণ স্থল হইতে ক্লেদস্রাব হয় আর রোগী যদি কৃশ, দুর্ব্বল ও উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা হইলে চিকিৎসা দ্বারা তাহার শান্তি হয় না, সুতরাং তাহা সাধ্যাতীত। বাতরক্ত রোগ এক বৎসরের হইলে পূর্ব্বকথিত দলিত ও বিদীর্ণপাদাদি লক্ষণ না হইলে তাহা যাপ্য, অর্থাৎ চিকিৎসা দ্বারা বাহ্যলক্ষণ লোপ পাইয়া অভ্যন্তরে রোগের মূল থাকে।

তস্যোপদ্রবাঃ।

অস্বপ্নারোচকশ্বাসমাংসকোথশিরোগ্রহাঃ মূর্চ্ছাতিমদরুক্‌ তৃষ্ণা, জ্বরমোহ-

প্রবেপকাঃ। হিক্কাপাঙ্গুল্যবীসর্পপাক-তোদভ্রমক্লমাঃ। অঙ্গুলীবক্রতাস্ফোট-দাহমর্ম্মগ্রহার্ব্বুদাঃ। এতৈরুপদ্রবৈ-র্ব্বর্জ্জ্যং, মোহেনৈকেন বাপি যৎ ॥

নিদ্রনাশ, অরুচি, শ্বাস, ক্ষতস্থল হইতে মাংস উন্নত হইয়া উঠা, মস্তকবেদনা, ইন্দ্রিয়মোহ, মনোমোহ, দেহবেদনা, ভ্রান্তি, ক্লান্তি, অঙ্গুলীর বক্রতা, স্ফোটক, জ্বালা, মর্ম্মস্থলে ব্যথা এই সকল বাতরক্তের উপদ্রব। বাতরক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত হইলে, শীঘ্র বিনাশ পায়। বাতরক্তের উপদ্রবের মধ্যে যদি কেবল মোহ হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকগণ তাহাকে বর্জ্জন করিবেন। যেহেতু মোহগ্রস্ত ব্যক্তি রক্ষা পায় না।

তস্য যাপ্যসাধ্যাদিনিরূপণং।

অকৃৎস্নোপদ্রবং যাপ্যং, সাধ্যং স্যান্নিরুপদ্রবং। একদোষানুগং সাধ্যং নবং যাপ্যং দ্বিদোষজং। ত্রিদোষজমসাধ্যং স্যাৎ যস্য চ স্যুরুপদ্রবাঃ ॥

পূর্ব্বকথিত উপদ্রবসমূহের মধ্যে যদি কতিপয় উপদ্রব বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই বাতরক্ত রোগ যাপ্য থাকে, যদি একটীমাত্রও উপদ্রব দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহা চিকিৎসার সাধ্য। এতদ্ব্যতীত একদোষজ বাতরক্ত সাধ্য, দ্বিদোষজ যাপ্য এবং ত্রিদোষজ অসাধ্য জানিবে।

অথ বাতরক্তস্যৌষধিকথনং।

লাঙ্গলাদ্যং লৌহং।

বিশুদ্ধলাঙ্গলীমূল-ত্রিকটু-ত্রিফলৈ—স্তথা। দ্রাক্ষাগুগ্‌গুলিভির্ভিস্তুল্যং লৌহচূর্ণং নিযোজয়েৎ। মাতুলুঙ্গরসেনৈব ত্রিফলায়া রসেন চ। বিমৃদ্য যত্নতঃ পশ্চাদ্‌গুড়িকাং কোলসম্মিতাং। ভক্ষয়েন্মধুনা সার্দ্ধং শৃণু কুর্ব্বন্তি যান্ গুণান্। আজানুস্ফুটিতং ঘোরং সর্ব্বাঙ্গস্ফুটিতস্তথা। তৎসর্ব্বং নাশয়ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যঞ্চ শোণিতং ॥

বিষলাঙ্গলীয়ার মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, গুগ্‌গুল এই সকল সমভাগে লইয়া সকল দ্রব্যের সমান লৌহচূর্ণ মিশাইবে। পরে লেবুর রসে ও ত্রিফলার রসে পেষণ পূর্ব্বক কুলের আঁঠির ন্যায় গুড়িকা করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে যে যে গুণ প্রদান করে, তাহা শ্রবণ কর। এই ঔষধ সেবন দ্বারা আজানুস্ফুটিত বাত ও সর্ব্বাঙ্গস্ফুটিত বাত এবং সাধ্যাসাধ্য শোণিতরোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে লাঙ্গলাদ্য লৌহ কহে।

বাতরক্তান্তকো রসঃ।

গন্ধকং পারদং লৌহং শিলাতালং ঘনস্তথা। শিলাজতু পুরং শুদ্ধং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ। শ্বেতাপরাজিতা দার্ব্বী বাগুজী চিত্রকং তথা। পুনর্নবা দেবকাষ্ঠত্রিফলা ব্যোষবেল্লকং। চূর্ণমেষাং পৃথক্ তুল্যং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। ত্রিফলা ভৃঙ্গরাজস্য রসেনৈব ত্রিধা ত্রিধা। ভাবয়েদ্ভক্ষয়েৎ পশ্চাৎ চণমাত্রং দিনে দিনে। ততোঽনুপানং নিম্বস্য পত্রং পুষ্পং ত্বচং সমং। শাণমাত্রং ঘৃতৈঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ। বাতরক্তং মহাঘোরং গম্ভীরং সর্ব্বজঞ্চ যৎ। সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যলং ॥

গন্ধক, পারদ, লৌহ, মনঃশিলা, হরিতাল, অভ্র, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু এই সমস্ত দ্রব্য তুল্যভাগে চূর্ণ করিয়া পৃথক্ রাখিবে এবং শ্বেতাপরাজিতা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, চিতা, পুনর্নবা, দেবদারু, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ এই সমস্ত তুল্যপরিমাণে চূর্ণ করিয়া পৃথক্ রাখিবে। পরে সর্ব্বচূর্ণ একত্র মিশাইয়া ত্রিফলা ও ভৃঙ্গরাজের রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে। তৎপরে চণাককার বড়ী করিয়া প্রতিদিন এক একটী সেবন করিবে। অর্দ্ধ তোলা করিয়া নিমের পত্র পুষ্প ও বল্কল ঘৃতের সহিত অনুপান করিবে। ইহাদ্বারা যাবতীয় বাতবিকার ও মহাঘোরতর গম্ভীর সর্ব্বদোষজনিত

সর্ব্বোপদ্রবসমন্বিত সাধ্যাসাধ্য বাতরক্তরোগ দূর হয়। ইহাকে বাতরক্তান্তক রস কহে।

তালভস্ম।

হরিতালং পলং শুদ্ধং তথা কর্ষং বিষস্য চ। শ্বেতাস্ফোটরসেনৈব দ্বয়মেকত্র খল্লয়েৎ। পলাশভস্ম দ্বিপলং নিধায় স্থালিকোপরি। তদ্ভস্মোপরি তালস্য গোলকং স্থাপয়েৎ সুধীঃ। তস্যোপরি অপামার্গভস্ম দদ্যাৎ পলত্রয়ং। স্থালীমুখে শরাবঞ্চ দদ্যাদযত্নেন লেপয়েৎ। লেপয়িত্বা ততশ্চুল্ল্যামহোরাত্রং পচেদ্ভিষক্। ততস্তু জায়তে ভস্ম শুদ্ধকর্পূরসমন্নিভং। গুঞ্জাত্রয়ং ততো ভক্ষ্যমনুপানং বিশেষতঃ। বাতরক্তঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ দদ্রুবিস্ফোটকাপচীং। বিচর্চ্চিকাং চর্ম্মদলং বাতরক্তঞ্চ শোণিতং। রক্তপিত্তং তথা শোথং গলৎকুষ্ঠং বিনাশয়েৎ। হলীমকং তথা শূলমগ্নিমান্দ্যমরোচকং॥

একপল বিশুদ্ধ হরিতাল, দুইতোলা বিষ এই উভয় বস্তু একত্র করিয়া শ্বেত আকোড় ফলের রসের সহিত খলে পেষণ করিবে। অনন্তর দুইপল পলাশভস্ম একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর ঐ হরিতালগোলক রাখিবে। আর ইহার উপরি তিনপল অপামার্গভস্ম দিবে। পরে হাঁড়ির মুখে শরাচাপা দিয়া মৃত্তিকা দ্বারা সন্ধিস্থান লেপন করিতে হইবে এবং ঐ হাঁড়ি চুল্লিকার উপরি রাখিয়া এক দিবারাত্র পাক করিবে। এই প্রকার করিলে ঐ ঔষধ বিশুদ্ধ কর্পূরের সদৃশ হয়। এই চূর্ণ তিনরতি লইয়া বিশেষ অনুপান সহ সেবন করিবে॥ ইহাদ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, দদ্রু, বিস্ফোটক, অপচী, বিচর্চ্চিকা, চর্ম্মদল, বাতরক্ত, রক্তপিত্ত, শোথ, গলৎকুষ্ঠ, হলীমক, শূল, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি ধ্বংস হয়। ইহাকে তালভস্ম কহে।

মহাতালেশ্বরো রসঃ।

তথা সিদ্ধেন তালেন গন্ধতুল্যেন মেলয়েৎ। দ্বয়োস্তুল্যং জীর্ণতাম্রং বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ। অয়ং তালেশ্বরো নাম রসঃ পরমদুর্ল্লভঃ। হন্যাৎ কুষ্ঠানি সর্ব্বাণি বাতরক্তমথাপি চ। শূলমষ্টবিধং শ্বিত্রং রসস্তালেশ্বরো মহান্॥

একভাগ কথিত তালভস্ম ও একভাগ গন্ধক একত্র মিশাইয়া তাহার সহিত উভয়ের সমান তাম্রভস্ম মিশাইবে। পরে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে এই মহাতালেশ্বর রস দুষ্প্রাপ্য, এই ঔষধ সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত, অষ্টবিধ শূল ও শ্বিত্ররোগ ধ্বংস করে। ইহাকে মহাতালেশ্বর রস কহে।

বিশ্বেশ্বরো রসঃ।

রসাদ্দশ বিষাৎ পঞ্চ গন্ধকাদ্দশ শোধিতাৎ। তুত্থাদ্দশ পলাশস্য বীজেভ্যঃ পঞ্চ কারয়েৎ। ক্ষুদ্রাশ্বমার-ধুস্তুর-কল্লহাটক-নীলীতঃ। দশকং দশকং কুর্য্যাচ্ছোষয়িত্বা জটাত্বচঃ। দশকং দশকং দত্ত্বা কুচিলাদ্দশ নূতনাৎ। ভল্লাতকাচ্চ দশকং চূর্ণয়িত্বা ভিষক্ ততঃ। শুভদিবসে বলিং দত্ত্বা বৈদ্যঃ পূজাপরায়ণঃ। রক্তিকাদ্বিতয়ং দদ্যাৎ সহতে যদি বা ত্রয়ং। বাতরক্তং জ্বরং কুষ্ঠং খরস্পর্শমসৌখ্যদং। আজানুস্ফুটিতং হন্তি বিষজ্ঞং বাস্থিনিঃসৃতং। কুষ্ঠমষ্টাদশবিধমগ্নিমান্দ্যমরোচকং। বিশ্বেশ্বরো রসো নাম বিশ্বনাথেন ভাষিতঃ॥

পাঁচভাগ বিষ, দশভাগ গন্ধক, দশভাগ তুঁতিয়া, পাঁচভাগ পলাশবীজ, দশভাগ করিয়া কণ্টকারী, করবী, ধুস্তূর, হাতজুড়ীলতা, নীলবৃক্ষ ইহাদিগের প্রত্যেকের মূল ও বল্কল, দশভাগ কুচিলা এবং দশভাগ ভেলা এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। বৈদ্য সুদিনে বলিপূজারত হইয়া দুই বা তিনরতি ঔষধ দিবে। ইহাদ্বারা বাতরক্ত, জ্বর, কুষ্ঠ, ক্লেশপ্রদ খরস্পর্শ আজানুস্ফুটিত বাত, অস্থিগত বাত, বিষদোষ, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য ধ্বংস হয়। ইহাকে বিশ্বেশ্বর রস কহে। বিশ্বেশ্বর ইহার আবিষ্কর্তা।

বক্ষ্যতে কুষ্ঠরোগে যদৌষধং ভিষজাং বরৈঃ। বাতরক্তে প্রযুঞ্জীত কুর্য্যাচ্চ রক্তমোক্ষণং॥

কুষ্ঠরোগোক্ত ঔষধ সকল বাতরক্তে প্রযোজ্য। বিশেষতঃ রক্তমোক্ষণ এই রোগে বিশেষ উপকারী।

অমৃতাঙ্কুরলৌহং।

হুতাশমুখসংশুদ্ধং পলমেকং রসস্য বৈ। পলং লৌহস্য তাম্রস্য পলং ভল্লাতকস্য চ। গন্ধকঞ্চ পলঞ্চৈকমভ্রকস্য চ গুগ্‌গুলোঃ। হরীতকী বিভীতক্যোশ্চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং দ্বয়োঃ। অষ্টমাষাধিকং তত্র ধাত্র্যাঃ পাণিতলানি ষট্। ঘৃতং দ্ব্যষ্টগুণং লোহা দ্বাত্রিংশাত্রিফলাজলং। একীকৃত্য পচেৎপাত্রে লোহে চ বিধিপূর্ব্বকং। পাকমেতস্য জানীয়াৎ কুশলো লোহপাকবিৎ। প্রবুদ্ধ্য প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকাঃ ... দিত্রমেনৈব মৃতভ্রামরমর্দ্দিতং। লৌহে লৌহস্য দণ্ডেন কুর্য্যাদেতদ্রসায়নং। অনুপানঞ্চ কুর্ব্বীত নারিকেলোদকং পয়ঃ সর্ব্বকুষ্ঠহরং শ্রেষ্ঠং বলাপলিতনাশনং। পাণ্ডু মেহামবাতঘ্নং বাতরক্তরুজাপহং। ক্রিমিশোথাশ্মরীশূলদুর্নামবাতরোগনুৎ। ক্ষয়ং হন্তি মহাশ্বাস মায়ুর্থংশুক্রবর্দ্ধনং। অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং কান্ত্যায়ুর্ব্বলবৃদ্ধিকৃৎ। বিবর্জ্জ্য শাকাম্লমপি স্ত্রিয়ঞ্চ সেব্যো রসো জাঙ্গলজীবিকানাং। শাল্যোদনং ষষ্টিকমাজ্যমুদগ-ক্ষৌদ্রং গুড়-ক্ষীর-মিহোপভুক্তং। শালিঞ্চ গুর্ব্বাদি বৃহৎকরঞ্জ শিলাজতু ক্ষৌদ্রযুতং পয়শ্চ। সর্পির্যুতং ভক্ষয়তো বিহঙ্গান্ প্রপূর্য্যতে দুর্ব্বলদেহধাতুঃ। কৃষ্ণস্য পক্ষস্য গিতে তু পক্ষে ত্রিপক্ষরাত্রেণ যথা শশাঙ্কঃ॥

আট আট তোলা করিয়া চিতার রসে শোধিত পারদ, লৌহ, তামা, শোধিত ভেলা, গন্ধক, অভ্র, গুগ্‌গুলু, দুই তোলা হরীতকী, দুই তোলা বহেড়া এবং কুড়ি তোলা আমলকী এই সকল একত্র করিয়া লোহার পাত্রে ৩২ গুণ ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা পাক করিবে। অনন্তর লৌহপাকবিৎ পণ্ডিত যথাবিধি পাকশেষ করিয়া প্রভাতে গুরু, দেবতা এবং ব্রাহ্মণকে অর্চ্চনা করিয়া উত্তম ভ্রামরিক মধু দ্বারা লোহার ভাণ্ডে লোহার দণ্ডদ্বারা ঐ ঔষধ পেষণ করত নারিকেলের জল অথবা দুগ্ধানুপানে একরতি পরিমাণে রোগীকে সেবন করাইলে যাবতীয় কুষ্ঠরোগ, বৃদ্ধতা, পাণ্ডু, মেহ, আমবাত, ক্রিমি, শোথ, অশ্মরী, শূল, অর্শঃ, বাতরোগ ও মহাশ্বাস ধ্বংস হয় আর শুক্র, অগ্নির দীপ্তি, রুচি দেহের কান্তি, আয়ু এবং বল বৃদ্ধি পায়। এই ঔষধ সেবন করিয়া শাক, অম্ল বস্তু ও মৈথুন ত্যাগ করিবে। জাঙ্গলদেশজ ছাগ ও মেষ মাংস, শালি ও ষষ্টিক ধান্যের অন্ন, ঘৃত, মুগের যূষ, মধু, গুড়, দুগ্ধ, হিঞ্চাশাক, গুরুদ্রব্য, ডহরকরঞ্জা ও শিলাজতু মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতযুক্ত পক্ষীর মাংস সেবন করিলে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেরূপ শুক্লপক্ষে ১৫ দিবসে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ দুর্ব্বল শরীর ও ধাতু ক্রমশঃ পুষ্টি পাইতে থাকে।

নিম্বাদি চূর্ণং।

নিম্বামৃতাভয়া ধাত্রী প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতং। সোমরাজী পলং শুণ্ঠি বিড়ঙ্গৈড় গজাঃ কণাঃ। যমানী চোগ্রগন্ধা চ জীরকং কটুকস্তথা। খদিরং সৈন্ধবং ক্ষারং দ্বে হরিদ্রে চ মুস্তকং। দেবদারু তথা কুষ্ঠং কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ। সর্ব্বসংচূর্ণিতং কৃত্বা শ্লথবস্ত্রেণ ছানয়েৎ। শাণমাত্রন্তু ভোক্তব্যং ছিন্নাক্বাথং পিবেদনু। মাসমাত্রপ্রয়োগেন ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভঃ। বাত-শোণিত-মত্যুগ্রং শ্বিত্রমৌডুম্বরং তথা। কোঠং চর্ম্মদলাখ্যঞ্চ সিধ্মাপামাচ বিপ্লুতা। কণ্ডুবিচর্চ্চিকা কারুদদ্রু মণ্ডল কিটিমম্। সর্ব্বাণ্যেব নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা। আমবাতকৃতং শোথমুদরং সর্ব্বরূপিণং। প্লীহানং

গুল্মরোগঞ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলং। সর্ব্বান্ কণ্ডূব্রণাংশ্চৈব হরতে নাত্র সংশয়ঃ। এতন্নিম্বাদিকং চূর্ণং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥

নিম্বত্বক্, গুড়ূচী, হরীতকী ও আমলকী ইহাদের প্রত্যেকে ১ পল, সোমরাজী ১ পল, দুইতোলা করিয়া শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দ্যামূল পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কটকী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুথা, দেবদারু ও কুড় এই সকল উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। এই চূর্ণ ৪ মাষা পরিমাণ গুলঞ্চের কাথ অনুপানে ক্রমান্বয়ে একমাস যাবৎ সেবন করিলে দারুণ বাতরক্ত এবং ব্রণ, কণ্ডু প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনাশ পায়।

বৃহদ্গুড়ূচীতৈলম্।

শতং ছিন্নরুহায়াশ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। ক্ষীরং চতুর্গুণং দদ্যাৎ কল্কানেতান্ প্রযত্নতঃ। অশ্বগন্ধা বিদারীচ কাকোল্যৌ হরিচন্দনং। শতাবরী চাতিবলাশ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ং। ক্রিমিঘ্নং ত্রিফলা রাস্না ত্রায়মাণা চ শারিবা। জীবন্তী গ্রন্থিকং ব্যোষং বাগুজী ভেকপর্ণিকা। বিশালাগ্রন্থিপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা চন্দনং নিশা। শতাহ্বা সপ্তপর্ণী চ কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ। পানাভ্যঞ্জননস্যেষু বাতরক্তে প্রযোজয়েৎ। বাতরক্তমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু। হন্যুস্তম্ভং প্রমেহঞ্চ কামলাং পাণ্ডুতাং জয়েৎ। বিস্ফোটঞ্চ বিসর্পঞ্চ নাড়ীব্রণভগন্দরং। বিচর্চ্চিকাং গাত্রকণ্ডুং পাদদাহং বিশেষতঃ। এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বলী-পলিতনাশনং। আত্রেয়নির্ম্মিতঞ্চৈব বলবর্ণকরং স্মৃতং॥

চারিসের তিলতৈল, কাথার্থ একশতপল গুলঞ্চ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ দুইতোলা করিয়া অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, হরিচন্দন, শতমূলী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, রাস্না, বলাডুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, গেঁঠেলা, ত্রিকটু হাকুচবীজ, থুলকুড়ি, রাখালশশার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, গুল্‌ফা ও ছাতিমছাল গ্রহণ করিয়া তৎসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল দেহে মর্দ্দন, পান ও নাসিকাদ্বারা গ্রহণ করিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, হস্তপদাদির দাহ ও নানাবিধ বাতপৈত্তিক রোগ ধ্বংস হয়।

বিষতিন্দুকতৈলম্।

বিষ রুফলমজ্জ প্রস্থযুগ্ম শিগ্রু স্বরস লকুচ বারি প্রস্থমেকৈকশশ্চ। কনক বরুণ চিত্রাপত্র নির্গুণ্ডিকাস্নুক্ স্বরস তুরগগন্ধা বৈজয়ন্তী রসশ্চ। পৃথগিত পার কল্প প্রস্থযুগ্মেন যুগ্মং বিষতরুফল মজ্জাতুল্য তৈলং বিপক্কং। লশুন সরল যষ্টি কুষ্ঠ সিন্ধুত্থ যুগ্মং দহন তিমির কৃষ্ণা কল্কযুক্তং সুসিদ্ধং। হরতি সকল বাতান্ ঘোররূপানসাধ্যান্ প্রতিদিনমনুলেপাৎ সুপ্তবাতস্য জন্তোঃ। কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং দ্বিবিধং বাতশোণিতং। বৈবর্ণং ত্বগ্‌গতান্ দোষান্ নাশয়ত্যাশু মর্দ্দনাৎ॥

চারিসের তিলতৈল, কাথার্থ চারিসের কুটিত কুঁচিলাবীজ, জল ৩২ সের, অবশেষ ৮ সের, সজিনামূলের ছাল ২ সের, জল ১৬ সের, অবশেষ ৪ সের; কালধুতুরা ২ সের, জল ১৬ সের, অবশেষ ৪ সের। মাঁদারমূল ২ সের, জল ১৬ সের, অবশেষ ৪ সের বরুণার ছাল ২ সের, জল ১৬ সের, অবশেষ ৪ সের। চিতামূল ২ সের, জল ১৬ সের, অবশেষ ৪ সের। নিসিন্দাপত্ররস ৪ সের, সিজপত্ররস ৪ সের, অশ্বগন্ধার রস ৪ সের, জয়ন্তীপত্ররস ৪ সের। এই সমস্ত বস্তুর স্বরস অভাবে কাথ আবশ্যক। কল্কার্থ দ্রব্য। রসুন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কুড়, সৈন্ধব, বিটলবণ, চিতামূল ও

হরিদ্রা এই সমস্ত বস্তু দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল দেহে মর্দ্দন করিলে দারুণ বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, বিবর্ণতা ও চর্ম্মগত রোগ বিনাশ পায়।

মহারুদ্রতৈলম্।

পুনর্নবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকুদাড়িমী ফলং। বৃহত্যৌ পূতিকামূলং বাসকং সিন্ধুবারকং। পটোলপত্রং ধুস্তূরমপামার্গং জয়ন্তিকা। দন্তীবরাপৃথক্ সর্ব্বং কর্ষদ্বয়মিতং পুনঃ। বিষস্য দ্বিপলং দেয়ং পৃথক্ ব্যোষং পলত্রয়ং। প্রস্থঞ্চ সার্ষপং তৈলং প্রস্থাম্বু বৃষপত্রজং। গুড়ূচ্যাস্ত চতুঃষষ্টিপলং ক্বাথরসেন চ। বারিপ্রস্থেন পক্তব্যং মহারুদ্রমিদং শুভং। বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নানাদোষসমুদ্ভবং। অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং হন্তি বর্ণাগ্নিবর্দ্ধনং। ক্রিমিং দুষ্টব্রণঞ্চৈব দাহং কণ্ডুং নিহন্তি চ। অস্বেদনং মহাস্বেদমভ্যঙ্গাদেব নশ্যতি॥

সর্ষপতৈল ৪ চারি সের, বাকসপত্ররস চারি সের, কাথার্থ ৮ আট সের, গুলঞ্চ, জল ৬৪ সের, অবশেষ ১৬ সের। কল্কার্থ চারি চারি তোলা করিয়া পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, দাড়িম ফলের ত্বক্, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, বাসকের ছাল, নিসিন্দা, পলতা ধুতুরা, আপাঙমূল, জয়ন্তী, দন্তী ও ত্রিফলা; ষোল তোলা বিষ, ত্রিকটু প্রত্যেকে তিন পল, চারি সের জল। এই তৈল মাখিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ, কণ্ডু ও দাহ ইত্যাদি দূর হয়

অথ বাতরক্তে পাচনচিকিৎসা

নবকার্ষিকঃ।

ত্রিফলা-নিম্ব-মঞ্জিষ্ঠা চাথবা কটুরোহিণী। বৎসাদনী দারু নিশা কষায়ো নবকার্ষিকঃ। বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পামানাং রক্তমণ্ডলং। কণ্ডুং কাপালিকাং কুষ্ঠং পানাদেবাপকর্ষতি। পঞ্চরক্তিকমাষেণ কার্য্যোঽয়ং কার্ষিকো নবঃ॥

দুই তোলা করিয়া আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা অথবা কটুকী, গুড়ূচী ও দারুহরিদ্রা লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম নবকার্ষিক পাচন। ইহা সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পামা, রক্তমণ্ডল, কণ্ডু ও কপালিকা ধ্বংস হয়।

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচীবিশ্বধন্যাজো বাতরক্তকুষ্ঠাপহঃ॥

গুড়ূচী, শুঁঠ ও ধনিয়া ইহাদের কাথ দ্বারা বাতরক্ত ও কুষ্ঠ বিনাশ পায়।

পটোল্যাদিঃ।

পটোলীনিম্বপত্রাণি ক্বথিত্বা মধুসংযুতং। সুহিতং পাচনমেতৎ সর্ব্বেষু বাতরক্তেষু॥

পলতা ও নিমপাতা এই উভয়ের কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু সহ সেবন করিলে বাতরক্ত বিনাশ পায়।

পটোলাদিঃ।

পটোল-কটুকীভীরুত্রিফলামৃতসাধিতং। ক্বাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতং॥

পলতা, কট্‌কী, শতমূলী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গুড়ূচী ইহাদিগের কাথ দ্বারা দাহসমন্বিত বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

ত্রিবৃত্যাদ্যঃ।

ত্রিবৃতা বিদারী চৈব গোক্ষুরশ্চ সমাংশতঃ। ক্বথিতঃ কষায়ঃ পীতো বাতাস্রনাশনঃ পরঃ॥

তেউড়ী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুর এই তিন দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাতরক্ত দূর হয়।

ধাত্র্যাদিঃ।

ধাত্রী-হরিদ্রা-মুস্তানাং কষায়ং বা কফাধিকে। পথ্যভোজী ত্রিসপ্তাহান্ মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ॥

আমলকী, হরিদ্রা ও মুথা এই তিন দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া একবিংশদিন যাবৎ সেবন করিলে বাতরক্ত বিনাশ পায়।

ক্বাথদ্বয়ং।

হরিদ্রা চামৃতাকাথং মধুনা মধুরীকৃতং। পিবেদ্বা ত্রিফলাকাথং বাতরক্তে কফাধিকে॥

হরিদ্রা, মুথা কিম্বা ত্রিফলার কাথ করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিলে কফপ্রধান বাতরক্ত ধ্বংস হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদিঃ।

মঞ্জিষ্ঠাত্রিফলানিম্ব বচা কটুকরোহিণী। বৎসাদনী দারু নিশা ক্বাথো বাতরক্তাদিনুৎ॥

মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, নিম্বত্বক, বচ, কটুকী, গুড়ূচী ও দারুহরিদ্রা ইহাদিগের ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ প্রভৃতি ধ্বংস হয়।

অথ বাতরক্তে মুষ্টিযোগ চিকিৎসা।

সম্পাকামৃতবাসানামেরণ্ডস্নেহসংযুতং। পীত্বা কাথসস্থাতং ক্রমাৎ সর্ব্বাঙ্গজং জয়েৎ॥

সোঁদালফলের মজ্জা, গুড়ূচী ও বাসকপাতা এই সমস্ত মিলিত দুইতোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে এরণ্ডতৈল সহযোগে সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বাতরক্ত দূর হয়।

নারিকেলস্য বৈ পুষ্পং ছাগীক্ষীরেণ সংযুতং। পিবেচ্চ ত্রিবিধস্তস্য রক্তবাতো বিনশ্যতি॥

নারিকেলপুষ্প ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া অজাদুগ্ধ সহ প্রতিদিন তিনবার পান করিলে বাতরক্ত দূর হয়।

গুড়ূচ্যাঃ স্বরসং কল্কং চূর্ণম্বা কাথমেব বা। প্রভূতকালমাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ॥

গুড়ূচীর স্বরস কিম্বা গুড়ূচী বাটিয়া কিম্বা চূর্ণ অথবা কাথ করিয়া বহুদিন সেবন করিলে বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

গোধূমচূর্ণাজপয়ো ঘৃতঞ্চ সচ্ছাগদুগ্ধোরুবুবীজকল্কঃ। লেপো বিধেয়ঃ শতধৌতসার্পিঃ সেকে পয়শ্চাবিকমেব শস্তং॥

গোধুমচূর্ণ, অজাদুগ্ধ ও অজাদুগ্ধজাত ঘৃত, এরণ্ডবীজ এবং শতধৌত ঘৃত এই তিন প্রকার প্রলেপ বাতরক্তের মহৌষধ আর উহা মেষদুগ্ধ সহ সেবন করিলেও ফল দর্শে।

অমৃতা নাগরং ধান্যং কর্ষত্রয়েণ পাচনং সিদ্ধং। জয়তি সরক্তং বাতং সামং কুষ্ঠান্যশেষাণি॥

গুড়ূচী, শুন্ঠি ও ধনিয়া প্রত্যেকে দুইতোলা করিয়া লইয়া কাথ প্রস্তুত করত সেবন করিলে বাতরক্ত ও নানাবিধ কুষ্ঠ দূর হয়।

হরীতকীং প্রাশ্য সমং গুড়েন তিস্রোঽথবা পঞ্চ ততো গুড়ূচ্যাঃ। কাথোনুপীতঃ শময়ত্যবশ্যং প্রাভগ্নমাজানুজবাতরক্তং॥

তিনটী বা পাঁচটী হরীতকী ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিয়া গুড়ূচীর কাথ পান করিলে আজানুস্ফুটিত বাতরক্ত বিনাশ পায়।

গমচূর্ণ ও ছাগদুগ্ধ একত্র করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে বাতরক্তজনিত বেদনার উপশম হয়।

কিঞ্চিৎ ঘৃত ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত দুইতোলা যষ্টিমধু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ভূমিকুষ্মাণ্ডের ফলচূর্ণ ও মূলচূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে।

ছাগীদুগ্ধে তিল সাতবার ভাবনা দিয়া সেই তিল সেব্য।

কৃষ্ণতিল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতজনিত বেদনার উপশম হয়।

লাঙ্গলিয়ামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, গুগ্গুল এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে এবং এই সমস্ত চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ এই সকল একত্রে মিশ্রিত করিয়া টাবালেবুর রসে ও ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া বদর পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে লাঙ্গলাদি লৌহ কহে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা আজানুস্ফুটিত, সর্ব্বাঙ্গস্ফুটিত সাধ্যাসাধ্য সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

এগার আনা ধনিয়া, এগার আনা শুণ্ঠি ও এগার আনা গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঐ জল সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কতকগুলি তিল কাঠখোলায় ভাজিয়া কাঁচা দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। উহা দ্বারা শরীরে লেপ প্রদান করিলে বাতরক্ত বিনাশ পায়।

গুলঞ্চ, শতমূলী, ত্রিফলা, কট্কী ও পটল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করত পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

গুলঞ্চের ক্বাথ, কল্ক ও চূর্ণ সেবন দ্বারা এই রোগে বিশেষ উপকার হয়।

এই রোগে বিরেচক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

এই রোগে পুরাতন যবের পালো. পুরাতন গমের ময়দার লুচি, গব্যদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ ও ছাগীদুগ্ধ বিশেষ ফলপ্রদ।

দুই আনা ঘৃতপিষ্ট গুগ্গুল ও দুই তোলা গুলঞ্চের ক্বাথ সেব্য।

অথ বাতরক্তে পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

পথ্যবিধিঃ।

উত্তানেভ্যঞ্জনং সেকঃ সোপনাহঃ প্রলেপনং। গম্ভীরে স্নেহপানঞ্চ স্থাপনঞ্চ বিরেচনং॥

উত্তান বাতরক্ত হইলে অভ্যঙ্গ, সেক, পুল-টিস এবং প্রলেপন হিতকর আর গম্ভীর বাতরক্তে স্নেহপান, আস্থাপন ও বিরেচন পথ্য।

দ্বয়োরস্রস্রুতিঃ সূচী জলৌকা শৃঙ্গ্যলাবুভিঃ। শতধৌতঘৃতাভ্যঙ্গো মেষীদুগ্ধাবসেচনং॥

দ্বিবিধ বাতরক্ত রোগেই সূচিকা, জলৌকা, শৃঙ্গ ও অলাবু দ্বারা শোণিত মোক্ষণ, শতধৌতঘৃত মর্দ্দন এবং মেষীদুগ্ধ দ্বারা অবসেচন পথ্য।

পক্বুরো বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং সর্পিঃ শম্পাকপল্লবং। পটোলং রুবুতৈলঞ্চ মৃদ্বীকা শ্বেতশর্করা॥

শালিঞ্চশাক, পক্ব কুষ্মাণ্ড, ঘৃত, শোণাপত্র, পটোল, এরণ্ডতৈল, কিসমিস ও পরিষ্কৃত শর্করা এই সমস্ত বাতরক্তে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

যবষষ্টিকনীবারকলমারুণশালয়ঃ। গোধূমাশ্চণকা মুদ্গাস্তুবর্য্যোপি মুকুষ্টকাঃ।

যব, ষষ্টিক তণ্ডুল, উড়ীধানা, কলমাধানা, রক্তশালি তণ্ডুল, গম, চণক, মুগ, অড়হর ও বনমুগ এই সমস্ত হিতকর।

উপোদিকা কাকমাচী বেত্রাগ্রং সুনিষণ্ণকং। বাস্তুকং কারবেল্লঞ্চ তণ্ডুলীয়ঃ প্রসারণী॥

পুঁইশাক, কাকমাচী, বেতের অগ্র, শুষণীশাক, বেতোশাক, করলা, নটিয়াশাক ও গেন্ধাইল এই সমস্ত বাতরক্তে পথ্য।

নবনীতং সোমবল্লী কস্তূরী সিত-চন্দনং। শিংশপাগুরুদেবাহ্বসরলং স্নেহমর্দ্দনং। তিক্তঞ্চ পথ্যমুদ্দিষ্টং বাত-রক্তগদে নৃণাং॥

নবনীত, সোমলতা, কস্তূরী, শ্বেতচন্দন, শিশুগাছ, অগুরু, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, তৈলাদি অভ্যঙ্গ এবং তিক্তবস্তু এই সমস্ত পথ্য।

অজানাং মহিষীণাঞ্চ গবামপি পয়াংসি চ॥

অজাদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ এবং গব্যদুগ্ধ বাতরক্ত রোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

লাবতিত্তিরিসর্পঘ্নিট্তাম্রচূড়াদি—বিষ্কিরাঃ। প্রতুদাঃ শুকদাত্যূহকপোত-চটকাদয়ঃ॥

লাব, তিত্তিরি, ময়ূর এবং কুক্কুট এই সমস্ত বিষ্কিরমাংস; * শুক, ডাক, কপোত ও চটক ইত্যাদি প্রতুদমাংস; + বাতরক্ত রোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অপথ্যবিধিঃ।

দিবাস্বপ্নাগ্নিসন্তাপব্যায়ামাতপমৈথুনং। মাষাঃ কুলত্থা নিষ্পাবাঃ কলায়াঃ ক্ষার-সেবনং॥

* বিষ্কির—লাব, চটক, তিত্তিরি, কুক্কুট ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহারা চঞ্চু ও চরণদ্বয় দ্বারা খাদ্য বস্তু ছড়াইয়া ভক্ষণ করে। এ বিষয়ে ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যথা—

বর্ত্তকালাববর্ত্তীরকপিঞ্জলকতিত্তিরাঃ। কুলিঙ্গকুক্কুটাদ্যাশ্চ বিষ্কিরাঃ সমুদাহৃতাঃ॥

+ প্রতুদ—কোকিল, টিয়া, হরিয়াল ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহারা চঞ্চু দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত করিয়া তণ্ডুলাদি ভোজন করে। এ বিষয়ে ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যথা—

প্রতুদ্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে তুণ্ডেন প্রতুদাস্ততঃ॥

দিবানিদ্রা, অগ্নিতাপ, ব্যায়াম, আতপ সেবন, নারীসঙ্গ, মাষকলায়, কুলত্থ কলায়, রাজমাষ, কলায় ও ক্ষারসেবন এই সমস্ত বাতরক্তে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অম্বুজানূপমাংসানি বিরুদ্ধানি দধীনি চ। ইক্ষবো মূলকং মদ্যং পিণ্যাকোঽম্লানি কাঞ্জিকং॥

ঔদকমাংস, আনূপমাংস, বিরুদ্ধবস্তু, দধি, ইক্ষু, মূলক, মদ্য, তিলকল্ক, অম্লবস্তু ও কাঞ্জি এই সকল অহিতকর।

কটুষ্ণ গুর্ব্বভিষ্যন্দি লবণানি চ শক্তবঃ। ইত্যপথ্যং নিগদিতং বাতরক্ত গদে নৃণাং॥

কটু বস্তু, গুরু বস্তু, শ্লেষ্মাকর বস্তু, লবণ ও ছাতু এই সকল বাতরক্তে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অথ উরুস্তম্ভচিকিৎসা।

উরুস্তম্ভনিদানপূর্ব্বিকা সংপ্রাপ্তিঃ।

শীতোষ্ণদ্রবসংশুষ্কগুরুস্নিগ্ধৈ নিষেবিতৈঃ। জীর্ণাজীর্ণে তথায়াসসংক্ষোভ-স্বপ্নজাগরৈঃ। সশ্লেষ্মমেদঃ পবনঃ, সামমত্যর্থসঞ্চিতং। অভিভূয়েতরং দোষং, ঊরূ চেৎ প্রতিপদ্যতে। সক্থ্যস্থিনী প্রপূর্য্যান্তঃশ্লেষ্মণা স্তিমিতেন চ। তদা-স্তম্ভনাতি তেনোরূ স্তব্ধৌ শীতাবচেতনৌ। পরকীয়াবিব গুরূ, স্যাতামতিভৃশব্যথৌ॥

শৈত্যগুণকর ও উষ্ণগুণকর বস্তু, শুষ্কবস্তু, গুরুপাক বস্তু ও স্নিগ্ধবস্তু আহার এবং ভুক্ত দ্রব্য না হইতে হইতে পুনরায় আহার, পরিশ্রম, অতিশয় দেহ সঞ্চালন, অতিশয় নিদ্রা ও অতিশয় জাগরণ এই সমস্ত কারণে বর্দ্ধিত ও কুপিত বায়ু, কফ, মেদ ও অপক্বরসের সহিত উরুতে প্রবিষ্ট হইয়া পিত্তাদিকে অভিভূত করিয়া জমাট কফ দ্বারা উরুর অস্থি পূরণ করিয়া স্তম্ভিত করে,

তাহাতে সঞ্চালনশক্তি লোপ পায়, স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হয় আর অত্যন্ত ভার বোধ ও বেদনা বোধ হইয়া থাকে।

তস্য সামান্যলক্ষণং।

ধ্যানাঙ্গমর্দ্দস্তৈমিত্যতন্দ্রাছর্দ্দ্যরুচি—জ্বরৈঃ। সংযুক্তৌ পাদসদনকৃচ্ছ্রোদ্ধরণ-সুপ্তিভিঃ। তমূরুস্তম্ভমিত্যাহুরাঢ্যবাত-মথাপরে॥

যে রোগে রোগীর করচরণাদিতে ব্যথা, ধ্যান, চরণের স্তৈমিত্য, অর্থাৎ জলার্দ্র বসনাবৃত গাত্রের ন্যায় আর্দ্রতা তন্দ্রা, বমি, অরুচি, জ্বর, দৌর্ব্বল্য ও অসারতা এবং অতিকষ্টে চরণোত্তলন হয়, তাহার নাম উরুস্তম্ভ। কেহ কেহ এই রোগকে আঢ্যবাতও বলে।

তস্য পূর্ব্বরূপং।

প্রাগ্রূপং তস্য নিদ্রাতিধ্যানং স্তিমিততা জ্বরঃ। রোমহর্ষোঽরুচিশ্ছর্দ্দি-র্জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সদনং তথা। বাতশঙ্কিভির-জ্ঞানাৎ, তস্য স্যাৎ স্নেহনাৎ পুনঃ। পাদয়োঃ সদনং সুপ্তিঃ, কৃচ্ছ্রাদুদ্ধরণং তথা। জঙ্ঘোরুগ্লানিরত্যর্থং, শশ্বচ্চা-দাহবেদনে। পদঞ্চ ব্যথতে ন্যস্তং, শীত-স্পর্শং ন বেত্তি চ। সংস্থানে পীড়নে গত্যাং, চালনে চাপ্যনীশ্বরঃ। অন্যনেয়ৌ হি সংভগ্নাবূরূ পাদৌ চ মন্যতে॥

অতিশয় নিদ্রা, ধ্যান, আর্দ্রবস্ত্রাবৃততুল্য আর্দ্রতা বোধ, জ্বর, রোমাঞ্চ, বমন, জঙ্ঘার ও উরুর দৌর্ব্বল্য এই সমস্ত উরুস্তম্ভের পূর্ব্ব লক্ষণ। বৈদ্য অজ্ঞানতা জন্য বাতরোগভ্রমে, উরুস্তম্ভরোগে যদি স্নেহ ক্রিয়া তৈলাদি প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে চরণের দুর্ব্বলতা ও অসারতা হয় এবং রোগী অতি কষ্টে চরণ উত্তোলন করিতে সক্ষম হয়। আর জঙ্ঘা ও উরুর অত্যন্ত গ্লানি, নিরন্তর জ্বালা ও বেদনা, চরণ নিক্ষেপণ সময়ে অত্যন্ত বেদনাবোধ হইয়া থাকে। পাদে শীতলবস্তু লাগাইলে শীতল বলিয়া বোধ হয় না। রোগী এক স্থল হইতে অন্যস্থলে গমন করিতে বা চরণ স্থাপন করিতে কি পীড়ন করিতে বা সঞ্চালন করিতে অক্ষম হয় যদি অন্য ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে চরণদ্বয় ভাঙ্গিয়া গেল এইরূপ বোধ করে।

তস্যাসাধ্যাসাধ্যয়োর্লক্ষণং।

যদা দাহার্ত্তিতোদার্ত্তো, বেপনঃ পুরুষো ভবেৎ। উরুস্তম্ভং তদা হন্যাৎ, সাধয়ে-দন্যথা নবং॥

উরুস্তম্ভ রোগে যদি জ্বালা, কর্ত্তনবৎ ব্যথা ও কম্প হয়, তাহা হইলে কোনরূপে রোগ প্রশমিত না হইয়া রোগীকে ধ্বংস করে। এই সমস্ত লক্ষণ না জন্মিলে এবং রোগ অল্পদিনের হইলে চিকিৎসা দ্বারা শান্তি পায়।

অথ উরুস্তম্ভস্যৌষধিকথনং।

গুঞ্জাভদ্ররসঃ।

নিষ্কত্রয়ং শুদ্ধসূতং নিষ্কদ্বাদশ গন্ধকং। গুঞ্জাবীজঞ্চ ষড়্নিষ্কং জয়ন্তী নিম্ববীজকং। প্রত্যেকং নিষ্কমাত্রন্তু নিষ্কং জৈপাল-বীজকং। জয়া-জম্বীরধুস্তূরকাকমাচী-দ্রবৈর্দ্দিনং। ভাবয়িত্বা বটীং কুর্য্যাৎ চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ। গুঞ্জাভদ্ররসো নাম হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুতঃ। শময়ত্যল্বণং দুঃখ-মুরুস্তম্ভং সুদারুণং॥

দেড় তোলা পারদ, ছয়তোলা গন্ধক, তিন তোলা শ্বেতগুঞ্জাবীজ, অর্দ্ধতোলা করিয়া জয়ন্তী, নিম্ববীজ ও জয়পাল, সকল বস্তু একত্র করিয়া জয়ন্তী, জামীর, ধুস্তূর, কাকমাচী ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে একদিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে চারি রত্তি প্রমাণ বটী করিয়া হিঙ্গু ও সৈন্ধব সহ সেবন করিবে। ইহাকে গুঞ্জাভদ্ররস কহে। এই ঔষধ দারুণ উরুস্তম্ভ ধ্বংস করে।

অষ্টকট্বরতৈলং।

পলাভ্যাং পিপ্পলী শুণ্ঠী নাগরাদষ্ট-কট্বরঃ। তৈলপ্রস্থসমো দধ্না ব্রধ্নস্যুরু-গ্রহাপহঃ॥

ষোল তোলা পিপ্পলী ও ষোল তোলা শুণ্ঠী

কল্ক করত আটগুণ দধি দ্বারা কটু তৈল চারি সের পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহা দ্বারা উরুস্তম্ভ ধ্বংস হয়। ইহার নাম অষ্টকট্‌বর তৈল।

অথ উরুস্তম্ভে পাচনচিকিৎসা।

ভল্লাতকাদিঃ।

ভল্লাতকামৃতা শুণ্ঠী দারুপথ্যা পুনর্নবাঃ। পঞ্চমূলীদ্বয়োন্মিশ্রা উরুস্তম্ভনিবর্হণাঃ॥

ভেলা, গুড়ুচী, শুঁঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে উরুস্তম্ভ ধ্বংস হয়। ইহার নাম ভল্লাতকাদি পাচন।

অথ উরুস্তম্ভে মুষ্টিযোগ চিকিৎসা।

ত্রিফলাচব্যকটুকগ্রন্থিকং মধুনা লিহেৎ। উরুস্তম্ভবিনাশায় পুরং মূত্রেণ বা পিবেৎ॥

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, চই, কট্‌কী ও পিপ্পলীমূল এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে বাটিয়া মধু সহযোগে লেহন করিলে উরুস্তম্ভ ধ্বংস হয়, কিম্বা গোমূত্রসহ গুগ্‌গুলু সেবন করিলেও উপকার দর্শে।

অশ্বগন্ধামূলকাভ্যাং সিদ্ধা বল্মীকমৃত্তিকা। এতেষাং মর্দ্দনাদ্রুদ্র উরুস্তম্ভঃ প্রশাম্যতি।

অশ্বগন্ধা, মূলক ও উইমাটী এই সমস্ত সিদ্ধ করত মর্দ্দন করিলে উরুস্তম্ভ দূর হয়।

হরীতকী শৃঙ্গবেরং দেবদারু চ চন্দনং।
কাথয়েচ্ছাগদুগ্ধেন অপামার্গস্য মূলকং।
জঙ্ঘাশূলমূরুস্তম্ভং সপ্তরাত্রেণ নাশয়েৎ॥

হরীতকী, শুণ্ঠী, দেবদারু ও রক্তচন্দন তুল্যপরিমাণে কাথ করত তৎসহ অজাদুগ্ধ ও অপামার্গের শিকড় বাটিয়া সেবন করিলে সপ্তরাত্রির মধ্যে জঙ্ঘাব্যথা ও উরুস্তম্ভ দূর হয়।

ক্ষৌদ্রসর্ষপবল্মীকমৃত্তিকাসংযুতং ভিষক্। গাঢ়মুৎসাদনং কুর্য্যাদুরুস্তম্ভে প্রলেপনং॥

মধু, সর্ষপচূর্ণ, উই মৃত্তিকা, ধুস্তূরপত্র অথবা সিজপত্রের রসে বাটীয়া স্থূল করত উরুস্তম্ভে প্রলেপ প্রদান করিয়া বসন দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বান্ধিলে উপকার দর্শে।

পিপ্‌পলী পিপ্‌পলীমূলং ভল্লাতকাথ এব বা। কল্কো বা সমধুর্দেয় উরুস্তম্ভনিবর্হণঃ॥

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, ভেলা এই কয় দ্রব্য একত্রে কাথ কিম্বা চূর্ণ করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিলে উরুস্তম্ভ ধ্বংস হয়।

ভল্লাতকামৃতা শুণ্ঠি দারু পথ্যা পুনর্নবা। পঞ্চমূলীদ্বয়োন্মিশ্রা উরুস্তম্ভনিবর্হণাঃ।

বিশুদ্ধ ভেলা, গুড়ূচী, শুণ্ঠী, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা, বিল্বত্বক্‌, শোণা, গাম্ভারী, পারুলী, গণিয়ারী, শালপর্ণী, চাকুলিয়া, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমস্ত একত্রে কাথ করত সেবন করিবে।

দশমূল পাচনের সহিত চারি মাষা শিলাজতু চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উরুস্তম্ভ দূর হয়।

শিলাজতু, গুগ্‌গুল পিপুল ও শুঁঠ এই সমস্ত গোমূত্র কিম্বা দশমূলীর কাথ সহ মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে উরুস্তম্ভ দূর হয়।

অথ উরুস্তম্ভে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

পথ্যবিধিঃ।

রুক্ষঃ সর্ব্ববিধঃ স্বেদঃ কোদ্রবা রক্তশালয়ঃ। যবাঃ কুলত্থাঃ শ্যামাকা উদ্দালাশ্চ পুরাতনাঃ॥

যাবতীয় কফক্রিয়া, স্বেদ, পুরাতন কোদ্রব ধান্য, রক্তশালি, যব, কুলত্থকলায়, শ্যামাধান ও বন কোদ্রব এই সকল উরুস্তম্ভ রোগে হিতকর

কটুতিক্তকষায়াণি ক্ষারসেবা গবাং জলং। ব্যায়ামশ্চ যথাশক্তি স্থূলস্যাক্রম-ণানি চ ॥

কটুবস্তু, তিক্তবস্তু, কষায়বস্তু, ক্ষার সেবন, গোমূত্র, সাধ্যমত ব্যায়াম ও দেহ কর্ষণ এই সকল উরুস্তম্ভে হিতকর।

শোভাঞ্জনং কারবেল্লং পটোলং লশুনানি চ। সুনিষণ্নং কাকমাচী বেত্রাগং নিম্বপল্লবং ॥

সজিনা, করলা, পটোল, রশুন, সুষণীশাক, কাকমাচী, বেতের অগ্র ও নিম্বপত্র এই সমস্ত উরুস্তম্ভ রোগে পথ্য।

পত্তূরো বাস্তুকং পথ্যা বার্ত্তাকং তপ্তবারি চ। শম্পাকশাকং পিণ্যাকস্তক্রারিষ্টমধূনি চ ॥

শালিঞ্চ শাক, বেতুয়া শাক, হরীতকী, বার্ত্তাকু, উষ্ণ জল, সোঁদালপত্র, তিল প্রভৃতির কল্ক, ঘোল, অরিষ্ট ও মধু এই সমস্ত উরুস্তম্ভে পথ্য।

স্বচ্ছে হ্রদে সন্তরণং প্রতিস্রোতো-নদীষু চ। শ্লেষ্মাপহরণং যচ্চ ন চ মারুত-কোপনং। এতৎ পথ্যং নরৈঃ সেব্য-মূরুস্তম্ভবিকারিভিঃ ॥

স্বচ্ছবারিপূর্ণ হ্রদে সন্তরণ, স্রোতস্বতী নদীর প্রতিকূলে সন্তরণ, আর শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুর কোপ না হয়, এরূপ দ্রব্য ও ক্রিয়া পথ্য

অপথ্যানি ॥

গুরু-শীত-দ্রব-স্নিগ্ধ-বিরুদ্ধাসাত্ম্য-ভোজনং। বিরেচনং স্নেহনঞ্চ বমনং রক্তমোক্ষণং। বস্তিঞ্চ ন হিতং প্রাহুরূরুস্তম্ভবিকারিণাং ॥

গুরুবস্তু, শীতলবস্তু, দ্রববস্তু, স্নিগ্ধ বস্তু, বিরুদ্ধ বস্তু ও অসাত্ম্যবস্তু আহার, বিরেচন, স্নেহপ্রয়োগ, বমন, শোণিত মোক্ষণ ও বস্তিক্রিয়া এই সকল উরুস্তম্ভে অপথ্য।

অথ আমবাতচিকিৎসা।

আমবাতস্য নিদানপূর্ব্বিকা সংপ্রাপ্তিঃ ॥

বিরুদ্ধাহারচেষ্টস্য মন্দাগ্নের্নিশ্চলস্য চ। স্নিগ্ধো ভুক্তবতো হ্যন্নং ব্যায়ামং কুর্ব্বতস্তথা। বায়ুনা প্রেরিতো হ্যামঃ শ্লেষ্মস্থানং প্রধাবতি। তেনাত্যর্থং বিদগ্ধোঽসৌ, ধমনীঃ প্রতিপদ্যতে। বাতপিত্তকফৈর্ভূয়ো, দূষিতঃ সোঽন্নজো রসঃ। স্রোতাংস্যভিষ্যন্দয়তি, নানাবর্ণোঽতিপিচ্ছিলঃ। জনয়ত্যাশু দৌর্ব্বল্যং গৌরবং হৃদয়স্য চ। ব্যাধিনামাশ্রয়ো হ্যেষ আমসংজ্ঞোঽতিদারুণঃ। যুগপৎ কুপিতাবস্তঃস্ত্রিকসন্ধিপ্রবেশকৌ। স্তব্ধং বা কুরুতো গাত্রং, আমবাতঃ স উচ্যতে ॥

বিরুদ্ধবস্তু আহার, বিরুদ্ধ আচরণ, অবিধি অনুসারে ব্যায়াম, অবিধিপূর্ব্বক মৈথুন, জলপ্রতরণাদি, এবং মন্দাগ্নি এই সমস্ত কারণে আর ব্যায়ামকারীর স্নিগ্ধবস্তু আহার হেতু, বায়ু কর্ত্তৃক চালিত অপক্করস আমাশয়ে গমন পূর্ব্বক দূষিত হয়, তৎপরে ধমনী নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইলে ঐ ধমনীস্থিত অপকরস, বায়ু পিত্ত-কফদ্বারা পুনরায় অত্যন্ত দূষিত হইয়া অধিক পিচ্ছল হয় এবং নানাবর্ণ ধারণ করে। তাহাতে স্রোত সমূহ অতিশয় ক্লেদযুক্ত হওয়ায় আশু শরীরের দুর্ব্বলতা ও হৃদয়ের গুরুতা জন্মে। এই প্রকারেই আমবাত রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগ অত্যন্ত ক্লেশপ্রদ ও বহুতর রোগের কারণ। কফ ও বায়ু একবারে প্রকুপিত হইয়া অন্তঃকোষ্ঠে মেরুদণ্ডের নিম্নস্থানে এবং সন্ধিস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া উহাতে বেদনা উৎপাদন

করে এবং শরীরের স্তব্ধতা ও অবসন্নতা উৎপাদন করে। ইহারই নাম আমবাত।

আমবাতস্য সামান্যলক্ষণং।

অঙ্গমর্দ্দোঽরুচিস্তৃষ্ণা আলস্যং গৌরবং জ্বরঃ। অপাকঃ শূনতাঙ্গানামামবাতস্য লক্ষণং॥

আমবাত রোগে দেহ বেদনা, অরুচি, পিপাসা, আলস্য, গুরুতা, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য এবং করপাদাদিতে ব্যথা হইয়া থাকে।

তস্যোপাধিপ্রবৃদ্ধস্য লক্ষণং।

স কষ্টঃ সর্ব্বরোগাণাং, যদা প্রকুপিতো ভবেৎ। হস্তপাদশিরোগুল্ফত্রিকজানূরুসন্ধিষু। করোতি সরুজং শোথং, যত্র দোষঃ প্রপদ্যতে। সদেশোরুজ্যতেঽত্যর্থং, ব্যাবিদ্ধ ইব বৃশ্চিকৈঃ। জনয়েৎ সোঽগ্নিদৌর্ব্বল্যং, প্রসেকারুচিগৌরবং। উৎসাহহানিং বৈরস্যং, দাহঞ্চ বহুমূত্রতাং। কুক্ষৌ কঠিনতাং শূলং, তথা নিদ্রাবিপর্য্যয়ং। তৃট্ছর্দ্দিভ্রমমূর্চ্ছাশ্চ, হৃদ্গ্রহং বিড্বিবদ্ধতাং। জাড্যান্ত্রকূজমানাহং, কষ্টাংশ্চান্যামুপদ্রবান্॥

অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আমবাত রোগে কর, পদ, মস্তক, পাদগ্রন্থি, মেরুদণ্ডের পার্শ্বপ্রদেশ, জানু ও উরু এই সমস্ত এবং সন্ধিস্থল সমূহে ও অপরাপর স্থান সকলে শোথ ও ব্যথা জন্মে ঐ শোথস্থলে যেন বৃশ্চিক দংশন করিতেছে, এই প্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়। ইহাতে মন্দাগ্নি, লালাস্রাব, অরুচি, দেহের গুরুতা, অনুৎসাহ, মুখের বৈরস্য, জ্বালা, মূত্রবাহুল্য, জঠরে অত্যন্ত ব্যথা, অনিদ্রা, তৃষ্ণা, বমি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, বক্ষে ব্যথা, জড়তা, অন্ত্রে গুড়গুড়াদি অব্যক্ত শব্দ, মলমূত্ররোধ, কথনও কেবল মলরোধ এবং অপরাপর নানারূপ উপদ্রব ঘটে।

তস্য দোষভেদেন লক্ষণানি।

পিত্তাৎ সদাহরাগঞ্চ, সশূলং পবনানুগং। স্তিমিতং গুরুকণ্ডূঞ্চ, কফদুষ্টং তমাদিশেৎ॥

বায়ুজনিত আমবাতরোগে দেহে বেদনা, পিত্তজনিত আমবাতে জ্বালা ও দেহ রক্তবর্ণ হয়, শ্লেষ্মাজনিত আমবাতে দেহের জাড্য, গুরুতা ও কণ্ডূ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাতপিত্তজনিত আমবাতে পূর্ব্বকথিত বায়ুজনিত ও পিত্তজনিত আমবাতের যাবতীয় লক্ষণ, বাতকফজনিত আমবাতে বায়ুজনিত ও কফজনিত আমবাতের লক্ষণ এবং পিত্তশ্লেষ্মজনিত আমবাতে পিত্তজনিত ও শ্লেষ্মজনিত আমবাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর বাত-পিত্তকফজনিত আমবাতের মিশ্রিত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ত্রিদোষজন্য আমবাতে সর্ব্বদেহে শোথ ব্যাপ্ত হয়।

তস্য সাধ্যযাপ্যত্বং।

একদোষানুগঃ সাধ্যো, দ্বিদোষো যাপ্য উচ্যতে। সর্ব্বদেহচরঃ শোথঃ স কৃচ্ছ্রঃ সান্নিপাতিকঃ॥

একদোষজন্য আমবাত সাধ্য, দ্বিদোষজন্য আমবাত যাপ্য, আর ত্রিদোষজন্য আমবাত কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়।

অথ আমবাতস্যৌষধিকথনং।

আমবাতারিবটিকা।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং তুত্থং টঙ্গণসৈন্ধবং। সমভাগং বিচূর্ণ্যাথ চূর্ণাদ্দ্বিগুণগুগ্গুলুঃ। গুগ্গুলোঃ পাদিকং দেয়ং ত্রিবৃতামূলবল্কলং। তৎসমং চিত্রকং দেয়ং ঘৃতেন পরিমর্দ্দয়েৎ। খাদেন্মাষদ্বয়ঞ্চাস্য ত্রিফলাচূর্ণযোগতঃ। আমবাতারিবটিকা পাচিকা ভেদিকা মতা। আমবাতং নিহন্ত্যাশু গুল্মশূলোদরাণি চ। যকৃৎপ্লীহোদরাষ্ঠীলাকামলাপাণ্ডুরোচকান্। গ্রন্থিশূলং শিরঃশূলং বাতরোগঞ্চ গৃধ্রসীং। গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ক্রিমিকুষ্ঠভগন্দরান্। বিদ্রধিমন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ অর্শাংসি [illegible]

চ। আমবাতারিবটিকা পুরেশানেন চোদিতা ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তুঁতিয়া, সোহাগা, সৈন্ধব এই সকল সমভাগে লইয়া চূর্ণ করত সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ গুগ্‌গুল, গুগ্‌গুলুর চতুর্থাংশ তেউড়ীচূর্ণ এবং তেউড়ীচূর্ণের তুল্য চিতামূলের চূর্ণ এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া ঘৃতের সহিত পেষণ করত দুইমাষা পরিমাণে বড়ী করিবে। ত্রিফলাচূর্ণ সহযোগে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাকে আমবাতারি বটিকা কহে। ইহা পাচক ও ভেদক। ইহাদ্বারা আমবাত, গুল্ম, শূল, উদরী, যকৃৎ, প্লীহা, অষ্ঠীল, কামলা, পাণ্ডু, অরুচি, গ্রন্থিশূল, শিরঃশূল, বাতরোগ, গৃধ্রসী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর, বিদ্রধি, অন্ত্রবৃদ্ধি, অর্শ ও গুদরোগ ধ্বংস হয়। পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেব এই আমবাতারি বটিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

অপরামবাতবটিকা।

রসগন্ধৌ বরাহবহ্নিগুগ্‌গুলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ। এতদেরণ্ডতৈলেন মর্দ্দয়েদতিচিক্কণং। দর্শোস্ত্যৈরণ্ডতৈলেন হন্ত্যুষ্ণজলপায়িনঃ। আমবাতমতীবোগ্রং দুগ্ধং মদ্যাদি বর্জয়েৎ ॥

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, তিনভাগ ত্রিফলা, চারিভাগ চিতা, পাঁচভাগ গুগ্‌গুল এই সকল একত্র করিয়া এরণ্ডতৈলের সহিত পেষণ করিবে। এই ঔষধ দুইতোলা পরিমাণে এরণ্ডতৈলের সহিত সেবন করিয়া গরমজল অনুপান করিলে অতি উগ্র আমবাত রোগ ধ্বংস হয়। ইহা সেবনান্তে দুগ্ধপান ত্যাগ করিবে।

আমবাতেশ্বরো রসঃ।

শুদ্ধগন্ধং পলার্দ্ধঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তৎসমং। তাম্রার্দ্ধং পারদং শুদ্ধং রসতুল্যং মৃতারসং। সর্ব্বং পঞ্চাঙ্গুলেনৈব ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ। সংচূর্ণ্য পঞ্চকোলোত্থৈঃ ক্বাথৈঃ সর্ব্বং বিভাবয়েৎ। রৌদ্রে বিংশতিবারাংশ্চ গুড়ূচীনাং রসৈর্দ্দশ। প্রক্ষেপচূর্ণেন তুল্যেন সহ মেলয়েৎ। টঙ্কার্দ্ধং বিড়ং দেয়ং মরিচং বিড়তুল্যকং। তিন্তিড়ীক্ষারতুল্যঞ্চ সূততুল্যঞ্চ দন্তিকং। ত্রিকটু ত্রিফলঞ্চৈব লবঙ্গঞ্চার্দ্ধভাগিকং। আমবাতেশ্বরো নাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতঃ। মহাগ্নিকারকো হ্যেষ আমবাতান্তকো মতঃ। স্থূলানাং কর্ষণঃ শ্রেষ্ঠঃ কৃশানাং স্থৌল্যকারকঃ। অনুপানবিশেষেণ সর্ব্বরোগবিনাশনঃ। অনেন সদৃশো নাস্তি বাহ্নদীপ্তিকরো মহান্। গুল্মার্শোগ্রহণীদোষ-শোথ-পাণ্ডুরুজাপহঃ ॥

চারিতোলা গন্ধক, চারিতোলা তাম্র, দুইতোলা পারদ, দুইতোলা লৌহ এই সকল এরণ্ডপত্ররসে সাতবার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর পঞ্চকোলের ক্বাথে বিংশতিবার এবং গুলঞ্চের রসে দশবার রৌদ্রে ভাবনা দিবে। তৎপরে শুষ্ক করিয়া সমভাগে সোহাগাচূর্ণ মিশাইবে। সোহাগার অর্দ্ধ বিট্‌লবণ, বিট্‌লবণের সমান মরিচ, তেঁতুলের ক্ষার ও দন্তীচূর্ণ প্রত্যেকে পারদের সমান, ত্রিকটু, ত্রিফলা, লবঙ্গ প্রত্যেকে পারদের অর্দ্ধাংশ। এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বটী করিবে। ইহাকে আমবাতেশ্বর কহে। স্বয়ং বিষ্ণু ইহার নির্ম্মাতা। এই আমবাতেশ্বর মহা অগ্নিকারক ও আমবাতের যমস্বরূপ। এই ঔষধ স্থূল ব্যক্তির কৃশতা ও কৃশের স্থৌল্যসাধন করে। ইহা অনুপান বিশেষে প্রযুক্ত হইলে যাবতীয় রোগ ধ্বংস হয়, ইহার ন্যায় অগ্নিকারক ঔষধ আর নাই। এই ঔষধ গুল্ম, অর্শ, গ্রহণীদোষ, শোথ ও পাণ্ডু রোগ ধ্বংস করে।

বৃদ্ধদারাদ্যং লৌহং।

বৃদ্ধদারত্রিবৃদ্দন্তী-গজপিপ্‌পলীমাণকৈঃ। ত্রিকত্রয়সমাযুক্তৈ রামবাতাগ্নকস্তয়ঃ। সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি কেশরী বারণং যথা ॥

বৃদ্ধদারক, তেউড়ী, দন্তী, গজপিপ্পলী, মাণ, ত্রিজাত এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে লইয়া সকলের সমান লৌহ মিশাইবে। রোগী ও রোগ বিবেচনায় মাত্রা ও অনুপান স্থির করত সেবন করিলে যেমন

সিংহ হস্তী বিনাশ করে, তদ্রূপ এই ঔষধ যাবতীয় রোগ বিনাশ করিয়া থাকে। ইহাকে বৃদ্ধদারাদ্য লৌহ কহে।

শিবাগুগ্গুলুঃ।

শিবাবিভীতামলকীফলানাং প্রত্যেকশো মুষ্টিচতুষ্টয়ঞ্চ। তোয়াঢ়কে তৎ কথিতং বিধায় পাদাবশেষে স্রবতারণীয়ং। এরণ্ডতৈলং দ্বিপলং নিধায় পিচুত্রয়ং গন্ধকনামকস্য। পচেৎ পুরস্যাত্র পলদ্বয়ঞ্চ পাকাবশেষে চ বিচূর্ণ্য দদ্যাৎ। রাস্না বিড়ঙ্গং মরিচং কণা চ দন্তী জটা নাগরদেবদারু। প্রত্যেকশঃ কোলমিতং তথৈষাং বিচূর্ণ্য নিক্ষিপ্য নিযোজয়েচ্চ। আমবাতে কটীশূলে গৃধ্রসীক্রোষ্টুশীর্ষকে। ন চান্যদস্তি ভৈষজ্যং যথায়ং গুগ্গুলুঃ স্মৃতঃ॥

প্রত্যেকে অর্দ্ধসের পরিমাণে হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী লইয়া ষোলসের জলে পাক করিবে। জলের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে চুল্লী হইতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে তাহাতে দুই পল এরণ্ডতৈল, ছয়তোলা গন্ধক এবং দুই পল গুগ্গুলু মিশাইয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইলে তাহাতে রাস্না, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপ্পলী, দন্তীমূল, শুণ্ঠি, দেবদারু এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেকে একতোলা দিবে। ইহাকে শিবাগুগ্গুলু কহে। আমবাত, কটিশূল, গৃধ্রসী ও ক্রোষ্টুশীর্ষ রোগে এই শিবাগুগ্গুলু প্রশস্ত।

আমবাতগজসিংহমোদকঃ।

শুণ্ঠিচূর্ণস্য প্রস্থৈকং যমান্যাশ্চ পলাষ্টকং। জীরকস্য পলে দ্বে চ ধন্যাকঞ্চ পলদ্বয়ং। পলৈকং শতপুষ্পায়া লবঙ্গস্য পলস্তথা। অভ্রং লৌহং তথা বঙ্গং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলং। এতেষাং সর্ব্বচূর্ণানাং খণ্ডং দদ্যাৎ গুণত্রয়ং। ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং কর্ষমাত্রন্তু মোদকং। একৈকং ভক্ষয়েৎ প্রাতস্তু তক্রাম্বু পিবেৎ পয়ঃ। শূলঘ্নো রক্তপিত্তঘ্নশ্চাম্লপিত্তবিনাশনঃ। আমবাতকুলধ্বংসী কেশরী বিধানম্মিতঃ॥

দুইসের শুণ্ঠিচূর্ণ আটপল যমানী, দুইপল জীরা, দুইপল ধনিয়া, এক এক পল করিয়া শুলফা, লবঙ্গ, সোহাগা, মরিচ, তেউড়ী, ত্রিকলাক্ষার, পিপ্পলী, শঠী, এলাচী, তেজপত্র, চৈ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, সমুদায় চূর্ণের তিনগুণ শর্করা মিশাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে দুইতোলা পরিমাণে মোদক করিবে। প্রত্যহ প্রভাতে এই মোদক এক একটী সেবন করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধ অনুপান করিবে। এই ঔষধ শূল, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত ও আমবাত ধ্বংস করে। ইহাকে আমবাতগজসিংহমোদক কহে।

বৈশ্বানরং চূর্ণং।

মাণিমন্থস্য ভাগৌ দ্বৌ যমান্যাস্তদ্বদেব তু। ভাগাস্ত্রয়োঽজমোদায়া নাগরাদ্ভাগপঞ্চকং। দশ দ্বৌ চ হরীতক্যাঃ শ্লক্ষ্মচূর্ণীকৃতাঃ শুভাঃ। মস্তারনালতক্রেণ সর্পিষোষ্ণোদকেন বা। পীতং জয়ত্যামবাতং গুল্মহৃদ্বস্তিজান্ গদান্। প্লীহানং গ্রন্থিশূলাদীনর্শাংস্যানাহমেব চ। বিবন্ধং জঠরানোগান্ তথা বৈ হস্তপাদজান্। বাতানুলোমনমিদং চূর্ণং বৈশ্বানরং স্মৃতং॥

দুই ভাগ সৈন্ধব, দুই ভাগ যমানী, তিন ভাগ বনযমানী, পাঁচ ভাগ শুঁঠ, ১২ ভাগ হরীতকী, এই সমস্ত একত্র চূর্ণ করত মাঠা, কাঁজি, দধি ও ঘৃত কিম্বা উষ্ণজল দ্বারা সেবন করিলে আমবাত, গুল্ম, হৃদয় ও বস্তিগত রোগ, প্লীহা, গ্রন্থিশূল, আনাহ, অর্শঃ, বিবদ্ধতা, উদরীরোগ ও করপাদজাত রোগ ধ্বংস হয় এবং এই বৈশ্বানর চূর্ণ বায়ুর সমতা করিয়া থাকে।

শঙ্করস্বেদঃ।

কার্পাসাস্থি-কুলত্থিকা-তিল-যবৈ— রেরণ্ডমূলাতসী বর্ষাভূষণ-বীজ-কাঞ্জিক-যুতৈরেকীকৃতৈর্ব্বা পৃথক্। স্বেদঃ-

স্থানিতি কূর্পরোদরশিরঃস্ফিক্পাণিপাদাঙ্গুলী গুল্‌ফকক্ষকটীরুজাবিজয়তে সামাঃ সমীরানুগাঃ ॥

কার্পাসের আঁটী, কুলথকলায়, তিল, যব, ভেরেণ্ডার মূল, মসিনা, পুনর্ন বা ও সজিনাবীজ এই সমস্ত বস্তু কুট্টিত ও কাঁজিতে সিক্ত করত দুইটী পুটলি বান্ধিবে এবং জলন্ত অগ্নিময় চুল্লীর উপর কাঁজিপূর্ণ একটী হাঁড়ি চড়াইয়া মুখে বহু-ছিদ্রযুক্ত একখানি শরা আচ্ছাদন দিয়া সন্ধিস্থলে লেপ দিয়া বন্ধ করিবে। ঐ শরার উপরি পূর্ব্ববদ্ধ-পুটলিদ্বয় রাখিবে। পরে একটী উষ্ণ হইতে থাকিতে, অপরটী দ্বারা স্বেদ দিবে। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ স্বেদ দিলে আমবাত ধ্বংস হয়।

শঙ্করপ্রলেপঃ ।

গোজলপিষ্টং হিংস্রা কেবুক শিগ্রুভবং মূলং। নাকুযুতং পরিলেপাৎ সামঃ সমীরণঃ কুত্র ॥

কণ্টকারী, কেউ, সজিনার মূল ও উইমাটি তুল্য পরিমাণে একত্রে গোমূত্র দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে আমবাত ধ্বংস হয়।

শতপুষ্পা বচা শিগ্রুশ্বদংষ্ট্রো বরুণত্বচা। সহদেবা চ বর্ষাভূঃ শঠী চ সহভাদলী। সতর্কারী ফলং হিঙ্গু শুক্ত কাঞ্জিক পেষিতং। আমবাতহরং শ্রেষ্ঠং সুখোষ্ণং লেপনং হিতং ॥

শুল্‌ফা, বচ, সজিনার ছাল, গোক্ষুর, বরুণার ছাল, বেড়েলা, পুনর্ন বা, শঠী, গান্ধাইল, জয়ন্তী-ফল ও হিঙ্গু এই সকল তুল্য পরিমাণে শুক্ত ও কাঁজিতে মর্দ্দন পূর্ব্বক কিঞ্চিদুষ্ণ করিয়া শোথস্থলে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

রাস্নাদি দশমূলং ।

দশমূলামৃতৈরণ্ড-রাস্নানাগর-দারুভিঃ। ক্বাথোরুবুকতৈলেন সামং হন্ত্যনিলং গুরুং ॥

দশমূল, গুড়ূচী, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ ও দেবদারু এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে মিলিত দুই তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশেষ থাকিতে নামাইবে, অনন্তর অর্দ্ধ তোলা শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া এরণ্ডতৈলের সহিত এই ক্বাথ সেবন করিলে আমবাতরোগ ধ্বংস হয়।

রসোনপিণ্ডঃ ।

রসোনস্য পলশতং তিলস্য কুড়বং তথা। হিঙ্গু ত্রিকটুকং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ। শতপুষ্পা তথা কুষ্ঠং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ। অজমোদা যমানী চ ধন্যাকঞ্চাপি বুদ্ধিমান্। প্রত্যেকস্তু পলকৈষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। ঘৃতভাণ্ডে দৃঢ়ে চৈতৎ স্থাপয়েদ্দিনষোড়শ। প্রক্ষিপ্য তৈলমানীঞ্চ প্রস্থার্দ্ধং কাঞ্জিকস্য-চ। খাদেৎকর্ষপ্রমাণন্তু তোয়ং মদ্যং পিবেদনু। আমবাতে তথা বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ে। অপস্মারেঽনলে মন্দে কাসশ্বাসগরেষু চ। উন্মাদবাতভগ্নে চ শূলে জন্তোঃ প্রশস্যতে ॥

রসুন ১২৷৷০ সের, তুষশূন্য তিল ৷৷০ সের; হিঙ্গু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, শুল্‌ফা, কুড়, পিপুলমূল, চিতামূল, বন-যমানী ও ধনিয়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল; এই সকল চূর্ণ কোন ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া তাহাতে একসের তিলতৈল ও একসের কাঁজি প্রক্ষেপ দিয়া ধান্যরাশিমধ্যে ষোল দিবস রাখিবে। পরে অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ ঔষধ, জল অথবা মদ্য অনুপানে সেবন করিবে। ইহাদ্বারা আমবাত, সর্ব্বাঙ্গাশ্রয়-বাত, একাঙ্গাশ্রয়বাত, অপস্মার, মন্দাগ্নি, কাস, শ্বাস, উন্মাদ, বাতভগ্ন ও শূল প্রভৃতি রোগ দূর হয়।

সিংহনাদগুগ্গুলুঃ ।

পিষ্টিতাং গুগ্‌গুলোর্ম্মানীং কটুতৈল-পলাষ্টকং। প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রস্থৌ সার্দ্ধদ্রোণে জলে পচেৎ। পাদশেষঞ্চ পূতঞ্চ পুনরেতদ্বিমিশ্রয়েৎ। ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গামরকানিকম্। গুড়ূচ্যাগ্নি ত্রিবৃদ্দন্তী চবী শূরণ মানক।মৃ

পারদং গন্ধকঞ্চৈব প্রত্যেকং শুক্তি-সম্মিতং। মহান্তং কানককলং সিদ্ধে সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ। ততো মাষদ্বয়ং জগ্ধ্বা পিবেদুষ্ণজলাদিকং। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভং। ধাতুর্বৃদ্ধিং বয়ো বৃদ্ধিং বলং সুবিপুলং তথা। আমবাতং শিরোবাতং সন্ধিবাতং সুদারুণং। জানু-জঙ্ঘাশ্রিতং বাতং সকটীগ্রহমেব চ। অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ ভগ্নঞ্চ তিমিরোদরে। অম্লপিত্তং তথা কুষ্ঠং প্রমেহং গুদ-নির্গমং। কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চ বিষমজ্বরম্। প্লীহানং শ্লীপদং গুল্মং পাণ্ডু-রোগং সকামলং। শোথান্ত্রবৃদ্ধি-শূলানি শুদজানি বিনাশয়েৎ। মেদঃ-কফাম-সংঘাতং ব্যাধিবারণদর্পহাঃ। সিংহনাদ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মৃতোপমঃ॥

চারি চারি সের করিয়া হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটুতৈলে মর্দ্দিত শিথিল পুটলিবদ্ধ গুগ্‌-গুলু ১ সের, পাকার্থ ৯৬ সের জল, অবশেষ ২৪ সের। এই ক্বাথ জলের সহিত পুটলিস্থ গুগ্‌গুলু গুলিয়া পাক করিবে। পাকশেষের কিঞ্চিৎ অগ্রে চারি চারি তোলা করিয়া ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা বিড়ঙ্গ, বিছাতীমূল, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, চৈ, ওল, মান, পারদ, গন্ধক, আর জয়পালবীজ, ১০০ টা উৎকৃষ্টরূপ চূর্ণ করত নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়িত করিয়া লইবে। ঔষধের মাত্রা /০ এক আনা হইতে ৵০ দুই আনা। অনুপান উষ্ণজল ও উষ্ণদুগ্ধ। এই ঔষধ দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, ধাতুপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয়, এবং আমবাত, শিরোবাত, সন্ধিবাত, জানু ও জঙ্ঘাশ্রিত বাত, কটিগ্রহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, ভগ্নরোগ, তিমিররোগ, অম্লপিত্ত, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুদনির্গম, পঞ্চপ্রকার কাস, শ্বাসরোগ, বিষমজ্বর, প্লীহা, শ্লীপদ, গুল্ম, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, অন্ত্রবৃদ্ধি, শূল এবং গুহ্যজরোগ ইত্যাদি ধ্বংস হয়।

কাঞ্জিকষট্‌পলকং ঘৃতং॥

হিঙ্গুত্রিকটুকং চব্যং মাণিমন্থং তথৈব চ। কল্কান্ কৃত্বা তু পলিকান্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। আরনালাঢ়কেনৈব তৎ-সর্পিস্তু জ্বরাপহং। শূলং বিবন্ধমানাহ-মামবাতকটীগ্রহং। নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং মন্দাগ্নের্দীপনং পরং॥

হিঙ্গু, মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠি, চৈ ও সৈন্ধব এই সকল প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণ কল্ক করিয়া চারিসের ঘৃত, ১৬ সের কাঁজি দ্বারা পাক করিয়া সেবন করিলে জ্বর, শূলবিবন্ধ, আনাহ, আমবাত, কটি বেদনা ও গ্রহণীদোষ ধ্বংস হয় আর মন্দাগ্নি-বান্ ব্যক্তির অগ্নি দীপ্তি হইয়া থাকে।

যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ॥

নাগরং পিপ্‌পলীমূল চব্যমুষণচিত্রকং। ভৃষ্টং হিঙ্গ্বজমোদা চ সর্ষপো জীরকদ্বয়ং। রেণুকেন্দ্রযবৌ পাঠা বিড়ঙ্গং গজপিপ্‌-পলী। কটুকাতিবিষা ভার্গী বচা মূর্ব্বা চ পত্রকং দেবদারু কণা কুষ্ঠং রাস্নামুস্তা চ সৈন্ধবং। এলাত্রিকণ্টকং পথ্যা ধন্যাকঞ্চ বিভীতকং। ধাত্রীচ ত্বগুশীরঞ্চ যবক্ষারোঽ-খিলান্যপি। এতানি সমভাগানি সূক্ষ্ম-চূর্ণানি কারয়েৎ। শোধিতং গুগ্‌গুলুঞ্চৈব সর্ব্বচূর্ণসমং নয়েৎ। সংমর্দ্দ্য সর্পিষা পশ্চাৎ সর্ব্বং সংমিশ্রয়েচ্চ তৎ। একং পিণ্ডং ততঃ কুর্য্যাৎ ধারয়েদ্ঘৃতভাজনে। গুটিকাষ্টকমাত্রাস্তু খাদেত্তাশ্চ যথো-চিতং। সর্ব্বান্ বাতামায়ান্ হন্যাদামবা-তমপস্মৃতিং। বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং তথা দুষ্টব্রণানপি। অর্শাংসি গ্রহণীরোগং প্লীহগুল্মোদরাণ্যপি। আনাহং মন্দমগ্নিঞ্চ শ্বাসং কাসমরোচকং। প্রমেহং নাভি-শূলঞ্চ ক্রিমিক্ষয়মুরোগ্রহং। শুক্রদোষং রজোদোষমুদাবর্ত্তভগন্দরং। রাস্নাদি-ক্বাথসংযুক্তং সর্ব্ববাতাময়ান্ হরেৎ। কাকোল্যাদিশৃতাৎ পিত্তং কফমারগ্বধা-দিনা। দার্ব্বীশৃতেন মেহাংশ্চ গোমূত্রেণ চ পাণ্ডুতাং। মধুনা মেদসো বৃদ্ধিং কুষ্ঠং

নিম্বশৃতেন চ। ছিন্নাকাথেন বাতাস্রং শোথং মূলককাৎ শৃতাৎ। পাটলাকাথ-সহিতং বিষং মূষিকসম্ভবং। ত্রিফলাকাথ-সংযুক্তো দারুণাং নেত্রবেদনাং। পুন-র্নবাদেঃ কাথেন হন্তি সর্ব্বোদরানপি॥

শুণ্ঠী, পিপুলমূল, চই, মরিচ, চিতা, জারিত-হিঙ্গু, যমানী, সরিষা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রেণুকা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, কট্‌কী, আতৈচ, বামনহাটী, বচ, বোরাচক্র, তেজপাতা, দেবদারু, পিপুল, কুড়, রাস্না, মুত, সৈন্ধব, এলাচী, গোক্ষুর, হরীতকী, ধনিয়া, বহেড়া, আম-লকী, দারুচিনি, বেণামূল এবং যবক্ষার এই সমস্ত তুল্যপরিমাণে চূর্ণ করিয়া সর্ব্বচূর্ণের সমান গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করত ঘৃত সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘৃতপাত্রে রাখিবে। অনন্তর আটটী বটিকা করিয়া সেবন করিলে যাবতীয় রোগ, আমবাত, অপস্মার, বাত-রক্ত, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, অর্শঃ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম, উদরী, আনাহ, মন্দাগ্নি, শ্বাস, কাস, অরুচি, প্রমেহ, নাভিশূল, ক্রিমি, ক্ষয়রোগ, উরোগ্রহ, শুক্রদোষ, রক্তদোষ, উদাবর্ত্ত ও ভগন্দর ধ্বংস হয়। রাস্নাদির কাথে এই ঔষধ মিশাইয়া সেবন করিলে যাবতীয় বাতরোগ, কাকোল্যাদির কাথের সহিত পান করিলে পিত্ত, আরগ্বধাদির কাথের সহিত পান করিলে কফ, দারুহরিদ্রার কাথের সহিত পান করিলে প্রমেহ, গোমূত্রের সহিত পান করিলে পাণ্ডুরোগ, মধুর সহিত পান করিলে মেদোরোগ, নিমছালের কাথের সহিত পান করিলে কুষ্ঠ, গুলঞ্চের কাথের সহিত পান করিলে বাতরক্ত, মূলার কাথের সহিত পান করিলে শোথ, পারুলীর কাথের সহিত পান করিলে ইন্দুরের বিষ, ত্রিফলার কাথের সহিত পান করিলে দারুণ চক্ষুবেদনা এবং পুনর্নবার কাথের সহিত সেবনে যাবতীয় উদরীরোগ দূর করে।

অস্য ভক্ষণবিধিঃ।

আদৌ শাণোন্মিতং খাদেৎ ততঃ কর্ষার্দ্ধমাত্রকং। ততঃ কর্ষমিদং খাদেদ্‌-গুগ্‌গুলুং ক্রমতো নরঃ। দিনানাং সপ্তকে-পূর্ব্বে গুগ্‌গুলোঃ শাণমাহরেৎ। দ্বিতীয়ে কর্ষমর্দ্ধস্তু পূর্ণঃ কর্ষং ততঃপরং। গুগ্‌গুলু-যোগরাজোঽয়ং মহানমুখ্যো রসায়নঃ। মৈথুনাহারপানানাং নিয়মো নাত্র বিদ্যতে॥

এই যোগরাজ সেবনের নিয়ম এই, অগ্রে ৭ দিবস অর্দ্ধ তোলা, অনন্তর এক সপ্তাহ ১ তোলা, পরে এক সপ্তাহ ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে মহা উপকার দর্শে। আর এই ঔষধ সেবনে আহারবিহারাদির নিয়ম নাই।

রাস্নাদিকাথো যথা।

রাস্নাপুনর্নবাশুণ্ঠি গুড়ূচ্যেরণ্ডকং শৃতং। সপ্তধাতুগতে বাতে সামে সর্ব্বা-ঙ্গগে পিবেৎ॥

রাস্না, পুনর্নবা, শুণ্ঠ, গুলঞ্চ ও ভেলার মূল তুল্যপরিমাণে কাথ করিয়া ঐ ঔষধ মিলাইয়া সেবন করিলে সপ্তধাতুগত বাত, আমবাত ও সর্ব্বাঙ্গ অবশ উপশম হয়।

সৈন্ধবাদ্য তৈলম্‌।

সৈন্ধবং শ্রেয়সী রাস্না শতপুষ্পা যমানিকা। সর্জ্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠি সৌবর্চ্চলং বিড়ং। বচাজমোদা মধুকং জীরকং পৌষ্করং কণা। এতান্যর্দ্ধপলাং-শানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কারয়েৎ। প্রস্থমেরণ্ড-তৈলস্য প্রস্থাম্বু শতপুষ্পজং। কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্ত্বা তথা মস্তু শনৈঃ পচেৎ। সিদ্ধমেতৎ প্রয়োক্তব্যমামবাতহরং পরং। পানাভ্যঞ্জনং বস্তৌ চ কুরুতেঽগ্নি-বলং ভৃশং। বাতার্ত্তরক্ষণে শস্তং কটী-জানূরুসন্ধিজে। শূলে হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠেষু কৃচ্ছ্রে২শ্মরীনিপীড়িতে। অন্যাংশ্চানিল-জান্‌ রোগান্‌ নাশয়ন্ত্যাশু দেহিনাং॥

চারিসের এরণ্ডতৈল, চারিসের শুলফার কাথ, আটসের কাঁজি, আটসের দধির মাত, কল্কার্থ চারি চারি তোলা করিয়া সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, শুল্‌ফা, যমানী, স্বেতধুনা, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচল-লবণ, বিটলবণ, বচ, যমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কুড়

ও পিপুল লইয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল অঙ্গে মর্দ্দন ও পান করিলে অথবা বস্তিক্রিয়ায় প্রয়োগ করিলে আমবাত ইত্যাদি নানারোগ ধ্বংস হয়।

পঞ্চাননরস লৌহং।

জারিতং পুটিতং লৌহচূর্ণং পঞ্চপলং শুভং। গুগ্‌গুলোশ্চ পঞ্চপলং লৌহার্দ্ধং মৃতমভ্রকং। শুদ্ধসূতমভ্রসমং গন্ধকং তৎসমং ভবেৎ। ত্রিগুণামায়সশ্চূর্ণাৎ কৃত্বা তাং ত্রিফলাং পচেৎ। দ্বিরষ্টভাগং পানীয়মষ্টভাগাবশেষিতং। তেনা চাষ্টাবশেষেণ পচেল্লৌহাভ্রগুগ্‌গুলুং। ঘৃততুল্যং শতাবর্য্যা রসং দত্ত্বা তথাশুভং। প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দগ্ধস্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। লৌহময্যা পচেদ্দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি মৃন্ময়ে। ততঃ পাকবিধিজ্ঞস্তু পাকসিদ্ধৌ বিনিক্ষিপেৎ। বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচীসত্ত্বজীরকং। পঞ্চকোলং ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিফলৈলা চ মুস্তকং। সুচূর্ণিতঞ্চ প্রত্যেকমেষামর্দ্ধপলং ক্ষিপেৎ। রসস্য কজ্জলীং কৃত্বা ঈষদুষ্ণে বিমর্দ্দয়েৎ। ঘৃতেন মধুনা পশ্চান্মর্দ্দয়িত্বানুপানতঃ। গুড়ূচীনাগরৈরণ্ডং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। ভক্ষয়েচ্ছুদ্ধদেহস্তু শুভেঽহনি সুরার্চ্চকঃ। আমবাত-মহাব্যাধি-বিনাশায়েষ্টদেবতা। সন্ধিবাতং কটীশূলং কুক্ষিশূলং সুদারুণং। জঙ্ঘাপাদাঙ্গুলীশূলং গৃধ্রসীং হন্তি পঙ্গুতাং। গুল্মশোথং পাণ্ডুরোগং সন্ধিবাতঞ্চ দুঃসহং। আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ॥

পাঁচ পল লৌহ, পাঁচপল গুগ্‌গুল, আড়াই পল অভ্র, আড়াই পল পারদ, আড়াই পল গন্ধক, ক্বাথার্থ প্রত্যেকে পাঁচ পল করিয়া ত্রিফলা, ত্রিশ সের জল, অবশেষ তিন সের ছয় পল। এই ক্বাথে লৌহ, অভ্র ও গুগ্‌গুলু পাক করিতে হইবে। পরে বত্রিশ পল করিয়া ঘৃত, শতমূলীর রস ও দুগ্ধ একত্র করত লৌহপাত্রে বা মৃত্তিকাপাত্রে লৌহদর্ব্বী দ্বারা পাক করিবে। পাক সমাপ্তপ্রায় হইলে চারি চারি তোলা করিয়া বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, ধনে, গুড়ূচীরস, জীরা, পঞ্চকোল, তেউড়ী, দন্তীমূল, ত্রিফলা, এলাচী ও মুথা ফেলিয়া দিবে। অনন্তর নামাইয়া ঘৃতপাত্রে স্থাপন করিতে হয়। পরে ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া গুড়ূচীর রস, শুণ্ঠী ও এরণ্ডমূলের ক্বাথের সহিত সেবন করিবে। প্রথমতঃ বিরেচকাদি ঔষধ দ্বারা শরীর শোধন পূর্ব্বক পরে এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা আমবাত, সন্ধিবাত, কটিশূল প্রভৃতি বিনাশ পায়। ইহার নাম পঞ্চাননরস লৌহ।

অথ আমবাতে পাচন চিকিৎসা।

এরণ্ডাদিঃ।

এরণ্ডং ত্রিকণ্টং রাস্না শতপুষ্পা পুনর্নবা। পানং পাচনকে শস্তং সামে বাতে সুনিশ্চয়ং॥

এরণ্ডমূল, গোক্ষুর, রাস্না, শুল্‌ফা ও পুনর্নবা এই সমস্তের ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে আমবাত দূর হয়।

শট্যাদিঃ।

শটী শুণ্ঠ্যভয়া চোগ্রা দেবাহ্বাতিবিষামৃতাঃ। কষায়মামবাতস্য পাচনং রুক্ষভোজনং॥

শটী, শুঁঠ, হরীতকী, বচ, দেবদারু, আতিস ও গুড়ূচী এই সমস্তের ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে এবং রুক্ষবস্তু আহার করিলে আমবাত আরোগ্য হয়।

রাস্নাপঞ্চকং।

রাস্নাং গুড়ূচীমেরণ্ডং দেবদারু মহৌষধং। পিবেৎ সর্ব্বাঙ্গিকে বাতে সামে সন্ধ্যাস্থিমজ্জগে॥

রাস্না, গুড়ূচী, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঁঠ এই সমস্তের কাথ সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গাশ্রয় আমবাত দূর হয়।

রাস্নাদশমূলকং।

দশমূলামৃতৈরণ্ডরাস্নানাগর দারুভিঃ। কাথোরুবুকতৈলেন সামং হন্ত্যনিলং গুরুং॥

দশমূল, গুড়ূচী, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ ও দেবদারু এই সমস্তের কাথ এরণ্ডতৈল সহ সেবন করিলে আমবাত ধ্বংস হয়।

গোক্ষুরাদিঃ।

গোক্ষুরকশুণ্ঠিকাথঃ প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ। সামবাতে কটীশূলে পাচনো রুক্প্রণাশনঃ।

গোক্ষুর ও শুঁঠের কাথ দ্বারা আমবাত ও কটিশূল ধ্বংস হয়।

অথ আমবাতে মুষ্টিযোগ চিকিৎসা।

শঠীবিশ্বৌষধীকল্কং বর্ষাভূকাথসংযুতং। সপ্তরাত্রং পিবেজ্জন্তুরামবাতবিনাশনং॥

পুনর্নবার কাথ করিয়া শঠী ও শুণ্ঠচূর্ণ প্রক্ষেপ প্রদান পূর্ব্বক এক সপ্তাহ সেবন করিলে আমবাত ধ্বংস হয়।

হরীতকীচূর্ণ, নারেঙ্গা লেবুর রস ও গুড়ূচীর কাথ এই তিন দ্রব্য একত্রে সেবন করিলে আমবাত দূর হয়।

বালির স্বেদ দ্বারা আমবাতে উপকার দর্শে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় উপবাস দেওয়া বিধি। পরে অগ্নিবৃদ্ধিকর কটু, তিক্ত, বিরেচক এই সকল দ্রব্য সেবন করিবে।

কাঁচা গুড়কামাই, কৈঁট, সজিনাছাল ও উইমাটী এই চারি দ্রব্য অজমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আমবাত দূর হয়।

হরীতকীচূর্ণ ও এরণ্ডতৈল এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে উপকার দর্শে।

একছটাক গরম জলে অর্দ্ধ তোলা চিরতা ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল পান করিলে আমবাত বিনাশ পায়।

অথ আমবাতে পথ্যাপথ্যবিধিঃ

পথ্যবিধিঃ।

রুক্ষঃ স্বেদো লঙ্ঘনং স্নেহপানং বস্তির্লেপো রেচনং পায়ুবর্ত্তিঃ। অব্দোৎপন্নাঃ শালয়ো যে কুলত্থা জীর্ণং মদ্যং জাঙ্গলানাং রসাশ্চ॥

রুক্ষ স্বেদ, লঙ্ঘন, স্নেহপান, বস্তিকর্ম্ম, প্রলেপ, বিরেচন, গুহ্যদেশে বর্ত্তিপ্রয়োগ, সম্বৎসরজাত শালিতণ্ডুলের অন্ন, কুলথকলায়, পুরাতন মদ্য ও জাঙ্গলদেশোৎপন্ন মৃগ-পক্ষ্যাদির মাংসের রস এই সমস্ত আমবাতরোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

মন্দারগোকণ্টকবৃদ্ধদারং ভল্লাতকং গোজলমার্দ্রকঞ্চ। কটূনি তিক্তানি চ দীপনানি স্যুরামবাতাময়িনে হিতানি॥

পালিতামাদার, গোক্ষুর বৃদ্ধদারক, ভল্লাতক, গোমূত্র, আর্দ্রক, কটু দ্র, তিক্তবস্তু, অগ্নিকর বস্তু এই সকল আমবাত রোগে পথ্য।

বাতশ্লেষ্মঘ্নানি সর্ব্বাণি তক্রং বর্ষাভূশ্চৈরণ্ডতৈলং রসোনং। পটোলপত্ত্রকারবেল্লং বার্ত্তাকুশিগ্রূণি তপ্তনীরং॥

বায়ু ও কফহারক কার্য্য, ঘোল, পুনর্নবা, এরণ্ডতৈল, লশুন, পটোল, শালিঞ্চশাক, করলা, বার্ত্তাকু, সজিনা ও উষ্ণজল এই সকল আমবাতে পথ্য

অপথ্যবিধিঃ।

দধিমৎস্যগুড়ক্ষীরোপোদিকা মাষপিষ্টকং দুষ্টনীরং। পূর্ব্ববাতবিরুদ্ধান্নশনানি চ॥

দধি, মাছ, গুড়, দুগ্ধ, পুঁইশাক, মাষকলায়

পিষ্টক, দূষিত বারি, পূর্ব্বদিকের বায়ু ও বিরুদ্ধ আহার এই সমস্ত আমবাতে অপথ্য।

অসাত্ম্যং বেগরোধঞ্চ জাগরং বিষমাশনং। বর্জ্জয়েদামবাতার্ত্তো গুর্ব্বভিষ্যন্দকারি চ

অসাত্ম্য আহার, মূত্রপুরীষাদির বেগধারণ, জাগরণ ও বিষম ভোজন এই সমস্ত আমবাতে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অথ শূলরোগচিকিৎসা।

শূলস্য প্রকারভেদঃ।

দোষৈঃ পৃথক্ সমস্তামদ্বন্দ্বৈঃ শূলোঽষ্টধা ভবেৎ। সর্ব্বেষ্বেতেষু শূলেষু প্রায়েণ পবনঃ প্রভুঃ॥

শূল অষ্টবিধ;—বায়ুজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, বাতপিত্তজ, বাতকফজ, পিত্তকফজ, ত্রিদোষজ ও আমজ।

বাতজশূলস্য নিদানপূর্ব্বকং রূপং।

ব্যায়ামযানাদতিমৈথুনাচ্চ, প্রজাগরাচ্ছীতজলাতিপানাৎ। কলায়মুদ্গাঢ়কিকোরদূষাদত্যর্থরুক্ষাধ্যশনাভিঘাতাৎ। কষায়তিক্তাতি বিরূঢ়জান্নবিরুদ্ধবল্লূরকশুষ্কশাকাৎ। বিট্শুক্রমূত্রানিলবেগরোধাৎ, শোকোপবাসাদতিহাস্যভাষ্যাৎ। বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো জনয়েদ্ধি শূলং হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠত্রিকবস্তিদেশে। জীর্ণে প্রদোষে চ ঘনাগমে চ, শীতে চ কোপং সমুপৈতি গাঢ়ং। মুহুর্ম্মুহুশ্চোপশমপ্রকোপৌ, বিড়্বাতসংস্তম্ভনতোদভেদৈঃ। সংস্বেদনাভ্যঞ্জনমর্দ্দনাদ্যৈঃ, স্নিগ্ধোষ্ণভোজ্যৈশ্চ শমং প্রযাতি॥

ব্যায়াম, গজ অশ্বাদিতে আরোহণ করত গমন অধিক মৈথুন, নিশা জাগরণ, অধিক পরিমাণে শীতল জলপান, কলায়, মুগ, অড়হর ও কোরদূষ এই সমস্ত বস্তু ভোজন, রুক্ষদ্রব্য আহার, অজীর্ণে ভোজন, অভিঘাত, কষায় বস্তু ও তিক্ত বস্তু ভোজন, বিরূঢ়জান্ন অর্থাৎ অঙ্কুরিত ধান্যাদিজাত অন্ন আহার, বিরুদ্ধ বস্তু ভোজন, শুষ্কমাংস ও শুষ্কশাক আহার এবং মল-মূত্র ও শুক্র-বায়ুর বেগরোধ, শোক, উপবাস, উচ্চহাস ও উচ্চভাষণ এই সমস্ত কারণে বায়ু দূষিত হইয়া হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, ত্রিক, মূত্রাশয় এই সকল স্থলে ব্যথা উৎপাদন করে। ঐ বেদনা আহার জীর্ণ হইলে তৎকালে সন্ধ্যাকালে, মেঘোদয় সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং শীতল বস্তু দ্বারাও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাতশূল মুহুর্মুহু শান্ত হয় ও মুহুর্মুহু প্রকুপিত হইয়া থাকে। ইহাতে মল ও বায়ু বদ্ধ হয় এবং সূচীবেধন ও বিদারণ-বৎ বেদনা হয়। স্বেদন তৈলম্রক্ষণ এবং স্নিগ্ধ বস্তু ও উষ্ণবস্তু আহার দ্বারা বেদনার উপশম হয়।

পিত্তজশূলস্য নিদানপূর্ব্বকং রূপং।

ক্ষারাতি-তীক্ষ্ণোষ্ণ-বিদাহিতৈল-নিষ্পাব-পিণ্যাক-কুলত্থযূষৈঃ। কট্বম্লসৌবীরসুরাবিকারৈঃ ক্রোধানলায়াসরবিপ্রতাপৈঃ। গ্রাম্যাতিযোগাদশনৈর্বিদগ্ধৈঃ, পিত্তং প্রকুপ্যাশু করোতি শূলং। তৃণ্মোহদাহার্ত্তিকরং হি নাভ্যাং সংস্বেদমূর্চ্ছাভ্রমচোষযুক্তং। মধ্যন্দিনে কুপ্যতি চার্দ্ধরাত্রে বিদাহকালে জলদাত্যয়ে চ। শীতে চ শীতৈঃ সমুপৈতি শান্তিং সুস্বাদুশীতৈরপি ভোজনৈশ্চ॥

ক্ষারযুক্ত বস্তু, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য বস্তু ও বিদগ্ধ পাকী বস্তু, তৈল, শিম, সরিষার খইল, কুলত্থ কলায়ের যূষ, কটু ও অম্লবস্তু, সৌবীর, সুরাদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য, এই সমস্ত দ্রব্য আহার এবং রোষ, অগ্নিসন্তাপ, শ্রম, আতপ, অতিশয় স্ত্রী-সঙ্গ এই সমস্ত কারণে এবং দোষবশে হিতকারী দ্রব্যের বিদগ্ধ পাক হইলে পিত্ত দূষিত হইয়া আশু নাভিদেশে ব্যথা জন্মায়। ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, কর্ত্তনবৎ বেদনা, স্বেদ, ভ্রম ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে।

মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে, ভুক্ত বস্তুর বিদগ্ধ পাক সময়ে, শরৎকালে ও শীতঋতুতে বেদনা বৃদ্ধি পায়। স্বাদু ও শীতল দ্রব্য আহারে এবং হিমে বেদনার প্রশম হয়।

শ্লৈষ্মিকশূলস্য নিদান-পূর্ব্বকং রূপং।

আনূপবারিজকিলাটপয়োবিকারৈর্মাংসে-ক্ষুপিষ্টকৃশরাতিলশষ্কুলীভিঃ। অন্যৈ-র্বলাসজনকৈরপি হেতুভিশ্চ, শ্লেষ্মা প্রকোপমুপগম্য করোতি শূলং। হৃল্লা-সকাস-সদনারুচি সংপ্রসেকৈরামাশয়ে স্তিমিতকোষ্ঠশিরোগুরুত্বৈঃ। ভুক্তে সদৈব হি রুজং কুরুতেঽতিমাত্রং, সূর্য্যোদয়েঽথ শিশিরে কুসুমাগমে চ॥

সজল দেশোৎপন্ন কচ্ছপাদির মাংস, জলজ শম্বুকাদির মাংস, তক্রকুর্চ্চিকা, দগ্ধজ বস্তু, ছাগাদির মাংস, ইক্ষু পিষ্টকাদি শ্লেষ্মাকর দ্রব্য আহারে কফ বৃদ্ধি পাইয়া আমাশয়ে বেদনা উৎপন্ন করে এবং তাহাতে বমনোদ্বেগ, কাস, দৌর্ব্বল্য অরুচি, লালাস্রাব, আমাশয়ে স্তব্ধতা, মস্তক ভার হয় আর আহার করিলে প্রায়ই বেদনা অধিক হয়। সূর্য্যোদয়ে, শিশির ঋতুতে ও বসন্তকালে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ত্রিদোষজশূললক্ষণং।

সর্ব্বেষু দোষেষু চ সর্ব্বলিঙ্গং বিদ্যা-ত্রিষক্ সর্ব্বভবং হি শূলং। সুকষ্টমেনং বিষবজ্রকল্পং বিবর্জ্জনীয়ং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥

ত্রিদোষজন্য শূলরোগে পূর্ব্বকথিত বাতজন্য, পিত্তজন্য ও কফজন্য শূলরোগের যাবতীয় মিশ্রিত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ত্রিদোষজাত শূল অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ও অসাধ্য।

আমশূললক্ষণং।

আটোপহৃল্লাসবমীগুরুত্বস্তৈমিত্য-আনাহকফপ্রসেকৈঃ। কফস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গমামোদ্ভবং শূলমুদাহরন্তি॥

আমজন্য শূলে বমনোদ্বেগ, জঠরে গুড়্গুড়া শব্দ, বমন, দেহের গুরুতা, স্তৈমিত্য, মল-মূত্ররোধ, কফস্রাব এবং কফজনিত শূলের যাবতীয় লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

দ্বিদোষজশূলানি।

বস্তৌ হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠেষু, স শূলঃ কফ-বাতিকঃ। কুক্ষৌ হৃন্নাভিমধ্যেষু, স শূলঃ কফপৈত্তিকঃ। দাহজ্বরকরো ঘোরো বিজ্ঞেয়ো বাতপৈত্তিকঃ॥

বাতশ্লেষ্মজন্য শূলে হৃদয়, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে ব্যথা হয়। পিত্তশ্লেষ্মজন্য শূলরোগে, উদর, হৃদয় ও নাভিতে বেদনা উৎপন্ন হয় আর বাতপিত্ত-জনিত শূলে, জঠরে জ্বালা ও জ্বর জন্মিয়া থাকে।

তেষাং সাধ্যাসাধ্যাদি নিরূপণং।

একদোষোত্থিতঃ সাধ্যঃ, কৃচ্ছ্রসাধ্যো দ্বিদোষজঃ সর্ব্বদোষোত্থিতো ঘোরস্ত্ব-সাধ্যো ভূর্য্যুপদ্রবঃ॥

একদোষজাত শূলরোগ সাধ্য, দ্বিদোষজাত শূল কৃচ্ছ্রসাধ্য, যে ত্রিদোষজাত শূল উপদ্রববিশিষ্ট হইয়া রোগীকে কষ্ট দেয়, তাহা চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয় না, কিন্তু রোগী ক্লেশ পাইয়া বহুদিন বাঁচিয়া থাকে।

পরিণামশূলনিরূপণং।

স্বৈর্নিদানৈঃ প্রকুপিতো, বায়ুঃ সন্নি-হিতস্তদা। কফপিত্তে সমাবৃত্য, শূল-কারী ভবেদ্বলী। ভুক্তে জীর্য্যতি যচ্ছূলং, তদেব পরিণামজং। তস্য লক্ষণমপ্যেতৎ সমাসেনাভিধীয়তে॥

পূর্ব্বোক্ত হেতুতে বায়ু দূষিত হইয়া কফাশয়ে ও পিত্তাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে কফ ও পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া ব্যথা জন্মায়। যে রোগে ভুক্তবস্তু পাক পাইবার সময় জঠরে ব্যথা হয়, তাহার নাম পরিণাম শূল।

তস্য লক্ষিতেকেন লক্ষণানি।

আধ্মানাটোপবিন্মূত্রবিবন্ধারতিবেপনৈঃ। স্নিগ্ধোষ্ণোপশমপ্রায়ং, বাতিকং তদ্বদেদ্ভিষক্। তৃষ্ণাদাহারতিস্বেদং, কট্বম্ললবণোদ্ভবং। শূলং শীতশমপ্রায়ং, পৈত্তিকং লক্ষয়েদ্বুধঃ। ছর্দ্দিহৃল্লাসসম্মোহং, স্বল্পরুগ্দীর্ঘসন্ততি। কটুতিক্তোপশান্তৌ চ, তচ্চ জ্ঞেয়ং কফাত্মকং। সংসৃষ্টলক্ষণং বুদ্ধা, দ্বিদোষং পরিকল্পয়েৎ। ত্রিদোষজমসাধ্যন্তু, ক্ষীণমাংসবলানলং॥

বাতজন্য পরিণাম শূলে পেটফাঁপা, উদরে গুড়গুড়া শব্দ, মল মূত্র রোধ ও কম্প হয়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্যে বেদনার লাঘব হইয়া থাকে। পিত্তজন্য পরিণাম শূলরোগে তৃষ্ণা, দাহ আর মনের অবসাদ ও স্বেদ হয় এবং কটু, অম্ল ও লবণদ্বারা বেদনা বৃদ্ধি পায় আর শীতল দ্রব্যে বেদনা উপশম হয়। কফজন্য পরিণাম শূলে বমন বা বমনোদ্বেগ, মেহ, অল্প ব্যথা হয় আর কটু ও তিক্তদ্রব্যে বেদনার লাঘব হইলেও সেই ব্যথা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। বায়ু-পিত্তজন্য পরিণাম শূলে পূর্ব্বকথিত বায়ুজন্য ও পিত্তজন্য পরিণাম শূলের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এইরূপ বাত-শ্লেষ্মজন্য পরিণাম শূলে বায়ুজনিত ও কফজনিত পরিণাম শূলের মিশ্রিত লক্ষণ এবং পিত্ত-শ্লেষ্মজন্য পরিণাম শূলে পিত্তজন্য ও কফজন্য পরিণাম শূলের মিশ্রিত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ত্রিদোষজনিত পরিণাম শূলে ঐ তিনের মিশ্রিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কৃশ, দুর্ব্বল, অগ্নিবলশূন্য ব্যক্তির সান্নিপাতিক শূলরোগ অসাধ্য।

ত্রিদোষবিকৃতিবিশেষমন্নদ্রবশূলনিরূপণং।

জীর্ণে জীর্য্যত্যজীর্ণে বা, যচ্ছূলমুপজায়তে। পথ্যাপথ্যপ্রয়োগেন, ভোজনাভোজনেন চ। ন শমং যাতি নিয়মাৎ, সোঽন্নদ্রব উদাহৃতঃ। অন্নদ্রাখ্যশূলেষু, নতাবৎ স্বাস্থ্যমশ্নুতে। বান্তমাত্রে জরৎপিত্তং শূলমাশু ব্যাপোহতি॥

ভুক্তদ্রব্য পরিপাক পাইলে কিম্বা পরিপাক পাইবার সময় অথবা পরিপাক না পাইলে যে শূল জন্মে, তাহার নাম অন্নদ্রব শূল। এই অন্নদ্রব শূল হিতকর, অহিতকর বস্তু প্রয়োগ দ্বারা এবং ভোজন দ্বারা বা উপবাস দ্বারা কোনরূপেই নিবারিত হয় না। কিন্তু বমন দ্বারা পিত্ত বহির্গত হইলে আশু বেদনা নিবৃত্তি পায়।

অথ শূলরোগস্যৌষধিকথনং।

সপ্তামৃতলৌহং।

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণময়োরজঃ সমং লিহন্। মধুসর্পির্যুতং সম্যক্ গব্যক্ষীরং পিবেদনু। ছর্দ্দিং সতিমিরং শূলমম্লপিত্তং জ্বরারুচিং। মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা মেহং হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ॥

যষ্টিমধু, ত্রিফলা, ঘৃত ও মধু এই সমস্ত বস্তু তুল্য পরিমাণে লইয়া সর্ব্বদ্রব্য সম লৌহচূর্ণ মিশাইবে। এই ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহাকে সপ্তামৃত লৌহ কহে। ইহা দ্বারা ছর্দ্দি, শূল, অম্লপিত্ত, জ্বর, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মেহ নিঃসন্দেহ নষ্ট হয়।

ত্রিফলালৌহং।

তীক্ষ্ণায়চূর্ণসংযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমুত্তমং। ক্ষীরেণ পায়য়েদ্ধীমান্ সদ্যঃ শূলনিবারণং॥

ত্রিফলাচূর্ণ ও লৌহচূর্ণ একত্র করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ইহাকে ত্রিফলা লৌহ কহে। এই ঔষধ সদ্য শূল ধ্বংস করে।

বিদ্যাধরাভ্রং।

বিড়ঙ্গমুস্ত ত্রিফলা গুড়ূচী দন্তীত্রিবৃদ্বহ্নি কটুত্রয়ঞ্চ। প্রত্যেকমেষাং পিচুভাগচূর্ণং পলানি চত্বারিয়সো মলস্য।

গোমূত্রশুদ্ধস্য পুরাতনস্য যত্নায়সস্তানি শিবাটিকায়াঃ কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য পলং বিশুদ্ধং নিশ্চন্দ্রকং শুদ্ধমতীব সূতাৎ। পাদোনকর্ষং স্বরসেন খল্লে শিলাতলে থানকুনীদলস্য। সংমর্দ্দ্য পশ্চাদতিশুদ্ধ-গন্ধপাষাণচূর্ণেন পিচুম্মিতেন। যুক্ত্যা ততঃ পূর্ব্বরজাংসি দত্ত্বা সর্পির্মধুভ্যামব-মর্দ্দ্য যত্নাৎ। নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধবিশুদ্ধ-ভাণ্ডে ততঃ প্রয়োজ্যাস্য রসায়নস্য। প্রাগ্মাষকো বাপ্যথবা দ্বিতীয়ো গবাং পয়ো বা শিশিরং জলং বা। পিবেদয়ং যোগবরঃ প্রভূতকালপ্রণষ্টানলদীপ-কশ্চ। রোগং নিহন্যাৎ পরিণামশূলং শূলং তথান্নদ্রবসংজ্ঞকঞ্চ। যক্ষ্মাম্লপিত্তং গ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং জীর্ণজ্বরং লোহিতপিত্ত-কঞ্চ। ন সন্তি তে যান্ন নিহন্তি রোগান্ যোগোত্তমঃ সম্যগুপাস্যমানঃ॥

দুই তোলা করিয়া বিড়ঙ্গ, মুথা, ত্রিফলা, গুড়ূচী, দন্তী, তেউড়ী, চিতা ও ত্রিকটু ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ, চারিপল মুণ্ডিরী, চারিপল গোমূত্র শুদ্ধ লৌহ অথবা লৌহপত্রিকা, একপল কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ, দেড়তোলা পারদ ও দুইতোলা বিশুদ্ধ গন্ধক লইবে। প্রথমে থানকুনীর রসে পারদ পেষণ করত শোধন করিয়া তাহাতে দেড়তোলা বিশুদ্ধ গন্ধক দিয়া পেষণ করিবে। যখন কজ্জলী হইবে, তখন উহাতে পূর্ব্বোক্ত বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ মিশাইয়া লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডদ্বারা ঘৃত ও মধুর সহিত পেষণ করিবে। পরে এই ঔষধ কোন স্নিগ্ধপাত্রে রাখিবে। এই ঔষধ রোগী বিবেচনায় এক কিম্বা দুই মাষা পরিমাণে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া চতুঃষষ্ট গুণ গব্যদুগ্ধ কিম্বা শিশিরজল অনুপান করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন দ্বারা কাল-প্রণষ্ট উদরাগ্নির সন্দীপন হয় এবং পরিণামশূল, যক্ষ্মা, অম্লপিত্ত, গ্রহণী, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্ত ধ্বংস হয়। অধিক কি, এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিলে যাবতীয় রোগ বিনাশ পায়। ইহাকে বিদ্যাধরাভ্র কহে।

অথ শূলরোগে পাচনচিকিৎসা।

দ্রাক্ষাক্বাথঃ।

দ্রাক্ষায়াঃ কষায়ং চৈব কাথয়িত্বা যথাবিধি। পিবেৎ সশর্করং সদ্যঃ পিত্ত-শূলনিসূদনং॥

দ্রাক্ষার কাথ প্রস্তুত করিয়া শর্করা সহযোগে সেবন করিলে পিত্তশূল বিনাশ পায়।

বলাদিঃ।

বলাপুনর্নবৈরণ্ডবৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ।
সহিঙ্গুলবণং পীতং সদ্যো বাতরুজাপহং॥

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ড শিকড়, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ হিঙ্গু ও সৌবর্চ্চলবণচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বাত প্রধান শূল দূর হয়।

দশমূলম্।

দশমূলকৃতকাথঃ সযবক্ষারসৈন্ধবঃ। হৃদ্রোগগুল্মশূলানি কাসং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥

দশমূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ সোরা ও সৈন্ধব মিশাইয়া সেবন করিলে হৃদ্রোগ, গুল্ম, শূল, কাস ও শ্বাস বিনাশ পায়।

বিশ্বাদিঃ।

বিশ্বমেরণ্ডজং মূলং কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ। হিঙ্গুসৌবর্চ্চলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণং॥

শুঁঠ ও এরণ্ডমূল এই উভয়ের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত হিঙ্গু ও সচললবণ মিশাইয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সদ্য শূল ধ্বংস হয়।

বিল্বাদিঃ।

বিল্বমূলমথৈরণ্ডং চিত্রকং বিশ্ব-ভেষজং। হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূল-নিবারণং॥

বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, রক্তচিতা ও শুঁঠ এই সক

দ্রব্যের কাথ করিয়া তাহার সহিত হিঙ্গু ও সৈন্ধব মিশ্রিত করত সেবন করিলে সদ্য শূলরোগ বিনাশ পায়।

অথ শূলরোগে মুষ্টিযোগ চিকিৎসা।

তেঁতুল ছালের ক্ষার ও অপাঙ্গ ক্ষার একত্র করিয়া জল সহযোগে সেবন করিলে শূলরোগ বিনাশ পায়।

চারিতোলা শতমূলীর রসের সহিত চারি মাষা মধু মিশাইয়া সেবন করিলে শূল বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

গোমূত্র শুদ্ধ মণ্ডূর ও হরীতকী একত্র চূর্ণ করত ঘৃত ও মধু সহ মিশাইয়া সেবন করিলে ত্রিদোষজ শূল দূর হয়।

চল্লিশ রতি শামুকভস্ম অর্দ্ধ পোয়া জলের সহিত উষ্ণ করিয়া সেবন করিবে।

ঝুনা নারিকেলের ভিতরে সৈন্ধব লবণ পূরিয়া তাহার মুখ ঐ মুচিদ্বারা বন্ধ করিয়া তাহাতে মৃত্তিকা লেপ দিবে। পরে বিলঘুঁটের অগ্নিতে পোড়াইয়া সেই লবণ কিঞ্চিৎ বাসি জলের সহিত পান করিবে। ইহা দ্বারা পিত্তশূল ও অন্যান্য শূল নিবারিত হয়।

অথ শূলরোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

পথ্যবিধিঃ।

ছর্দ্দিঃ স্বেদো লঙ্ঘনং পায়ুবর্ত্তির্বস্তির্নিদ্রা রেচনং পাচনঞ্চ।

বমন, স্বেদ, লঙ্ঘন, গুহ্যদেশে বর্ত্তিপ্রয়োগ, বস্তিকর্ম্ম, নিদ্রা, বিরেচন ও পাচকবস্তু এই সকল শূলরোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

দ্রাক্ষাকপিত্থং রুচকং পিয়ালং শালিঞ্চপত্রাণি চ বাস্তুকানি। সামুদ্রসৌবর্চ্চলহিঙ্গুবিশ্বং বিড়ং শতাহ্বা লশুনং লবঙ্গং॥

দ্রাক্ষা, কদবেল, ছোলঙ্গ, পিয়াল ফল, শালিঞ্চ শাক, সামুদ্রলবণ, সচল লবণ, হিং, শুঁঠ, বিট্‌লবণ, শতমূলী, লশুন ও লবঙ্গ এই সকল শূলরোগে পথ্য।

অব্দোৎপন্নাঃ শালয়ো বাট্যমণ্ডস্তপ্তক্ষীরং জাঙ্গলানাং রসাশ্চ। পটোলশোভাঞ্জনকারবেল্লবার্ত্তাকমাম্রাণি পচেলিমানি॥

সম্বৎসরজাত শালিতণ্ডুলের অন্ন, ভৃষ্ট যবমণ্ড, উষ্ণ দুগ্ধ, জাঙ্গলজীবের মাংসযূষ, পটোল, সজিনা, করলা, বার্ত্তাকু ও পক্ব আম্র এই সকল পথ্য।

এরণ্ডতৈলং সুরভীজলঞ্চ তপ্তাম্বুজম্বীররসোপি কুষ্ঠং। লঘূনি চ ক্ষাররজাংসি চেতি বর্গো হিতঃ শূলগদার্দ্দিতেভ্যঃ॥

এরণ্ড তৈল, চোনা, উষ্ণ জল, গোড়ালেবুর রস, কুড, লঘু বস্তু ও যবক্ষারচূর্ণ এই সকল শূলরোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অপথ্যবিধিঃ।

বিরুদ্ধান্নপানানি জাগরং বিষমাশনং। রুক্ষতিক্তকষায়াণি শীতলানি গুরূণি চ॥

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, জাগরণ, বিষমাহার, রুক্ষ বস্তু, তিক্তবস্তু, কষায় বস্তু, শীতল বস্তু ও গুরু বস্তু অপথ্য।

ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং বৈদলং লবণং তিলান্। বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জ্জয়েচ্ছূলবান্নরঃ॥

ব্যায়াম, মৈথুন, সুরাপান, বিদলকৃত আহারীয় বস্তু, লবণরসাক্ত বস্তু, তিল, বেগধারণ, শোক ও রোষ এই সকল শূলরোগে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অথ উদাবর্ত্তানাহচিকিৎসা।

উদাবর্ত্তকারণং।

বাতবিণ্মূত্রজৃম্ভাশ্রুক্ষবোদ্গারবমী—

ন্দ্রিয়ঃ। ক্ষুত্তৃষ্ণোচ্ছ্বাসনিদ্রাণাং ধৃত্যো-দাবর্ত্তসম্ভবঃ॥

বায়ুনিঃসরণ, মূত্র, পুরীষ, হাই, হাঁচি, উদ্গার, রেত, ক্ষুধা, পিপাসা, দীর্ঘনিশ্বাস ও নিদ্রা এই সমস্ত রোধ করিলে উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে।

উদাবর্ত্তানাং লক্ষণানি।

বাতমূত্রপুরীষাণাং সঙ্গ ধ্মানং ক্লমো রুজা। জঠরে বাতজাশ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্বাতনিগ্রহাৎ। আটোপশূলৌ পরিকর্ত্তিকা চ সঙ্গঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধবাতঃ। পুরীষমাস্যাদথবা নিরেতি পুরীষবেগেঽভিহতে নরস্য। বস্তি মেহনয়োঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা। বিনামো বঙ্ক্ষণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে। মন্যাগলস্তম্ভশিরোবিকারা জৃম্ভোপঘাতে পবনাত্মকাঃ স্যুঃ। তথাক্ষিনাসাবদনাময়াশ্চ ভবন্তি তীব্রাঃ সহ কর্ণরোগৈঃ। আনন্দজং বাপ্যথ শোকজং বা নেত্রোদকং প্রাপ্তমমুঞ্চতো হি। শিরোগুরুত্বং নয়নাময়াশ্চ ভবন্তি তীব্রাঃ সহ পীনসেন মন্যাস্তম্ভঃ শিরঃশূলমর্দ্দিতার্দ্ধাবভেদকৌ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দৌর্ব্বল্যং ক্ষবথোঃ স্যাদ্বিনিগ্রহাৎ। কণ্ঠাস্যপূর্ণত্বম[illegible] তোদঃ, কূজশ্চ বায়োরথবাপ্রবৃত্তিঃ। উদ্গারবেগেঽভিহতে ভবন্তি, ঘোরা বিকারাঃ পবনপ্রসূতাঃ। কণ্ডূকোঠারুচিব্যঙ্গ শোথপাণ্ড্বাময়জ্বরাঃ। কুষ্ঠবীসর্পহৃল্লাসাশ্ছর্দ্দিনিগ্রহজা গদাঃ। মূত্রাশয়ে বৈ গুদমুষ্কয়োশ্চ, শোথোরুজা মূত্রবিনিগ্রহশ্চ। শুক্রাশ্মরী তৎস্রবণং ভবেচ্চ, তে তে বিকারা বিহতে চ শুক্রে। তন্দ্রাঙ্গমর্দ্দাবরুচিঃ শ্রমশ্চ, ক্ষুধাভিঘাতাৎ কৃশতা চ দৃষ্টেঃ। কণ্ঠাস্যশোষঃ শ্রবণাবরোধস্তৃষ্ণাভিঘাতাৎ হৃদয়ে ব্যথা চ। শ্রান্তস্য নিঃশ্বাসবিনিগ্রহেণ, হৃদ্রোগমোহাবথবাপি গুল্মঃ। জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দোঽক্ষিশিরোঽতিজাড্যং নিদ্রাভিঘাতাদথবাপি তন্দ্রা॥

বায়ু নির্গম বন্ধ করিলে, বায়ুবন্ধ, মল মূত্র রোধ, আধ্মান, শরীরের দুর্ব্বলতা ও দেহে ব্যথা হয় এবং জঠরে অন্যরূপ বাতজনিত রোগ অর্থাৎ সূচীবেধনবদ্ ব্যথা জন্মে। মলরোধ করিলে জঠরে গুড়গুড়া শব্দ, নানারূপ ব্যথা, ঊর্দ্ধবাত অর্থাৎ শ্বাস হিক্কাদি এবং মুখ দিয়া মল নির্গত হয়। মূত্ররোধ করিলে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গনালে ব্যথা, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তক ব্যথা, বিনাম অর্থাৎ দেহের নতত্ব ও কুচ্‌কিতে বন্ধনবৎ ব্যথা হইয়া থাকে। হাই রোধ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া মন্যাস্তম্ভ, গলনালী রোধ, শিরোরোগ এবং নেত্র, কর্ণ, নাসিকারোগ ও মুখরোগ জন্মে। আনন্দাশ্রু বা শোকাশ্রু রোধ করিলে মস্তক ভার হয় এবং চক্ষুরোগ ও পীনস (সর্দ্দি) উৎপন্ন হয়। হাঁচি রোধ করিলে মস্তকের অর্দ্ধভাগে ব্যথা অথবা সমস্ত মস্তকে ব্যথা, মন্যাস্তম্ভ ও অর্দ্দিত রোগ এবং ইন্দ্রিয়শক্তি হ্রাস পায়। উদ্গার রোধ করিলে বায়ু দ্বারা কণ্ঠপূরণ ও মুখপূরণ, অব্যক্ত ভাষণ, নিশ্বাসরোধ, সূচীবেধনবৎ ব্যথা, হিক্কা প্রভৃতি হয়। বমন রোধ করিলে কণ্ডু (চুলকণা), কোঠ (রোগভেদ), অরুচি, ব্যঙ্গ (রোগভেদ) শোথ, পাণ্ডু, জ্বর, কুষ্ঠ, বীসর্প এই সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয় আর বমনেচ্ছা হইয়া থাকে। শুক্রবেগ রোধ করিলে মূত্রাশয়, মলদ্বার ও অণ্ডকোষে শোথ ও ব্যথা, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী ও শুক্রস্রাব হয়। এতদ্ভিন্ন নানারূপ শুক্রজনিত রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ক্ষুধা রোধ করিলে তন্দ্রা, অঙ্গ ব্যথা, অরুচি, বিনা পরিশ্রমে পরিশ্রম বোধ ও দর্শন শক্তির হ্রাস হয়। তৃষ্ণা রোধ করিলে কণ্ঠশোষ ও মুখশোষ, শ্রবণশক্তির হ্রাস এবং হৃদয়ে বেদনা জন্মে। পরিশ্রান্ত ব্যক্তি দীর্ঘ নিশ্বাস রোধ করিলে, হৃদ্রোগ, মোহ ও গুল্মরোগ হয়। নিদ্রা নিরোধ করিলে, হাই, দেহ বেদনা, চক্ষু ও মস্তকের জড়তা এবং তন্দ্রা জন্মিয়া থাকে।

রুক্ষাদিকুপিতবাতজ-উদাবর্ত্তলক্ষণং।

বায়ুঃ কোষ্ঠানুগো রুক্ষৈঃ, কষায়-কটুতিক্তকৈঃ। ভোজনৈঃ কুপিতঃ সদ্য উদাবর্ত্তং করোতি চ। বাতমূত্রপুরীষাসৃক্, কফমেদোবহানি বৈ। স্রোতাংস্যুদাবর্ত্তয়তি, পুরীষং চাতিবর্ত্তয়েৎ। ততোহৃদ্বস্তিশূলার্ত্তো হৃল্লাসারতিপীড়িতঃ। বাতমূত্রপুরীষাণি, কৃচ্ছ্রেণ লভতে নরঃ। শ্বাসকাস-প্রতিশ্যায়দাহমোহতৃষাজ্বরান্। বমিহিক্কাশিরোরোগমনঃশ্রবণবিভ্রমান্। বহূনন্যাংশ্চ লভতে বিকারান্ বাত-কোপজান্॥

রুক্ষ, কষায়, কটু ও তিক্ত বস্তু আহার করিলে প্রকুপিত বায়ু কোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া উদাবর্ত্ত রোগ উৎপাদন করে, বায়ু, মল, মূত্র, রক্ত, বায়ু, কফ ও মেদবহ স্রোত সকল বন্ধ করিয়া মল শোষণ করে, হৃদয়ে ও মূত্রাশয়ে ব্যথা, ক্লান্তি, বিবমিষা উপস্থিত করে। আর রোগী অতি কষ্টে বায়ু ও মল ত্যাগ করে। এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা শ্বাস, কাস, নাসিকা হইতে কফস্রাব, দাহ, পিপাসা, মোহ, জ্বর, বমন, হিক্কা, শিরোরোগ, চিত্তচাঞ্চল্য, শ্রুতিশক্তির হ্রাস ও অন্যান্য নানারূপ বাতরোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

অস্য অসাধ্যলক্ষণং।

তৃষার্দ্দিতং পরিক্লিষ্টং ক্ষীণং শূলৈরুপদ্রুতং। শকৃদ্ বমন্তং মতিমানুদাবর্ত্তিনমুৎসৃজেৎ॥

যে উদাবর্ত্তরোগী তৃষ্ণায় কাতর, পরিক্লিষ্ট, ক্ষীণ ও শূলবেধনবৎ ব্যথায় পীড়িত হইয়া মল বমন করে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসকগণ তাহার রোগ অসাধ্য জানিয়া বর্জ্জন করিবেন।

আনাহকারণং লক্ষণঞ্চ।

আমং শকৃদ্বা নিচিতং ক্রমেণ, ভূয়োবিবদ্ধং বিগুণানিলেন। প্রবর্ত্তমানং ন যথাস্বমেনং বিকারমানাহমুদাহরন্তি। তস্মিন্ ভবত্যামসমুদ্ভবে তু তৃষ্ণাপ্রতিশ্যায়শিরোবিদাহাঃ। আমাশয়ে শূলমথো গুরুত্বং হৃৎস্তম্ভ উদ্গারবিঘাতনঞ্চ। স্তম্ভঃ কটীপৃষ্ঠপুরীষমূত্রে শূলোহথ মূর্চ্ছা শকৃতশ্চ ছর্দ্দিঃ। শোথশ্চ পক্বাশয়জে ভবন্তি তথালসোক্তানি চ লক্ষণানি॥

ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত অপক্ক রস অথবা মল বায়ু কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া যথাযথ সেই সমস্ত বহির্গত না হইলে তাহাকেই আনাহ রোগ বলা যায়। আমরসজন্য আনাহরোগ জন্মিলে নাসিকাস্রাব, তৃষ্ণা, মস্তক ব্যথা, আমাশয়ে ব্যথা, শরীরের গুরুত্ব, হৃৎস্তম্ভ, উদ্গার বন্ধ, কটি ও পৃষ্ঠদেশের জাড্য, মলমূত্ররোগ, মূর্চ্ছা, পক্বাশয়ে ব্যথা, মল বমন, শোথ আর পূর্ব্বকথিত অলস রোগের যাবতীয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অথ উদাবর্ত্তানাহৌষধিকথনং।

বৈদ্যনাথবটী।

পথ্যা ত্রিকটু সুকৃষ্ণ দ্বিগুণং কানকন্তথা। থানকুনী-সৈরম্লোলিকায়া রসৈঃ কৃত্বা। গুড়িকোদরগুল্মাদিপাণ্ডুময়-বিনাশিনী। ক্রিমি-কুষ্ঠ-গাত্রকণ্ডু-পীড়কাংশ্চ-নিহন্তি চ। গুড়ী সিদ্ধফলা চেয়ং বৈদ্যনাথেন ভাষিতা॥

এক একভাগ করিয়া হরীতকী, ত্রিকটু ও ত্রিফলা, দুইভাগ জয়পাল সকল একত্র করত থানকুনীর রসে ও আমলকীর রসে ভাবনা দিবে। পরে দুই রতি প্রমাণ গুড়িকা করিয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা গুল্ম, পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, গাত্রকণ্ডু ও পীড়কা বিনাশ পায়। ইহাকে বৈদ্যনাথবটী কহে। স্বয়ং বৈদ্যনাথ এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা। এই ঔষধ প্রত্যক্ষ ফলদায়ী।

বৃহদিচ্ছাভেদীরসঃ।

শুদ্ধং পারদটঙ্কণং সমরিচং গন্ধাশ্মতুল্যং ত্রিবৃৎ বিশ্বা চ দ্বিগুণা ততো নবগুণং জৈপালচূর্ণং ক্ষিপেৎ। খল্লে

দণ্ডযুগং বিমর্দ্দ্য বিধিনা চার্কস্য পত্রে ততঃ স্বেদং গোময়বহ্নিনা চ মৃদুনা স্বেচ্ছাবশাৎস্বেদকঃ। গুঞ্জৈকং প্রমিতো রসো হিমজলৈঃ সংসেবিতো রেচয়েৎ যাবন্নোষ্ণজলং পিবেদপি বরং পথ্যঞ্চ দধ্যোদনং। আমং সর্ব্বভবং সুজীর্ণমুদরং গুল্মং বিশালং হরেৎ বহ্নের্দীপ্তিকরো বলাশহরণঃ সর্ব্বাময়ধ্বংসনঃ ॥

এক একভাগ করিয়া পারদ, সোহাগা, মরিচ, গন্ধক, তেউড়ী, দুইভাগ আতিস, নয়ভাগ জয়পাল সমুদায় বস্তু একত্র করিয়া আকন্দ পত্রের রসে পেষণ করিবে। অনন্তর গোময়াগ্নি সন্তাপে মৃদু স্বেদ দিয়া এক রতি প্রমাণ বড়ী করিবে। এই ঔষধ হিম জলের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। যাবৎ উষ্ণ জল পান না করিবে, তাবৎ বিরেচন হইতে থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া দধিযুক্ত অন্ন পথ্য করিবে। ইহাকে বৃহদিচ্ছাভেদী রস কহে। এই ঔষধ যাবতীয় আমরোগ, উদররোগ ও গুল্মরোগ দূর করে। আর ইহা সেবনে জঠরাগ্নির উদ্দীপ্তি হয়, রোগ ধ্বংস হয় এবং যাবতীয় আমরোগ দূর হইয়া থাকে।

যোগবাহিরসান্ সর্ব্বান্ রেচকে কথিতানপি। প্লীহাধিকারে কথিতং রসেন্দ্রং বারিশোষণং। উদাবর্ত্তে তথা নাহে প্রযুঞ্জীতানুপানতঃ ॥

রেচনকারক যোগবাহী রস সকল এবং প্লীহাধিকারে কথিত ঔষধি ও বারিশোষণ প্রভৃতি ঔষধ অনুপান বিশেষে উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগে প্রযোজ্য।

পুটিতং ভাবিতং লৌহং ত্রিবৃৎকাথৈরনেকশঃ। উদাবর্ত্তহরং যুঞ্জ্যাৎ সসিতং বা যথা বলং। উদাবর্ত্তে প্রযোক্তব্যা উদরোক্তা রসাঃ খলু ॥

লৌহচূর্ণ পুটিত ও তেউড়ীর কাথে বারম্বার ভাবনা দিবে। এই ঔষধ উদাবর্ত্ত রোগে শর্করার সহিত সেবন করিবে এবং উদররোগে কথিতরস সকল ও এই রোগে প্রযোজ্য।

নারাচচূর্ণঃ।

খণ্ডপলং ত্রিবৃতা সমকৃষ্ণাতুল্যাকর্ষচূর্ণিতং শ্লক্ষ্ণং। প্রাগ্‌ভোজনে চ সমধু বিড়ালপদকং লিহেৎ প্রাজ্ঞঃ। এতদ্‌গাঢ়পুরীষে পিত্তে কফে চ বিনিযোজ্যং। স্বাদুর্নৃপযোগ্যোঽয়ং চূর্ণং নারাচকো নাম্না ॥

একপল চিনি, একপল তেউড়ী, দুইতোলা পিপ্পলীচূর্ণ এই সকল মধুসহ মিশাইয়া আহারের অগ্রে দুই তোলা প্রমাণে লেহন করিবে। ইহা দ্বারা উদাবর্ত্ত বিনাশ পায়। ইহার নাম নারাচচূর্ণ।

নারাচরসঃ।

সূতগন্ধকতুল্যাংশং মরিচং সূত তুল্যকং। টঙ্গণং পিপ্‌পলী শুণ্ঠি দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিমিশ্রয়েৎ। সর্ব্বতুল্যানি বীজানি দন্তীনাং নিস্তুষাণি চ। স্নুহীক্ষীরেণ সংযুক্তং মর্দ্দয়েদ্দিবসত্রয়ং। নারিকেলোদকে স্থাপ্যং মহাগাঢ়াগ্নিনা ততঃ। তৎকল্কং পাচয়েৎ ক্ষিপ্রং খল্লয়িত্বা নিধাপয়েৎ। তন্মধ্যনারিকেলেন রাজযোগ্যং বিরেচনং। বটিকা লেপমাত্রেণ দশবারং বিরেচয়েৎ। তদগন্ধঘ্রাণমাত্রেণ বিরেকো জায়তে ধ্রুবং ॥

এক এক ভাগ করিয়া পারদ, গন্ধক, মরিচ, দুই দুই ভাগ করিয়া সোহাগা, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী, এবং ঐ সকলের তুল্যপরিমাণ তুষশূন্য জয়পাল বীজ, এই সমস্ত সিজের দুগ্ধে তিন দিবস পেষণ করিয়া নারিকেলের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক প্রখর বহ্নিতে পাক করিবে। অনন্তর ঔষধ তুলিয়া বড়ী করিতে হয়। ইহার নাম নারাচরস। এই বটী ঘর্ষণ করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অথবা ইহার গন্ধ গ্রহণ করিলে বিরেচন হইয়া উদাবর্ত্ত আনাহরোগ দূর হয়।

অথ উদাবর্ত্তানাহরোগে পাচন চিকিৎসা।

ককুভক্বাথঃ।

কষায়ং ককুভত্বচঃ শৃতং পিবেদুদাবর্ত্তে॥

অর্জ্জুন বৃক্ষের ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে উদাবর্ত্ত বিনাশ পায়। ইহার নাম ককুভকাথ।

হিঙ্গ্বাদিঃ।

হিঙ্গুকুষ্ঠরসোনঞ্চ কাথ এবাং দিনত্রয়ং। পানাৎ নশ্যত্যুদাবর্ত্তানাহমেব ন সংশয়ঃ॥

হিঙ্গু, কুড, রশুন এই কয় দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া তিন দিন সেবন করিলে উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগ বিনাশ পায়। ইহার নাম হিঙ্গ্বাদি পাচন।

অথ উদাবর্ত্তানাহরোগে মুষ্টিযোগ চিকিৎসা।

হিঙ্গুমাক্ষিকসিন্ধুত্থৈঃ পক্বা বর্ত্তিং সুবর্ত্তিতাং। ঘৃতাভ্যক্তা গুদে দদ্যাৎ উদাবর্ত্তবিনাশিনীং॥

হিঙ্গু, মধু ও সৈন্ধব একত্র পাক করিয়া বর্ত্তি করিবে। পরে সেই বর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া গুহ্যে দিলে -দাবর্ত্ত দূর হয়।

রসোনং মদ্যসংমিশ্রং পিবেৎ প্রাতঃ প্রকাঙ্ক্ষিতঃ। গুল্মোদাবর্ত্তশূলঘ্নং দীপনং বলবর্দ্ধনং॥

মদ্যসহ রশুন মিশাইয়া প্রতিদিন প্রভাতে সেবন করিলে গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও শূল বিনষ্ট হয় আর অগ্নি বৃদ্ধি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ত্রিবৃৎ কৃষ্ণা হরীতক্যো দ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ। গুড়িকাগুড়তুল্যাস্তা বিড়্বিবন্ধগদাপহাঃ॥

তেউড়ী দুই ভাগ, পিপ্পলী চারিভাগ ও হরিতকী পাঁচ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া সর্ব্বচূর্ণ সমান গুড় মিশাইয়া সেবন করিলে উদাবর্ত্ত ধ্বংস হয়।

হিঙ্গুকুষ্ঠবচাসর্জ্জিবিড়ঞ্চৈব দ্বিরুত্তরং। পীতং মদ্যেন তচ্চূর্ণমুদাবর্ত্তবিনাশনং॥

হিঙ্গু, কুড়, বচ, সর্জ্জিক্ষার, বিট্‌লবণ এই সমস্ত বস্তু পরস্পর দ্বিগুণভাগে চূর্ণ করিয়া মদ্যসহ পান করিলে উদাবর্ত্ত ধ্বংস হয়।

সিজের শিকড়ের চূর্ণ গরম জলে মিশাইয়া সেবন করিলে আনাহরোগ দূর হয়।

অলাবুর গলা গরম করিয়া তদ্দ্বারা নাভিদেশে স্বেদ দিলে উদাবর্ত্ত ধ্বংস হয়।

তেউড়ীর শিকড়, হরীতকী, মুগ্‌রোর শিকড় ও যবক্ষার এই সমস্ত তুল্যপরিমাণে লইয়া ঘৃতের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে উদাবর্ত্ত দূর হয়।

শ্যামালতা, তেউড়ীর শিকড় ও হরীতকী এই তিন দ্রব্য একত্র সিজের আঠায় ভাবনা দিয়া সেবন করিলে আনাহরোগ দূর হয়।

অথ উদাবর্ত্তানাহে পথ্যাপথ্য বিধিঃ।

পথ্যবিধিঃ।

স্নেহস্বেদবিরেকাশ্চ বস্তয়ঃ ফলবর্ত্তয়ঃ। অভ্যঙ্গশ্চ যবাঃ সর্ব্বং সৃষ্টবিণ্মূত্রমারুতং॥

স্নিগ্ধ স্বেদ, বিরেচন, বস্তিকর্ম্ম, ফলবর্ত্তি, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, যব, মলমূত্র, বায়ু নিঃসরণ এই সমস্ত উদাবর্ত্তে পথ্য বলিয়া কথিত।

মূত্রবেগসমুৎপন্নে ত্রিবিধং বস্তিকর্ম্ম চ। স্বেদোঽভ্যঙ্গোঽবগাহশ্চ সর্পিষশ্চাবপীড়নং॥

মূত্রবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত হইলে তিন প্রকার বস্তিক্রিয়া, * স্বেদ, তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন ও বস্তিপ্রদেশের উপর ঘৃত মর্দ্দন পথ্য।

* নিরূহ, অনুবাসন ও উত্তরবস্তি ইহাই তিন প্রকার বস্তিক্রিয়া

গ্রাম্যৌদকানুপরসারুবুতৈলঞ্চ বারুণী। বালমূলকশম্পাকত্রিবৃত্তিলসুধাদলং ॥

গ্রাম্য জীবের মাংসের যূষ, ঔদকমাংসের যূষ, আনূপ মাংসের যূষ, এরণ্ডতৈল, বারুণী মদ্য, কচি মূলক, সোঁদাল, তেউড়ী, তিল ও সিজপত্র এই সকল পথ্য।

পুরীষজে তথা বস্তিঃ স্বেদোঽভ্যঙ্গোঽবগাহনং। ফলবর্ত্তিশ্চ পানানি রিড়্ভেদীন্যশনানি চ ॥

পুরীষবেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে বাতনিগ্রহজনিত উদাবর্ত্তের ন্যায় কার্য্য করিবে। বিশেষতঃ বস্তিকর্ম্ম, স্বেদ, তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন, ফলবর্ত্তি ও মলভেদকারী অন্নপানীয় পথ্য।

শৃঙ্গবেরং মাতুলুঙ্গং যবক্ষারো হরীতকী। লবঙ্গং রামঠং দ্রাক্ষা গোমূত্রং লবণানি চ ॥

শুঁঠ, ছোলঙ্গলেবু, যবক্ষার, হরীতকী, লবঙ্গ, হিং, দ্রাক্ষা, গোমূত্র ও সৈন্ধব এই সমস্ত উদাবর্ত্তে পথ্য।

অধোবাতসমুত্থে তু স্নেহস্বেদাশ্চ বর্ত্তয়ঃ। বস্তয়োঽন্নানি পানানি সমীরণ হরাণি চ ॥

অধোবাতজনিত উদাবর্ত্ত রোগে স্নেহ প্রয়োগ, স্বেদ, বর্ত্তি, বস্তিকর্ম্ম ও বাতনাশক অন্নপানীয় পথ্য।

ছর্দ্দ্যুত্থে লঙ্ঘনং ধূমো ভক্তপ্রচ্ছর্দ্দনং শ্রমঃ। রুক্ষাণি চান্নপানানি বিরেকো রক্তমোক্ষণং ॥

বমির বেগরোধজনিত উদাবর্ত্ত রোগে লঙ্ঘন, ধূমপান, আহারান্তে বমন, পরিশ্রম, রুক্ষ অন্নপানীয়, বিরেচন ও শোণিত মোক্ষণ হিতকর।

উদ্গারোত্থে হিক্কাঘ্নঃ কাসজে কাসজিদ্বিধিঃ ॥

উদ্গারবোধজনিত উদাবর্ত্তে হিক্কারোগ কথিত ক্রিয়া এবং কাসবেগরোধ জন্য [illegible] কাসরোগোক্ত ক্রিয়া হিতকর।

শ্রমশ্বাসসমুৎপন্নে বিশ্রামো বাতহারি চ ॥

আয়াসজনিত শ্বাসের বেগ রোধ হেতু উদাবর্ত্ত হইলে বিশ্রাম ও বায়ুনাশক ক্রিয়া উপকারী।

শুক্রোত্থে বস্তিরভ্যঙ্গোঽবগাহশ্চরণায়ুধঃ। শালয়ো মদিরা ক্ষীরং স্ত্রিয়া যৌবনগর্ব্বিতাঃ ॥

শুক্রবেগরোধ হেতু উদাবর্ত্তে বস্তিকর্ম্ম, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, কুক্কুটমাংস, শালি তণ্ডুল, মদ্য, দুগ্ধ ও যুবতী রমণী সহ ক্রীড়া এই সমস্ত পথ্য।

ক্ষবজে স্বেদনং ধূমো ঘৃতঞ্চোত্তরভক্তকং। ক্ষবপ্রবর্ত্তনং নস্যমভ্যঙ্গশ্চোর্দ্ধজত্রুকঃ ॥

হাঁচির বেগরোধ হেতু উদাবর্ত্তে স্বেদকর বস্ত্র, ধূম, ভোজনান্তে ঘৃত সেবন, হাঁচিকর নস্য এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধে তৈলাদি অভ্যঙ্গ হিতকর।

শীতান্নপানং তৃষ্ণোত্থে জৃম্ভোত্থে বাতজিৎক্রিয়াঃ ॥

পিপাসার বেগরোধ হেতু উদাবর্ত্তে শীতল অন্ন পানীয় এবং জৃম্ভণবেগরোধ হেতু উদাবর্ত্তে বায়ুনাশক চিকিৎসা প্রশস্ত।

নিদ্রাবেগোত্থিতে ক্ষীরস্বপ্নসম্বাহনানি চ ॥

নিদ্রাবেগরোধ হেতু উদাবর্ত্তে দুগ্ধপান, নিদ্রা এবং অঙ্গমর্দ্দন পথ্য।

বুভুক্ষোত্থে স্নিগ্ধমল্পমুষ্ণং লঘু চ ভোজনং ॥

ক্ষুধার বেগধারণ হেতু উদাবর্ত্তে অল্পপরিমাণে স্নিগ্ধ, উষ্ণ অথচ লঘু বস্তু আহার করিবে।

বাষ্পজে বাষ্পসংমোক্ষঃ স্বপ্নো মদ্যং প্রিয়াঃ কথাঃ। ইতি পথ্যমুদাবর্ত্তে প্রোক্তং মহর্ষিভিঃ ॥

অশ্রিক হর্ষ কিম্বা শোক হেতু অশ্রুবেগ রোধ করিলে যে উদাবর্ত্ত জন্মে, তাহাতে অশ্রু বিসর্জ্জন, নিদ্রা, সুরাপান ও প্রিয় বাক্য হিতকর। মহর্ষিগণ উদাবর্ত্তরোগের এইরূপ বাক্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অপথ্যানি।

বমনং বেগরোধঞ্চ শমীধান্যানি কোদ্রবং। নালীতশাকং শালুকং জাম্ববং কর্কটীফলং॥

বমন, বেগরোধ, শমীধান্য, * কোদোধান্য, নালিতা শাক, শালুক, জাম ও খীরই এই সমস্ত অপথ্য।

পিণ্যাকমালুকং সর্ব্বং করীরং পিষ্ট-বৈকৃতং। বিষ্টম্ভীনি বিরুদ্ধানি কষায়াণি গুরূণি চ উদাবর্ত্তী প্রযত্নেন বর্জ্জয়েৎ ততং নরঃ॥

তিল প্রভৃতির কল্ক, যাবতীয় আলু, বংশাঙ্কুর, পিষ্টবিকৃতি, বিষ্টম্ভী বস্তু, বিরুদ্ধ বস্তু, কষায় বস্তু, গুরু বস্তু এই সকল উদাবর্ত্তে পরিত্যাজ্য।

অপথ্যানি প্রদিষ্টানি যান্যুদাবর্ত্তিনাং পুরা। আনাহাত্তু পরিহরেৎ তানি সর্ব্বাণি যত্নতঃ॥

উদাবর্ত্তে যে সমস্ত অপথ্য কথিত হইল, আনাহেও এই সমস্ত পরিত্যাজ্য, সুতরাং যত্নে এই সকল বর্জ্জন করিবে।

অথ গুল্মচিকিৎসা।

গুল্মস্য নিদান[illegible]সংপ্রাপ্তিশ্চ[illegible]।

দুষ্টা বাতাদয়োঽত্যর্থং, মিথ্যাহার-বিহারতঃ। কুর্ব্বন্তি পঞ্চধা গুল্মং, কোষ্ঠান্তর্গ্রন্থিরূপিণং। তস্য পঞ্চবিধং স্থানং, পার্শ্বহৃন্নাভিবস্তয়ঃ॥

---

* শমীধান্য—মাষকলাই প্রভৃতি।

অবিধি অনুসারে ভোজন, ব্যবহার, আচরণ পরিশ্রম দ্বারা বায়ু-পিত্ত কফ দূষিত হইয়া আমাশয়ে প্রবেশ করত হৃদয়, নাভি, মূত্রাশয় ও পার্শ্বদ্বয় এই পঞ্চস্থলে গ্রন্থির ন্যায় গুল্ম উৎপাদন করে।

গুল্মস্য সামান্যলক্ষণং।

হৃন্নাভ্যোরন্তরে গ্রন্থিঃ, সঞ্চারী যদি বাচলঃ। বৃত্তশ্চয়াপচয়বান্, স গুল্ম ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

হৃদয় ও নাভির বা মূত্রাশয়ের মধ্যস্থলে সচল বা অচল বর্ত্তুলাকার যে গ্রন্থি হয় এবং যাহা কখন বৃদ্ধি পায় কখন হ্রাস পায় তাহার নাম গুল্ম।

দোষভেদেন গুল্মস্য প্রকারভেদনিরূপণং।

ব্যস্তৈর্ব্বা জায়তে দোষৈঃ, সমস্তৈরপি চোচ্ছ্রিতৈঃ। পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং, জ্ঞেয়ো রক্তেন চাপর॥

একদোষ, দ্বিদোষ ও ত্রিদোষভেদে গুল্ম পঞ্চবিধ; বায়ুজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত, ত্রিদোষজনিত, রক্তজনিত। রক্তজনিত গুল্মরোগ স্ত্রীলোকেরই হয়।

গুল্মস্য পূর্ব্বরূপং।

[illegible]বাহুল্যপুরীষবদ্ধ তৃপ্ত্যক্ষমত্বা-[illegible]নি। আটোপমাধ্মানমপক্তি-শাক্ররাসন্নগুল্মস্য বদন্তি চিহ্নং॥

গুল্ম হইবার অগ্রে কোষ্ঠবদ্ধ, অরুচি, উদরে নানা প্রকার শব্দ, বেদনার সহিত উদরের স্তব্ধতা, আধ্মান, অগ্নিমান্দ্য, এবং পুনঃ পুনঃ উদ্গার হইয়া থাকে।

গুল্মস্য সামান্যরূপং।

অরুচিঃ কৃচ্ছ্রবিণ্মূত্রবাততান্ত্রবিকূজনং। আনাহশ্চোর্দ্ধবাতত্বং, সর্ব্বগুল্মে লক্ষয়েৎ॥

যাবতীয় গুল্মরোগেই অরুচি, কষ্টে মলমূত্র নির্গমন, বায়ুর আধিক্য, উদরে নানারূপ শব্দ,

উর্দ্ধবাত (হিক্কাশ্বাস প্রভৃতি) এই সমস্ত লক্ষণ ঘটে।

বাতগুল্মস্য নিদানং লক্ষণঞ্চ।

রুক্ষান্নপানং বিষমাতিমাত্রং, বিচেষ্টনং বেগবিনিগ্রহশ্চ। শোকোঽভিঘাতোঽতিমলক্ষয়শ্চ, নিরন্নতা চানিলগুল্মহেতুঃ। যঃ স্থানসংস্থানরুজা-বিকল্পং, বিড্‌বাতসঙ্গং গলবক্ত্রশোষং। শ্যাবারুণত্বং শিশিরজ্বরঞ্চ, হৃৎকুক্ষিপার্শ্বাংসশিরোরুজঞ্চ। করোতি জীর্ণে ত্বধিকং প্রকোপং, ভুক্তে মৃদুত্বং সমুপৈতি যশ্চ। বাতাৎ স গুল্মো নচ তত্র রুক্ষং, কষায়তিক্তং কটুচোপশেতে॥

অধিক পরিমাণে বা অল্প পরিমাণে অসময়ে পান ভোজন, অবিধি অনুসারে ব্যায়াম, মলমূত্রের বেগরোধ, শোক ও কোনরূপ আঘাত, অধিক বিরেচন এবং উপবাস এই সমস্ত হেতুতে বায়ু কুপিত হইয়া গুল্মরোগ জন্মায়। এই গুল্ম কখন নাভিস্থলে কখনও পার্শ্বে চলিয়া বেড়ায়, কখন পরিমাণে বড় ও ছোট হইয়া থাকে এবং সকল সময়ে ব্যথা থাকে না। ইহাতে বায়ু বদ্ধ ও কোষ্ঠবদ্ধ, কণ্ঠশোষ ও মুখশোষ, শীতজ্বর (কফজ্বর) হৃদয়ে, পার্শ্বে, স্কন্ধে, মস্তকে ও জঠরে ব্যথা হইয়া থাকে। আর রোগীর দেহ রক্তবর্ণ, কিম্বা শ্যামবর্ণ (কৃষ্ণ পীতমিশ্রিত বর্ণ) হয় এবং রুক্ষ, কষায়, তিক্ত ও কটু দ্রব্য সহ্য হয় না। আহার পরিপাক পাইলে রোগ বৃদ্ধি পায় এবং ভোজন করিলে রোগের লাঘব হইয়া থাকে।

পিত্তজগুল্মস্য কারণং লক্ষণঞ্চ।

কটুম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরুক্ষক্রোধাতিমদ্যার্কহুতাশসেবা। আমাভিঘাতো রুধিরঞ্চ দুষ্টং, পৈত্তস্য গুল্মস্য নিমিত্তমুক্তং। জ্বরঃ পিপাসা বদনাঙ্গরাগঃ শূলং মুহুর্জ্জীর্য্যতি ভোজনে চ। স্বেদো বিদাহো ব্রণবচ্চ গুল্মঃ, স্পর্শাসহঃ পৈত্তিকগুল্মরূপং॥

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও বিদগ্ধপাকী দ্রব্য আহার, অধিক রোষ, অধিক সুরাপান, অধিক রৌদ্রসেবা, এবং অজীর্ণজনিত অপক্করস ও দূষিত রস এই সকল দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পিত্তজন্য গুল্ম উৎপাদন করে। ইহাতে জ্বর, তৃষ্ণা মুখের ও সমস্ত দেহের রক্তবর্ণতা, আহারীয় বস্তু পাক পাইবার সময় অত্যন্ত ব্যথা, ঘর্ম্ম ও জ্বালা এই সকল লক্ষণ হয় এবং গুল্ম স্পর্শ করিলে অত্যন্ত ব্যথাবোধ হইয়া থাকে।

কফজত্রিদোষজয়োর্নিদানং।

শীতং গুরুস্নিগ্ধমচেষ্টনঞ্চ, সংপূরণং প্রস্বপনং দিবা চ। গুল্মস্য হেতুঃ কফসম্ভবস্য, সর্ব্বস্তু দুষ্টো নিচয়াত্মকস্য॥

শীতল বস্তু, গুরুপাকী দ্রব্য ও স্নিগ্ধ দ্রব্য আহার, একবারে পরিশ্রম বর্জ্জন, নিরন্তর ইচ্ছামত আহার ও দিবানিদ্রা; এই সকল কারণে কফজাত গুল্ম জন্মে। বায়ু, পিত্ত, কফ স্বকীয় কারণে দূষিত হইয়া যে গুল্ম জন্মায়, তাহার নাম ত্রিদোষজনিত গুল্ম।

কফজগুল্মস্য লক্ষণং।

স্তৈমিত্যশীতজ্বরগাত্রসাদহৃল্লাসকাসারুচিগৌরবাণি। শৈত্যং রুগল্পা কঠিনোন্নতত্বং, গুল্মস্য রূপাণি কফাত্মকস্য॥

কফজন্য গুল্মরোগ, স্তৈমিত্য অর্থাৎ জলসিক্ত বস্ত্রে আবৃত গাত্রের ন্যায় দেহের আর্দ্রতা, দৌর্ব্বল্য, বমনেচ্ছা, কাস, অরুচি দেহ ভারবোধ, অল্প অল্প ব্যথা, শীতবোধ হয় এবং গুল্ম কঠিন ও উন্নত হয়।

ব্যামিশ্রলিঙ্গানপরান্‌স্তু গুল্মান্ ত্রিদোষজ লক্ষণাতিদেশার্থং।

নিমিত্তরূপাণ্যুপলভ্য গুল্মে; দ্বিদোষজে দোষবলাবলঞ্চ। ব্যামিশ্রলিঙ্গান-

পঞ্চাংশ্চ গুল্মান্, স্ত্রীনাদিশেদৌষধকল্পনার্থং॥

ত্রিদোষজনিত গুল্মরোগ ত্রিবিধ। যথা ;—বাত-পিত্তজনিত, বাতশ্লেষ্মজনিত ও পিত্তশ্লেষ্মজনিত। বাত-পিত্তজনিত গুল্মরোগে পূর্ব্বকথিত বায়ুজনিত গুল্মের মিশ্রিত লক্ষণ ; বাত শ্লেষ্মজনিত গুল্মে বায়ুজনিত ও শ্লেষ্মজনিত গুল্মের মিশ্রিত লক্ষণ এবং পিত্তশ্লেষ্মজনিত গুল্মে পিত্তজনিত ও শ্লেষ্মজনিত গুল্মরোগের মিশ্রিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

ত্রিদোষজগুল্মলক্ষণং।

মহারুজং দাহপরীতমশ্মবৎ, ঘনোন্নতং শীঘ্রবিদাহিদারুণং। মনঃশরীরাগ্নিবলাপহারিণং, ত্রিদোষজং গুল্মমসাধ্যমাদিশেৎ॥

ত্রিদোষজন্য গুল্মে অধিক ব্যথা ও জ্বালা হয়। এই গুল্ম প্রস্তরের ন্যায় কঠিন ও উন্নত হয়। এই রোগে শীঘ্রই বিদগ্ধপাক ; মনের ব্যাকুলতা, অগ্নিমান্দ্য দেহের কৃশতা, বিবর্ণতা ও দুর্ব্বলতা হয়।

রক্তগুল্মস্য কারণং লক্ষণঞ্চ।

নবপ্রসূতাহিতভোজনা যা, যা চামগর্ভং বিসৃজেদৃতৌ চ। বায়ুর্হি তস্যাঃ পরিগৃহ্য রক্তং, করোতি গুল্মং সরুজং সদাহং। পৈত্তস্য লিঙ্গেন সমানলিঙ্গং, বিশেষণঞ্চাপ্যপরং নিবোধ। যঃ স্পন্দতে পিণ্ডিত এব নাঙ্গৈশ্চিরাৎ স শূলঃ সমগর্ভলিঙ্গঃ। স রৌধিরঃ স্ত্রীভব এব গুল্মো, মাসে ব্যতীতে দশমে চিকিৎস্যঃ॥

যে নারী অল্পদিন সন্তান প্রসব করিয়াছে, কিম্বা অপরিপক্ক গর্ভ পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই প্রসূতির এবং ঋতুকালে অহিতকর দ্রব্য ভোজনশীল রমণীদিগের রক্ত আশ্রয় করিয়া কুপিত বায়ু উহাদিগের রক্ত গুল্মরোগ উৎপাদন করে। এই গুল্মে জ্বালা ও ব্যথা হয় এবং পিত্তজনিত গুল্মের লক্ষণ ও গর্ভলক্ষণ (ক্ষীণতা পাণ্ডুতাদি) দৃষ্ট হয়। যথার্থ গর্ভ হইলে গর্ভস্থ প্রকৃত শিশু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত স্পন্দিত হয়, কিন্তু এই গুল্মে বেদনাযুক্ত অঙ্গহীন পিণ্ডবৎ পদার্থ বিলম্বে স্পন্দিত বা চালিত হয়, গর্ভের সহিত ইহার এইমাত্র ভিন্নতা। দশমাস গত হইলে রক্তজনিত গুল্মের চিকিৎসা করা উচিত।

চিরজগুল্মস্যাবস্থায়াম-সাধ্যত্বং।

সঞ্চিতঃ ক্রমশো গুল্মো, মহাবাস্তুপরিগ্রহঃ। কৃতমূলঃ শিরানদ্ধো, যদা কূর্ম্ম ইবোত্থিতঃ। দৌর্ব্বল্যারুচিহৃল্লাস-কাসশ্ছর্দ্দ্যরতিজ্বরৈঃ। তৃষ্ণাতন্দ্রাপ্রতিশ্যায়ৈর্যুজ্যতে স ন সিদ্ধ্যতি। গৃহীত্বা স জ্বরং শ্বাসশ্ছর্দ্দ্যতীসারপীড়িতং। হৃন্নাভিহস্তপাদেষু, শোথঃ কর্ষতি গুল্মিনং। শ্বাস শূলং পিপাসান্নবিদ্বেষো গ্রন্থিমূঢ়তা। জায়তে দুর্ব্বলত্বঞ্চ, গুল্মিনো মরণায় বৈ॥

গুল্ম ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া যখন সমস্ত জঠরে ব্যাপ্ত হয় এবং রস, রক্ত, মাংসাদি ধাতু অবলম্বন করিয়া শিরাসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া, কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় উন্নত হয় তখন রোগীর দুর্ব্বলতা, অরুচি, বমনেচ্ছা, কাস, বমন, মনের অবসাদ, জ্বর, তৃষ্ণা, তন্দ্রা, সর্দ্দি হইয়া থাকে। এই সমস্ত লক্ষণবিশিষ্ট গুল্মরোগ অসাধ্য, আর জ্বর, শ্বাস, বমি, অতীসার, হৃদয় নাভি-হস্ত পাদে শোথ, ব্যথা, তৃষ্ণা, অরুচি, হঠাৎ গ্রন্থিরূপ গুল্মের অদর্শন এই সকল লক্ষণ হইলে এবং রোগী দুর্ব্বল হইলে সেই রোগীকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়।

অথ গুল্মরোগস্যৌষধি-কথনং।

মহানারাচরসঃ।

তাম্রং সূতং সমং গন্ধং জৈপালঞ্চ ফলত্রিকং। কটুকং পেষয়েৎ ক্ষারৈর্নিষ্কং গুল্মহরং পিবেৎ। উষ্ণোদকং পিবেচ্চানু নারাচোহয়ং মহারসঃ॥

এক একভাগ করিয়া তাম্র, পারদ, গন্ধক, জয়পাল, ত্রিফলা ও ত্রিকটু এই সকল ক্ষারত্রয়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া এক নিষ্ক পরিমাণ সেবন করিবে। গরম জল ইহার অনুপান. ইহাকে মহানারাচ রস কহে।

পঞ্চাননরস।

পারদং শিখিতুত্থঞ্চ গন্ধং জৈপালপিপ্‌পলী। আরগ্বধকফলামজ্জা বজ্রীক্ষীরেণ পেষয়েৎ। ধাত্রিরসযুতং খাদেদ্রক্তগুল্মপ্রশান্তয়ে। চিঞ্চাফলরসঞ্চানু পথ্যং দধ্যোদনং হিতং॥

পারদ, তুঁতিয়া, গন্ধক, জয়পাল, পিপ্পলী, সোণালু ফলের মজ্জা এই সমস্ত তুল্যপরিমাণে লইয়া সিজের ক্ষীরে মর্দ্দন করিবে। আমলকীর রসের সহিত এই ঔষধ সেবনায়। এই ঔষধ সেবন করিয়া তেঁতুলের রস অনুপান এবং দধ্যোদন পথ্য করিতে হয়। ইহাকে পঞ্চাননরস কহে।

গুল্মবজ্রিণী বটিকা।

রসগন্ধকতাম্রঞ্চ কাংস্যং টঙ্কণতালকং। প্রত্যেকং পলকং গ্রাহ্যং মর্দ্দয়েদতিযত্নতঃ। তদ্‌যথাগ্নিবলং খাদেদ্রক্তগুল্মপ্রশান্তয়ে। নির্ম্মিতা নিত্যনাথেন বটিকা গুল্মবজ্রিণী। কামলাপাণ্ডুরোগঘ্নী জ্বরশূলাবনাশিনী॥

এক এক পল করিয়া পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাংস্য, সোহাগা ও হরিতাল লইয়া অতিযত্নে পেষণ করিবে। অগ্নি ও বল বিবেচনা করত মাত্রা স্থির করিয়া রক্তগুল্ম নিবারণার্থ এই ঔষধ সেবন করিবে। বিশ্বনাথ এই ঔষধের নির্ম্মাতা। এই ঔষধ দ্বারা গুল্ম, প্লীহা, উদরী, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, আনাহ, কামলা, পাণ্ডু, শূল ও জ্বর ধ্বংস করে।

গুল্মকালানলো রসঃ।

সূতকং লৌহকং তাম্রং তালকং গন্ধকং সমং। তোলদ্বয়মিতং ভাগং যবক্ষারঞ্চ তৎসমং। মুস্তকং মরিচং শুণ্ঠি পিপ্‌পলী গজপিপ্‌পলী। হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলৈকং চূর্ণয়েদ্বুধঃ। সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে ত্রিযত্নে ভাবয়েদ্বুধঃ। পর্পটং মুস্তকং শুণ্ঠ্যপামার্গং পাপচেলিকং। তৎপুনশ্চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ সর্ব্বগুল্মনিবারণং। গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেদ্ধরীতক্যনুপানতঃ। বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং তথা চৈব ত্রিদোষজং। দ্বন্দ্বজং শ্লৈষ্মিকং হন্তি বাতগুল্মং বিশেষতঃ। গুল্মকালানলো নাম সর্ব্বগুল্মকুলান্তকৃৎ॥

দুই তোলা করিয়া পারদ, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক ও যবক্ষার; এক এক তোলা করিয়া মুথা, মরিচ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, হরীতকী, বচ, কুড় এই সকলের চূর্ণ একত্র করিয়া ক্ষেতপাপড়া, মুথা, শুণ্ঠী, অপামার্গ ও হাতিশুড়া ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ গুল্ম নিবারণ করে। হরীতকী অনুপানে চারিরতি প্রমাণ এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা বাতিক, পৈত্তিক, ত্রিদোষ, দ্বন্দ্বজ ও শ্লৈষ্মিক গুল্মরোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে গুল্মকালানল রস কহে। এই ঔষধ গুল্মরোগের যম স্বরূপ।

বড়বানলো রসঃ।

পারদং গন্ধকং তাপ্যং যবক্ষারার্কমভ্রকং। অগ্ন্যম্বুনার্কপত্রেণ সংমর্দ্দ্যাথ দ্বিগুঞ্জকং। ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন হিঙ্গুসিন্ধুসুবর্চ্চলৈঃ। দাড়িমঞ্চ তথা বিল্বং কার্ষিকং ভৃঙ্গজৈর্দ্রবৈঃ। পিষ্ট্বা তু সুরয়া যুক্তং দেয়ং স্যাদনুপানকং। সর্ব্বগুল্মং নিহন্ত্যাশু শূলঞ্চ পরিণামজং॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, যবক্ষার, তাম্র ও অভ্র এই সকল সমভাগে চিতার রসে ও আকন্দ পত্রের রসে পেষণ পূর্ব্বক পানের সহিত দুইরতি পরিমাণে সেবন করিবে। পরে হিঙ্গু, সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, দাড়িম্ব ও বিল্ব এই সকল তুল্যপরিমাণে দুই তোলা পরিমাণ লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক সুরার সহিত অনুপান করিবে। এই ঔষধ যাবতীয় গুল্ম ও পরিণাম শূল ধ্বংস করে। ইহাকে বড়বানল রস কহে।

মহানারাচরসঃ।

সূতটঙ্গণতুল্যাংশং মরিচং সূত-তুল্যকং। গন্ধকং পিপ্পলী শুণ্ঠি দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিমিশ্রয়েৎ। সর্ব্বতুল্যং ক্ষিপেৎ দন্তীবীজং নিস্তুষমেব চ। দ্বিগুঞ্জং রেচনং সিদ্ধং নারাচাখ্যো মহারসঃ॥

এক এক ভাগ করিয়া পারদ, সোহাগা, মরিচ, দুই দুই ভাগ করিয়া গন্ধক, পিপ্পলী, শুণ্ঠী ; এই সকলের সহিত সর্ব্বসম নিস্তুষ দন্তীবীজ মিশাইয়া দুইরতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহাকে মহানারাচ রস কহে। এই ঔষধ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া গুল্মরোগ ধ্বংস হয়।

বিদ্যাধররসঃ।

পারদং গন্ধকং তালং তাপ্যং স্বর্ণং মনঃশিলাং। কৃষ্ণাকাথৈঃ স্নুহীক্ষীরৈ-র্দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ সুধীঃ। নিষ্কার্দ্ধং শ্লৈষ্মিকং গুল্মং হন্তি মূত্রানুপানতঃ। রসো বিদ্যাধরো নাম গোদুগ্ধঞ্চ পিবেদনু॥

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, মনঃশিলা এই সকল সমভাগে লইয়া পিপ্পলীর কাথে এক দিবস এবং সিজের দুগ্ধে এক দিবস পেষণ করিবে। অর্দ্ধতোলা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিয়া গোমূত্র অনুপান এবং গব্যদুগ্ধ পান করিতে হয়। ইহাকে বিদ্যাধর রস কহে। ইহা শ্লৈষ্মিক গুল্মরোগ ধ্বংস করে।

মহাগুল্মকালানলো রসঃ।

গন্ধকং তালকং তাম্রং তথৈব তীক্ষ্ণ-লৌহকং। সমাংশং মর্দ্দয়েৎ গাঢ়ং কন্যানীরেণ যত্নতঃ। সংপুটং কারয়েৎ পশ্চাৎ সন্ধিলেপঞ্চ কারয়েৎ। ততো গজপুটং দত্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। দ্বি-গুঞ্জাং ভক্ষয়েদ্‌গুল্মী শৃঙ্গবেরানুপানতঃ। সর্ব্বগুল্মং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, তীক্ষ্ণলৌহ এই সকল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিবে, অনন্তর পুটমধ্যে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উহা লইয়া দুইরতি পরিমাণে আদার রস অনুপানে সেবন করিবে। সূর্য্য যেমন অন্ধকার বিনাশ করে, তদ্রূপ এই ঔষধ যাবতীয় গুল্মরোগ বিনষ্ট করে। ইহাকে মহা-গুল্মকালানল রস কহে।

অভয়াবটী।

অভয়া মরিচং কৃষ্ণা টঙ্গণঞ্চ সমাং-শিকং। সর্ব্বচূর্ণসমঞ্চৈব দদ্যাৎ কান-কজং ফলং। স্নুহীক্ষীরৈর্ব্বটী কার্য্যা যথা স্বিন্নকলায়বৎ। বটীদ্বয়ং শিবা-মেকাং পিষ্ট্বা চোষ্ণাম্বুনা পিবেৎ। উষ্ণাদ্বিরেচয়েদেষা শীতে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ। জীর্ণজ্বরং পাণ্ডুরোগং প্লীহাষ্ঠী-লোদরাণি চ। রক্তপিত্তাম্লপিত্তাদি সর্ব্বাজীর্ণং বিনাশয়েৎ॥

হরীতকী, মরিচ, পিপ্পলী, সোহাগা এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর সর্ব্বচূর্ণ মিশাইয়া সিজের দুগ্ধে মর্দ্দন করত স্বিন্নকলায় সদৃশ বটী করিবে। ইহার দুইটী বটী এবং হরী-তকী একটি মর্দ্দন করিয়া গরম জলের সহিত পান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া জল পান করিলে বিরেচন এবং শীতল জল পান করিলে সুস্থ হয়। ইহা জীর্ণজ্বর, পাণ্ডুরোগ, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত ও যাবতীয় অজীর্ণ ধ্বংস করে। ইহাকে অভয়া বটী কহে।

গোপীজলঃ।

জৈপালাষ্টৌ দ্বিকো গন্ধঃ শুণ্ঠি মরিচচিত্রকং। একঃ সূতঃ সমো ভাগো গোপীজল ইতি স্মৃতঃ। শূল ব্যাধ্যা-শ্রয়ান্ গুল্মান্ কোষ্ঠাদৌ দশ পৈত্তি-কান্। ভগন্দরাদিহৃদ্রোগান্নাশয়েদেব ভক্ষণাৎ॥

অষ্টভাগ জয়পাল, দুই ভাগ গন্ধক, এক এক ভাগ শুণ্ঠী, মরিচ, চিতা, পারদ এই সমুদায়

গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে শূল, গুল্ম, ভগন্দর, হৃদ্রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে গোপীজল কহে।

কাঙ্কায়নগুড়িকা।

শঠীং পুষ্করমূলঞ্চ দন্তীং চিত্রকমাঢ়কীং। শৃঙ্গবেরং বচাঞ্চৈব পলিকানি সমাহরেৎ। ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈকং কুর্য্যাৎ ত্রীণি চ হিঙ্গুলঃ। যবাক্ষারাৎ পলে দ্বে চ দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ। যজমান্যজাজী মরিচং ধান্যকঞ্চ ত্রিকার্ষিকং। উপকুঞ্চ্যজমোদাভ্যাং পৃথগর্দ্ধপলং ভবেৎ। মাতুলুঙ্গরসেনৈব গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্। তাসামেকাং পিবেদ্ দ্বে বা তিস্রো বাথ সুখাম্বুনা। অম্লৈর্মদ্যৈশ্চ যূষৈশ্চ ঘৃতেন পয়সাথবা। এষা কাঙ্কয়েনেনোক্তা গুড়িকা গুল্মনাশিনী। অর্শোহৃদ্রোগশমনী ক্রিমীনাঞ্চ বিনাশিনী। গোমূত্রযুক্তা শময়েৎ কফগুল্মং চিরোত্থিতং। ক্ষীরেণ পিত্তরোগঞ্চ মদ্যৈরম্লৈশ্চ বাত্তিকং। ত্রিফলারসমূত্রৈশ্চ নিযচ্ছেৎ সান্নিপাতিকং। রক্তগুল্মেষু নারীণামুষ্ট্রক্ষীরেণ পায়য়েৎ॥

এক এক পল শঠী, কুড়, দন্তী, চিতা, অড়হর, শুণ্ঠি, বচ, তেউড়ী, তিন পল হিঙ্গুল, দুই পল যবক্ষার, দুই পল থৈকল, ছয় তোলা করিয়া যমানী, জীরা, মরিচ, ধনিয়া, চারি চারি তোলা কৃষ্ণজীরা ও যমানী এই সকল একত্র করিয়া টাবানেবুর রসে পেষণ করত বটী করিবে। ইহার দুই বা তিনটী বটী ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। কিম্বা অম্লবর্গ, মদ্য, যূষ, ঘৃত, দুগ্ধসহ পান করা কর্ত্তব্য। কাঙ্কায়ন মুনি এই গুড়িকার আবিষ্কর্ত্তা ইহা দ্বারা গুল্ম, অর্শ, হৃদ্রোগ ও ক্রিমিরোগ ধ্বংস হয়। এই ঔষধ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে চিরকালীন কফজন্য গুল্মরোগ ধ্বংস হয়। দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পিত্তরোগ, সুরা ও অম্লবর্গের সহিত সেবন করিলে বাতিক রোগ, ত্রিফলার রস ও গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে সান্নিপাতিক রোগ দূর হয়। নারীদিগের রক্তগুল্মরোগে উষ্ট্রদুগ্ধের সহিত উহা প্রযোজ্য। ইহাকে কাঙ্কায়ন গুড়িকা কহে।

গুল্মশার্দ্দূলো রসঃ।

রসং গন্ধং শুদ্ধলৌহং গুগ্গুলোঃ পিপ্পলং পলং। ত্রিবৃতা পিপ্পলী শুণ্ঠি শঠী ধান্যকজীরকং। প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং পলার্দ্ধং কানকং ফলং। সংচূর্ণ্য বটিকা কার্য্যা ঘৃতেন বল্লমানতঃ। বটীদ্বয়ং ভক্ষয়েচ্চার্দ্রকোষ্ণাম্বু পিবেদনু। হন্তি প্লীহাযকৃৎ গুগুকামলোদরশোথকং। বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং শ্লৈষ্মিকং রৌধিরন্তথা। গহনানন্দনাথোক্তরসোয়ং গুল্মশার্দ্দূলঃ॥

এক একপল করিয়া পারদ, গন্ধক, লৌহ, গুগ্গুলু, অশ্বত্থমূল, তেউড়ী, পিপ্পলী, শুণ্ঠ, শঠী, ধনিয়া ও জীরা এবং অর্দ্ধপল জয়পাল এই সকল চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত পেষণ করত ছয়রতি প্রমাণ বড়ী করিবে। ইহার দুইটী বটী সেবন করিয়া আদা ও গরম জল অনুপান করিবে। এই ঔষধ দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, উদরী, শোথ এবং বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রুধির সম্ভব গুল্মরোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে গুল্মশার্দ্দূল রস কহে।

প্রাণবল্লভো রসঃ।

লৌহং তাম্রং বরাটঞ্চ তুত্থং হিঙ্গু ফলত্রিকং। স্নুহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্কণং ত্রিবৃৎ। প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ। চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেদ্বারিণা মধুনাপি বা। প্রাণবল্লভনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ। নিহন্তি কামলা পাণ্ডুং মেহং হিক্কাং বিশেষতঃ। অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ গুল্মং রুধিরসম্ভবং। বাতরক্তঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ কণ্ডূ বিস্ফোটকাপচীং॥

এক একপল করিয়া লৌহ, তাম্র, কপর্দ্দক, তুঁতিয়া, হিঙ্গু, ত্রিফলা, সিজের মূল, যবক্ষার,

জয়পাল, সোহাগা ও তেউড়ী লইয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করত চারিরতি প্রমাণ বড়ী করিবে। জল কিম্বা মধুর সহিত এই বড়ী সেবন করিবে। ইহাকে প্রাণবল্লভ রস কহে। গহনানন্দ নাথ এই ঔষধের নির্ম্মাতা। ইহা দ্বারা কামলা, পাণ্ডু, মেহ, হিক্কা, অসাধ্য সান্নিপাতিক রোগ, রক্তগুল্ম, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, বিস্ফোট ও অপচী রোগ ধ্বংস হয়।

সর্ব্বেশ্বররসঃ।

তাম্রং দশগুণং স্বর্ণাৎ স্বর্ণপাদং কটুত্রিকং। ত্রিকটু ত্রিফলা তুল্যা ত্রিফলার্দ্ধময়োরজঃ। অয়সোর্দ্ধং বিষঞ্চৈব সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ। সর্ব্বেশ্বররসো নাম রৌধিরগুল্মনাশনঃ॥

এক তোলা স্বর্ণ, দুই দুই মাষা করিয়া তাম্র, দস্তা, ত্রিকটু; এক একমাষা ত্রিফলা, লৌহ চূর্ণ, অর্দ্ধমাষা বিষ; এই সকল একত্র পেষণ করিয়া বড়ী করিবে। ইহাকে সর্ব্বেশ্বর রস কহে। এই ঔষধ রক্ত গুল্ম বিনাশ করে।

ত্রায়মাণা ঘৃতং।

জলে দশগুণে সাধ্যং ত্রায়মাণা চতুঃপলং। পঞ্চভাগাস্থিতং পূতং কল্কৈঃ সংযোজ্য কার্ষিকৈঃ। রোহিণী কটুকা মুস্তং ত্রায়মাণা দুরালভা। কল্কৈস্তামলকী বীরা জীবন্তী চন্দনোৎপলৈঃ। রসস্যামলকীনাঞ্চ ক্ষীরস্য চ ঘৃতস্য চ। পলানি পৃথগষ্টাষ্টৌ দত্ত্বা সম্যগ্‌বিপাচয়েৎ। পিত্তগুল্মং রক্তগুল্মং বিসর্পং পৈত্তিকং জ্বরং। হৃদ্রোগং কামলাং কুষ্ঠং হন্যাদেতদ্‌ঘৃতোত্তমং॥

বত্রিশ তোলক প্রমাণ বলাডুমুর দশগুণ জলে পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিবে। অনন্তর কটুকী, মুথা, বলাডুমুর, দুরালভা, ভুঁই আমলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল এই সকলের কল্ক করিয়া একসের আমলকীরস, একসের দুগ্ধ, একসের ঘৃত পূর্ব্বকথিত কল্ক দ্বারা পাক করিয়া লইবে। ইহার নাম ত্রায়মাণা ঘৃত। এই ঘৃত সেবন করিলে পিত্তগুল্ম, রক্তগুল্ম, বীসর্প, পৈত্তিক জ্বর, হৃদ্রোগ, কামলা ও কুষ্ঠ ধ্বংস হইয়া থাকে।

ক্ষীরষট্‌পলং ঘৃতং।

পিপ্‌পলী পিপ্‌পলীমূল চব্য চিত্রক নাগরৈঃ। পলিকৈঃ সযবক্ষারৈঃ সর্পিঃ প্রস্থং বিপাচয়েৎ। ক্ষীরপ্রস্থেন তৎসর্পির্হন্তি গুল্মং কফাত্মকং। গ্রহণী পাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহকাসজ্বরাপহং॥

আট আট তোলা করিয়া পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ এই সকল কল্ক করিয়া ঘৃত চারি সের, দুগ্ধ চারি সের দ্বারায় পাক করিয়া যবক্ষার মিশ্রিত করত সেবন করিলে কফজন্য গুল্ম, গ্রহণী, পাণ্ডু রোগ, প্লীহা, কাস এবং জ্বর ধ্বংস হয়।

দ্রাক্ষাদ্যঘৃতং।

দ্রাক্ষা মধুক খর্জ্জুরং বিদারী সশতাবরীং। পরূষকানি ত্রিফলাং সাধয়েৎ পলসম্মিতাং। জলাঢ়কে পাদশেষে রসমামলকস্য চ। ঘৃতমিক্ষুরসং ক্ষীরমভয়া কল্কপাদিকং। সাধয়েত্তদ্‌ঘৃতং শীতং শর্করা ক্ষৌদ্রপাদিকং। প্রয়োগাৎ পিত্ত গুল্মঘ্নং সর্ব্বপিত্তবিকারনুৎ। সাহচর্য্যাদিহ ঘৃতাদেঃ কাথতুল্যতা॥

আট আট তোলা করিয়া কিস্‌মিস্‌, খেজুর, যষ্টিমধু, ভুমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, ফলসাফল ও ত্রিফলা এই সকল ষোল সের জলদ্বারায় পাক করিয়া চারি সের অবশেষ করিবে। অনন্তর চারি সের আমলকীর রস, চারি সের ঘৃত, চারি সের ইক্ষুরস, চারি সের দুগ্ধ দ্বারায় একসের হরীতকীকল্ক করিয়া পাক করত শীতল হইলে শর্করা ও মধু এক সের মিশাইয়া সেবন করিলে পিত্তগুল্ম ও যাবতীয় পৈত্তিক রোগ ধ্বংস হয়।

লঙ্ঘনং দীপনং স্নিগ্ধমুষ্ণং বাতানুলোমনং। বৃংহণং যদ্ভবেৎ সর্ব্বং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাং॥

লঙ্ঘন, অগ্নিকারক ঔষধ, স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য এবং বায়ুর অনুলোমকারক ক্রিয়া ও দেহের পুষ্টিকর বস্তু এই সকল গুল্ম রোগীর পক্ষে হিতকর।

সিদ্ধমেকাদশবিধং শৃণুমে গুল্মভেষজং। স্নেহনং স্বেদনঞ্চৈব নিরূহমনুবাসনং। বিরেক বমনে চোভে লঙ্ঘনং বৃংহণং তথা। শমনঞ্চাবসেকঞ্চ শোণিতস্যাগ্নিকর্ম্ম চ। কারয়েদিতি গুল্মানাং যথারম্ভং চিকিৎসিতং॥

গুল্ম রোগে স্নেহ, স্বেদ, নিরূহ, অনুবাসন, বিরেচন, বমন, লঙ্ঘন, বৃংহণ, শমন, অবসেক ও অগ্নিকর্ম্ম এই একাদশবিধ প্রক্রিয়া কর্ত্তব্য।

গুল্মিনা মনিলশান্তিরুপায়ৈঃ সর্ব্বশোবিধিবদাচরিতব্যা। মারুতে হ্যবজিতেঽন্যসুদীর্ণং দোষমল্পমপি কর্ম্মনিহন্যাৎ॥

গুল্মরোগে অগ্রে যত্ন সহকারে বায়ুশান্তির উপায় করা কর্ত্তব্য। বায়ু দমন হইলে অনায়াসে অন্যান্য দোষের উপশম হয়।

স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্ত্তব্যো গুল্মশান্তয়ে। স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা জিত্বা মারুতমুল্বনং। ভিত্বা বিবন্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদো গুল্মান্ ব্যপোহতি॥

গুল্মরোগীকে বিষ্ণুতৈলাদি মাখাইয়া স্বেদ দিবে, স্বেদক্রিয়া দ্বারা শারীরিক স্রোতঃ সমূহ পরিষ্কৃত হইয়া প্রবল বায়ুর দমন ও মলাদিরোধ নিবারণ হইয়া গুল্মরোগ বিনাশ পায়।

কুম্ভী পিণ্ডেষ্টকাস্বেদান্ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্। উপনাহাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ সুখোষ্ণাঃ সাল্বনাদয়ঃ॥

বায়ুনাশক ক্বাথ বা কাঞ্জিকাদি দ্বারা ঘটপূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিলে তাহাকে কুম্ভীস্বেদ বলে, সিদ্ধ মাংসাদির পিণ্ডদ্বারা স্বেদ দিলে তাহাকে পিণ্ডস্বেদ এবং ইষ্টকাচূর্ণ উষ্ণ কাঞ্জিতে মগ্ন করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিলে ইষ্টকাস্বেদ বলা যায়। এই ত্রিবিধ স্বেদ, সুখোষ্ণ প্রলেপ ও সাল্বনা ইত্যাদি দ্বারা গুল্মরোগের উপশম হয়।

স্থানাবসেকো রক্তস্য বাহুমধ্যে শিরাব্যধঃ। স্বেদোঽনুলোমিনঞ্চৈব প্রশস্তং সর্ব্বগুল্মিনাং॥

গুল্ম স্থান হইতে যে পার্শ্বে গুল্ম জন্মে, তৎপার্শ্বস্থ বাহুসন্ধির অধঃশিরা হইতে শোণিত মোক্ষণ করিবে এবং স্বেদ ও বায়ুর অনুলোম ক্রিয়া করিলে গুল্মরোগ বিনাশ পায়।

পেয়া বাতহরৈঃ সিদ্ধা কৌলত্থাধান্বজা রসাঃ। খড়াঃ সপঞ্চমূলাশ্চ গুল্মিনাং ভোজনে হিতাঃ॥

বাতনাশক ঔষধাদি দ্বারা সিদ্ধ পেয়া, কুলথ কলায়ের যূষ এবং ধন্বপক্ষী ও পঞ্চমূলসিদ্ধ, জাঙ্গলজন্তুর মাংসের যূষ গুল্মরোগীর পক্ষে হিতকর।

অথাবস্থিকক্রিয়ামাহ।

বাতগুল্মে কফে বৃদ্ধেবান্তিশ্চূর্ণাদি চেষ্যতে। পিত্তে বিরেচনং স্নিগ্ধং রক্তে রক্তস্য মোক্ষণং॥

বাতগুল্মে কফের আধিক্য লক্ষিত হইলে বমনকারক ঔষধ ও চূর্ণাদি সেবন করিবে; পিত্তগুল্মে স্নিগ্ধবিরেচন ও রক্তগুল্মে শোণিতমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

কাকোল্যাদি মহাতিক্ত বাসাদ্যৈঃ পিত্তগুল্মিনং। স্নেহিতং স্রংসয়েৎ পশ্চাদ্ যোজয়েদ্বস্তিকর্ম্মণা॥

কাকোল্যাদিগণ সাধিত অথবা কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্ত ও বাসাদি সাধিত স্নেহপান করাইয়া বিরেচন করাইয়া বস্তিক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়।

দাহ শূলার্ত্তি সংক্ষোভ স্বপ্ন নাশা রতিজ্বরৈঃ। বিদহ্যমানং জানীয়াদ্ গুল্মং তদুপনাহয়েৎ॥

গুল্মরোগে যদি দাহ, শূল, বেদনা, ক্ষুব্ধতা, নিদ্রানাশ, অধীরতা ও জ্বর ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে গুল্ম পাকিবার উপক্রম হইয়াছে

বুঝিবে। তৎকালে যাহাতে আশু পাকিয়া উঠে এইরূপ ব্রণশোথোক্ত পাচক প্রলেপ দিবে।

পক্বে তু ব্রণবৎ কার্য্যং ব্যধশোধন রোপণং। স্বয়মূর্দ্ধমধো বাপি সচেদ্দোষঃ প্রবর্ত্ততে। দ্বাদশাহমুপেক্ষেতে রক্ষন্ন ন্যান্যুপদ্রবান্॥

গুল্ম পাকিয়া উঠিলে পূঁযাদি বাহির হইতে পারে, এইরূপ স্থান বিবেচনা করিয়া ব্রণবৎ বিদ্ধ করিয়া দিবে। উহা স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া পূঁযাদি বাহির হইতেও পারে, এই জন্য ১২ দিবস পর্য্যন্ত শোধনাদি কোন ক্রিয়া করিবে না। কেবল অন্যান্য উপদ্রব শান্তির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তৎপরে বিবেচনামত কার্য্য করিতে হয়।

লঙ্ঘনোল্লেখনে স্বেদে কৃতেহগ্নৌ সংবুভুক্ষিতে। ঘৃতং সক্ষার কটুকং পাতব্যং পিত্তগুল্মিনা॥

পিত্তজ গুল্মে লঙ্ঘন, লেখন ও স্বেদ ক্রিয়াদ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি হইলে ত্রিকটু ও যবক্ষার কল্ক স্বরূপ করিয়া যথাবিধানে ঘৃতপাক করিয়া পান করিবে।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণং।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হবুষামভয়াং শঠীং। অজমোদাজগন্ধে চ তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৌ। দাড়িমং পৌষ্করং ধান্যমজাজীং চিত্রকং বচাং। দ্বৌ ক্ষারৌ লবণে দ্বে চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ। চূর্ণমেতৎ প্রয়োক্তব্যমনুপানেষ্বনত্যয়ং। প্রাগ্ভক্তমথবাপেয়ং মদ্যেনোষ্ণোদকেন বা। পার্শ্বে হৃদ্বস্তিশূলেষু গুল্মে বাতকফাত্মকে। আনাহমূত্রকৃচ্ছ্রেষু গুদযোনিরুজাসু চ। গ্রহণ্যর্শো বিকারেষু প্লীহা পাণ্ড্বাময়েহরুচৌ। উরো বিবন্ধে হিক্কায়াং শ্বাসকাসে গলগ্রহে। ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্য চূর্ণমেতদ্রসেন বা। বহুশো গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কার্ষিকাঃ স্যুস্ততোহধিকাঃ॥

হিঙ্গু, ত্রিকটু, আকনাদি, হবুষা, হরীতকী, শঠী, বনযমানী, তেঁতুলছাল ভস্ম, অম্লবেতস, অম্লদাড়িম্ব, কুড়, ধনিয়া, জীরা, চিতামূল, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ ও চই, এই সমস্তের চূর্ণ তুল্যপরিমাণে একত্র করিয়া মদ্য বা গরম জলের সহিত পান করিলে বাতশ্লৈষ্মিক গুল্ম ও আনাহ প্রভৃতি রোগ দূর হয়। গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ সমস্ত চূর্ণ ছোলঙ্গ লেবুর রসে এক সপ্তাহ ভাবনা দিয়া গুড়িকা করিবে।

হিঙ্গু পুষ্করমূলানি তুম্বুরূণি হরীতকী। শ্যামা বিড়ং সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং মহৌষধং। যবক্কাথোদকেনৈতদ্ঘৃত ভৃষ্টন্তু পায়য়েৎ। তেনাস্য ভিদ্যতে গুল্মঃ সশূলঃ সপরিগ্রহঃ॥

হিঙ্গু, কুড়, ক্ষুদ্রধনিয়া, হরীতকী, তেউড়ীমূল, সৈন্ধব, যবক্ষার ও শুঁঠ এই সমস্তের চূর্ণ তুল্যপরিমাণে একত্র করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া যব-ক্বাথের সহিত সেবন করিলে গুল্ম এবং তজ্জনিত উপদ্রব সমূহ ধ্বংস হয়।

বচাদিচূর্ণং।

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবঞ্চাম্লবেতসং। যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদুষ্ণেন বারিণা। এতদ্ধি গুল্মনিচয়ং সশূলং সপরিগ্রহং। ভিনত্তি সপ্তরাত্রেণ বহ্নের্বৃদ্ধিং করোতি চ॥

বচ, হরীতকী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, আমরুল, যবক্ষার ও যমানী এই সমস্ত তুল্যপরিমাণে চূর্ণ করিয়া প্রভাতে গরম জলের সহিত ৪ মাষা পরিমাণ চূর্ণ সেবন করিলে আশু গুল্মরোগের শান্তি হয় এবং তজ্জনিত বেদনা ইত্যাদি উপদ্রব ধ্বংস হইয়া অগ্নি ও বল বৃদ্ধি হয়।

লবঙ্গাদিচূর্ণং।

লবঙ্গ দন্তী ত্রিবৃতা যমানী শুণ্ঠি বচা ধান্যক চিত্রকাণি। ফলত্রিকং মাগধিকা চ কট্বী দ্রাক্ষা চবী গোক্ষুর যাবশূকং। এলাজমোদা কুটজস্য বীজং

বিধায় চূর্ণানি সমান্যমীষাং। খাদেত্ততঃ পাণিতলং হিতাশী কোষ্ণং জলং চানু পিবেৎ প্রযত্নাৎ। নিহন্তি গুল্মং সরুজং সদাহমর্শাংসি শোথাংশ্চ তথামবাতান্। সর্ব্বোদরাণ্যেব চিরোত্থিতানি চূর্ণং লবঙ্গাদিকমাশু হন্তি॥

লবঙ্গ, দন্তীমূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনিয়া, চিতামূল, ত্রিফলা, পিপুল, কটকী, দ্রাক্ষা, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী ও ইন্দ্রযব, এই সকল তুল্যপরিমাণে চূর্ণ করিয়া গরম জলের সহিত ২ তোলা পরিমাণ সেবন করিলে গুল্ম প্রভৃতি নানারোগ ধ্বংস হয়।

নারাচঘৃতং।

চিত্রকং ত্রিফলাদন্তী ত্রিবৃতা কণ্টকারিকা। স্নুহীক্ষীর বিড়ঙ্গানি ঘৃতং দশমমুচ্যতে। একৈকস্য চ কর্ষেণ ঘৃতস্য কুড়বং পচেৎ। অস্য মাত্রাং পিবেৎ কালে পলার্দ্ধেন চ সম্মিতাং। উষ্ণোদকঞ্চানুপিবেদ্বিরেকার্থং পিবেন্নরঃ। পিবেদ্ যবাগূং সর্পিষা পেয়াং বা ক্ষীরসাধিতাং। রসেন জাঙ্গলানাং বা ভোজয়েন্মতিমান্ ভিষক্। বাতগুল্মগুদাবর্ত্তং প্লীহার্শো বৃদ্ধ কুণ্ডলং। গ্রহণীং দীপয়েন্মন্দাং কুষ্ঠদোষাংশ্চ নাশয়েৎ। নারাচকমিদং সর্পিঃ খ্যাতং নারাচসন্নিভং॥

ঘৃত এক সের, কল্কার্থ দুই দুই তোলা করিয়া চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, কণ্টকারী, সিজের আঠা ও বিড়ঙ্গ, পাকার্থ জল ৪ সের এই সকল ঔষধ দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া ২ তোলা পরিমাণ ঘৃত, উষ্ণজল, ঘৃত সংযুক্ত যবাগূ, দুগ্ধসাধিত পেয়া বা জাঙ্গল জন্তুর মাংসের যূষ অনুপানে সেবন করিলে গুল্ম ও উদাবর্ত্ত প্রভৃতি রোগ দূরীভূত হয়।

হবুষাদ্যং ঘৃতং।

হবুষা ব্যোষ পৃথ্বীকা চব্য চিত্রক সৈন্ধবৈঃ। সাজাজী পিপ্পলীমূল দীপ্যকৈঃ পাচয়েদ্ঘৃতং। সকোল মূলক রসং সক্ষীরদধিদাড়িমং। তৎপরং বাতগুল্মঘ্নং শূলানাহ বিবন্ধনুৎ। যোন্যর্শো গ্রহণীদোষে শ্বাস কাসারুচি জ্বরান্। পার্শ্ব হৃদ্বস্তি শূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥

চারি চারি সের করিয়া ঘৃত, কুলশুঁঠের কাথ, শুষ্ক মূলার কাথ, দধি, দাড়িম ফলের কাথ, কল্কার্থ হবুষা, ত্রিকটু, এলাইচ, চিতামূল, সৈন্ধব, জীরা, পিপুলমূল ও যমানী এই সকল বস্তু মিলিত ১ সের পরিমাণে ঘৃতের সহিত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে বাত ও গুল্ম ইত্যাদি নানাবিধ রোগ দূরীভূত হয়।

ধাত্রীষট্পলকং ঘৃতং।

ধাত্রী ফলানাং স্বরসৈঃ ষড়ঙ্গং পাচয়েদ্ঘৃতং। শর্করা সৈন্ধবোপেতং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাং॥

চারি সের ঘৃত, ষোল সের আমলকীর রস, কল্কার্থ এক এক পল করিয়া পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার ১৬ সের জলে পাক করিয়া সেবন করিলে যাবতীয় গুল্মরোগের শান্তি হয়।

দন্তীহরীতকী।

জলদ্রোণে বিপক্তব্যা বিংশতিঃ পঞ্চ চাভয়াঃ। দন্ত্যাঃ পলানি তাবন্তি চিত্রকস্য তথৈব চ। তেনাষ্টভাগশেষেণ পচেদ্দন্তীসমং গুড়ং। তাশ্চাভয়া ত্রিবৃচ্চূর্ণং তৈলাচ্চাপি চতুঃপলং। পলমেকং কণাশুণ্ঠ্যোঃ সিদ্ধে লেহে চ শীতলে। ক্ষৌদ্রং তৈলসমং দদ্যাচ্চতুর্জাতপলং তথা। ততো লেহ পলং লীঢ়্বা জগ্ধা চৈব হরীতকীং। সুখং বিরিচ্যতে স্নিগ্ধো দোষপ্রস্থমনাময়ঃ। প্লীহশ্বয়থু গুল্মার্শো হৃৎপাণ্ডু গ্রহণী গদাঃ। শাম্যন্ত্যুৎক্লেশবিষমজ্বর কুষ্ঠান্যরোচকাঃ॥

আলগা পুটলীবাধা হরীতকী ২৫ টা ২৫ পল

দন্তীমূল, ৬৪ সের জল, অবশেষ ৮ সের, এই ক্বাথ জলে ২৫ পল পুরাতন গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া ইহার সহিত পূর্ব্বকথিত হরীতকী ২৫টা দিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে তেউড়ী চূর্ণ ৪ পল, পিপুল-চূর্ণ ৪ তোলা ও শুঁঠ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উৎকৃষ্টরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে চারি পল মধু, দুই দুই তোলা করিয়া দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর মিশাইয়া লইবে। উক্ত ঔষধ ২ তোলা ও হরীতকী একটা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগ ধ্বংস হয়।

রসাম্লনাম্নশুদলৌহং।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং জীরকদ্বয়ং। যমানীদ্বয়ং ভূনিম্বং ত্রিবৃদ্দন্তী চ নিম্বকং। সর্ব্বেষাং কার্ষিকং ভাগং সৈন্ধবং কর্ষমভ্রকং। খণ্ডস্য ষোড়শ পলং প্রস্থঞ্চ ত্রিফলাজলং। জম্বীরাণাং রসং দদ্যাৎ পলং ষোড়শকং তথা। পচ্যং সর্ব্বং প্রযত্নেন লৌহং দত্ত্বা পলদ্বয়ং। সিদ্ধে পাকে পুনর্দেয়ং ঘৃতং পল চতুষ্টয়ং। সর্ব্বরোগেষু সংযোজ্যং মহামৃতরসায়নং। গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎ প্লীহোদরাণি চ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং জীর্ণজ্বরং তথা। রোগান্ সর্ব্বান্নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

ষোলপল চিনি, পাকার্থ দুই সের মিলিত ত্রিফলা, জল ১৬ সের, অবশেষ ৪ সের, গোঁড়ালেবুর রস ১৬ পল। এই সকল বস্তু যথানিয়মে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে দুই দুই তোলা ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ী, দন্তীমূল, নিমছাল, সৈন্ধব ও অভ্র এবং দুই পল লৌহ ও চারি পল ঘৃত এই সকল প্রক্ষেপ দিয়া উৎকৃষ্টরূপে আলোড়িত করিয়া লইবে, এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ ধ্বংস হয়।

শিখিবাড়বো রসঃ।

মারিতং তাম্র সূতাভ্রং গন্ধকং মাক্ষিকঃ সমং। মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্যবক্ষারযুতং দিনং। দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং নাগবল্লীদলেন চ। বাতগুল্মহরঃ খ্যাতো রসোহয়ং শিখিবাড়বঃ॥

তাম্র, পারদ, অভ্র, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও যবক্ষার এই সমস্ত প্রত্যেকে তুল্য পরিমাণে লইয়া এক দিবস চিতার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ২ রতি প্রমাণ বটী করিতে হয়। পানের রসের সহিত ইহার এক একটী প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা বাতগুল্ম দূর হয়।

অথ গুল্মরোগে পাচন-চিকিৎসা।

পথ্যাদিঃ।

পথ্যা সমঙ্গা কলসী বৃষঞ্চ মহৌষধং বাতিবিষা সুরাহ্বং। জলে চ নিঃক্বাথ্য ত্রিদিনং হি পানং গুল্মান্বিতানাং প্রতি পাচনঞ্চ॥

হরীতকী, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুলিয়া, বাসক, শুঁঠ, আতিস ও দেবদারু এই সমস্তের ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে গুল্মরোগীর পরিপাচিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

বচাদিঃ।

বচা যমানী ত্রিকটু দশমূলীজলং পিবেৎ। ক্বাথশ্চোষ্ণো হিতঃ পানে বাতগুল্মে জ্বরেষু চ॥

বচ, যমানী, ত্রিকটু, ও দশমূল এই সমস্তের ক্বাথ সেবন করিলে যাবতীয় জ্বর ও বায়ু জন্য গুল্ম বিনাশ পায়।

তিলক্বাথঃ।

তিলক্বাথো গুড়ব্যোষ হিঙ্গুপর্ণীযুতো

ভবেৎ। পানং রক্তভবে গুল্মে নষ্টে পুষ্পে চ যোষিতাং॥

তিলের কাথ, গুড়, ত্রিকটু, হিং ও বামনহাটী চূর্ণ সহ সেবন করিলে নারীজাতির রক্ত গুল্ম দূর হয়, আর অদৃশ্য আর্ত্তব পুনর্ব্বার উদ্ভূত হইয়া থাকে।

যবান্যাদিঃ।

যবানী চোগ্রগন্ধা চ তথা চ কটুক-ত্রয়ং। পাচনং শ্লৈষ্মিকে গুল্মে পীতং চোষ্ণং নিশাসু চ॥

যমানী, বচ, ত্রিকটু এই সকলের কাথ করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে নিশাকালে সেবন করিলে কফজ গুল্ম বিনষ্ট হয়।

অথ গুল্মরোগে মুষ্টিযোগ চিকিৎসা।

শতাহ্বা চিরবিল্বত্বগ দারুভার্গীকণো-দ্ভবঃ। কল্কঃ পীতো হরেদ্গুল্মং তিল-কাথেন রক্তজং॥

শুলফা, নাটাকরঞ্জার ছাল, দেবদারু, বামন-হাটী ও পিপ্পলী এই সমস্ত মর্দ্দন করিয়া তিলের কাথ সহযোগে সেবন করিলে রক্তগুল্ম প্রশমিত হয়।

মাতুলুঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িমং বিড়-সৈন্ধবং। সুরামণ্ডেন পাতব্যং বাত-গুল্মরুজাপহং॥

টাবালেবুর রস, হিঙ্গু, দাড়িম, বিটলবণ ও সৈন্ধব এই সকল সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে বায়ুজন্য গুল্ম বিদূরিত হয়।

পিবেদেরণ্ডতৈলং বা বারুণী মণ্ড-মিশ্রিতং। তদেব তৈলং পয়সা বাত-গুল্মী পিবেন্নরঃ॥

গরম দুগ্ধ অথবা বারুণীমণ্ডের সহিত এরণ্ড তৈল সেবন করিলে বাতগুল্ম ধ্বংস হয়।

এই রোগের প্রথমাবস্থাতে বায়ুদমন করা এবং গাত্রে বিষ্ণুতৈল মর্দ্দন করা সর্ব্বথা বিধেয়।

সৈন্ধব, চিতা, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, ও শ্বেত জীরক এই সকল দ্রব্য মদ্যের সহিত পান করিলে গুল্মরোগে উপকার দর্শে।

তাম্র, পারদ, গন্ধক, জয়পাল, ত্রিফলা, কটুকী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া ক্ষারত্রয়ে পেষণ করিবে। নিষ্ক পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া গরম জল পান করিবে।

হরীতকী, হিং, লবণ, যমানী, যবক্ষার ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য সুরার সহিত পান করিলে গুল্ম রোগ প্রশান্ত হয়।

জোঁক দ্বারা রক্তমোক্ষণও এই রোগে ফলপ্রদ।

দুই মাষা কুড়চূর্ণ ও দুই মাষা সজিনার ক্ষার এরণ্ড তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতিক গুল্ম বিনাশ পাইয়া থাকে।

চারি আনা যবক্ষারের সহিত একতোলা এরণ্ড তৈল সেব্য।

গুল্মরোগে পথ্যাপথ্য বিধি।

পথ্যবিধিঃ।

স্নেহঃ স্বেদো বিরেকশ্চ বস্তির্বাহু-শিরাব্যধঃ। লঙ্ঘনং বর্ত্তিরভ্যঙ্গঃ স্নেহঃ পক্বে তু পাটনং॥

স্নেহ, স্বেদ, বিরেচন, বস্তিক্রিয়া, বাহু যুগলের শিরাবেধ, উপবাস, বর্ত্তিপ্রয়োগ, তৈলাদি মর্দ্দন, অপক্কাবস্থায় ঘৃতাভ্যঙ্গ, পক্কাবস্থায় ছেদন, গুল্ম-রোগে এই সমস্ত পথ্য।

পয়ো গবামজায়াশ্চ মৃদ্বীকা চ পরূ-ষকং। খর্জ্জুরং দাড়িমং ধাত্রী নাগরঙ্গাম্ল-বেতসং॥

গোদুগ্ধ, অজাদুগ্ধ, কিস্‌মিস্, পরূষফল, খেজুর, ডালিম, আমলকী, নারাঙ্গালেবু ও থৈকল এই সমস্ত পথ্য।

সংবৎসরসমুৎপন্নাঃ কলায়রক্তশালয়ঃ। খড়কুলত্থযূষশ্চ ধন্বমাংসরসঃ সুরা॥

সম্বৎসরজাত কলায় ও রক্তশালি, খড যূষ, কুলত্থ কলায়ের যূষ, ধন্বদেশজাত মৃগ পক্ষ্যাদির মাংসযূষ ও সুরা এই রোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

তক্রমেরণ্ডতৈলঞ্চ লশুনং বালমূলকং। পত্তূরো বাস্তুকং শিগ্রুং যবক্ষারো হরীতকী॥

তক্র, এরণ্ডতৈল, লশুন, কচি মূলক, শালিঞ্চ শাক, বেতো শাক, সজিনা, যবক্ষার ও হরীতকী পথ্য।

রামঠং মাতুলুঙ্গঞ্চ ত্র্যূষণং সুরভীজলং। যদন্নং স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ বৃংহণং লঘুদীপনং। বাতানুলোমনঞ্চৈব পথ্যং গুল্মে নৃণাং ভজেৎ॥

হিঙ্গু, ছোলঙ্গ, ত্রিকটু, গোমূত্র, স্নিগ্ধ বস্তু, উষ্ণ বস্তু, পুষ্টিকর অথচ লঘু বস্তু, অগ্নিবৃদ্ধিকর বস্তু এবং বায়ুর অনুলোমকারক বস্তু গুল্মরোগে পথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অপথ্যবিধিঃ।

শুষ্কশাকং শমীধান্যং বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ। অধোবাতশকৃন্মূত্রশ্রমশ্বাসাশ্রুবারণং। বমনং জলপানঞ্চ গুল্মরোগী পরিত্যজেৎ॥

শুষ্ক শাক, শমীধান্য, বিষ্টম্ভী বস্তু, গুরু বস্তু, শ্বাসবেগ ও অশ্রুবেগ ধারণ, বমন, জলপান, এই সকল গুল্মরোগীর পক্ষে অহিতকর।

বাতকারিণী সর্ব্বাণি বিরুদ্ধান্যশনানি চ। বল্লূরং মূলকং মৎস্যান্মধুরাণি ফলানি চ॥

বায়ুবৃদ্ধিকর বস্তু, বিরুদ্ধ আহার, শুষ্ক মাংস, পক্ক মূলক, মৎস্য ও মিষ্টরসযুক্ত বস্তু অপথ্য।

অথ হৃদ্রোগ চিকিৎসা।

হৃদ্রোগস্য নিদানং।

অত্যুষ্ণগুর্ব্বন্নকষায়তিক্তশ্রমাভিঘাতাধ্যশনপ্রসঙ্গৈঃ। সংচিন্তনৈর্বেগবিধারণৈশ্চ হৃদাময়ঃ পঞ্চবিধঃ প্রদিষ্টঃ॥

অত্যুষ্ণ ও গুরুপাক বস্তু, কষায় ও তিক্তবস্তু আহার, অধিক পরিশ্রম, পুনঃ পুনঃ আহার, চিন্তা, মলমূত্রের বেগরোধ এই সকল হেতুতে হৃদ্রোগ জন্মে। হৃদ্রোগ পঞ্চবিধ।

তস্য সংপ্রাপ্তিঃ সামান্যলক্ষণঞ্চ।

দূষয়িত্বা রসং দোষা, বিগুণা হৃদয়ং গতাঃ। হৃদি বাধাং প্রকুর্ব্বন্তি, হৃদ্রোগং তং প্রচক্ষতে॥

প্রকুপিত বাত-পিত্ত-কফ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তত্রাত রস দূষিত করে, তাহাতেই নানারূপ বেদনা জন্মে। হৃদয়ে নানাবিধ বেদনা হয় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদজ্ঞগণ ইহাকে হৃদ্রোগ বলিয়া থাকেন।

বাতজহৃদ্রোগলক্ষণং।

আযম্যতে মারুতজে, হৃদয়ং তুদ্যতে যথা। নির্ম্মথ্যতে দীর্য্যতে চ, স্ফোট্যতে পাট্যতেঽপি চ॥

বায়ুজনিত হৃদ্রোগে নানাবিধ ব্যথা অর্থাৎ কখন সূচীবেধবৎ ব্যথা, কখন বিদারণবৎ ব্যথা, কখনও আকর্ষণবৎব্যথা হয়।

পিত্তজহৃদ্রোগলক্ষণং।

তৃষ্ণোষাদাহচোষাঃ স্যুঃ, পৈত্তিকে, হৃদয়ক্লমঃ। ধূমায়নঞ্চ মূর্চ্ছা চ, স্বেদঃ শোষো মুখস্য চ॥

পিত্তজনিত হৃদ্রোগে পিপাসা, দাহ, হৃদয়ের ক্লান্তি, মুখ হইতে ধূমবৎ বাষ্প নির্গমন, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম ও মুখশোষ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

কফজহৃদ্রোগলক্ষণং।

গৌরবং কফ সংস্রাবোঽরুচিস্তম্ভো-ঽগ্নিমার্দ্দবং। মাধুর্য্যমপি চাস্যস্য বলাসাবততে হৃদি॥

কফজনিত হৃদ্রোগে দেহের গুরুতা, কফস্রাব, অরুচি, মন্দাগ্নি, স্তব্ধতা, মুখের মধুরতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ত্রিদোষজক্রিমিজহৃদ্রোগলক্ষণং।

বিদ্যাত্রিদোষন্ত্বপি সর্ব্বলিঙ্গং তীব্রার্ত্তিতোদং ক্রিমিজং সকণ্ডুং। উৎক্লেদঃ ষ্ঠীবনং তোদঃ শূলং হৃল্লাসকস্তমঃ। অরুচিঃ শ্যাবনেত্রত্বং শোথশ্চ ক্রিমিজে ভবেৎ॥

ত্রিদোষজন্য হৃদ্রোগে পূর্ব্বকথিত বাতজনিত, পিত্তজনিত ও কফজনিত হৃদরোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে হৃদয়ে নানাবিধ ব্যথা, কণ্ডু, বমন, বমনেচ্ছা, অরুচি, চক্ষুর শ্যামবর্ণতা ও শোথ হয় আর রোগী অন্ধকার দর্শন করে।

সর্ব্বেষামুপদ্রবকথনং।

ক্লোমঃ সাদো ভ্রমঃ শোষো জ্ঞেয়াস্তেষামুপদ্রবাঃ। ক্রিমিজে ক্রিমিজাতীনাং শ্লৈষ্মিকানাঞ্চ যে মতাঃ॥

ক্লান্তি, দৌর্ব্বল্য, ভ্রম, শোষ এই সকল হৃদ্রোগের উপদ্রব। আর কফজনিত ক্রিমিরোগের যে সকল উপদ্রব কথিত হইয়াছে, সেই সকল উপদ্রবও ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগে দেখা দিয়া থাকে।

অথ হৃদ্রোগস্যৌষধিকথনং।

হৃদয়ার্ণবো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রং তয়োঃ সমং। মর্দ্দয়েৎ ত্রিফলাকাথৈঃ কাকমাচীদ্রবৈর্দ্দিনং। চণমাত্রাং বটীং খাদেদ্রসোঽয়ং হৃদয়ার্ণবঃ। কাকমাচীফলং কর্ষং ত্রিফলাফলসংযুতং। দ্বাত্রিংশত্তোলকং তোয়ং কাথমষ্টাবশেষিতং। অনুপানং পিবেচ্চাত্র হৃদ্রোগে চ কফোত্থিতে॥

একভাগ পারদ, একভাগ গন্ধক, দুইভাগ তাম্র এই সকল বস্তু ত্রিফলার কাথ ও কাকমাচীর রসে এক এক দিন পেষণ করিয়া চণকাকার বড়ী করিবে। ইহাকে হৃদয়ার্ণব রস কহে। এই ঔষধ সেবন করিয়া কাকমাচীর ফল দুইতোলা ও ত্রিফলা দুই তোলা দ্বাত্রিংশৎ তোলক জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ শেষে অনুপান করিবে। কাসজন্য হৃদ্রোগে এই ঔষধ প্রযোজ্য।

নাগার্জ্জুনাভ্রং।

সহস্রপুটনৈঃ শুদ্ধং বজ্রাভ্রমর্জ্জুনত্বচঃ। সত্বৈশ্চ মর্দ্দিতং সপ্তদিনং খল্লে বিশোষিতং। ছায়া শুষ্কা বটী কার্য্যা নাম্নেদমর্জ্জুনাভ্রকং। হৃদ্রোগং সর্ব্বশূলার্শোহৃল্লাসচ্ছর্দ্দ্যরোচকান্। অতীসারমগ্নিমান্দ্যং রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষয়ং॥ শোথোদরাম্লপিত্তঞ্চ বিষমজ্বরমেব চ। হন্ত্যন্যান্যপি রোগাণি বল্যং বৃষ্যং রসায়নং॥

সহস্রপুটবিশুদ্ধ বজ্রাভ্র, অর্জ্জুন গাছের বল্কলের রসে সাত দিন খলে পেষণ করত ছায়াতে শুষ্ক করিয়া বড়ী করিবে। ইহাকে অর্জ্জুনাভ্র কহে। এই ঔষধ হৃদ্রোগ, শূল, হৃল্লাস, ছর্দ্দি, অরুচি, অতিসার, মন্দাগ্নি, রক্ত পিত্ত, ক্ষতক্ষয়, শোথ, উদরী, অম্লপিত্ত, বিষমজ্বর, প্রভৃতি বিনাশ করে। ইহা বলপ্রদ, বৃষ্য ও রসায়ন।

পঞ্চাননো রসঃ।

সূতগন্ধৌ দ্রবৈর্ধাত্র্যা মর্দ্দয়েৎ গোস্তজীদ্রবৈঃ। যষ্টিখর্জ্জুর সলিলৈর্দিনঞ্চ পরি-

মর্দ্দয়েৎ। ধাত্রীচূর্ণং শিতঙ্কাম্বু পিবেৎ হৃদ্রোগশান্তয়ে॥

পারদ ও গন্ধক তুল্য পরিমাণে লইয়া আমলকীর রসে পেষণ পূর্ব্বক দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও খর্জ্জুর ইহাদিগের প্রত্যেকের কাথে এক এক দিবস ভাবনা দিবে। পরে দুই রতি প্রমাণ বটী করিয়া আমলকীচূর্ণ ও শর্করা অনুপানে সেবন করিবে এই ঔষধ সেবন দ্বারা হৃদ্রোগ ধ্বংস হয়। ইহাকে পঞ্চানন রস কহে।

বল্লভঘৃতং।

মুখ্যং শতার্দ্ধঞ্চ হরীতকীনাং সৌবর্চ্চলস্যাপি পলদ্বয়ঞ্চ। পক্কং ঘৃতং বল্লভকেতি নাম্না হৃল্লাসশূলোদরমারুতঘ্নং॥

পঞ্চাশটা হরীতকী, দুই পল সচললবণ ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, হৃল্লাস ও শূল প্রভৃতি রোগ দূর হইয়া থাকে।

অর্জ্জুনঘৃতং।

পার্থস্য কল্কস্বরসেন সিদ্ধং শস্তং ঘৃতং সর্ব্বহৃদামযেষু॥

চারি সের ঘৃত, কাথার্থ আটসের অর্জ্জুনগাছের ছাল, চৌষট্টি সের জল, অবশেষ ষোল সের। কল্কার্থ এক সের অর্জ্জুনগাছের ছাল। এই সমস্ত দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা যাবতীয় হৃদ্রোগ ধ্বংস হয়।

বলাদ্যং ঘৃতং।

ঘৃতং বলা নাগবলার্জ্জুনাম্বু সিদ্ধং সযষ্টিমধুকল্কপাদং। হৃদ্রোগশূলক্ষতরক্তপিত্তকাসানিলাসৃক্ শময়ত্যুদীর্ণং॥

বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলিয়া ও অর্জ্জুনগাছের ছালের কাথ করিয়া যষ্টিমধু কল্ক সহ ঘৃত পাক করত সেবন করিবে। ইহার নাম বলাদ্য ঘৃত। ইহা দ্বারা হৃদ্রোগ, শূল, ক্ষত, রক্তপিত্ত, কাস ও বাতরক্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অথ হৃদ্রোগে পাচনচিকিৎসা।

শুণ্ঠ্যাদি।

শুণ্ঠী হিঙ্গুলকৃতং তোয়ো হৃদ্রোগবিনাশনং॥

শুণ্ঠ ও হিঙ্গু এই উভয় একত্র করিয়া তদ্দ্বারা কাথ প্রস্তুত করত সেবন করিলে যাবতীয় হৃদ্রোগ বিনাশ পায়।

অথ হৃদ্রোগে মুষ্টিযোগ চিকিৎসা।

অর্জ্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদাময়ে। সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা॥

অর্জ্জুনগাছের ছাল দুগ্ধ সহ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে হৃদ্রোগ বিদূরিত হয়। শালপাণি, চাকুলিয়া, ব্যাকুড়, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমস্তের কাথ করিয়া শর্করা সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হৃদ্রোগ ধ্বংস হয় অথবা বেড়েলা ও যষ্টিমধুর কাথ করিয়া পান করিবে।

গোধূমককুভচূর্ণং ছাগপয়ো গব্যসর্পিষা পক্কং। মধুশর্করা সমেতং শময়তি হৃদ্রোগং সমুদ্ধতং পুংসাং॥

গোধূম ও অর্জ্জুন গাছের ছালের চূর্ণ অজাদুগ্ধ ও গব্য ঘৃত সহযোগে পাক করিয়া মধু ও শর্করা মিশ্রিত করত সেবন করিলে যাবতীয় হৃদ্রোগ দূর হয়।

ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে। হৃদ্রোগ জীর্ণজ্বর রক্তপিত্তং হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে॥

ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা অথবা গুড়ের জলের সহিত অর্জ্জুন গাছের ছাল চূর্ণ করত সেবন করিলে হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্ত বিনাশ পায়।

শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেবনানি তথা বিরেকো হৃদি পিত্তদুষ্টে। দ্রাক্ষা সিতা ক্ষৌদ্রপরূষকৈঃ স্যাৎ শুদ্ধে চ পিত্তাপহমন্নপানং।

যদি হৃদ্রোগ পিত্তপ্রধান হয়, তাহা হইলে শীতল প্রলেপ ও বিরেচন কর্ত্তব্য। আর বিরেচনাদি দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ হইলে কিস্মিস্, শর্করা, মধু ও পরূষ ফলের সহিত পিত্তাপহারী অন্ন পানীয় সেবন করিবে।

বচানিম্বকষায়াভ্যাং বান্তং হৃদি কফোত্থিতে। বাতহৃদ্রোগহৃচ্চূর্ণং পিপ্পল্যাদিঞ্চ পায়য়েৎ।

শ্লেষ্মজ হৃদ্রোগে বচ ও নিম্বত্বকের কাথ সেবন করাইয়া বমন করাইবে। আর বাতহৃদ্রোগাপহারক পিপ্পল্যাদি চূর্ণ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড়বিশ্বকৃষ্ণা কুষ্ঠাভয়া চিত্রকযাবশূকং। পিবেৎ সসৌবর্চ্চলপুষ্করাঢ্যং যবাম্ভসা শূলহৃদাময়ঘ্নং।

হিঙ্গু, বচ, বিটলবণ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, কুড়, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, সচললবণ, পুষ্করমূল, এই সমস্তের চূর্ণ তুল্য পরিমাণে মিশাইয়া যবক্কাথ সহ সেবন করিলে হৃদ্রোগ ও শূল বিনাশ পায়।

শ্রীপর্ণী মধুকক্ষৌদ্রসিতা গুড়জলৈর্ব্বমেৎ। পিত্তোপসৃষ্টে হৃদয়ে সেবেৎ মধুরকৈঃ শৃতং। ঘৃতং কষায়াংশ্চোদ্দিষ্টান্ পিত্তজ্বরবিনাশনান্॥

পিত্তজনিত হৃদ্রোগে গাম্ভারীফল ও যষ্টিমধু অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া মধু, শর্করা ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া আর তৎসহ মদনফলচূর্ণ মিশাইয়া বমন করাইবে। পরে মধুর দ্রব্য সহ সিদ্ধ ঘৃত ও কষায় বস্ত সেবন করাইবে, আর পিত্তজ্বরোক্ত চিকিৎসা করিতে হইবে।

ত্রিদোষজে লঙ্ঘনমাদিতঃ স্যাদন্নঞ্চ সর্ব্বেষু হিতং বিধেয়ং। হীনাতিমধ্যত্বমবেক্ষ্য চৈব কার্য্যং ত্রয়াণামপি কর্ম্ম শস্তম্॥

ত্রিদোষজনিত হৃদ্রোগে সর্ব্বাগ্রে লঙ্ঘন প্রদান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে দোষত্রয়ের নিবারক অন্নপানীয়াদি অর্পণ এবং দোষবিশেষের প্রাবল্য, হীনতা ও সাম্যাবস্থা বিবেচনা করিয়া বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

অথ হৃদ্রোগে পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

পথ্যবিধিঃ।

স্বেদো বিরেকো বমনঞ্চ লঙ্ঘনং বস্তির্ব্বিলেপী চিররক্তশালয়ঃ। মৃগা দ্বিজা জাঙ্গল সংজ্ঞয়ান্বিতা যূষা রসা মুদ্গকুলত্থসম্ভবাঃ॥

স্বেদ, বিরেচন, বমন, লঙ্ঘন, বস্তিকর্ম্ম, বিলেপী, পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুল, জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংসের যূষ, মুগের যূষ ও কুলথ কলায়ের যূষ এই সকল পথ্য।

রাগাঃ খড়াঃ কাম্বলিকাশ্চ ষাড়বা ভব্যং পটোলং কদলীফলান্যপি। পুরাণ কুষ্মাণ্ডরসালদাড়িমং শম্পাকশাকং নবমূলকান্যপি। এরণ্ডতৈলং গগনাম্বু সৈন্ধবং দ্রাক্ষাপি তক্রঞ্চ পুরাতনো গুড়ঃ। শুণ্ঠী যমানী লশুনং হরীতকী কুষ্ঠঞ্চ কুস্তুম্বুরু কৃষ্ণমার্দ্রকং॥

রাগ, খড়যূষ, কাম্বলিকযূষ, ষাড়ব, কামরাঙ্গা পটোল, কলা, পুরাতন কুমড়া, কাঁঠাল, ডালিম, সোঁদালিশাক, কচি মূলক, এরণ্ড তৈল, মেঘজল, সৈন্ধব, দ্রাক্ষা, ঘোল, পুরাতন গুড়, শুঁঠ, যমানী, লশুন, হরীতকী, কুড়, ধনিয়া, মরিচ ও আদা এই সমস্ত পথ্য।

সৌবীরং শুক্তং মধুবারুণীরসঃ কস্তূরিকা চন্দনকং প্রপানকং। তাম্বূল

পেয়ৰ গণঃ সথা ভবেন্মর্ত্ত্যস্য হৃদ্রোগানি পীড়িতস্য ॥

সৌবীর, শুক্ত, মধু, বারুণীরস, কস্তুরী, রক্ত চন্দন, পানক, তাম্বূল এই সমস্ত পথ্য।

অপথ্যবিধিঃ।

তৃট্ ছর্দ্দিমূত্রানিলশুক্রকাসোদগার-শ্রমশ্বাসবিড়শ্রুবেগান্। সহ্যাদ্রিবিন্ধ্যাদ্রিনদীজলানি মেষীপয়ো দুষ্টজলং কষায়ং।

পিপাসা, বমন, মূত্র, অধোবায়ু, শুক্র, কাস, উদ্গার, শ্রমজন্য শ্বাস, মল ও অশ্রু এই সকলের বেগধারণ, সহ্যপর্ব্বত ও বিন্ধ্যপর্ব্বত জাত নদীর জল, মেষীদুগ্ধ বারি ও কষায় রস এই সমস্ত অপথ্য।

বিরুদ্ধমুষ্ণং গুরুতিক্তমম্লং পত্রোত্থশাকানি চিরন্তনানি। ক্ষারঃ মধূকানি চ দন্তকাষ্ঠং রক্তশ্রুতিং হৃদ্গদবান্ পরিত্যজেৎ ॥

বিরুদ্ধবস্তু, উষ্ণবস্তু, গুরুবস্তু, তিক্তবস্তু, অম্লবস্তু, বহু দিনের পত্রশাক, যবক্ষার, মৌলপুষ্প, দশনধাবন ও শোণিত মোক্ষণ এই সকল হৃদ্রোগে অপথ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

অথ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা।

কৃচ্ছ্রস্য নিদানপূর্ব্বিকা সংপ্রাপ্তিঃ।

ব্যায়ামতীক্ষ্ণৌষধরুক্ষমদ্যপ্রসঙ্গনিত্যদ্রুতপৃষ্ঠযানাৎ। আনূপমাংসাধ্যশনাজীর্ণাৎ স্যুর্মূত্রকৃচ্ছ্রাণি নৃণাং তু অষ্টৌ। পৃথক্ মলাঃ স্বৈঃ কুপিতা নিদানৈঃ সর্ব্বেঽথবা কোপমুপেত্য বস্তৌ। মূত্রস্য মার্গং পরিপীড়য়ন্তি যদা তদা মূত্রয়তীহ কৃচ্ছ্রাৎ ॥

অধিক শ্রম, ব্যায়াম, তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধ সেবন, রুক্ষবস্তু আহার, সুরাপান, অধিক মৈথুন, অশ্বগজাদিতে দ্রুতবেগে গমন, সজল দেশোৎপন্ন জীবের মাংস ভোজন পুনঃ পুনঃ আহার, অজীর্ণ, ইত্যাদি কারণে কুপিত বাতাদি দোষত্রয় মূত্রাশয়ে প্রবেশ করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মায়। এই রোগে অতি ক্লেশে মূত্রনির্গম হয় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদবিশারদগণ ইহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র বলিয়া থাকেন। এই রোগ অষ্টবিধ :—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ত্রিদোষজ, শল্যজ, পুরীষজ, অশ্মরীজ ও শর্করাজনিত।

তস্য বাতাদিভেদেন লক্ষণানি।

তীব্রার্ত্তিরুগ্বঙ্ক্ষণবস্তিমেঢ্রে, স্বল্পং মুহুর্মূত্রয়তীহ বাতাৎ। পীতং সরক্তং সরুজং সদাহং কৃচ্ছ্রং মুহুর্মূত্রয়তীহ পিত্তাৎ। বস্তেঃ সলিঙ্গস্য গুরুত্বশোথৌ, মূত্রং সপিচ্ছং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে। সর্ব্বাণি রূপাণি তু সন্নিপাতাৎ, ভবন্তি তৎকৃচ্ছ্রতমং হি কৃচ্ছ্রং

বাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে কুঁচকিতে, মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গনালে অত্যন্ত ব্যথা হয় এবং পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প করিয়া প্রস্রাব হইতে থাকে। পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে মূত্রাশয়ে ব্যথা ও জ্বালা হয় এবং রক্তমিশ্রিত পীতবর্ণ প্রস্রাব হইয়া থাকে। কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বস্তিতে ও লিঙ্গনালে শোথ হয় আর মূত্রের পিচ্ছিলতা জন্মে। সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে পূর্ব্বোক্ত বাত-পিত্ত কফ জন্য মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ সমস্ত দৃষ্ট হয়।

শল্যজমূত্রকৃচ্ছ্রং।

মূত্রবাহিষু শৈল্যেন, ক্ষতেষ্বভিহতেষু বা। মূত্রকৃচ্ছ্রং তদা ঘাতাৎ, জায়তে ভূশদারুণং। বাতকৃচ্ছ্রেণ তুল্যানি, তস্য লিঙ্গানি নির্দ্দিশেৎ ॥

মূত্রবাহিস্রোত সকলে কোন রূপ অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত হইলে, কিম্বা কোনরূপ আঘাত লাগিলে শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মে। ইহাতে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ সমস্ত দৃষ্ট হয়।

পুরীষজমূত্রকৃচ্ছ্রং।

শকৃতস্তু প্রতীঘাতাৎ বায়ুর্ব্বিগুণতাং গতঃ। আধ্মানং বাতশূলঞ্চ, মূত্রসঙ্গং করোতি চ॥

মলমূত্রের বেগ ধারণ করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মায়। ইহাতে আধ্মান ও মূত্র প্রবৃত্তির সময় বায়ুজনিত শূলবেধবৎবেদনা উৎপন্ন হয়।

অশ্মরীজমূত্রকৃচ্ছ্রং।

অশ্মরীহেতু তৎপূর্ব্বং, মূত্রকৃচ্ছ্রমুদাহরেৎ। শুক্রে দোষৈরুপহতে, মূত্রমার্গে বিধাবিতে। সশুক্রং মূত্রয়েৎ কৃচ্ছ্রাৎ, বস্তিমেহনশূলবান্।

অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রাশয়ে ও লিঙ্গনালে ব্যথা এবং মূত্রের সহিত শুক্র বহির্গত হইয়া থাকে।

অশ্মরীশর্করয়োঃ সমানতা- ঘবান্তরভেদশ্চ মূত্রকৃচ্ছ্র কারণতাঞ্চ।

অশ্মরী শর্করা চৈব, তুল্যসম্ভবলক্ষণে। বিশেষণং শর্করায়াঃ শৃণু কীর্ত্তয়তো মম। পচ্যমানাশ্মরী পিত্তাৎ, শোষ্যমাণা চ বায়ুনা। বিমুক্তকফসন্ধানা, ক্ষরন্তী শর্করা মতা। হৃৎপীড়া বেপথুঃ শূলং, কুক্ষাবগ্নিশ্চ দুর্ব্বলঃ। তয়া ভবতি মূর্চ্ছা চ, মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দারুণং। মূত্রবেগনিরস্তাভিঃ, প্রশমং যাতি বেদনা। যাবদস্যাঃ পুনর্নৈতি, গুড়িকা স্রোতসো মুখং।

শর্করা অর্থাৎ অশ্মরী গুড়িকা (অশ্মরীর গুঁড়ো) জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে হৃদয়ে ব্যথা, দেহ কম্পন, উদরে ব্যথা, অগ্নিমান্দ্য, মূর্চ্ছা এবং প্রস্রাবকালে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে। মূত্রের সহিত শর্করা (অশ্মরী গুড়িকা) বাহির হইলে, মূত্রপথ পরিষ্কৃত হয় এই জন্য রোগী প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল সুস্থ থাকে; কিন্তু শর্করা, পুনরায় মূত্রপথ রোধ করিলে সহজে প্রস্রাব বাহির হয় না, সুতরাং যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। এমন কি ইহাতে প্রস্রাব করিবার কালে মূর্চ্ছা পর্যন্ত উপস্থিত হয়।

অথ মূত্রকৃচ্ছ্রস্যৌষধিকথনং।

ত্রিনেত্রাখ্যরসঃ।

বঙ্গং সূতং গন্ধকং ভাবয়িত্বা লৌহে পাত্রে মর্দ্দয়েদেকেমস্রং। দূর্ব্বাযষ্টি গোক্ষুরৈঃ শাল্মলীভির্মূষামধ্যে ভূধরে পাচয়িত্বা। তত্তৎদ্রাবৈর্ভাবয়িত্বাস্য বল্লং দদ্যাৎ শীতং পায়সং বক্ষ্যমাণং। দূর্ব্বাযষ্টিশাল্মলীতোয়দুগ্ধৈ স্তুল্যৈঃ কুর্য্যাৎ পায়সং তদ্দদীত প্রাতঃকালে শীতপানীয়পানাৎ। মূত্রে জাতে স্যাৎ সুখী চ ক্রমেণ।

বঙ্গ, পারদ, গন্ধক এই সকল তুল্যপরিমাণে লইয়া দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শাল্মলী ইহাদিগের কাথে ভাবনা দিয়া একদিন খলে পেষণ করিবে। অনন্তর মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে উহা লইয়া পুনরায় পূর্ব্ব কথিত কাথে ভাবনা দিবে। তৎপরে দুই রতি প্রমাণ বড়ী করিয়া সেবন করিতে হইবে। দূর্ব্বা যষ্টিমধু, শাল্মলীর কাথ ও দুগ্ধ সমভাগে লইয়া পায়স করিবে। শীতল হইলে উহা অনুপান করিতে হয়। প্রভাতে এই ঔষধ সেবন করিয়া শীতল জল পান করিলে যদি প্রস্রাব হয়, তাহা হইলেই রোগীর স্বাস্থ্যবোধ হয়। ইহাকে ত্রিনেত্রাখ্য রস কহে।

বরুণাদ্যং লৌহং।

দ্বিপলং বরুণং ধাত্র্যাস্তদর্দ্ধং [illegible] পুষ্পকং। হরীতক্যাঃ পলার্দ্ধঞ্চ [illegible] তদর্দ্ধকং। কর্ষমাত্রঞ্চ লৌহাভ্রং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শাণমানং বিধানবিৎ। মূত্রাঘাত